Download More Book From www.admissionwar.com

- একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির MCQ PART
- সকল বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার সহায়ক Text Book

জয়কলি
বিশ্ববিদ্যালয় সিরিজ

প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমনের আলোকে রচিত

বাংলা বিচিত্রা

[প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক)]

বইটি পড়লে-
- নবম-দশম শ্রেণির বোর্ড ব্যাকরণ বই
- একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই [পদ্য, পদ্য, নাটক ও উপন্যাস]
- উচ্চ মাধ্যমিকের বিভিন্ন ব্যাকরণ বই
- তেমন প্রয়োজন হবে না।

ADMISSION WAR
তোমার প্রেরণা তুমি নিজেই

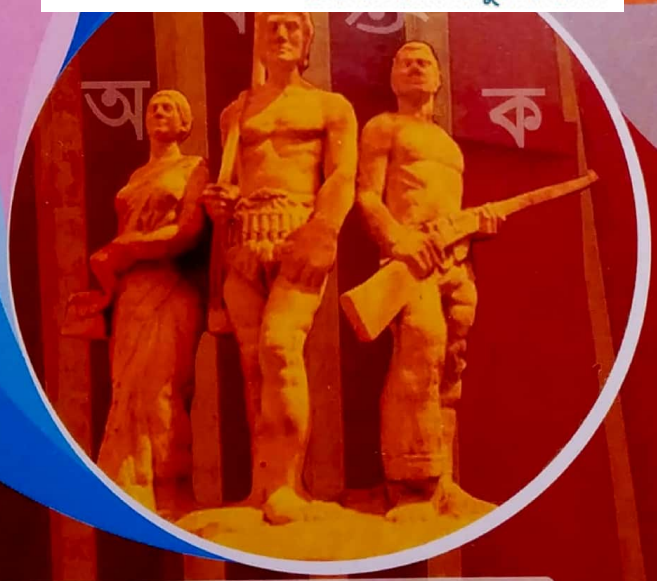

সাফ্ কথা : সকল বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য বাংলা বিচিত্রা-এর চেয়ে ভালো মানের বই আজও প্রকাশিত হয়নি, হয়েছে প্রমাণ করতে পারলে তাকে লক্ষ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

মানি ব্যাক : বইটি থেকে প্রায় শতভাগ প্রশ্ন কমন না পড়লে সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেয়া হবে।

প্রশ্ন কমন'১৭ : ঢাবি খ-ইউনিট ২২/২৫টি, গ-ইউনিট ১৯/২০টি প্রশ্ন কমন পড়েছে; অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৮%; প্রমাণ দেখুন- কভার ব্যাক।

JOYKOLY PUBLICATIONS LTD.

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

HSC' র বন্ধুরা, আমরা জয়কলি'র ১ সেট বই পড়ে বুয়েট-মেডিকেল-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ১ম হয়েছি। তোমরা-?

বুয়েট ১ম

কৌশিক রায় (ভদ্র)
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮
প্রাক্তন- দিনাজপুর সরকারি কলেজ

আমি কৌশিক রায় (ভদ্র), এবছর বুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেছি। এই অর্জনে আমাকে সাহায্য করছে জয়কলি পাবলিকেশন্স এর ১সেট বুয়েট বই। বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন চর্চা করতে বইগুলো আমাকে সাহায্য করছে। এই বইগুলো একাদশ শ্রেণি থেকেই পড়লে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারা যায়। আমি সকলের সাফল্য কামনা করছি।

মেডিকেল ১ম

মাহমুদুল হাসান ইউসুফ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮
প্রাক্তন- মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ

আমি মাহমুদুল হাসান ইউসুফ, সৃষ্টিকর্তার অসীম কৃপায় আমি ২০১৭-১৮ মেডিকেল ভর্তি সেশনে জাতীয় মেধায় ১ম স্থান অর্জন করেছি। ভর্তি প্রস্তুতির সময়ে আমি জয়কলি'র বইগুলো পড়েছি। আমার এই ভালো ফলাফলের জন্য আমি জয়কলি পাবলিকেশন্স এর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতির সুবিধার্থে জয়কলি পাবলিকেশন্স এর বইগুলো পড়লে উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিজ্ঞান ঢাবি-ক ১ম

অনিক বিশ্বাস
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮
প্রাক্তন- রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ

আমি অনিক বিশ্বাস, ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেছি। আমার এ সাফল্যে জয়কলি'র ১ সেট বইয়ের অবদান অনস্বীকার্য। জয়কলি'র বইগুলো খুব ভালোভাবে সাজানো ও নির্ভুল। জয়কিল'র বইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ শর্টকাট টেকনিক, বিগত প্রশ্ন ও সমাধান দেওয়া আছে। শর্টকাট টেকনিক ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু বন্ধুরা ভর্তি পরীক্ষায় যদি ভালো করতে চাও, তবে শুরু থেকেই জয়কলি'র ১ সেট বই পড়ে যাও।

ব্যবসায় শিক্ষা ১ম

ইমতিয়াজ জাহান চৌধুরী
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮
ঢাবি-গ প্রাক্তন- তৌহিদ একাডেমি

আমি ইমতিয়াজ জাহান চৌধুরী, ২০১৭-১৮ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় 'গ' ইউনিটে ১ম স্থান অর্জন করেছি। আমার এই সাফল্যের জন্য জয়কলি পাবলিকেশন্স এর কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে ইংলিশ বিচিত্রা, হিসাব বিচিত্রা, ব্যবসায় বিচিত্রা, ফিন্যান্স বিচিত্রা ও মার্কেটিং বিচিত্রা বইগুলো আমার এ সফলতা অর্জনে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থীদের জয়কলি'র ১ সেট বই তাদের চান্স প্রাপ্তিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

মানবিক ২য়

তাসনীম
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮
ঢাবি- খ,ঘ প্রাক্তন- ডেমরা আইডিয়াল কলেজ

আমি তাসনীম, ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় খ ও ঘ-ইউনিটে ২য় স্থান অধিকার করেছি। আমার এ সাফল্যের জন্য জয়কলি'র ১ সেট বই প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। জয়কলি'র বাংলা বিচিত্রা, English Bichitra, জ্ঞানকোষ, প্রশ্নব্যাংক, তথ্যকণিকা বইগুলো সত্যিই অনবদ্য। ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য জয়কলি'র ১ সেট বই-ই যথেষ্ট। তাই জয়কলি'র ১ সেট বই পড়লে যেকোনো ছাত্রছাত্রীর পক্ষে ভালো ফলাফল করা সম্ভব বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

বিভাগ পরিবর্তন ১ম

মোঃ সাইয়েদ বিন আবদুল্লাহ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-১৭
ঢাবি-ঘ প্রাক্তন- পাবনা ক্যাডেট কলেজ

আমি মোঃ সাইয়েদ বিন আবদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ-১ম স্থান অর্জন করেছি। একাদশ শ্রেণিতে উঠার পর থেকেই আমি জয়কলি'র ১সেট বই কিনে প্রস্তুতি নিতে থাকি। বিচিত্র তথ্যে সমৃদ্ধ, ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্নাবলির সংযোজন, তথ্যের নির্ভুলতা এসব গুণাবলিতে বইগুলো অনন্য সাধারণ। যে কোন শিক্ষার্থীর জন্যই জয়কলি'র ১ সেট বই সঠিক নির্দেশনার পাশাপাশি অত্যন্ত তথ্যনির্ভর এবং সাবলীল বিষয়ভিত্তিক চূড়ান্ত সাজেশন। বাজারে হাজার হাজার বই আছে, নানা মানুষ নানা মতামত সবসময়ই দেন, এতে করে বিভ্রান্তিতে পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ এই দোটানায় সময় নষ্ট না করে কেউ যদি দৃঢ় চিত্তে জয়কলি'র উপর নির্ভরশীল হয়, তবে তার সাফল্য অবধারিত।

২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে জয়কলি'র ১ সেট বই থেকে বুয়েটে ৫৭টি মেডিকেলে ৯৮টি ঢাবি-ক ১১৯টি খ-৯০টি গ-৯৩টি ঘ-৯৪টি প্রশ্ন কমন

মেডিকেল সেট

• মেডি বায়োলজি	- ৩০টির ২৮টি
• মেডি রসায়ন	- ২৬টির ২৬টি
• মেডি পদার্থবিজ্ঞান	- ১৮টির ১৮টি
• Medi English	- ১৫টির ১৫টি
• মেডি জ্ঞানকোষ	- ১১টির ১১টি
মোট ১০০টি প্রশ্নের ৯৮টি	
• মেডি প্রশ্নব্যাংক	- ১০০টির ৫৭টি
• মেডি মডেল টেস্ট	- ১০০টির ৩৬টি

বুয়েট সেট
BUET KUET, RUET & CUET

• বুয়েট পদার্থবিজ্ঞান	[২০টির ২০টি]
• বুয়েট গণিত	[২০টির ২০টি]
• বুয়েট রসায়ন	[২০টির ১৭টি]
মোট ৬০টি প্রশ্নের ৫৭টি	
• বুয়েট আর্কিটেকচার	
• বুয়েট প্রশ্নব্যাংক	
• বুয়েট মডেল টেস্ট	
• English Bichitra	

বিজ্ঞান সেট

• রসায়ন বিচিত্রা	- ৩০টির ৩০টি
• পদার্থ বিচিত্রা	- ৩০টির ২৯টি
• গণিত বিচিত্রা	- ৩০টির ৩০টি
• বায়োলজি বিচিত্রা	- ৩০টির ৩০টি
মোট ১২০টি প্রশ্নের ১১৯টি	
• প্রশ্নব্যাংক	- ১২০টির ৫১টি
• মডেল টেস্ট	- ১২০টির ৬২টি

হাইলাইটস থেকে প্রশ্ন কমন

• রসায়ন হাইলাইটস	- ৩০টির ২৮টি
• পদার্থ হাইলাইটস	- ৩০টির ২৭টি
• গণিত হাইলাইটস	- ৩০টির ২৮টি
• বায়োলজি হাই.	- ৩০টির ২৪টি
• বাংলা হাইলাইটস	- ২৫টির ১৪টি
• English Hi.	- ২৫টির ১৩টি
• সাধারণ জ্ঞান হাই.	- ৫০টির ৩৬টি
• হিসাববিজ্ঞান হাই.	- ২০টির ২০টি
• ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যব.	- ২০টির ২০টি
• ফিন্যান্স/মার্কেটিং হাই.	- ২০টির ২০টি

ব্যবসায় শিক্ষা সেট

• বাংলা বিচিত্রা	- ২০টির ১৯টি
• English Bichitra	- ২০টির ১৪টি
• হিসাব বিচিত্রা	- ২০টির ২০টি
• ব্যবসায় বিচিত্রা	- ২০টির ২০টি
• ফিন্যান্স/মার্কেটিং	- ২০টির ২০টি
মোট ১০০টি প্রশ্নের ৯৩টি	
• প্রশ্নব্যাংক	- ১০০টির ৩৬টি
• মডেল টেস্ট	- ১০০টির ৩৪টি
• Varsity Math	- ৯৬%

মানবিক সেট

• বাংলা বিচিত্রা	- ২৫টির ২২টি
• English Bichitra	- ২৫টির ২০টি
• জ্ঞানকোষ [বা. +আ.]	- ৫০টির ৪৮টি
মোট ১০০টি প্রশ্নের ৯০টি	
• প্রশ্নব্যাংক	- ১০০টির ৩৩টি
• মডেল টেস্ট	- ১০০টির ৩৬টি
• নলেজ টেস্ট	- ৫০টির ৩২টি

অন্যান্য বই থেকে

• কৃষি বিচিত্রা	- ৯০%
• বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিচিত্রা	- ৫৮%
• টেক্সটাইল বিচিত্রা	- ৮৫%
• মেরিন বিচিত্রা	- ৯০%
• আইন বিচিত্রা	- ৫০%
• জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব.	- ৬২%
• রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	- ৪৮%
• চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	- ৪৪%

মেডি হাইলাইটস সেট

• মেডি বায়োলজি হাই.	- ১৬/৩০টি
• মেডি রসায়ন হাই.	- ১৪/২৬টি
• মেডি পদার্থ হাই.	- ১১/১৮টি
• Medi English Hi.	- ৮/১৫টি
• মেডি সাধারণ জ্ঞান হাই.	- ৮/১১টি

জয়কলি'র ১ সেট বই থেকে বুয়েট-মেডিকেল-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার সর্বশেষ ৫ বছরের প্রশ্ন কমনের ডাটা

সাল	বুয়েট		মেডিকেল		ঢাবি [ক-ইউনিট]		ঢাবি [খ-ইউনিট]		ঢাবি [গ-ইউনিট]		ঢাবি [ঘ-ইউনিট]	
	মোট প্রশ্ন	প্রশ্ন কমন	মোট প্রশ্ন	প্রশ্ন কমন	মোট প্রশ্ন	প্রশ্ন কমন	মোট প্রশ্ন	প্রশ্ন কমন	মোট প্রশ্ন	প্রশ্ন কমন	মোট প্রশ্ন	প্রশ্ন কমন
২০১৩	৩০ + ১২০	২৬+১১০টি	১০০টি	৯৮টি	১২০টি	১১৩টি	১০০টি	৭৮টি	১০০টি	৮৭টি	১০০টি	৯৪টি
২০১৪	৬০টি	৫২টি	১০০টি	৯৫টি	১২০টি	১১৫টি	১০০টি	৯০টি	১০০টি	৯৫টি	১০০টি	৮৯টি
২০১৫	৬০টি	৫৪টি	১০০টি	৯৭টি	১২০টি	১১৫টি	১০০টি	৯৩টি	১০০টি	৯০টি	১০০টি	৯২টি
২০১৬	৬০টি	৫৪টি	১০০টি	৯৪টি	১২০টি	১১৬টি	১০০টি	৯৫টি	১০০টি	৯৫টি	১০০টি	৯৪টি
২০১৭	৬০টি	৫৭টি	১০০টি	৯৮টি	১২০টি	১১৯টি	১০০টি	৯০টি	১০০টি	৯৩টি	১০০টি	৯৪টি

নকল বই হতে সাবধান!

১. বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক বই রচনা ও প্রকাশনায় দেশের প্রথম ও একমাত্র প্রফেশনাল পাবলিকেশন্স- জয়কলি। অনেক লেখক/প্রকাশক জয়কলি'র বইয়ের নাম, কভারের প্রচ্ছদ, স্টাইল, শর্টকাট টেকনিক, ছন্দ, অধ্যায়ভিত্তিক সাজানোর ধরন, তথ্য, চার্ট ইত্যাদি হুবহু নকল বা আংশিক পরিবর্তন করে বাজারে বিভিন্ন নামে বই প্রকাশ করছে। জয়কলি'র বিগত বছরের বইয়ের সাথে এ সকল প্রতারক লেখক বা প্রকাশকের বই মিলিয়ে দেখলে অতি সহজেই যেকোনো পাঠক তা ধরতে পারবেন। সচেতন পাঠকমহলকে এসব প্রতারক লেখক বা প্রকাশকের নকল বইয়ের পরিবর্তে জয়কলি পাবলিকেশন্সের বই ক্রয়ের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। মনে রাখবেন, বেস্ট বুক প্লাস বেশি প্রশ্ন কমনের বই মানেই জয়কলি'র বই।

২. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিটভিত্তিক জয়কলি'র প্রশ্নব্যাংক, মডেল টেস্ট ও হাইলাইটস বইগুলো দেখে অনেক লেখক/ প্রকাশক বিভিন্ন নামে প্রশ্নব্যাংক, মডেল টেস্ট ও হাইলাইটস বই প্রকাশ করছে। এসব অসাধু ও প্রতারক লেখক/ প্রকাশকের নকল প্রশ্নব্যাংক, মডেল টেস্ট ও হাইলাইটস বই ক্রয়ের পরিবর্তে জয়কলি'র আসল প্রশ্নব্যাংক, মডেল টেস্ট ও হাইলাইটস বই কিনুন।

জয়কলি'র ১ সেট বই পড়লে বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় শতভাগ প্রশ্ন কমন ও চান্স নিশ্চিত।

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

প্রশ্ন কমন নিয়ে দুটি কথা

অনেক লেখক/প্রকাশক প্রায়ই দাবি করেন যে, তার বই থেকে ১০০% প্রশ্ন কমন বা ২০/২৫/৩০টি প্রশ্নের ২০/২৫/৩০টি প্রশ্নই [সরাসরি/অনুরূপ প্রশ্ন/তথ্য থেকে] কমন পড়েছে। তাদের রচিত কোন বইটি থেকে মোট কয়টি প্রশ্ন এবং কত নং পৃষ্ঠা থেকে কমন পড়েছে তা কখনোই প্রমাণের ডাটা ছক আকারে দেখান না। অথচ জয়কলি শুরু থেকেই [২০০৪ সাল] প্রতি বছর যে বই থেকে যে কয়টি প্রশ্ন কমন পড়ে এবং যে পৃষ্ঠা থেকে প্রশ্নটি এসেছে তার একটি প্রমাণের ডাটা ছক আকারে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছে এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, জয়কলি ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে, যাতে পাঠকসমাজ অতি সহজেই জয়কলি'র বই খুলে প্রশ্ন কমনের সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারেন।
প্রশ্ন কমনের প্রমাণের ডাটা ছক আকারে অপর পৃষ্ঠায় দেখুন।

বাংলা বিচিত্রা বইটি কেন প্রয়োজন?

- ☑ টেক্সট বুক ও সকল ব্যাকরণ বইয়ের আলোকে রচিত বাংলা বিচিত্রা থেকে প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমনের গ্যারান্টি প্রদান।
- ☑ অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের MCQ ও প্রতি অধ্যায়ে একাধিক Self Test সংবলিত বই- বাংলা বিচিত্রা।
- ☑ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সোনার হরিণের একমাত্র জাদুকরি বই-ই হচ্ছে- বাংলা বিচিত্রা।
- ☑ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বাংলা বিষয়ের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সহায়ক Text Book-ই হচ্ছে- বাংলা বিচিত্রা।
- ☑ বইটিতে সকল বিশ্ববিদ্যায়ের বিগত বছরের সকল প্রশ্ন অধ্যায়ভিত্তিক বন্টন ও সঠিক উত্তর প্রদান।
- ☑ বাংলা বিচিত্রা বইটি ভালোভাবে পড়লে অন্য কোনো বই, নোট, গাইড, লেকচার শিট কিংবা কারো সাহায্য নিতে হয় না।
- ☑ বাংলা বিচিত্রা বইটি বাজারের যেকোনো বইয়ের তুলনায় Best, সকল প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর ও সঠিক ব্যাখ্যাসহ সর্বাধিক MCQ।
- ☑ যে সকল ছাত্র-ছাত্রী গ্রাম বা মফস্বল শহরে বাসায় বসে ভর্তি প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাদের একমাত্র অবলম্বন- বাংলা বিচিত্রা।
- ☑ বইটিতে ভর্তি পরীক্ষায় আসার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ১০ সেট মডেল টেস্ট প্রদান করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ: ভর্তি পরীক্ষার জন্য এভাবে সাজানো-গোছানো বাংলা বই বাংলাদেশে আজও দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয়নি।

তাসনীম
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮
২য়
ঢাবি-খ,ঘ
প্রাক্তন-তেজগাঁও আইডিয়াল কলেজ

আমি তাসনীম, ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় খ ও ঘ-ইউনিটে ২য় স্থান অধিকার করেছি। আমার এ সাফল্যের জন্য জয়কলি'র ১ সেট বই প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। জয়কলি'র বাংলা বিচিত্রা, English Bichitra, জ্ঞানকোষ, প্রশ্নব্যাংক, তথ্যকণিকা বইগুলো সত্যিই অনবদ্য। ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য জয়কলি'র ১ সেট বই-ই যথেষ্ট। তাই জয়কলি'র ১ সেট বই পড়লে যেকোনো ছাত্রছাত্রীর পক্ষে ভালো ফলাফল করা সম্ভব বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

ইমতিয়াজ জাহান চৌধুরী
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮
১ম
ঢাবি-গ
প্রাক্তন-তৌহিদ একাডেমি

আমি ইমতিয়াজ জাহান চৌধুরী, ২০১৭-১৮ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় 'গ' ইউনিটে ১ম স্থান অর্জন করেছি। আমার এ সাফল্যের জন্য জয়কলি পাবলিকেশন্স এর কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে ইংলিশ বিচিত্রা, হিসাব বিচিত্রা, ব্যবসায় বিচিত্রা, ফিন্যান্স বিচিত্রা এবং মার্কেটিং বিচিত্রা বইগুলো আমার এ সফলতা অর্জনে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থীদের জয়কলি'র ১ সেট বই তাদের চান্স প্রাপ্তিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

একটি জরিপের ফলাফল

একটি জরিপে দেখা গেছে, বুয়েট-মেডিকেল- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ৯০% এর অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য জয়কলি পাবলিকেশন্স এর বই পড়ে সফলতা অর্জন করেছে।

বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য তুমি যে বই-ই পড়ো না কেনো, জয়কলি'র বই না পড়লে ভর্তি প্রস্তুতি অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। তাই ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য একমাত্র জয়কলি'র উপর শতভাগ আস্থা রেখে পড়ো, চান্স নিশ্চিত। মনে রাখবে, জয়কলি'র চেয়ে ভালো মানের বই আজও প্রকাশিত হয়নি।

বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতির জন্য ছাত্রদের ১ম চয়েস- জয়কলি'র বই।

জয়কলি'র বই সম্পর্কে কয়েকজন শিক্ষার্থীর মন্তব্য

- জয়কলি'র বই মিস তো চান্স মিস- মিলন, শাবিপ্রবি
- ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন কমনের Boss জয়কলি- মিরাজ, চবি
- ভর্তি পরীক্ষার জন্য জয়কলি'র প্রত্যেকটি বই-ই Boss- সুমন, বুয়েট
- বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির স্বপ্ন পূরণে জয়কলি'র বই অদ্বিতীয়- রাসেল, রাবি
- জয়কলি'র বই পড়লে অন্য কোনো বইয়ের প্রয়োজন নেই- সাদিকুল ইসলাম, ঢাবি
- বাজারের যেকোনো বইয়ের চেয়ে জয়কলি'র বই অনেক বেশি সাজানো-গোছানো- বিজয়, বাকৃবি
- মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য জয়কলি'র ১ সেট বই-ই যথেষ্ট- মনির, ShSMC
- বাজারে প্রকাশিত ভর্তি প্রস্তুতির বইগুলোর চেয়ে জয়কলি'র বই কয়েক ধাপ উপরে- মাহিন, খুবি

এরকম হাজারো মন্তব্য আমাদের অগ্রযাত্রাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। অভিনন্দন সবাইকে।

জয়কলি'র ১সেট বই পড়লে বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় শতভাগ প্রশ্ন কমন ও চান্স নিশ্চিত

ADMISSION WAR
তোমার প্রেরণা তুমি নিজেই
Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

সকল বিশ্ববিদ্যালয় [মানবিক-ব্যবসায় শিক্ষা-বিভাগ পরিবর্তন] ভর্তি পরীক্ষা ২০১৮

১ প্রশ্ন কমন নিয়ে দুশ্চিন্তা?
২ অনেক পড়েও পড়াগুলো মনে থাকছে না?
৩ বই দাগানো বা কোন্ অংশটুকু পড়বে, তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?
৪ গাণিতিক সমস্যার সমাধান শর্টকাট টেকনিকের সাহায্যে করতে অসুবিধা হচ্ছে?
৫ একাধিক লেখকের বই, নোট, গাইড, লেকচারশিট সমন্বয় করে পড়তে ঝামেলা হচ্ছে?

ইত্যাদি ইত্যাদি ঝামেলা এড়াতে জয়কলি'র ১ সেট বই পড়ো।

JOYKOLY PUBLICATIONS LTD. Since 2004

জয়কলি পাবলিকেশন্স লি.

ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমনের বাজারের একমাত্র গ্যারান্টেড বই

ঢাবি'তে জয়কলি'র ১সেট বই থেকে খ-৯০টি গ-৯৩টি ঘ-৯৪টি প্রশ্ন কমন

২০১৭ সালে ঢাবি [খ+গ+ঘ ইউনিট] ভর্তি পরীক্ষায় জয়কলি'র [১] বাংলা বিচিত্রা [২] English Bichitra [৩] জ্ঞানকোষ- বাংলাদেশ [৪] জ্ঞানকোষ- আন্তর্জাতিক [৫] হিসাব বিচিত্রা [৬] ব্যবসায় বিচিত্রা [৭] ফিন্যান্স বিচিত্রা বা মার্কেটিং বিচিত্রা বই থেকে ১০০টি প্রশ্নের ৯০/৯৩/৯৪টি প্রশ্ন সরাসরি/অনুরূপ তথ্য থেকে কমন পড়েছে [এর অর্ধেক সংখ্যক প্রশ্ন বাজারের অন্য কোনো বই থেকে কমন পড়েনি]। জয়কলি'র কোন বইয়ের, কত নং পৃষ্ঠার, কত নং প্রশ্ন/ কোন তথ্য থেকে প্রশ্নটি এসেছে তার একটি প্রমাণের ডাটা নিচে প্রদান করা হলো, যাতে পাঠকসমাজ অতি সহজেই জয়কলি'র বইগুলো খুলে সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারেন। উল্লেখ্য, প্রশ্ন কমনের ডাটা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং এটি জয়কলি'র ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজেও আছে।

ঢাবি খ+গ+ঘ ইউনিটের প্রশ্ন কমনের প্রমাণপত্র নিচে দেওয়া হলো।

বাংলা বিচিত্রা C-Unit 19/20

প্রশ্ন নং	যেখানে প্রশ্নটি আছে: পৃষ্ঠা	প্রশ্ন/তথ্য নং
০১	৩১৮	ডান কলাম
০২	৫৬	গুরুত্বপূর্ণ লাইন
০৩	৪৮৬	বিপরীত শব্দ
০৪	৪১৪	উদাহরণ
০৫	৩০৮	EB
০৬	৩৫৯	ডান কলাম
০৭	২৯৬	ডান কলাম
০৮	৫৫	প্র.নং-০৯
০৯	×	×
১০	১২৭	কবির নাম
১১	৩০৫	অনুশীলনী
১২	২৫	শব্দার্থ
১৩	২৭৭	বানানের তালিকা
১৪	২৮২	সংজ্ঞা
১৫	৪৬৩	ডান কলাম
১৬	৪৫৩	প্র.নং-০৬
১৭	২৭	প্র.নং-০২
১৮	৩৫৪	প্র.নং-০৯
১৯	৪০১	প্র.নং-৭১
২০	৩৮০	প্র.নং-৪১

English Bichitra C-Unit 14/20

SL	Page	Ques.No.
01	×	×
02	×	×
03	×	×
04	×	×
05	×	×
06	63	L.Column
07	61	R.Column
08	71	Q.No-168
09	267	Q.No-129 OB
10	106	L.Column
11	44	L.Column
12	247	Q.No-441 OB
13	247	Q.No-734
14	303	Q.No-293
15	×	×
16	275	Q.No-132
17	283	L.Column
18	238	Q.No-360
19	312	Q.No-611 OB
20	246	Q.No-684

জ্ঞানকোষ ৪৮/৫০ B-Unit (১ম ২০টির প্রমাণ)

প্রশ্ন নং	যেখানে প্রশ্নটি আছে: পৃষ্ঠা	প্রশ্ন/তথ্য নং
০১	৯২	জ্ঞানকোষ বাংলাদেশ
০২	১১	তথ্যকণিকা, মার্চ '১৭
০৩	২৯	জ্ঞানকোষ বাংলাদেশ
০৪	১৩	জ্ঞানকোষ বাংলাদেশ
০৫	৩১৫	জ্ঞানকোষ আন্তর্জাতিক
০৬	১১	তথ্যকণিকা, জুন '১৭
০৭	৩৯	জ্ঞানকোষ বাংলাদেশ
০৮	২৪৫	জ্ঞানকোষ বাংলাদেশ
০৯	১১	তথ্যকণিকা, অক্টো. '১৭
১০	৩৮	জ্ঞানকোষ বাংলাদেশ
১১	৩১৩	জ্ঞানকোষ বাংলাদেশ
১২	৩৬৫	জ্ঞানকোষ বাংলাদেশ
১৩	৬৭	জ্ঞানকোষ বাংলাদেশ
১৪	৪৮৮	জ্ঞানকোষ আন্তর্জাতিক
১৫	১৯৭	জ্ঞানকোষ বাংলাদেশ
১৬	৪৮৬	জ্ঞানকোষ বাংলাদেশ
১৭	৩৪	জ্ঞানকোষ বাংলাদেশ
১৮	৩০৯	জ্ঞানকোষ আন্তর্জাতিক
১৯	২৩০	জ্ঞানকোষ বাংলাদেশ
২০	২৬২	জ্ঞানকোষ বাংলাদেশ

হিসাব বিচিত্রা ২০/২০

প্রশ্ন নং	যেখানে প্রশ্নটি আছে: পৃষ্ঠা	প্রশ্ন/তথ্য নং
০১	৯৫	ছক
০২	৩৪২	প্র.নং-১
০৩	১১৬	ছক-১
০৪	২৩	ছক-২
০৫	১৮৩	প্র.নং-৬
০৬	৩১০	সূত্রাবলি
০৭	২৮৮	প্র.নং-৭
০৮	৩১১	প্র.নং-৬
০৯	৮৮	প্র.নং-৩
১০	৬০	বাট্টা
১১	২৭৩	আলোচনা
১২	১৬৮	প্র.নং-১১
১৩	২৮৭	প্র.নং-৪
১৪	৩৪	প্র.নং-১৫
১৫	২৭২	আলোচনা
১৬	৩০৭	সূত্র
১৭	৪১	প্র.নং-১০
১৮	৩১০	প্র.নং-২
১৯	৩৬	প্র.নং-৭
২০	২৭৩	আলোচনা

ব্যবসায় বিচিত্রা ২০/২০

প্রশ্ন নং	যেখানে প্রশ্নটি আছে: পৃষ্ঠা	প্রশ্ন/তথ্য নং
০১	১৮৩	প্র.নং-৩
০২	১৪০	১ম ছক
০৩	১৬২	প্র.নং-৩
০৪	১৬৮	ঢাবি-২
০৫	৯৬	১ম ছক
০৬	১৩৬	তথ্যাবলি
০৭	১৮৪	রাবি-৫
০৮	১৮৪	চবি-১০
০৯	১৬৮	ঢাবি-৬
১০	১৪১	প্র.নং-১৭
১১	৬৯	কোম্পানির দলিল
১২	১৮৯	১ম লাইন
১৩	২১৬	ঢাবি-১০
১৪	১৫৪	ঢাবি-১৮
১৫	১৮১	দ্বি-উপাদান তত্ত্ব
১৬	১৩৫	ব্যবস্থাপনার কাজ
১৭	১৪৬	ছক
১৮	২১২	ঢাবি-১৪
১৯	১৫২	ছক
২০	৮৮	রোকেয়া-৮

মার্কেটিং বিচিত্রা ২০/২০

ফিন্যান্স বিচিত্রা ২০/২০

প্রশ্ন নং	যেখানে প্রশ্নটি আছে: পৃষ্ঠা	প্রশ্ন/তথ্য নং
০১	৫১	কৌশল
০২	১১৫	ছক
০৩	১৩৩	আলোচনা
০৪	১৩	লাইন-১
০৫	২৪৯	আলোচনা
০৬	৮২	সা. শেয়ার
০৭	২৮	আলোচনা
০৮	২৯৩	প্র.নং-১
০৯	২৫৫	প্র.নং-১
১০	১৩০	আলোচনা
১১	৭৭	আলোচনা
১২	৫১	ছক
১৩	২০৯	টেবিল-২
১৪	২৩০	প্র.নং-১
১৫	২২৯	আলোচনা
১৬	১৫৫	আলোচনা
১৭	৫২	উদাহরণ-৩
১৮	২০৩	প্র.নং-২
১৯	১১৫	ছক
২০	২৫	আলোচনা

জয়কলি'র চেয়ে বেশি প্রশ্ন কমন ও সাজানো-গোছানো ভালো মানের বই আজও বাজারে প্রকাশিত হয়নি।

জয়কলি'র ১সেট বই পড়লে বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় শতভাগ প্রশ্ন কমন ও চান্স নিশ্চিত।

ভর্তি পরীক্ষার জন্য তুমি যে লেখক কিংবা পাবলিকেশন্স-এর বই-ই পড়ো না কেনো, জয়কলি'র বই না পড়লে ভর্তি প্রস্তুতির অর্ধেকই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির জন্য একমাত্র জয়কলি'র উপর শতভাগ আস্থা রেখে পড়ো, চান্স নিশ্চিত।

ADMISSION WAR
তোমার প্রেরণা তুমি নিজেই

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

সকল বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার সহায়ক Text Book.

বাংলা বিচিত্রা

[প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র। সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক)]

রচনা ও সম্পাদনা পর্ষদ

পংকজ সিকদার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর।

মোঃ হায়দার আলী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর।

মোঃ আমিনুল ইসলাম
বি.এ. (সম্মান), এম.এ. (বাংলা), ঢাবি
প্রভাষক (বাংলা), ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ।

নয়ন দেবনাথ
বি.এ. (সম্মান), এম.এ. (বাংলা), ঢাবি
প্রভাষক (বাংলা), নাগরপুর সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল।

নেয়ামুল আনাম বিশ্বাস
বি.এস.এস, এম.এস.এস. (ঢাবি)
লেকচারার, এ্যাডমিশন অ্যান্ড বিসিএস কোচিং।

ফিরোজ হোসেন
বি.এ. (সম্মান), এম.এ. (বাংলা), জাবি
প্রভাষক (বাংলা) ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ।

মো. রুহুল আমিন মল্লিক
বি.এ. (সম্মান), এম.এ. (বাংলা), ঢাবি
সভাপতি, প্রমিত বাংলা পরিষদ।

আলপনা আকতার জাহান
বি.এ. (সম্মান), এম.এ. (বাংলা), বেরোবি
এম.ফিল. গবেষক, জবি।

মো. খালেদুন বিন শহীদ
বি. এ. (সম্মান)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রফিকুল ইসলাম
বি.এ. (সম্মান), এম.এ. (বাংলা)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রয়োজনে: ০১৬৭৮ ৩৪৩৪৫১

ADMISSION WAR
তোমার প্রেরণা তুমি নিজেই

প্রধান সম্পাদক
অজয় সরকার

প্র কা শ না য়

JOYKOLY PUBLICATIONS LTD.
১০৯, গ্রিনরোড, ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫
☎ ৯১৩২৭৭৮ ০১৬৭৮-৩৪৩৪৩৫-৩৬
Web www.joykoly.com E-mail info@joykoly.com joykoly

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় বাবা ও মা'কে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার তারিক মনজুর, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশক	: অজয় সরকার
গ্রন্থস্বত্ব	: প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	: অক্টোবর ২০০৪
১৫তম সংস্করণ	: এপ্রিল ২০১৮
প্রচ্ছদ ডিজাইন	: মোঃ সানোয়ার হোসেন
বর্ণবিন্যাস	: জয়কলি কম্পিউটার, ১০৯, গ্রিনরোড, ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫
মুদ্রণ	: জয়কলি প্রেস, পাড়াডগার-১৩৬২, ডেমরা, ঢাকা।
সতর্কীকরণ	: এ বই-এর কোনো অংশ মুদ্রণ কিংবা ফটোকপি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ [বইটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কপিরাইট নিবন্ধন দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত]

মূল্য: ৬০০ (ছয়শত) টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান www.joykoly.com Visit করে দেশের সকল জেলা/থানার লাইব্রেরির নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর জেনে নাও

JOYKOLY.com | অনলাইনে বই পেতে www.joykoly.com | ফোনে অর্ডার করতে 01678343450

ঘরে বসে কুরিয়ার সার্ভিসে বই পেতে 01678 34 34 50 নাম্বারে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বিকাশ পেমেন্ট করে নাম, উপজেলা/থানা, জেলা ও বইয়ের নাম লিখে 01678 34 34 50 নাম্বারে SMS পাঠান। বইয়ের সংখ্যা যাই হোক সার্ভিস চার্জ মাত্র ৪০টাকা-ই।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

- বাংলা শব্দতত্ত্ব - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বাংলা ভাষা পরিচয় - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বাঙ্গালা ব্যাকরণ - ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
- ব্যাকরণ মঞ্জরী - ড. মুহম্মদ এনামুল হক।
- ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ - ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- ভাষার ইতিবৃত্ত - শ্রী সুকুমার সেন।
- ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব - মুহম্মদ আবদুল হাই।
- বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত - ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
- ঐতিহাসিক অভিধান - বাংলা একাডেমি।
- প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ - বাংলা একাডেমি
- বাংলা উচ্চারণ অভিধান - জামিল চৌধুরী।
- বাঙলা উচ্চারণ অভিধান- নরেন বিশ্বাস।
- ভাষা-শিক্ষা - ড. হায়াৎ মামুদ।
- উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা - অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী।
- বাংলা ব্যাকরণ - ড. শাহজাহান মনির।
- বাংলা ভাষার ব্যাকরণ - মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী।
- চলন্তিকা - রাজশেখর বসু।
- ব্যবহারিক বাংলা অভিধান - বাংলা একাডেমি।
- চরিতাভিধান - বাংলা একাডেমি।
- সাহিত্য পাঠ ও বাংলা সহপাঠ (উচ্চ মাধ্যমিক টেক্সট বুক)

N.B. উল্লিখিত গ্রন্থের আলোকে 'বাংলা বিচিত্রা'র গুরুত্বপূর্ণ সকল ***MCQ*** ও প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংকলিত হয়েছে বিধায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমন পড়ার নিশ্চয়তা প্রদান।

ঘরে বসেই নিজে নিজে ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির আদর্শ গৃহশিক্ষক = জয়কলি'র ১সেট বই

জয়কলি'র ১সেট বই পড়লে বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমন ও চান্স নিশ্চিত।

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

১৫তম সংস্করণ সম্বন্ধে কিছু কথা

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, অতি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বাংলা বিচিত্রা'র বিগত ১৪তম সংস্করণ স্বল্প সময়ে শেষ হওয়ার পর ১৫তম সংস্করণ আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে। বইটি প্রথম প্রকাশের পর শিক্ষার্থীদের কাছে এর ব্যাপক চাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতা দেখে আমাদের পরিশ্রমের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি। এ কৃতিত্বের সবটুকুই প্রিয় শিক্ষার্থীদের উৎসর্গ করছি।

২০১৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে খ-ইউনিটে ২৫টি প্রশ্নের ২২টি, গ-ইউনিটে ২০টির ১৯টি, ঘ-ইউনিটে ২৫টির ২৪টি ও ক-ইউনিটে ৩০টির ২৮টি প্রশ্ন 'বাংলা বিচিত্রা' থেকে কমন পড়েছে। এছাড়াও জবি, জাবি, রাবি, শাবিপ্রবি, কুবি, খুবি, চবি, ইবি, বাকৃবিসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় শতভাগ প্রশ্ন এই বইটি থেকে কমন পড়েছে। বাংলা বিচিত্রা'র এ সাফল্যে শিক্ষার্থীরা অভিভূত ও বিস্মিত হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন পড়ার বিষয়ে বইটি ১০০% সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বইটি ইতোমধ্যে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে।

ভর্তি যুদ্ধে জয়ী হওয়ার মতো সব উপাদান 'বাংলা বিচিত্রা'র মধ্যে রয়েছে। সঠিক সময়ে এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে এ যুদ্ধে জয়ী হউন।

লেখকবৃন্দ

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,

আন্তরিক শুভেচ্ছা নিও। সুদীর্ঘ বারোটি বছর নিরলস পরিশ্রম ও অবিরাম প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সিঁড়ি ডিঙিয়ে তোমাদের চোখে-মুখে আজ হাজারো স্বপ্নের আনাগোনা। উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের পূর্বে তোমাদের সামনে অপেক্ষারত ভর্তি পরীক্ষা নামক বিশাল প্রতিবন্ধকতা যা অনেকটা হিমালয় পর্বত জয় করার মতো। এ জন্য তোমাদেরকে হতে হবে প্রচণ্ড উদ্যমী, অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী এবং দৃঢ়চেতা। আর তোমাদের প্রচেষ্টাকে সফল রূপদানের জন্য প্রয়োজন একটি আদর্শ সহচর, যে তোমাদের পাশে সর্বদা বন্ধুর মতো থেকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে। এই প্রতিযোগিতায় অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীও ব্যর্থ হয় শুধু ভর্তি পরীক্ষার জন্য যথাযথ কৌশল প্রয়োগে সুপরিপক্ব না হওয়ায় এবং নির্ভরযোগ্য ও সঠিক তথ্য সংবলিত নির্ভুল বইয়ের অভাবে।

তাই পরীক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে এবং পরবর্তীকালে শিক্ষকতা করতে গিয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য যথাযথ তথ্য সংবলিত বাংলার একটি নির্ভরযোগ্য ভর্তি গাইড বইয়ের তীব্র অভাব অনুভব করেছি। অবশেষে আমাদের শিক্ষক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা এবং প্রকাশকের অনুপ্রেরণায় ভর্তি পরীক্ষার উপযোগী 'বাংলা বিচিত্রা' বইটি রচনা ও এর উৎকর্ষ সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

যে সকল শিক্ষক ও বিভিন্ন কোচিং এর পরিচালকবৃন্দ বাংলা বিচিত্রা বইটি রচনার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সার্বক্ষণিক সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। নির্ভুল মুদ্রণে সচেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বইটিতে মুদ্রণজনিত ত্রুটি থাকতে পারে। ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন ও বইটির উৎকর্ষ সাধনে যেকোনো সমালোচনা সাদরে গৃহীত হবে।

পরিশেষে, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে তোমাদের অধ্যবসায়ে বইটির সহায়তায় সাফল্যের শতভাগ ফুল ফুটুক এবং সবটুকু সুন্দর হোক তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে। - এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশকের কথা

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য বাংলা বিষয়ের উপর ২/১টি গাইড বই থাকা সত্ত্বেও একটি সঠিক তথ্যবহুল ও ভর্তি পরীক্ষার সহায়ক নির্ভরযোগ্য কোনো পূর্ণাঙ্গ গাইড বই বাজারে নেই। তাই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস 'বাংলা বিচিত্রা'। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বইটি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বাংলা বিষয়ের জন্য ১০০% সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

'বাংলা বিচিত্রা' বইটি রচনার কাজ বেশ কিছুদিন পূর্বেই শেষ হয়েছিল। তথাপি একটি পরিমার্জিত ও পরিপূর্ণ বই হিসেবে 'বাংলা বিচিত্রা'কে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়াসে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শুভানুধ্যায়ী শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং সেন্টারের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পরামর্শ অনুযায়ী বইটির সংস্কারের কাজ সম্প্রতি শেষ করেছি। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন মতামত ও সুপরামর্শ দিয়ে বইটির সার্বিক উন্নয়নে যে অবদান রেখেছেন, সেজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। বইটি সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশি আশাবাদী এ কারণে যে- দেশের সেরা সকল বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং সেন্টার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের অভিমত- 'বাংলা বিচিত্রা' বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি চমৎকার ও নির্ভরযোগ্য বই। এটি অবশ্যই পরীক্ষার্থীদের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

পাঠকের হাতে নির্ভুলভাবে বইটি তুলে দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এর পরও যদি বইটিতে কোনো ভুল থাকে সে সম্পর্কে আপনাদের পরামর্শ ও সুচিন্তিত মতামত সাদরে গ্রহণ করবো। বইটি যদি শিক্ষার্থীদের কিঞ্চিৎ উপকার বয়ে আনে, তবে সেটাই হবে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের পরম সার্থকতা। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

অজয় সরকার

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

সূচিপত্র

বাংলা বিচিত্রা-প্রথম পত্র

■ টেকনিক পার্ট	১১

অধ্যায়	গদ্যাংশ	পৃষ্ঠা নং
০১.	বিড়াল	১৪
০২.	অপরিচিতা	২১
০৩.	চাষার দুক্ষু	৩৩
০৪.	আহ্বান	৪০
০৫.	আমার পথ	৪৬
০৬.	জীবন ও বৃক্ষ	৫২
০৭.	মাসি-পিসি	৫৭
০৮.	বায়ান্নর দিনগুলো	৬৪
০৯.	জাদুঘরে কেন যাব	৭১
১০.	রেইনকোট	৭৮
১১.	মহাজাগতিক কিউরেটর	৮৬
১২.	নেকলেস	৯১

অধ্যায়	পদ্যাংশ	পৃষ্ঠা নং
১৩.	বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	৯৮
১৪.	ঐকতান	১০৪
১৫.	সাম্যবাদী	১১০
১৬.	এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে	১১৫
১৭.	তাহারেই পড়ে মনে	১১৯
১৮.	সেই অস্ত্র	১২৫
১৯.	আঠারো বছর বয়স	১৩০
২০.	ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	১৩৫
২১.	আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	১৪০
২২.	নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	১৪৫
২৩.	লোক-লোকান্তর	১৫০
২৪.	রক্তে আমার অনাদি অস্থি	১৫৪

অধ্যায়	বাংলা সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক)	পৃষ্ঠা নং
২৫.	লালসালু	১৫৯
২৬.	সিরাজউদ্দৌলা	১৯০

অধ্যায়	সাহিত্য অংশ	পৃষ্ঠা নং
২৭.	বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ)	২১৬
২৮.	বাংলা সাহিত্যের শাখা	২২২
২৯.	রচনা/গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়	২২৭
৩০.	বাংলা ভাষায়/সাহিত্যে প্রথম এবং সাহিত্যিকদের প্রথম গ্রন্থ	২২৮
৩১.	প্রায় একই নামের গ্রন্থ ও রচয়িতা	২২৯
৩২.	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ	২৩০
৩৩.	ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য	২৩১
৩৪.	সাহিত্যে জনক এবং কবি সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম	২৩২
৩৫.	সাহিত্যিকদের উপাধি ও মূলনাম	২৩৩
৩৬.	বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি/উদ্ধৃতি ও রচয়িতা	২৩৪
৩৭.	উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও প্রধান চরিত্র	২৩৭
৩৮.	গানের রচয়িতা ও সুরকার	২৩৮
৩৯.	পত্র-পত্রিকা ও সম্পাদকের নাম	২৩৯
৪০.	বাংলা সাহিত্যের উৎসর্গীকৃত গ্রন্থ ও বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ	২৪১
৪১.	বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম	২৪১
৪২.	বিবিধ (বিদেশি সাহিত্যিক ও সাহিত্যকর্ম, বিখ্যাত চলচ্চিত্র ও পরিচালক)	২৫২

বাংলা বিচিত্রা-দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যাকরণের নির্ধারিত অংশ	পৃষ্ঠা নং
০১.	বাংলা উচ্চারণের নিয়ম	২৫৪
০২.	বাংলা বানানের নিয়ম ও শব্দ শুদ্ধিকরণ	২৬১
০৩.	বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (পদ)	২৬৮
০৪.	উপসর্গ	২৮৩
০৫.	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	২৯০
০৬.	সমাস	২৯৯
০৭.	বাক্য প্রকরণ	৩১৬
০৮.	বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধপ্রয়োগ	৩২৫
০৯.	পারিভাষিক শব্দ	৩৩০

অধ্যায়	ধ্বনিতত্ত্ব	পৃষ্ঠা নং
১০.	ভাষা ও লিপি	৩৩৭
১১.	বাংলা ব্যাকরণ	৩৪২
১২.	বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ	৩৪৫
১৩.	যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ	৩৫০
১৪.	ধ্বনির পরিবর্তন	৩৫১
১৫.	সন্ধি	৩৫৪
১৬.	ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান	৩৬৫

অধ্যায়	শব্দতত্ত্ব	পৃষ্ঠা নং
১৭.	পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ	৩৬৮
১৮.	দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বৈত	৩৭১
১৯.	সংখ্যাবাচক শব্দ	৩৭৪
২০.	বচন	৩৭৬
২১.	পদাশ্রিত নির্দেশক	৩৭৯
২২.	অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ	৩৮০
২৩.	শব্দের শ্রেণিবিভাগ	৩৮২
২৪.	ধাতু	৩৯০
২৫.	ক্রিয়ার কাল	৩৯২
২৬.	বাংলা অনুজ্ঞা	৩৯৫
২৭.	কারক ও বিভক্তি	৩৯৭

অধ্যায়	বাক্যতত্ত্ব	পৃষ্ঠা নং
২৮.	বাচ্য	৪০৭
২৯.	উক্তি	৪০৯
৩০.	যতি বা ছেদ চিহ্ন	৪১১

অধ্যায়	অর্থতত্ত্ব	পৃষ্ঠা নং
৩১.	গুরুত্বপূর্ণ শব্দার্থ	৪১৪
৩২.	ছন্দ ও অলঙ্কার	৪২০
৩৩.	অভিধানতত্ত্ব	৪২৪

অধ্যায়	নির্মিতি	পৃষ্ঠা নং
৩৪.	প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ	৪২৬
৩৫.	সমার্থক শব্দ	৪৩১
৩৬.	বিপরীতার্থক শব্দ	৪৪১
৩৭.	বাক্য সংক্ষেপণ	৪৪৭
৩৮.	বাগ্‌ধারা	৪৫৫
৩৯.	প্রবাদ-প্রবচন	৪৭৪
৪০.	শব্দের যোগ্যতার বিকাশ ও একই শব্দ ভিন্নার্থে প্রয়োগ	৪৮১
৪১.	অনুবাদ	৪৮৬
৪২.	বিবিধ (বাংলা একাডেমি, ঢাবি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট)	৪৯৩
৪৩.	প্রশ্নব্যাংক (২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের প্রশ্ন সমাধান)	৪৯৫

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

বই-ই শেষ ভরসা !

সকাল থেকে দুপুর কলেজে,
এরপর ব্যাচে প্রাইভেট,
বিকালে কোচিং-এ,
সন্ধ্যায় আবার গৃহশিক্ষক,
এত্তো কিছু !!!
কিন্তু পড়ার টেবিলে?
কিভাবে সাজাবে, কিভাবে গোছাবে,
কিভাবে পড়বে সারা দিনের পড়া?
দরকার কিন্তু একটি ভালো মানের সাজানো-গোছানো বই।
আর হ্যাঁ, ভর্তি পরীক্ষার জন্য জয়কলি দিচ্ছে সেই ভালো মানের বই ও প্রশ্ন কমনের গ্যারান্টি।

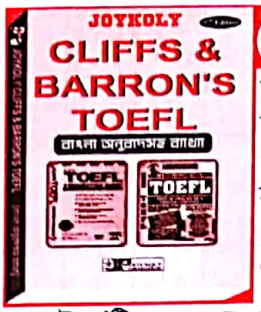

Cliffs & Barron's Toefl বাংলা অনুবাদ

ভর্তি পরীক্ষার Grammar এর প্রায় সকল প্রশ্নই বই দু'টির নিয়মের আলোকে করা হয়। এমনকি, অধিকাংশ পরীক্ষায় বই দু'টির উদাহরণগুলো সরাসরি তুলে দেয়া হয়। তাই, এই বই দু'টি পড়ার ও জানার কোন বিকল্প নেই।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে- Cliffs & Barron's Toefl প্রায় পরীক্ষার্থী কিনে, কিন্তু পড়ে না। কারণ-

১. বই দু'টির সকল Rules-ই ইংরেজি ভাষায় লেখার কারণে শিক্ষার্থীদের পড়তে ও বুঝতে খুবই অসুবিধা হয়।
২. নিম্ন মানের কাগজ ও অস্পষ্ট মুদ্রণের কারণে ছাত্রদের পড়তে অনিহা তৈরি হয়।
৩. Exercise গুলোর ব্যাখ্যা বুঝতে দারুণ অসুবিধা হয়।
৪. Exercise-এর Sentence গুলো কী নিয়মে তা বুঝতে অনেক সমস্যা হয়।
৫. Rules গুলো কষ্ট করে পড়লেও মনে থাকে না।
৬. প্রত্যেকটি Rule বুঝতে একজন শিক্ষকের সাহায্য নিতে হয়।
৭. অধিকাংশ শিক্ষার্থী বই দু'টি দু-এক দিন উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে দেখার পর পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

এ সব ঝামেলা এড়াতে জয়কলি'র Cliffs & Barron's Toefl এর বাংলা অনুবাদ বইটি সম্পাদিত হয়েছে।

১. প্রত্যেকটি Rule-ই বাংলায় সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন।
২. স্পষ্ট মুদ্রণ ও White Print এর কাগজে ঝকঝকে ছাপা।
৩. প্রতিটি Exercise-এর সঠিক বাংলা ব্যাখ্যা প্রদান।
৪. Exercise-এর Sentence গুলোর উত্তর কী জন্য সঠিক তার যথাযথ কারণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।
৫. উভয় বইয়েরই মডেল টেস্ট-এর উত্তরের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।
৬. ভর্তি পরীক্ষায় Cliffs & Barron's Toefl-এর যে অংশটুকু প্রয়োজন সেটুকু **Joykoly Cliffs & Barron's Toefl** বাংলা অনুবাদ বইটিতে রয়েছে।

তাই বইটি পড়তে ও বুঝতে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।

জয়কলি'র বই সম্পর্কে যারা ভুল-ভাল বলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তারা হয় জয়কলি'র বইটি পড়েনি কিংবা তাদের অজ্ঞতা। জয়কলি'র বইয়ের সাফল্যে ও গুণাগুণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তারা এরূপ অপপ্রচার চালাচ্ছে। তারা তোমার বন্ধু নয় বরং শত্রু। তাই জয়কলি'র বইটি পড়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নাও।

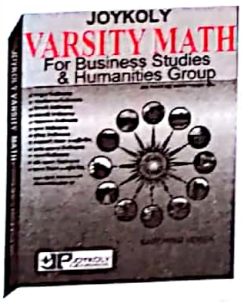

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা ছাত্রদের জন্য রচিত **VARSITY MATH**। বইটির চেয়ে ভালো মানের বই আজও প্রকাশিত হয়নি। বিগত বছরগুলোতে বইটি থেকে প্রায় শতভাগ প্রশ্ন কমন পড়েছে। নিম্নে উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে **General Math, Mathematical IQ & Analytical Ability** বিষয়ের উপর প্রশ্ন করা হয়।

- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
- কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
- বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
- নোয়াখালী বি.প্র.বি.
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
- শাহজালাল বি.প্র.বি.
- কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
- পাবনা বি.প্র.বি.

Text Book-এর বিকল্প?

বুয়েট-মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় Text Book -এর কোনো বিকল্প নেই। প্রতিটি বিষয়ে ১০/১৫টির অধিক টেক্সট বই রয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় যেকোনো লেখকের বই থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। সেখানে তুমি কোন বইটি পড়ে প্রস্তুতি নিবে? একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে এই স্বল্প সময়ে অনেক লেখকের বই সংগ্রহ করে তা একই সাথে সমন্বয় করে পড়া সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের এসব সমস্যার কথা চিন্তা করে জয়কলি'র প্রত্যেকটি বই বিষয়ভিত্তিক সকল লেখকের বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য, MCQ প্রশ্ন ও গাণিতিক সমস্যাবলি এবং বিগত সালের সকল প্রশ্ন দিয়ে ধাপে ধাপে সাজানো হয়েছে। তাই ভর্তি পরীক্ষার সহায়ক একমাত্র টেক্সট বই-ই হচ্ছে জয়কলি'র বই। ভর্তি পরীক্ষার জন্য **জয়কলি'র** ১ সেট বই পড়লে প্রায় ১০০% প্রশ্ন কমন ও চান্স নিশ্চিত।

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

ADMISSION WAR
তোমার প্রেরণা তুমি নিজেই

বাংলা বিচিত্রা
টেকনিক পার্ট

প্রশ্নব্যাংক
[বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা]

সকল বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য ইউনিটভিত্তিক আলাদা আলাদা প্রশ্নব্যাংক বই জয়কলি পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

Download More Book From www.admissionwar.com

সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সারসংক্ষেপ

❐ নিম্নবর্ণিত তালিকা থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন অবশ্যই আসবে। তাই তালিকাটি ভালো করে মুখস্থ করবে।

গল্প/ প্রবন্ধ	লেখক	জন্মস্থান	জন্ম–মৃত্যু	উপাধি	ছদ্ম নাম	প্রথম প্রকাশ	পত্রিকায় প্রকাশ	গল্প, প্রবন্ধ, কাব্যগ্রন্থ (অন্তর্গত)	প্রথম উপন্যাস	প্রথম নাটক	প্রথম কাব্যগ্রন্থ
বিড়াল	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে	১৮৩৮–১৮৯৪ খ্রি.	সাহিত্যসম্রাট	কমলাকান্ত	১৮৫৪ খ্রি.	বঙ্গদর্শন	কমলাকান্তের দপ্তর	ইংরেজি ভাষায় রচিত উপন্যাস Rajmohons Wife		ললিতা তথা মানস (১৮৫৬)
অপরিচিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলকাতা জোড়াসাঁকোতে	১৮৬১–১৯৪১ খ্রি.	কবিগুরু/বিশ্বকবি/ নাইট	ভানুসিংহ ঠাকুর	১৯১৪ খ্রি.	'সবুজপত্র পত্রিকায় (১৩২১ বঙ্গা.) ১৯১৪ কার্তিক সংখ্যায়	প্রথম 'গল্পসপ্তক গ্রন্থে (১৯১৬) পরে গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)	বৌ ঠাকুরাণীর হাট	বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১)	বনফুল
চাষার দুক্ষু	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে	১৮৮০–১৯৩২ খ্রি.	বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত	মিসেস আর এস হোসেন			রোকেয়া রচনাবলি	পদ্মরাগ (১৯২৪)		
আহ্বান	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মুরারিপুর গ্রামে	১৮৯৪–১৯৫০ খ্রি.					রচনাবলি হতে সংকলিত			
আমার পথ	কাজী নজরুল ইসলাম	পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে	১৮৯৯–১৯৭৬ খ্রি.	বিদ্রোহী কবি, জাতীয় কবি	ধূমকেতু	১৯৩২ খ্রি.		রুদ্র–মঙ্গল	বাঁধনহারা (১৯২৪)	ঝিলিমিলি (১৩৩৪ বঙ্গা.)	অগ্নি–বীণা
জীবন ও বৃক্ষ	মোতাহের হোসেন চৌধুরী	নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুরে	১৯০৩–১৯৫৬ খ্রি.					সংস্কৃতি কথা			
মাসি–পিসি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকায়	১৯০৮–১৯৫৬ খ্রি.				পূর্বাশা ১৩৫২ বঙ্গা. চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ–এপ্রিল, ১৯৪৬)	মানিক রচনাবলি পঞ্চম খণ্ড থেকে			
বায়ান্নর দিনগুলো	শেখ মুজিবুর রহমান	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়	১৯২০–১৯৭৫ খ্রি.	বঙ্গবন্ধু, জাতির জনক				অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১২)			
জাদুঘরে কেন যাব	আনিসুজ্জামান	কলকাতায়	১৯৩৭–বর্তমান					স্মারক পুস্তিকা 'ঐতিহ্যায়ন' (২০০৩)			
রেইনকোট	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	গাইবান্ধার গোটিয়া গ্রাম (মামাবাড়ি)	১৯৪৩–১৯৯৭ খ্রি.					প্রথম সংকলন 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) বর্তমান সংকলন 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র ১'			
মহাজাগতিক কিউরেটর	মুহম্মদ জাফর ইকবাল	সিলেট	১৯৫২–বর্তমান					'জলজ' গ্রন্থের অন্তর্গত। বর্তমান 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' তৃতীয় খণ্ড (২০০২)	কপোট্রনিক সুখ–দুঃখ		
নেকলেস (মূল লেখক)	গী দ্য মোপাসাঁ	নর্মান্ডি, ফ্রান্স	১৮৫০–১৮৯৩ খ্রি.				ফরাসি পত্রিকা 'La Gaulois' ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪	নেকলেস 'La Parure'			
নেকলেস (অনুবাদক)	পূর্ণেন্দু দস্তিদার	চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে	১৯০৯–১৯৭১ খ্রি.								

Download More Book From www.admissionwar.com
Download More Book From www.admissionwar.com

কবিতা ও কবি'র সারসংক্ষেপ

❐ নিম্নবর্ণিত তালিকা থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন অবশ্যই আসবে। তাই তালিকাটি ভালো করে মুখস্থ করবে।

কবিতা	কবি	জন্মস্থান	জন্ম-মৃত্যু	উপাধি	ছন্দ (যে ছন্দে রচিত)	প্রথম প্রকাশ	পত্রিকায় প্রকাশ	কাব্যগ্রন্থ (অন্তর্গত/ উৎস)	প্রথম কাব্যগ্রন্থ	প্রথম নাটক
বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে	(১৮২৪-১৮৭৩) খ্রি.		অক্ষরবৃত্ত			মেঘনাদবধ কাব্য (ষষ্ঠ সর্গ থেকে)	তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৮)
ঐকতান	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলকাতার জোড়াসাঁকোতে	(১৮৬১-১৯৪১)খ্রি. (১২৬৮-১৩৪৮)বঙ্গা.	কবিগুরু/ বিশ্বকবি/ নাইট	অক্ষরবৃত্ত	১৩৪৭ বঙ্গাব্দ	প্রবাসী (ফাল্গুন সংখ্যা)	জন্মদিনে	বনফুল	বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১)
সাম্যবাদী	কাজী নজরুল ইসলাম	বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে	(১৮৯৯-১৯৭৬)খ্রি. (১৩০৬-১৩৮৩)বঙ্গা.	বিদ্রোহী কবি/ জাতীয় কবি	মাত্রাবৃত্ত	১৯২৫ খ্রি.		সাম্যবাদী	অগ্নিবীণা (১৯২২)	ঝিলিমিলি (১৯৩০)
এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে	জীবনানন্দ দাশ	বরিশাল	(১৮৯৯-১৯৫৪) খ্রি.	রূপসী বাংলার কবি/ তিমির হননের কবি/ পঞ্চপাণ্ডব	অক্ষরবৃত্ত					
তাহারেই পড়ে মনে	সুফিয়া কামাল	বরিশালের সায়েস্তাবাদে	(১৯১১-১৯৯৯) খ্রি.	জননী সাহসিকা	অক্ষরবৃত্ত	১৯৩৫ খ্রি.	মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা (নবম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা- ১৩৪২)	সাঁঝের মায়া (১৯৩৮)	সাঁঝের মায়া	
সেই অস্ত্র	আহসান হাবীব	বরিশাল অঞ্চলের পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে	(১৯১৭-১৯৮৫) খ্রি.		অক্ষরবৃত্ত			বিদীর্ণ দর্পণে মুখ		
আঠারো বছর বয়স	সুকান্ত ভট্টাচার্য	কালিঘাট, কলকাতা	(১৯২৬-১৯৪৭) খ্রি.	কিশোর কবি	মাত্রাবৃত্ত			ছাড়পত্র (১৯৪৮)	ছাড়পত্র (১৯৪৮)	
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	শামসুর রাহমান	ঢাকার মাহুতটুলিতে	(১৯২৯-২০০৬) খ্রি.	নাগরিক কবি	গদ্যছন্দ			নিজ বাসভূমে	প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০)	
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামে	(১৯৩৪-২০০১) খ্রি.		গদ্যছন্দ			আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	সাত নরী হার	
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	সৈয়দ শামসুল হক	কুড়িগ্রাম	(১৯৩৫-বর্তমান)		গদ্যছন্দ			নূরলদীনের সারাজীবন		
লোক-লোকান্তর	আল মাহমুদ	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মৌড়াইল গ্রামে	(১৯৩৬-বর্তমান)		অক্ষরবৃত্ত			লোক-লোকান্তর		
রক্তে আমার অনাদি অস্থি	দিলওয়ার	সিলেটের ভার্থখলা গ্রামে	(১৯৩৭-২০১৩) খ্রি.	গণমানুষের কবি	মাত্রাবৃত্ত	১৯৮১ খ্রি.		রক্তে আমার অনাদি অস্থি	জিজ্ঞাসা (১৯৫৩)	

উপন্যাস: লালসালু

উপন্যাস	ঔপন্যাসিক	জন্মস্থান	জন্ম-মৃত্যু	প্রকাশকাল
লালসালু	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	চট্টগ্রাম জেলার ষোলশহরে	১৯২২-১৯৭১ খ্রি.	১৯৪৮ খ্রি.

নাটক: সিরাজউদ্দৌলা

নাটক	নাট্যকার	জন্মস্থান	জন্ম-মৃত্যু	প্রকাশকাল
সিরাজউদ্দৌলা	সিকান্দার আবু জাফর	সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রাম	১৯১৮-১৯৭৫ খ্রি.	১৯৬৫ খ্রি.

Download More Book From www.admissionwar.com
Download More Book From www.admissionwar.com
আপনার বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার টেক্সট বুক

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

টেকনিক পার্ট [গদ্যাংশ]

প্রবন্ধ/ গল্প, লেখক ও ভাষারীতি :

প্রবন্ধ/গল্প	লেখকের নাম	ভাষারীতি
বিড়াল	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাধুরীতি
অপরিচিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সাধুরীতি
চাষার দুক্ষু	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	সাধুরীতি
আহ্বান	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	চলিতরীতি
আমার পথ	কাজী নজরুল ইসলাম	চলিতরীতি
জীবন ও বৃক্ষ	মোতাহের হোসেন চৌধুরী	চলিতরীতি
মাসি-পিসি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	চলিতরীতি
বায়ান্নর দিনগুলো	শেখ মুজিবুর রহমান	চলিতরীতি
জাদুঘরে কেন যাব	আনিসুজ্জামান	চলিতরীতি
রেইনকোট	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	চলিতরীতি
মহাজাগতিক কিউরেটর	মুহম্মদ জাফর ইকবাল	চলিতরীতি
নেকলেস (অনূদিত)	গী দ্য মোপাসাঁ	চলিতরীতি

গদ্য সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা

গদ্য-০১ : বিড়াল

- **প্রথম লাইন–** আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম।
- **শেষ লাইন–** একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল!
- **উৎস :** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী রচনার সংকলন 'কমলাকান্তের দপ্তর'। তিন অংশে বিভক্ত এই গ্রন্থটিতে যে কটি প্রবন্ধ আছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা 'বিড়াল'।

গদ্য-০২ : অপরিচিতা

- **প্রথম লাইন–** আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র।
- **শেষ লাইন–** ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।
- **উৎস :** 'অপরিচিতা' প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যায়। এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রগল্পের সংকলন 'গল্পসপ্তক'-এ এবং পরে 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)।

গদ্য-০৩ : চাষার দুক্ষু

- **প্রথম লাইন–** ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরি, রে ভাই
- **শেষ লাইন–** গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে।
- **উৎস :** রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত 'চাষার দুক্ষু' শীর্ষক রচনাটি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'রোকেয়া রচনাবলি' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

গদ্য-০৪ : আহ্বান

- **প্রথম লাইন–** দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই।
- **শেষ লাইন–** সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠত,- অ মোর গোপাল।
- **উৎস :** 'আহ্বান' গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলি থেকে সংকলিত হয়েছে।

গদ্য-০৫ : আমার পথ

- **প্রথম লাইন–** আমার কর্ণধার আমি।
- **শেষ লাইন–** দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য, শুধু তাই লক্ষ্য করে এই আগুনের ঝাণ্ডা দুলিয়ে পথে বাহির হলাম।
- **উৎস :** প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ 'রুদ্র-মঙ্গল' থেকে সংকলিত হয়েছে।

গদ্য-০৬ : জীবন ও বৃক্ষ

- **প্রথম লাইন–** সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া।
- **শেষ লাইন–** অতি শান্ত ও সহিষ্ণুতায় সে জীবনের গুরুভার বহন করে।
- **উৎস :** মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধটি তাঁর 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

গদ্য-০৭ : মাসি-পিসি

- **প্রথম লাইন–** শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাটা।
- **শেষ লাইন–** যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি।
- **উৎস :** 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৬)। পরে এটি সংকলিত হয় 'পরিস্থিতি' (অক্টোবর ১৯৪৬) নামক গল্পগ্রন্থে। বর্তমান পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে 'ঐতিহ্য' প্রকাশিত মানিক-রচনাবলি পঞ্চম খণ্ড থেকে।

গদ্য-০৮ : বায়ান্নর দিনগুলো

- **প্রথম লাইন–** এদিকে জেলের ভেতর আমরা দুইজনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য।
- **শেষ লাইন–** শাসকরা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদের সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন দেশের ও জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়।
- **উৎস :** জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'বায়ান্নর দিনগুলো' তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২) গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

গদ্য-০৯ : জাদুঘরে কেন যাব

- **প্রথম লাইন–** পাশ্চাত্যদেশে জাদুঘরতত্ত্ব- মিউজিওলজি, মিউজিওগ্রাফি বা মিউজিয়াম স্টাডিজ-একটা স্বতন্ত্র বিদ্যায়তনিক বিষয় বা শৃঙ্খলা হিসেবে বিকশিত।
- **শেষ লাইন–** সূক্ষ্ম কৌতুক সঞ্চার করে প্রাবন্ধিক পরিশেষে লিখেছেন যে, তাহলে তার একমাত্র উত্তর বোধ হয় এই : 'কে বলছে আপনাকে যেতে?'
- **উৎস :** এই রচনাটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শামসুল হোসাইনের সম্পাদনায় প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা 'ঐতিহ্যায়ন' (২০০৩) থেকে সংকলিত হয়েছে।

গদ্য-১০ : রেইনকোট

- **প্রথম লাইন–** ভোররাত থেকে বৃষ্টি।
- **শেষ লাইন–** তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না।
- **উৎস :** 'রেইনকোট' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। পরে এটি লেখকের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়। এ গল্পের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র ১ থেকে।

গদ্য-১১ : মহাজাগতিক কিউরেটর

- **প্রথম লাইন–** সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারা বেশ সন্তুষ্ট হলো।
- **শেষ লাইন–** দুজন মহাজাগতিক কিউরেটর সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি থেকে কয়েকটি পিঁপড়া তুলে নিয়ে গ্যালাক্সির অন্য গ্রহ-নক্ষত্রে রওনা দেয়, দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সংগ্রহ করছে।
- **উৎস :** 'জলজ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটি মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' তৃতীয় খণ্ড (২০০২) থেকে গৃহীত হয়েছে। 'মহাজাগতিক কিউরেটর' বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি হলেও এতে দেশকালের প্রভাবপুষ্ট মানবকল্যাণকামী লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে।

গদ্য-১২ : নেকলেস

- **প্রথম লাইন–**সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী।
- **শেষ লাইন–** তার দাম পাঁচশত ফ্রাঁর বেশি হবে না।
- **উৎস :** বিশ্ববিখ্যাত গল্পকার গী দ্য মোপাসাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর মধ্যে 'নেকলেস' অন্যতম। ফরাসি ভাষায় গল্পটির নাম 'La Parure'। ১৮৮৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ফরাসি পত্রিকা 'La Gaulois'-এ গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং সে বছরই ইংরেজিতে অনূদিত হয়। একই সালে প্রকাশিত 'নেকলেস' শীর্ষক গল্পগ্রন্থের মধ্যে গল্পটি স্থান পায়। অপ্রত্যাশিত কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় সমাপ্তির জন্য গল্পটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

টেকনিক পার্ট [পদ্যাংশ]

কবিতার নাম, কবি ও ছন্দ :

কবিতা	কবি	ছন্দ
বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	অক্ষরবৃত্ত
ঐকতান	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	অক্ষরবৃত্ত
সাম্যবাদী	কাজী নজরুল ইসলাম	মাত্রাবৃত্ত
এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে	জীবনানন্দ দাশ	অক্ষরবৃত্ত
তাহারেই পড়ে মনে	সুফিয়া কামাল	অক্ষরবৃত্ত
সেই অস্ত্র	আহসান হাবীব	অক্ষরবৃত্ত
আঠারো বছর বয়স	সুকান্ত ভট্টাচার্য	মাত্রাবৃত্ত
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	শামসুর রাহমান	গদ্যছন্দ
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	গদ্যছন্দ
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	সৈয়দ শামসুল হক	গদ্যছন্দ
লোক-লোকান্তর	আল মাহমুদ	অক্ষরবৃত্ত
রক্তে আমার অনাদি অস্থি	দিলওয়ার	মাত্রাবৃত্ত

কবিতা সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা

কবিতা-০১ : বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

- **প্রথম লাইন–** "এতক্ষণে"- অরিন্দম কহিলা বিষাদে–
- **শেষ লাইন–** গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।
- **উৎস :** 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'-র 'বধো' (বধ) নামক ষষ্ঠ সর্গ থেকে সংকলিত হয়েছে।
- **ছন্দ :** 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটি ১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

কবিতা-০২ : ঐকতান

- **প্রথম লাইন–** বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
- **শেষ লাইন–** কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
- **উৎস :** 'ঐকতান' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতা। কবির মৃত্যুর মাত্র চার মাস আগে ১৯৪৮ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়।
- **ছন্দ :** কবিতাটি সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কবিতাটিতে ৮+৬ এবং ৮+১০ মাত্রার পর্বই অধিক।

কবিতা-০৩ : সাম্যবাদী

- **প্রথম লাইন–** গাহি সাম্যের গান–
- **শেষ লাইন–** এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।
- **উৎস :** আবদুল কাদির সম্পাদিত বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলি'র প্রথম খণ্ড থেকে 'সাম্যবাদী' কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'সাম্যবাদী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত এ কবিতাটিতে বৈষম্যবিহীন অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে।
- **ছন্দ :** কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

কবিতা-০৪ : এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে

- **প্রথম লাইন–** এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে-সবচেয়ে সুন্দর করুণ :
- **শেষ লাইন–** তাই-সে-জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।
- **উৎস :** 'এই পৃথিবীতে একস্থান আছে' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশ রচিত 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে।
- **ছন্দ :** কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

কবিতা-০৫ : তাহারেই পড়ে মনে

- **প্রথম লাইন–** "হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
- **শেষ লাইন–** রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।"
- **উৎস :** 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে।
- **ছন্দ :** কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথম পর্ব আট মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব দশ মাত্রার।

কবিতা-০৬ : সেই অস্ত্র

- **প্রথম লাইন–** আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও
- **শেষ লাইন–** পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো।
- **উৎস :** 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি আহসান হাবীবের 'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এ কবিতায় কবির একমাত্র প্রত্যাশা– ভালোবাসা নামের মহান অস্ত্রকে পুনরায় এই মানবসমাজে ফিরে পাওয়া।
- **ছন্দ :** কবিতাটি অন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর পর্বগুলোর বিন্যাসও অসম।

কবিতা-০৭ : আঠারো বছর বয়স

- **প্রথম লাইন–** আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
- **শেষ লাইন–** এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে॥
- **উৎস :** 'সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশি[ত] তাঁর 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।
- **ছন্দ :** 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

কবিতা-০৮ : ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

- **প্রথম লাইন–** আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
- **শেষ লাইন–** শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।
- **উৎস :** 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের 'নিজ বাসভূ[মে]' কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' সংগ্রামী চেতনার কবিতা, দেশপ্রে[মের] কবিতা, গণজাগরণের কবিতা। কবিতাটিতে একুশের রক্তঝরা দিনগুলোতে স্বৈরশাস[কের] বিরুদ্ধে এদেশের সংগ্রামী মানুষের আত্মাহুতির মাহাত্ম্যে প্রগাঢ়তা লাভ করেছে।
- **ছন্দ :** কবিতাটিতে গদ্যছন্দ ও প্রবাহমানতা বিদ্যমান।

কবিতা-০৯ : আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

- **প্রথম লাইন–** আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
- **শেষ লাইন–** আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।
- **উৎস :** কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আমি কিংবদন্তির [কথা] বলছি'-র নাম কবিতা।
- **ছন্দ :** কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। প্রচলিত ছন্দের বাইরে গিয়ে এটি প্রাকৃতিক [ও] স্বাভাবিক ছন্দ।

কবিতা-১০ : নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

- **প্রথম লাইন–** নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর
- **শেষ লাইন–** দিবে ডাক,"জাগো,বাহে, কোনঠে সবায়?"
- **উৎস :** 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি সৈয়দ শামসুল হকের বি[খ্যাত] কাব্যনাটক 'নূরলদীনের সারাজীবন' শীর্ষক কাব্যনাটক থেকে সংকলিত হয়েছে। এ[টি] নাটকের প্রস্তাবনা অংশ।
- **ছন্দ :** কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত।

কবিতা-১১ : লোক-লোকান্তর

- **প্রথম লাইন–** আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি।
- **শেষ লাইন–** আহত কবির গান। কবিতার আসন্ন বিজয়।
- **উৎস :** এ কবিতাটি আল মাহমুদের 'লোক-লোকান্তর' কাব্যের নাম-কবিতা কবির আত্মপরিচয়মূলক কবিতা।
- **ছন্দ :** কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত; ১৪ পঙ্‌ক্তি ও ১৮ মাত্রার একটি সনেট।

কবিতা-১২ : রক্তে আমার অনাদি অস্থি

- **প্রথম লাইন–** পদ্মা তোমার যৌবন চাই
- **শেষ লাইন–** বিদেশে জানে না কেউ!
- **উৎস :** 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কবির একই নামের কাব্যগ্রন্থে[র] কবিতা। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সিলেট থেকে প্রথম প্র[কাশিত] হয়। সংকলিত কবিতাটি কবীর চৌধুরীর উদ্দেশে উৎসর্গিত।
- **ছন্দ :** কবিতাটি ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতি পঙ্‌ক্তি ৬ + ৬ মাত্রার এবং ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্বে বিন্যস্ত।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

ADMISSION WAR
তোমার প্রেরণা তুমি নিজেই

বাংলা বিচিত্রা
গদ্যাংশ

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে– দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই– এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেও!"

চাহিয়া দেখিলাম– হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিং ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভালো নহে। ডিউক বলিল, "মেও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া ভালো করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটারলুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখে এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন "মেও!" বলিতে পারি না, বুঝি তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে "মেও!" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, "তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি– এখন বল কী?"

বলি কী? আমি তো ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। কী জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, "মেও!" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কী? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে– আমাদের কী নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয় সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এতদিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

দেখ শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম কী? পরোপকারই পরম ধর্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল– অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী– আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে– চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নর্দমায়, ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কী কিছু অগৌরব আছে? আমার মতো দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনো অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না– সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোট লোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালংকার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং জোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দেব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশি? তা তো নয়– তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ– দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর– আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর– ছি! ছি!

"দেখ, আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে প্রাসাদে প্রাসাদে মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক দৃষ্টি করিতেছি– কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল– গৃহমার্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল– তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয় এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।

"আর, আমাদিগের দশা দেখ– আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে– জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে– অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, "মেও! মেও! খাইতে পাই না!" আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এই পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও– নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজন পাঁচশত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেননা, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম," থাম! থাম মার্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জার বলিল, "না হইলে ত আমার কী? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধন বৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কী ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কী করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার সুবিচারক এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার ওপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।"

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে– আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙের অসীম মহিমা বুঝিতে পরিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও তবে পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিং দিব।"

মার্জার বলিল, "আফিঙের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।" মার্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল!

শব্দার্থ ও টীকা

চারপায়	টুল বা চৌকি।
প্রেতবৎ	প্রেতের মতো।
নেপোলিয়ন	ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১) প্রায় সমগ্র ইউরোপে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়াটারলু যুদ্ধে ওয়েলিংটনের ডিউকের হাতে পরাজিত হয়ে তিনি সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন এবং সেখানেই মারা যান।
ওয়েলিংটন	ঐতিহাসিক চরিত্র, একজন বীর যোদ্ধা। তিনি ডিউক অব ওয়েলিংটন নামে পরিচিত (১৭৬৯-১৮৫৪)। ওয়াটারলু যুদ্ধে তাঁর হাতে নেপোলিয়ন পরাজিত হন।
ডিউক	ইউরোপীয় সমাজের বনেদি বা অভিজাত ব্যক্তি।
মার্জার	বিড়াল।
ব্যূহ রচনা	প্রতিরোধ বেষ্টনী তৈরি করা। যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজানো।
প্রকটিত	তীব্রভাবে প্রকাশিত।
যষ্টি	লাঠি।
দিব্যকর্ণ	ঐশ্বরিকভাবে শ্রবণ করা।
ঠেঙ্গালাঠি	প্রহার করার লাঠি।
শিরোমণি	সমাজপতি। সমাজের প্রধান ব্যক্তি।
ন্যায়ালংকার	ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত।
ভার্যা	স্ত্রী। বউ।
সতরঞ্চ খেলা	মাটিতে বিছিয়ে যে খেলা খেলতে হয়; পাশা খেলা। দাবা খেলা।
লাঙ্গুল	লেজ। পুচ্ছ।
সোশিয়ালিস্টিক	সমাজতান্ত্রিক। সমাজের সবাই সমান এমন একটি রাজনৈতিক মতবাদ।
নৈয়ায়িক	ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি।
কস্মিনকালে	কোনো সময়ে।
জলযোগ	হালকা খাবার। টিফিন।
সরিষাভোর	ক্ষুদ্র অর্থে (উপমা)। স্বল্প পরিমাণ।
পতিত আত্মা	বিপদগ্রস্ত বা দুর্দশাগ্রস্ত আত্মা। এখানে বিড়ালকে বোঝানো হয়েছে।

লেখক পরিচিতি

লেখক	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ২৬ জুন ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ; বাংলা ১৩ আষাঢ় ১২৪৫। কাঁঠালপাড়া, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। পিতা : যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ডেপুটি কালেক্টর) ।
শিক্ষাজীবন	এন্ট্রান্স (১৮৫৭) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বি.এ. (১৮৫৮) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বি.এল. (১৮৬৯) প্রেসিডেন্সি কলেজ।
কর্মজীবন/পেশা	• পদবি : ম্যাজিস্ট্রেট । • কর্মস্থল : যশোর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, মেদিনীপুর, বারাসাত, হাওড়া, আলীপুর প্রভৃতি।
পরিচিতি	• বাংলা ভাষায় প্রথম শিল্পসম্মত উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তাঁরই। • বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক। • আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রধান সৃষ্টিশীল লেখকদের একজন। • কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক (১৮৫৮)।
খেতাব ও সম্মাননা	'সাহিত্যসম্রাট'- সাহিত্যের রসবোদ্ধাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খেতাব। 'ঋষি' হিন্দু ধর্মানুরাগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খেতাব। বাংলার 'ওয়াল্টার স্কট'।
সাহিত্য স্বীকৃতি	• বাংলা উপন্যাসের জনক • যুগন্ধর সাহিত্য স্রষ্টা
জীবনাবসান	কলকাতা ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ; ২৬ চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দ।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস (মোট ১৪টি)	দুর্গেশনন্দিনী (প্রথম ১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রজনী প্রভৃতি।
ত্রয়ী উপন্যাস	আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম
অন্যান্য উপন্যাস	চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী।
প্রবন্ধ	লোকরহস্য (১৮৭৪), বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫, তিন অংশে বিভক্ত), সাম্য (১৮৭৯), কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন, শ্রীমদ্ভগবদগীতা প্রভৃতি।

ছন্দে ছন্দে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাসমূহ

- **উপন্যাস :** দেবী চৌধুরাণীর স্বামী রাজসিংহের আদেশে দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলার জন্য বিষবৃক্ষের নিচে রজনীতে আনন্দমঠ তৈরি করেন। সীতারামের স্ত্রী মৃণালিনী, ইন্দিরাকে এ কথা বললে রাধারাণীর স্বামী চন্দ্রশেখর যুগলাঙ্গুরীয়র পরিবর্তে কৃষ্ণকান্তের উইল ফিরিয়ে নেয়।
- **প্রবন্ধ :** বঙ্গদেশের কৃষকেরা, বিবিধ প্রবন্ধ; কৃষ্ণচরিত, লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্যের সাম্য বুঝতে না পেরে কমলাকান্তের দপ্তরে হাজির হলো।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মূলত– ঔপন্যাসিক ও বাঙালির নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত।
- তাঁর রচিত প্রথম ইংরেজি উপন্যাস *Rajmohon's Wife* (1864) প্রথম প্রকাশিত হয়– ***Indian Field*** পত্রিকায়।
- *Rajmohon's Wife* কত সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়– ১৯৩৫ সালে।
- উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন– ইংরেজি ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট কর্তৃক।
- তিনি যে সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন– বঙ্গদর্শন (১৮৭২)।
- বঙ্কিমচন্দ্রের পরে কে বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন– তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত– দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)।
- তাঁর রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস– কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)।
- তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ– ললিতা তথা মানস (১৮৫৬)।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক সংলাপ– পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? (কপালকুণ্ডলা) নবকুমারকে উদ্দেশ্য করে।
- ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে কোন পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু হয়?– সংবাদ প্রভাকর।
- চাকরিসূত্রে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করে তিনি কাদের অত্যাচার দমন করেছিলেন– নীলকরদের।
- 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?' উক্তিটি যে গ্রন্থের– কপালকুণ্ডলা।
- তাঁর রচিত সামাজিক সমস্যার আলোকে উপন্যাসগুলো হলো– বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)।
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস– রজনী (১৮৭৭)।
- বঙ্কিমচন্দ্রের রম্যব্যঙ্গ রচনা সংকলনের নাম – কমলাকান্তের দপ্তর।
- তাঁর উৎকৃষ্ট রচনার বিষয়গুলো হলো– ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভাষা, সমাজ ইত্যাদি।
- বঙ্কিমচন্দ্রের চারটি ইতিহাস আশ্রয়ী রোমান্সধর্মী উপন্যাসের নাম– দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর ও রাজসিংহ।
- বঙ্কিমচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস– রাজসিংহ।
- বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি তত্ত্বমূলক উপন্যাস– আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী।
- বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী উপন্যাসটি যে ইংরেজি উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত– ইংরেজ ঔপন্যাসিক E.B Lytton রচিত *The last Days of Pompeii* অবলম্বনে রচিত।
- 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের বিরোধী- ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত 'রায়নন্দিনী' উপন্যাস।
- বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সাম্য' গ্রন্থটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন।
- বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থসংখ্যা– ৩৪ টি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

'বিড়াল' প্রবন্ধ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস :** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী রচনার সংকলন 'কমলাকান্তের দপ্তর'। তিন অংশে বিভক্ত এ গ্রন্থটিতে যে কটি প্রবন্ধ আছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা 'বিড়াল' ।
- **প্রথম লাইন–** আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম ।
- **শেষ লাইন–** একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল!
- **ভাষারীতি :** সাধুরীতি ।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কি না ।
ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিং ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে ।
আমি তখন ওয়াটারলুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই ।
কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই ।
দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন ।
মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে ।
অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম ।
এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন?
আমরা খাইলেই তোমরা কোন শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না ।
বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না ।
পরোপকারই পরম ধর্ম ।
আমি তোমার ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ ।
আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি?
অধর্ম চোরের নহে– চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর ।
চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী ।
তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ– দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না ।
তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয় এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে ।
আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না ।
এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে ।
খাইতে দাও– নহিলে চুরি করিব ।
পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন ?
'অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই ।'
তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল !
সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি ।
ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কী ক্ষতি ?
সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই ।
আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কী করিব ?
এ মার্জার সুবিচারক এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে ।
সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য ।
চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর ।
তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না ।
এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে ।
তোমাকে আমি নিউমান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি । আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে– আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে ।
অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিং দিব ।
আফিঙের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে ।
একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল!

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : 'বিড়াল' রচনার প্রথম অংশ কেমন?– নিখাদ হাস্যরসাত্মক ।
প্র : 'বিড়াল' রচনার পরের অংশ কেমন?– গূঢ়ার্থে সন্নিহিত ।
প্র : ওয়েলিংটন কী নামে পরিচিত?– ডিউক অব ওয়েলিংটন ।
প্র : নেপোলিয়ান কত বছর নির্বাসিত হন?– ৬ বছর ।
প্র : একটু মিট্ মিট্ করে কেমন আলো জ্বলছিল?– ক্ষুদ্র ।
প্র : 'এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল ।' এ শব্দটি কী ধরনের?– মেও ।
প্র : মার্জারের প্রথম উক্তি কী ছিল?– 'কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই ।'
প্র : মার্জারের মতে কাদের নিকট শিক্ষালাভ ছাড়া মানুষের বিকল্প নেই?– বিজ্ঞ চতুষ্পদ।
প্র : 'ধর্ম কী' এর উত্তরে বিড়াল কী বলেছিল?– পরোপকারই পরম ধর্ম ।
প্র : কে কমলাকান্তের ধর্মসঞ্চয়ের মূলীভূত করেন?– মার্জার ।
প্র : চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কার?– কৃপণ ধনীর ।
প্র : কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলে কী উপকার হবে?– আফিঙের অসীম মহিমা বোঝা যাবে।
প্র : কমলাকান্ত কোথায় ঝিমাচ্ছিল?– শয়নগৃহে ।
প্র : কমলাকান্ত কোথায় বসে ঝিমাচ্ছিল?– চারপায়ীর উপর ।
প্র : কমলাকান্ত শয়নগৃহে ঝিমাচ্ছিল কেন?– আফিঙের ঘোরে ।
প্র : 'বিড়াল' রচনায় দেওয়ালের উপর ছায়া কিসের মতো নাচছিল?– প্রেতের মতো।
প্র : 'বিড়াল' রচনায় যে যুদ্ধের ইঙ্গিত আছে– ওয়াটারলু যুদ্ধের ।
প্র : ওয়েলিংটন বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হয়ে কমলাকান্তের কাছে কী চাইতে এসেছিল?– আফিং।
প্র : কমলাকান্তের ভাবনাজগতে বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল কে?– ওয়েলিংটন ।
প্র : আফিঙের ঘোরে কমলাকান্ত বিড়ালকে কী মনে করেছিল?– ডিউক ।
প্র : মাছের কাঁটা, পাতের ভাত বিড়ালকে না দিয়ে নর্দমা বা জলে ফেলে দেওয়ার কারণ
মানুষের মধ্যে বিড়াল কী দেখতে পায়?– সমবেদনার অভাব ।
প্র : কমলাকান্তের জন্য দুধ রেখেছিল কে?– প্রসন্ন ।
প্র : মার্জারে দুধ খেয়ে ফেললেও কমলাকান্ত দেখতে পায়নি । কারণ সে ব্যস্ত ছিল– ওয়াটারলু'র মাঠে ব্যূহ রচনায় ।
প্র : কমলাকান্তর জন্য রাখা দুধ কেমন ছিল?– নির্জল ।
প্র : 'বিড়াল' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাণী কীরূপ?– আত্মরক্ষামূলক, শ্লেষাত্মক।
প্র : নেপোলিয়ান বোনাপার্ট জাতিতে কী ছিলেন?– ফরাসি ।
প্র : নেপোলিয়ান কার হাতে পরাজিত হন?– ওয়েলিংটন ।
প্র : 'বিড়াল' রচনায় দুধের প্রকৃত মালিক হিসেবে ধরা যায়– মঙ্গলাকে ।
প্র : কমলাকান্ত মার্জারীকে মারতে গিয়ে অনেক অনুসন্ধানে কী পেল?– একটা যষ্টি ।
প্র : 'বিড়াল' রচনায় মাছের কাঁটা, পাতের ভাত মানুষ কোথায় ফেলে দেয়?– নর্দমায় ।
প্র : 'বিড়াল' রচনায় কোন ধরনের বিড়ালের শরীরে পুষ্টি বেশি?– যারা সোহাগের বিড়াল হতে পারে ।
প্র : সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ কার ধন বৃদ্ধি?– ধনীদের ।
প্র : অনেক মার্জার কবি হয়ে যায় কেন?– গৃহমার্জারের রূপের ছটা দেখে ।
প্র : কমলাকান্ত মার্জারকে সকল দুশ্চিন্তা পরিহার করে কিসে মন দিতে বলে?– ধর্মাচরণে ।
প্র : কমলাকান্ত মার্জারকে কী করতে নিষেধ করেছে?– কারও হাঁড়ি খেতে ।
প্র : কার ক্ষুধা কেউ বুঝে না?– দরিদ্রের ।
প্র : 'খাইতে দাও নইলে চুরি করিব ।' উক্তিটির মর্মকথা কী?– অধিকার চেতনা ।
প্র : 'বিড়াল' রচনার সমাপ্তিতে রচনার লেখক হিসেবে যে নাম আছে?– কমলাকান্ত ।
প্র : নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?– ১৭৬৯ ।
প্র : নেপোলিয়ন কে ছিলেন?– ফরাসি সম্রাট ।
প্র : 'মার্জার' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কী?– বিড়াল ।
প্র : 'মার্জারী মহাশয়া' শব্দের অর্থ কী?– স্ত্রী বিড়াল ।
প্র : 'ন্যায়ালংকার' শব্দের অর্থ হিসেবে সমর্থনযোগ্য?– ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ।
প্র : বিড়াল রচনায় উল্লেখযোগ্য চরিত্র কী কী– নেপলিয়ান, ডিউক অব ওয়েলিংটন, নসীরাম বাবু, প্রসন্ন ।
প্র : 'ক্ষুৎপিপাসা' বলতে কী বোঝায়?– ক্ষুধা-তৃষ্ণা ।
প্র : কে কমলাকান্তের সহায়?– বিড়াল ।
প্র : আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কী করিব? উক্তিটি কার?– বিড়াল
প্র : 'পরোপকারই পরম ধর্ম'- সংলাপটি কে বলেছে?– বিড়ালের ।
প্র : কমলাকান্তের জন্য রাখা দুধ কে খেয়ে ফেলে?– বিড়াল ।
প্র : 'সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি' উক্তিটি কার?– মার্জার ।
প্র : 'বিড়াল' রচনায় বিড়ালের কথাগুলো কোন ধরনের?– সমাজতান্ত্রিক ।
প্র : 'বিড়াল' রচনায় কার কথা শুনে কমলাকান্ত বিস্মিত?– বিড়ালের ।

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বিড়াল' প্রবন্ধ অনুসারে কোন কথাটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ? [ক ১৭-১৮]
ক. খেতে পেলে কেউ চোর হয় না।
খ. ধনীরাই সবচেয়ে বড় চোর।
গ. অনেকের চুরি করার প্রয়োজন হয় না।
ঘ. ধনীগণ চোর অপেক্ষা অধার্মিক।

০২. বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য অনুসারে যুক্তিতে পরাস্ত হলে সমাজের তথাকথিত বিজ্ঞলোকেরা কী করে? [ঘ ১৭-১৮]
ক. ক্ষুব্ধ আচরণ করে — খ. অপমানিত বোধ করে
গ. উপদেশ প্রদান করে — ঘ. শঠতার আশ্রয় নেয়

০৩. বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? [ঘ-১৩-১৪; বিবো খ ১৬-১৭; জবি E ১৭-১৮; জাবি C ১৭-১৮; জাককানইবি AL ১৭-১৮; বেরোবি B ১৭-১৮; মাবিপ্রবি D ১৬-১৭]
ক. সাধনা — খ. কালি ও কলম
গ. বঙ্গদর্শন — ঘ. বঙ্গভারতী

০৪. 'সরিষাভোর' শব্দটি কোন রচনায় পাওয়া যায়? [ক ১৬-১৭]
ক. বিড়াল — খ. চাষার দুক্ষু
গ. অপরিচিতা — ঘ. সেই অস্ত্র

০৫. আহার প্রস্তুত না হওয়ায় কমলাকান্ত হুঁকা হাতে কী ভাবছিলেন? [ঘ ১৬-১৭]
ক. তিনি যদি সক্রেটিস হতেন — খ. তিনি যদি এরিস্টটল হতেন
গ. তিনি যদি নেপোলিয়ন হতেন — ঘ. তিনি যদি বাল্মীকি হতেন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. 'বিড়াল' রচনায় কোন যুদ্ধের ইঙ্গিত রয়েছে? [A ১৭-১৮]
ক. ওয়াটারলু যুদ্ধ — খ. মুক্তিযুদ্ধ
গ. ইরাক যুদ্ধ — ঘ. পাক-ভারত যুদ্ধ

০৭. 'বিড়াল' প্রবন্ধে 'নিমীলিত লোচনে' শব্দটির অর্থ কী? [B ১৭-১৮]
ক. নীরব অশ্রুতে — খ. খোলা চোখে
গ. চোখ বন্ধ করে — ঘ. অট্টহাসিতে

০৮. কমলাকান্ত মার্জারের বক্তব্যসকল কীভাবে বুঝলো? [E ১৭-১৮]
ক. মনোযোগ দেওয়ায় — খ. দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হয়ে
গ. সংকীর্ণতা দূর করে — ঘ. স্বার্থপরতা দূর করে

০৯. 'কাঁঠালপাড়া' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন কোন লেখক? [ক ১২-১৩]
ক. আহসান হাবীব — খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ঘ. ফররুখ আহমদ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'বিড়াল' কী ধরনের রচনা? [A ১৭-১৮; বেরোবি B ১৭-১৮]
ক. উপন্যাস — খ. প্রবন্ধ — গ. গল্প — ঘ. কবিতা

১১. কোন উপন্যাসগুচ্ছ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের? [C ১৭-১৮]
ক. কালান্তর, সাম্য, বিবিধ প্রসঙ্গ — খ. বিজ্ঞান রহস্য, কৃষ্ণচরিত্র, লোক রহস্য
গ. ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, আরণ্যক — ঘ. কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম

১২. কোন প্রবন্ধগুচ্ছ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের? [C ১৭-১৮]
ক. কালান্তর, সাম্য, বিবিধ প্রসঙ্গ — খ. বিজ্ঞান রহস্য, কৃষ্ণচরিত্র, লোক রহস্য
গ. ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রজনী — ঘ. কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, আরণ্যক

১৩. কোন উপন্যাসগুচ্ছ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের? [C ১৭-১৮]
ক. দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, যোগাযোগ — খ. বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী
গ. আনন্দমঠ, চতুরঙ্গ, পথের দাবি — ঘ. কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চোখের বালি

১৪. পেশায় তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এখানে 'তিনি' কে? [E ১৭-১৮; চবি B, B2, B3 ১৬-১৭; ইবি খ ১৬-১৭]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. জহির রায়হান — ঘ. সৈয়দ আলী আহসান

১৫. 'চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা–।' শূন্যস্থানে কোনটি বসবে? [।১৭-১৮]
ক. বহু গুণে দোষী — খ. শত গুণে দোষী
গ. হাজার গুণে দোষী — ঘ. শত গুণে নিকৃষ্ট

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস কোনটি? [A ১৭-১৮; খুবি B ১৭-১৮]
ক. কপালকুণ্ডলা — খ. বিষবৃক্ষ
গ. দুর্গেশনন্দিনী — ঘ. আনন্দমঠ

১৭. বঙ্কিমচন্দ্র কত সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন? [A ১৭-১৮]
ক. ১৮৯১ — খ. ১৮৯৪ — গ. ১৮৯২ — ঘ. ১৮৯৩

১৮. 'বিড়ালের প্রতি পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়।' এ উক্তির মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে? [C ১৭-১৮]
ক. সাহসী আচরণ করা — খ. অস্বাভাবিক আচরণ করা
গ. স্বাভাবিক আচরণ করা — ঘ. প্রথাগত আচরণ প্রদর্শন করা

১৯. 'বিড়াল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কাদের অধিকারের কথা বলেছেন? [E ১৭-১৮]
ক. শোষক-শোষিতের — খ. ধনী-দরিদ্রের
গ. সাধু-চোরের — ঘ. সকলের

২০. 'আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি?' উক্তিটি কোন গদ্যের? [E ১৭-১৮]
ক. চেতনার অ্যালবাম — খ. কাসেমের যুদ্ধযাত্রা
গ. চাষার দুক্ষু — ঘ. বিড়াল

২১. 'Rajmohon's Wife' উপন্যাসটি কোন বাঙালি লেখকের রচনা? [K ১৭-১৮]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২২. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস কোনটি? [A -১৩-১৪]
ক. রজনী — খ. আনন্দমঠ — গ. কৃষ্ণকান্তের উইল — ঘ. সবগুলো

২৩. 'বিড়াল' রচনায় অত্যন্ত কৃপণও কখন ঘুমায় না? [B ১৬-১৭]
ক. জনগণ বিদ্রোহী হলে — খ. খাদ্যের অভাব হলে
গ. রাজা ফাঁপরে পড়লে — ঘ. উদর পূর্তি না হলে

২৪. কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস নয়? [E ১৬-১৭]
ক. চরিত্রহীন — খ. সীতারাম
গ. রাজসিংহ — ঘ. চন্দ্রশেখর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২৫. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' প্রথম যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেটির নাম- [গ ০৯-১০]
ক. সবুজপত্র — খ. সংবাদ প্রভাকর — গ. তত্ত্ববোধিনী
ঘ. বঙ্গদর্শন — ঙ. সমকাল

২৬. বাংলা উপন্যাসের জনক কে? [গ-১৫-১৬; ইবি গ ১৩-১৪]
ক. রবীন্দ্রনাথ — খ. শরৎচন্দ্র
গ. বঙ্কিমচন্দ্র — ঘ. বিভূতিভূষণ

২৭. 'মার্জার বিদায় হইল।' বাক্যটি কোন রচনার অন্তর্গত? [G ১৬-১৭]
ক. আমার পথ — খ. অপরিচিতা — গ. চাষার দুক্ষু — ঘ. বিড়াল

২৮. 'মার্জার' শব্দের অর্থ কী? [B, B2, B3 ১৬-১৭; ইবি H ১৬-১৭; ইবি C ১৭-১৮; বেরোবি B ১৭-১৮]
ক. মাছরাঙা — খ. বায়স — গ. মৌমাছি — ঘ. বিড়াল

২৯. 'বিড়াল' রচনায় বিড়ালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে কোনটি প্রযোজ্য? [D3 ১৬-১৭]
ক. প্রতিবাদী — খ. পরিশ্রমী — গ. লোভী — ঘ. অলস

৩০. 'বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে।' পঙক্তিটি কোন রচনার অন্তর্গত? [B1 ১৬-১৭]
ক. চাষার দুক্ষু — খ. বিড়াল
গ. আমার পথ — ঘ. জীবন ও বৃক্ষ

৩১. বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার শুরু কোন পত্রিকার মাধ্যমে? [F ১৬-১৭; বঙ্গবন্ধু ১৬-১৭]
ক. সংবাদ প্রভাকর — খ. তত্ত্ববোধিনী — গ. বঙ্গদর্শন
ঘ. সবুজপত্র — ঙ. ভারতী

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩২. কমলাকান্ত বিড়ালের উপর রাগ করতে না পারার কারণ বিড়ালের – ।[C ১৭-১৮]
ক. অধিকার — খ. দুর্দশা
গ. আনুগত্য — ঘ. পিপাসা

০১.খ	০২.গ	০৩.গ	০৪.ক	০৫.গ	০৬.ক	০৭.গ	০৮.খ
০৯.গ	১০.খ	১১.ঘ	১২.খ	১৩.খ	১৪.ক	১৫.খ	১৬.গ
১৭.ক	১৮.ঘ	১৯.ঘ	২০.ঘ	২১.খ	২২.ঘ	২৩.গ	২৪.ক
২৫.ঘ	২৬.গ	২৭.ঘ	২৮.ঘ	২৯.ক	৩০.খ	৩১.ক	৩২.ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

৩৩. 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের রচয়িতা কে? [D ১৭-১৮]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. রাজা রামমোহন রায়
গ. ঈশ্বর গুপ্ত ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩৪. 'লোকরহস্য' বইটির লেখক কে? [ক-১৫-১৬]
ক. রবীন্দ্রনাথ খ. বঙ্কিমচন্দ্র গ. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ

৩৫. সাহিত্যসম্রাট হলেন : [ক ১৬-১৭; চবি ঘ+খ ১১-১২; রাবি ক ১৫-১৬; ঢাবি ১৬-১৭; ইবি গ ১৩-১৪; মাবিপ্রবি D, সেট-১ : ১৪-১৫]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৩৬. 'বিড়াল' কোন ধরনের রচনা? [ঘ ১৬-১৭]
ক. হাস্যরসাত্মক খ. বিষাদমূলক গ. কৌতুকপূর্ণ ঘ. রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৩৭. কোন বিপ্লবের মাধ্যমে ফরাসি দেশ থেকে সামন্ততন্ত্র উৎখাত হয়? [A ১৭-১৮]
ক. রুশ বিপ্লব খ. শিল্প বিপ্লব গ. ফরাসি বিপ্লব ঘ. সিপাহী বিপ্লব

৩৮. 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনাটিতে গোয়ালিনী চরিত্রটির নাম কী? [A ১৭-১৮]
ক. মঙ্গলা খ. কপিলা গ. কমলা ঘ. প্রসন্ন

৩৯. আফিমের ঘোরে কমলাকান্ত বিড়ালকে কী মনে করেছিল? [A ১৭-১৮]
ক. ডিউক খ. নেপোলিয়ন গ. প্রসন্ন ঘ. মঙ্গলা

৪০. 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচনায় মার্জারীর মতে অধর্ম কার নয়? [A ১৭-১৮]
ক. চোরের খ. কৃপণের গ. ধনীর ঘ. গৃহস্থের

৪১. 'বাংলার ওয়াল্টার স্কট' বলা হয় কাকে? [B ১৭-১৮]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. আবদুল করিম ঘ. নজিবর রহমান

৪২. 'বিড়াল' প্রবন্ধে মার্জার 'মেও' বলার মধ্যে কী ছিল? [C ১৭-১৮]
ক. ব্যঙ্গ খ. কৌতুক গ. অবজ্ঞা ঘ. গুরুত্বভাব

৪৩. 'বিড়াল' রচনায় বিড়ালের কথাগুলো কোন ধরনের? [C ১৬-১৭]
ক. ধনতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক গ. রাজতান্ত্রিক ঘ. পশুতান্ত্রিক

৪৪. বিড়াল রচনায় 'পতিত আত্মা' বলতে কাকে বুঝিয়েছে? [A ১৬-১৭]
ক. বঞ্চিত জনসমষ্টি খ. বিপথগামী মানুষ গ. বিড়াল ঘ. সাম্যবাদবিমুখ মানুষ

৪৫. 'বিড়াল' রচনায় বিড়াল কীসের কথা বলেছে? [B ১৬-১৭]
ক. কর্তব্য খ. দায়িত্ব গ. সমবেদনা ঘ. অধিকার

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৪৬. 'চোরে যে চুরি করে সে অধর্ম কার' উক্তিটি কার সম্পর্কে করেছেন? [B ১৭-১৮]
ক. ছিচকে চোরের খ. কৃপণ ধনীর
গ. মূর্খ পণ্ডিতের ঘ. লোভী গৃহস্থের

৪৭. অতএব পুরুষের মত আচরণ করাই বিধেয়- কথাটিতে কী প্রকাশিত হয়েছে? [B ১৭-১৮]
ক. শ্লেষ খ. ঔচিত্যবোধ
গ. উদারতা ঘ. প্রতিশোধস্পৃহা

৪৮. 'সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই' উক্তিটি কোন প্রবন্ধের? [H ১৭-১৮]
ক. জীবন ও বৃক্ষ খ. আহ্বান গ. বিড়াল ঘ. আত্মচরিত

৪৯. বাংলা উপন্যাস ধারার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ হলেন- [H ১৭-১৮]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. প্যারীচাঁদ মিত্র

৫০. 'কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই"। উক্তিটি কোন প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে? [B ১৭-১৮; ঢাবি ঘ ১৬-১৭; ঢাবি অধি. ৭টি কলেজ ১৭-১৮]
ক. বিড়াল খ. বর্ষা গ. বিবিধ প্রবন্ধ ঘ. সাম্য

৫১. 'বিড়াল' রচনায় তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির- [H ১৭-১৮]
ক. রোগ খ. দোষ গ. অভ্যাস ঘ. স্বভাব

৫২. 'সরিষাভোর' শব্দের অর্থ কী? [H ১৭-১৮]
ক. খুব সকাল খ. সরিষার তেল গ. স্বল্প পরিমাণ ঘ. কোনোটিই না

৫৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর রচিত গ্রন্থ কোনটি? [১১-১২]
ক. চক্রবাক খ. প্রফুল্ল গ. কৃষ্ণকান্তের উইল ঘ. নীল লোহিত

৫৪. "আফিঙের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবু হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে" উক্তিটি কোন গল্পের অন্তর্গত? [C ১৬-১৭]
ক. বর্ষা খ. পণ্ডিত সাহেব
গ. বিড়াল ঘ. দেয়াল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৫৫. 'যষ্টি' শব্দের অর্থ– [E ১৭-১৮]
ক. টুল বা চৌকি খ. লাঠি গ. হালকা খাবার ঘ. উপঢৌকন

৫৬. 'সাম্য' গদ্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে? [F ১৭-১৮, E, সেট ৩ : ১৪-১৫; বেরোবি খ ১৬-১৭]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৭. 'বিবিধ প্রবন্ধ' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কী ধরনের রচনা? [E ১৭-১৮]
ক. গদ্যগ্রন্থ খ. উপন্যাস গ. প্রবন্ধ ঘ. নাটক

৫৮. 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' প্রথম কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়? [F, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. ফাল্গুন সংখ্যায় খ. ভাদ্র সংখ্যায়
গ. আশ্বিন সংখ্যা ঘ. জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা

৫৯. কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত উপন্যাস নয়? [G ১৬-১৭]
ক. দুর্গেশনন্দিনী খ. কমলাকান্তের দপ্তর
গ. বিষবৃক্ষ ঘ. কৃষ্ণকান্তের উইল

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৬০. 'একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে- দেয়ালের উপর—ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে'। শূন্যস্থানে কী হবে? [D ১৬-১৭]
ক. আলোকময় খ. অন্ধকার
গ. চঞ্চল ঘ. সরলরৈখিক

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬১. বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয় কত সালে? [১৭-১৮]
ক. ১৮৭২ খ. ১৮৮২ গ. ১৮৭৫ ঘ. ১৮৭৮

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

৬২. 'বিড়াল' রচনায় বিড়ালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক–
ক. প্রতিবাদী খ. পরিশ্রমী গ. লোভী ঘ. অলস

৩৩.ঘ	৩৪.খ	৩৫.ক	৩৬.ঘ	৩৭.গ	৩৮.ঘ	৩৯.ক	৪০.ক
৪১.ক	৪২.ক	৪৩.খ	৪৪.গ	৪৫.ঘ	৪৬.খ	৪৭.ক	৪৮.গ
৪৯.খ	৫০.ক	৫১.ক	৫২.গ	৫৩.গ	৫৪.গ	৫৫.খ	৫৬.ক
৫৭.গ	৫৮.ক	৫৯.খ	৬০.গ	৬১.ক	৬২.ক		

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. 'বিড়াল' রচনায় বিড়াল কোনোকিছু খেলে কী অনুসারে মারতে যাওয়া হয়?
ক. ধর্মানুসারে খ. আইনানুসারে গ. শাস্ত্রানুসারে ঘ. নিয়ম অনুসারে

০২. বিজ্ঞ চুতুষ্পদের কাছে শিক্ষা লাভ ব্যতীত মানুষের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর কে দেখেন
ক. লেখক খ. বিড়াল গ. নেপোলিয়ন ঘ. প্রসন্ন

০৩. 'বিড়াল' রচনায় 'কমলাকান্ত মার্জারকে কাল জলযোগের সময় আসতে বলেছে' এখানে 'জলযোগ' যে সময়কে নির্দেশ করে-
ক. সকাল খ. বিকাল গ. সন্ধ্যা ঘ. রাত

০৪. 'বিড়াল' রচনায় চারপায়ী বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
ক. বিড়াল জাতীয় প্রাণীকে খ. চার পা-বিশিষ্ট প্রাণীকে
গ. চারপাশের দুরবস্থাকে ঘ. টুল বা চৌকিকে

০৫. 'বিড়াল' রচনাটির শেষাংশ কিসের খোরাক জোগায়?
ক. গূঢ়ার্থে সন্নিহিত খ. গভীর ভাবনার
গ. গভীর অনুরাগের ঘ. গভীর সমবেদনার

০৬. 'কমলাকান্তের দপ্তর' পাঠে মার্জারী কী বুঝতে পারবে বলে লেখকের ধারণা?
ক. আফিঙের মহিমা খ. ধরনের গুরুত্ব গ. কৃপণের মহত্ত্ব ঘ. চুরির পরিণাম

০৭. চোর অপেক্ষা কৃপণ ধনী কতগুণ দোষী বলে উল্লেখ করা হয়েছে?
ক. দশগুণ খ. সত্তরগুণ গ. শতগুণ ঘ. আশিগুণ

০৮. দরিদ্রের ক্ষুধা কেউ বোঝে না, কারণ-
ক. তাদের সম্পদ নেই বলে খ. তারা চোর বলে
গ. সমাজে গুরুত্বহীন বলে ঘ. কৃপণ বলে

০১.গ	০২.খ	০৩.ক	০৪.ঘ	০৫.ক	০৬.ক	০৭.গ	০৮

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

০৯. চোরের ক্ষেত্রে কোন ধরনের শাস্তি হওয়া উচিৎ?
ক. প্রহার খ. দণ্ড বিধান
গ. কঠোর শাস্তি ঘ. সাধারণ শাস্তি

১০. মার্জার কখন চুরি করার পক্ষপাতী?
ক. প্রহার করলে খ. খেতে না দিলে
গ. ধনবৃদ্ধিতে বাধা দিলে ঘ. চুরির সুযোগ পেলে

১১. 'লাঙ্গুল' অর্থ কী?
ক. লাঙ্গল খ. লাঠি গ. লাঠিয়াল ঘ. লেজ

১২. 'বিড়াল' রচনায় শিরোমণি বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. পরিবারের বৃদ্ধ ব্যক্তিকে খ. সমাজের প্রধান ব্যক্তিকে
গ. পরিবারের নিম্ন আয়ের ব্যক্তিকে ঘ. সমাজের নিম্নশ্রেণির ব্যক্তিকে

১৩. 'বুঝি তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল।' কিসে একটু ব্যঙ্গ ছিল?
ক. মেও স্বরে খ. দুধ চুরিতে
গ. অধার্মিকতায় ঘ. কৃপণতায়

১৪. ওয়াটারলু যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়?
ক. ১৮১৩ খ. ১৮১৫ গ. ১৮১৭ ঘ. ১৮১৯

১৫. কাকে অনেকে মুষ্টি ভিক্ষা দেয় না?
ক. বিড়ালকে খ. অন্ধকে গ. দরিদ্রকে ঘ. চোরকে

১৬. কমলাকান্তের দপ্তর- গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক. ১৮৫৬ খ. ১৮৫৪ গ. ১৮৭৫ ঘ. ১৮৭৪

১৭. নিচের কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ?
ক. বঙ্কিমচরিত্র খ. আনন্দমঠ
গ. ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন ঘ. বঙ্গদর্শন

১৮. 'আমার মতো দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, — কথা সন্দেহ নাই।' শূন্যস্থানে কী বসবে?
ক. ঘৃণার খ. অধিকারের গ. আফসোসের ঘ. লজ্জার

১৯. কমলাকান্ত যখন ওয়াটারলু'র কথা ভাবছিল তখন হঠাৎ কে শব্দ করেছিল?
ক. প্রসন্ন খ. ওয়েলিংটন গ. মার্জার ঘ. মঙ্গলা

২০. মাছের কাঁটা, পাতের ভাত বিড়ালকে না দিয়ে নর্দমায় ফেলে দেওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে বিড়াল কী দেখতে পায়?
ক. উদারতার অভাব খ. সমবেদনার অভাব
গ. সহমর্মিতার অভাব ঘ. সুবিবেচনার অভাব

২১. 'কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।' এ কই খাওয়ার সঙ্গে 'বিড়াল' রচনার সম্পর্ক কার সঙ্গে?
ক. লেখক খ. মার্জার গ. কমলাকান্ত ঘ. প্রসন্ন

২২. দুধ খাওয়ার পরে 'মেও' শব্দের মধ্যে বিড়ালের যে অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে-
ক. পরিতৃপ্তি বোঝানোর অভিপ্রায় খ. হাসি চেপে রাখা অভিপ্রায়
গ. মন বোঝার অভিপ্রায় ঘ. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অভিপ্রায়

২৩. বিড়াল দুধ খেলে চিরায়ত প্রথা হিসেবে 'বিড়াল' রচনায় কোনটির উল্লেখ পাওয়া যায়-
ক. প্রহার করা খ. সাবধান হয়ে যাওয়া
গ. তেড়ে মারতে যাওয়া ঘ. প্রথমবার কিছু না বলা

২৪. স্বজাতিমণ্ডলে মার্জারী কমলাকান্তকে কী বলে উপহাস করতে পারে?
ক. কাপুরুষ খ. ভীতু গ. কুলাঙ্গার ঘ. হৃদয়নহীন

২৫. বিড়াল দুধ খেলে তার সঙ্গে কমলাকান্ত কিসের ন্যায় আচরণ করা বিধেয় মনে করে?
ক. সাহসী গৃহস্থের খ. পুরুষের গ. শাসকের ঘ. পুলিশের

২৬. কমলাকান্ত কেমন চিত্তে মার্জারীকে মারতে ধাবমান হলো?
ক. রুষ্টচিত্তে খ. ভীরুচিত্তে গ. সকাতরচিত্তে ঘ. প্রসন্নচিত্তে

২৭. 'মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত।' এখানে কমলাকান্তর প্রতি মার্জারীর কী ভাব প্রকাশিত হয়েছে -
ক. ভয় খ. দয়া গ. সহানুভূতি ঘ. ভয়হীনতা

২৮. 'দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি?' 'বিড়াল' রচনায় মার্জারীর এই প্রশ্ন কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করে?
ক. ধনীর ধনবৃদ্ধিতে সমাজে চুরি হচ্ছে খ. কৃপণ ধনীরাই ক্ষুধার্তকে চুরি করতে বাধ্য করে
গ. চোরের স্বাভাবিক কাজই চুরি করা ঘ. চুরির সময়ে মানুষের ধর্ম ঠিক থাকে না

২৯. 'তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে। আমাদের নাই?' মার্জারীর এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে-
ক. মানবিকতা খ. অধিকার চেতনা গ. ধর্মীয় চেতনা ঘ. সাম্যবাদিতা

৩০. কমলাকান্তের প্রতি মার্জারীর প্রথম উপদেশ কী ছিল?
ক. চোরের দায়ে চোরকে দণ্ড দাও খ. পরোপকারই পরম ধর্ম
গ. চুরির দায়ে চোরকে দণ্ড দাও ঘ. চুরির দায়ে ধনীকে দণ্ড দাও

৩১. মার্জারীর পরম উপকার হয়েছিল কিসে?
ক. দুধের নাগাল পাওয়ায় খ. দুধ পান করায়
গ. কমলাকান্ত ঘুমিয়ে পড়ায় ঘ. যষ্টি খুঁজে না পাওয়ায়

৩২. মাছের কাঁটার জন্য মার্জারী কোথায় মেও মেও করে বেড়ায়?
ক. গৃহে-গৃহে খ. রাস্তায় রাস্তায় গ. প্রাচীরে প্রাচীরে ঘ. টেবিলের নিচে

৩৩. যে কখনো অন্ধকে মুষ্টি ভিক্ষা দেয় না, সেও কখন রাত্রে ঘুমায় না?
ক. জনগণ বিদ্রোহী হলে খ. খাদ্যের অভাব হলে
গ. বড় রাজারা ফাঁপরে পড়লে ঘ. উদরপূর্তি না হলে

৩৪. 'বিড়াল' প্রবন্ধের সঙ্গে তোমার পঠিত আর কোন প্রবন্ধের ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. আমার পথ খ. চাষার দুক্ষু
গ. জীবন ও বৃক্ষ ঘ. অপরিচিতা

৩৫. কমলাকান্তের সামনে বসে থাকা মার্জারের গায়ের চামড়ার রং কেমন?
ক. ধূসর রঙের খ. হলুদ রঙের
গ. কালো রঙের ঘ. তামাটে রঙের

৩৬. কোনো বিচারক যদি তিন দিন না খেয়ে থাকে তাহলে 'বিড়াল' রচনা অনুসারে তার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি ঘটবে?
ক. সারাদিন বসে বসে ঘুমাবে খ. চুরি করা অবস্থায় ধরা পড়বে
গ. অসুস্থ হয়ে পড়বে ঘ. বিচারকার্য ছেড়ে দেবে

৩৭. কমলাকান্ত মার্জারকে সকল দুশ্চিন্তা পরিহার করে কিসে মন দিতে বলেছে?
ক. ধর্মাচরণে খ. রাজনীতিতে গ. সমাজসেবায় ঘ. আফিঙে

৩৮. 'ব্যূহ রচনা' বলতে কোনটিকে বুঝায়?
ক. সীমান্ত পাহারা দেওয়ার প্রস্তুতি খ. প্রতিরোধ বেষ্টনী তৈরি করা
গ. সেনাদের অস্ত্র সজ্জিত করা ঘ. কুচকাওয়াজের জন্য সৈন্য সাজানো

৩৯. 'ঠেঙ্গালাঠি' বলতে নিচের কোনটিকে বোঝায়?
ক. পাহারা দেওয়ার লাঠি খ. প্রহার করার লাঠি
গ. এক ধরনের কাঠের লাঠি ঘ. এক ধরনের ধাতব অস্ত্র

৪০. 'অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আসে নাই।' আলোচ্য অংশটুকু কোন রচনার?
ক. জীবন ও বৃক্ষ খ. বিড়াল গ. চাষার দুক্ষু ঘ. আহ্বান

৪১. বিড়ালের কিসে অধিকার আছে?
ক. বোঝার পক্ষে খ. তর্ক করার পক্ষে গ. না বোঝার পক্ষে ঘ. মাছ খাওয়ার পক্ষে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪২ নং এবং ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে– দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই– এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেও!"

৪২. অনুচ্ছেদে কতবার কমা ও ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. ৭ ও ২ খ. ৬ ও ৩ গ. ৮ ও ১ ঘ. ৫ ও ৩

৪৩. অনুচ্ছেদে নাসিক্য ধ্বনি ও বিস্ময় বোধক চিহ্ন কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. ৩ ও ২ খ. ২ ও ১ গ. ২ ও ২ ঘ. ৩ ও ১

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪৪ নং এবং ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখে এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর সুরে বলিতেছেন "মেও!" বলিতে পারি না, বুঝি তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলো, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে "মেও!" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, "তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি– এখন বল কী?"

৪৪. অনুচ্ছেদে উদ্ধৃতি চিহ্ন ও বিস্ময়ের চিহ্ন যথাক্রমে কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. ৪ ও ২ খ. ৪ ও ১ গ. ৫ ও ২ ঘ. ৩ ও ২

৪৫. 'ণ-ত্ব' বিধানের সূত্রে কয়টি শব্দ আছে?
ক. ১ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৪

০৯.খ	১০.খ	১১.ঘ	১২.খ	১৩.ক	১৪.খ	১৫.খ	১৬.গ
১৭.গ	১৮.ঘ	১৯.গ	২০.খ	২১.খ	২২.গ	২৩.গ	২৪.ক
২৫.খ	২৬.গ	২৭.ঘ	২৮.খ	২৯.খ	৩০.খ	৩১.খ	৩২.গ
৩৩.গ	৩৪.খ	৩৫.গ	৩৬.খ	৩৭.ক	৩৮.খ	৩৯.খ	৪০.খ
৪১.গ	৪২.ক	৪৩.খ	৪৪.ক	৪৫.ক			

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

SELF TEST

০১. ভ্রমর, কুন্দনন্দিনী– চরিত্র দুটির স্রষ্টা কে?
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

০২. দুধ খাওয়া বিড়ালকে মারার যে প্রথা তা অবমাননা করলে কমলাকান্ত কী হিসেবে পরিচিত হওয়ার সম্ভবনা আছে?
ক. ভীরু খ. কাপুরুষ গ. কুলাঙ্গার ঘ. নিষ্ঠুর

০৩. 'সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না।' এ যষ্টি কথাটির অর্থ হলো-
ক. পাটখড়ি খ. কঞ্চি গ: লাঠি ঘ. বেত

০৪. অনেক বড় বড় সাধুকে মার্জারী কী বলে অভিহিত করেছেন?
ক. চোর অপেক্ষা অধার্মিক খ. চোর অপেক্ষা দুর্জন দোষী
গ. চোর অপেক্ষা অপরাধী ঘ. চোর অপেক্ষা অসৎ

০৫. 'অপরিমিত লোভ ভালো নহে।' উক্তিটি কার?
ক. মার্জারের খ. কমলাকান্তের গ. প্রসন্নের ঘ. ডিউকের

০৬. 'এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা।' কমলাকান্ত কার কথা সম্পর্কে এ কথা বলেছেন?
ক. গোয়ালিনীর খ. নেপোলিয়নের গ. বিড়ালের ঘ. ডিউকের

০৭. 'বিড়াল' রচনায় কেমন করে আলো জ্বলছিল-
ক. জ্বল জ্বল করে খ. মিটমিট করে গ. প্রখর জ্যোতিতে ঘ. নিভু নিভু করে

০৮. মার্জারী তার উপদেশাত্মক বক্তব্যে কমলাকান্তকে কী নামে অভিহিত করেছে?
ক. নিমীলিতলোচন খ. ধ্যানী ও জ্ঞানী
গ. শয্যাশায়ী মনুষ্য ঘ. বিজ্ঞ মনুষ্য

০৯. বিচারককে তাঁর বিচারকার্যের আগে মার্জারী কয় দিন উপবাস করার কথা বলেছে?
ক. ২ দিন খ. ৩ দিন গ. ১ দিন ঘ. ৫ দিন

১০. নিম্নের কোন পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের সূচনা ঘটে?
ক. বঙ্গদর্শন খ. সংবাদ প্রভাকর গ. দিগদর্শন ঘ. সংবাদ কৌমুদী

১১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত বছর বয়সে মারা যান?
ক. ৪০ খ. ৫৬ গ. ৬০ ঘ. ৫৮

১২. কমলাকান্ত লাঠি হাতে বিড়ালকে মারতে গেলে বিড়াল তাকে দেখে হাই তুলল। বিড়ালের এ আচরণে প্রকাশ পেয়েছে–
ক. ঔদ্ধত্য খ. অবজ্ঞা গ. অবহেলা ঘ. নির্বিকারত্ব

১৩. 'তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল'– উক্তিটি কার।
ক. মার্জারের খ. কমলাকান্তের গ. নেপোলিয়নের ঘ. উকিলের

১৪. 'বুঝি তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল।'-কিসে?
ক. কৃপণতায় খ. ভণ্ডামিতে গ. দুধ চুরিতে ঘ. মেও স্বরে

১৫. ওয়েলিংটনের জীবনকাল কোনটি?
ক. ১৭৬৭-১৮৫৩ খ. ১৭৬৮-১৮৫৪
গ. ১৭৬৯-১৮৫৪ ঘ. ১৭৭০-১৮৫৫

১৬. 'চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই?' 'বিড়াল' রচনায় উদ্ধৃত মন্তব্যটি কার?
ক. ন্যায়শাস্ত্র পণ্ডিতের খ. গোয়ালিনীর
গ. বিড়ালের ঘ. কমলাকান্তের

১৭. 'দিব্যকর্ণ' শব্দটির অর্থ কী?
ক. ঐশ্বরিকভাবে শ্রবণ করা খ. ঐশ্বরিকভাবে ভ্রমণ করা
গ. ঐশ্বরিকভাবে প্রত্যাদেশ লাভ ঘ. ঐশ্বরিকভাবে নেতা হওয়া

১৮. 'এ মার্জার সুবিচারক এবং সুতার্কিকও বটে।' কমলাকান্ত কার সম্পর্কে একথা বলেছেন?
ক. নেপোলিয়ন খ. বিচারক গ. গোয়ালিনী ঘ. বিড়াল

১৯. নিউম্যান ও পার্কার কে ছিলেন?
ক. নাট্যকার খ. চিত্রশিল্পী গ. অভিনেতা ঘ. ইংরেজ লেখক

২০. বিড়ালকে বলা যেতে পারে–
ক. পৃথিবীর সকল বঞ্চিতের প্রতীক খ. পৃথিবীর সকল নিষ্পেষিতের প্রতীক
গ. পৃথিবীর সকল দরিদ্রের প্রতীক ঘ. সবগুলো

২১. 'অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না।' উক্তিটি কার?
ক. উকিলের খ. মার্জারের গ. নসীরামের ঘ. কমলাকান্তের

২২. 'জীর্ণ বস্ত্র, শীর্ণ গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ।' 'বিড়াল' রচনার কার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি?
ক. অনাহারী মার্জারের খ. বিচারকের
গ. সোহাগী বিড়ালের ঘ. সাধুর

২৩. ওয়েলিংটন কী ছিলেন?
ক. লেখক খ. অভিনেতা
গ. দার্শনিক ঘ. বীর যোদ্ধা

২৪. 'সোশিয়ালিস্টিক' শব্দের অর্থ কী?
ক. সমাজতান্ত্রিক খ. সমাজে বসবাসকারী
গ. সামাজিক মতবাদ ঘ. সমাজবিরোধী

২৫. 'বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্যার সহোদর হইয়া থাকিতে পারিলে- তবেই তাহার পুষ্টি।' কী হয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে
ক. কৃপণ খ. গৃহমার্জার গ. চোর ঘ. ধনী

২৬. 'ন্যায়ালংকার' শব্দের অর্থ কোনটি ?
ক. ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত খ. ব্যাকরণশাস্ত্রে পণ্ডিত
গ. ন্যায় বিচারক ঘ. নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত

২৭. বিড়াল রচনায় 'তখন চক্ষু চাহিয়া ভালো করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে একটি ক্ষুদ্র মার্জার।' এখানে 'মার্জার' হলো-
ক. ইঁদুর খ. বিড়াল গ. টিকটিকি ঘ. পতঙ্গ বিশেষ

২৮. মার্জারের কথার কারণে কী হতে পারে লেখকের আশঙ্কা ?
ক. সামাজিক অশান্তি খ. সামাজিক উন্নতি
গ. সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘ. সামাজিক ভাঙন

২৯. 'পাষাণবৎ কঠিন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. সিদ্ধান্তে অটল খ. ইটের মতো শক্ত
গ. পাথরের মতো শক্ত ঘ. দৃঢ় মনোবল

৩০. কমলাকান্ত মার্জারীকে মারতে গিয়ে অনেক অনুসন্ধান করে কী পেল?
ক. একটা কাঠের চেলা খ. একটা যষ্টি
গ. একটা গাছের ডাল ঘ. একটা বড় লাঠি

৩১. মার্জারে দুধ খেয়ে ফেললেও কমলাকান্ত দেখতে না পাওয়ার কারণ কী?
ক. আফিমের সুখ অনুভবে খ. ডিউকের সাথে আলাপে
গ. ওয়াটারলু'র মাঠে ব্যূহ রচনায় ঘ. প্রসন্নের সাথে বচসায়

৩২. রোহিণী, গোবিন্দলাল– চরিত্র দুটির স্রষ্টা কে?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৩. 'বিড়াল' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হলো-
ক. সমাজের দৈন্যদশা দূর করা খ. ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর করা
গ. ক্ষুদ্র প্রাণীদের মূল্যায়ন করা ঘ. পণ্ডিতবর্গকে যথাযথ মূল্যায়ন করা

৩৪. মার্জারী পশু হওয়া সত্ত্বেও কমলাকান্ত তার বক্তব্য শুনতে পেয়েছিল কী কারণে?
ক. দিব্যকর্ণ প্রাপ্তির কারণে খ. আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে
গ. প্রখর শ্রবণশক্তির কারণে ঘ. এয়ারফোন কানে থাকার কারণে

৩৫. বহু অনুসন্ধানেও মার্জারী কিসের কারণ খুঁজে পেল না-
ক. তাকে লাঠি দিয়ে মারতে আসার কারণ খ. মাছের কাঁটা নর্দমায় ফেলে দেওয়ার কারণ
গ. ক্ষুধার্তকে খেতে না দেওয়ার কারণ ঘ. কমলাকান্তের গরম দুধ খাওয়ার কারণ

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.ক	৩৪.ক	৩৩.খ	৩২.গ	৩১.গ	৩০.খ	২৯.গ	২৮.গ
২৬.ক	২৫.খ	২৪.ক	২৩.ঘ	২২.ক	২১.ঘ	২০.ঘ	১৯.ঘ
১৭.ক	১৬.গ	১৫.গ	১৪.ঘ	১৩.ক	১২.ঘ	১১.খ	১০.খ
০৮.গ	০৭.খ	০৬.গ	০৫.খ	০৪.ক	০৩.গ	০২.গ	০১.গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

অপরিচিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকে ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ–বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়। কিন্তু ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো-কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে– বস্তুত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহোক শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, "ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।"

কিছুদিন পূর্বেই এমএ পাস করিয়াছি। সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদরি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই– থাকিবার মধ্যেও ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল- আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস, তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে যদি বল, তবে-"। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, "একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো"

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এক কালের ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এসব ভালো কথা। কিন্তু, মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই– বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন– কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্নগর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, আমার পিসতুতো ভাই। তাহার মতো রুচি এবং দক্ষতার 'পরে আমি ষোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!"

বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি 'চমৎকার' সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই'। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

২

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়ই চুপচাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল -ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না- কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হ্যাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম, কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তারপরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এসমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না দেনা-পাওনা কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যার উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা, এই জন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ-ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-শুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যান্ড, বাঁশি, শখের কন্সর্ট প্রভৃতি যেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মত্ত হস্তী দ্বারা সংগীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY
Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠাণ্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মুখে তো কথাই নাই কোমরে চাদর বাঁধা, গলা ভাঙা, টাক-পড়া, মিশ-কালো এবং বিপুল-শরীর তাঁর একটি উকিল-বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া মাথা হেলাইয়া, নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদগদ বচনে কন্সর্ট পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই এটা এস্‌পার-ওস্‌পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, "বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।"

ব্যাপারখানা এই। –সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন-বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া সওগাদ লোক-বিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন– দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাকরাকে সুদ্ধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোশে এবং স্যাক্‌রা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজেয় বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার মামা বলিতেছেন বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল।"
আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।
মামা বলিলেন, "ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।"
শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?"
আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম, এসব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।
"আচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, "অনুপম এখানে কী করিবে। ও সভায় গিয়া বসুক।"
শম্ভুনাথ বলিলেন, "না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।"
কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোশের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা- হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজ নয়- যেমন মোটা তেমনি ভারী।

স্যাক্‌রা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই-এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।"

এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তখনই নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে।

হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায়, দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাকরার হাতে দিয়া বলিলেন, "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।"

স্যাকরা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।"

শম্ভুবাবু এয়ারিং জোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।"
মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "অনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়ে বোসো গে।"
শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।"
মামা বলিলেন, "সে কী কথা। লগ্ন-"
শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "সেজন্য কিছু ভাবিবেন না-এখন উঠুন।"

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ-ধরনের, কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রীদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রীদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, "সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।"

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কী বল। বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?"
মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, "আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে-"
মামা বলিলেন, "তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।"
শম্ভুনাথ বলিলেন, "তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?"
মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "ঠাট্টা করিতেছেন নাকি।"

শম্ভুনাথ কহিলেন, "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"
মামা দুই চোখ এত বড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"
আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে আমি কেহই নই।

তারপরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া, বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।
বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যান্ড রসনচৌকি ও কন্সর্ট একসঙ্গে বাজিল না এবং অভ্রের ঝাড়লণ্ঠন আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহানির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

৩

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, "দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।" কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কি।

মস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত বড় সৎপাত্রের কপালে এত বড়ো কলঙ্কের দাগ কোন নষ্ট এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরযাত্রীরা বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, "বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি খাওয়াইয়া দিল- পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।"

বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল বাধাইতে বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া অবশেষে পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর একটা স্রোত বহিতেছিল, তার রঙ একবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল- এমন যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলগুলি আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, শব্দ শুনি- কেবল আর একটিমাত্র পা ফেলার অপেক্ষা-এমন সময়ে সেই এক পদের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল!

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম! বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তাহার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল। বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না-এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বৈকি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না? যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটিরে উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না? হঠাৎ বাহিরের কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না?

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লজ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এদিকে আমি শুনিলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল, কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, "আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।" হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, "মা, তোর কী হইয়াছে বল আমাকে।" মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, "কই কিছুই তো হয় নি বাবা।" বাপের এক মেয়ে যে-বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, "বেশ তো, আর একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।" কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, "যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম, তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও- আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গে।" তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল- এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর সবাই আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

৪

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকার মেশা সেও এক স্বপ্ন। কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত- আর সবই অজানা অস্পষ্ট; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা এবং যাহা চারিদিকে তাহা যে কতই বহু দূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নিচে সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট্-পালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিটমিটে আলোতে থাকা এবং না- থাকার মাঝখানে কেমন একরকম হইয়া পড়িয়া আছি।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, "শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে।" মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচমকা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটি শ্রেণিভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে "এমন তো আর শুনি নাই"।

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানালা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম, কিছুই দেখিলাম না। প্লাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি- চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধুয়া-"গাড়িতে জায়গা আছে।" আছে কি, জায়াগা আছে কি জায়াগা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না - চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে আছে-শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনে একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রে নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড় স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট-মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্লাটফর্মে সাহেবেদের আর্দালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন এক ফৌজের বড় জেনারেল সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফার্স্ট ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময়ে সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না-এখানে জায়গা আছে।"

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধুয়া "জায়গা আছে।" ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পরিলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চলতি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল-গ্রাহ্যই করিলাম না।

তার পরে -কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে- তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম; তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশ ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারিদিকের সকলের চেয়ে অধিক-রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সে দিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না- ছোটদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোট হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই-তাহারই কোনো-একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝর্না ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্য কিরণকে সজীব করিয়া তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টন করিয়াছে সেই ঐ তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার। পরের স্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া-আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠ চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

মা ভালো -লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়াছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষমানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই। বার বার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল-পূর্বে একজন দেশি রেলওয়ে কর্মচারী নাম- লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লটকাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, "এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।"

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল " না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।"
সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, "না ছাড়িয়া উপায় নাই।"

কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, "আমি দুঃখিত, কিন্তু-"
শুনিয়া আমি 'কুলি কুলি করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, "না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।"
বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, "এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।"
বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্লাটফর্মে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পর মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল, গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি লজ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত- স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।
মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী মা।"
মেয়েটি বলিল, "আমার নাম কল্যাণী।"
শুনিয়া মা এবং আমি দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম।
" তোমার বাবা-"
"তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁহার নাম শম্ভুনাথ সেন।'
তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, "আমি বিবাহ করিব না।"
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন।"
সে বলিল, "মাতৃ-আজ্ঞা।"
কী সর্বনাশ। এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে- সে যেন কোন ওপারের বাঁশি-আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল-সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই-যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল, "জায়গা আছে", সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।
তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনো কালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা-জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়। তাই বৎসরের পর বৎসর যায় আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই-আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

শব্দার্থ ও টীকা

মাকাল ফল	দেখতে সুন্দর অথচ ভেতরে দুর্গন্ধ ও শাঁসযুক্ত খাওয়ার অনুপযোগী ফল। বিশেষ অর্থে গুণহীন।
অন্নপূর্ণা	অন্নে পরিপূর্ণা। দেবী দুর্গা।
গজানন	গজ (হাতি) আনন যার। গণেশ।
ফল্গু	ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদী। নদীটির ওপরের অংশে বালির আস্তরণ কিন্তু ভেতরে জলস্রোত প্রবাহিত।
গণ্ডূষ	একমুখ বা এককোষ জল।
অন্তঃপুর	অন্দরমহল। ভেতরবাড়ি।
স্বয়ংবরা	যে মেয়ে নিজেই স্বামী নির্বাচন করে।
গুড়গুড়ি	আলবোলা। ফরসি। দীর্ঘ নলযুক্ত হুকাবিশেষ।
বাঁধা হুঁকা	সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য নারকেল-খোলে তৈরি ধূমপানের যন্ত্রবিশেষ।
উমেদারি	প্রার্থনা। চাকরির আশায় অন্যের কাছে ধরনা দেওয়া।
পশ্চিমে	এখানে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে।
আন্দামান দ্বীপ	ভারতীয় সীমানাভুক্ত বঙ্গোপসাগরের দ্বীপবিশেষ। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে রাজবন্দিদের নির্বাসন শাস্তি দিয়ে আন্ডামান বা আন্দামানে পাঠানো হতো।
কোন্নগর	কলকাতার নিকটস্থ একটি স্থান।
মনু	বিধানকর্তা বা শাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ।
মনু সংহিতা	মনু-প্রণীত মানুষের আচরণবিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ।
প্রজাপতি	জীবের স্রষ্টা। ব্রহ্মা। ইনি বিয়ের দেবতা।
পঞ্চশর	মদনদেবের ব্যবহার্য পাঁচ ধরনের বাণ।
কন্সর্ট	নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান।
অভিষিক্ত	অভিষেক করা হয়েছে এমন।
সওগাদ	উপঢৌকন। ভেট।
লোক-বিদায়	পাওনা পরিশোধ। এখানে অনুষ্ঠানের শেষে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধের কথা বলা হয়েছে।
দেওয়া-থোওয়া	বিয়ের যৌতুক ও আনুষঙ্গিক খরচ বোঝাতে কথাটি বলা হয়েছে।
কষ্টিপাথর	যে পাথরে ঘষে সোনার খাঁটিত্ব যাচাই পরীক্ষা করা হয়।
মকরমুখো	মকর বা কুমিরের মুখের অনুরূপ।
দক্ষযজ্ঞ	প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। এ যজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনে শিব অনুচরসহ যজ্ঞস্থলে পৌঁছে যজ্ঞ ধ্বংস করে দেন এবং সতীর শব কাঁধে তুলে নিয়ে প্রলয় নৃত্যে মত্ত হন। এখানে প্রলয়কাণ্ড বা হট্টগোল বোঝাচ্ছে।
রসনচৌকি	শানাই, ঢোল ও কাঁসি- এই তিন বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্ট ঐকতানবাদন।
অভ্র	এক ধরনের খনিজ ধাতু। Mica.
অভ্রের ঝাড়	অভ্রের তৈরি ঝাড়বাতি।
মহানির্বাণ	সবরকমের বন্ধন থেকে মুক্তি।
কলি	পুরাণে বর্ণিত শেষ যুগ। কলিযুগ। কলিকাল।
এয়ারিং	কানের দুল। Earring.
পাকযন্ত্র	পাকস্থলী।
প্রদোষ	সন্ধ্যা।
একচক্ষু লণ্ঠন	একদিক খোলা তিনদিক ঢাকা বিশেষ ধরনের লণ্ঠন, যা রেলপথের সংকেত দেখানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।
মৃদঙ্গ	মাটির খোলের দুপাশে চামড়া লাগানো এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র।
ধুয়া	গানের যে অংশ দোহাররা বারবার পরিবেশন করে।
জড়িমা	আড়ষ্টতা। জড়ত্ব।
মঞ্জরী	কিশলয়যুক্ত কচি ডাল। মুকুল।
একপত্তন	একপ্রস্থ।
কানপুর	ভারতের একটি শহর।
তার পরে বুঝিলাম,	কল্যাণী যে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

মাতৃভূমি আছে	অনুপমের এই আত্মোপলব্ধি এখানে প্রকাশিত।
এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে	গল্পের কথক চরিত্র অনুপমের আত্মসমালোচনা। পরিমাণ ও গুণ উভয় দিক দিয়েই যে তার জীবনটি নিতান্তই তুচ্ছ সে কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।
আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি	দেবী দুর্গার দুই পুত্র; অগ্রজ গণেশ ও অনুজ কার্তিকেয়। মা দুর্গার কোলে থাকা দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়কে বোঝানো হয়েছে। ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ।
ফল্গুর বালির মতো তিনি ... শুষিয়া লইয়াছেন	অনুপম তার মামার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে। সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালনে তার ভূমিকা এখানে উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।
কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল	লক্ষ্মী ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী। মঙ্গলঘট তাঁর প্রতীক। কল্যাণীদের বংশে একসময় লক্ষ্মীর কৃপায় ঐশ্বর্যের ঘট পূর্ণ ছিল।
'বর্বর কোলাহলের মত্ত হস্তী দ্বারা ... বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম'	অনুপম নিজের বিবাহযাত্রার পরিস্থিতি বর্ণনায় সুরশূন্য বিকট কোলাহলের সঙ্গে সংগীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত হওয়ার তুলনা করেছে।
মকরমুখো মোটা একখানা বালা	মকরের মুখাকৃতিযুক্ত হাতে পরিধেয় অলঙ্কারবিশেষ।
কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল	কলিকাল পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করল।
গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল	চলন্ত রেলগাড়ির অবিরাম ধাতব ধ্বনি বোঝানো হয়েছে।
ফলের মতো গুটি	গুটি এক সময় পূর্ণ ফলে পরিণত হয়। কিন্তু গুটিই যদি ফলের মতো হয় তাহলে তার অসম্পূর্ণ সারবত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের নিষ্ফল জীবনকে বোঝাতে অনুপমের ব্যবহৃত উপমা।
অবকাশের মরুভূমি এক	আনন্দহীন প্রচুর অবসর বোঝানো হয়েছে।

লেখক পরিচিতি

লেখক	প্রকৃত নাম : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছদ্মনাম : ভানুসিংহ ঠাকুর।
জন্ম পরিচয়	**জন্ম** : ৭ মে ১৮৬১ খ্রি. (২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ), জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ভারত। **পিতা** : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। **মাতা** : সারদা দেবী। **পিতামহ** : প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।
শিক্ষাজীবন	রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করলেও স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেন নি। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ড গেলেও কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি। তবে গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের কোনো ত্রুটি হয় নি।
পেশা/ কর্মজীবন	১৮৮৪ খ্রি. থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার আদেশে বিষয়কর্ম পরিদর্শনে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯০ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি দেখাশোনা করেন। এ সূত্রে তিনি কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন।
পুরস্কার ও সম্মাননা	নোবেল পুরস্কার (১৯১৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯১৩), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট. (১৯৩৬), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯৪০)।
জীবনাবসান	৭ আগস্ট ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)।
সাহিত্যকর্ম	
কাব্য	কবিকাহিনী, কড়ি ও কোমল, প্রভাত সংগীত, সন্ধ্যা সংগীত, সানাই, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, মহুয়া, কল্পনা, পত্রপুট, বিচিত্রা, সেঁজুতি, জন্মদিনে, শেষলেখা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
উপন্যাস	বৌঠাকুরাণীর হাট, গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, চোখের বালি, নৌকাডুবি, যোগাযোগ, রাজর্ষি, শেষের কবিতা, চার অধ্যায় প্রভৃতি।
কাব্যনাট্য	চিত্রাঙ্গদা, বসন্ত, বিদায় অভিশাপ, বিসর্জন, রাজা ও রাণী প্রভৃতি।
নাটক	অচলায়তন, চিরকুমার সভা, ডাকঘর, মুকুট, মুক্তির উপায়, রক্তকরবী, রাজা।
গল্পগ্রন্থ	গল্পগুচ্ছ, গল্পসল্প, তিনসঙ্গী, লিপিকা, সে, কৈশোরক প্রভৃতি।
প্রবন্ধগ্রন্থ	বিচিত্র প্রবন্ধ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব, কালান্তর, সভ্যতার সংকট।
ভ্রমণকাহিনি	জাপানযাত্রী, পথের সঞ্চয়, পারস্য, রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র প্রভৃতি।

ছন্দে ছন্দে রবীন্দ্র রচনাসমূহ

- **উপন্যাস :** রাজর্ষি ও গোরা ঘরে-বাইরে পরস্পর চোখের বালি। তারা বউ ঠাকুরাণীর হাট ও চতুরঙ্গ দেখতে মালঞ্চকে নিয়ে যাই করল নৌকাডুবিতে তার মৃত্যু হলো। পরে শেষের কবিতার চার অধ্যায়ে তার প্রতি করুণা প্রকাশ করা হলেও যোগাযোগ করা যায়নি।
- **কাব্যগ্রন্থ :** কবি কাহিনীর বনফুল বলাকা ও শ্যামলী বান্ধবী মহুয়ার নবজাতক কল্পনার জন্মদিন উপলক্ষে শৈশবের (শৈশব সংগীত) প্রভাতে (প্রভাত সংগীত) সানাই বাজিয়ে সন্ধ্যা সঙ্গীতের আয়োজন করে।
  বীথিকা, কড়ি ও কোমল নিয়ে সেঁজুতিতে সোনারতরী নামক খেয়ায় চিত্রানদী পার হয়ে জানতে পারলো মানসী রোগসজ্জায় থাকলেও চৈতালীতে আরোগ্য হয়ে ক্ষণিকের জন্য স্মরণ করল পুনশ্চ গীতাঞ্জলি শেষ লেখা **রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ।**
- **নাটক :** তাসের দেশের রাজা রবীন্দ্রনাথ পৃথ্বিরাজের ঘোড়ায় চড়ে নটীর পূজায় রক্তকরবী বিসর্জন দিতে গেলেন। সেখানে মুক্তধারা নাট্যদল অচলায়তনে বসন্তের নাটক পরিবেশন করছিল। ডাকঘরের চিরকুমার সভায় সিদ্ধান্ত হলো এ কালের যাত্রায় চিত্রাঙ্গদার মত প্রতিভা (বাল্মীকি প্রতিভা) খুব বিরল। কিন্তু লম্পট অধিকারিণীর মায়ার খেলায় বাশরী, তাপসী, শ্যামা, ফাল্গুনী চার বোনের একজন ও পরিত্রাণ পেলেন না।
- **চিত্রনাট্য :** শ্যামা মালিনী চিত্রনাট্য তৈরির জন্য চিত্রাঙ্গদা এবং চণ্ডালিকাকে বেছে নিল।
- **ভ্রমণকাহিনি :** জাপানের যাত্রীরা রাশিয়ার চিঠি পড়ে ইউরোপ সম্পর্কে জানতে পারল।
- **প্রবন্ধগ্রন্থ :** স্বদেশের আধুনিক সাহিত্যের পাশাপাশি প্রাচীন ও লোক সাহিত্য বিচিত্র প্রবন্ধে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে কালান্তরে সভ্যতার সংকট থেকে পঞ্চভূতও দূর হবে।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- রবীন্দ্রনাথ মাতা-পিতার চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র।
- তিনি কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন– আট বছর বয়সে।
- তাঁর প্রথম কবিতাটির নাম ছিল– 'হিন্দুমেলার উপহার'।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম– 'কবিকাহিনী' (প্রকাশকাল : ১৮৭৮)।
- রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত নাটকের নাম– 'বাল্মীকি প্রতিভা' (প্রকাশকাল : ১৮৮১)
- রবীন্দ্রনাথের 'রুদ্রচণ্ড' নাটক নয়। এতে সামান্য নাটকীয়তা আছে মাত্র। রুদ্রচণ্ডও প্রকাশিত হয়– ১৮৮১ সালে।
- রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম– বৌঠাকুরাণীর হাট (প্রকাশকাল : ১৮৮৩)।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা এবং বাংলা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী।
- ১২৮৪ বঙ্গাব্দে মাত্র ষোলো বছর বয়সে ভিখারিনী গল্প রচনার মাধ্যমে ছোটগল্পের লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মপ্রকাশ ঘটে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পটির নাম– মুসলমানীর গল্প।
- কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাসের কালই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার– স্বর্ণযুগ।
- রবীন্দ্রনাথকে বলা হয়– বাংলা ছোটগল্পের জনক।
- প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতা– 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' (আজি এ প্রভাতে রবির কর/কেমনে পশিল প্রাণের পর)।
- কবি 'শান্তিনিকেতনে' পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন– ১৯০১ সালে।
- কবি শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন– ১৯০১ সালে।
- 'গীতাঞ্জলি' কাব্য প্রকাশিত হয়– ১৯১০ সালে।
- 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ Song Offerings নামে প্রকাশিত হয়– ১৯১২ সালে
- Song Offerings এর ভূমিকা লেখেন– ইংরেজ কবি W. B. Yeats.
- রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান– ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে।
- শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর নোবেল পদক চুরি হয়ে যায়– ২৪ মার্চ ২০০৪ দিবাগত রাতে।
- ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইটহুড বা 'স্যার' উপাধি প্রদান করেন– ১৯১৫ সালের ৩রা জুন।
- তিনি পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৩/৪/১৯১৯) প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধি বর্জন করেন– ১৯১৯ সালের এপ্রিলে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ– শেষলেখা (১৯৪১)।
- ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠির সমাহার– ছিন্নপত্র (প্রকাশ : ১৯১২)।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপাধি– বিশ্বকবি।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম– জীবনস্মৃতি (১৯১২)।
- রবীন্দ্রনাথ কাজী নজরুলকে উৎসর্গ করেন– বসন্ত নাটকটি (প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩২৯)।
- রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসংকলনের নাম– সঞ্চয়িতা।
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের নাম– চোখের বালি (১৯০৩)।
- আমার সোনার বাংলা গানের সুরকার– স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। (এ গানে বাউল গগন হরকরার সুরের প্রভাব পড়েছিল)।
- বাংলাদেশের কোনো এটিমা অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত বাদ্যযন্ত্রে বাজানো হয়– প্রথম ৪ পঙ্ক্তি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- বিবিসির বাংলা বিভাগ পরিচালিত জরিপে (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় রবীন্দ্রনাথের স্থান– **দ্বিতীয়**।
- রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনে **শাহজাদপুরে** আসেন– **১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে**।
- রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ আসেন– **১৮৯২ সালে**।
- তিনি **'সোনার তরী'** কাব্য রচনা করেন– **১৮৯২ সালে কুষ্টিয়ার শিলাইদহতে বসে**।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– **বনফুল** (প্রকাশকাল ১৮৮০)।
- রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসেন– **১৮৯৮ সালে প্রথমবার; ১৯২৬ সালে দ্বিতীয়বার**।
- কত তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন কোথায়– **১৯২৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি; কার্জন হলে**।
- এই বক্তৃতার শিরোনাম ছিল– **The Meaning of Art.**
- তিনি কার্জন হলে দ্বিতীয় বক্তৃতা দান করেন– **১৯২৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি**।
- রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তৃতার শিরোনাম ছিল– **The Rule of the Giant.**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে প্রদান করে– **ডক্টর অব লিটারেচার** (ডি.লিট. ১৯৩৬)।
- রবীন্দ্রনাথকে যখন ডি.লিট. ডিগ্রি দেওয়া হয়, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন– **এ.এফ. রহমান** (প্রথম বাঙালি উপাচার্য)।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন– **সাধনা (১৮৯৪), ভারতী (১৮৯৮), বঙ্গদর্শন (১৯০১), তত্ত্ববোধিনী (১৯১১)**।
- রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা রচনা যে গ্রন্থ দিয়ে শুরু– **পুনশ্চ**।
- 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক ভেঙে রবীন্দ্রনাথ যে নাটক রচনা করেছিলেন– **পরিত্রাণ**।
- তিনি তাঁর নিজের আঁকা ছবিগুলোকে কী বলেছেন– **শেষ বয়সের প্রিয়া**।

'অপরিচিতা' গল্প সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস :** 'অপরিচিতা' প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যায়। এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রগল্পের সংকলন 'গল্পসপ্তক'-এ এবং পরে, 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)। 'অপরিচিতা' উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখা গল্প। 'অপরিচিতা' মনস্তাপে ভেঙে পড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের স্বীকারোক্তির গল্প, তার পাপস্খলনের অকপট কথামালা।
- **প্রথম লাইন-** আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র।
- **শেষ লাইন-** ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।
- **ভাষারীতি :** সাধুরীতি।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র।
- ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।
- আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই।
- মার হাতেই আমি মানুষ।
- আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।
- আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়।
- কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র।
- যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল।
- আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে।
- এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল- আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস, তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।
- মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর।
- এক কালের ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল।
- দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন।
- মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল।
- একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন– কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।
- কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্দামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন।
- বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!"
- বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট।
- আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।
- বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল।
- ব্যান্ড, বাঁশি, শখের কন্সর্ট প্রভৃতি যেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একত্র মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মত্ত হস্তী দ্বারা সংগীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম।
- 'বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।'
- মামা বলিলেন, 'অনুপম এখানে কী করিবে। ও সভায় গিয়া বসুক।'
- শম্ভুনাথ বলিলেন, 'না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।'
- স্যাকরা কহিল, 'ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।'
- ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।
- শম্ভুনাথ কহিলেন, 'আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে কর[...] তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।'
- বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল- পাকযন্ত্রটাকে সম[...] অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।
- হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল।
- 'শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে।'
- চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য।
- রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনী[...] আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা।
- ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটি[...] উপরে আসিয়া বসিয়াছ।
- তাহার একটিমাত্র ধুয়া-'গাড়িতে জায়গা আছে।'
- মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথা[...] যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই।
- ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কি[...] জড়িমা নাই।
- 'না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।'
- সে বলিল, 'মাতৃ-আজ্ঞা।'
- তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে।
- সেই-যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল, 'জায়গা আছে', সেই[...] আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল।
- তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ।
- কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা-জায়গা আছে।
- ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আ[মার] ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : কোন গল্প রচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের ময়দানে পদার্পণ করেন?– **ভিখারি[...]**

প্র : গল্পের অনুপম কোন সময়কার বাঙালি যুবক?– **বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের [...] সংলগ্ন সময়ের।**

প্র : মামাকে ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট বলা হয়েছে কেন?– **মতামতের জন্য।**

প্র : গজানন কাকে বলে? অথবা গজানন শব্দের অর্থ কী?– **গজ (হাতি) আনন যার/ গণে[...]**

প্র : 'আন্দামান দ্বীপ' কোন সাগরের সীমানাভুক্ত?– **বঙ্গোপসাগরের।**

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন অভিধায় সম্ভাষিত?– **বিশ্বকবি।**

প্র : 'গল্পগুচ্ছে' কতটি গল্প সংকলিত হয়েছে?– **৯৫টি।**

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাস করেছিলেন কেন?– **জমিদা[রি] দেখাশোনার জন্য।**

প্র : অনুপমের আসল অভিভাবক কে?– **মামা।**

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ শতকে যেসব ছোটগল্প লিখেছেন সেখানে কী প্রাধান্য পেয়েছে?– **বাস্তবতা[...]**

প্র : দৈর্ঘ্যে বা গুণের হিসেবে কোন জীবনটা বড় নয়?– **সাতাশ বছর বয়সের জীবন।**

প্র : সাতাশ বছর বয়সের একটু কী আছে?– **বিশেষ মর্যাদা।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পে ফুলের বুকের উপর কী এসে বসেছিল?– **ভ্রমর।**

প্র : 'সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোট।'– এখানে কিসের ইতিহাসের কথা বলা হয়ে[ছে]?– **অনুপমের সাতাশ বছরের জীবনের।**

প্র : কারা অনুপমের ছোট লেখার রস বুঝবেন?– **ছোটকে যারা সামান্য বলে ভুল করেন না[...]**

প্র : অনুপমের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?– **এম.এ.।**

প্র : ছেলেবেলায় অনুপমের সুন্দর চেহারা নিয়ে পণ্ডিত মশায় তাকে কোন ফুলের সঙ্গে তু[লনা] করতেন?– **শিমুল।**

প্র : অনুপমের পিতা অর্জিত সম্পত্তি ভোগ করার সময় নিমেষমাত্র না পাওয়ার কারণ কী?– **অকাল[...]**

প্র : অনুপমের মা কেমন ঘরের মেয়ে?– **গরিবের।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

প্র : কাকে দেখলে অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাই বলে মনে হবে?– **অনুপমকে।**

প্র : অনুপমের থেকে তার মামা বড়জোর কত বছরের বড়?– **ছয়।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পে 'ফল্গুর বালি' বলতে বুঝানো হয়েছে– **সবকিছু আগলে রাখা।**

প্র : কন্যার পিতামাত্রেই কী স্বীকার করবেন?– **গল্পকথক একজন সৎপাত্র।**

প্র : অনুপম নিতান্তই ভালো মানুষ কেন?– **ভালো মানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই বলে।**

প্র : হরিশ ছুটিতে কোথায় এসেছিল?– **কলিকাতায়।**

প্র : অনুপমের 'মন উতলা' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?– **আকুলতা।**

প্র : 'ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।' এ বক্তব্যে কী ফুটে উঠেছে?– **একটি চমৎকার পাত্রীর বর্ণনা।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম 'এই অবকাশ' বলতে কোন সময়ে বোঝানো হয়েছে?– **এম. এ. পাসের পরের সময়।**

প্র : কোন বাতাসে অনুপমের শরীর মন কাঁপতে লাগল– **বসন্তের।**

প্র : হরিশ কোন বিষয়ে অদ্বিতীয় ছিল?– **আসর জমাতে।**

প্র : কার মন ছিল তৃষ্ণার্ত?– **অনুপমের।**

প্র : মামা কাকে পেলে ছাড়তে চান না?– **হরিশকে।**

প্র : মামার কাছে মেয়ের চেয়ে বাপের খবরটা কেমন?– **গুরুতর।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পে উল্লেখকৃত কার পেছনে মেয়ের বাপের লক্ষীর ঘটটি উপুড় করে দিতে দ্বিধা হবে না?– **মেয়ের।**

প্র : 'ধনুক-ভাঙা পণ' শব্দটি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হতে দেখা যায়?– **বাগধারায়।**

প্র : অনুপমের মামার মন নরম হলো কেন?– **মেয়ের বাবার অর্থের লোভে।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পে 'বিবাহের ভূমিকা-অংশটা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?– **মেয়ের খোঁজ খবর।**

প্র : কলিকাতার বাইরে বাকি পৃথিবীটাকে মামা কিসের অন্তর্গত বলে মনে করেন?– **আন্দামান দ্বীপ।**

প্র : কলিকাতার বাইরে বাকি পৃথিবীটাকে আন্দামান দ্বীপের অন্তর্গত মনে করায় মামার চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?– **কূপমণ্ডূকতা।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পের কথকের মনের মধ্যে কী ইচ্ছা ছিল?– **যৌতুক ছাড়াই বিয়ে করার।**

প্র : অনুপমের নিজের চোখে মেয়ে দেখা হলো না কেন?– **সাহস করে প্রস্তাব করতে না পারায়।**

প্র : বিনুদাদা ফিরে এসে মেয়ে সম্পর্কে কী বললেন?– **খাঁটি সোনা বটে।**

প্র : বিয়ে উপলক্ষে কন্যাপক্ষকে কোথায় আসতে হলো?– **কলকাতায়।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পের কন্যার পিতার নাম কী?– **শম্ভুনাথ সেন।**

প্র : বিয়ের কত দিন পূর্বে কন্যার পিতা পাত্রকে দেখেন?– **তিন দিন।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পের কন্যার পিতার বয়স কত?– **চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে।**

প্র : পাত্র দেখে কন্যার বাপ খুশি কিনা তা বোঝা শক্ত ছিল। কারণ– **তিনি ছিলেন খুবই চুপচাপ।**

প্র : পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে কেমন কথা ঠিক হয়েছিল?– **পাকাপাকি।**

প্র : অনুপমের দৃষ্টিতে দেনা-পাওনার বিষয়টি কেমন ছিল?– **স্থূল।**

প্র : দেনা-পাওনার বিষয়টিকে অনুপম বিয়ের কোন অংশ বলে জানত?– **প্রধান অংশ।**

প্র : পাত্রপক্ষ থেকে দেনা-পাওনার ভার কার ওপর ছিল?– **মামার ওপর।**

প্র : মামা অনুপমদের সংসারে প্রধান গর্বের সামগ্রী কেন?– **আশ্চর্য পাকা লোক বলে।**

প্র : মামা অনুপমদের সংসারে কী হিসেবে গণ্য হন?– **গর্বের বস্তু।**

প্র : 'যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে' এমন ক্ষেত্রে বুদ্ধির লড়াইয়ে সবসময় কে জিতবেন?– **মামা।**

প্র : 'তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না।' এই তিনিটা কে?– **মামা।**

প্র : ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করার ইচ্ছা কার নেই?– **শম্ভুনাথ বাবুর।**

প্র : কল্যাণী কিসের ব্রত গ্রহণ করেছে?– **মেয়েদের শিক্ষার।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম যখন কল্যাণীর পাশে আসে তখন তার বয়স কত ছিল?– **তেইশ।**

প্র : অনুপম কত বছর ধরে কানপুরে কল্যাণীর জন্য অপেক্ষা করছে?– **চার।**

প্র : 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ কী?– **সন্ধ্যা।**

প্র : 'আজ আমার বয়স সাতাশ।' কে বলেছিল– **অনুপম।**

প্র : অনুপমের বাবা কী করে প্রচুর টাকা উপার্জন করেছিলেন?– **ওকালতি।**

প্র : কার হাতে অনুপম মানুষ হয়েছে?– **মায়ের হাতে।**

প্র : কার আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা অনুপমের নেই?– **মায়ের।**

প্র : কার কন্যা অনুপমের মামার পছন্দ নয়?– **ধনীর।**

প্র : অনুপমের বন্ধু হরিশ কোথায় কাজ করে?– **কানপুর।**

প্র : অনুপমের শরীর–মন কিসের পাতার মতো কাঁপতে লাগল?– **বকুলবন।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পে কাকে রসিক বলা হয়েছে?– **হরিশকে।**

প্র : সব জায়গায় কার খাতির?– **হরিশের।**

প্র : বিয়ের সময় কল্যাণীর বয়স কত ছিল?– **পনের।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পে পণ বিশেষ্যটির পূর্বে কোন বিশেষণটি বসেছে?– **ধনুক-ভাঙা।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পে কোন দ্বীপের কথা বলা হয়েছে?– **আন্দামান দ্বীপ।**

প্র : অনুপমের মামা বিশেষ কাজে কোন পর্যন্ত গিয়েছিল?– **কোন্নগর।**

প্র : কল্যাণীকে আশীর্বাদের জন্য কাকে পাঠানো হলো?– **বিনুদাদাকে।**

প্র : অনুপমের পিসতুতো ভাই কে?– **বিনুদাদা।**

প্র : সাদা স্রোতটি কিসের রূপ ধরে অনুপমকে কল্যাণীর কথা বলে যায়?– **রাজহংসী।**

প্র : অনুপম তার মাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল?– **তীর্থে।**

প্র : স্টেশনে অনুপমের কাছে শুধু কোনগুলো চিরপরিচিত মনে হয়?– **আকাশের তারাগুলো।**

প্র : ট্রেনের ভেতর আলোর নিচে কোন রঙের পর্দা টানা?– **সবুজ পর্দা।**

প্র : মানুষের মাঝে অন্তরতম এবং অনির্বচনীয় কী?– **গলার স্বর।**

প্র : স্টেশনের লণ্ঠনটি কেমন ছিল?– **একচক্ষু।**

প্র : অনুপম মনের মধ্যে কী শুনতে পেল?– **গান।**

প্র : 'গাড়িতে জায়গা আছে' এটি কী?– **অনুপমের শোনা গানের ধুয়া।**

প্র : অনুপম কোন ক্লাসের টিকিটের আশায় ছিল, যেটায় ভিড় হবে না?– **ফার্স্ট ক্লাস।**

প্র : কল্যাণীরা কোন ক্লাসের গাড়িতে ছিল?– **দ্বিতীয় ক্লাসের।**

প্র : অনুপম স্টেশনে কী ফেলে আসল?– **ক্যামেরা।**

প্র : কার মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকা অভ্যাস?- **অনুপমের মায়ের।**

প্র : কল্যাণী কোথায় থাকতো?– **কানপুরে।**

প্র : শম্ভুনাথ সেন পেশায় কী?– **ডাক্তার।**

প্র : কল্যাণীর পক্ষে-মাতৃ আজ্ঞা কী?– **মাতৃভূমি।**

প্র : শম্ভুনাথ স্যাকরার কাছে কী পরখ করতে দিয়েছিল?– **এক জোড়া এয়ারিং।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পে পুরুষ চরিত্র কয়টি?– **সাতটি (অনুপম, মামা, হরিশ, বিনুদাদা, স্যাকরা, শম্ভুনাথ, শম্ভুনাথের উকিল বন্ধু)।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পে নারী চরিত্র কয়টি?– **দুইটি (অনুপমের মা ও কল্যাণী)।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পে কোন কোন দেবীর নাম উল্লেখ আছে?– **অন্নপূর্ণা, প্রজাপতি, পঞ্চসর, সরস্বতী।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পে কোন কোন স্থানের নাম উল্লেখ আছে?– **বাংলাদেশ, কানপুর, কলকাতা, আন্দামান দ্বীপ, হাবড়ার পুল, কোন্নগর।**

প্র : 'না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।'– উক্তিটি কার? – **শম্ভুনাথ বাবুর।**

প্র : কার ওপর অনুপম ষোলো আনা নির্ভর করতে পারে?– **বিনুদার ওপর।**

প্র : 'ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে'– উক্তিটি কার? – **হরিশের।**

প্র : মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা স্বরূপ কে উপস্থিত হলেন?– **অনুপমের মামা।**

প্র : 'দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো।' উক্তিটি কার?– **অনুপমের।**

প্র : 'শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে।' উক্তিটি কার?– **কল্যাণীর।**

প্র : স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে কল্যাণী কোন ভাষায় কথা বলে?– **ইংরেজি।**

প্র : রেলওয়ের কর্মচারীর সঙ্গে কল্যাণী কোন ভাষায় কথা বলেছিল?– **হিন্দি।**

প্র : অনুপমের আশীর্বাদ হয় বিবাহের কয়দিন পূর্বে?– **৩দিন পূর্বে।**

প্র : কল্যাণীর বিবাহ না করার কারণ কী?– **মাতৃ-আজ্ঞা।**

প্র : বরযাত্রীর দল কিসের পালা সেরে বের হয়ে গেল?– **দক্ষযজ্ঞের।**

প্র : শম্ভুনাথবাবু কিসে বেঁধে গহনা নিয়েছিলেন?– **গামছায়।**

প্র : বরযাত্রীরা কন্যার বাড়িতে কী ফেলে আসতে চেয়েছিল?– **পাকযন্ত্রটা।**

প্র : 'গণ্ডূষ' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?– **সংস্কৃত।**

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অচলায়তন' কোন ধরনের গ্রন্থ?– **নাটক।**

প্র : অনুপম তার মামাকে কিসের বালির সাথে তুলনা করেছেন?– **ফল্গুর।**

প্র : বিনুদার ভাষাটা কেমন?– **অত্যন্ত আঁট।**

প্র : আমরা যেখানে 'চমৎকার' বলি, সেখানে বিনুদা কী বলেন?– **চলনসই।**

প্র : কী কারণে মামার মুখ অনর্গল ছুটিতেছিল?– **ধন-মানের বাগাড়ম্বরে।**

প্র : 'তখন আমার বয়স– তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ।' কে বলেছিল– **অনুপম।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পে 'পণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?– **প্রতিজ্ঞা।**

প্র : 'অপরিচিতা' গল্পের শুরুতে লেখক তার বয়স কত উল্লেখ করেছেন?– **২৭ বছর।**

প্র : মানুষ হিসেবে হরিশ কেমন ছিলেন?– **রসিক।**

প্র : কল্যাণীর চানামুট খেতে দেখে অনুপমের কী অনুভূত হয়েছিল?– **লোভ।**

প্র : মেয়েটির চানামুট খাওয়া কার পছন্দ হচ্ছিল না?– **মায়ের।**

প্র : অনুপম জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে রেখেছিল কেন?– **লজ্জায়।**

প্র : বিয়েতে দেওয়া কল্যাণীর গহনা ছিল– **পুরনো।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।' উক্তিটি– [খ ১৭-১৮]
ক. মামার খ. শম্ভুনাথের গ. অনুপমের ঘ. কল্যাণীর

০২. 'কার্তিকেয়' এর অগ্রজ কে? [গ ১৭-১৮]
ক. রাবণ খ. বিভীষণ গ. গজানন ঘ. দুঃশাসন

০৩. রবীন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থ কোনটি? [গ ১৭-১৮; ক ০৬-০৭]
ক. পল্লী-সমাজ খ. ছায়ানট গ. গৃহদাহ ঘ. কালান্তর

০৪. 'রক্তকরবী' কোন ধরনের রচনা? [ঘ ১৭-১৮]
ক. গান খ. কবিতা গ. উপন্যাস ঘ. নাটক

০৫. 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের নায়ক কে? [চ ১৭-১৮]
ক. অয়ন খ. অমিত রায় গ. অজয় কুমার ঘ. অনয় রায়

০৬. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কোন নাটকটি কবি নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন? [গ ০৬-০৭; জবি ক ১২-১৩; চবি ঙ ১০-১১; ক ১২-১৩; খুবি S ১৫-১৬; রাবি I ১৭-১৮]
ক. ডাকঘর খ. তাসের দেশ গ. শেষের কবিতা ঘ. চণ্ডালিকা ঙ. বসন্ত

০৭. নিচের কোন গ্রন্থ উপন্যাস? [ঘ ১০-১১; ঘ ০৭-০৮; চবি ঘ ০৯-১০; কুবি গ ১৬-১৭; রাবি ০৯-১০]
ক. শেষের কবিতা খ. কালান্তর গ. রুদ্র-মঙ্গল ঘ. দেশে-বিদেশে

০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এশীয়দের মধ্যে কততম নোবেল বিজয়ী? [ক ১০-১১; রাবি A ১৭-১৮]
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

০৯. 'অপরিচিতা' গল্পে কোন বয়সটা না দৈর্ঘ্যে না গুণে বড়ো? [ক ১৬-১৭]
ক. আঠারো বছর খ. উনিশ বছর গ. সাতাশ বছর ঘ. বত্রিশ বছর

১০. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বন্ধু কে? [গ ১৬-১৭]
ক. শম্ভুনাথ খ. বিনুদা গ. কল্যাণী ঘ. হরিশ ঙ. নারদ

১১. ছোটবেলায় অনুপম পণ্ডিতমশাইয়ের বিদ্রূপের পাত্র হয়েছিল কেন? [ঘ ১৬-১৭; গার্হস্থ্য অর্থনীতি ১৭-১৮]
ক. দেখতে কদর্য ছিল বলে খ. একটি কানে কম শুনত বলে
গ. সুন্দর চেহারার জন্য ঘ. পাড়ায় মনোযোগ ছিল না বলে

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

১২. বিশ শতকীয় পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার কাহিনি- [A ১৭-১৮]
ক. নেকলেস খ. রেইনকোট গ. অপরিচিতা ঘ. আমার পথ

১৩. কে 'অপরিচিতা' গল্পের চরিত্র নয়? [ঘ ১৭-১৮]
ক. শম্ভুনাথ খ. লোকনাথ গ. হরিশ ঘ. বিনু

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. রবীন্দ্রনাথের 'অপরিচিতা' গল্পের মূল বিষয়বস্তু কী? [A ১৭-১৮]
ক. নারী শিক্ষা খ. যৌতুক প্রথা গ. গ্রাম্য সমাজ ঘ. কুসংস্কার

১৫. 'ভিখারিনী' ছোটগল্পটি কার লেখা? [B ১৭-১৮]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৬. 'শাস্ত্রশিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই' উক্তিটি কোন গল্পের? [B ১৭-১৮]
ক. বিলাসী খ. দেনাপাওনা গ. হৈমন্তী ঘ. সুভা

১৭. 'অপর্ণা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকের চরিত্র? [C, ১৭-১৮]
ক. রক্তকরবী খ. ডাকঘর গ. বিসর্জন ঘ. মুক্তধারা

১৮. কোন প্রবন্ধগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের? [C ১৭-১৮]
ক. পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি, পারস্যে, পথে ও পথের প্রান্তে
খ. বাধার দান, রিক্তের বেদনা, চেনা
গ. ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, খাতা
ঘ. সংসারসীমান্তে, সাগর সঙ্গম, তেলেনাপোতা আবিষ্কার

১৯. কোন প্রবন্ধগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের? [C ১৭-১৮]
ক. লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত
খ. সভ্যতার সঙ্কট, কালান্তর, স্বদেশ
গ. কৃষ্ণচরিত্র, বিজ্ঞানরহস্য, সাম্য
ঘ. বাংলার ইতিহাস, অনুকরণ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা

২০. কোন নাটকগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের? [C ১৭-১৮]
ক. ভানুমতী চিত্তবিলাস, কোরব বিয়োগ, চারুমুখ চিত্তহরা
খ. কুলীনকুল সর্বস্ব, কীর্তিবিলাস, ভদ্রার্জুন
গ. চক্ষুদান, যেমন কর্ম তেমনি ফল, উভয় সঙ্কট
ঘ. চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, মালিনী

২১. কোন উপন্যাসগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের? [C ১৭-১৮]
ক. লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো
খ. চোখের বালি, ঘরে বাইরে, গোরা
গ. বড়দিদি, বিরাজবৌ, শুভদা
ঘ. অরণ্যের অধিকার, হাজার চুরাশির মা, অক্রান্ত কৌরব

২২. কোন কবিতাগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের? [C ১৭-১৮]
ক. সারদামঙ্গল, সাধের আসন, বঙ্গ সুন্দরী খ. প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, ভুল
গ. বিরহ বিলাপ, কুসুম কানন, অশ্রুমালা ঘ. কল্পনা, খেয়া, নাচ ও গান

২৩. নিচের কোন লেখকের জন্ম বাংলা ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দে? [E ১৭-১৮]
ক. কলিমদ্দি দফাদার খ. প্রমথ চৌধুরীর
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৪. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা? [E ১৭-১৮]
ক. পল্লীসমাজ খ. ইছামতী গ. চার অধ্যায় ঘ. দিবারাত্রির কাব্য

২৫. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ? [E ১৭-১৮]
ক. লোকরহস্য খ. বাংলা ভাষা পরিচয় গ. প্রবন্ধ ঘ. সাম্য

২৬. 'রাজা' নাটক কোন সালে প্রকাশিত? [গ,সেটঙ : ১১-১২]
ক. ১৯০৯ খ. ১৯১২ গ. ১৯২২ ঘ. ১৯১০

২৭. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা? [গ,সেটঙ : ১১-১২]
ক. পদ্মরাগ খ. রায়নন্দিনী গ. শেষ সপ্তক ঘ. কুহু ও কেকা

২৮. কোন বইটি রবীন্দ্রনাথ রচিত নয়? [F আইন, ১২-১৩; ইবি চ-০৫-০৬]
ক. শেষের কবিতা খ. দোলন চাঁপা গ. সোনার তরী ঘ. মানসী

২৯. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা নয়? [D ১৬-১৭]
ক. অপরিচিতা খ. ভুলের মূল্য গ. সোনার তরী ঘ. ঐকতান

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৩০. 'মুসলমানীর গল্প' নামক গল্পটি কে লিখেছেন? [A ১৭-১৮]
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ঘ. শওকত ওস

৩১. 'মৃন্ময়ী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোটগল্পের নায়িকা? [E ১৭-১৮]
ক. অপরিচিতা খ. দেনা-পাওনা গ. পোস্টমাস্টার ঘ. সমাপ্তি

৩২. 'এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই' উক্তিটি কার? [E ১৭-১৮]
ক. শম্ভুনাথের খ. অনুপমের গ. সেকরার ঘ. বিনুদাদার

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্য কোনটি? [E ১৭-১৮; ক ০৩-০৪; ক-১৫-১৬; চবি ক ০৪
ক. জন্মদিনে খ. শেষ লেখা গ. বনফুল ঘ. ক্ষণিকা

৩৪. 'আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের
আমি কন্যা দিতে পারিনা' - উক্তিটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? [F ১৭-১৮]
ক. ক্ষেপ খ. অভিযান গ. একগুয়েমি ঘ. আত্মমর্যাদা

৩৫. বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের জনক- [I ১৭-১৮; বেরোবি A; B ১৭-১৮
১১-১২; নোবিপ্রবি ঘ ১৫-১৬; রাবি গ ০৭ ০৮]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. সত্যেন সেন গ. বঙ্কিমচন্দ্র ঘ. মাইকেল মধুসূদ

৩৬. 'মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে।' উক্তিটি কার? [K ১৭-১৮]
ক. পিন্টুদা খ. বিনুদা গ. মিনুদি ঘ. ঝন্টুদা

৩৭. 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম প্রকাশ পায় কোন পত্রিকায়? [A ১৭-১৮]
ক. কবিতা পত্রিকায় খ. সবুজপত্র পত্রিকায় গ. কল্লোল পত্রিকায় ঘ. ভারতী

৩৮. রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের অনুবাদ করেন কে? [০৫-০৬]
ক. টি এস ইলিয়ট খ. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
গ. সৈয়দ আলী আহসান ঘ. কোনোটিই নয়

৩৯. 'নৌকাডুবি' রবীন্দ্রনাথের একটি- [০৬-০৭]
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. ছোটগল্প গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ

৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত প্রথম গল্প- [০৬-০৭]
ক. হৈমন্তী খ. ল্যাবরেটরী গ. সুভা ঘ. ঘাটের কথা
Note : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিনী'।

৪১. চলিত ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস- [খ ০৭-০৮]
ক. নৌকাডুবি খ. গোরা গ. দুই বোন ঘ. শেষের

০১.খ	০২.গ	০৩.ঘ	০৪.ঘ	০৫.খ	০৬.ঙ	০৭.ক	০৮.ক
১০.ঘ	১১.গ	১২.গ	১৩.খ	১৪.খ	১৫.খ	১৬.খ	১৭.গ
১৯.খ	২০.ঘ	২১.খ	২২.ঘ	২৩.গ	২৪.গ	২৫.খ	২৬.ঘ
২৮.খ	২৯.খ	৩০.খ	৩১.ঘ	৩২.গ	৩৩.গ	৩৪.ঘ	৩৫.ক
৩৭.খ	৩৮.ঘ	৩৯.গ	৪০.	৪১.ঘ			

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

৪২. 'Song Offerings' কোন কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ? [০৯-১০]
ক. গীতাঞ্জলি খ. গীতাঞ্জলি ও অন্যান্য কিছু কবিতা
গ. গীতাঞ্জলির কিয়দংশ ঘ. এটি একটি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ

৪৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডি-লিট উপাধি দেয়- [D -১৩-১৪]
ক. ১৯১৩ সালে খ. ১৯৩৬ সালে গ. ১৯৪০ সালে ঘ. ১৯৪১ সালে

৪৪. কোন জমিদারি শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে- [D-১৫-১৬]
ক. পতিসর খ. শাহজাদপুর গ. শিলাইদহ ঘ. কনকশর

৪৫. কল্যাণীর পিতার নাম কী? [A ১৬-১৭]
ক. হরিশচন্দ্র সেন খ. অনুপম সেন গ. শম্ভুনাথ সেন ঘ. জগন্নাথ সেন

৪৬. 'পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।' তোমার পঠিত কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে? [B ১৬-১৭]
ক. নেকলেস খ. মাসি-পিসি গ. আহ্বান ঘ. অপরিচিতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৪৭. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা নয়? [B ১৭-১৮]
ক. বিসর্জন খ. রক্তকরবী গ. রক্তকমল ঘ. যোগাযোগ

৪৮. 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের রচয়িতা কে? [ঘ ০৪-০৫]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. রবীন্দ্রনাথ গ. শরৎচন্দ্র ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৯. 'কালান্তর' কোন ধরনের রচনা? [ঘ ০৫-০৬]
ক. উপন্যাস খ. প্রবন্ধ গ. ভ্রমণকাহিনি ঘ. কাব্য ঙ. নাটক

৫০. কোন দুটি রচনা একই শ্রেণির? [ঘ ০৫-০৬]
ক. বিসর্জন ও কল্পনা খ. তিন সঙ্গী ও মানসী গ. রাজা ও বলাকা
ঘ. চিত্রা ও ডাকঘর ঙ. গোরা ও ঘরে বাইরে

৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার নাম কী? [গ ০৫-০৬]
ক. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. দ্বারকানাথ ঠাকুর ঘ. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২. 'মুক্তধারা' রবীন্দ্রনাথের কোন জাতীয় রচনা? [ঙ ০৬-০৭]
ক. নাটক খ. ছোটগল্প গ. উপন্যাস ঘ. কাব্যগ্রন্থ ঙ. প্রবন্ধ সংকলন

৫৩. রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয়ী গ্রন্থ- [ঙ ০৬-০৭]
ক. গীতাঞ্জলি খ. Songs of Tagore গ. The Gitanjali
ঘ. Gitanjali : Song Offerings ঙ. Mystic Songs of Tagore

৫৪. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা নয়? [গ ০৭-০৮, ঙ ০৫-০৬]
ক. ঘরে বাইরে খ. বলাকা গ. পুনশ্চ ঘ. সঞ্চয়িতা ঙ. সঞ্চিতা

৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ- [ঙ-০৮-০৯]
ক. পুনশ্চ খ. শেষ লেখা গ. খেয়া
ঘ. ক্ষণিকা ঙ. কয়েকটি কবিতা

৫৬. কোন দুটি বই একই আঙ্গিকের রচনা? [খ-০৮-০৯]
ক. কল্পনা, বিসর্জন খ. মানসী, তিন সঙ্গী গ. বলাকা, কালান্তর
ঘ. ডাকঘর, সোনার তরী ঙ. চতুরঙ্গ, যোগাযোগ

৫৭. রবীন্দ্রনাথ কোন আঙ্গিকে সাহিত্য রচনা করেননি? [খ ০৯-১০, ঙ ০৭-০৮]
ক. ছোটগল্প খ. নাট্যকাব্য গ. স্মৃতিকথা ঘ. মহাকাব্য ঙ. গীতিনাট্য

৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশততম (দেড়শততম) জন্ম বার্ষিকীর বছর কোনটি? [খ ১০-১১]
ক. ২০০৯ খ. ২০১০ গ. ২০১১ ঘ. ২০১২ ঙ. ২০১৩

৫৯. রবীন্দ্রনাথের নাটক কোনটি? [ক ১০-১১; গ ০৩-০৪; ঘ ১১-১২; জাকাকানইবি AP ১৭-১৮]
ক. বলাকা খ. ঘরে বাইরে গ. শেষের কবিতা ঘ. রক্তকরবী ঙ. সোনার তরী

৬০. 'জীবনস্মৃতি' কার আত্মজীবনী? [ঙ ১১-১২]
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. সৈয়দ মুজতবা আলী ঘ. তাজউদ্দিন আহমেদ ঙ. শামসুর রাহমান

৬১. কোন বিদেশি কবি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছিলেন? [D 12-13]
ক. এজরা পাউণ্ড খ. টি এস এলিয়েট গ. রবার্ট লাওয়েল ঘ. ডব্লিউ বি ইয়েটস্

৬২. 'সঞ্চয়িতা' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [B -১৩-১৪]
ক. শামসুর রাহমান খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৩. 'অপরিচিতা' কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? [G ১৬-১৭]
ক. গল্পগুচ্ছ খ. শিউলিমালা গ. আত্মজা ও একটি করবী গাছ ঘ. বহে না সুবাতাস

৬৪. 'সে যে আমার চিরজীবনের ধুয়া হইয়া রহিল।' এ বাক্যে 'সে' কে? [B ১৬-১৭]
ক. কল্পনা খ. কল্লোলিনী গ. কণিকা ঘ. কল্যাণী

৬৫. 'অপরিচিতা' গল্পের বিয়ের অনুষ্ঠানে কন্যার গয়না মাপার ঘটনায় কিসের প্রকাশ ঘটেছে? [D1 ১৬-১৭]
ক. চতুরতা খ. অহমিকা গ. হীনম্মন্যতা ঘ. দায়িত্ববোধ

৬৬. 'অর্থলোভ ত্যাগ করে মানবিক ও উদার হতে হবে।'এ মর্মকথা 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের জীবন দর্শন? [C3 ১৬-১৭]
ক. অনুপম খ. কল্যাণী গ. হরিশ ঘ. বিনু ঙ. অনুপমের মামা

৬৭. 'অপরিচিতা' গল্পের নায়কের চেহারা নিয়ে পণ্ডিতমশাই কিসের তুলনা করতেন? [B1 ১৬-১৭]
ক. ধাসফুল ও মাকাল ফল খ. বনফুল ও ডুমুর
গ. কুমড়ো ফুল ও লাউ ঘ. শিমুল ফুল ও মাকাল ফল

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

৬৮. 'সভ্যতার সংকট' গ্রন্থের লেখক কে? [০৮-০৯]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ. ঈশ্বরচন্দ্র ঘ. রাজা রামমোহন

৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস কোনটি? [গ ০৯-১০; কুবি ক ১৬-১৭; ইবি খ ১০-১১]
ক. বৌ ঠাকুরাণীর হাট খ. শেষের কবিতা গ. গোরা ঘ. চোখের বালি

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

৭০. কোনটি রবীন্দ্রনাথ রচিত কাব্যগ্রন্থ নয়? [AL ১৭-১৮]
ক. মানসী খ. সোনার তরী গ. চিত্রা ঘ. শেষের কবিতা

৭১. অমল কোন নাটকের চরিত্র? [AP ১৭-১৮]
ক. ডাকঘর খ. রক্তকরবী গ. বিসর্জন ঘ. তাসের দেশ

৭২. 'অপরিচিতা' গল্পে কার আচরণে যৌতুক প্রথা প্রতিরোধের দিক প্রতিফলিত হয়েছে? [D১৭-১৮]
ক. অনুপম খ. কল্যাণীর পিতার গ. অনুপমের মামার ঘ. বিনুদাদার

৭৩. কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস নয়? [D১৭-১৮]
ক. রাজা খ. চোখের বালি গ. গোরা ঘ. চতুরঙ্গ

৭৪. 'অপরিচিতা' গল্পে নায়িকার নাম কি ছিল? [C ১৭-১৮]
ক. কল্যাণী খ. অপরিচিতা গ. উমা ঘ. নিরুপমা

৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পান? [AP১৭-১৮; হাদাবিপ্রবি C-১৫-১৬; চবি ঘ ০৮-০৯]
ক. ১৯২৩ খ. ১৯২১ গ. ১৯৩১ ঘ. ১৯১৩

৭৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গ্রন্থটি অন্যগুলো থেকে পৃথক? [A -১৩-১৪]
ক. মানসী খ. যোগাযোগ গ. বলাকা ঘ. চিত্রা

৭৭. রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' কোন ধরনের রচনা : [ক ১৬-১৭]
ক. নাটক খ. কবিতা গ. প্রবন্ধ ঘ. গান

৭৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম সন : [ক ১৬-১৭; হাদাবিপ্রবি G-১৫-১৬, গ ১৩-১৪; মাবিপ্রবি D-১৬-১৭]
ক. ১২৬১ বঙ্গাব্দ খ. ১২৬৮ বঙ্গাব্দ গ. ১২৭০ বঙ্গাব্দ ঘ. ১২৭২ বঙ্গাব্দ

৭৯. রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ গল্পটির নাম কী? [ঘ ১৬-১৭]
ক. মুসলমানীর গল্প খ. জীবিত ও মৃত গ. স্ত্রীর পত্র ঘ. সমাপ্তি

৮০. 'লোকসাহিত্য' বইটির লেখক কে? [ঘ ১৬-১৭]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. শামসুজ্জামান খান ঘ. মযহারুল ইসলাম

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৮১. 'কল্যাণী' কোন গল্পের চরিত্র? [A ১৭-১৮]
ক. হৈমন্তী খ. আহবান গ. মাসি-পিসি ঘ. অপরিচিতা

৮২. 'অপরিচিতা' গল্পের চরিত্র কোনগুলো? [A ১৭-১৮; A ১৬-১৭]
ক. কল্যাণী, অনুপম, শম্ভুগুপ্ত খ. হরিশ, বিনু, কল্যাণী
গ. শম্ভুনাথ, নিরুপম, স্টেশন মাস্টার ঘ. হরিশ, নিরুপম, কানাই

৮৩. 'আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র।' 'আমি' কে? [A ১৭-১৮]
ক. কল্যাণ খ. শম্ভুনাথ গ. হরিশ ঘ. অনুপম

৮৪. 'মাকাল ফল' বাগধারাটি কোন অর্থ প্রকাশ করে? [A ১৭-১৮]
ক. অন্তঃসারহীন খ. লোভী ব্যক্তি গ. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঘ. ভাগ্যবান

৮৫. 'অপরিচিতা' গল্পের কথক- [B ১৭-১৮; ঢাবি অধি. ৭টি কলেজ, বিজ্ঞান ১৭-১৮]
ক. কল্যাণী খ. অনুপম গ. নিরুপম ঘ. শম্ভুনাথ

৮৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে কোন তথ্যটি যথার্থ? [A-১৫-১৬]
ক. তিনি বিহারের জোড়াসাঁকোতে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ৭ মে জন্মগ্রহণ করেন
খ. শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন তাঁর অবদান
গ. রবীন্দ্রনাথ বাংলা ২২ শে শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে মৃত্যুবরণ করেন
ঘ. মানসী, সভ্যতার সংকট, বিশ্ববৃক্ষ রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য রচনা

৪২.খ	৪৩.খ	৪৪.খ	৪৫.গ	৪৬.ঘ	৪৭.গ	৪৮.খ	৪৯.খ	৫০.ঙ
৫১.ঘ	৫২.ক	৫৩.ঘ	৫৪.ঙ	৫৫.খ	৫৬.ঙ	৫৭.ঘ	৫৮.গ	৫৯.ঘ
৬০.খ	৬১.ঘ	৬২.ঘ	৬৩.ক	৬৪.ঘ	৬৫.গ	৬৬.ক	৬৭.ঘ	৬৮.ক
৬৯.ক	৭০.ঘ	৭১.ক	৭২.খ	৭৩.ক	৭৪.ক	৭৫.ঘ	৭৬.খ	৭৭.ক
৭৮.খ	৭৯.ক	৮০.ক	৮১.ঘ	৮২.খ	৮৩.ঘ	৮৪.ক	৮৫.খ	৮৬.গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

৮৭. 'অপরিচিতা' গল্প প্রসঙ্গে কোন মন্তব্যটি যথার্থ? [A ১৬-১৭]
ক. এটি একটি নির্দোষ প্রেমের গল্প
খ. এটি একটি সামাজিক গল্প
গ. ব্যক্তিত্বহীন পুরুষের বিপরীতে নারী-জাগরণের গল্প
ঘ. যৌতুক-প্রথার কুফল প্রকাশজ্ঞাপক গল্প

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৮৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্য 'বনফুল' তার কত বছর বয়সে প্রকাশিত হয়? [চ ০৪-০৫]
ক. ৮ খ. ১২ গ. ১৪ ঘ. ১৫ বছর

৮৯. উইলিয়াম রাদিচে একজন- [খ ০৫-০৬]
ক. নজরুল বিশেষজ্ঞ খ. রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ
গ. বঙ্কিম বিশেষজ্ঞ ঘ. মধুসূদন বিশেষজ্ঞ

৯০. কোন বইটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা? [খ ১০-১১]
ক. চতুরঙ্গ খ. চতুষ্কোণ গ. চতুর্দশী ঘ. চতুষ্পাঠী

৯১. কোন প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছিল? [B -১৩-১৪]
ক. ইন্ডিয়ান সোসাইটি খ. লন্ডন লিটারারি সোসাইটি
গ. সুইডিশ অ্যাকাডেমি ঘ. ফ্যারিস অকাডেমি

৯২. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা নয়? [B -১৩-১৪]
ক. কালান্তর খ. পঞ্চভূত গ. বিসর্জন ঘ. গৃহদাহ

৯৩. সে বলিল 'মাতৃ-আজ্ঞা' -উক্তিটি কোন গল্পের? [H ১৬-১৭]
ক. বিড়াল খ. অপরিচিতা গ. আহ্বান ঘ. আমার পথ

৯৪. 'অপরিচিতা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছের কোন খণ্ডে বিদ্যমান? [H ১৬-১৭]
ক. ১ম খণ্ডে খ. ২য় খণ্ডে গ. ৩য় খণ্ডে ঘ. ৭ম খণ্ডে

৯৫. 'আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না- এখানে জায়গা আছে।' উক্তিটি কোন গল্পের অন্তর্গত কোন লেখকের? [C ১৬-১৭]
ক. কাজী নজরুল ইসলামের আমার পথ খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপরিচিতা
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মচরিত ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের আহবান

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৯৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম তারিখ কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক. ৭ মে ১৮৪১ খ. ৭ আগস্ট ১৮৪১ গ. ৭ মে ১৮৬১ ঘ. ৭ আগস্ট ১৮৬১

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৯৭. 'অপরিচিতা' গল্পটি কোন পুরুষের জবানিতে লেখা? [C ১৭-১৮; বশেমুরবিপ্রবি G ১৭-১৮; কুবি B ১৬-১৭; জবি ঘ ১৬-১৭]
ক. উত্তম খ. নাম গ. মধ্যম ঘ. উত্তম ও মধ্যম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৯৮. 'আমার শরীর মন বসন্ত বাতাসে বকুলবনের নব পল্লব রাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল।' উক্তিটি কোন গদ্যের অন্তর্গত? [D ১৭-১৮]
ক. আহ্বান খ. অপরিচিতা গ. জীবন ও বৃক্ষ ঘ. আমার পথ

৯৯. 'মৃদঙ্গ' শব্দের অর্থ- [G ১৭-১৮]
ক. এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র খ. অভ্রের তৈরি ঝাড়বাতি
গ. এক ধরনের খনিজ ধাতু ঘ. কিশলয়যুক্ত কচি ডাল

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

১০০. রবীন্দ্রনাথ কোন কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ করে যেতে পারেননি? [B 12-13]
ক. শেষ লেখা খ. ইতিকথা গ. বিচারক ঘ. গীতাঞ্জলি

১০১. 'রাশিয়ার চিঠি' রবীন্দ্রনাথের কোন ধরনের রচনা? [B 12-13]
ক. আত্মজীবনী খ. ভ্রমণকাহিনি গ. কাব্যগ্রন্থ ঘ. উপন্যাস

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৌতুকের নাটক কোনটি? [C-১৫-১৬]
ক. বসন্ত খ. বিজর্সন গ. বৈকুণ্ঠের খাতা ঘ. তাসের দেশ

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

১০৩. 'কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি' কার বর্ণনা? [ক ১৭-১৮]
ক. অপরিচিতার খ. কল্যাণীর গ. মাসির ঘ. অহোদির

৮৭.গ	৮৮.ঘ	৮৯.খ	৯০.ক	৯১.গ	৯২.ঘ	৯৩.খ	৯৪.গ	৯৫.খ
৯৬.গ	৯৭.ক	৯৮.খ	৯৯.ক	১০০.ক	১০১.খ	১০২.গ	১০৩.খ	

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. 'অপরিচিতা' গল্পে 'যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে' এমন ক্ষেত্রে যুদ্ধ লড়াইয়ে সব সময় কে জিতবেন?
ক. কল্যাণী খ. মামা গ. বিনুদা ঘ. হরিশ

০২. অনুপমের বিয়েতে বাড়ির সেকরাকে সঙ্গে আনা হয়েছিল কেন?
ক. বরযাত্রী হিসেবে খ. বাড়ির লোক বলে গ. গহনা পরখ করতে ঘ. গাড়ি চালাবে

০৩. অনুপমের মামার সঙ্গে মা একযোগে হাসলেন কেন?
ক. বিয়ের খবর শুনে খ. পাত্রীপক্ষের দুরবস্থা কল্পনা করে
গ. পাত্রীপক্ষের দুর্দশা দেখে ঘ. বিয়েতে ছেলের খুশি দেখে

০৪. অনুপমের বিয়েতে বরযাত্রীর বাদ্য বাজনাকে অনুপম কী বলে অভিহিত করেছে?
ক. ঐকতান খ. বিকট শব্দ গ. বর্বর কোলাহল ঘ. সরস্বতীর সংগীত

০৫. বিয়েবাড়িতে প্রবেশ করে কে খুশি হলেন না?
ক. মামা খ. বিনুদাদা গ. হরিশ ঘ. অনুপম

০৬. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বিয়ের আয়োজন কী রকমের ছিল?
ক. সাদামাঠা খ. নিতান্ত মধ্যম রকমের গ. নিম্ন মানের ঘ. জমকালো

০৭. 'অপরিচিতা' গল্পে কার মুখে কোনো কথা নেই?
ক. লেখকের খ. কল্যাণীর গ. শম্ভুনাথের ঘ. বিনুদাদার

০৮. 'বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।' উক্তিটি কার?
ক. শম্ভুনাথ বাবুর খ. বিনুদাদার গ. বিশ্বম্ভর বাবুর ঘ. অনুপমের মামা

০৯. 'তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না।' এই তিনিটা কে?
ক. শম্ভুনাথ বাবু খ. অনুপমের মামা গ. হরিশ ঘ. বিনুদাদা

১০. অনুপমের মামা ধনীর কন্যা পছন্দ করতেন না কেন?
ক. আহ্লাদি হয় বলে খ. মাথা উঁচু করে চলে বলে গ. অহংকারী বলে ঘ. রাগী বলে

১১. বিয়েতে দেওয়া পাত্রীপক্ষের গহনাগুলো কেমন?
ক. প্রাচীন আমলের খ. সেকেলে আমলের কারুকার্যময়
গ. যেমন মোটা তেমনি ভারী ঘ. যেমন মোটা তেমনি বিশ্রী

১২. অনুপমের বিয়েতে বরপক্ষের দেওয়া এয়ারিং জোড়াকে স্যাকরা কী বলে অভিহিত করে?
ক. দেশি মাল খ. বিলেতি মাল গ. বিদেশি মাল ঘ. হাল ফ্যাশনের

১৩. বিয়ের আসরে মামা অনুপমের সামনে কী রূপে অবস্থান করছিলেন?
ক. সংসারের কান্ডারি খ. মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা
গ. একমাত্র অভিভাবক ঘ. সাক্ষাৎ যমদূত

১৪. 'অপরিচিতা' গল্পে 'তারপরে বুঝিলাম মাতৃভূমি আছে'-আলোচ্য লাইনে কে প্রকাশ পেয়েছে?
ক. অনুপম সম্বন্ধে কল্যাণীর উপলব্ধি খ. কল্যাণী সম্বন্ধে অনুপমের উপলব্ধি
গ. অনুপমের দেশপ্রেম ঘ. শম্ভুনাথ সেনের দেশপ্রেম

১৫. মামার মন ভারী হলো কেন?
ক. অপর্যাপ্ত পণ বলে খ. মেয়ের শিক্ষা কম বলে
গ. মেয়ের বয়স বেশি বলে ঘ. মেয়ের বাবা প্রতিবাদী বলে

১৬. বিয়ের আসর থেকে বরযাত্রীর দলের প্রস্থানকে অনুপম কী বলে অভিহিত করে?
ক. দক্ষযজ্ঞের পালা খ. লঙ্কাকাণ্ডের পালা গ. বিষাদের পালা ঘ. বেলাশেষের পালা

১৭. পাত্রের বাড়ির সবাই রেগে আগুন হয়েছিল কেন?
ক. পাত্রীর পিতার ব্যবহার খ. কন্যার পিতার গুমর-এর কারণে
গ. বিনোদনের ব্যবস্থা না থাকায় ঘ. যৌতুক হাতছাড়া হওয়ার

১৮. অনুপমের মামা কী নিয়ে নালিশ করবেন বলে গোল করে বেড়াতে লাগলেন?
ক. খাইয়ে দেওয়ার জন্য খ. পণ্যসামগ্রী নিয়ে বাড়াবাড়ি করায়
গ. বিয়ের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে ঘ. বিয়ের নামে কন্যাপক্ষ তামাশা করায়

১৯. অনুপমের মামা বিবাহ সম্বন্ধে কথা তুলতে পারেন না কেন?
ক. অভিমানে খ. কষ্টে গ. রাগে ঘ. লজ্জায়

২০. 'অপরিচিতা' গল্পে 'শিগগির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।' বাক্যটি অনুপমের কাছে কেমন মনে হলো?
ক. ছড়ার মতো খ. তানের মতো গ. সুরলহরির মতো ঘ. গানের মতো

২১. অনুপমের কাছে চিরকালই সবচেয়ে বড় সত্য কী?
ক. গানের ধুয়া খ. গলার স্বর গ. বিবাহ ঘ. মনুষ্যত্ব

২২. 'অপরিচিতা' গল্পের নায়কের কাছে রেলগাড়ির কোন ক্লাসের টিকিট ছিল?
ক. সেকেন্ড ক্লাস খ. ফার্স্ট ক্লাসের গ. ভিআইপি ঘ. থার্ড ক্লাসের

২৩. অনুপমের বাবা নিজের উপার্জিত টাকা ভোগ করতে পারলেন না কেন?
ক. খুবই মিতব্যয়ী ছিলেন বলে খ. ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন বলে
গ. টাকা পয়সা লুট হয়েছিল বলে ঘ. কেবল উপার্জনে ব্যস্ত ছিলেন বলে

২৪. কার চোখের পলক পড়ছিল না?
ক. অনুপমের খ. হরিশের গ. মেয়েটির ঘ. মায়ের

০১.খ	০২.গ	০৩.খ	০৪.গ	০৫.ক	০৬.খ	০৭.গ	০৮.ক
০৯.খ	১০.খ	১১.গ	১২.খ	১৩.খ	১৪.খ	১৫.গ	১৬.ঘ
১৭.খ	১৮.গ	১৯.ঘ	২০.ঘ	২১.খ	২২.খ	২৩.ঘ	২৪.খ

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

২৫. অনুপমের রেলভ্রমণকালে দেখা মেয়েটির সুধাকণ্ঠকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
ক. হীরার কাঠি খ. সোনার কাঠি গ. রূপার কাঠি ঘ. জিয়ন কাঠি

২৬. কলিকাতার বাইরে বাকি পৃথিবীটাকে আন্দামান দ্বীপের অন্তর্গত মনে করায় মামার চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?
ক. অদূরদর্শিতা খ. কূপমণ্ডূকতা গ. নির্বুদ্ধিতা ঘ. কাণ্ডজ্ঞানহীনতা

২৭. শম্ভুনাথ বাবু কোন প্রসঙ্গের আলোচনায় একেবারেই যোগ দিলেন না?
ক. যৌতুকের খ. কৌলিন্যের গ. ভাল-মন্দের ঘ. ধন-মানের

২৮. রেলের কামরার দুটি বেঞ্চ রিজার্ভ করার কথা বলা হয়েছিল কার জন্য?
ক. জমিদার বাবুর খ. জেনারেল সাহেবের
গ. ইংরেজ জেনারেল সাহেবের ঘ. বড় লাট সাহেবের

২৯. মেয়ের বাবা পশ্চিমে কী অবস্থায় থাকেন?
ক. রাজার হালে খ. জমিদারের মতো গ. প্রজার মতো ঘ. গরিব গৃহস্থের মতো

৩০. মামার মন ভার হওয়ার পেছনে অন্তর্নিহিত কারণটি হলো-
ক. কৌলিন্যপ্রথা খ. যৌতুকপ্রথা গ. বাল্যবিবাহের রীতি ঘ. বর্ণপ্রথা

৩১. শম্ভুনাথ সেন পেশায় কী ছিলেন?
ক. উকিল খ. মোক্তার গ. মাস্টার ঘ. ডাক্তার

৩২. অনুপম কার নিষেধ অমান্য করে কানপুর এসেছে?
ক. মামার খ. মায়ের গ. মাস্টার ঘ. বিনুদার

৩৩. অনুপমের হাত জোড়ে মাথা হেঁট করায় কার হৃদয় গলেছে?
ক. মামার খ. মায়ের গ. শম্ভুনাথ বাবুর ঘ. কল্যাণীর

৩৪. কল্যাণী বিয়ে করবে না কেন?
ক. উচ্চ শিক্ষার জন্য খ. মাতৃ-আজ্ঞায় গ. লগ্নভ্রষ্ট হওয়ায় ঘ. বয়স হওয়ায়

৩৫. 'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকা কল্যাণী কিসের ব্রত গ্রহণ করেছে?
ক. দেশ ভ্রমণের খ. দেশমাতাকে উদ্ধারের গ. মেয়ে শিক্ষার ঘ. সমাজ সংস্কারের

৩৬. 'জায়গা আছে' এটি নায়কের জীবনে কী হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে?
ক. চিরজীবনের গানের ধুয়া খ. চিরজীবনের অনির্বাণ আশা
গ. জীবনের অক্ষয় নিদর্শন ঘ. জীবনের পরম প্রত্যাশা

৩৭. 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম যখন কল্যাণীর পাশে আসে তখন তার বয়স কত ছিল?
ক. আঠার খ. তেইশ গ. চব্বিশ ঘ. পঁচিশ

৩৮. কত বছর ধরে অনুপম কল্যাণীর পাশে অবস্থান করছে?
ক. এক খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

৩৯. বছরের পর বছর অনুপম কোথায় অবস্থান করছে?
ক. মায়ের খ. মামার পাশে গ. বন্ধুর পাশে ঘ. কল্যাণীর পাশে

৪০. সবকিছুর পরেও অনুপম তার ভাগ্যকে কেমন বলছে?
ক. সুপ্রসন্ন খ. ভালো গ. মন্দ ঘ. চমৎকার

৪১. 'অপরিচিতা' গল্পে 'হাঁফ' শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. অর্ধ খ. সংগীতের বিশেষ রাগ গ. হাল্কা ঘ. দম

৪২. বিয়ের আসরে অনুপম সম্পর্কে কী প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল?
ক. আদর্শপাত্র খ. কথা বলার মতো সে কেউ না গ. সুপাত্র ঘ. মাকাল ফল

৪৩. 'আদমশুমারি' বলতে কী বোঝ?
ক. আদম হাওয়া খ. বিয়ের একটা অংশ গ. বাহক সংখ্যা ঘ. লোকগণনা

৪৪. 'খাসা' শব্দটি কোন ভাষা হতে বাংলা ভাষায় এসেছে?
ক. আরবি খ. তুর্কি গ. উর্দু ঘ. হিন্দি

৪৫. 'মাকাল ফল' কথাটি কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক. উৎকৃষ্ট ফল খ. গুণহীন গ. জ্ঞানবান ঘ. জ্ঞানহীন

৪৬. অনুপমের নিজের চোখে মেয়ে দেখা হলো না কেন?
ক. বিষয়টি আপত্তিকর বলে খ. কুলনী বংশে এটি চলে না
গ. মামার এতে ঘোরতর আপত্তি ছিল ঘ. সাহস করে প্রস্তাব করতে না পারায়

৪৭. 'গণ্ডূষ' শব্দটির অর্থ কী?
ক. এক কোষ জল খ. এক ঘটি জল গ. এক কলসি জল ঘ. এক গ্লাস জল

৪৮. 'দক্ষযজ্ঞ' বলতে 'অপরিচিতা' গল্পে কোনটি বুঝানো হয়েছে?
ক. বিয়ের বাজনা খ. হট্টগোল গ. দক্ষের পূজা ঘ. শিবপূজা

৪৯. গানের যে অংশ দোহাররা বারবার পরিবেশন করে তাকে কী বলে?
ক. লয় খ. অন্তরা গ. স্থায়ী ঘ. ধুয়া

৫০. 'ধনুক-ভাঙা পণ' শব্দটি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হতে দেখা যায়?
ক. বাগধারায় খ. বিশিষ্টার্থক শব্দে গ. বাক্য সংকোচন ঘ. প্রবাদ-প্রবচনে

৫১. কলিকাতার বাইরে বাকি পৃথিবীটাকে মামা কিসের অন্তর্গত বলে মনে করেন?
ক. আন্দামান দ্বীপ খ. লঙ্কা দ্বীপ গ. সুবর্ণ দ্বীপ ঘ. নিঝুম দ্বীপ

৫২. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণী মাতৃ-আজ্ঞা পালনে নিয়োজিত হয়েছে কেন?
ক. আত্মশিক্ষার মাধ্যমে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে
খ. বরপক্ষকে উচিত শিক্ষা দিতে
গ. বিয়ে ভঙ্গের অপমান থেকে চিরস্থায়ী মুক্তি পেতে
ঘ. বিয়ে করে সংসারী না হওয়ার বিকল্প পন্থা খুঁজে পেতে

৫৩. 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনটি?
ক. স্বাধীনচেতা খ. পরমুখাপেক্ষী গ. দুর্বল ব্যক্তিত্ব ঘ. বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব

৫৪. 'মনু' কে?
ক. মানব খ. রাজা গ. কবিরাজ ঘ. ধর্মীয় বিধানদাতা

৫৫. 'অপরিচিতা' গল্পে উল্লেখকৃত মেয়ের বাপের দেশত্যাগ করে পশ্চিমে গিয়ে বাস করার কারণ কী?
ক. দেশে সুন্দরী কন্যা নিয়ে বাস করা দায়
খ. আর্থিক দৈন্যে দেশে সমাজ রক্ষা করে চলা দায়
গ. পশ্চিমে বেশিরভাগ পুণ্যভূমি অবস্থিত ঘ. মেয়ের বয়স বেশি হয়ে যাওয়ায়

৫৬. 'অপরিচিতা' গল্পের তাৎপর্যপূর্ণ দিক কোনটি?
ক. নারীর সঠিক মূল্যায়ন খ. পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতা
গ. পুরুষের আধিপত্য ঘ. নারী শিক্ষার প্রসায়

৫৭. কার রাতে ভালো ঘুম হয় না?
ক. বিনুর খ. কল্যাণীর গ. অনুপমের ঘ. হরিশের

৫৮. 'আমার পিতা এককালে গরিব ছিলেন।' উক্তিটি কার সম্পর্কে প্রযোজ্য?
ক. অনুপমের পিতার খ. হরিশের পিতার গ. কল্যাণীর পিতার ঘ. নিরুপমার পিতার

৫৯. 'অন্নপূর্ণা' বলতে কোন দেবীকে বোঝায়?
ক. শ্যামা খ. সরস্বতী গ. মনসা ঘ. দুর্গা

৬০. 'তলায় সামান্য কিছু আছে।'এ বাক্যে কী ফুটে উঠেছে?
ক. বৈষয়িক সম্পত্তি যৎসামান্য এখনও আছে
খ. মঙ্গলঘটের তলায় দু'চারটে মোহর এখনও আছে
গ. বংশমর্যাদা এখনও একেবারে শেষ হয়নি
ঘ. মেয়ের বংশে এখনও কিছু সুন্দরী কন্যা রয়েছে

৬১. কল্যাণী কোন স্টেশনে নেমে গেল?
ক. কোন্নগর খ. কানপুর গ. কলকাতা ঘ. হাওড়া

৬২. কোন সময় অনুপম বিনুদার বাড়িতে যেত?
ক. সন্ধ্যায় খ. রাতে গ. দুপুরে ঘ. বিকালে

৬৩. 'ফল্গু' নদী কোথায় অবস্থিত?
ক. ভারত খ. ভুটান গ. নেপাল ঘ. শ্রীলংকা

৬৪. অনুপম স্টেশনে কী ফেলে যায়?
ক. ব্যাগ খ. ক্যামেরা গ. তোরঙ্গ ঘ. লণ্ঠন

৬৫. 'মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে'- উক্ত বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে-
ক. কল্যাণীর বাপের আর্থিক অবস্থা খ. কল্যাণীর রূপ
গ. দেনা-পাওনার পরিমাণ ঘ. স্বর্ণের গুণাগুণ অবস্থা

৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাস করেছিলেন কেন?
ক. পদ্মানদীর সৌন্দর্য দেখার জন্য খ. জমিদারি দেখাশোনার জন্য
গ. প্রকৃতির কাছে থাকার জন্য ঘ. মানুষের কাছাকাছি থাকার জন্য

৬৭. মকরমুখো অলংকার কোনটি ছিল ?
ক. নূপুর খ. আংটি গ. লকেট ঘ. বালা

৬৮. অনুপমের বিয়ের জন্য কন্যাকে কে আশীর্বাদ করতে গেল?
ক. অনুমের মা খ. বিনু গ. হরিশ ঘ. মামা

৬৯. দেশে বংশমর্যাদা রক্ষা করে চলা সহজ না হওয়ায় কে পশ্চিমে গিয়ে বসবাস করছেন?
ক. অনুপম খ. শম্ভুনাথ গ. হরিশ ঘ. বিনু

৭০. অনুপমের বিয়ে না হওয়ার জন্য দায়ী-
ক. অপর্যাপ্ত যৌতুক খ. তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা
গ. মামার একগুয়েমি মনোভাব ঘ. কুসংস্কার

৭১. 'এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল।' এখানে 'লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট' বলতে বোঝানো হয়েছে-
ক. লক্ষ্মীদেবীকে খ. অর্থ সম্পদকে গ. দেব-দেবীর বরকে ঘ. সুনামকে

৭২. অনুপমের মন উতলা করে দিল কে?
ক.বিনু দাদা খ. নিরুপমা গ. হরিশ ঘ. কল্যাণী

৭৩. শম্ভুনাথ বাবুর পরিবার সম্পর্কে কোন তথ্যটি উপযুক্ত?
ক. মধ্যবিত্ত খ. নিম্নমধ্যবিত্ত গ. ধনী ঘ. দরিদ্র

৭৪. অনুপমের মামার মতে বেহাই সম্প্রদায়ের কোন জিনিস থাকা দোষের?
ক. অহংকার খ. তেজ গ. নির্জীব ভাব ঘ. হাসিখুশি

৭৫. বিনুদাদার প্রতি কথা কেন অনুপমের মনে স্ফুলিঙ্গের মতো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল?
ক. বর্ণনার ভাষা মধুর হওয়ায় খ. রূপের বর্ণনা অসাধারণ হওয়ায়
গ. বর্ণনার ভাষা সংকীর্ণ হওয়ায় ঘ. বর্ণনার ভাষা তীক্ষ্ণ হওয়ায়

৭৬. 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদক কে?
ক. টি.এস. এলিয়ট খ. এজরা পাউন্ড গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. ডব্লিউ বি ইয়েটস

৭৭. বাংলায় টি.এস. এলিয়টের প্রথম অনুবাদক-
ক. বিষ্ণু দে খ. বুদ্ধদেব বসু গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

২৫.খ	২৬.খ	২৭.ঘ	২৮.গ	২৯.ঘ	৩০.গ	৩১.ঘ	৩২.ক	৩৩.গ
৩৪.খ	৩৫.গ	৩৬.ক	৩৭.খ	৩৮.গ	৩৯.ঘ	৪০.খ	৪১.ঘ	৪২.খ
৪৩.ঘ	৪৪.ক	৪৫.খ	৪৬.ঘ	৪৭.ক	৪৮.খ	৪৯.ঘ	৫০.ক	৫১.ক
৫২.ক	৫৩.ঘ	৫৪.ঘ	৫৫.খ	৫৬.খ	৫৭.গ	৫৮.ক	৫৯.ঘ	৬০.ক
৬১.খ	৬২.ক	৬৩.ক	৬৪.খ	৬৫.খ	৬৬.খ	৬৭.ঘ	৬৮.খ	৬৯.খ
৭০.গ	৭১.খ	৭২.গ	৭৩.ক	৭৪.খ	৭৫.ক	৭৬.গ	৭৭.গ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

SELF TEST

০১. 'বীরবল' যেমন প্রমথ চৌধুরী, 'ভানুসিংহ ঠাকুর' তেমন-
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. প্যারীচাঁদ মিত্র
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কালীপ্রসন্ন সিংহ

০২. অনুপমের বাবা কী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন?
ক. ডাক্তারি খ. ওকালতি গ. মাস্টারি ঘ. ব্যবসা

০৩. মামাকে ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট বলা হয়েছে কেন?
ক. প্রতিপত্তির জন্য খ. প্রভাবের জন্য গ. মতামতের জন্য ঘ. কূট বুদ্ধির জন্য

০৪. 'আন্দামান দ্বীপ' কোন সাগরের সীমানাভুক্ত?
ক. আরব সাগরের খ. লোহিত সাগরের গ. ভূমধ্যসাগরের ঘ. বঙ্গোপসাগরের

০৫. 'কোলে কোলে মানুষ' শব্দগুচ্ছটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?
ক. সমাস খ. সন্ধি গ. প্রবাদ প্রবচন ঘ. বাগধারা

০৬. 'সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না।' এ কথাটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য হলো-
ক. অনুপম শেষ পর্যন্ত চির কিশোর রয়ে গেলেন
খ. নির্দিষ্ট একটি স্তর অনুপমের বয়স আটকে আছে
গ. অনুপম শেষ পর্যন্ত স্বাবলম্বী পুরুষ হতে পারলেন না
ঘ. অনুপম শেষ পর্যন্ত চির নবীনই রয়ে গেলেন

০৭. 'অপরিচিতা' গল্পের কথকের কী ইচ্ছা ছিল?
ক. কানপুরে থেকে যাওয়া খ. কোন্নগর ঘুরে আসার
গ. যৌতুক ছাড়াই বিয়ে করার ঘ. লুকিয়ে বিয়ে করার

০৮. অনুপমের থেকে তার মামা বড়জোর কত বছরের বড়?
ক. পাঁচ খ. তিন গ. চার ঘ. ছয়

০৯. 'অপরাচিতা' গল্পে 'ফল্গুর বালি' বলতে বুঝানো হয়েছে-
ক. লুকানো তেজ খ. সবকিছু আগলে রাখা
গ. সব কিছু আত্মসাৎ করা ঘ. সব কিছু দখল করা

১০. কন্যার পিতামাত্রেই কী স্বীকার করবেন?
ক. গল্পকথক খুবই সুদর্শন খ. গল্পকথক খুবই বিনয়ী
গ. গল্পকথক একজন সুনাগরিক ঘ. গল্পকথক একজন সৎপাত্র

১১. অনুপম নিতান্তই ভালো মানুষ কেন?
ক. ধূমপানের অভ্যাস না থাকায় খ. ভালো মানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই বলে
গ. মন্দলোকদের সাথে না মেশায় ঘ. ভলো বংশে জন্মগ্রহণ করায়

১২. কেমন ঘর থেকে অনুপমের সম্বন্ধ এসেছিল?
ক. দরিদ্র ঘর খ. বনেদি ঘর গ. অনেক বড় ঘর ঘ. অনেক ছোট ঘর

১৩. 'অপরিচিতা' গল্পে উল্লেখকৃত বিবাহ সম্বন্ধে কার একটা বিশেষ মত ছিল?
ক. অনুপমের খ. মা'র গ. মামার ঘ. কল্যাণীর

১৪. টাকার প্রতি আসক্তিটা মামার কিসের সাথে জড়িত?
ক. অস্থি-মজ্জার সাথে খ. অস্থি চামড়ার সাথে
গ. হাড়গোড়ের সাথে ঘ. রক্ত-মাংসের সাথে

১৫. বর্তমানে শম্ভুনাথ সেনের লক্ষ্মীর মঙ্গলঘটের অবস্থা কী?
ক. বাড়বাড়ন্ত খ. স্বচ্ছ ও পূর্ণ গ. নিম্নগতি প্রাপ্ত ঘ. শূন্য বলিলেই হয়

১৬. কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করবেন, অনুপম সৎপাত্র। কেননা-
ক. অনুপম তামাক খান না খ. মাকালফল
গ. নিতান্ত ভালো মানুষ ঘ. বিদ্যান

১৭. 'সওগাত' অর্থ কী?
ক. উপঢৌকন খ. যৌতুক গ. খনিজ ধাতু ঘ. বাদ্যযন্ত্র

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অপরিচিতা' মূলত কী জাতীয় রচনা?
ক. উপন্যাসমূলক খ. নিরীক্ষামূলক গ. নকশাজাতীয় ঘ. শিক্ষামূলক

১৯. 'বাপের এক মেয়ে যে-বড়ো আদরের মেয়ে' – কার কথা বোঝানো হয়েছে?
ক. বিলাসী খ. নিরুপমা গ. কল্যাণী ঘ. হৈমন্তী

২০. অনুপমের মামা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?
ক. বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করবেন
খ. শম্ভুনাথের বিরুদ্ধে মামলা করবেন
গ. কন্যার বিবাহ হতে দেবেন না
ঘ. এই কন্যার সাথেই বিবাহ দেবেন

২১. অনুপমের ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে কার কোনো বিরোধ নেই?
ক. পঞ্চশরের খ. ষষ্ঠশরের গ. সপ্তশরের ঘ. চতুর্থশরের

২২. অনুপমের গল্পজগতে অপরিচিতার রূপ কেমন ছিল?
ক. বড়ো আশ্চর্য খ. অপরূপ গ. সুন্দরী ঘ. পরীর ন্যায়

২৩. 'তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।' কে শম্ভুনাথবাবুকে একথা বলেছিলেন?
ক. অনুপম খ. মামা গ. অনুপমের মা ঘ. বিনুদা

২৪. কার প্রত্যেকটি কথা অনুপমের কাছে স্ফুলিঙ্গের মতো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল?
ক. মায়ের খ. মামার গ. বিনুদাদার ঘ. শম্ভুনাথের

২৫. অনুপমের দেখা রেলগাড়ির কামরায় মেয়েটির বয়স কত ছিল?
ক. ১৪-১৫ বছর খ. ১৬-১৭ বছর গ. ১৭-১৮ বছর ঘ. ১৮-১৯ বছর

২৬. কল্যাণী চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে-
ক. প্রতিবাদ খ. ধার্মিক গ. আত্ম-অহংকার ঘ. নির্জীবতা

২৭. 'অপরিচিতা' গল্পে ফুটে উঠেছে-
ক. তৎকালীন নারীদের জীবন চিত্র খ. তৎকালীন সমাজব্যবস্থার চিত্র
গ. নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনচিত্র ঘ. ক ও গ

২৮. 'এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই।' উদ্ধৃত অংশ কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক. বিলাসীর খ. কল্যাণীর গ. হৈমন্তীর ঘ. অনুপমের মায়ের

২৯. 'শম্ভুনাথ বাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন।' এই ঘটনার মাধ্যমে নিচের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
ক. মামার বড়লোকি খ. পাত্রপক্ষের আভিজাত্য
গ. পাত্রীপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা ঘ. সৌজন্যতাবোধের অভাব

৩০. অনুপমের মামার মন নরম হলো কেন?
ক. মেয়ের রূপ সৌন্দর্যে খ. মেয়ের বংশের কৌলিন্যে
গ. মেয়ের বাবার আতিথেয়তায় ঘ. মেয়ের বাবার অর্থের লোভে

৩১. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম 'এই অবকাশ' বলতে কোন সময়ে বোঝানো হয়েছে?
ক. এম. এ. পাসের পরের সময় খ. কলেজের ছুটির সময়
গ. বিয়ের সিদ্ধান্ত হওয়ার পরের সময় ঘ. বিয়ের আয়োজনের পূর্বের সময়

৩২. 'অপরিচিতা' গল্পের রসিক মনের মানুষ কে?
ক. অনুপমের মা খ. ঘটক গ. হরিশ ঘ. মামা

৩৩. 'অপরিচিতা' গল্পে নায়িকাকে অপরিচিতা বলার মধ্যে কী ফুটে উঠেছে?
ক. নায়িকার পরিচয় না পাওয়া খ. নায়িকার সাথে মিলন না হওয়া
গ. নায়িকার সব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অজ্ঞতা ঘ. নায়িকার অন্তর্নিহিত শক্তিকে না চেনা

৩৪. 'আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি।' আলোচ্য বাক্যে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. লঘুরস খ. ব্যঙ্গ গ. কৌতুক ঘ. প্রশংসা

৩৫. 'অপরিচিতা' গল্পের কন্যার পিতার বয়স কত?
ক. চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে খ. পয়তাল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে
গ. পঞ্চাশের কিছু এপারে বা ওপারে ঘ. পঞ্চান্নর কিছু এপারে বা ওপারে

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.ক	৩৪.খ	৩৩.ঘ	৩২.গ	৩১.ক	৩০.ঘ	২৯.গ	২৮.খ	২৭.
২৬.ক	২৫.খ	২৪.গ	২৩.খ	২২.খ	২১.ক	২০.ক	১৯.গ	১৮.
১৭.ক	১৬.ক	১৫.ঘ	১৪.ক	১৩.গ	১২.গ	১১.খ	১০.ঘ	০৯.
০৮.ঘ	০৭.ক	০৬.গ	০৫.ঘ	০৪.ঘ	০৩.খ	০২.খ	০১.গ	

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

চাষার দুক্ষু

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

"ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরি, রে ভাই
পাছায় জোটে না ত্যানা।
বৌ-এর পৈছা বিকায় তবু
ছেইলা পায় না দানা।"

শুনিতে পাই, দেড় শত বৎসর পূর্বে ভারতবাসী অসভ্য বর্বর ছিল,- এই দেড় শত বৎসর হইতে আমরা ক্রমশ সভ্য হইতে সভ্যতর হইতেছি। শিক্ষায়, সম্পদে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ও জাতির সমকক্ষ হইতে চলিয়াছি। এখন আমাদের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য রাখিবার স্থান নাই।- সত্যই তো, এই যে অভ্রভেদী পাঁচতলা পাকা বাড়ি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টিমার, এরোপ্লেন, মোটর লরি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্টাফিস, চিঠিপত্রের সুনিয়মিত ডেলিভারি, এখানে পাটকল, সেখানে চটকল, অট্টালিকার চূড়ায় বড় বড় ঘড়ি, সামান্য অসুখ হইলে আট দশ জন ডাক্তারে টেপে নাড়ী, চিকিৎসা, ঔষধ, অপারেশন, ইনজেকশন, ব্যবস্থা-পত্রের ছড়াছড়ি, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘোড়দৌড় জনতার হুড়াহুড়ি লেমনেড জিঞ্জারেড, বরফের গাড়ি, ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, অনারেবলের গড়াগড়ি (বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য-দ্রব্যে ভেজালের বাড়াবাড়ি)- এসব কি সভ্যতার নির্দশন নহে? নিশ্চয়! যে বলে 'নহে', সে ডাহা নিমকহারাম।

কিন্তু ইহার অপর পৃষ্ঠাও আছে-কেবল কলিকাতাটুকু আমাদের গোটা ভারতবর্ষ নহে এবং মুষ্টিমেয়, সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের অধিবাসী নহে। অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়, চাষার দারিদ্র্য। চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড। তবে আমার 'ধান ভানিতে শিবের গান' কেন? অবশ্যই ইহার কারণ আছে। আমি যদি প্রথমেই পল্লিবাসী কৃষকের দুঃখ-দুর্দশার কান্না কাঁদিতে বসিতাম তবে কেহ চট্ করিয়া আমার চক্ষে আঙুল দিয়া দিয়া দেখাইতেন যে, আমাদের মোটরকার আছে, গ্রামোফোন আছে ইত্যাদি। ভালোর ভাগ ছাড়িয়া কেবল মন্দের দিকটা দেখা কেন? সেইজন্য ভালোর দিকটা আগে দেখাইলাম। এখন মন্দের দিকে দেখা যাউক।

ঐ যে চটকল আর পাটকল; -এক একটা জুট মিলের কর্মচারীগণ মাসিক ৫০০-৭০০ (পাঁচ কিম্বা সাত শত) টাকা বেতন পাইয়া নবাবি হালে থাকে, নবাবি চাল চালে, কিন্তু সেই জুট (পাট) যাহারা উৎপাদন করে, তাহাদের অবস্থা এই যে, -'পাছায় জোটে না ত্যানা!' ইহা ভাবিবার বিষয় নহে কি? আল্লাহতা'লা এত অবিচার কীরূপে সহ্য করিতেছেন?

সমগ্র ভারতের বিষয় ছাড়িয়া কেবল বঙ্গদেশের আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। একটি চাউল পরীক্ষা করিলেই হাঁড়িভরা ভাতের অবস্থা জানা যায়। আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, -তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন, "ধান্য তার বসুন্ধরা যার"। তাই তো, অভাগা চাষা কে? সে কেবল "ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে", হাল বহন করিবে, আর পাট উৎপাদন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে "মোরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরা মুরগি ছিল", এ কথার অর্থ কি? ইহা কি শুধুই কবির কল্পনা? না, কবির কল্পনা নহে, কাব্য উপন্যাসও নহে, সত্য কথা। পূর্বে ওসব ছিল, এখন নাই। আরে! এখন যে আমরা সভ্য হইয়াছি! ইহাই কি সভ্যতা? সভ্যতা কি করিবে, ইউরোপের মহাযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে, তা বঙ্গীয় কৃষকের কথা কি?

আমি উপর্যুক্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না, কারণ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ তো এই সাত বৎসরের ঘটনা। ৫০ বৎসর পূর্বেও কি চাষার অবস্থা ভালো ছিল? দুই একটি উদাহরণ দেখাই- বাল্যকালে শুনিতাম, টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, আর টাকায় ৪ সের ঘৃত। যখন টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, তখনকার একটা গল্প এই :

"কৃষক কন্যা জমিরনের মাথায় বেশ ঘন ও লম্বা চুল ছিল, তার মাথায় প্রায় আধ পোয়াটাক তেল লাগিত। সেইজন্য যেদিন জমিরন মাথা ঘষিত, সেদিন তাহার মা তাকে রাজবাড়ি লইয়া আসিত, আমরা তাকে তেল দিতাম" হা অদৃষ্ট! যখন দুই গণ্ডা পয়সায় এক সের তৈল পাওয়া যাইত, তখনও জমিরনের মাতা কন্যার জন্য এক পয়সার তেল জুটাইতে পারিত না।

এই তো ৩০/৩৫ বৎসর পূর্বে বিহার অঞ্চলে দুই সের খেসারির বিনিময়ে কৃষক পত্নী কন্যা বিক্রয় করিত। পঁচিশ বৎসর পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত কণিকা রাজ্যের অবস্থা এই ছিল যে, কৃষকেরা 'পখাল' (পান্তা) ভাতের সহিত লবণ ব্যতীত অন্য কোন উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিত না। শুঁটকি মাছ পরম উপাদেয় ব্যঞ্জন বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন সেখানে টাকায় ২৫/২৬ সের চাউল ছিল। সাত ভায়া নামক সমুদ্র-তীরবর্তী গ্রামের লোকেরা পখাল ভাতের সহিত লবণও জুটাইতে পারিত না। তাহারা সমুদ্র-জলে চাউল দুইয়া ভাত রাঁধিয়া খাইত। রংপুর জেলার কোন কোন গ্রামের কৃষক এত দরিদ্র যে, টাকায় ২৫ সের চাউল পাওয়া সত্ত্বেও ভাত না পাইয়া লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি ও পাট শাক, পাট শাক ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইত। আর পরিধান করিত কি, শুনিবেন? পুরুষেরা বহু কষ্টে স্ত্রীলোকদের জন্য ৮ হাত কিম্বা ৯ হাত কাপড় সংগ্রহ করিয়া দিয়া নিজেরা কৌপিন ধারণ করিত। শীতকালে দিবা ভাগে মাঠে মাঠে রৌদ্রে যাপন করিত; রাত্রিকালে শীত অসহ্য বোধ হইলে মাঝে মাঝে উঠিয়া পাটখড়ি জ্বালিয়া আগুন পোহাইত। বিচালি (বা পোয়াল খড়) শয্যায় শয়ন করিত। অথচ এই রংপুর ধান্য ও পাটের জন্য প্রসিদ্ধ। সুতরাং দেখা যায়, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সহিত চাষার দারিদ্র্যের সম্পর্ক অতি অল্পই। যখন টাকায় ২৫ সের চাউল ছিল, তখনও তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই, এখন টাকায় ৩/৪ সের চাউল হওয়ায়ও তাহারা অর্ধানশনে থাকে-

এ কঠোর মহীতে
চাষা এসেছে শুধু সহিতে;
আর মরমের ব্যথা লুকায়ে মরমে
জঠর-অনলে দহিতে।

পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর পূর্বের চিত্র তো এই, তবে "মরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল-ভরা গরু ছিল, ঢাকা-মসলিন কাপড় ছিল" ইত্যাদি কোন সময়ের অবস্থা? মনে হয়, অন্তত শতাধিক বৎসর পূর্বের অবস্থা। যখন-

কৃষক রমণী স্বহস্তে চরকায় সুতা কাটিয়া বাড়িসুদ্ধ সকলের জন্য কাপড় প্রস্তুত করিত। আসাম এবং রংপুর জেলায় এক প্রকার রেশম হয়, স্থানীয় ভাষায় তাহাকে 'এন্ডি' বলে। এন্ডি রেশমের পোকা প্রতিপালন ও তাহার গুটি হইতে সুতা কাটা অতি সহজসাধ্য কার্য। এই শিল্প তদ্দেশবাসিনী রমণীদের একচেটিয়া ছিল। তাহারা এ উহার বাড়ি দেখা করিতে যাইবার সময় টেকো হাতে লইয়া সুতা কাটিতে কাটিতে বেড়াইতে যাইত। এন্ডি কাপড় বেশ গরম এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহা ফ্লানেল হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে, অথচ ফ্লানেল অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। একখানি এন্ডি কাপড় অবাধে ৪০ (চল্লিশ) বৎসর টেকে। ৪/৫ খানি এন্ডি চাদর থাকিলে লেপ, কম্বল, কাঁথা-কিছুই প্রয়োজন হয় না। ফল কথা, সেকালে রমণীগণ হাসিয়া খেলিয়া বস্ত্র-সমস্যা পূরণ করিত। সুতরাং তখন চাষা অন্নবস্ত্রের কাঙাল ছিল না। তখন কিন্তু সে অসভ্য বর্বর ছিল। এখন তাহারা সভ্য হইয়াছে, তাই-

শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ
ঢেকে রাখে টাক্।

কিন্তু তাহাদের পেটে নাই ভাত। প্রশ্ন হইতে পারে-সভ্যতার সহিত দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইবার কারণ কি? কারণ- যেহেতু আপাত সুলভ মূল্যে বিবিধ রঙিন ও মিহি কাপড় পাওয়া যায়, তবে আর চরকা লইয়া ঘর্ঘর করিবে কেন? বিচিত্র বর্ণের জুট ফ্লানেল থাকিতে বর্ণহীন এন্ডি বস্ত্র ব্যবহার করিবে কেন? পূর্বে পল্লিবাসিনীগণ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া কাপড় কাচিত; এখন তাহাদের কাপড় ধুইবার জন্য হয় ধোপার প্রয়োজন, নয় সোডা। চারি পয়সার সোডায় যে কার্য সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য আর কষ্ট করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে কেন? এইরূপে বিলাসিতা শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিষে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ যে "পাছায় জোটে না ত্যানা" কিন্তু মাথায় ছাতা এবং সম্ভবত পায়ে জুতা আছে তা! "বৌ-এর পৈছা বিকায়" কিন্তু তবু "বেলোয়ারের চুড়ি" থাকে তা! মুটে মজুর ট্রাম না হইলে দুই পদ নড়িতে পারে না। প্রথম দৃষ্টিতে ট্রামের ভাড়া পাঁচটা পয়সা অতি সামান্য বোধ হয়- কিন্তু ঐ যাঃ, যাইতে আসিতে দশ পয়সা লাগিয়া গেল! এইরূপে দুইটি পয়সা, চারি পয়সা করিয়া ধীরে ধীরে সর্বস্বহারা হইয়া পড়িতেছে।

নিজ অন্ন পর কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে!

বিলাসিতা ওরফে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে 'অনুকরণপ্রিয়তা' নামক আর একটা ভূত তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া আছে। তাহাদের আর্থিক অবস্থা সামান্য একটু সচ্ছল হইলেই তাহারা প্রতিবেশী বড়লোকদের অনুকরণ করিয়া থাকে। তখন চাষার বৌ-ঝির যাতায়াতের জন্য সওয়ারি চাই; ধান ভানিবার জন্য ভারানি চাই, ইত্যাদি। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে :

সর্ব অঙ্গেই ব্যথা,
ঔষধ দিব কোথা?

আর-

এ বহ্নির শত শিখা
কে করিবে গণনা?

অতঃপর শিবিকাবাহকগণ পাল্কি লইয়া ট্রামে যাতায়াত করিলেই সভ্যতার চূড়ান্ত হইবে। আবার মজা দেখুন, আমরা তো সুসভ্য হইয়া এন্ডি কাপড় পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু ঐ এন্ডি কাপড়ই 'আসাম সিল্ক' নামে অভিহিত হইয়া কোট, প্যান্ট ও স্কার্ট রূপে ইউরোপীয় নর-নারীদের বর-অঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল! ক্রমে পল্লিবাসিনীর সভ্যতার মাত্রাধিক্য হওয়ায় (অর্থাৎ আর এন্ডি পোকা প্রতিপালন করা হয় না বলিয়া) এখন আর 'হোয়াইট এ্যাওয়ে লেডল'র দোকানে 'আসাম সিল্ক' পাওয়া যায় না। কেবল ইহাই নহে, আসাম হইতে এন্ডি গুটি বিদেশে চালান যায়- তথা হইতে সূত্ররূপে আবার আসামে ফিরিয়া আইসে। এই তো সেদিনের কথা -বঙ্গের গভর্নর লর্ড কারমাইকেল একখানি দেশি রেশমি রুমালের জন্মস্থানের অনুসন্ধান করেন, কেহই বলিতে পারিল না, সেরূপ রুমাল কোথায় প্রস্তুত হয়। কিন্তু লর্ড কারমাইকেল ইংরাজ বাচ্চা -সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি রুমালটার জন্মভূমি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। পূর্বে মুর্শিদাবাদের কোন গ্রামে ঐরূপ রেশমি রুমাল প্রস্তুত হইত, এখন আর হয় না, কারণ সে গ্রামের লোকেরা সুসভ্য হইয়াছে! ফল কথা, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশি শিল্পসমূহ ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সুখের বিষয়, সম্প্রতি পল্লিগ্রামের দুর্গতির প্রতি দেশবন্ধু নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেবল দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট নহে, চাষার দুক্ষু যাহাতে দূর হয়, সেজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিতে হইবে। আবার সেই "মরাই-ভরা ধান, ঢাকা মসলিন" ইত্যাদি লাভ করিবার একমাত্র উপায় দেশি শিল্প– বিশেষত নারী শিল্পসমূহের পুনরুদ্ধার। জেলায় জেলায় পাটের চাষ কম করিয়া তৎপরিবর্তে কার্পাসের চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া চাই এবং চরকা ও এন্ডি সুতার প্রচলন বহুল পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আসাম এবং রংপুরবাসিনী ললনাগণ এন্ডি পোকা প্রতিপালনে তৎপর হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের বস্ত্র-ক্লেশ লাঘব হইবে। পল্লিগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে।

শব্দার্থ ও টীকা

ছেইলা	ছেলে। সন্তানসন্ততি অর্থে।
পৈছা	স্ত্রীলোকদের মণিবন্ধনের প্রাচীন অলঙ্কার।
দানা	খাদ্য অর্থে। ছোলা, মটর, কলাই- এইসব শস্যকেও দানা বলে।
কৌপীন	ল্যাঙট। চীরবসন। লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধেয় সামান্য বস্ত্র।
মহীতে	পৃথিবীতে।
টেকো	সুতা পাকাবার যন্ত্র।
এন্ডি	মোটা রেশমি কাপড়।
বেলোয়ারের চুড়ি	উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাচে প্রস্তুত চুড়ি।
অভ্রভেদী	অভ্র অর্থ আকাশ। অভ্রভেদী অর্থ আকাশ বা মেঘ ভেদকারী। আকাশচুম্বী।
ট্রামওয়ে	ট্রাম চলাচলের রাস্তা। রেলওয়ের মতো রাস্তা দিয়ে ট্রাম চলে। তবে তা অধিকতর হালকা। বাস চলাচলের রাস্তার ভিতরেও ট্রামওয়ে থাকতে পারে।
বায়স্কোপ	চলচ্চিত্র, ছায়াছবি, সিনেমা।
চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড	বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। সুপ্রাচীন কাল থেকে অন্য কুটির শিল্পের মতো সামান্য বৃত্তি থাকলেও কৃষিই এদেশের মানুষের জীবনযাপনের প্রধান বৃত্তি। এমনকী বিশ শতকে পৃথিবীর কিছু দেশ যখন শিল্পে অসাধারণ সমৃদ্ধি লাভ করেছে আমাদের দেশ তখনও কৃষি বিকাশকেই সবচেয়ে প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং কৃষি যে এদেশের মেরুদণ্ড এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।
পাছায় জোটে না ত্যানা	পাট উৎপাদনকারী কৃষকদের চরম দারিদ্র্যের পরিচয় দিতে গিয়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন। চটকল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাটের চাহিদা ও কদর বেড়ে যায়। পাটকল শ্রমিকগণও পর্যাপ্ত মাসোহারা পেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে থাকেন। কিন্তু যারা পাট উৎপাদন করতেন সেই কৃষকদের অবস্থা ছিল মানবেতর। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তাদের জীবন শেষ হতো। প্রবাদটির ভিতর দিয়ে কৃষকদের সেই করুণ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

লেখক পরিচিতি

লেখক	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ ৯ ডিসেম্বর, পায়রাবন্দ, মিঠাপুকুর, রংপুর। পিতা : জহিরউদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের। মাতা : রাহাতুন্নেসা চৌধুরী।
শিক্ষাজীবন	পারিবারিক রক্ষণশীলতার কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করতে পারেননি। তবে নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং বড় ভাই ও স্বামীর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় জ্ঞানচর্চায় সাফল্য অর্জন করেন।
কর্মজীবন	বিবাহোত্তর প্রথম জীবনে গৃহিণী। স্বামীর মৃত্যুর পর সমাজসংস্কার এবং নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।
বিশেষ কৃতিত্ব	তিনি ছিলেন মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি মুসলিম নারীদের সংস্কার ও মুক্তির জন্য তাদেরকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করার মানসে আজীবন ক্ষুরধার সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।
জীবনাবসান	৯ ডিসেম্বর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ।
সাহিত্যকর্ম	
গদ্যগ্রন্থ	মতিচূর (১৯০৪, প্রথম রচিত গ্রন্থ), অবরোধবাসিনী।
উপন্যাস	পদ্মরাগ ও সুলতানার স্বপ্ন। ইংরেজি গ্রন্থ SULTANA'S DREAM -ও তাঁর রচনা।

ছন্দে ছন্দে বেগম রোকেয়ার রচনাসমূহ

- ❑ **গ্রন্থ :** অবরোধবাসিনীর সুলতানা, স্বপ্নে দেখেছিল পদ্মরাগিনী মতিচুরি করতে গিয়ে ডিলিসিয়কে হত্যা করেছে।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ➤ রোকেয়া কাদের সাহচর্যে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করেছিলেন?- বড় ভাই-বোন।
- ➤ রোকেয়া কত বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন?- ১৬ বছর (১৮৯৭) সূত্র-বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান।
- ➤ রোকেয়ার ইংরেজি রচনা কোনটি?– Sultana's Dream.
- ➤ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন পিতৃ প্রদত্ত নাম ও বিবাহের পরে নাম- রোকেয়া খাতুন, বিবাহের পরে নামের শেষে স্বামীর নাম সাখাওয়াত হোসেন যুক্ত হয়।
- ➤ তিনি প্রথমে যে নামে লিখতেন– মিসেস আর. এস. হোসেন।
- ➤ ১৮৯৮ সালে বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তাঁর জ্ঞানার্জনের পথ অধিকতর সুগম হয়।
- ➤ তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন– ভাগলপুরে বসে।
- ➤ তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয় - ১৯০৯ সালে।
- ➤ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ১৯১৬ সালে স্থাপন করেন– আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি)।
- ➤ তিনি যে বিষয়ে তাঁর লেখনী ধারণ করেন– মুসলিম সমাজের কুসংস্কার ও জড়তা দূর করার জন্য।
- ➤ তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু– স্বশিক্ষিত।
- ➤ স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কোন কাজে মনোনিবেশ করেন– সমাজসেবা ও সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারে।
- ➤ কার নামে তিনি ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন– স্বামীর নামে।
- ➤ তিনি কত সালে কলকাতায় গমন করেন– ১৯১০ সালে।
- ➤ তিনি কত সালে কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন– ১৬ মার্চ ১৯১১।
- ➤ প্রাইমারি স্কুলটি তিনি উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে রূপান্তরিত করেন– ১৯৩১ সালে। আজীবন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং সুপারিনটেনডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করেন।
- ➤ স্কুলের জন্য তিনি কীভাবে ছাত্রী সংগ্রহ করতেন– মহল্লায়-মহল্লায় ঘুরে।
- ➤ তাঁর সব রচনাতে সমাজ-জীবনের কোন বোধটি উৎসারিত– বেদনাবোধ।
- ➤ বিবিসির জরিপকৃত শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় বেগম রোকেয়ার স্থান কত– ৬ষ্ঠ স্থান।
- ➤ রোকেয়া দিবস পালিত হয় – ৯ ডিসেম্বর।

'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- ❑ **উৎস :** রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত 'চাষার দুক্ষু' শীর্ষক রচনাটি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত "রোকেয়া রচনাবলি" থেকে চয়ন করা হয়েছে।
- ❑ **প্রথম লাইন-** ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরি, রে ভাই।
- ❑ **শেষ লাইন-** গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে।
- ❑ **ভাষারীতি-** সাধুরীতি।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- ➲ চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড।
- ➲ দেড় শত বৎসর পূর্বে ভারতবাসী অসভ্য বর্বর ছিল।
- ➲ তবে আমার 'ধান ভানিতে শিবের গান' কেন?
- ➲ একটি চাউল পরীক্ষা করিলেই হাঁড়িভরা ভাতের অবস্থা জানা যায়।
- ➲ "ধান্য তার বসুন্ধরা যার"।
- ➲ আমি উপর্যুক্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না, কারণ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ তো সেদিনের ... বৎসরের ঘটনা।
- ➲ কৃষক কন্যা জমিরনের মাথায় বেশ ঘন ও লম্বা চুল ছিল, তার মাথায় ... পোয়াটাক তেল লাগিত।
- ➲ এই তো ৩০/৩৫ বৎসর পূর্বে বিহার অঞ্চলে দুই সের খেসারির বিনিময়ে কৃষক কন্যা বিক্রয় করিত।
- ➲ পঁচিশ বৎসর পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত কণিকা রাজ্যের অবস্থা এই ছিল যে, কৃষকেরা (পান্তা) ভাতের সহিত লবণ ব্যতীত অন্য কোন উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিত না।
- ➲ সুতরাং দেখা যায়, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সহিত চাষার দারিদ্র্যের সম্পর্ক অতি ...
- ➲ কৃষক রমণী স্বহস্তে চরকায় সুতা কাটিয়া বাড়িসুদ্ধ সকলের জন্য কাপড় প্রস্তুত ...
- ➲ আসাম এবং রংপুর জেলায় এক প্রকার রেশম হয়, স্থানীয় ভাষায় তাহাকে 'এন্ডি' ...
- ➲ এন্ডি কাপড় বেশ গরম এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।
- ➲ একখানি এন্ডি কাপড় অবাধে ৪০ (চল্লিশ) বৎসর টেকে।
- ➲ শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ ঢেকে রাখে টাক।
- ➲ নিজ অন্ন পর কর পণ্যে দিলে, পরিবর্ত ধনে দুর্ভিক্ষ নিলে!
- ➲ বিলাসিতা ওরফে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে 'অনুকরণপ্রিয়তা' নামক আর ... তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া আছে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- সর্ব অঙ্গেই ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা?
- বঙ্গের গভর্নর লর্ড কারমাইকেল একখানি দেশি রেশমি রুমালের জন্মস্থানের অনুসন্ধান করেন।
- "মরাই-ভরা ধান, ঢাকা মসলিন" ইত্যাদি লাভ করিবার একমাত্র উপায় দেশি শিল্প-বিশেষত নারী শিল্পসমূহের পুনরুদ্ধার।
- পল্লিগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই।
- গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র: কত বছর আগে ভারতবাসী অসভ্য ছিল?– **দেড়শ বছর আগে।**
প্র: 'চাষার দুক্ষু' রচনায় লেখিকার জাতীয়তা কী?– **ভারতীয়।**
প্র: 'চাষার দুক্ষু' রচনায় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য-দ্রব্যে ভেজাল দেওয়াকে কী বলা হয়েছে?– **অনারেবলের গড়াগড়ি।**
প্র: 'চাষার দুক্ষু' রচনার আলোচ্য বিষয় কী?– **চাষার দারিদ্র্য।**
প্র: 'ধান ভানতে শিবের গীত' এটি কী?– **এটি একটি প্রবাদ।**
প্র: জুট মিলের কর্মচারীদের মাসিক বেতন কত?– **৫০০-৭০০ টাকা।**
প্র: কৃষকের খাদ্যাভাবের উত্তর কে দিয়েছেন?– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**
প্র: 'ধান্য তার বসুন্ধরা যার' উক্তিটি কার?– **রবীন্দ্রনাথের।**
প্র: কী পৃথিবীকে সর্বস্বান্ত করেছে?– **ইউরোপের মহাযুদ্ধ।**
প্র: 'চাষার দুক্ষু' রচনা অনুযায়ী ইউরোপের মহাযুদ্ধ কত বছরের ঘটনা?– **সাত বছর।**
প্র: টাকায় কয় সের সরিষার তেল ও কয় সের ঘি পাওয়া যেত?– **টাকায় ৮ সের সরিষার তেল এবং ৪ সের ঘি।**
প্র: জমিরনের মাথায় কতটুকু তেল লাগল?– **আধ পোয়াটাক।**
প্র: কয় পয়সায় এক সের তেল পাওয়া যেত?– **দুই গণ্ডা পয়সায়।**
প্র: কোথায় কত বছর আগে দুই সের খেসারির বিনিময়ে কৃষক স্ত্রী কন্যা বিক্রি করত?– **৩০/৩৫ বছর আগে, বিহার অঞ্চলে।**
প্র: ২৫ বছর আগে কোথায় কৃষকরা পান্তা ভাতের সাথে লবণ ছাড়া আর কিছু পেত না?– **উড়িষ্যার অন্তর্গত কণিকা রাজ্যে।**
প্র: 'পখাল' অর্থ কী?– **পান্তা ভাত।**
প্র: কোথায় শুঁটকি পরম উপাদেয় খাদ্য বলে গণ্য করা হতো?– **উড়িষ্যার অন্তর্গত কণিকা রাজ্যে।**
প্র: কোথায় টাকায় ২৫/২৬ সের চাউল ছিল?– **উড়িষ্যার অন্তর্গত কণিকা রাজ্যে।**
প্র: কোন জেলা পাট ও ধানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল?– **রংপুর জেলা।**
প্র: কোথায় কৃষকেরা ভাতের পরিবর্তে শাক-সবজি সিদ্ধ করে খেত?– **রংপুরে।**
প্র: 'জঠর' অর্থ কী?– **পেট।**
প্র: আসাম ও রংপুর জেলায় কোন রেশম পাওয়া যেত?– **'এন্ডি'।**
প্র: 'এন্ডি' কাপড় কত বছর টেকে?– **৪০ বছর।**
প্র: বিদেশে 'এন্ডি' কাপড় কী নামে পরিচিত?– **আসাম সিল্ক।**
প্র: এখন কোন দোকানে 'আসাম সিল্ক' পাওয়া যায় না?– **হোয়াইট এ্যাওয়ে লেডল এর দোকানে।**
প্র: কোন গভর্নর দেশি রুমালের খোঁজ করেন?– **লর্ড কারমাইকেল।**
প্র: দেশি রুমাল কোথায় তৈরি হত?– **মুর্শিদাবাদ।**
প্র: কি ভরা ধান?– **মরাই (ধানের গোলা)।**
প্র: পূর্ব ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার উপায় কী?– **দেশি শিল্প।**
প্র: লেখক পাটের পরিবর্তে কি চাষে অধিকতর জোর দিয়েছেন?– **কার্পাস।**
প্র: কিসে চাষার দুক্ষু ঘুচবে?– **গ্রামে গ্রামে পাঠশালা এবং ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো থাকলে।**
প্র: বিলাসিতার অপর নাম কী?– **সভ্যতা।**
প্র: 'চাষার দুক্ষু' রচনায় 'ছেইলা' শব্দটি কোন অর্থে বসেছে?– **সন্তানসন্ততি অর্থে।**
প্র: স্ত্রীলোকদের মণিবন্ধের প্রাচীন অলঙ্কারকে কী বলে?– **পৈছা।**
প্র: 'অভ্র' এর সমার্থক শব্দ কী?– **আকাশ।**
প্র: 'পাছায় জোটে না ত্যানা' এটি কী?– **প্রবাদ।**
প্র: 'চাষার দুক্ষু' রচনাটি কোথা থেকে সংকলিত হয়েছে?– **বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'রোকেয়া রচনাবলি'।**
প্র: আসাম হতে এন্ডি গুটি কোথায় চালান যায়?– **বিদেশে।**
প্র: কৃষক রমণীগণ কোথায় সুতা কাটতেন?– **চরকায়।**
প্র: এন্ডি বস্ত্রের বর্ণ কেমন ছিলো?– **বর্ণহীন।**
প্র: জুট মিলের কর্মচারীরা কোন হালে থাকে?– **নবাবি।**
প্র: কাদের উদরে অন্ন নেই?– **চাষার।**
প্র: বর্তমানে শিরায় শিরায়, ধমনিতে ধমনিতে কী প্রবেশ করেছে?– **বিলাসিতা।**
প্র: কে ট্রাম না হলে দুই পা নড়তে পারে না? – **মুটে-মজুর।**
প্র: এন্ডি গুটি কোথা থেকে বিদেশে চালান যায়?– **আসাম।**
প্র: কে দেশি রেশমি রুমালের জন্মস্থান আবিষ্কার করেছিলেন?– **লর্ড কারমাইকেল।**
প্র: সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে দেশি শিল্প ক্রমশ কী হয়েছে?– **বিলুপ্ত।**
প্র: পল্লিগ্রামের দুর্গতির প্রতি কার দৃষ্টি পড়েছিল?– **দেশবন্ধুর।**
প্র: দেশি শিল্পের বিলুপ্তির কারণ কোনটি?– **সভ্যতার বিস্তার।**
প্র: আসাম এবং রংপুরবাসিনী ললনাগণ কী পালনে তৎপর হলে সমগ্র বঙ্গদেশের বস্ত্র ক্লেশ লাঘব হবে?– **এন্ডি পোকা।**
প্র: পল্লিগ্রামে কী বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই?– **সুশিক্ষা।**
প্র: কারা এক সময় অসভ্য বর্বর ছিল?– **চাষারা।**
প্র: চাষারা এখন কী হয়েছে?– **সভ্য।**
প্র: শিরে বাঁকা তাজ দিয়ে কারা এখন টাক ঢেকে রাখে?– **চাষারা।**
প্র: পূর্বে পল্লিবাসিনীগণ কাপড় কাচত কী প্রস্তুত করে?– **ক্ষার।**
প্র: কাদের পেটে ভাত নেই?– **চাষাদের।**
প্র: ট্রামে যেতে আসতে মুটে মজুরদের কয় পয়সা লেগে যায়?– **দশ।**
প্র: গ্রামে গ্রামে কী প্রতিষ্ঠিত হলে চাষার দারিদ্র্য দূর হবে?– **পাঠশালা।**
প্র: চটকল-পাটকলের কর্মচারীরা নবাবি হালে থাকে, কারণ তারা-**ভালো বেতন পায়।**
প্র: যারা ধান ভানে তাদের কী বলে অভিহিত করা হয়?– **ভারানি।**
প্র: আমরা কী কারণে এন্ডি কাপড় পরিত্যাগ করেছি?– **সুসভ্য হওয়ার কারণে।**
প্র: প্রাবন্ধিক 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে কী চাষের উপর জোর দিয়েছেন?– **কার্পাস।**
প্র: কোনটি 'মহী' শব্দের সমার্থক শব্দ?– **পৃথিবী।**
প্র: 'ত্যানা' শব্দটির অর্থ কী?– **কাপড়ের টুকরা।**
প্র: কোন দিক থেকে আমরা অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হতে চলেছি?– **শিক্ষা, সম্পদে।**
প্র: চাষার ছেলেরা কী পায় না?– **দানা।**
প্র: অট্টালিকার চূড়ায় কী দেখা যায়?– **বড় বড় ঘড়ি।**
প্র: 'চাষার দুক্ষু' রচনাটি উল্লিখিত জায়গাগুলোর নাম কী?– **কলিকাতা, বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ, ইউরোপ, বিহার, উড়িষ্যা, কণিকারাজ্য, সাত ভায়া, রংপুর, মুর্শিদাবাদ।**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. **বেগম রোকেয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'অবরোধবাসিনী' প্রকাশিত হয়–** [গ ৯৪-৯৫; চবি ঘ ১২-১৩]
ক. ১৯০৮ খ্রি. খ. ১৯১৮ খ্রি. গ. ১৯৩১ খ্রি. ঘ. ১৯৩৮ খ্রি.

০২. **বেগম রোকেয়ার মৃত্যু সাল কোনটি?** [ক ০৩-০৪; চবি ১৭-১৮; বশেমুরবিপ্রবি ১৭-১৮]
ক. ১৯২৭ খ. ১৯৩০ গ. ১৯৩২ ঘ. ১৯৩৪

০৩. **নিচের কোনটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম-মৃত্যু সাল?** [ক ০৯-১০; কুবি ক+ঘ ০৮-০৯; রাবি ক ১৫-১৬]
ক. ১৮৮০-১৯৪৭ খ. ১৮৮১-১৯৩৩ গ. ১৮৮০-১৯৩২ ঘ. ১৮৮৮-১৯৩৮

০৪. **'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থটির লেখক-** [গ ১০-১১]
ক. শওকত ওসমান খ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. সুফিয়া কামাল ঙ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০৫. **'চাষার দুক্ষু' কোন সময়ের রচনা?** [A ১৭-১৮]
ক. ১৯৪৭ পরবর্তী খ. ১৯৪৭ পূর্ববর্তী গ. ১৯৭১ পূর্ব ঘ. ১৯৫২ পূর্ব

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. **রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের পারিবারিক ভাষা কী ছিল?** [B ১৭-১৮]
ক. বাংলা খ. উর্দু গ. ফার্সি ঘ. ইংরেজি

০৭. **রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সভ্যতার সঙ্গে দরিদ্রতা বৃদ্ধির কী কারণ নির্দেশ করেছেন?** [A ১৭-১৮]
ক. সচ্ছলতা খ. আরামপ্রিয়তা গ. অলসতা ঘ. বিলাসিতা

০৮. **কোন রচনাগুচ্ছ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের?** [C ১৭-১৮]
ক. সুলতানার স্বপ্ন, পিপাসা, প্রেমাঞ্জলী খ. অনল প্রবাহ, স্পেন বিজয়, নব উদ্দীপনা
গ. তারাবাঈ, নূরউদ্দিন, রায় নন্দিনী ঘ. মতিচূর, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী

০৯. **'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সভ্যতার যে নেতিবাচক দিকগুলো উল্লেখ করেছেন তা হলো-** [খ ১৬-১৭]
ক. যন্ত্রনির্ভরতা ও আলস্য খ. অনুকরণপ্রিয়তা ও বিলাসিতা
গ. দারিদ্র্য ও দুর্ভোগ ঘ. কুটির শিল্পের বিলোপ ও আলস্য

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১০. **'কোনো রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে রোগের অবস্থা জানা আবশ্যক।' কোন গদ্য রচনার উক্তি?** [A ১৭-১৮]
ক. বিলাসী খ. অর্ধাঙ্গী গ. যৌবনের গান ঘ. সাহিত্যে খেলা

১১. **কোন লেখকের জন্ম এবং মৃত্যু একই দিনে?** [B ১৭-১৮]
ক. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন খ. সুফিয়া কামাল
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. প্রমথ চৌধুরী

০১.গ	০২.গ	০৩.গ	০৪.খ	০৫.খ	০৬.খ	০৭.ঘ	০৮.ঘ	০৯.খ	১০.খ	১১.ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

১২. '—— নামক আর একটি ভূত তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া আছে' শূন্যস্থানে কোন শব্দটি বসবে? [B ১৭-১৮]
ক. বিলাসিতা খ. অনুকরণপ্রিয়তা গ. সভ্যতা ঘ. অলসতা

১৩. জমিরনের মা যখন মেয়ের জন্য মাথার তেল কিনতে পারতেন না, তখন এক সের তেল কত গণ্ডা পয়সায় পাওয়া যেত? [B ১৭-১৮]
ক. এক খ. দুই গ. তিন ঘ. চার

১৪. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে 'নবাবি চাল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [E ১৭-১৮]
ক. অলস সময় কাটানো খ. উৎপাদনহীন অবস্থা গ. অসৎ উপার্জন ঘ. অনুকরণপ্রিয়তা

১৫. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? [A ১৭-১৮; চবি খ ১১-১২]
ক. রংপুর খ. দিনাজপুর গ. রাজশাহী ঘ. কুড়িগ্রাম

১৬. নিম্নের কোন গ্রন্থটির রচয়িতা বেগম রোকেয়া নন? [গ ০৭-০৮; হাজীদানেশ ১৪-১৫]
ক. পদ্মরাগ খ. মতিচূর গ. অবরোধবাসিনী ঘ. তেল-নুন-লকড়ি

১৭. কোন রচনাটি বেগম রোকেয়ার নয়? (০৮-০৯)
ক. অবরোধবাসিনী খ. নারীর মূল্য গ. মতিচূর ঘ. সুলতানার স্বপ্ন

১৮. কোন গ্রন্থটি বেগম রোকেয়া রচিত নয়? (০৯-১০)
ক. পদ্মরাগ খ. মতিচূর গ. অবরোধবাসিনী ঘ. শবনম

১৯. কোনটি বেগম রোকেয়ার রচিত গ্রন্থ নয়? (০৯-১০)
ক. মতিচূর খ. রক্তরাগ গ. পদ্মরাগ ঘ. অবরোধবাসিনী

২০. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'অবরোধবাসিনী' বইয়ের আলোচ্য-[B, ১৪-১৫]
ক. জমিদারিপ্রথা খ. পর্দাপ্রথা গ. নারীশিক্ষা ঘ. ব্যভিচার

২১. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রবন্ধের বই- [D, অবাণিজ্য, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. নারীমুক্তি খ. সুলতানার স্বপ্ন গ. মতিচূর ঘ. কালান্তর

২২. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'সুলতানার স্বপ্ন'- [D-১৫-১৬]
ক. একটি প্রবন্ধ খ. একটি গল্প গ. একটি একাঙ্কিকা ঘ. একটি উপন্যাস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২৩. 'পদ্মরাগ' ও 'অবরোধবাসিনী' রচনা করেন- [ঘ ০৪-০৫, খ ০৫-০৬; ইবি ছ ০৪-০৫]
ক. ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. বেগম রোকেয়া ঘ. জাহানারা ইমাম

২৪. বেগম রোকেয়ার পুরো নাম কী? [খ ০৬-০৭]
ক. মিসেস রোকেয়া বেগম খ. মিসেস সাখাওয়াত হোসেন
গ. বেগম রোকেয়া হোসেন ঘ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ঙ. বেগম রোকেয়া খাতুন

২৫. কোনটি বেগম রোকেয়ার রচনা নয়? [খ ০৭-০৮]
ক. মতিচূর খ. পদ্মরাগ গ. সুলতানার স্বপ্ন ঘ. স্ত্রীর পত্র ঙ. অবরোধবাসিনী

২৬. Sultana's Dream রচনা করেন- [ক ০৯-১০; খ ১১-১২; বশেমুরবিপ্রবি ঙ ১৬-১৭]
ক. সুলতানা রাজিয়া খ. নাসরিন জাহান গ. জেন অস্টেন
ঘ. বেগম রোকেয়া ঙ.অরুন্ধতী রায়

২৭. কোনটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের রচনা নয়? [খ ১০-১১; ঘ ১২-১৩]
ক. পদ্মরাগ খ. অবরোধবাসিনী গ. মতিচূর
ঘ. সাঁঝের মায়া ঙ. সুলতানার স্বপ্ন

২৮. 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে রোকেয়া কী প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন? [ঘ ১১-১২]
ক. মানসিক দাসত্ব খ. শারীরিক সুস্থতা
গ. নারী পুরুষের দৈহিক পার্থক্য ঘ. নারীকে 'হাফেজা' করা

২৯. 'অর্ধাঙ্গী' কার রচনা? [খ ১১-১২]
ক. সুফিয়া কামাল খ. বেগম রোকেয়া গ. সেলিনা হোসেন
ঘ. কামিনী রায় ঙ. রাবেয়া খাতুন

৩০. কোনটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গ্রন্থ নয়? [গ-১৫-১৬]
ক. পদ্মরাগ খ. কেয়ার কাঁটা গ. অবরোধবাসিনী ঘ. সুলতানার স্বপ্ন

৩১. 'চাষার দুক্ষু' রচনায় লেখিকার প্রত্যাশা কী? [E ১৬-১৭]
ক. সভ্যতার অগ্রগতি খ. কৃষিবিপ্লব গ. দেশি শিল্পের পুনরুদ্ধার
ঘ. ভূমি সংস্কার ঙ. শিক্ষার সংস্কার

৩২. 'চাষার দুক্ষু' রচনায় লেখিকা দেশীয় শিল্পের অধোগতির জন্য কোনটিকে দায়ী করেন? [C] ১৬-১৭]
ক. সভ্যতার বিস্তার খ. অনুকরণপ্রিয়তা গ. শ্রম বিমুখতা
ঘ. কাঁচামালের ঘাটতি ঙ. বিদেশি শাসন

৩৩. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে কোন যুদ্ধের উল্লেখ আছে? [B] ১৬-১৭]
ক. পলাশীর যুদ্ধ খ. ক্রিমিয়ার যুদ্ধ গ. পানিপথের যুদ্ধ ঘ. ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩৪. বেগম রোকেয়া রচিত উপন্যাস কোনটি? [AL ১৭-১৮; রাবি A ১৭-১৮; F ১৪-১৫; বশেমুরবিপ্রবি A ১৬-১৭; জাবি গ ১১-১২]
ক. পদ্মা-মেঘনা-যমুনা খ. পুতুল নাচের ইতিকথা গ. পদ্মরাগ ঘ. পতঙ্গ পিঞ্জর

৩৫. বেগম রোকেয়ার মতে সভ্যতার সাথে সাথে শিরায় শিরায় কী প্রবেশ করেছে? [D]১৭-
ক. এন্ডি পোকা খ. অলসতা গ. বিলাসিতা ঘ. অপকারিতা

৩৬. বেগম রোকেয়া চাষাদের কী বলে আখ্যায়িত করেছেন? [D ১৭-১৮]
ক. গরীব খ. অভাগা গ. বঞ্চিত ঘ. শোষিত

৩৭. 'মতিচূর' গ্রন্থটির রচয়িতার নাম কী? [A ১৭-১৮; কুবি B ১৫-১৬; রাবি A ১৩-১৪]
ক. সেলিনা হোসেন খ. রাজিয়া সুলতানা গ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ঘ. দিলারা হাশে

৩৮. বেগম রোকেয়া জীবনের শুরুতে ছিলেন- [ক-১৫-১৬]
ক. সমাজসেবী খ. পর্দা বিরোধী গ. অন্তঃপুর বাসিনী ঘ. শিক্ষাবিদ

৩৯. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম : [ক ১৬-১৭]
ক. রংপুরের পায়রাবন্দে খ. কুষ্টিয়ার শিলাইদহে
গ. পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে ঘ. যশোরের সাগরদাঁড়িতে

৪০. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত উপন্যাস সংখ্যা : [ক ১৬-১৭ A-১৩-১৪]
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৪১. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ : [ক ১৬-১৭]
ক. ৮ ডিসেম্বর খ. ৯ ডিসেম্বর গ. ১০ ডিসেম্বর ঘ. ১১ ডিসেম্বর

৪২. রোকেয়ার স্বামীর নাম : [ক ১৬-১৭]
ক. মির্জা সাখাওয়াত হোসেন খ. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন
গ. মীর সাখাওয়াত হোসেন ঘ. শেখ সাখাওয়াত হোসেন

৪৩. কোনটি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গ্রন্থ নয়? [ঘ ১৬-১৭; বেরোবি ১১
ক. পদ্মরাগ খ. মতিচূর গ. অবরোধবাসিনী ঘ. নবদম্পতির প্রেম

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৪৪. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধের 'তদ্দেশবাসিনী' কে? [A ১৭-১৮]
ক. পূর্ববঙ্গের মহিলা খ. ভারতীয় মহিলা গ. আসাম-রংপুরের মহিলা ঘ. পশ্চিমবঙ্গের

৪৫. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গ্রন্থ নয় কোনটি? [A ১৭-১৮]
ক. মতিচূর খ. অবরোধবাসিনী গ. পদ্মরাগ ঘ. মৃণালিনী

৪৬. 'কণিকা রাজ্য' ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল? [A ১৭-১৮]
ক. বাংলা খ. বিহার গ. উড়িষ্যা ঘ. আসাম

৪৭. 'চাষার দুক্ষু' রচনায় 'পখাল' কী? [A ১৭-১৮]
ক. পাখ-পাখালি খ. উথাল-পাতাল গ. পান্তা ভাত ঘ. পানতোয়া

৪৮. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের শেষ রচনা কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক. শেষ রচনা খ. নারী ও স্বাধীনতা গ. নারীর অধিকার ঘ. নারী ও তার

৪৯. বেগম রোকেয়ার মতে সমাজের মেরুদণ্ড কারা? [C ১৭-১৮, C ১৬-১৭]
ক. শিক্ষিতরা খ. ধনীরা গ. চাষারা ঘ. নারীরা

৫০. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে লর্ড কারমাইকেলের কথা কোন্ প্রসঙ্গে এসেছে? [C১৭
ক. পাঠশালা প্রতিষ্ঠা খ. রুমাল আবিষ্কার গ. কৃষকদের বঞ্চনা ঘ. পাটকল

৫১. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখা কী নামে প্রকাশিত হত? [B সেট ২, ১২-১৩
ক. বেগম রোকেয়া খ. রোকেয়া সাখাওয়াত
গ. মিসেস আর.এস. হোসেন ঘ. রোকেয়া হোসেন

৫২. নিচের কোনটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর গ্রন্থ নয়? [C সেট ১, ১২
ক. পদ্মরাগ খ. মতিচূর গ. যোগাযোগ ঘ. অবরোধ

৫৩. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সমাধি কোথায়? [A -১৩-১৪]
ক. রংপুরে খ. ভাগলপুরে গ. কলকাতায় ঘ. ঢাকায়

৫৪. কোন তথ্যটি 'বেগম রোকেয়া'-র ক্ষেত্রে যথার্থ? [A-১৫-১৬]
ক. বেগম রোকেয়ার জন্ম ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে
খ. তিনি 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন' নামে লিখতেন
গ. তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পদ্মাবতী, অবরোধবাসিনী ও মতিচূর
ঘ. মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা তাঁর অসামান্য কীর্তি

৫৫. বেগম রোকেয়া কোন শ্রেণির লোকদের অলস বলেছেন? [C ১৬-১৭]
ক. পুরুষ খ. ধার্মিক গ. শ্রমিক ঘ. ভিক্ষুক

৫৬. দুই সের খেসারির বিনিময়ে বিহারে কী বিক্রি হতো? [C ১৬-১৭]
ক. আলু খ. কৃষকের কন্যা গ. কেরোসিন ঘ. কৃষকে

৫৭. বেগম রোকেয়া মানসিক দাসত্বের আলোচনা করেছেন কোন প্রবন্ধে?
ক. স্ত্রীজাতির উন্নতি খ. স্ত্রীজাতির অবনতি গ. অর্ধাঙ্গী ঘ. মতিচূ

৫৮. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে কোন বাগ্‌বিধি ব্যবহৃত হয়েছে? [A ১৬-১৭]
ক. ধান ভানতে শিবের গীত খ. নিজের কোলে ঝোল টানা
গ. সর্ব অঙ্গেই ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা? ঘ. বানরের গলায় মুক্তাহার

১২.খ	১৩.খ	১৪.ঘ	১৫.ক	১৬.ঘ	১৭.খ	১৮.ঘ	১৯.খ	২০.
২২.ঘ	২৩.গ	২৪.ঘ	২৫.ঘ	২৬.ঘ	২৭.ঘ	২৮.ক	২৯.খ	৩০.
৩২.খ	৩৩.ঘ	৩৪.গ	৩৫.গ	৩৬.খ	৩৭.গ	৩৮.গ	৩৯.ক	৪০.
৪২.খ	৪৩.ঘ	৪৪.গ	৪৫.ঘ	৪৬.গ	৪৭.গ	৪৮.গ	৪৯.গ	৫০.
৫২.গ	৫৩.গ	৫৪.ঘ	৫৫.ঘ	৫৬.খ	৫৭.খ	৫৮.ক,গ		

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICA

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৫৯. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে কোন বাগবিধি ব্যবহৃত হয়েছে? [A ১৬-১৭]
ক. এ বহ্নির শত শিখা কে করিবে গণনা? খ. বিনা মেঘে বজ্রপাত।
গ. ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ঘ. পাকা ধানে মই দেওয়া

৬০. 'এ বহ্নির শত শিখা, কে করিবে গণনা?' কোন রচনার অংশ? [B ১৬-১৭]
ক. সাম্যবাদী খ. আহ্বান গ. ঐকতান ঘ. চাষার দুক্ষু

৬১. রংপুর অঞ্চলে রেশমকে স্থানীয় ভাষায় কী বলে? [B ১৬-১৭]
ক. এড়েন্ডা খ. এন্ডি গ. রেড়ি ঘ. ভেড়েন্ডা

৬২. 'জাগো গো ভগিনী' প্রবন্ধটি রচয়িতা- [B ১৬-১৭]
ক. সেলিনা হোসেন খ. সুফিয়া কামাল গ. সুলতানা কামাল ঘ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৬৩. লর্ড কারমাইকেল আবিষ্কৃত রুমালের জন্মস্থান কোথায়? [B ১৭-১৮]
ক. ত্রিপুরায় খ. মুর্শিদাবাদে গ. আসামে ঘ. কলকাতায়

৬৪. কৃষকদের মুক্তির জন্য বেগম রোকেয়া কী পরামর্শ দিয়েছেন? [H ১৭-১৮]
ক. পাঠশালা প্রতিষ্ঠা খ. কুটির শিল্প গ. শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ঘ. কোনো পরামর্শ দেননি

৬৫. সাতভায়া গ্রামের নামটি কোন প্রবন্ধে উক্ত হয়েছে? [C ১৬-১৭; ঢাবি খ ১৬-১৭]
ক. গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া খ. বায়ান্নর দিনগুলো গ. চাষার দুক্ষু ঘ. জীবন ও বৃক্ষ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৬৬. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে কোন অঞ্চলকে ধান ও পাটের জন্য বিখ্যাত বলা হয়েছে? [D ১৭-১৮]
ক. রংপুর খ. ঢাকা গ. কুমিল্লা ঘ. গাইবান্ধা

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৬৭. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে কোন অঞ্চলের প্রসঙ্গ অধিক গুরুত্ব পেয়েছে? [C ১৭-১৮]
ক. কলকাতা-বগুড়া খ. পাবনা-সিরাজগঞ্জ গ. রাজশাহী-নাটোর ঘ. আসাম-রংপুর

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

৬৮. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে কৃষক কন্যার নাম কি? [A ১৬-১৭]
ক. আমিরন খ. জরিমন গ. জমিরন ঘ. জরিনা

৬৯. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সভ্যতার সঙ্গে দারিদ্র্য বৃদ্ধির কী কারণ নির্দেশ করেছেন? [B ১৬-১৭; বেরোবি B ১৬-১৭]
ক. সচ্ছলতা খ. বিলাসিতা গ. অলসতা ঘ. আরামপ্রিয়তা

৭০. রোকেয়ার মতে, নারী শিক্ষার লক্ষ্য কোনটি? [B ১৬-১৭]
ক. আত্ম-উপলব্ধি খ. ডিগ্রি অর্জন গ. চাকরি লাভ ঘ. অধিকার লাভে সামর্থ্য

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

৭১. কোনটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গ্রন্থ নয়? [খ-১৫-১৬]
ক. অবরোধবাসিনী খ. মুসলিম নারীকুল গ. মতিচূর ঘ. সুলতানার স্বপ্ন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৭২. বাঙালি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত কে? [D ১৬-১৭]
ক. সিদ্দিকা কবির খ. সুফিয়া কামাল
গ. সেলিনা হোসেন ঘ. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের

৭৩. কোন রচনাটি বেগম রোকেয়ার নয়? [D -১৩-১৪]
ক. পদ্মরাগ খ. মতিচূর গ. অবরোধবাসিনী ঘ. চক্রবাক

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭৪. ইউরোপে 'এন্ডি কাপড়' কী নামে পরিচিতি লাভ করে? [১৭-১৮]
ক. রংপুর সিল্ক খ. আসাম সিল্ক গ. ঢাকা সিল্ক ঘ. রাজশাহী সিল্ক

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

৭৫. 'কণিকা' রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে —— রচনায়- [১৭-১৮]
ক. বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ খ. আহ্বান গ. চাষার দুক্ষু ঘ. মাসি-পিসি

৫৯.ক	৬০.ঘ	৬১.খ	৬২.ঘ	৬৩.খ	৬৪.ক	৬৫.গ	৬৬.ক	৬৭.ঘ
৬৮.গ	৬৯.খ	৭০.ক	৭১.খ	৭২.ঘ	৭৩.ঘ	৭৪.খ	৭৫.গ	

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. 'চাষার দুক্ষু' কোন ধরনের রচনা?
ক. ছোটগল্প খ. আত্মকথা গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ

০২. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কী প্রত্যাশা করেছেন?
ক. দেশি শিল্পসমূহের পুনরুদ্ধার খ. সভ্যতার বিকাশকে স্পর্শ করা
গ. কৃষকদের আধুনিক করে তোলা ঘ. কৃষিব্যবস্থার অগ্রগতি সাধন

০৩. এখন আর 'হোয়াইট অ্যাওয়ে লেডল'র দোকানে 'আসাম সিল্ক' কেন পাওয়া যায় না?
ক. সেকেলে বলে খ. পল্লিবাসিনীরা এন্ডি পোকা প্রতিপালন না করায়
গ. পল্লিবাসিনীরা জামদানির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায়
ঘ. 'আসাম সিল্ক' প্রস্তুত করা কষ্টসাধ্য বলে

০৪. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে লেখিকার মতে কারা অনুকরণপ্রিয় হিসেবে গণ্য?
ক. চাষারা খ. নারীরা গ. বাঙালিরা ঘ. দরিদ্ররা

০৫. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে কোন শহরের কথা উল্লেখ আছে?
ক. ঢাকা খ. ত্রিপুরা গ. কলকাতা ঘ. মেঘালয়

০৬. রংপুর অঞ্চলের পুরুষেরা কী পোশাক পরিধান করত?
ক. লুঙ্গি খ. গামছা গ. ধুতি ঘ. কৌপীন

০৭. 'ধান্য তার বসুন্ধরা যার' 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে এ কথার মাধ্যমে কী ফুটে উঠেছে-
ক. ধরণীর কর্তৃত্ব খ. ধানের প্রাচুর্য গ. উর্বরা ভূমি ঘ. আধিপত্যবাদ

০৮. মুটেমজুররা ট্রামে চড়তে চায় কী কারণে?
ক. প্রথমত দৃষ্টিতে ট্রামের ভাড়া অল্প বলে মনে হয় খ. ট্রাম অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলে বলে
গ. কোনো ঝামেলা পোহাতে হয় না বলে ঘ. ট্রামে গেলে তাদের সময় বাঁচে বলে

০৯. বেগম রোকেয়ার 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে কতটি কবিতাংশের ব্যবহার আছে?
ক. ১টি খ. ৩টি গ. ৪টি ঘ. ৫টি

১০. মসলিন কাপড় কোন অঞ্চলের?
ক. ঢাকা খ. নারায়ণগঞ্জ গ. আসাম ঘ. উড়িষ্যা

১১. 'চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড' উক্তিটিতে কোন বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে?
ক. দেশের অগ্রগতি খ. কৃষকনির্ভরতা গ. সামাজিক সমৃদ্ধি ঘ. সমাজ স্বীকৃতি

১২. বিলাসিতার সঙ্গে সঙ্গে আর কী নামক ভূত চাষা সমাজের মাথায় চেপেছে?
ক. সভ্যতা খ. আরামপ্রিয়তা গ. অনুকরণপ্রিয়তা ঘ. অহংকার

১৩. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে আমাদের কী রাখবার স্থান নেই?
ক.ধন খ. গৌরব গ. স্বাধীনতা ঘ. ঐশ্বর্য

১৪. এন্ডি বলতে কোন ধরনের জিনিসকে বোঝায়?
ক. পাটের তৈরি মোটা কাপড় খ. মোটা রেশমি কাপড়
গ. সুতি মোটা কাপড় ঘ. মোটা পশমি কাপড়

১৫. পল্লিবাসিনীরা এখন আর কষ্ট করে ক্ষার প্রস্তুত করে না কেন?
ক. সুলভে সোডা পাওয়া যায় খ. সস্তায় সাবান পাওয়া যায়
গ. ক্ষার দিয়ে কাপড় ভালো পরিষ্কার হয় ঘ. ক্ষার প্রস্তুত করতে অনেক সময় লাগে

১৬. 'বায়োস্কোপ' শব্দের অর্থ কী?
ক. চলচ্চিত্র খ. বাক্সবন্দি গ. আকাশ ঘ. বেলুন

১৭. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে কোন মহাদেশের উল্লেখ আছে?
ক. আমেরিকা খ. আফ্রিকা গ. ইউরোপ ঘ. অস্ট্রেলিয়া

১৮. পল্লিবাসিনীদের দরিদ্রের মূল কারণ-
ক. বিলাসিতা খ. কর্মবিমুখতা গ. বস্ত্রের অভাব ঘ. আধুনিকতা

১৯. চাষাদেরকে সমাজের কী বলা হয়?
ক. মেরুদণ্ড খ. অস্থি গ. কাশেরুকা ঘ. অঙ্গলি

২০. কৃষকরমণীরা আর চরকা নিয়ে ঘর্ঘর করে না কেন?
ক. কাপড় তৈরি করা পরিশ্রমের কাজ বলে খ. সুতার দাম বেড়ে গিয়েছে বলে
গ. কাপড় তৈরির আধুনিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে বলে
ঘ. সুলভ মূল্যে রঙিন মিহি কাপড় পাওয়া যায় বলে

২১. কী কারণে পল্লিবাসিনীগণ বর্ণহীন এন্ডি কাপড় ব্যবহার করে না?
ক. বিচিত্র বর্ণের সুতি কাপড় পাওয়া যায় বলে খ. তৈরি করা কষ্টসাধ্য বলে
গ. বিচিত্র বর্ণের জুট ফ্লানেল পাওয়া যায় বলে ঘ. সস্তা বলে

২২. উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাচের তৈরি চুড়িকে বলা হয়-
ক. বালা খ. রেশমি চুড়ি গ. বেলোয়ারের চুড়ি ঘ. কাঁকন

২৩. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধ অনুসারে কীভাবে ভারতবাসী ধীরে ধীরে সভ্য থেকে সভ্যতর হয়েছে?
ক. জ্ঞানলাভের মাধ্যমে খ. যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে
গ. শিক্ষা ও সম্পদ লাভের মাধ্যমে ঘ. কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে

০১.ঘ	০২.ক	০৩.খ	০৪.ক	০৫.গ	০৬.ঘ	০৭.ঘ	০৮.ক	০৯.ঘ	১০.ক	১১.খ	১২.গ
১৩.ঘ	১৪.খ	১৫.ক	১৬.ক	১৭.গ	১৮.ক	১৯.ক	২০.ঘ	২১.গ	২২.গ	২৩.গ	

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICA

২৪. কোন প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের বাড়াবাড়ি দেখা যায়?
ক. আধুনিক প্রক্রিয়ায় খ. সনাতন প্রক্রিয়ায় গ. বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ঘ. অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া

২৫. রোকেয়ার জীবন সংগ্রামের সঙ্গে মিল রয়েছে-
ক. সুফিয়া কামালের খ. সুলতানা কামালের গ. তসলিমা নাসরিনের ঘ. জাহানারা ইমামের

২৬. রোকেয়ার মতে কেবল কোন অঞ্চলটুকু গোটা ভারতবর্ষ নয়?
ক. রংপুর খ. গুজরাট গ. পাঞ্জাব ঘ. কলিকাতা

২৭. কতিপয় সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের কী নহে?
ক. জমিদার খ. অধিবাসী গ. জমিদার ঘ. মালিক

২৮. 'কৌপীন' শব্দের অর্থ কী?
ক. চীরবসন খ. কাফন গ. কাপড় ঘ. প্যান্ট

২৯. লেখিকা 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে আগে সমাজের ভালোর দিকটা দেখিয়েছেন কেন?
ক. চাষাদের উন্নতির চিত্র তুলে ধরার জন্য খ. আমাদের মন্দের দিক উপস্থাপনের জন্য
গ. ভারতবাসী কতটা সভ্য তা দেখার জন্য
ঘ. মন্দ দিক আগে দেখালে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে এ জন্য

৩০. 'এসব কি সভ্যতার নিদর্শন নহে?' কোনটি সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে?
ক. গ্রাম্য জীবন খ. শহুরে জীবন গ. ধনীর জীবন ঘ. দরিদ্রের জীবন

৩১. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধ অনুসারে কারা নবাবি হালে থাকত?
ক. শ্রমিকরা খ. জুট মিলের কর্মকর্তারা গ. জুট মিলের কর্মচারীরা ঘ. মধ্যস্বত্বভোগীরা

৩২. এখন চাষাদের পেটে ভাত না থাকার কারণ হিসেবে লেখিকা কোনটিকে দেখিয়েছেন?
ক. দেশ উন্নত হয়েছে খ. চাষারা আধুনিক হয়েছে
গ. চাষারা ভদ্র হয়েছে ঘ. চাষারা সভ্য হয়েছে

৩৩. 'আল্লাহতা'লা এতো অবিচার কী রূপে সহ্য করিতেছেন?' কোন অবস্থার কথা বলা হয়েছে?
ক. বাংলার চাষিদের দুরবস্থা দেখে খ. বাংলার মজুরদের দুরবস্থা দেখে
গ. ভারতবর্ষের চাষিদের দুরবস্থা দেখে ঘ. ভারতবর্ষের মজুর শ্রেণির দুরবস্থা দেখে

৩৪. লেখক কাকে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বলেছেন?
ক. রংপুরকে খ. বঙ্গভূমিকে গ. কলকাতাকে ঘ. বিহারকে

৩৫. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধ অনুসারে বঙ্গদেশের চাষা সম্পর্কে নিচের কোন উক্তিটি যুক্তিযুক্ত?
ক. তাদের জীবন বিপর্যস্ত খ. তাদের জীবন দুঃখময়
গ. তাদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় ঘ. তাদের জীবন অভাবমুক্ত

৩৬. 'ধান্য তার বসুন্ধরা যার' উক্তি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. যে ক্ষমতার অধিকারী সম্পদ তার খ. যে পরিশ্রম করে সম্পদ তার
গ. যার টাকা আছে সম্পদ তার ঘ. যে সম্মানের অধিকারী সম্পদ তার

৩৭. এদেশের চাষারা কোথায় পুড়ে মরে?
ক. কলকারখানায় খ. ক্ষেতে ক্ষেতে গ. হাটে হাটে ঘ. মাঠে মাঠে

৩৮. কে, কেবল হাল বহন করে?
ক. বর্গাদার খ. প্রজা গ. মজুর ঘ. চাষা

৩৯. চাষারা কেবল কী উৎপাদন করে বলে লেখিকা উল্লেখ করেছেন?
ক. পাট খ. ধান গ. গম ঘ. ডাল

৪০. চাষার ঘরে 'মরাই ভরা ধান ছিল' এ কথার মধ্য দিয়ে কোনটি বোঝানো হয়েছে?
ক. চাষিদের প্রভাব খ. চাষিদের সচ্ছলতা
গ. চাষিদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘ. চাষিদের ধনবৃদ্ধি

৪১. পূর্বে ওসব ছিল, এখন নাই– কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে?
ক. বাংলার সমৃদ্ধি খ. প্রজাদের সচ্ছলতা
গ. চাষাদের সচ্ছলতা ঘ. জমিদার ও প্রজার সুসম্পর্ক

৪২. 'আরে এখন যে আমরা সভ্য হইয়াছি।' আলোচ্য বাক্যে লেখিকার কোন মনোভঙ্গি লক্ষণীয়?
ক. ব্যঙ্গ খ. গৌরব গ. দুঃখ ঘ. আনন্দ

৪৩. '৫০ বছর পূর্বেও চাষার অবস্থা কি ভালো ছিল?' লেখকের এ কথা কী প্রমাণ করে?
ক. বাংলার চাষার অবস্থা চিরকালই ভালো
খ. বাংলার চাষার জীবনে অভাব কোনোকালেই ছিল না
গ. বাংলার চাষারা চিরকালই দরিদ্র ঘ. বাংলার চাষারা একসময় অভাবগ্রস্ত ছিল

৪৪. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বাল্যকালে টাকায় কত সের সরিষার তেল পাওয়া যেত বলে শুনেছেন?
ক. ছয় খ. সাত গ. আট ঘ. নয়

৪৫. পখাল ভাতের সাথে লবণও জুটাতে পারত না কোন গ্রামের লোকেরা?
ক. সোনাতলা খ. উজানতলি গ. সাত ভায়া ঘ. পাড়াতলি

৪৬. কার মাথায় প্রায় আধ পোয়াটাক তেল লাগত?
ক. করিমনের খ. হালিমনের গ. জমিরনের ঘ. ছমিরনের

৪৭. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে পখাল ভাতের সাথে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন কী ছিল?
ক. আলু ভর্তা খ. চিংড়ি মাছ গ. খেসারির ডাল ঘ. শুটকি মাছ

৪৮. জমিরনকে মাথা ঘষতে কোথায় নিয়ে যাওয়া হতো?
ক. রাজবাড়ি খ. জমিদারবাড়ি গ. ধোপাবাড়ি ঘ. নাপিতবাড়ি

৪৯. 'চাষার দুক্ষু' রচনাটি কোথা থেকে চয়ন করা হয়েছে?
ক. অবরোধবাসিনী খ. রোকেয়া রচনাবলি গ. সুলতানার স্বপ্ন ঘ. মতিচূর

৫০. জমিরনের মাথায় তেল দেওয়ার জন্য তাকে রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়া কোনটি প্রমাণ করে?
ক. রাজার মহত্ত্ব খ. কৃষকের দারিদ্র্য গ. রাজার শৃঙ্খলা ঘ. কৃষকের ক্ষুদ্রতা

৫১. বেগম রোকেয়ার লেখালেখির জগৎ উৎসর্গীকৃত হয়েছে কিসের জন্য?
ক. নারী-সমাজের মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য খ. সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য
গ. কৃষকের মুক্তির জন্য ঘ. শোষিতদের মুক্তির জন্য

৫২. কণিকা রাজ্যের কৃষকরা কিসের সাথে লবণ ছাড়া অন্য কোনো উপকরণ সংগ্রহ করতে পারত না?
ক. গরম ভাত খ. পান্তা ভাত গ. খিচুরি ঘ. শীতের পিঠা

৫৩. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কাদের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনা করেছেন?
ক. ললনাদের খ. চাষিদের গ. শোষিতদের ঘ. জেলেদের

৫৪. 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড।' এই সর্বজনীন কথার বিপরীতে অন্য একটি তথ্য পাই কোন লেখায়?
ক. আহ্বান খ. চাষার দুক্ষু গ. বিড়াল ঘ. অপরিচিতা

৫৫. কাদের পাছায় ত্যানা জোটে না বলে 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে আক্ষেপ করা হয়েছে?
ক. চালকলের শ্রমিকদের খ. পাট উৎপাদক কৃষকদের
গ. পোশাক শ্রমিকদের ঘ. সুদখোর মহাজনদের

৫৬. সমুদ্র জলে কারা চাউল ধুয়ে খেত?
ক.আসামের লোকেরা খ.সাত ভায়ার লোকেরা গ.পতেঙ্গার লোকেরা ঘ.কুয়াকাটার লোকে

৫৭. 'বিচালি' বলতে বোঝায়-
ক. ধানের চারা খ. গ্রাম্য খাবার গ. পোয়াল খড় ঘ. শুটকি মাছ

৫৮. কোন জেলার কৃষকরা শুধু নানা ধরনের সবজি সিদ্ধ করে খেত?
ক. দিনাজপুর খ. রংপুর গ. নোয়াখালী ঘ. পাবনা

৫৯. রংপুর জেলার কৃষকরা শুধু সবজি করে খেত কেন?
ক. ভাতের অভাবে খ. ভাত ভালো লাগত না বলে
গ. চাল পাওয়া যেত না বলে ঘ. প্রচুর পরিমাণে সবজি উৎপাদিত হতো বলে

৬০. শতাধিক বছর পূর্বে চাষা অন্ন-বস্ত্রের কাঙাল ছিল না কেন?
ক. স্বনির্ভর ছিল খ. নিজের জমি ছিল গ. বস্ত্রের প্রাচুর্য ছিল ঘ. পরিশ্রমী ছিল

৬১. রংপুর জেলার কোনো কোনো গ্রামের লোকেরা টাকায় ২৫ সের চাউল পাওয় সময়টাতে কীভাবে থাকতেন?
ক. পেট ভরে খেয়ে খ. অর্ধাহারে গ. পেট ভরে না খেয়ে ঘ. অনাহারে

৬২. এ কঠোর মহীতে কে শুধু সহিতে এসেছে?
ক. কুলি খ. চাষা গ. শ্রমিক ঘ. মজুর

৬৩. শতাধিক বছর পূর্বে বাড়ির সকলের জন্য কাপড় প্রস্তুত করত কে?
ক. তাঁতি খ. দর্জি গ. কৃষক রমণী ঘ. বাড়ির বৃদ্ধা র

৬৪. শতাধিক বছর আগে কৃষকদের বস্ত্রের অভাব ছিল না কেন?
ক. বিদেশি কাপড়ের প্রচলন ছিল খ. প্রচুর সুতা উৎপাদিত হতো
গ. ঘরেই কাপড় তৈরি হতো ঘ. অনেকেই কাপড় তৈরির পেশায় ছিল

৬৫. রংপুর ও আসাম জেলায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেশমকে কী বলা হতো-
ক. ঘুড্ডি খ. বাড্ডি গ. এন্ডি ঘ. রেন্ডি

৬৬. এন্ডি রেশমের গুটি থেকে সুতা কাটা ছিল কেমন?
ক. অতি সহজ খ. অনেক কঠিন গ. খুবই জটিল ঘ. অনেক সময়সাপে

৬৭. তদ্দেশবাসিনী রমণীদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল কোন শিল্পটি?
ক. পাটশিল্প খ. চামড়াশিল্প গ. রেশমশিল্প ঘ. বস্ত্রশিল্প

৬৮. রংপুর ও আসামের রমণীরা এক সময় কোন কাজে ব্যস্ত থাকত?
ক. জাল বোনার কাজে খ. মাটির জিনিস তৈরির কাজে গ. রেশম সুতা কাটায় ঘ. মাঠের কা

৬৯. সেকালে রমণীরা হেসে খেলে কী করত?
ক. অন্নের চাহিদা পূরণ করত খ. রান্নার চাহিদা পূরণ করত
গ. বস্ত্রের চাহিদা পূরণ করত ঘ. কাঁথার চাহিদা পূরণ করত

৭০. ফ্লানেল অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ছিল-
ক. সুতি কাপড় খ. এন্ডি কাপড় গ. পশমি কাপড় ঘ. তাঁতের কাপ

৭১. ফ্লানেল ও এন্ডি কাপড়ের মূল পার্থক্য-
ক. স্থায়িত্বে খ. প্রকৃতিতে গ. রঙে ঘ. গঠন বৈশিষ্ট্যে

৭২. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে উল্লিখিত শতাধিক বছর পূর্বে বস্ত্রের সমস্যা না থাকার কারণ কোন
ক. অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া খ. অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হওয়া
গ. সুতা অত্যন্ত সহজলভ্য ছিল ঘ. মানুষের অভাব সীমাহীন ছিল না

৭৩. চাষারা এক সময় কিসের কাঙাল ছিল না?
ক. ভাতের খ. অন্ন-বস্ত্রের গ. ইজ্জতের ঘ. সম্মানের

২৪.গ	২৫.ক	২৬.ঘ	২৭.খ	২৮.ক	২৯.ঘ	৩০.খ	৩১.গ	৩২.ঘ	[illegible]
৩৪.খ	৩৫.খ	৩৬.ক	৩৭.খ	৩৮.ঘ	৩৯.ক	৪০.খ	৪১.গ	৪২.ক	[illegible]
৪৪.গ	৪৫.গ	৪৬.গ	৪৭.ঘ	৪৮.ক	৪৯.খ	৫০.খ	৫১.ক	৫২.খ	[illegible]
৫৪.খ	৫৫.খ	৫৬.খ	৫৭.গ	৫৮.খ	৫৯.ক	৬০.ক	৬১.গ	৬২.খ	[illegible]
৬৪.গ	৬৫.গ	৬৬.ক	৬৭.গ	৬৮.গ	৬৯.গ	৭০.খ	৭১.ক	৭২.খ	[illegible]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

SELF TEST

০১. বিলাসিতা কোথায় প্রবেশ করে পল্লির মানুষদের বিষে জর্জরিত করে তুলছে?
ক. সর্বাঙ্গে খ. মস্তিষ্কে
গ. হৃৎপিণ্ডে ঘ. শিরায়

০২. ধান ও পাটের জন্য কোন অঞ্চল বিখ্যাত?
ক. ফরিদপুর খ. রংপুর
গ. বরিশাল ঘ. যশোর

০৩. লর্ড কারমাইকেল যে রুমালটার জন্মস্থান অনুসন্ধান করেছিলেন, সেটির জন্মস্থান কোথায়?
ক. সাত ভায়া খ. আসাম
গ. পূর্ণিয়া ঘ. মুর্শিদাবাদ

০৪. বিরূপ সমালোচনা ও নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার মুখে কে কখনোই নারী শিক্ষার লক্ষ্য থেকে সরে আসেননি?
ক. সুফিয়া কামাল খ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
গ. সেলিনা হোসেন ঘ. রাজিয়া খান

০৫. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কোন কোন ভাষা ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন?
ক. বাংলা ও ফারসি খ. হিন্দি ও বাংলা গ. জার্মান ও ইংরেজি ঘ. বাংলা ও ইংরেজি

০৬. কত সালে রোকেয়া ও সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের বিবাহ সম্পন্ন হয়?
ক. ১৮৯৪ খ. ১৮৯৫
গ. ১৮৯৭ ঘ. ১৮৯৮

০৭. 'এন্ডি' বলতে বোঝায়-
ক. এক প্রকার কাপড় খ. এক প্রকার তুলা
গ. এক প্রকার সুতা ঘ. এক প্রকার রেশম

০৮. এখন আমাদের কী রাখার স্থান নেই?
ক. সভ্যতা ও ঐশ্বর্য খ. গৌরব ও জৌলুস
গ. শিক্ষা ও সম্পত্তি ঘ. সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য

০৯. 'সাত ভায়া' কী?
ক. সমুদ্রতীরবর্তী জনপদ খ. সমুদ্রতীরবর্তী গ্রাম
গ. কণিকা রাজ্যের গ্রাম ঘ. উড়িষ্যা অঞ্চলের জনপদ

১০. রংপুর জেলার লোকেরা শীতকালে কিসের শয্যায় শয়ন করত?
ক. বিচালি খ. পুরনো ছন
গ. তাল পাতা ঘ. খেজুর পাতা

১১. 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে বঙ্গের অঙ্গীভূত কোন দুই অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে?
ক. রংপুর ও বিহার খ. উড়িষ্যা ও রংপুর
গ. বিহার ও উড়িষ্যা ঘ. লালমনিরহাট ও বিহার

১২. সভ্যতার কোন দুটি ভূত আমাদের স্কন্ধে চেপে আছে?
ক. বিলাসিতা ও ঐতিহ্য খ. বিলাসিতা ও অনুকরণপ্রিয়তা
গ. ঐতিহ্য ও অনুকরণগ্রিয়তা ঘ. ঐতিহ্য ও আভিজাত্য

১৩. চাষার দারিদ্র্যের সাথে অতি অল্প কিসের সম্পর্ক রয়েছে?
ক. ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের খ. বিদেশি পণ্য আমদানির
গ. আসাম সিল্কের ঘ. বিলাসিতার

১৪. কয়খানি এন্ডি চাদর থাকলে লেপ, কম্বল, কাঁথা-কিছুই প্রয়োজন হয় না।
ক. ৩/৪ খ. ৪/৫
গ. ৪ ঘ. ৫

১৫. সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কী ক্রমশ বিলুপ্ত হয়েছে?
ক. এন্ডি কাপড় খ. কৃষিকাজ
গ. দেশি রেশমি রুমাল ঘ. দেশি শিল্পসমূহ

১৬. লর্ড কারমাইকেল কে ছিলেন?
ক. উড়িষ্যার গভর্নর খ. বঙ্গের গভর্নর
গ. বিহারের গভর্নর ঘ. কণিকা রাজ্যের গভর্নর

১৭. 'বিলাসিতা শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিষে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে।' এর মূল কারণ কী?
ক. ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব খ. দ্রব্যের সহজলভ্যতা
গ. ব্রিটিশ শাসন ঘ. শ্রমবিমুখতা

১৮. 'একটি চাউল পরীক্ষা করিলেই হাঁড়িভরা ভাতের অবস্থা জানা যায়।' এখানে 'হাঁড়িভরা ভাত' বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন?
ক. সর্বভারতীয় অবস্থা খ. ভাতে পরিপূর্ণ হাড়ি
গ. ইউরোপীয়দের আচরণ ঘ. সভ্যদের জীবনাবস্থা

১৯. 'না, কবির কল্পনা নহে, কাব্য উপন্যাসও নহে, সত্য কথা।' উক্তিটি কোন রচনার অন্তর্ভুক্ত?
ক. নেকলেস খ. চাষার দুক্ষু
গ. অপরিচিতা ঘ. মাসি-পিসি

২০. সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামের লোকেরা সমুদ্রজলে চাল ধুয়ে ভাত রাঁধত কেন?
ক. জলের অভাবে খ. লবণের চাহিদা মেটানোর জন্য
গ. আয়োডিনের অভাব পূরণের জন্য ঘ. লবণ-পানির ভাত সুস্বাদু

২১. 'চাষার বৌ-ঝির যাতায়াতের জন্য সওয়ারি চাই; ধান ভানিবার জন্য ভারানি চাই।' কোন প্রসঙ্গে লেখক এ কথাটি বলেছেন?
ক. শ্রমবিমুখতা খ. অনুকরণপ্রিয়তা
গ. বিলাসিতা ঘ. সভ্যতার প্রতীক

২২. 'পাছায় জোটে না ত্যানা।' প্রবাদ বাক্যটি প্রাবন্ধিক ব্যবহার করেছেন-
ক. শ্রমিক শ্রেণির করুণ অবস্থা বোঝাতে
খ. মালিক শ্রেণির শোচনীয় অবস্থা বোঝাতে
গ. কৃষক শ্রেণির মানবেতর জীবন বোঝাতে
ঘ. কর্মচারী শ্রেণির অভাববোধ বোঝাতে

২৩. চরকা ও এন্ডি সুতার প্রচলন বহুল পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয় কেন?
ক. সহজলভ্যতার জন্য খ. রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য
গ. ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ঘ. ইউরোপীয় বাজার দখলের জন্য

২৪. পুরুষেরা কৌপীন ধারণ করত কেন?
ক. হালকা বলে খ. কাপড়ের অভাবে
গ. এটাই তাদের পোশাক বলে ঘ. সহজলভ্য বলে

২৫. রংপুর জেলার কোনো কোনো গ্রামের লোকেরা শীতকালে দিবাভাগে মাঠে কী করত?
ক. কারখানায় কাজ করত খ. ফসল ফলাত
গ. রৌদ্র যাপন করত ঘ. পশু চড়াত

২৬. কৃষকরা শীতকালে দিবাভাগে মাঠে মাঠে রৌদ্র যাপন করত কেন?
ক. শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খ. শীতের কাপড়ের অভাবে
গ. তীব্র শীত ছিল বলে ঘ. এটাই ঐ অঞ্চলের রীতি

২৭. রংপুর জেলার কোনো কোনো গ্রামের লোকেরা শীতকালে রাতের বেলা কী জ্বেলে আগুন পোহাত?
ক. আখের ছোবরা খ. পাটখড়ি
গ. শুকনো খড় ঘ. শুকনো গোবর

২৮. কৃষকরমণী চরকায় কী কাটত?
ক. তুলা খ. জামা
গ. শাড়ি ঘ. সুতা

২৯. বাংলার কৃষকদের যে সমৃদ্ধির কথা মুখে মুখে প্রচলিত প্রাবন্ধিক সেটিকে মনে করছেন-
ক. পঞ্চান্ন বছর আগের অবস্থা খ. শতাধিক বছর আগের অবস্থা
গ. তিন শতাধিক বছর আগের অবস্থা ঘ. সাড়ে তিন শতাধিক বছর আগের অবস্থা

৩০. রংপুর জেলার কোনো কোনো গ্রামের লোকেরা স্ত্রীলোকদের জন্য কত হাত লম্বা কাপড় সংগ্রহ করত?
ক. ৫ কিংবা ৬ হাত খ. ৮ কিংবা ৯ হাত
গ. ৯ কিংবা ১০ হাত ঘ. ১০ কিংবা ১১ হাত

OMR

৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ
২৪. ক খ গ ঘ	২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ
২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ
১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ
১২. ক খ গ ঘ	১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ

Correct Answer

৩০.খ	২৯.খ	২৮.ঘ	২৭.খ	২৬.খ	২৫.গ	২৪.খ	২৩.গ	২২.গ	২১.খ
২০.খ	১৯.খ	১৮.ক	১৭.ঘ	১৬.খ	১৫.ঘ	১৪.খ	১৩.ক	১২.খ	১১.গ
১০.ক	০৯.খ	০৮.ক	০৭.ঘ	০৬.ঘ	০৫.ঘ	০৪.খ	০৩.ঘ	০২.খ	০১.ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আহ্বান
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

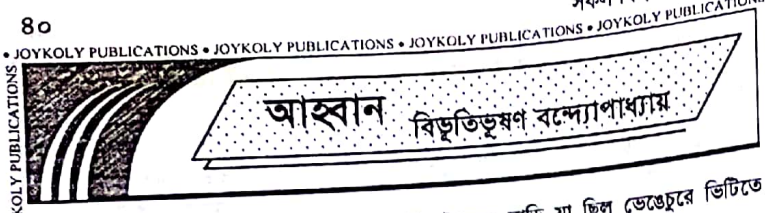

দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই। পৈতৃক বাড়ি যা ছিল ভেঙেচুরে ভিটিতে জঙ্গল গজিয়েছে। এ অবস্থায় একদিন গিয়েছি দেশে কিসের একটা ছুটিতে।

গ্রামের চক্কোত্তি মশায় আমার বাবার পুরাতন বন্ধু। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন-কতকাল পরে বাবা মনে পড়ল দেশের কথা? প্রণাম করে পায়ের ধুলা নিলাম। বললেন-এসো, এসো, বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও। বাড়িঘর করবে না?

– আজ্ঞে সামান্য মাইনে পাই-

– তাতে কী? গ্রামের ছেলে গ্রামে বাস করবে, এতে আর সামান্য মাইনে বেশি মাইনে কী? আমি খড় বাঁশ দিচ্ছি, চালাঘর তুলে ফেল, মাঝে মাঝে যাতায়াত করো।

আরও অনেকে এসে ধরল, অন্তত খড়ের ঘর ওঠাতে হবে। অনেক দিন পরে গ্রামে এসে লাগছে ভালোই। বড় আমবাগানের মধ্য দিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছি, আমগাছের ছায়ায় একটি বৃদ্ধার চেহারা, ডান হাতে নড়ি ঠক্‌ঠক করতে করতে- বোধহয় বাজারের দিকে চলেছে।

বুড়িকে দেখেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে?

– বাজারে বাবা।

বুড়ি আমায় ভালো না দেখতে পেয়ে কিংবা না চিনতে পেরে ডান হাত উঁচিয়ে তালু আড়ভাবে চোখের ওপর ধরল। বলল, কে বাবা তুমি? চেনলাম না তো?

– চিনবে না। আমি অনেক দিন গাঁয়ে আসি নি।

– তা হবে বাবা। আমি আগে তো এপাড়া-ওপাড়া যাতাম আসতাম না। তিনি থাকতি অভাব ছিল না কোনো জিনিসের। গোলাপোরা ধান, গোয়ালপোরা গরু।

– তোমাকে তো চিনতে পারলাম না, বুড়ি?

– আমার তো তেনার নাম করতেন নেই বাবা। করাতের কাজ করতেন।

বললাম, তোমার ছেলে আছে?

– কেউ নেই বাবা, কেউ নেই। এক নাত-জামাই আছে তো সে মোরে ভাত দেয় না। আমার বড্ড কষ্ট। ভাত জোটে না সবদিন।

বুড়িকে পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে দিলাম।

–ব্যাপারটা এখানেই চুকে যাবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা চুকল না।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেছি, এমন সময় সেই বুড়ি লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে হাজির উঠোনে। থাকি এক জ্ঞাতি খুড়োর বাড়ি। তিনি বললেন, ও হলো জমির করাতির স্ত্রী। অনেকদিন আগে মরে গিয়েছে জমির।

বুড়ি উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকল, ও বাবা।

বোধহয় চোখে একটু কম দেখে।

বললাম, এই যে আমি এখানে।

আমার খুড়োমশায় বুড়িকে বুঝিয়ে দিলেন আমি কে। সে উঠোনের কাঁঠালতলায় বসে আপন মনে খুব খানিকটা বকে গেল।

পরদিন কলকাতা চলে গেলাম, ছুটি ফুরিয়ে গেল।

কয়েক মাস পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের ছুটিতে আমার নতুন তৈরি খড়ের ঘরখানাতে এসে উঠলাম। কলকাতাতে কর্মব্যস্ত এই ক'মাসের মধ্যে বুড়িকে একবারও মনে পড়েনি বা এখানে এসেও মনে হঠাৎ হয়ত হতো না, যদি সে তার পরের দিনই সকালে আমার ঘরের নিচু দাওয়ায় এসে না বসে পড়ত।

বললাম, কী বুড়ি, ভালো আছ?

ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্ত থেকে গোটাকতক আম খুলে আমার সামনে মাটিতে রেখে বলল, আমার কি মরণ আছে রে বাবা।

জিজ্ঞাসা করলাম, ও আম কীসের।

দন্তহীন মুখে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, অ গোপাল আমার, তোর জন্যি নিয়ো আলাম। গাছের আম বেশ কড়া মিষ্টি, খেয়ে দেখ এখন।

বড় ভালো লাগল। গ্রামে অনেকদিন থেকে আপনার জন কেউ নেই। একটা ঘনিষ্ঠ আদরের সম্বোধন করার লোকের দেখা পাই নি বাল্যকালে মা-পিসিমা মারা যাওয়ার পর থেকে।

বুড়ি বললে, যাও কোথায় হ্যাঁ বাবা?

– খুড়ো মশায়ের বাড়ি।

– বেশ যত্ন করে তো ওনারা?

– তা করে।

– দুধ পাচ্ছ ভালো?

– ঘুঁটি গোয়ালিনী দেয়, মন্দ না।

– ও বাবা, ওর দুধ! অর্ধেক জল- দুধ খেতি পাচ্চ না ভালো সে বুঝেচি।

পরদিন সকাল হয়েছে সবে, বুড়ি দেখি উঠোনে এসে ডাকছে, অ গোপাল। বিছানা ছেড়ে উঠে বললাম, আরে এত সকালে কী মনে করে। হাতে কী? বৃদ্ধা হাতের নড়ি আমার দাওয়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে বলল, এক ঘটি দুধ ... তোর জন্যি।

– সে কী! দুধ পেলে কোথায় এত সকালে?

আমায় মা বলে ডাকে ওই হাজরা ব্যাটার বউ। তারও কেউ নেই। মোর চালা... পাশে ওর চালাঘর। ওরে কাল রাত্তিরে বলে রেখে দিয়েছিলাম, বলি বউ আমার, গো... খেতি পায় না। তাই আজ ভোরে উঠে দেখি আমারে ডাকচে, মা ওঠো, তোমার গো... জন্যি দুধ নিয়ে যাও।

– আচ্ছা কেন বলতো তোমার এসব! এ রকম আর কখনও এনো না। কত পয়সা ... হবে বল। কতটা দুধ? বুড়ি একটু ঘাবড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বলে, কেন বাবা, পয়সা কেন...

– পয়সা না তো তুমি দুধ পাবে কোথায়?

– ওই যে, বললাম বাবা, আমার মেয়ের বাড়ি থেকে।

– তা হোক, তুমি পয়সা নিয়ে যাও। সেও তো গরিব লোক।

বুড়ি পয়সা নিয়ে চলে গেল বটে কিন্তু সে যে দমে গিয়েছে তার কথাবার্তায় ... বুঝতে পারলাম। মনে একটু কষ্ট হলো বুড়ি চলে গেলে। পয়সা দিতে যাওয়া ঠিক হয়নি... বুড়ির কী রকম হয়ত মন পড়ে গিয়েছে আমার ওপর, স্নেহের দান- এমন করা ঠিক হয়নি... কিন্তু এ অবহেলা গায়ে মাখল না আদৌ। প্রতিদিন সকাল হতে না হতেই সে এসে জুটত...

– অ গোপাল, এই দুটি কচি শসার জালি মোর গাছের, এই ন্যাও। নুন দিয়ে খা... মোর সামনে?

– বুড়ি তোমার চলে কীসে?

– ওই যারে মেয়ে বলি, ও বড্ড ভালো। লোকের ধান ভানে, তাই চাল পায়... দুটো না দিয়ে খায় না।

– একা থাক?

– তা একদিন মোর ঘরখানা না হয় দেখতি গেলে, অ মোর গোপাল! আমি নতুন... পাতার চেটাই বুনে রেখে দিয়েছিলাম তোমারে বসতি দেবার জন্যি।

সেবার বুড়ির বাড়িতে আমার যাওয়া ঘটে উঠল না। নানাদিকে ব্যস্ত থাকি... দিন পরে গ্রামে এসেছি তো! যে কদিন গ্রামে থাকি বুড়ি রোজ সকালে আসতে... কিছু না কিছু আনবেই। কখনো পাকা আম, কখনো পাতি লেবু, কখনো বা এক... কি এক-ফালি কুমড়ো।

পুনরায় গ্রামে এলাম পাঁচ-ছয় মাস পরে, আশ্বিন মাসের শেষে। কয়েকদিন ... বসে আছি, বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে কে যেন জিজ্ঞাসা করলে; বাবু ঘরে ...

বাইরে এসে দেখি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে যাকে বুড়ির সঙ্গে দেখেছিলাম সেই ... স্ত্রীলোকটি। আমায় দেখে সলজ্জভাবে মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দেবার ... সে বললে, বাবু কবে এসেছেন?

– দিন পাঁচ-ছয় হলো। কেন?

– আমার সেই মা পেটিয়ে দিলে, বলে দেখে এসো গিয়ে।

– কে?

– ওই সেই বুড়ি- এখানে যিনি আসত। তেনার বড্ড অসুখ। এবার বোধহয় ... গোপাল কবে আসবে, গোপাল কবে আসবে- অস্থির, আমারে রোজ শুধায়। ... আসুন গিয়ে, বড্ড খুশি হবে তাহলি।

বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার পথে দেখতে গেলাম বুড়িকে। বুড়ি শুয়ে ... মাদুরের ওপর, মাথায় মলিন বালিশ। আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই বুড়ি চোখ ... দিকে চাইল। পরে আমাকে চিনে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠবার চেষ্টা ... বললাম, উঠো না, ও কী?

বুড়ি আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, ভালো আছ অ মোর গোপাল... গোপালকে। বসতে দে।

– বসবার দরকার নেই, থাক।

– গোপালেরে ওই খাজুরের চটখানা পেতে দে।

পরে ঠিক যেন আপনার মা কি পিসিমার মতো অনুযোগের সুরে বলতে ... জন্যি খাজুরের চাটাইখানা কদ্দিন আগে বুনে রেখেলাম। ওখানা পুরনো হয়ে ... তুই একদিনও এলি না গোপাল। অসুখ হয়েছে তাও দেখতে এলি না।

বুড়ির দুচোখ বেয়ে জল বেয়ে পড়ছে গড়িয়ে। আমায় বলল, গোপাল ... আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আসবার সময় বুড়ির পাতানো মেয়েটির হাতে কিছু দিয়ে এলাম পথ্য ও ফলের জন্য। হয়ত আর বেশি দিন বাঁচবে না, এই অসুখ থেকে উঠবে না।

বুড়ি কিন্তু সে যাত্রা সেরে উঠল।

বছরখানেক আর গ্রামে যাইনি। বোধহয় দেড় বছরও হতে পারে। একবার শরতের ছুটির পর তখনও দুইদিন ছুটি হাতে আছে। গ্রামেই গেলাম এই দুইদিন কাটাতে। গ্রামে ঢুকতেই দেখা পরশু সর্দারের বউ দিগম্বরীর সঙ্গে। দিগম্বরী অবাক হয়ে বলে, ওমা আজই তুমি এলে? সে বুড়ি যে কাল রাতে মারা গিয়েছে। তোমার নাম করলো বড্ড। ওর সেই পাতানো মেয়ে আজ সকালে বলছেল।

আমি এসেছি শুনে বুড়ির নাতজামাই দেখা করতে এল। আমার মনে পড়ল বুড়ি বলেছিল সেই একদিন- আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস বাবা। ওর স্নেহাতুর আত্মা বহু দূর থেকে আমায় আহ্বান করে এনেছে। আমার মন হয়ত ওর ডাক এবার আর তাচ্ছিল্য করতে পারেনি।

কাপড় কেনবার টাকা দিলাম। নাতজামাই বলে গেল, মাটি দেওয়ার সময় একবার যাবেন বাবু। বেলা বারোটা আন্দাজ যাবেন।

শরতের কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা বনঝোপ ও মাকাল-লতা দোলানো একটা প্রাচীন তিত্তিরাজ গাছের তলায় বৃদ্ধাকে কবর দেওয়া হচ্ছে। আমি গিয়ে বসলাম। আবদুল, শুকুর মিয়া, নসর, আমাদের সঙ্গে পড়ত আবেদালি, তার ছেলে গনি। এরা সকলে গাছের ছায়ায় বসে।

প্রবীণ শুকুর মিয়া আমায় দেখে বলল, এই যে বাবা, এসো। বুড়ির মাটি দেওয়ার দিন তুমি কনে থেকে এলে, তুমি তো জানতে না? তোমায় যে বড্ড ভালোবাসত বুড়ি।

দু'জন জোয়ান ছেলে কবর খুঁড়ছে। কবর দেওয়ার পর সকলে এক এক কোদাল মাটি দিল কবরের উপর। শুকুর মিয়া বলল, দ্যাও বাবা – তুমি দ্যাও।

দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠত,– অ মোর গোপাল।

শব্দার্থ ও টীকা

চক্কোত্তী	'চক্রবর্তী উপাধির সংক্ষিপ্ত রূপ। পূজারী ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ।
নড়ি	লাঠি।
অন্ধের নড়ি	অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন।
গোলাপোরা	গোলাভরা।
গোয়ালপোরা	গোয়ালভরা।
করাতের কাজ	কাঠ চেরাই করার পেশা।
করাতি	করাত দিয়ে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করে যে।
দাওয়া	রোয়াক। বারান্দা।

লেখক পরিচিতি

নাম	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
জন্ম পরিচয়	**জন্ম :** ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ। মুরারিপুর গ্রাম (মামার বাড়িতে), চব্বিশ পরগনা। পৈতৃক নিবাস : ব্যারাকপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা। পিতা : মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা : মৃণালিনী দেবী।
শিক্ষাজীবন	**মাধ্যমিক** : ম্যাট্রিক (এন্ট্রান্স ১৯১৪), বনগ্রাম স্কুল। **উচ্চ মাধ্যমিক :** আই. এ. (১৯১৬), কলকাতা রিপন কলেজ। **উচ্চতর** : বি.এ.(ডিস্টিংশনসহ),১৯১৮, কলকাতা রিপন কলেজ
কর্মজীবন/পেশা	**শিক্ষকতা** : হুগলি জেলার জাঙ্গীপাড়া স্কুল, সোনারপুর হরিনাভি স্কুল, কলকাতা খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুল, ব্যারাকপুরের নিকটবর্তী গোপালনগর স্কুল।
পুরস্কার	'ইছামতি' উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ।
জীবনাবসান	১ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ঘাটশিলায়।
সাহিত্যকর্ম	
উপন্যাস	পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিত (১৯৩১), আরণ্যক (১৯৩৮), ইছামতি, দৃষ্টি প্রদীপ, আদর্শ হিন্দু হোটেল, দেবযান, অশনি সংকেত।
ছোটগল্প	মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরিফুল, যাত্রাবদল, কিন্নর দল (১৯৩৮)।
আত্মজীবনী	তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বিভূতিভূষণের বাল্য ও কৈশোরকাল কেটেছে– অত্যন্ত দারিদ্র্যে।
- বিভূতিভূষণের গদ্য যে ধরনের– কাব্যময় ও চিত্রাত্মক।
- তাঁর সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে– বাংলার প্রকৃতি ও মানব জীবন।
- তিনি মানুষকে দেখেছেন– গভীর মমত্ববোধ ও নিবিড় ভালোবাসা দিয়ে।
- প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের অভিন্ন সম্পর্কের চিরায়ত তাৎপর্যে মহিমান্বিত বিভূতিভূষণের– কথাসাহিত্য।
- 'অপরাজিত' উপন্যাসের লেখক– বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- বিভূতিভূষণ ডিস্টিংশনসহ বিএ পাস করেন – ১৯১৮ সালে।
- 'অপরাজিত' উপন্যাসের লেখক কে?– বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- আঙ্গিকের দিক থেকে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' গ্রন্থের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে যে গ্রন্থের– আরণ্যক।

'আহ্বান' গল্প সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস :** 'আহ্বান' গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলি থেকে সংকলিত হয়েছে।
- **প্রথম লাইন–** দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই।
- **শেষ লাইন–** সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠত, – অ মোর গোপাল।
- **ভাষারীতি :** চলিতরীতি।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই।
- গ্রামের চক্কোত্তি মশায় আমার বাবার পুরাতন বন্ধু।
- আমার তো তেনার নাম করতেন নেই বাবা। করাতের কাজ করতেন।
- তিনি বললেন, ও হলো জমির করাতির স্ত্রী। অনেকদিন আগে মরে গিয়েছে জমির।
- সে উঠোনের কাঁঠালতলায় বসে আপন মনে খুব খানিকটা বকে গেল।
- কয়েক মাস পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের ছুটিতে আমার নতুন তৈরি খড়ের ঘরখানাতে এসে উঠলাম।
- গাছের আম বেশ কড়া মিষ্টি, খেয়ে দেখ এখন।
- ও বাবা, ওর দুধ! অর্ধেক জল-দুধ খেতি পাচ্চ না ভালো সে বুঝেচি।
- আমায় মা বলে ডাকে ওই হাজরা ব্যাটার বউ।
- অ গোপাল, এই দুটি কচি শসার জালি মোর গাছের, এই ন্যাও। নুন দিয়ে খাও দিকিন মোর সামনে?
- আমি নতুন খাজুর পাতার চেটাই বুনে রেখে দিয়েছিলাম তোমারে বসতি দেবার জন্যি।
- কখনো পাকা আম, কখনো পাতি লেবু, কখনো বা একছড়া কাঁচকলা কি এক-ফালি কুমড়ো।
- পুনরায় গ্রামে এলাম পাঁচ-ছয় মাস পরে, আশ্বিন মাসের শেষে।
- আমায় বলল, গোপাল, যদি মরি, আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস।
- আসবার সময় বুড়ির পাতানো মেয়েটির হাতে কিছু দিয়ে এলাম পথ্য ও ফলের জন্য।
- হয়ত আর বেশি দিন বাঁচবে না, এই অসুখ থেকে উঠবে না।
- বছরখানেক আর গ্রামে যাইনি। বোধহয় দেড় বছরও হতে পারে
- গ্রামে ঢুকতেই দেখা পরশু সর্দারের বউ দিগম্বরীর সঙ্গে। দিগম্বরী অবাক হয়ে বলে, ওমা আজই তুমি এলে? সে বুড়ি যে কাল রাতে মারা গিয়েছে।
- আমি এসেছি শুনে বুড়ির নাতজামাই দেখা করতে এল।
- কাপড় কিনবার টাকা দিলাম।
- শরতের কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা বনঝোপ ও মাকাল-লতা দোলানো একটা প্রাচীন তিত্তিরাজ গাছের তলায় বৃদ্ধাকে কবর দেওয়া হচ্ছে।
- আবদুল, শুকুর মিয়া, নসর, আমাদের সঙ্গে পড়ত আবেদালি, তার ছেলে গনি।
- দু'জন জোয়ান ছেলে কবর খুঁড়ছে।
- দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠত,– অ মোর গোপাল।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : লেখকের পৈতৃক বাড়ি যা ছিল ভেঙে চুরে ভিটিতে কী গজিয়েছে?– জঙ্গল।
প্র : লেখকের বাবার পুরাতন বন্ধু কে?– গ্রামের চক্কোত্তি মশায়।
প্র : লেখক প্রণাম করে কী করলেন?– পায়ের ধুলো নিলেন।
প্র : 'বললেন– এসো, এসো, বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও।' উক্তিটি কার?– চক্কোত্তি মশায়ের।
প্র : 'দীর্ঘজীবী হও' লেখককে একথা কে বললেন?– গ্রামের চক্কোত্তি মশায়।
প্র : অন্তত খড়ের ঘর উঠাতে কে অনুরোধ করল?– চক্কোত্তি মশায়সহ আরও অনেকে।
প্র : বুড়ির কে আছে?– নাতজামাই।
প্র : লেখক কোন মাসে তার খড়ের তৈরি নতুন ঘরে উঠলেন?– জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের ছুটিতে।
প্র : কোথায় যাওয়ার পথে বুড়ির সাথে লেখকের দেখা হয়?– বাজারে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

প্র : বুড়ি লেখকের জন্য সর্বপ্রথম কি এনেছিল?– আম।
প্র : বুড়ি লেখককে কী বলে ডাকত?– অ গোপাল।
প্র : বুড়ি লেখকের জন্য কার কাছ থেকে দুধ এনেছিল?– হাজরা ব্যাটার বউ।
প্র : বুড়ি লেখকের জন্য কয়টি শসার জালি এনেছিল?– দুইটি।
প্র : বুড়ি লেখককে কী দেখতে যেতে বলেছিল?– বুড়ির ঘর।
প্র : বুড়ি লেখকের জন্য কী বুনে রেখেছিল?– খাজুর পাতার চাটাই।
প্র : পুনরায় লেখক ক'মাস পর গ্রামে এল?– পাঁচ-ছয় মাস পরে।
প্র : পুনরায় লেখক কী মাসে এসেছিল?– আশ্বিন মাসের শেষে।
প্র : 'বসতে দে' এ কথাটি বুড়ি কয়বার বলল?– দুইবার।
প্র : লেখক পুনরায় কোন ছুটিতে বাড়ি আসেন?– শরতের ছুটিতে।
প্র : বুড়ির মৃত্যুর খবর লেখক কার কাছে শুনল?– দিগম্বরী।
প্র : লেখক এসেছে শুনে কে দেখা করতে এলো?– বুড়ির নাতজামাই।
প্র : আবেদালির ছেলের নাম কী?– গনি।
প্র : কে লেখককে মাটি দিতে বলল?– শুকুর মিয়া।
প্র : 'আহ্বান' গল্পটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?– বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলি।
প্র : 'আহ্বান' কোন ধরনের গল্প?– উদার মানবিক সম্পর্কের।
প্র : 'আহ্বান' গল্পে কয়জন জোয়ান ছেলে কবর খুঁড়েছিল?– দুই জন।
প্র : বুড়ি অনুরোধে আটখানা হয়ে গিয়েছিল কেন?– গোপালকে দেখে।
প্র : 'আহ্বান' গল্পের রচয়িতা কে?– বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্র : 'আহ্বান' গল্পে 'দেশে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?– গ্রামে।
প্র : লেখকের 'পৈতৃক বাড়ি' কী হয়েছিল?– ভেঙেচুরে গিয়েছিল।
প্র : লেখকের 'পৈতৃক বাড়ি' পরিত্যক্ত হয়েছিল বুঝতে কোন বাগবিধিটির প্রয়োগ ঘটেছে?– ভিটেতে জঙ্গল গজানো।
প্র : 'সামান্য মাইনে পাই' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?– বাড়ি-ঘর করার মতো যথেষ্ট বেতন লেখক পান না।
প্র : গ্রামে এসে লেখকের ভালো লাগার কারণ কী?– গ্রামের লোকদের আতিথেয়তা।
প্র : বুড়ি 'এপাড়া-ওপাড়া যাতাম আসতাম না' বলতে কী বুঝিয়েছে?– ভিক্ষা।
প্র : 'গোলাপোরা ধান, গোয়ালপোরা গরু' বলতে বাংলার কী ফুটে উঠেছে?– স্বনির্ভরতা।
প্র : লেখক কলকাতা চলে গেলেন কেন?– ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ায়।
প্র : লেখক একটি খড়ের ঘর তোলার জন্য কাকে কিছু টাকা দিলেন?– জ্ঞাতি খুড়োকে।
প্র : লেখকের কলকাতায় বুড়িকে একবারও মনে পড়েনি কেন?– কর্মব্যস্ততার কারণে।
প্র : আম দেখে লেখক কী জিজ্ঞেস করলেন?– ও আম কিসের।
প্র : লেখকের জন্য বুড়ির আম আনার ভিতরে কী ফুটে উঠেছে?– অপত্য স্নেহ।
প্র : লেখকের জন্য বুড়ির নতুন চাটাই তৈরি করার কারণ কী?– লেখক ব্রাহ্মণের ছেলে বলে।
প্র : 'আহ্বান' গল্পে 'পাড়ের আম' বলতে বোঝানো হয়েছে– গাছ থেকে পাড়া আম।
প্র : বুড়ির সম্বোধনে লেখকের বড় ভালো লাগার কারণ কী?– ঘনিষ্ঠ আদরের সম্বোধন।
প্র : 'গোপাল' সম্বোধনের প্রেক্ষিতে লেখক বুড়িকে কাদের সঙ্গে তুলনা করেন?– মা-পিসিমা।
প্র : গ্রামে লেখক কোথায় খানা খেতেন?– খুড়োমশায়ের বাড়ি।
প্র : লেখকের গলার স্বর একটু রুক্ষ হয়ে উঠেছিল কখন?– দুধের দাম জিজ্ঞাসাকালে।
প্র : লেখক বুড়িকে দু-আনা চার আনা প্রায়ই দিতেন, সেই সাথে একদিন বিশেষ কী একটা দিলেন?– কাপড়।
প্র : 'গোলাপোরা ধান'-এখানে 'পোরা' অর্থ কী?– ভরা।
প্র : 'অন্ধের নড়ি' বাগধারাটির অর্থ কী?– অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন।
প্র : 'আহ্বান' গল্পে উল্লিখিত ফলগাছের নাম– আম, কাঁঠাল, পাতি লেবু, কাচ কলা, মাকাল।
প্র : 'আমার কো তেনার নাম করতে নেই বাবা'– এখানে 'তেনার' বলতে কার কথা বোঝানো হয়েছে?– বুড়ির স্বামীর।
প্র : মৃত্যুর আগে বুড়ি লেখকের কাছে কী চেয়েছিল?– কাফনের কাপড়।
প্র : 'বাবু করে এসেছেন' কার উক্তি?– হাজরার ব্যাটার বউয়ের।
প্র : লেখকের মোট কতবার গ্রামের বাড়িতে আসার কথা গল্পে উল্লেখ রয়েছে?– চারবার।
প্র : হাজরা ব্যাটার বউ কীভাবে জীবনযাপন করে?– ধানভেনে চিঁড়ে কুটে।
প্র : বুড়ি কিসের উপর শুয়ে ছিল?– একটা মাদুরের ওপর।
প্র : বুড়ির মাথায় কী ছিল?– একটা তেলচিটে মলিন বালিশ।
প্র : কথক কাকে আমগাছের ছায়ায় দেখতে পেয়েছিল?– বৃদ্ধাকে।
প্র : 'আহ্বান' গল্পে লেখকের প্রতি বুড়ির অনুযোগকে কাদের অনুযোগের সাথে তুলনা করা হয়েছে?– মা-পিসিমা।
প্র : কোন গাছের তলায় বসে বুড়ি আপন মনে বকে গেল?– কাঁঠাল।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আহ্বান' গল্পের বৃদ্ধা মারা গেছেন কোন ঋতুতে? [ক ১৭-১৮]
ক. শীতকালে খ. বর্ষাকালে গ. শরৎকালে ঘ. বসন্তকালে

০২. 'আহ্বান' গল্পে গল্পকথক বুড়ির কাছ থেকে পেত- [গ ১৬-১৭]
ক. বেল, চাপাকলা, জাম, আমরা খ. লেবু, আম, কুমড়ো, কাঁচকলা
গ. আম, পেয়ারা, কাঁঠাল, কুমড়ো ঘ. কাঁচকলা, লেবু, আম, লাউ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. 'আহ্বান' ছোটগল্পে 'তিত্তিরাজ' কী? [B ১৭-১৮]
ক. খাদ্যদ্রব্য খ. আঞ্চলিক রাজা
গ. বকজাতীয় পাখি ঘ. একধরনের গাছ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৪. কোন উপন্যাসগুচ্ছ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের? [C ১৭-১৮]
ক. শেষের পরিচয়, শেষের কবিতা, শেষলেখা
খ. বামুনের মেয়ে, বিবর, অরণ্যের অধিকার
গ. আরণ্যক, পথের পাঁচালী, ইছামতী
ঘ. পূর্ব-পশ্চিম, সময় অসময়ের বৃত্তান্ত, চাপরাশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৫. 'আহ্বান' গল্পের মুখ্য বিষয়- [A ১৭-১৮]
ক. সহমর্মিতা খ. অসাম্প্রদায়িকতা
গ. সহযোগিতা ঘ. উদার মানবিক সম্পর্ক

০৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পেশায় ছিলেন– [A ১৭-১৮]
ক. কলেজের অধ্যাপক খ. স্কুল শিক্ষক
গ. ডাক্তার ঘ. পত্রিকা সম্পাদক

০৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' অবলম্বনে চলচ্চিত্র নি
করেছেন- [A ১৭-১৮; পাবিপ্রবি C ১৭-১৮]
ক. মৃণাল সেন খ. জহির রায়হান গ. সত্যজিৎ রায় ঘ. তারেক মাসুদ

০৮. বুড়ির কাফনের কাপড় নিতে এসেছিল কে? [রাবি B ১৭-১৮]
ক. হাজরা বেটার বউ খ. নাতি গ. নাতজামাই ঘ. গনি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৯. পাঠ্যসূচিভুক্ত 'আহ্বান' গল্পের বুড়ির স্বামীর নাম কী? [D ১৭-১৮; বেরোবি C ১৬-১
ক. জমির খ. আবদুল গ. শুকুর মিয়া ঘ. আকবর

১০. 'অপরাজিত' গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? [B ১৬-১৭]
ক. শিখা খ. প্রগতি গ. পরিচয় ঘ. সবুজপত্র

১১. 'আহ্বান' গল্পে কোন ভাববস্তু প্রতিফলিত হয়েছে? [E ১৬-১৭; মাভাবিপ্রবি ঘ ১৬-১
ক. রক্ষণশীলতা খ. ধর্মান্ধতা গ. সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ
ঘ. অপসংস্কৃতি ঙ. উদার মানবিকতা

১২. 'কতকাল পরে বাবা মনে পড়ল দেশের কথা।' 'আহ্বান' গল্পে এ উক্তি করেছিলেন? [B1 ১৬-১৭]
ক. খুড়ো মশায় খ. গল্পকথক
গ. চক্কোত্তি মশায় ঘ. শুকুর মিয়া

১৩. 'আহ্বান' গল্পে বৃদ্ধা পরদিন কথকের বাড়িতে হাজির হয়েছিল কেন? [D1 ১৬-১
ক. টাকা চাইতে খ. অভ্যাসবশত
গ. স্নেহবশত ঘ. অভাব জানাতে

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত যুগল উপন্যাস কোনটি? [AL ১৭-১৮]
ক. ইছামতি-দেবযান খ. দৃষ্টিপ্রদীপ-আরণ্যক
গ. চাঁদের পাহাড়-অশনি সংকেত ঘ. পথের পাঁচালী-অপরাজিত

০১.গ	০২.খ	০৩.ঘ	০৪.গ	০৫.ঘ	০৬.খ	০৭.গ
০৮.গ	০৯.ক	১০.খ	১১.ঙ	১২.গ	১৩.গ	১৪.ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

১৫. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়ন এখনও হয়নি? [AL১৭-১৮]
ক. পথের পাঁচালী খ. ইছামতি
গ. অপরাজিত ঘ. অশনি-সংকেত

১৬. 'আরণ্যক' উপন্যাসটি কার রচনা? [AP১৭-১৮]
ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. আনিসুল হক
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৭. 'প্রকৃতির হাতে বিবেকের এই নিগ্রহই মানুষের দুর্বলতার প্রধান পরিচয়।' বাক্যটি নিম্নের কোনটির অন্তর্ভুক্ত? [D১৭-১৮]
ক. ভুলের মূল্য খ. মহুয়া গ. মানব কল্যাণ ঘ. আহ্বান

১৮. 'আহ্বান' গল্পে বুড়ি লেখকের জন্য কী এনেছিলেন? [D১৭-১৮]
ক. কলা খ. আম গ. লিচু ঘ. কমলা

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১৯. 'আহ্বান' গল্পে কথকের সহপাঠী কে? [A ১৬-১৭; রাবি K ১৭-১৮]
ক. আবদুল খ. গনি গ. আবেদালি ঘ. নসর

২০. আজ্ঞে সামান্য মাইনে পাই- কথাটি কোন গল্পের অংশ? [A ১৬-১৭]
ক. মাসি-পিসি খ. আহ্বান গ. অপরিচিতা ঘ. নেকলেস

২১. আহ্বান' গল্পে পরশু সর্দারের বউ - এর নাম কোনটি? [A ১৬-১৭]
ক. কাদম্বরী খ. দিগম্বরী গ. ঊষা ঘ. মালিনী

২২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫০ সালের কত তারিখে মারা যান? [B ১৬-১৭]
ক. ১ সেপ্টেম্বর খ. ২ সেপ্টেম্বর
গ. ৩ সেপ্টেম্বর ঘ. ৪ সেপ্টেম্বর

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৩. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের লেখক কে? [B১৭-১৮]
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ঘ. শংকর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আহ্বান' গল্পে বর্ণিত চরিত্র বুড়িকে কে মা বলে ডাকত? [G১৭-১৮]
ক. ঘুঁটি গোয়ালিনী খ. হাজরা ব্যাটার বউ
গ. পরশু সর্দারের বউ ঘ. দিগম্বরী

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

২৫. 'আহ্বান' গল্পে 'দাওয়া' বলতে কী বুঝিয়েছেন? [H ১৭-১৮]
ক. বারান্দা খ. দালান গ. মেঝে ঘ. উঠান

২৬. বুড়ি কেন বারবার গোপালের কাছে যেতেন? [H ১৬-১৭]
ক. পয়সা পাওয়ার লোভে খ. স্নেহ-ভালবাসার টানে
গ. নিঃসঙ্গতা দূর করতে ঘ. অতিথি পরায়ণ বলে

২৭. 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের লেখক কে? [B ১৬-১৭; ববি G ১৬-১৭]
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৮. উদার মানবিকতার গল্প কোনটি? [C ১৬-১৭]
ক. আহ্বান খ. মাসি-পিসি
গ. চাষার দুক্ষু ঘ. অপরিচিতা

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

২৯. 'আহ্বান' গল্পে বৃদ্ধাকে কবর দেওয়া হয়– [মানবিক ১৭-১৮; ঢাবি খ ১৬-১৭]
ক. তিত্তিরাজ গাছের তলায় খ. শিমুল গাছের নিচে
গ. আমবাগানে ঘ. বাঁশঝাড়ের নিচে

৩০. 'রোয়াক' শব্দের অর্থ হলো– [মানবিক ১৭-১৮]
ক. চৌকাঠ খ. দাওয়া গ. দরজা ঘ. জানালা

১৫.খ	১৬.গ	১৭.ঘ	১৮.খ	১৯.গ	২০.খ	২১.খ	২২.ক
২৩.খ	২৪.খ	২৫.ক	২৬.খ	২৭.খ	২৮.ক	২৯.ক	৩০.খ

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. 'আহ্বান' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
ক. আওবান্ খ. আওভান
গ. আহ্ববান ঘ. অহ্ববান

০২. 'আহ্বান' গল্পে 'গোলাপোরা ধান, গোয়ালপোরা গরু' বলতে কোন সময়ের কথা বোঝানো হয়েছে?
ক. প্রাচীন আমলের কথা খ. নবাবি আমলের কথা
গ. জমির করাতি জীবিত থাকা সময়ের কথা ঘ. শায়েস্তা খাঁর আমলের কথা

০৩. 'গ্রামে অনেকদিন থেকে আপনার জন কেউ নেই' কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক. নসরের খ. বুড়ির পাতানো মেয়ের
গ. চক্কোত্তি মশায়ের ঘ. লেখকের

০৪. 'কনে থেকে এলে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. কীভাবে এলেন খ. হঠাৎ আবির্ভাব হলে কেমন করে
গ. কোথায় রাত কাটিয়ে এলে ঘ. কতদিন পর এলে

০৫. বেলা বারোটার দিকে বুড়ির নাতজামাই কেন যেতে বলেছে?
ক. বুড়িকে দেখতে যাওয়ার জন্য খ. কাফনের কাপড় নিয়ে যাওয়ার জন্য
গ. বুড়িকে মাটি দেওয়ার জন্য ঘ. বুড়ির জন্য কবর খুঁড়তে

০৬. লেখক অসুস্থ বুড়িকে দেখতে গিয়ে কোন কাজটি করে?
ক. বুড়ির জন্য কমলা নিয়ে যান
খ. বুড়ির জন্য ডাক্তার ডেকে আনেন
গ. ফল ও পথ্য কেনার জন্য কিছু টাকা দিয়ে আসেন
ঘ. কাফনের কাপড় কিনে দেন

০৭. কী কারণে বুড়ির বড্ড কষ্ট?
ক. বুড়ির আপন নাই কেউ খ. কেউ তারে ভাত দেয় না
গ. জমিজিরাত নাই তাই ঘ. মৃত্যুর ভয়ে

০৮. 'মেঘমল্লার', 'মৌরিফুল' কোন জাতীয় রচনার সংকলন-
ক. কাব্য খ. ছোটগল্প গ. নাটক ঘ. প্রবন্ধ

০৯. ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্ত থেকে বুড়ি কী বের করল?
ক. পাঁচটি পয়সা খ. পান-সুপারি
গ. গোটা চার পিঠা ঘ. গোটা কতক আম

১০. 'কেন বাবা, পয়সা কেন?' বুড়ির এ বক্তব্যে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
ক. বুড়ির বদান্যতা খ. বুড়ির স্নেহ-ভালোবাসা
গ. বুড়ির সৌজন্যবোধ ঘ. বুড়ির সম্ভ্রমবোধ

১১. নিচের কোনটি 'আহ্বান' গল্পের নিষ্ঠুর চরিত্র?
ক. চক্কোত্তি মশায় খ. বুড়ি
গ. বুড়ির নাতজামাই ঘ. পাতানো মেয়ে

১২. 'চক্কোত্তি' কোন উপাধির সংক্ষিপ্ত রূপ?
ক. কমলাকান্ত খ. বন্দ্যোপাধ্যায় গ. মুখোপাধ্যায় ঘ. চক্রবর্তী

১৩. 'আহ্লাদে আটখানা' ভাষার প্রয়োগে এটি কোন শ্রেণিভুক্ত?
ক. প্রবাদ-প্রবচন খ. বাগর্থতত্ত্ব গ. বাগধারা ঘ. বাক্য সংকোচন

১৪. 'আহ্বান' গল্পে কথকের গরমের ছুটি হয়েছিল কোন মাসে?
ক. মাঘ খ. চৈত্র মাসে গ. জ্যৈষ্ঠ মাসে ঘ. বৈশাখ মাসে

১৫. 'আহ্বান' গল্পে কোন কোন ঋতুর নাম উল্লেখ আছে?
ক. বর্ষা-শরৎ খ. শরৎ-হেমন্ত গ. শীত-বসন্ত ঘ. গ্রীষ্ম-বর্ষা

১৬. কোন মাসের ছুটিতে গোপাল এসে নতুন ঘরখানায় ওঠে?
ক. বৈশাখ খ. জ্যৈষ্ঠ গ. ভাদ্র ঘ. আশ্বিন

১৭. বুড়ির স্বামী কিসের কাজ করতেন?
ক. করাতের খ. মুচির গ. ফেরিঘাটের ঘ. নৌকার

১৮. কার দেওয়া দুধে অর্ধেক জল?
ক. গোয়ালা খ. হাজরা বউ
গ. ঘুঁটি গোয়ালিনী ঘ. প্রসন্ন গোয়ালিনী

১৯. লেখককে দেখে চক্কোত্তি মশায় খুশি হয়েছিলেন কেন?
ক. লেখক গ্রামে ফিরেছিলেন বলে খ. লেখক তার নিকট আত্মীয় বলে
গ. লেখক উচ্চশিক্ষিত বলে ঘ. লেখক প্রণাম করেছিলেন বলে

০১.খ	০২.গ	০৩.ঘ	০৪.খ	০৫.গ	০৬.গ	০৭.খ
০৮.খ	০৯.ঘ	১০.খ	১১.গ	১২.ঘ	১৩.গ	১৪.গ
১৫.খ	১৬.খ	১৭.ক	১৮.গ	১৯.ক		

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

২০. 'দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই।' বাক্যটিতে কী ফুটে উঠেছে?
ক. লেখকের অর্থ সংকট খ. লেখকের উদ্বাস্তু অবস্থা
গ. লেখকের দীর্ঘদিন গ্রামে না থাকা ঘ. লেখকের কোনো ঘরবাড়ি না থাকা

২১. 'প্রণাম' বলতে কী বোঝ?
ক. হিন্দু শাস্ত্রানুসারে গুরুজনদের আশীর্বাদ খ. নমস্কার
গ. হিন্দু ব্যবহারিক রীতিতে গুরুজনদের অভিবাদন ঘ. অভিবাদন

২২. 'এক ঘটি দুধ আনলাম তোর জন্য' উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. পরোপকার খ. স্নেহবোধ গ. আন্তরিকতা ঘ. ভালোবাসা

২৩. 'ধড়মড়' কোন ধরনের শব্দ?
ক. বাগধারা খ. শব্দদ্বিত্ব গ. মৌলিক ঘ. যোগরূঢ় শব্দদ্বিত্ব

২৪. 'আহ্বান' গল্পে কোন বিষয়টি নেই?
ক. উচু-নিচুর বৈষম্য খ. অসহায় দরিদ্র জীবন
গ. কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি ঘ. সামাজিক রীতিনীতির সংকীর্ণতা

২৫. 'তিনি বললেন, ও হলো জমির করাতির স্ত্রী।' কার সম্পর্কে এ কথাটি বলা হয়েছে?
ক. আব্দুলের বোনের প্রতি খ. চক্কোত্তি মশায়ের মেয়ের প্রতি
গ. বুড়ির প্রতি ঘ. বুড়ির পাতানো মেয়ের প্রতি

২৬. 'পয়সা দিতে যাওয়া ঠিক হয়েছে কি?' কিসের জন্য?
ক. আমের জন্য খ. সাহায্যের জন্য
গ. দুধের জন্য ঘ. পাতিলেবুর জন্য

২৭. 'আহ্বান' গল্পে লেখক কোন সম্প্রদায়ভুক্ত?
ক. বাড়ুয্যে খ. মুখয্যে গ. চক্কোত্তি ঘ. চাটুয্যে

২৮. 'আহ্বান' গল্পে পরের দিন বুড়ির কোথায় এসে হাজির হওয়ার কথা বলা হয়েছে?
ক. খুড়োর উঠোনে খ. লেখকের উঠোনে গ. জমিরের উঠোনে ঘ. শুকুরের উঠোনে

২৯. 'নড়ি' শব্দের অর্থ কোনটি?
ক. লাঠি খ. মুক্তা গ. কাঠি ঘ. পাথর

৩০. বিভূতিভূষণ রচিত গ্রন্থ নয় কোনটি?
ক. পথের পাঁচালী খ. মৌরিফুল গ. পদ্মাবতী ঘ. অপরাজিত

৩১. 'আহ্বান' গল্পে গ্রামে ঢুকেই লেখকের সঙ্গে প্রথম কার দেখা হলো?
ক. হাজরা বেটির খ. জমির করাতির স্ত্রী গ. নসরের ঘ. দিগম্বরীর

৩২. 'আহ্বান' গল্পের আলোকে মানুষের প্রকৃত সুখ কিসে আসে?
ক. ধন-দৌলতের প্রাচুর্য খ. সংগীতচর্চায় গ. জ্ঞানে-গুণে ঘ. আন্তরিকতায়

৩৩. ডিস্টিংশন বলতে বোঝায়-
ক. বিশেষ বৃত্তি খ. সর্বোচ্চ নম্বরের অধিকারী
গ. বিশেষ বিবেচনায় পাস ঘ. কম নম্বরের অধিকারী

৩৪. 'তেনার বড্ড অসুখ। এবার বোধ হয় বাঁচবে না' কে বাঁচবে না?
ক. জমির খ. নসর গ. বুড়ি ঘ. গণি

৩৫. 'আহ্বান' গল্পটি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হয়েছে?
ক. লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে খ. উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে
গ. মধ্যমপুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘ. সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে

৩৬. লেখকের বাবার পুরাতন বন্ধু কে?
ক. গ্রামের চক্কোত্তি মশায় খ. পাশের গ্রামের চক্কোত্তি মশায়
গ. গ্রামের মুখজ্জে মশায় ঘ. পাশের বাড়ির চৌধুরী মশায়

৩৭. লেখক প্রণাম করে কী করলেন?
ক. পায়ের ধুলো নিলেন খ. চক্কোত্তি মশায়ের কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন
গ. আশীর্বাদ নিলেন ঘ. চক্কোত্তি মশায়কে গ্রামে আসার কারণ বললেন

৩৮. 'এসো, এসো, বেঁচে থাক।' শীর্ষক বাক্যটি অর্থগত শ্রেণিভাগে কোন বাক্যের অন্তর্গত?
ক. বিবৃতিমূলক বাক্য খ. প্রশ্নবোধক বাক্য
গ. অনুজ্ঞা বাক্য ঘ. আবেগ বাক্য

৩৯. গ্রামে এসে লেখকের ভালো লাগার কারণ কী?
ক. গ্রামের সহজ-সরল জীবনযাপন খ. গ্রামের দুষণমুক্ত নিসর্গ প্রকৃতি
গ. গ্রামের লোকদের আতিথেয়তা ঘ. গ্রামে অনেক দিন পর আসায়

৪০. 'চুকে যাওয়া' বলতে কী বোঝায়?
ক. লেগে থাকা খ. চুলকানি হওয়া
গ. মিটে যাওয়া বা শেষ হওয়া ঘ. চলে যাওয়া

৪১. বুড়ি কী রকম দৃষ্টিতে লেখকের দিকে চেয়েছিল?
ক. স্নেহের খ. জিজ্ঞাসু গ. উৎসুক ঘ. স্নেহাতুর

৪২. লেখক কলকাতা চলে যাওয়ার কারণ কী?
ক. গ্রাম ভালো না লাগায় খ. ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ায়
গ. পৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কিত কাজে ঘ. গ্রামীণ জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলায়

৪৩. কলকাতায় লেখকের একবারও বুড়িকে মনে না পরার কারণ কী?
ক. বুড়ি অনাত্মীয় বলে খ. বুড়ি গ্রামে ছিল বলে
গ. কর্মব্যস্ততার কারণে ঘ. লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকায়

৪৪. 'ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্ত' শব্দগুচ্ছে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
ক. ফকিরের বেশ খ. ময়লা নোংরা বেশভূষা
গ. দারিদ্র্যের চরম দশা ঘ. ভিখিরির জীবনযাপন

৪৫. বুড়ির সম্বোধনে লেখকের বড় ভালো লাগার কারণ কী?
ক. সম্বোধনের নতুনত্ব খ. বুড়ির প্রতি ভালো লাগা
গ. ঘনিষ্ঠ আদরের সম্বোধন ঘ. সম্বোধনের আবেগময়তা

৪৬. 'মলিন বালিশ' বলতে কী বোঝায়?
ক. মরা মানুষের বালিশ খ. পুরনো বালিশ
গ. দুঃখী বালিশ ঘ. ছেড়া বালিশ

৪৭. বুড়ির চালাঘরের পাশে কার চালাঘর অবস্থিত?
ক. বাড়ুয্যের খ. পরশু সর্দারের বউয়ের
গ. পুটিদের ঘ. হাজরা ব্যাটার বউয়ের

৪৮. 'আহ্বান করে এনেছে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. লেখকের বাবার বন্ধু কর্তৃক লেখকের পৈতৃক বাড়িতে
খ. নিমন্ত্রণ দিয়ে বাড়িঘর দেখাতে নিয়ে আসা
গ. বুড়ির আত্মার অদৃশ্য ডাকে লেখকের গ্রামে ফিরে আসা
ঘ. বুড়ির অসুস্থার পর মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক কর্তৃক লেখককে ডেকে আনা

৪৯. বুড়ির একটু ঘাবড়ে যাবার কারণ কী?
ক. বাওনপাড়ার চক্কোত্তি মশায়কে দেখে খ. লেখকের খুড়োকে দেখে
গ. লেখকের কণ্ঠস্বর অপ্রত্যাশিত রুক্ষ হয়ে ওঠায় ঘ. লেখকের রূঢ় ব্যবহারে

৫০. বুড়ির কথাবার্তায় লেখক কী বুঝতে পারলেন?
ক. বুড়ি বেশ দমে গিয়েছে খ. বুড়ি খুব সহজ-সরল
গ. বুড়ির বাস্তব জ্ঞান অপ্রতুল ঘ. বুড়ি আসলেই মা-পিসিদের মতো

৫১. লেখকের মনে একটু কষ্ট হলো কেন?
ক. বুড়িকে ধমক দেওয়ায় খ. বুড়িকে তাড়িয়ে দেওয়ায়
গ. বুড়ির স্নেহের দানের অমর্যাদা করায় ঘ. বুড়ির দারিদ্র্যের কথা মনে পড়ায়

৫২. বুড়ির আগ্রহ সত্ত্বেও সেবার লেখক বুড়ির বাড়ি যেতে পারলেন না কেন?
ক. লেখকের নানা ব্যস্ততার কারণে খ. বুড়ি একজন মুসলমান বিধবা তাই
গ. লেখকের জ্ঞাতি-স্বজনেরা রুষ্ট হবেন বলে ঘ. লেখক ছিলেন ভুলোমনা প্রকৃতির

৫৩. লেখক কী একটা জিনিস লক্ষ করেছেন?
ক. বুড়ির বেশভূষা ময়লা খ. বুড়ি চোখে ভালো দেখতে পায় না
গ. বুড়ি কোনোদিন মুখ ফুটে কিছু চায়নি ঘ. বুড়ির স্বামীর পরিচয়ে গর্ববোধ করত

৫৪. 'আহ্বান' গল্পে বুড়ি আহলাদে আটখানা হয়ে লেখককে কী বলল?
ক. কে বাবা তুমি? চেনলাম না তো!
খ. গোপাল, ঘুমুতে পেরিলি কাল?
গ. গোপাল, যদি মরি আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস
ঘ. ভালো আছ অ মোর গোপাল?

৫৫. 'আহ্বান' গল্পে 'গাছের আম বেশ কড়া মিষ্টি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. গাছে ধরলে আম মিষ্টি হয়
খ. নিজের এবং চেনাজানা গাছের ভালো জাতের আম মিষ্টি হয়
গ. গাছে না ধরলে আম মিষ্টি হয় না
ঘ. বাজার থেকে কেনা আম গাছের নয় বলে মিষ্টি হয় না

৫৬. 'অসুখ হয়েছে, তাও দেখতে এলি না' এ বাক্যটিতে কী ফুটে উঠেছে?
ক. লেখকের প্রতি বুড়ির অভিযোগ খ. অসুস্থ বুড়িকে লেখক দেখতে না আসার কথা
গ. বুড়ি অসহায় অবস্থায় দুঃখবোধ ঘ. মা-পিসিমার অনুযোগ

৫৭. জল গড়িয়ে পড়া চোখে বুড়ি লেখককে উদ্দেশ করে কী বলল?
ক. ভালো আছ অ মোর গোপাল
খ. অসুখ হয়েছে তাও দেখতে আস না
গ. গোপাল, যদি মরি আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস
ঘ. অ গোপাল, তুই বিয়ে করলি নে কেন

২০.গ	২১.গ	২২.খ	২৩.খ	২৪.ঘ	২৫.গ	২৬.গ	২৭.ক
২৮.খ	২৯.ক	৩০.গ	৩১.ঘ	৩২.ঘ	৩৩.ক	৩৪.গ	৩৫.খ
৩৬.ক	৩৭.ক	৩৮.গ	৩৯.গ	৪০.গ	৪১.খ	৪২.খ	৪৩.গ
৪৪.গ	৪৫.গ	৪৬.খ	৪৭.ঘ	৪৮.গ	৪৯.গ	৫০.ক	৫১.গ
৫২.ক	৫৩.গ	৫৪.ঘ	৫৫.খ	৫৬.ঘ	৫৭.গ		

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

SELF TEST

০১. বাড়িঘর করতে লেখককে চক্কোত্তি মশায় কী দিতে চাইলেন?
ক. খড়-বাঁশ খ. ছন-বাঁশ
গ. কাঠ-ছন ঘ. বাঁশ-কাঠ

০২. নিচের কোন দ্বিরুক্ত শব্দটি 'আহ্বান' গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. ঠকঠক খ. বনবন
গ. পিটপিট ঘ. টনটন

০৩. মানুষের আন্তরিকতার স্পর্শে কী গড়ে ওঠে?
ক. সংস্কৃতি খ. ধন-সম্পদ গ. স্নেহ-মমতা ঘ. সভ্যতা

০৪. 'আজ্ঞে সামান্য মাইনে পাই'– 'আহ্বান' গল্পে এ উক্তিটি কার?
ক. গল্পকথক খ. আবেদালি
গ. চক্কোত্তি মশায় ঘ. পরশু সর্দার

০৫. নিচের কোনটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস?
ক. দেবযান খ. জননী গ. বাবুবৃত্তান্ত ঘ. গন্ধবণিক

০৬. 'আহ্বান' গল্পে লেখক কী প্রকাশ করতে চেয়েছেন?
ক. মহানুভবতা খ. অসাম্প্রদায়িকতা
গ. স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা ঘ. উদার মানবিকতা

০৭. 'কে বাবা তুমি? চেনলাম না তো?' উদ্ধৃত উক্তিটি কার?
ক. চক্কোত্তি মশায়ের খ. বৃদ্ধার
গ. পরশু সর্দারের ঘ. নসরের

০৮. বিভূতিভূষণের কালজয়ী যুগল উপন্যাস কোনটি?
ক. 'দৃষ্টি প্রদীপ', 'আরণ্যক' খ. 'আরণ্যক', 'দেবযান'
গ. 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিতা' ঘ. 'দেবযান', 'ইছামতি'

০৯. কথক বাজারে যাচ্ছিলেন কোন বাগানের মধ্য দিয়ে?
ক. আম খ. কাঁঠাল গ. লিচু ঘ. কলা

১০. 'গোলাপোরা ধান, গোয়ালপোরা গরু ।' বাক্যটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. আর্থিক সচ্ছলতা খ. স্মৃতিচারণ
গ. আর্থিক দীনতা ঘ. সম্পদের গৌরব ও ঐতিহ্য

১১. গল্পকথক নতুন তৈরি ঘরে ওঠার পরদিন বৃদ্ধা তাঁর জন্য কী নিয়ে আসে?
ক. লেবু খ. শসা গ. আম ঘ. কুমড়ো

১২. 'আমার কি মরণ আছে রে বাবা ।' 'আহ্বান' গল্পের এ বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে–
ক. জীবন বিমুখতা খ. জীবনতৃষ্ণা
গ. মৃত্যুহীনতা ঘ. মৃত্যু কামনা

১৩. 'নুন দিয়ে খাও দিকিন মোর সামনে?' উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. আন্তরিকতা খ. আদেশ গ. স্নেহ ঘ. ভালোবাসা

১৪. 'আমার তো তেনার নাম করতে নেই বাবা ।' বৃদ্ধা স্বামীর নাম উচ্চারণ না করায় কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা খ. ধর্মীয় রীতি
গ. ভালোবাসা ঘ. কুসংস্কার

১৫. 'কত পয়সা দাম দিতে হবে বল ।' এখানে গল্পকথক কিসের দাম দিতে চেয়েছিলেন?
ক. কুমড়োর খ. শসার গ. দুধের ঘ. কলার

১৬. 'আমায় দুটো না দিয়ে খায় না ।' কে বুড়িকে দুটো না দিয়ে খায় না?
ক. চক্কোত্তি মশায় খ. ঘুঁটি গোয়ালিনী
গ. পাতানো মেয়ে ঘ. দিগম্বরী

১৭. গল্পকথক সর্বশেষ গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন কেন?
ক. গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য খ. বৃদ্ধাকে দেখার জন্য
গ. চক্রবর্তী মশায়কে দেখার জন্য ঘ. শরতের ছুটি কাটানোর জন্য

১৮. 'ওর স্নেহাতুর আত্মা বহু দূর থেকে আমায় আহ্বান করে এনেছে ।' এখানে কার স্নেহাতুর আত্মার কথা বলা হয়েছে?
ক. বৃদ্ধার খ. পাতানো মেয়ের
গ. দিগম্বরীর ঘ. শুকুর মিয়া

১৯. 'গ্রামের ছেলে গ্রামে বাস করবে, এতে আর সামান্য মাইনে বেশি মাইনে কী?' এ উক্তিটি কে করেছেন?
ক. আবেদালি খ. শুকুর মিয়া
গ. আবদুল ঘ. চক্কোত্তি মশায়

২০. দিগম্বরীর স্বামীর নাম কী?
ক. গোপাল খ. পরশু সর্দার
গ. জমির ঘ. নসর

২১. নিজের গাছের দুটো কচি শসার জালি এনে বৃদ্ধা তার গোপালকে কীভাবে খেতে বলেছে?
ক. নুন-মরিচ দিয়ে খ. নুন দিয়ে
গ. রান্না করে ঘ. সালাদ হিসেবে

২২. 'তোমায় যে বড্ড ভালোবাসত বুড়ি ।' উক্তিটি কার?
ক. পাতানো মেয়ের খ. আবদুলের
গ. প্রবীণ শুকুর মিয়ার ঘ. দিগম্বরীর

২৩. 'আহ্বান' গল্পে কয়টি নারী চরিত্রের উল্লেখ আছে?
ক. ৪ খ. ৫ গ. ৬ ঘ. ৭

২৪. 'অসুখ হয়েছে তাও দেখতে এলি না' – বৃদ্ধা কথককে এ কথা বলেছে কেন?
ক. আত্মিক বন্ধন সৃষ্টি হওয়ায় খ. ধৈর্যহারা হওয়ায়
গ. বৃদ্ধা কথকের আত্মীয় হওয়ায় ঘ. রাগ হওয়ায়

২৫. বুড়ি শূন্য হাতে কখনো কথকের কাছে আসেনি কেন?
ক. স্বার্থসিদ্ধির আশায় খ. সংকোচের কারণে
গ. স্নেহের কারণে ঘ. ভয়ে

২৬. 'দুধ খেতি পাচ্চ না ভালো সে বুঝেচি ।' বৃদ্ধার এরূপ উক্তির কারণ হলো দুধ ছিল-
ক. ভেজাল খ. পানসে গ. পানিমিশ্রিত ঘ. ক ও গ

২৭. 'দিগম্বরী অবাক হয়ে বলে, ওমা আজই তুমি এলে?' উক্তিটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে ঘটনার –
ক. বিপদ খ. কাকতালীয় ও আকস্মিকতা
গ. হতাশা ঘ. ক ও খ

২৮. 'আহ্বান' গল্পের উপজীব্য–
ক. গ্রামীণ জীবন খ. মানুষের সরলতা
গ. সহজ জীবন ধারা ঘ. সবগুলো

২৯. 'আহ্বান' গল্পের কথক পেশায় কী ছিলেন?
ক. ব্যবসায়ী খ. ব্যাংকার
গ. উচ্চপদস্থ কর্মচারী ঘ. নিম্নপদস্থ কর্মচারী

৩০. গোপালের কর্মস্থল কোথায় ছিল?
ক. উড়িষ্যা খ. কলকাতা গ. বিহার ঘ. বীরভূম

৩১. 'গোলাপোরা' কোন ধরনের শব্দ?
ক. উর্দু খ. তৎসম গ. মিশ্র ঘ. হিন্দি

৩২. 'করাত দিয়ে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করে যে' – তাকে এক কথায় কী বলে?
ক. বরাতি খ. কাঠুরে
গ. করাতি ঘ. কাঠমিস্ত্রি

৩৩. 'আমার তো তেনার নাম করতে নাই বাবা' – সংলাপটি কোন রচনার অন্তর্ভুক্ত?
ক. রেইনকোট খ. মাসি-পিসি গ. আহ্বান ঘ. চাষার দুক্ষু

৩৪. বুড়ির নাতজামাই কেমন লোক ছিল?
ক. ছন্নছাড়া খ. উদাসীন গ. খারাপ ঘ. দুষ্ট

৩৫. লেখকের মতে, বুড়ি বেঁচে থাকলে লেখককে দেখে কী বলে উঠত?
ক. বাবা গোপাল খ. আমার গোপাল
গ. অ মোর গোপাল ঘ. মোর গোপাল

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.গ	৩৪.গ	৩৩.গ	৩২.গ	৩১.গ	৩০.খ	২৯.ঘ	২৮.ঘ	২৭.খ
২৬.ঘ	২৫.গ	২৪.ক	২৩.ক	২২.গ	২১.খ	২০.খ	১৯.ঘ	১৮.ক
১৭.ঘ	১৬.গ	১৫.গ	১৪.ঘ	১৩.গ	১২.ক	১১.গ	১০.ক	০৯.ক
০৮.গ	০৭.খ	০৬.ঘ	০৫.ক	০৪.ক	০৩.গ	০২.ক	০১.ক	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

আমার পথ

কাজী নজরুল ইসলাম

আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা-শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি- নমস্কার করছি আমার সত্যকে। যে-পথ আমার সত্যের বিরোধী, সে পথ আর কোনো পথই আমার বিপথ নয়। রাজভয়-লোকভয় কোনো ভয়ই আমায় বিপথে নিয়ে যাবে না। আমি যদি সত্যি করে আমার সত্যকে চিনে থাকি, আমার অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকে, তাহলে বাইরের কোনো ভয়ই আমার কিছু করতে পারবে না। যার ভিতরে ভয়, সেই বাইরে ভয় পায়। অতএব যে মিথ্যাকে চেনে, সে মিছামিছি তাকে ভয়ও করে না। যার মনে মিথ্যা, সে-ই মিথ্যাকে ভয় করে। নিজকে চিনলে মানুষের মনে আপনা-আপনি এত বড় একটা জোর আসে যে, সে আপন সত্য ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ করে না- অর্থাৎ কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না। এই যে, নিজকে চেনা, আপনার সত্যকে আপনার গুরু, পথপ্রদর্শক কাণ্ডারি বলে জানা, এটা দম্ভ নয়, অহংকার নয়। এটা আত্মকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি। আর যদি এটাকে কেউ ভুল করে অহংকার বলে মনে করেন, তবু এটা মন্দের ভালো- অর্থাৎ মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভালো। অনেক সময় খুব বেশি বিনয় দেখাতে গিয়ে নিজের সত্যকে অস্বীকার করে ফেলা হয়। ওতে মানুষকে ক্রমেই ছোট করে ফেলে, মাথা নিচু করে আনে। ও রকম বিনয়ের চেয়ে অহংকারের পৌরুষ অনেক-অনেক ভালো।

অতএব এই অভিশাপ-রথের সারথির স্পষ্ট কথা বলাটাকে কেউ যেন অহংকার বা স্পর্ধা বলে ভুল না করেন। স্পষ্ট কথা বলায় একটা অবিনয় নিশ্চয় থাকে; কিন্তু তাতে কষ্ট পাওয়াটা দুর্বলতা। নিজকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস আসে। এই স্বাবলম্বন, এই নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস করতেই শেখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজি। কিন্তু আমরা তাঁর কথা বুঝলাম না, "আমি আছি" এই কথা না বলে সবাই বলতে লাগলাম "গান্ধীজি আছেন"। এই পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেললে। একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব। অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব, তারা বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে কী করে? আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যিই আমাদের আসবে, সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব, তার আগে কিছুতেই নয়। নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে অন্য একজন মহাপুরুষকে প্রাণপণে ভক্তি করলেই যদি দেশ উদ্ধার হয়ে যেত, তাহলে এই দেশ এতদিন পরাধীন থাকত না। আত্মকে চেনা নিজের সত্যকে বড় মনে করার দম্ভ আর যাই হোক ভণ্ডামি নয়। এ-দম্ভ শির উঁচু করে, পুরুষ করে, মনে একটা 'ডোন্ট কেয়ার'-ভাব আনে। আর যাদের এই তথাকথিত দম্ভ আছে, শুধু তারাই অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

যার ভিত্তি পচে গেছে, তাকে একদম উপড়ে ফেলে নতুন ভিত্তি না গাঁথলে তার ওপর ইমারত যতবার খাড়া করা যাবে, ততবারই তা পড়ে যাবে। দেশের যারা শত্রু, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি তা সব দূর করতে প্রয়োজন হবে আগুনের সম্মার্জনা! আমার এমন গুরু কেউ নেই, যার খাতিরে সে আগুন-সত্যকে অস্বীকার করে কারুর মিথ্যা বা ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেবে। আমি সে-দাসত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি কোনো দিনই কারুর বাণীকে বেদবাক্য বলে মেনে নেব না, যদি তার সত্যতা প্রাণে তার সাড়া না দেয়। না বুঝে বোঝার ভণ্ডামি করে পাঁচ জনের শ্রদ্ধা আর প্রশংসা পাবার লোভ আমি কোনো দিনই করব না।

ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গোঁ বজায় রাখবার জন্যে ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুন সেই দিনই নিভে যাবে। একমাত্র মিথ্যার জলই এই শিখাকে নিভাতে পারবে। তাছাড়া কেউ নিভাতে পারবে না।

মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা আমার এ পথের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কোনো হিংসার দুশমনির ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য, শুধু তাই লক্ষ্য করে এই আগুনের ঝাণ্ডা দুলিয়ে পথে বাহির হলাম।

[সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত]

শব্দার্থ ও টীকা

কর্ণধার	নেতৃত্ব প্রদানের সামর্থ্য আছে এমন ব্যক্তি।
কুর্নিশ	অভিবাদন। সম্মান প্রদর্শন।
অভিশাপ-রথের সারথি	সমাজের নিয়ম পাল্টাতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সমাজরক্ষকদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। এ কথা জেনেও নজরুল তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অভিশাপ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। নিজেই বসেছেন রথচালক তথা সারথির আসনে।
মেকি	মিথ্যা, কপট।
সম্মার্জনা	মেজে ঘষে পরিষ্কার করা।
আগুনের ঝাণ্ডা	অগ্নিপতাকা। আগুনে সব শুদ্ধ করে নিয়ে সত্যের পথে ওড়ানো নিশান।

লেখক পরিচিতি

লেখক	কাজী নজরুল ইসলাম
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ২৫ মে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল), বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রাম। পিতা : কাজী ফকির আহমেদ, মাতা : জাহেদা খাতুন।
শিক্ষাজীবন	প্রাথমিক শিক্ষা : গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক শিক্ষালাভ। মাধ্যমিক : প্রথমে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল স্কুল, পরে মারখুন উচ্চ ইংরেজি স্কুল, সর্বশেষ ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন।
কর্মজীবন/ পেশা	মসজিদের ইমামতি, লেটোর দলে যোগদান, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগদান, রাজনীতি, পত্রিকা সম্পাদনা কিংবা চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়াসহ বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার তাঁর জীবন ছিল পূর্ণ।
ব্যাধিতে আক্রান্ত	মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় এই ঋদ্ধ ও সম্ভাবনাময় জীবন আমৃত্যু নির্বাক হয়ে যায়।
পুরস্কার/ সম্মাননা	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ। রবীন্দ্রভারতী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি-লিট ডিগ্রি প্রদান করে। তাছাড়া ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কবিকে 'একুশে পদক' প্রদান করা হয়।
জীবনাবসান	১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট। সমাধিস্থান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণ।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, সাম্যবাদী, ফণি-মনসা, জিঞ্জির, সন্ধ্যা, দোলনচাঁপা, ছায়ানট, চক্রবাক, পুবের হাওয়া, মরুভাস্কর, ঝিঙেফুল।
উপন্যাস	বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা।
গল্প	ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, পদ্মগোখরা, জিনের বাদশা।
নাটক	ঝিলিমিলি, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা।
প্রবন্ধগ্রন্থ	যুগবাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, ধূমকেতু।
জীবনীকাব্য	মরুভাস্কর (হযরত মুহম্মদ (সা:) এর জীবনীগ্রন্থ)।
অনুবাদ	রুবাইয়াত-ই-হাফিজ, রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম।
গানের সংকলন	চোখের চাতক, নজরুল গীতি, গানের মালা, নজরুল স্বরলিপি, গীতিশতদল, সুর-মুকুর ইত্যাদি।
পত্রিকা	ধূমকেতু, লাঙ্গল, দৈনিক নবযুগ তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা।

ছন্দে ছন্দে কাজী নজরুল ইসলামের রচনাসমূহ

- ❑ **উপন্যাস :** মৃত্যুক্ষুধায় কুহেলিকা বাঁধনহারা হলো।
- ❑ **প্রবন্ধ :** দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্রমঙ্গলের যুগবাণী, একটি রাজবন্দীর জবানবন্দী।
- ❑ **কাব্যগ্রন্থ :** শেষ সওগাত পড়ে জানতে পারলাম সন্ধ্যা রাতে নতুন চাঁদের আলোয় ছায়ানটে ভাঙ্গার গান গাইবে সাতভাই চম্পা। সেখানে অগ্নি-বীণা ও বিষের বাঁশিতে সর্বহারা মানুষের ঝড় ও সাম্যবাদের সুর উঠবে। গতকাল পুবের হাওয়ার কারণে মরুভাস্করের উপর দিয়ে প্রলয় শিখা বয়ে যাওয়ায় ভয়ে আজ দোলনচাঁপা ও সিন্ধু হিন্দোল নদীর তীর থেকে ফণি-মনসা ও ঝিঙেফুল তুলতে যায়নি।
- ❑ **নাটক :** পুতুলের বিয়ে উপলক্ষে আজ আলেয়া ও মধুমালা ঝিলিমিলি রঙের শাড়ি পরবে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম মূলত কি হিসেবে পরিচিত?– **বিদ্রোহী কবি**।
- রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন সাহিত্যসৃষ্টি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন?– **'বসন্ত' নাটক**।
- কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কোন সাহিত্যসৃষ্টি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন?– **'সঞ্চিতা' কাব্যগ্রন্থ**।
- কোন রচনার জন্য কবি নজরুলকে কারাভোগ করতে হয়?– **আনন্দময়ীর আগমনে**।
- তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিত্ব প্রদান করা হয়– **১৯৭৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি (মৃত্যুর ছয় মাস আগে)**।
- কাজী নজরুল ইসলামকে কবে জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয়?– **১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে**।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কাজী নজরুল ইসলামকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধিতে ভূষিত করা হয় কবে?- **১৯৭৪ সালে**।
- বাংলা সাহিত্য ও সংগীতকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে কার অবদান সবচেয়ে বেশি?- **কাজী নজরুল ইসলাম**।
- 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' কাজী নজরুল ইসলামের কোন ধরনের রচনা?- **প্রবন্ধ**।
- নজরুলের সাহিত্য জীবনের সূচনা হয় কোথায়?– **করাচি**।
- নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা– **'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' (প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬; সওগাত)**।
- নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা– **'মুক্তি' (প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩২৬; বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা)**।
- নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্প– **'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' (প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ : ১৩২৬)**।
- নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ– **'ব্যথার দান' (প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯২২)**।
- ধূমকেতু পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু/ আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু– **বাণী ছাপা হয়**।
- তিনি গ্রেফতার হন ধূমকেতুর পূজা সংখ্যায় (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২)– **আনন্দময়ীর আগমনে প্রকাশিত হলে**।
- সঞ্চিতা উৎসর্গ করা হয় কাকে– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে**।
- তিনি বার বছর বয়সে (১৯১৭) কোথায় যোগ দেন?– লেটোর দলে এবং দলে 'পালা গান' রচনা করেন।
- নজরুল কোন দৈনিক পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন?– **'সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ' (১৯২০)-এর**
- এই পত্রিকার সঙ্গে আর কোন দুজন রাজনৈতিক নেতা যুক্ত ছিলেন?– **কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ ও শেরে বাংলা ফজলুল হক**।
- তাঁর সম্পাদনায় কোন অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হত?– **ধূমকেতু (১৯২২)**
- নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয় কোথায় এবং কখন?– **১৯২৯-এর ১৫ই ডিসেম্বর কোলকাতার অ্যালবার্ট হলে**।
- কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম স্ত্রী (আকৃত)– **সৈয়দা খাতুন (নার্গিস)**।
- কাজী নজরুল ইসলামের স্ত্রীর নাম– **আশালতা সেনগুপ্ত (প্রমীলা)**।

বি.দ্র : উল্লেখ্য যে, কাজী নজরুল ইসলাম আশালতা সেনগুপ্তের 'প্রমীলা' নাম রাখেন।

'আমার পথ' প্রবন্ধ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস** : প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ 'রুদ্র-মঙ্গল' থেকে সংকলিত হয়েছে।
- **প্রথম লাইন**- আমার কর্ণধার আমি।
- **শেষ লাইন**- দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য, শুধু তাই লক্ষ্য করে এই আগুনের ঝাণ্ডা দুলিয়ে পথে বাহির হলাম।
- **ভাষারীতি** : চলিত রীতি

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- আমার কর্ণধার আমি।
- আমার পথ দেখাবে আমার সত্য।
- আমার যাত্রা-শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি- নমস্কার করছি আমার সত্যকে।
- যার ভিতরে ভয়, সেই বাইরে ভয় পায়।
- নিজকে চেনা, আপনার সত্যকে আপনার গুরু, পথপ্রদর্শক কাণ্ডারি বলে জানা, এটা দম্ভ নয়, অহংকার নয়।
- নিজকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস আসে।
- এই স্বাবলম্বন, এই নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস করতেই শেখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজি।
- "আমি আছি" এই কথা না বলে সবাই বলতে লাগলাম "গান্ধীজি আছেন"।
- এই পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেললে।
- একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব।
- আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে।
- এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যিই আমাদের আসবে, সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব, তার আগে কিছুতেই নয়।
- মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম।
- হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা আমার এ পথের অন্যতম উদ্দেশ্য।
- দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য, শুধু তাই লক্ষ্য করে এই আগুনের ঝাণ্ডা দুলিয়ে পথে বাহির হলাম।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : কবি তাঁর স্বীয় সত্যকে কিভাবে অভিবাদন জানাচ্ছেন?– **সালাম নমস্কার জানিয়ে**।
প্র : কোন পথ কবির কাছে বিপথের?– **সত্যের বিরোধী পথ**।
প্র : কে মিথ্যাকে ভয় করে না?– **যে মিথ্যাকে চেনে**।
প্র : কবির গুরু কে?– **সত্য**।
প্র : কখন নিজের সত্যকে অস্বীকার করা হয়?– **অতি বিনয় প্রকাশে**।
প্র : কবি নিজেকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন?– **অভিশাপ রথের সারথি**।
প্র : কোথায় বিনয় নিশ্চয় থাকে?– **স্পষ্টবাদিতায়**।
প্র : নিজের প্রতি বিশ্বাস করতে শেখাচ্ছিলেন কে?– **মহাত্মা গান্ধী**।
প্র : মহাত্মা গান্ধীর আসল নাম কী?– **মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী**।
প্র : সবচেয়ে বড় দাসত্ব কী? – **পরাবলম্বন**।
প্র : কাকে চিনলে আত্মনির্ভরশীলতা আসে?– **আত্মাকে**।
প্র : কি সবচেয়ে বড় ধর্ম?– **মানুষ ধর্ম**।
প্র : কবি কিসের বৈষম্যের কথা বলেছেন?– **ধর্ম**।
প্র : আত্মপরিচয়ের শিখা কিসে নিভে যায়?– **মিথ্যায়**।
প্র : কেন কবি আগুনের ঝাণ্ডা দুলিয়ে বের হলেন?– **দেশের মঙ্গলার্থে**।
প্র : 'সম্মার্জনা' অর্থ কী?– **মেজে ঘষে পরিষ্কার করা**।
প্র : 'ঝাণ্ডা' অর্থ কী?– **পতাকা**।
প্র : কবি কিসের বিরুদ্ধে অভিশাপ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন?– **সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে**।
প্র : 'আমি' ভাবনা বিন্দুতে কিসের উচ্ছ্বাস জাগায়?– **সিন্ধু**।
প্র : ঐক্যের মূল শক্তি কী?– **সম্প্রীতি**।
প্র : 'কুহেলিকা' কী জাতীয় গ্রন্থ?- **উপন্যাস**।
প্র : কাজী নজরুল ইসলামকে পথ দেখাবে নিচের কোনটি?- **সত্য**।
প্র : কিসের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়?- **ভুলের**।
প্র : কে মিথ্যাকে ভয় পায়?- **যার মনে মিথ্যা**।
প্র : 'আমি আছি' এ কথা না বলে আমরা কী বলতে লাগলাম?– **গান্ধীজি আছেন**।
প্র : দেশের শত্রুকে দূর করতে কী প্রয়োজন?– **আগুনের সম্মার্জনা**।
প্র : আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছে কোনটি?– **পরালম্বন**।
প্র : কোনটি প্রাবন্ধিককে বিপথে নিয়ে যেতে পারবে না?– **রাজভয় লোকভয়**।
প্র : 'কাণ্ডারি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?– **সংস্কৃত**।
প্র : কর্ণধার অর্থ কি?– **নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি**।
প্র : 'কর্ণধার' ব্যাসবাক্য কী?– **কর্ণ ধরে যে/যিনি (উপপদ তৎপুরুষ, বহুব্রীহি)**।
প্র : 'রাজভয়' ব্যাসবাক্য কী?– **রাজা হতে ভয় (৫মী তৎপুরুষ)**।
প্র : 'পথপ্রদর্শক' ব্যাসবাক্য কী?– **পথ প্রদর্শন করে যে (বহুব্রীহি, উপপদ তৎপুরুষ)**।
প্র : 'স্বীকারোক্তি' ব্যাসবাক্য কী?– **স্বীকারের উক্তি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)**।
প্র : 'মহাত্মা' ব্যাসবাক্য কী?– **মহান আত্মা যার (বহুব্রীহি)/ মহৎ যে আত্মা (কর্মধারয়)**।
প্র : 'আত্মনির্ভরতা' ব্যাসবাক্য কী?- **আত্ম বা নিজের উপর নির্ভরতা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)**।
প্র : 'প্রাণপণে' ব্যাসবাক্য কী?– **প্রাণের পণে (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)**।
প্র : 'পরাবলম্বন' ব্যাসবাক্য কী?– **পরকে অবলম্বন (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)**।
প্র : 'স্বাবলম্বন' ব্যাসবাক্য কী?– **স্ব অবলম্বন যার (বহুব্রীহি)/ স্ব যে অবলম্বন (কর্মধারয়)**।
প্র : 'মঙ্গলকর' ব্যাসবাক্য কী?– **মঙ্গল করে যা (উপপদ তৎপুরুষ)**।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকার নাম- [ক ১৭-১৮]
ক. প্রগতি, কবিতা খ. গণকণ্ঠ, শিখা গ. নবযুগ, ধূমকেতু ঘ. সওগাত, সমকাল

০২. 'আগুনের সম্মার্জনা' বলতে কাজী নজরুল ইসলাম কী বুঝিয়েছেন? [ক ১৭-১৮; পাবিপ্রবি C ১৭-১৮; বশেমুরবিপ্রবি F ১৭-১৮]
ক. পরিষ্কার করা খ. আগুনের ঝাড়ু গ. আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঘ. ধূমকেতু

০৩. মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে বেশি ভালো হলো– [খ ১৭-১৮]
ক. অহংকার খ. সত্য গ. লোকভয় ঘ. ভণ্ডামি

০৪. 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটি কার লেখা? [গ ১৭-১৮]
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. শওকত ওসমান গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. শওকত আলী

০১.গ	০২.ক	০৩.ক	০৪.গ

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৫. নজরুলের মতে গান্ধীজি শিখিয়েছিলেন- [ঘ ১৭-১৮]
ক. ভক্তি খ. পরাবলম্বন গ. আত্মাবলম্বন ঘ. শক্তি

০৬. কাজী নজরুল ইসলাম কোন সনে মৃত্যুবরণ করেন? [গ ৯৩-৯৪, ঙ ০৩-০৪; চবি ঘ ১১-১২; খ ০৫-০৬; ঙ ১১-১২]
ক. ১৯৭৫ খ. ১৯৭৬ গ. ১৯৭৭ ঘ. ১৯৭৮

০৭. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ নয়? [গ ৯৮-৯৯]
ক. ছায়ানট খ. প্রলয় শিখা গ. ঝিঙে ফুল ঘ. হোম শিখা

০৮. কোন রচনাটি কাজী নজরুল ইসলামের নয়? [ক ০৩-০৪]
ক. যৌবনের গান খ. জীবন-বন্দনা গ. মৃত্যু-ক্ষুধা ঘ. বর্তমান বিশ্বসাহিত্য

০৯. ২০০৭ সনে কাজী নজরুল ইসলামের কততম জন্মদিন পালিত হয়? [গ ০৭-০৮]
ক. ১০৫ খ. ১০৬ গ. ১০৭ ঘ. ১০৮ ঙ. ১০৯

১০. কোন সালে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়? (গ ০৮-০৯)
ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭১ গ. ১৯৭৩ ঘ. ১৯৭৪ ঙ. ১৯৭৬

১১. কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু সন- [ঘ ১১-১২]
ক. ১৮৯৯-১৯৭৪ খ. ১৮৯৮-১৯৭৫ গ. ১৮৯৯-১৯৭৬ ঘ. ১৮৯৯-১৯৭৭

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

১২. কবি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক. লাঙল খ. সন্দেশ গ. কালিন্দী ঘ. কল্লোল

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১৩. কাজী নজরুল ইসলাম কোনটিকে নমস্কার জানিয়েছেন? [A ১৭-১৮]
ক. তারুণ্য খ. সত্য গ. রাজভয় ঘ. লোকভয়

১৪. 'রাজবন্দির জবানবন্দি' প্রবন্ধটি কার লেখা? [B ১৭-১৮; বশেমুরবিপ্রবি D ১৭-১৮; ঢাবি E ১৫-১৬]
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

১৫. 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক নিজেকে কী হিসেবে অভিহিত করেছেন? [C, ১৭-১৮]
ক. পথ প্রদর্শনকারী খ. অহংকারী ব্যক্তি গ. বিনয়ী ব্যক্তি ঘ. অভিশাপ রথের সারথি

১৬. কোন উপন্যাসটি কাজী নজরুল ইসলামের? [C ১৭-১৮]
ক. মৃত্যুক্ষুধা খ. জাগরী গ. পেশা ঘ. খোয়াবনামা

১৭. কোন রচনাগুচ্ছ কাজী নজরুল ইসলামের? [C ১৭-১৮]
ক. বনগীতি, সুর সাকী, সুরশতদল খ. বাণী, কল্যাণী, অমৃত
গ. অনন্দময়ী, বিশ্রাম, শেষ দান ঘ. পরিত্রাণ কাব্য, গাঁথা, আহ্বান

১৮. কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল? দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?-পথে ফোটে তাজা ফুল!' পঙ্‌ক্তি দুটির রচয়িতা কে? [I ১৭-১৮]
ক. কায়কোবাদ খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. ফররুখ আহমদ ঘ. শাহ আবদুল করিম

১৯. কোনটি ঠিক? [I ১৭-১৮]
ক. সওগাত- বেগম রোকেয়া খ. লাঙ্গল- কাজী নজরুল ইসলাম
গ. নৌচক- আবুল হুসেন ঘ. কল্লোল- আশরাফ আলী খান

২০. '....... গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়।'
শূন্যস্থানে কোনটি বসবে? [I ১৭-১৮]
ক. কঠিনের মধ্য দিয়ে খ. পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে
গ. সততার মধ্য দিয়ে ঘ. ভুলের মধ্য দিয়ে

২১. কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? [গ-১৫-১৬]
ক. ১৩০৮ খ. ১৫০৬ গ. ১৩০৬ ঘ. ১৪০৫

২২. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা নয়? [D ১৬-১৭]
ক. মানুষ খ. আমার পথ গ. জীবন বন্দনা ঘ. সাম্যবাদী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২৩. 'মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম।' উক্তিটি কোন প্রাবন্ধিকের- [A ১৭-১৮; ইবি A ১৭-১৮]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. দ্বিজ কানাই

২৪. কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস নয়- [A ১৭-১৮]
ক. বাঁধনহারা খ. মৃত্যুক্ষুধা গ. কুহেলিকা ঘ. শিউলিমালা

২৫. 'স্পষ্ট কথা বলায় একটি অবিনয় নিশ্চয় থাকে' তোমার পঠিত কোন রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? [B ১৭-১৮]
ক. চাষার দুক্ষু খ. জীবন বৃক্ষ গ. আমার পথ ঘ. বিড়াল

২৬. 'আমার পথ' প্রবন্ধে কোন বিশ্বনেতার কথা বলা হয়েছে? [E ১৭-১৮]
ক. নেলসন ম্যান্ডেলা খ. মহাত্মা গান্ধী গ. জর্জ ওয়াশিংটন ঘ. মাও সে তুং

২৭. 'আমার পথ' প্রবন্ধে ভুলের মধ্য দিয়ে কীভাবে সত্যকে পাওয়া যায়? [E ১৭-১৮]
ক. ভুল স্বীকার করে খ. বারবার ভুল করে গ. ভুল চেপে রেখে ঘ. ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে

২৮. কাজী নজরুল ইসলামের পত্রোপন্যাস- [K ১৭-১৮; জাককানইবি A L ১৭-১৮]
ক. কুহেলিকা খ. মৃত্যুক্ষুধা গ. বাঁধনহারা ঘ. রিক্তের বেদন

২৯. নজরুলের প্রথম উপন্যাস কোনটি? [খ ০৭-০৮; কুবি ক ১৩-১৪; বেরোবি B ১৭-১৮]
ক. ব্যথার দান খ. লালসালু গ. বাঁধনহারা ঘ. রূপালী বাংলা

৩০. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [খ ০৭-০৮]
ক. দোলনচাঁপা খ. অগ্নি-বীণা গ. বাঁধনহারা ঘ. বিষের বাঁশি

৩১. কাজী নজরুল ইসলামের গ্রন্থ কোনটি? [খ ১১-১২]
ক. ঘরে-বাইরে খ. কুহেলিকা গ. বলাকা ঘ. পঞ্চতন্ত্র

৩২. 'খুকি ও কাঠবিড়ালী' কবিতাটি কার লেখা? [A -১৩-১৪]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. সৈয়দ মুজতবা আলী ঘ. শামসুর রাহমান

৩৩. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য নয়? [A -১৩-১৪]
ক. ছায়ানট খ. নতুন চাঁদ গ. ব্যথার দান ঘ. চক্রবাক

৩৪. 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' কাজী নজরুল ইসলামের- [E -১৩-১৪, চবি ঙ ০৯-১০, পাবি C ...]
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. ছোটগল্প গ. প্রবন্ধগ্রন্থ ঘ. উপন্যাস

৩৫. 'সকল অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণের পথ বাতলে দেয়।'- [A ১৬-১৭]
ক. প্রেম খ. মঙ্গল গ. ভালোবাসা ঘ. পরোপকার

৩৬. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা নয়? [A ১৬-১৭]
ক. কুহু ও কেকা খ. কুহেলিকা গ. শিউলিমালা ঘ. যুগ-বাণী

৩৭. কিভাবে সত্যকে পাওয়া যায়? [B ১৬-১৭]
ক. জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে খ. কঠোর তপস্যার মাধ্যমে
গ. ভুলের মধ্য দিয়ে ঘ. সত্যকে হৃদয়ে লালন করে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩৮. 'আমার পথ' নিবন্ধে নজরুল ইসলাম বলেছেন- 'সত্যকে পাওয়া যায় — শূন্যস্থানে কী হবে? [B ১৭-১৮]
ক. সুন্দরের মধ্য দিয়ে খ. ভুলের মধ্য দিয়ে গ. মিথ্যার মধ্য দিয়ে ঘ. আনন্দের মধ্য ...

৩৯. " 'আমি আছি' এই কথা না বলে সবাই বলতে লাগলাম 'গান্ধীজি আছেন'। পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেললো। একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব।"- এ কথাগুলো কার লেখা প্রবন্ধের অংশ? [D ১৭-১৮]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. কাজী আবদুল ওদুদ
গ. কাজী মোতাহার হোসেন ঘ. মোতাহের হোসেন চৌধুরী

৪০. নজরুলের উপন্যাস কোনটি? [ঙ ০৫-০৬; হাজী দানেশ E -১৩-১৪]
ক. অগ্নি-বীণা খ. বিষের বাঁশি গ. মৃত্যুক্ষুধা ঘ. চক্রবাক ঙ. প্রলয়...

৪১. কাজী নজরুল ইসলাম কোন কবিতা রচনার জন্য কারাবরণ করেন? [ঙ ০৫-০৬]
ক. বিদ্রোহী খ. প্রলয়োল্লাস গ. আনন্দময়ীর আগমনে ঘ. নারী ঙ. ...

৪২. নজরুলের বাজেয়াপ্ত হওয়া গানের বই- [ঙ ০৬-০৭]
ক. বুলবুল খ. চোখের চাতক গ. চন্দ্রবিন্দু ঘ. বনগীতি ঙ. জুলফি...

৪৩. 'সঞ্চিতা' গ্রন্থের রচয়িতা কে? (B1, ১২-১৩; D ১২-১৩ খ ০৪ - ০৫)
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. আহসান হাবীব গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
ঘ. শামসুর রাহমান ঙ. কাজী নজরুল ইসলাম

৪৪. কোন গ্রন্থটি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা? (E ১২-১৩)
ক. ছাড়পত্র খ. ছায়ানট গ. দুঃসময়ের মুখোমুখি
ঘ. সমুদ্রেই যাব ঙ. কেয়ার কাঁটা

৪৫. কবি নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা কোনটি? (জ ০৭-০৮)
ক. রিক্তের বেদন খ. বিষের বাঁশি গ. মুক্তি ঘ. চক্রবাক ঙ. ছায়া...

৪৬. 'বিষের বাঁশি' উপন্যাসটি লিখেছেন? (জ ০৮-০৯)
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কবি নজরুল ইসলাম গ. শরৎচন্দ্র চট্টো...
ঘ. শামসুর রাহমান ঙ. ফররুখ আহমদ

৪৭. কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [ক ১০-১১]
ক. সাঁঝের মায়া খ. সোনার তরী গ. চক্রবাক ঘ. রূপসী বাংলা ঙ. শাহনা...

৪৮. কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ? [B -১৩-১৪]
ক. বন্দীর বন্দনা খ. অগ্নিকোণ গ. রূপসী বাংলা ঘ. বিষের বাঁশি

৪৯. 'অনেক সময় খুব বেশি বিনয় দেখাতে গিয়ে নিজের সত্যকে অস্বীকার করে ফেলা হয়।' বাক্যটি কোন রচনার অন্তর্গত? [B1 ১৬-১৭]
ক. অপরিচিতা খ. আমার পথ গ. চাষার দুক্ষু ঘ. নেকলেস

৫০. 'আমার পথ' প্রবন্ধে দাসত্ব বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [D1 ১৬-১৭]
ক. পরনির্ভরতাকে খ. পরাধীনতাকে গ. পরচর্চাকে ঘ. পরনিন্দাকে

০৫.গ	০৬.খ	০৭.ঘ	০৮.ঘ	০৯.ঘ				
১৫.ঘ	১৬.ক	১৭.ক	১৮.খ	১৯.খ	১০.ঙ	১১.গ	১২.ক	১৩.খ
২৫.গ	২৬.খ	২৭.ক	২৮.গ	২৯.গ	২০.ঘ	২১.গ	২২.খ	২৩.ক
৩৫.ক	৩৬.ক	৩৭.গ	৩৮.খ	৩৯.ক	৩০.খ	৩১.খ	৩২.ক	৩৩.গ
৪৫.গ	৪৬.খ	৪৭.গ	৪৮.ঘ	৪৯.খ	৪০.গ	৪১.গ	৪২.গ	৪৩.ঙ
					৫০.ক			

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

৫১. 'আমার পথ' প্রবন্ধে নজরুল স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে কোনটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন? [D3 ১৬-১৭; ঢাবি অধি. ৭টি কলেজ ১৭-১৮]
ক. সচেতনতা খ. আত্মনির্ভরশীলতা গ. অসহযোগ ঘ. গণ-অভ্যুত্থান

৫২. 'আমার পথ' প্রবন্ধের মূল উপজীব্য কোনটি? [E ১৬-১৭]
ক. ব্যক্তিসত্তার জাগরণ খ. সাম্য প্রতিষ্ঠা গ. শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘ. গণবিপ্লব ঙ. গণজাগরণ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

৫৩. 'দারিদ্র্য' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যের অর্ন্তভুক্ত? [স. বি. ১০-১১; চবি ঙ ১০-১১]
ক. সাম্যবাদী খ. বিষের বাঁশি গ. সিন্ধু হিন্দোল ঘ. নতুন চাঁদ ঙ. ছায়ানট

৫৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাসের রচয়িতা কে? [S ১৬-১৭]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. বুদ্ধদেব বসু ঘ. বেনজীর আহম্মেদ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

৫৫. কাজী নজরুল ইসলামের 'রুদ্রমঙ্গল' কোন ধরনের রচনা? [AL ১৭-১৮; D ১৭-১৮; রাবি A ১৭-১৮]
ক. প্রবন্ধ খ. কাব্য গ. নাটক ঘ. ছোটগল্প

৫৬. নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদিত পত্রিকা নয়? [AL ১৭-১৮]
ক. লাঙল খ. নবযুগ গ. ধূমকেতু ঘ. বিজলী

৫৭. কোন গ্রন্থটি কবি কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক রচিত নয়? [C ১৭-১৮; ইবি ০৫-০৬]
ক. অগ্নিবীণা খ. কুহেলিকা গ. শেষ প্রশ্ন ঘ. দোলনচাঁপা

৫৮. কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন? [D১৭-১৮]
ক. ৩৯ খ. ৪০ গ. ৪৩ ঘ. ৪৭

৫৯. কত বছর বয়সে নজরুল বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন? [ক-১৫-১৬]
ক. ৪৩ বছর খ. ৪৪ বছর গ. ৪৫ বছর ঘ. ৪৬ বছর

৬০. নজরুল কত সালে সেনাবাহিনীর বাঙালি পল্টনে যোগ দেন? [ক-১৫-১৬; ক ১৬-১৭; বেরোবি ক ১৩-১৪; ইবি C ১৭-১৮]
ক. ১৯১৭ খ. ১৯১৯ গ. ১৯২১ ঘ. ১৯২৩

৬১. 'অগ্নি-বীণা' গ্রন্থটির লেখক কে? [ক-১৫-১৬]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. প্রমথ চৌধুরী

৬২. 'আমার পথ' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের পথ প্রদর্শক কে? [গ ১৬-১৭; ঢাবি খ ১৬-১৭]
ক. রাষ্ট্র খ. মানবধর্ম গ. তারুণ্য ঘ. সত্য

৬৩. কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম কত তারিখে? [ঙ ১৬-১৭; হাদাবিপ্রবি E ১৩-১৪]
ক. ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ খ. ১২ ভাদ্র ১৩৮৩ গ. ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ ঘ. ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮

৬৪. 'মৃত্যুক্ষুধা' কোন ধরনের রচনা? [ঙ ১৬-১৭; চবি ঘ ১৫-১৬]
ক. গান খ. নাটক গ. কবিতা ঘ. উপন্যাস

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৬৫. 'আমার পথ' প্রবন্ধটি নজরুলের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে? [A ১৭-১৮; বশেমুরবিপ্রবি E ১৬-১৭; চবি ১৬-১৭]
ক. ধূমকেতু খ. যুগবাণী গ. রুদ্রমঙ্গল ঘ. দুর্দিনের যাত্রী

৬৬. 'আমার কর্ণধার আমি। আমায় পথ দেখাবে.....' – কে পথ দেখাবে? [A ১৭-১৮]
ক. আমার মন খ. আমার চিন্তা গ. আমার সত্য ঘ. আমার ভাগ্য

৬৭. 'আমার পথ' প্রবন্ধে মিথ্যাকে ভয় করে কে? [A ১৭-১৮]
ক. যার বাইরে মিথ্যা খ. যার অন্তরে সত্য গ. যার অন্তরে মিথ্যা ঘ. যে মিথ্যা বলে

৬৮. কাজী নজরুল ইসলাম কিসের পূজারি? [C ১৬-১৭]
ক. প্রলয়ের খ. ধূমকেতুর গ. সত্যের ঘ. ধ্বংসের

৬৯. কোন বাক্যটি 'আমার পথ' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে? [A ১৬-১৭]
ক. মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম খ. অগ্নিপতাকা দুলিয়ে পথে বাহির হলাম গ. আত্মাকে চিনলেই নির্ভরতা আসে ঘ. আমার পথ দেখাবে আমার ধর্ম

৭০. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন? [A ১৬-১৭]
ক. ১৯৬৫ খ. ১৯৫০ গ. ১৯৬০ ঘ. ১৯৫৫

৭১. 'আমার পথ' প্রবন্ধে কীভাবে আত্মনির্ভরতা' অর্জনের কথা বলা হয়েছে? [A ১৬-১৭]
ক. পরিশ্রম ও সত্য সন্ধানের মাধ্যমে খ. আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে গ. ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে ঘ. অসাম্প্রদায়িক বন্ধনের মাধ্যমে

৭২. 'কিন্তু আমরা তাঁর কথা বুঝলাম না' 'আমার পথ' প্রবন্ধে কার সম্পর্কে আলোচ্য কথাটি বলা হয়েছে? [B ১৬-১৭]
ক. ভারতবাসী খ. মহাত্মা গান্ধী গ. কর্ণধার ঘ. নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৭৩. কাজী নজরুল ইসলাম কীসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন? [A ১৭-১৮]
ক. অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে খ. সামাজিক কু-প্রথার গ. অন্যায় ও শোষণের ঘ. ইসলাম বিরোধীদের

৭৪. কাজী নজরুল ইসলামের মতে কার পক্ষে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব? [I ১৭-১৮]
ক. সত্যের দম্ভ যাদের মধ্যে রয়েছে খ. শক্তিধর ব্যক্তি গ. তরুণ ঘ. মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন ব্যক্তি

৭৫. সবাই বলতে লাগলাম 'গান্ধীজি আছেন।' কোন প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশ? [I ১৭-১৮]
ক. চাষার দুক্ষু খ. আমার পথ গ. বিড়াল ঘ. অপরিচিতা

৭৬. 'লাঙল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- [ছ ০৪-০৫; কুবি B ১২-১৩]
ক. সুকুমার রায় খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. আবুল হোসেন ঘ. শাহেদ আলী

৭৭. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত রচনার নাম কী? [চ ০৪-০৫; কবি নজরুল ১৬-১৭; গ ০৫-০৬; খ ০৭-০৮; পাবিপ্রবি গ ১৬-১৭]
ক. বিদ্রোহী খ. মুক্তি গ. বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী ঘ. আমি সৈনিক

৭৮. 'বিষের বাঁশি' কে রচনা করেন? [গ ০৪-০৫]
ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কোনোটিই নয়

৭৯. কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয় – [ছ ০৫-০৬]
ক. ১৯২০ খ. ১৯২১ গ. ১৯২২ ঘ. ১৯২৩

৮০. 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? [খ ০৯-১০; চবি ক ০৮-০৯]
ক. সাপ্তাহিক বিজলী খ. ধূমকেতু গ. মাসিক মোহাম্মদী ঘ. সওগাত

৮১. কাজী নজরুল ইসলাম এর 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে সামাজিক ঐক্যের মূল শক্তি কোনটি? [H ১৬-১৭]
ক. স্রষ্টাকে ভয় খ. সাম্য গ. সহশীলতা ঘ. সম্প্রীতি

৮২. 'যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।' উক্তিটি কোন লেখকের? [C ১৬-১৭]
ক. আবুল ফজল খ. শওকত ওসমান গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

৮৩. 'কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না।' এখানে কার কথা বলা হয়েছে? [H ১৬-১৭]
ক. যার সাহস আছে খ. দাম্ভিক ব্যক্তি গ. আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ঘ. আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

৮৪. নিচের কোনটি নজরুলের রচনা নয়? [গ ১১-১২]
ক. মরুভাস্কর খ. প্রলয়-শিখা গ. প্রলয়-ক্ষুধা ঘ. রুদ্র-মঙ্গল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৮৫. 'কুর্নিশ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কোন গল্পে? [F ১৭-১৮]
ক. অপরিচিতা খ. চাষার দুক্ষু গ. আমার পথ ঘ. জীবন ও বৃক্ষ

৮৬. কাজী নজরুল ইসলাম কত বঙ্গাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? [F ১৬-১৭]
ক. ১৩৮১ বঙ্গাব্দে খ. ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে গ. ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে ঘ. ১৩৮৭ বঙ্গাব্দে

৮৭. 'কুহেলিকা' নজরুলের কী জাতীয় গ্রন্থ? [F ১৬-১৭]
ক. উপন্যাস খ. নাটক গ. কাব্যগ্রন্থ ঘ. প্রবন্ধ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৮৮. 'মরুভাস্কর' কার লেখা? [C -১৩-১৪]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. আবু জাফর ঘ. হুমায়ূন আহমেদ

৮৯. 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদক কে? [C-১৫-১৬]
ক. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন খ. দীনেশচন্দ্র দাশ গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. মোজাম্মেল হক

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৯০. 'ব্যথার দান' কী জাতীয় গ্রন্থ? [C -১৩-১৪]
ক. উপন্যাস খ. গল্পগ্রন্থ গ. প্রবন্ধ গ্রন্থ ঘ. নাটক

৯১. 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' কী জাতীয় রচনা? [C -১৩-১৪]
ক. অভিভাষণ খ. প্রবন্ধগ্রন্থ গ. রোজনামচা ঘ. স্মৃতি কথন

৯২. কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ভারত সরকার ১৯৬০ সালে কী উপাধিতে ভূষিত করেন? [C ১৬-১৭]
ক. বিদ্রোহী কবি খ. জাতীয় কবি গ. পদ্মভূষণ ঘ. রোমান্টিক কবি

৫১.খ	৫২.ক	৫৩.গ	৫৪.ক	৫৫.ক	৫৬.ঘ	৫৭.গ	৫৮.গ	৫৯.ক
৬০.ক	৬১.খ	৬২.ঘ	৬৩.ক	৬৪.ঘ	৬৫.গ	৬৬.গ	৬৭.গ	৬৮.গ
৬৯.ক	৭০.গ	৭১.খ	৭২.খ	৭৩.গ	৭৪.ক	৭৫.খ	৭৬.খ	৭৭.গ
৭৮.খ	৭৯.খ	৮০.ক	৮১.ঘ	৮২.ঘ	৮৩.ঘ	৮৪.গ	৮৫.গ	৮৬.খ
৮৭.ক	৮৮.খ	৮৯.গ	৯০.খ	৯১.খ	৯২.গ			

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLI

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. 'আমার পথ' প্রবন্ধে মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে কোনটিকে অনেক ভালো বলে উল্লেখ করেছেন?
ক অহংকার খ. অহংকারের পৌরুষ গ. জ্ঞানের গর্ব ঘ. সত্যের গৌরব

০২. 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুসারে কীভাবে মানুষ ক্রমেই নিজেকে ছোট করে ফেলে?
ক. খুব বেশি বিনয় দেখাতে গিয়ে খ. খুব বেশি আবেগময়তা প্রকাশ করতে গিয়ে
গ. খুব বেশি মহত্ত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে
ঘ. খুব বেশি সহানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে

০৩. কার স্পষ্ট কথাটাকে কেউ যেন অহংকার বলে ভুল না করে বসেন বলে 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন?
ক. মহারথীর খ. কর্ণধারের গ. দিকনির্দেশকের ঘ. অভিশাপ-রথের সারথির

০৪. 'আমার পথ' প্রবন্ধের মূল উপজীব্য কী?
ক. আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা খ. শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
গ. সাম্যবাদ ঘ. সমাজতন্ত্র

০৫. কবি নজরুলের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাটি ছিল-
ক. সাপ্তাহিক খ. পাক্ষিক গ. মাসিক ঘ. কোনোটিই নয়

০৬. কোন বিষয়ে কষ্ট পাওয়াটা দুর্বলতা বলে বিবেচিত?
ক. মিথ্যা বলায় যে অবিনয় থাকে তাতে খ. সত্যের সাথে মিথ্যার বিরোধে
গ. অস্পষ্ট কথা বলায় যে অবিনয় থাকে তাতে
ঘ. স্পষ্ট কথা বলায় যে অবিনয় থাকে তাতে

০৭. নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস আনা যায় কীভাবে?
ক. নিজেকে প্রধান বলে মানলে খ. নিজেকে বিশ্বাস করলে
গ. নিজেকে জানলে ঘ. নিজের মেধাকে কাজে লাগালে

০৮. কখন নিজের সত্যের ওপর অটুট বিশ্বাস আসে?
ক. সবাইকে শ্রদ্ধা করলে খ. নিজের সত্যকে কর্ণধার মনে জানলে
গ. কাউকে ভয় না পেলে ঘ. চিত্তের দৃঢ়তা অর্জন করলে

০৯. কেন মহাত্মা গান্ধী সবাইকে নিজের ওপর বিশ্বাস করতে শেখাচ্ছিলেন?
ক. পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য খ. সত্যের পথে চলার জন্য
গ. উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ঘ. সত্যবাদী হওয়ার জন্য

১০. সবাইকে নিজের ওপর বিশ্বাস করতে শেখাচ্ছিলেন বলে 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কার কথা উল্লেখ করেছেন?
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ. জওহরলাল নেহরু
গ. ইন্দিরা গান্ধী ঘ. মহাত্মা গান্ধী

১১. 'যুগবাণী' কাজী নজরুল ইসলামের কোন ধরনের গ্রন্থ?
ক. নাট্যগ্রন্থ খ. কাব্যগ্রন্থ গ. প্রবন্ধগ্রন্থ ঘ. গল্পগ্রন্থ

১২. 'কিন্তু আমরা তাঁর কথা বুঝলাম না।' কার কথা?
ক. জওহরলাল নেহেরু খ. মহাত্মা গান্ধী
গ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ. নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু

১৩. নজরুলের মতে নিজের সত্যকে কর্ণধার হিসেবে জানলে নিজের উপর কী আসে?
ক. অবলম্বনের বিশ্বাস খ. দাসত্বের বিশ্বাস
গ. আত্মশক্তির বিশ্বাস ঘ. পরাশক্তির বিশ্বাস

১৪. বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পায় না কারা?
ক. যারা কপট আচরণ করে খ. যাদের অন্তরে সত্যের স্থান নেই
গ. যাদের অন্তরে গোলামির ভাব ঘ. যাদের আলসেমি করে

১৫. কোনটি না আসা পর্যন্ত আমরা স্বাধীন হতে পারব না?
ক. স্বরাজ খ. যোগ্য নেতৃত্ব গ. বিদেশি সাহায্য ঘ. আত্মনির্ভরতা

১৬. লেখকের আগুনকে নেভাতে পারে কোনটি?
ক. অহংকারের জল খ. মন্ত্রসিদ্ধ জল গ. মিথ্যার জল ঘ. অসত্যের জল

১৭. আমাদের স্বাধীনতা কীভাবে আসবে?
ক. আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হয়ে ওঠার মাধ্যমে খ. আত্মসচেতন হয়ে ওঠার মাধ্যমে
গ. সংগ্রামী হয়ে ওঠার মাধ্যমে ঘ. আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার মাধ্যমে

১৮. ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে। 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুসারে নিচের কোন বিষয়টি বাঙালির বিজয়ের মূলকথা?
ক. আত্মনির্ভরতা খ. সাহসিকতা গ. দেশপ্রেম ঘ. যুদ্ধ নৈপুণ্য

১৯. ভারতবর্ষের পরাধীনতার প্রধান কারণ রূপে কোনটিকে চিহ্নিত করা যায়?
ক. অজ্ঞানতা খ. অলসতা গ. স্বার্থপরতা ঘ. নিষ্ক্রিয়তা

২০. 'তা হলে এই দেশ এতদিন পরাধীন থাকত না।' কোন প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক এ কথা বলেছেন?
ক. ভারতবাসীর পরনির্ভরশীলতা প্রসঙ্গে খ. ভারতবাসীর আরামপ্রিয়তা প্রসঙ্গে
গ. ভারতবাসীর অজ্ঞতা প্রসঙ্গে ঘ. ভারতবাসীর অলসতা প্রসঙ্গে

২১. 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুসারে নিচের কোনটিতে ভারতবাসীর পরনির্ভরতা প্রক
ক. কাজ করতে না চাওয়া খ. অন্যের ক্ষমতার ওপর নির্ভর কর
গ. নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে অন্যকে প্রাণপণে ভক্তি করা
ঘ. আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চেষ্টা না করা

২২. 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুসারে নিচের কোনটিকে ভণ্ডামি বলা যায় না?
ক. বিপদে পড়ে মিথ্যা বলা খ. ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সত্য বলতে না
গ. ক্ষমতাবানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা ঘ. নিজের সত্যকেই ভগবান বলে মা

২৩. আত্মার দম্ভতে শির উঁচু করে পুরুষ মনে কিসের ভাব আনে?
ক. ডোন্ট কেয়ার খ. পৌরুষ গ. অহংকার ঘ. গাম্ভীর্য

২৪. কারা অসাধ্যকে সাধন করতে পারে?
ক. যাদের মনে তথাকথিত দম্ভ আছে খ. যাদের মনে করুণার ভাব আছে
গ. যাদের হৃদয়ে বিনয়ের ভাব আছে ঘ. যাদের হৃদয়ে শিক্ষার আলো আছে

২৫. কোনটি নজরুলের ছোট গল্পগ্রন্থ কোনটি?
ক. বাঁধনহারা খ. শিউলিমালা গ. কুহেলিকা ঘ. রিক্তের বে

২৬. 'সঞ্চিতা' কার কাব্য সংকলন?
ক. রবীন্দ্রনাথ খ. নজরুল গ. অমিয় চক্রবর্তী ঘ. জসীমউদ্দ

২৭. 'আমার পথ' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম গোটা মানব সমাজকে কী করতে চেয়ে
ক. ঐক্যবদ্ধ খ. প্রগতিশীল গ. দৃঢ়প্রত্যয়ী ঘ. কর্মমুখী

২৮. কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্য ও সংগীতকে কীভাবে সমৃদ্ধতর করেছে
ক. সনেট ধারা কবিতা রচনা করে খ. বাংলা গদ্যকে সহজভাবে উপস্থাপন
গ. নতুন বিষয় ও নতুন শব্দ যুক্ত করে ঘ. মহাকাব্য রচনা করে

২৯. নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস হিসেবে সমর্থনযোগ্য?
ক. কুহেলিকা খ. ব্যথার দান গ. শিউলীমালা ঘ. রাজবন্দির জবান

৩০. কোন বাণীর ভরসা নিয়ে 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক নতুন পথে যাত্রা করে
ক. জয় শঙ্কর খ. জয় ভোলানাথ গ. মাভৈঃ ঘ. বন্দে মাতর

৩১. কার আর কাউকে চিনতে বাকি থাকে না? কার-
ক. যে তার আপন সমাজকে চেনে খ. যে গোটা পৃথিবীটাকেই চেনে
গ. যে তার শত্রুকে চেনে ঘ. যে নিজেকে চেনে

৩২. 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুসারে নিচের কোনটিকে ভণ্ডামি বলা যায় না?
ক. বিপদে পড়ে মিথ্যা বলা খ. ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সত্য বলতে না পারা
গ. ক্ষমতাবানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা
ঘ. নিজের সত্যকেই ভগবান বলে মানা

৩৩. 'একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব।' কীভাবে মানুষ এই দাসে পরিণত হয়?
ক. নিজ সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে খ. অলসতায় গা ভাসিয়ে
গ. নিজ অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে ঘ. পরকে অবলম্বন করে

৩৪. বাইরের ভয় কখন মানুষকে কিছু করতে পারে না?
ক. মিথ্যাকে ধ্বংস করতে পারলে খ. মিথ্যার সাথে আপস করলে
গ. সত্যের পথে অবিচল থাকলে ঘ. অন্তরের সত্যকে চিনতে পারলে

৩৫. কে বাইরে ভয় পায়?
ক. যে মিথ্যাকে গ্রহণ করে খ. যার অন্তরে ভয়
গ. যার ভিতরে ভয় ঘ. যার সাহস কম

৩৬. প্রাবন্ধিক নতুন পথে যাত্রা করলেন কেন?
ক. যে সমাজে পচন ধরেছে তাকে ভেঙে দিতে খ. মিথ্যাকে ধ্বংস করতে
গ. তরুণদের উৎসাহিত করতে
ঘ. সত্যের বাণীকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিতে

৩৭. মানুষ কীভাবে নিজ মনের মধ্যে জোর অনুভব করে?
ক. নিজেকে চেনার মাধ্যমে খ. পুণ্যের পথকে চেনার মাধ্যমে
গ. মনুষ্যত্ববোধ অর্জনের মাধ্যমে ঘ. অপরের কল্যাণসাধনের মাধ্যমে

৩৮. যে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পারে সে কাকে কুর্নিশ করে?
ক. ভগবানকে খ. আপন অস্তিত্বকে গ. আপন ব্যক্তিত্বকে ঘ. আপন সত

৩৯. 'নিজেকে জানো' উক্তিটি 'আমার পথ' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে নির্দেশ করে?
ক. আত্মনির্ভরতা খ. আত্মবিশ্বাস গ. পরাবলম্বন ঘ. স্বাবলম্বন

৪০. কেউ কেউ ভুল করে কোনটিকে অহংকার বলে মনে করে?
ক. নিজেকে সত্যবাদী বলে প্রতিষ্ঠা করা খ. নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে জাহির করা
গ. সবসময় সত্য কথা বলা ঘ. নিজের সত্যকে গুরু মনে করা

০১.খ	০২.ক	০৩.ঘ	০৪.ক	০৫.গ	০৬.ঘ	০৭.গ	০৮.খ	০৯.ক	১০.[illegible]
১১.গ	১২.খ	১৩.গ	১৪.গ	১৫.ঘ	১৬.গ	১৭.ঘ	১৮.ক	১৯.ঘ	২০.[illegible]
২১.গ	২২.ঘ	২৩.ক	২৪.ক	২৫.খ	২৬.খ	২৭.ক	২৮.গ	২৯.ক	৩০.[illegible]
৩১.ঘ	৩২.ঘ	৩৩.ঘ	৩৪.ঘ	৩৫.গ	৩৬.ক	৩৭.ক	৩৮.ঘ	৩৯.খ	৪০.[illegible]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

SELF TEST

০১. কাজী নজরুল ইসলাম আমৃত্যু কিসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন?
ক. অন্যায় ও শোষণ খ. সমাজতন্ত্র
গ. ধনিকতন্ত্র ঘ. ব্রিটিশ সরকার

০২. অনেক সময় খুব বেশি বিনয় দেখাতে গিয়ে মানুষ কোনটিকে অস্বীকার করে ফেলে?
ক. নিজের অস্তিত্ব খ. নিজের আত্মমর্যাদা
গ. নিজের বিবেক ঘ. নিজের সত্য

০৩. 'আমার পথ' প্রবন্ধের আলোকে কোনটি অন্তরের শক্তিকে খর্ব করে?
ক. ভুল খ. অন্যায়
গ. অনাচার ঘ. মিথ্যা

০৪. পচে যাওয়া সমাজের কী না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না?
ক. ধ্বংস খ. ক্ষয় গ. পতন ঘ. মৃত্যু

০৫. ভুল করছে বুঝেও কিসের খাতিরে প্রাবন্ধিক ভুলটাকে ধরে থাকবে না?
ক. অহংকার খ. জেদ
গ. অভিমান ঘ. সম্মানহানি

০৬. মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল সেখানে কিসের বৈষম্য কোনো দুশমনির ভাব আনে না?
ক. বর্ণের খ. জাতির গ. বংশমর্যাদার ঘ. ধর্মের

০৭. আত্মাকে চেনা নিজের সত্যকে বড় মনে করার দম্ভ – আর যাই হোক কী নয়?
ক. ছলচাতুরী খ. প্রতারণা গ. ভণ্ডামি ঘ. মিথ্যাচার

০৮. মহাত্মা গান্ধী যা শেখাচ্ছিলেন–
ক. স্বাবলম্বন খ. নিজ শক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন
গ. আত্মনির্ভরশীলতা ঘ. সবগুলো

০৯. 'আমার পথ' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম কেমন আমি'র প্রত্যাশা করেছেন?
ক. সত্য ও নির্ভীক খ. নিরপেক্ষ ও আত্ম-প্রত্যয়ী
গ. দৃঢ়সংকল্প ঘ. সাহসী ও স্বাধীন

১০. প্রাবন্ধিক কোন ভয়ে ভীত নন বলে 'আমার পথ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন?
ক. রাজভয় খ. লোকভয়
গ. ভূতের ভয় ঘ. সমাজের ভয়

১১. 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক 'বিপথ' বলতে কোন পথকে বুঝিয়েছেন?
ক. ভণ্ডামির খ. ধ্বংসের
গ. অহংকারের ঘ. সত্যের বিরোধী

১২. স্বাধীনতা অর্জনের মূল মাধ্যম কোনটি?
ক. নিষ্ঠা খ. যুদ্ধবিগ্রহ গ. পরিশ্রম ঘ. আত্মনির্ভরতা

১৩. লেখক 'অস্থিমজ্জায় পচন ধরা' বলতে কী বুঝিয়েছেন?
ক. তৎকালীন ব্রিটিশকে খ. তৎকালীন বাংলাদেশকে
গ. তৎকালীন ভারতকে ঘ. তৎকালীন পাকিস্তানকে

১৪. নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি মানুষের দেবতা কে?
ক. অহংকার খ. রাবণ গ. শয়তান ঘ. বিষ্ণু

১৫. কোন ধর্ম সবচেয়ে বড় বলে 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন?
ক. মানুষের ধর্ম খ. প্রকৃতির ধর্ম
গ. জীবজগতের ধর্ম ঘ. প্রাণিজগতের ধর্ম

১৬. 'একমাত্র মিথ্যার জলই এই শিখাকে নেভাতে পারে।' এই বাক্যে 'এই শিখা' বলতে কোনটাকে বোঝানো হয়েছে?
ক. আগুনের তেজ খ. দম্ভের শক্তি
গ. রশ্মির তেজ ঘ. সত্যের তেজ

১৭. 'আমার পথ' প্রবন্ধে উল্লিখিত কে সবাইকে নিজের উপর বিশ্বাস করতে শেখাচ্ছিলেন?
ক. ম্যান্ডেলা খ. ইন্দিরা গান্ধী
গ. রাজীব গান্ধী ঘ. মহাত্মা গান্ধী

১৮. মানুষ কখন আপন সত্য ছাড়া অন্যকে কুর্নিশ করে না?
ক. নিজে বলবান হলে খ. নিজে আদর্শবান হলে
গ. নিজেকে চিনলে ঘ. সর্বদা চিন্তা করলে

১৯. কাজী নজরুল ইসলাম পরাবলম্বনকে কী বলে অভিহিত করেছেন?
ক. দাসত্ব খ. দালালি
গ. নিষ্ক্রিয়তা ঘ. মেরুদণ্ডহীন

২০. 'আমার পথ' প্রবন্ধে কেন প্রলয় আসবে বলা হয়েছে?
ক. নতুন সৃষ্টির লক্ষ্যে খ. ধ্বংসের লক্ষ্যে
গ. মৃত্যুর লক্ষ্যে ঘ. অন্যান্য অনিবার্য কারণে

২১. 'আমার পথ' অভিভাষণটি লেখক কখন দিয়েছিলেন?
ক. ধূমকেতুর উদ্বোধনী দিনে খ. লেখকের জন্মদিনে
গ. ভারতের স্বাধীনতা দিবসে ঘ. গান্ধীজীর মৃত্যুতে

২২. 'আমার পথ' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম গোটা মানব সমাজকে কী করতে চেয়েছেন?
ক. ঐক্যবদ্ধ খ. পরিশ্রমী
গ. দৃঢ়প্রত্যয়ী ঘ. স্বাধীনচেতা

২৩. 'আমার পথ' প্রবন্ধে 'আমার কর্ণধার আমি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. আত্মনির্ভরশীলতা খ. পরনির্ভরশীলতা
গ. আত্মকেন্দ্রিকতা ঘ. পরাধীনতা

২৪. লেখক 'আমি'র আহ্বান প্রত্যাশা করেছেন–
ক. সত্যের ও সরল পথে খ. ভুলের পথে
গ. মিথ্যার পথে ঘ. অহংকারের পথে

২৫. যাদের অন্তরে গোলামির ভাব তারা–
ক. বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে না
খ. জীবনে উন্নতি করতে পারবে না
গ. আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারবে না
ঘ. সবগুলো

২৬. 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কাকে গুরু বলে স্বীকার করেছে?
ক. আপন সত্যকে খ. চিরন্তন সত্যকে
গ. মহৎ ব্যক্তির সত্যবাণীকে ঘ. মহাত্মা গান্ধীকে

২৭. বাংলা কোন মাসের ১২ তারিখে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস?
ক. বৈশাখ খ. জ্যৈষ্ঠ গ. শ্রাবণ ঘ. ভাদ্র

২৮. 'সমধিক' শব্দের অর্থ কী?
ক. সমান খ. সমপর্যায় গ. অতিশয় ঘ. অত্যন্ত

২৯. 'মেকি' শব্দের অর্থ কী?
ক. অলসতা খ. মিথ্যা গ. সংকোচ ঘ. অস্তিত্ব

৩০. 'আমার এই যাত্রা হলো শুরু।' এখানে প্রাবন্ধিক কোন পথে যাত্রার কথা বলেছেন?
ক. সত্য খ. যুদ্ধের গ. মুক্তি ঘ. স্বাধীনতা

৩১. 'শিউলিমালা' কোন জাতীয় রচনা?
ক. প্রবন্ধগ্রন্থ খ. গল্পগ্রন্থ গ. উপন্যাস ঘ. নাটক

৩২. কে প্রাবন্ধিকের পথ দেখাবে?
ক. সত্য খ. গুরু গ. পথিক ঘ. নেতা

৩৩. কে মিথ্যাকে ভয় পায়?
ক. যার মন অস্থির খ. যার মনে মিথ্যা
গ. যে দ্বিধাগ্রস্ত ঘ. কাপুরুষ

৩৪. কোনটি নজরুলের প্রবন্ধগ্রন্থ?
ক. ছায়ানট খ. চক্রবাক
গ. সিন্ধু-হিন্দোল ঘ. যুগ-বাণী

৩৫. নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে কাকে প্রাণপণে ভক্তি করলেই দেশ উদ্ধার হয়ে যায় না?
ক. একজন মানবকে খ. একজন মহাপুরুষকে
গ. একজন জননেতাকে ঘ. একজন বীর যোদ্ধাকে

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.খ	৩৪.ঘ	৩৩.খ	৩২.ক	৩১.খ	৩০.ক	২৯.খ	২৮.গ	২৭.ঘ
২৬.ক	২৫.ঘ	২৪.ক	২৩.ক	২২.ক	২১.ক	২০.ক	১৯.ক	১৮.গ
১৭.ঘ	১৬.ঘ	১৫.ক	১৪.ক	১৩.গ	১২.ঘ	১১.ঘ	১০.ক	০৯.ক
০৮.ঘ	০৭.গ	০৬.ঘ	০৫.খ	০৪.ক	০৩.ঘ	০২.ঘ	০১.ক	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

জীবন ও বৃক্ষ

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অংহকার। তারই চরণে তারা নিবেদিতপ্রাণ। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার -এ সবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানবপ্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতাশূন্য, উপলব্ধিহীন বুলি।

এদের স্থানে এনে দিতে হবে বড় মানুষ-সূক্ষ্মবুদ্ধি উদারহৃদয় গভীরচিত্ত ব্যক্তি, যাদের কাছে বড় হয়ে উঠবে জীবনের বিকাশ, কেবল টিকে থাকা নয়। তাদের কাছে জীবনাদর্শের প্রতীক হবে প্রাণহীন ছাঁচ বা কল নয়, সজীব বৃক্ষ– যার বুদ্ধি আছে, গতি আছে, বিকাশ আছে, ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে অপরের সেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যার কাজ। বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করা দরকার, নইলে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না।

বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অন্য কথা বলেছেন। ফুলের ফোটা আর নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে তিনি নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মনে মনুষ্যত্বের বেদনা নদীর গতিতেই উপলব্ধ হয়, ফুলের ফোটায় নয়। ফুলের ফোটা সহজ, নদীর গতি সহজ নয়- তাকে অনেক বাধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়। কিন্তু ফুলের ফোটার দিকে না তাকিয়ে বৃক্ষের ফুল ফোটানোর দিকে তাকালে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ভালো করতেন। তপোবন-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কেন যে তা করলেন না বোঝা মুশকিল।

জানি, বলা হবে : নদীর গতিতে মনুষ্যত্বের দুঃখ যতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৃক্ষের ফুল ফোটানোয় তা তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তাই কবি নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন।

উত্তরে বলব : চর্মচক্ষুকে বড় না করে কল্পনা ও অনুভূতির চক্ষুকে বড় করে তুললে বৃক্ষের বেদনাও সহজে উপলব্ধি করা যায়। আর বৃক্ষের সাধনায় যেমন একটা ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, মানুষের সাধনায়ও তেমনি একটা ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, আর এটাই হওয়া উচিত নয় কি? অনবরত ধেয়ে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয়। যাকে বলা হয় গোপন ও নীরব সাধনা তা বৃক্ষেই অভিব্যক্ত, নদীতে নয়। তাছাড়া বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না। নদী সাগরে পতিত হয় সত্য, কিন্তু তার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না। বৃক্ষের ফুল ফোটানো ও ফল ধরানোর ছবি কিন্তু প্রত্যহ চোখে পড়ে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে অনবরত নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে।

সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি একটা বড় জিনিস। নদীর সাগরে পতিত হওয়ায় সেই প্রাপ্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সে তো প্রাপ্তি নয়, আত্মবিসর্জন। অপরপক্ষে বৃক্ষের প্রাপ্তি চোখের সামনে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। ফুলে ফলে যখন সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন আপনা থেকেই বলতে ইচ্ছা হয় : এই তো সাধনার সার্থকতা। বৃক্ষে প্রাপ্তি ও দান। সৃজনশীল মানুষেরও প্রাপ্তি ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না। যা তার প্রাপ্তি তা-ই তার দান।

বৃক্ষের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অন্তরের সৃষ্টিধর্ম উপলব্ধি করেছেন। বহু কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গদ্যে তিনি তা স্পষ্ট করে বলেননি। বললে ভালো হতো। তাহলে নিজের ঘরের কাছেই যে সার্থকতার প্রতীক রয়েছে, সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারতাম।

নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির ওপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। সুখ-দুঃখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরে পরিপক্বতা, তাই তো আত্মা। এই আত্মারূপ ফল স্রষ্টার উপভোগ্য। তাই মহাকবির শুনতে পাওয়া যায়;'Ripeness is all'- পরিপক্বতাই সব। আত্মাকে মধুর ও পুষ্ট করে তুলতে হবে। নইলে তা স্রষ্টার উপভোগের উপযুক্ত হবে না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রচুর গভীর অনুভূতির দ্বারা আত্মার পরিপুষ্টি ও মাধুর্য সম্পাদন সম্ভব। তাই তাদের মানুষের শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু। বস্তুজিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান হতে পারে না। কেননা, তাতে আত্মার উন্নতি হয় না - জীবনবোধ ও মূল্যবোধে পরিপূর্ণ হয় না; তা হয় সাহিত্য- শিল্পকলার দ্বারা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের এত মূল্য।

ওপরে যে বৃদ্ধির কথা বলা হলো বৃক্ষের জীবন তার চমৎকার নির্দশন। বৃক্ষের হওয়া থেকে ফলবান হওয়া পর্যন্ত সেখানে কেবলই বৃদ্ধির ইতিহাস। বৃক্ষের পানে আমরা লাভবান হতে পারি– জীবনের গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি বলে।

বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয়-প্রশান্তিরও ইঙ্গিত। অতি শান্ত ও সহিষ্ণু জীবনের গুরুভার বহন করে।

শব্দার্থ ও টীকা

স্থূলবুদ্ধি	সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিহীন। অগভীর জ্ঞানসম্পন্ন।
জবরদস্তিপ্রিয়	গায়ের জোরে কাজ হাসিলে তৎপর। বিচার-বিবেচনাহীন।
বিকৃতবুদ্ধি	বুদ্ধির বিকার ঘটেছে এমন। যথাযথ চিন্তাচেতনাহীন।
বুলি	এখানে গৎ-বাঁধা কথা হিসেবে ব্যবহৃত। যথাযথ অর্থ বহন না এমন কথা যা অভ্যাসের বশে বলা হয়ে থাকে।
জীবনাদর্শ	জীবনে অনুকরণের উপযুক্ত মহৎ ও শ্রেষ্ঠ দিকগুলো।
মনুষ্যত্ব	মানবোচিত সদগুণাবলি। মানুষের বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য।
তপোবন	অরণ্যে ঋষির আশ্রম। মুনি ঋষিরা তপস্যা করেন এমন বন
চর্মচক্ষু	দৈহিক চক্ষু [মানসিক বা দিব্যদৃষ্টির বিপরীত]।
অনুভূতির চক্ষু	মনের চোখ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূতির বা উপলব্ধির ক্ষম সংবেদনশীলতা।
নতি	অবনত ভাব। বিনয়, নম্রতা।
সাধনা	সাফল্য বা সিদ্ধি অর্জনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা।
সৃজনশীল	নির্মাণ সৃষ্টিতে তৎপর।
সৃষ্টিধর্ম	সৃষ্টি বা সৃজনের বৈশিষ্ট্য।
আত্মিক	মনোজাগতিক। চিন্তা -চেতনার ক্ষেত্রে।
পরিপক্বতা	সুপরিণতিজাত। পরিপূর্ণ বিকাশসাধন।
বস্তুজিজ্ঞাসা	বস্তুজগতের রহস্য উন্মোচন–অন্বেষা। বস্তুজগৎ সম্পর্কে জানার আগ্র
গূঢ়	প্রচ্ছন্ন গভীর তাৎপর্য।
বৃক্ষেরপ্রাপ্তি ও দান	বৃক্ষের অর্জন হচ্ছে তার ফুল ও ফল। এগুলো সে অন্যের তুলে দেয়। ফলে বৃক্ষ যুগপৎ প্রাপ্তি ও দানের আদর্শ।
এদের প্রধান দেবতা অহংকার	যথাযথ বিচার-বিবেচনা ও চিন্তাচেতনাহীন লোকেরা এত গর্বোদ্ধত থাকে যে মনে হয় যেন অহংকারই তাদের প্রধান উপাস্য বা দেবত
তপোবন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ	প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের মতো রবীন্দ্রনাথও ছিলেন অরণ্য বৃক্ষপ্রেমিক। তাঁর অনেক কবিতায় বৃক্ষের বন্দনা স্পষ্ট।

লেখক পরিচিতি

নাম	মোতাহের হোসেন চৌধুরী
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ, নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রাম।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : ম্যাট্রিক, ইউসুফ হাই স্কুল, কুমিল্লা। উচ্চ মাধ্যমিক : আইএ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা। উচ্চতর শিক্ষা : বিএ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা। এমএ (বাংলা), ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্য
পেশা/কর্মজীবন	সহকারী শিক্ষক– ইউসুফ হাই স্কুল, কুমিল্লা। প্রভাষক– ইসলামিয়া কলেজ, কলকাতা। অধ্যাপক– বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ।
জীবনাবসান	১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধগ্রন্থ	সংস্কৃতি কথা (১৯৫৮)।
অনুবাদ গ্রন্থ	'সভ্যতা' (ক্লাইভ বেলের 'সিভিলাইজেশন' গ্রন্থের অনুবাদ) (বার্ট্রান্ড রাসেলের 'কংকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস' গ্রন্থের অনুবাদ)।

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন ধরনের গদ্য রচয়িতা হিসেবে খ্যাত?– **মননশীল গদ্য রচয়িতা।**
'Civilization' গ্রন্থটি কার লেখা?– **ক্লাইভ বেল।**
কোন প্রতিষ্ঠান মোতাহের হোসেন চৌধুরীর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমস্ত রচনা 'রচনাবলি' আকারে প্রকাশ করেছে– **বাংলা একাডেমি।**
মোতাহের হোসেন চৌধুরীর লেখনী কিরূপ ছিল?– **বাস্তব জীবনভিত্তিক।**
মননশীল, চিন্তা-উদ্দীপক ও পরিশীলিত গদ্য রচনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট হয়ে আছেন– **মোতাহের হোসেন চৌধুরী।**
কোন কলেজে অধ্যাপনাকালে মোতাহের হোসেন চৌধুরী মারা যান?– **চট্টগ্রাম কলেজে।**
সাহিত্যের অঙ্গনে ও বাস্তবজীবনে উভয়ক্ষেত্রেই মুক্তবুদ্ধির চেতনা ও মানবপ্রেমের আদর্শের অনুসারী ছিলেন কে?– **মোতাহের হোসেন চৌধুরী।**
তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন– **ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের (১৯২৬) মুক্তবুদ্ধি চর্চা আন্দোলনের জন্য।**
বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন– **সংস্কৃতি কথা।**

'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস :** মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধটি তাঁর 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।
- **প্রথম লাইন-** সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া।
- **শেষ লাইন-** অতি শান্ত ও সহিষ্ণুতায় সে জীবনের গুরুভার বহন করে।
- **ভাষারীতি :** চলিতরীতি।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া।
- এদের একমাত্র দেবতা অংহকার।
- সজীব বৃক্ষ-যার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে, বিকাশ আছে, ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে অপরের সেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যার কাজ।
- অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অন্য কথা বলেছেন। ফুলের ফোটা আর নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে তিনি নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন।
- ফুলের ফোটা সহজ, নদীর গতি সহজ নয়- তাকে অনেক বাধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়।
- চর্মচক্ষুকে বড় না করে কল্পনা ও অনুভূতির চক্ষুকে বড় করে তুললে বৃক্ষের বেদনাও সহজে উপলব্ধি করা যায়।
- তাছাড়া বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না।
- দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে অনবরত নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে।
- বৃক্ষের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অন্তরের সৃষ্টিধর্ম উপলব্ধি করেছেন।
- নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে।
- মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না।
- মহাকবি শেক্সপীয়রের মুখে শুনতে পাওয়া যায়: 'Ripeness is all'- পরিপক্বতাই সব।
- বৃক্ষের পানে তাকিয়ে আমরা লাভবান হতে পারি– জীবনের গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি বলে।
- বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয়-প্রশান্তিরও ইঙ্গিত। অতি শান্ত ও সহিষ্ণুতায় সে জীবনের গুরুভার বহন করে

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : কার কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়?– সমাজের।
প্র : মানুষকে বড় করে তোলা কার কাজ?– সমাজের।
প্র : কীসে সংসার পরিপূর্ণ ?– **স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে।**
প্র : অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি কার কাজ?– **জবরদস্তিপ্রিয় মানুষের।**
প্র : এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি কেন?– **প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে।**
প্র : নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি মানুষদের দেবতা কে?– **অহংকার।**
প্র : কাদের কথায় নেশা ধরে না?– **নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি মানুষের।**
প্র : নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি মানুষের স্থানে কাদের আনতে হবে?– **বড় মানুষদের।**
প্র : কাদের কাছে জীবনের বিকাশ বড় হয়ে উঠে?– **বড় মানুষদের।**
প্র : বড় মানুষদের কাছে জীবনাদর্শের প্রতীক কী?– **সজীব বৃক্ষ।**
প্র : কার জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করা দরকার?– **বৃক্ষ।**
প্র : ফুল ফোটাকে রবীন্দ্রনাথ কার সঙ্গে তুলনা করেছেন?– **নদীর গতির সাথে।**
প্র : রবীন্দ্রনাথ কীসের মধ্যে মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন?– **নদীর গতি।**
প্র : ফুলের ফোটা কেমন?– **সহজ।**
প্র : গোপন ও নীরব সাধনা কীসে অভিব্যক্ত নয়?– **নদীতে।**
প্র : কার সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না?– **নদীর।**
প্র : সাধনার ব্যাপারে কী একটা বড় জিনিস?– **প্রাপ্তি।**
প্র : বৃক্ষ কীভাবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে?– **ফুলে ফলে।**
প্র : কাদের প্রাপ্তি ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না?– **সৃজনশীল মানুষের।**
প্র : জীবনের মানে কী?– **বৃদ্ধি।**
প্র : মানুষের কী সৃষ্টি করে নিতে হয়?– **আত্মা।**
প্র : অন্তরের পরিপক্বতা হয় কীভাবে?– **সুখ-দুঃখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে।**
প্র : আত্মারূপ ফল কার উপভোগ্য?– **স্রষ্টার।**
প্র : 'স্থূলবুদ্ধি' শব্দের অর্থ কী?– **সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিহীন।**
প্র : জীবনের অনুকরণের উপযুক্ত মহৎ ও শ্রেষ্ঠ দিকগুলোকে কী বলে?– **জীবনাদর্শ।**
প্র : 'গূঢ়' শব্দের অর্থ কী?– **প্রচ্ছন্ন গভীর তাৎপর্য।**
প্র : 'জীবন ও বৃক্ষ' কোন ধরনের রচনা?– **প্রবন্ধ।**
প্র : কেমন জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া দরকার?– **বিকশিত জীবন**
প্র : বৃক্ষের কাজ কী?– **অপরের সেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া।**
প্র : 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে লেখকের মতে কোন দিকে তাকালে রবীন্দ্রনাথ ভালো করতেন?– **বৃক্ষের ফুল ফোটানোর দিকে।**
প্র : কার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না?– **নদীর সাগরে পতিত হওয়ার।**
প্র : দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বৃক্ষ কিসের বাণী প্রচার করে?– **নতি, শান্তি ও সেবার।**
প্র : সৃজনশীল মানুষের কিসে পার্থক্য দেখা যায় না?– **প্রাপ্তি ও দানে।**
প্র : বৃক্ষের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ কী উপলব্ধি করেছেন?– **অন্তরের সৃষ্টিধর্ম।**
প্র : 'গায়ের জোরে কাজ হাসিলে তৎপর থাকে যে' তাকে কী বলে?– **জবরদস্তিপ্রিয়।**
প্র : 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে 'বুলি' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?– **গৎ-বাঁধা কথা।**
প্র : নির্মাণ সৃষ্টিতে তৎপর যে– **সৃজনশীল।**
প্র : 'আত্মিক' শব্দের অর্থ কী?– **মনোজাগতিক।**
প্র : 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মানুষের কোন দিকটির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন?– **বিকাশ সাধন।**
প্র : কখন বৃক্ষের বেদনা সহজে উপলব্ধি করা যায়?– **অনুভূতি দিয়ে বিচার করলে।**
প্র : বৃক্ষের প্রাপ্তি আমাদের চোখের সামনে কী হয়ে ফুটে ওঠে?– **ছবি।**
প্র : কাকে অনেক বাঁধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়?– **নদীকে।**
প্র : কিসের সাধনায় একটা ধীরস্থির ভাব দেখা যায়?– **বৃক্ষের।**
প্র : কিসের চক্ষুকে বড় করে তুললে বৃক্ষের বেদনা সহজে উপলব্ধি করা যায়?– **কল্পনা ও অনুভূতির।**
প্র : অনুভূতির কান দিয়ে কোন গান শুনতে হবে?– **নীরব ভাষায় বৃক্ষের সার্থকতার গান।**
প্র : 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধের লেখক বড় মানুষ বলতে কী বুঝিয়েছেন?– **যার মন বড়।**
প্র : অতি শান্ত ও সহিষ্ণুতায় বৃক্ষ জীবনে কী বহন করে?– **জীবনের গুরুভার।**
প্র : বিজ্ঞানের অপর নাম কী?– **বস্তুজিজ্ঞাসা।**
প্র : স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষের মানবপ্রেমের বাণী কীরূপ?– **আন্তরিকতাশূন্য ও উপলব্ধিহীন বুলি।**
প্র : প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কী বলেছেন?– **বৃক্ষপ্রেমী, তপোবন প্রেমিক।**
প্র : সুখ-দুঃখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের কী হয়?– **পরিপক্বতা।**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'যা তার প্রাপ্তি তা-ই তার দান।' কথাটা কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? [ক ১৭-১৮]
ক. বৃক্ষ ও সৃজনশীল মানুষের খ. বৃক্ষের
গ. মানুষের ঘ. রবীন্দ্রনাথের

০২. 'সে তো প্রাপ্তি নয়, আত্মবিসর্জন' কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? [গ ১৭-১৮]
ক. সৃজনশীল মানুষের খ. নদীর
গ. বৃক্ষের ঘ. রবীন্দ্রনাথের

০৩. রবীন্দ্রনাথের মতে, মনুষ্যত্বের বেদনা উপলব্ধ হয় - [ক ১৬-১৭]
ক. বৃক্ষের অঙ্কুরিত হওয়ায় খ. বৃক্ষের ফুল ফোটানোয়
গ. নদীর বন্ধ্যাদশায় ঘ. নদীর গতিতে

০১.ক	০২.খ	০৩.ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PU

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০৪. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কাকে মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছিলেন? [B ১৭-১৮; বেরোবি B ১৬-১৭; রাবি ক ১৬-১৭]
ক. নদীকে খ. বৃক্ষকে গ. ধর্মকে ঘ. আত্মাকে

০৫. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে উল্লেখিত 'Ripeness is all' বা 'পরিপক্কতাই সব' উদ্ধৃতিটি কোন কবির? [ঘ ১৬-১৭]
ক. William Wordsworth খ. John Keats
গ. John Milton ঘ. William Shakespeare

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. 'এদের একমাত্র দেবতা অহংকার।' কাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে? [I ১৭-১৮]
ক. স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষদের
খ. অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারীদের
গ. প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি এমন মানুষদের
ঘ. উপরের সবগুলোই

০৭. 'মাঝে মাঝে মানব প্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না" কোন গল্পের অংশ? [G-১৫-১৬]
ক. আহ্বান খ. মানব কল্যাণ গ. ভুলের মূল্য ঘ. জীবন ও বৃক্ষ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৮. 'অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে' কার গান? [E ১৭-১৮]
ক. নদীর খ. শিল্পীর গ. বৃক্ষের ঘ. পাখির

০৯. কোন প্রবন্ধে নদীকে মনুষ্যত্বের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে? [E ১৭-১৮]
ক. রেইনকোট খ. জীবন ও বৃক্ষ গ. নেকলেস ঘ. আহবান

১০. 'স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তি প্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ।' কোন প্রবন্ধের অংশ? [A ১৭-১৮]
ক. জীবন ও বৃক্ষ খ. আত্মচরিত গ. আমার পথ ঘ. মানব-কল্যাণ

১১. মূল্যবোধের শিক্ষা কোন উপায়ে প্রতিফলিত হয়? [I ১৬-১৭]
ক. উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে খ. ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে
গ. শাসনের মাধ্যমে ঘ. দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১২. বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনায়ক ছিলেন– [B ১৭-১৮; রাবি A ১৭-১৮]
ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী খ. মুনীর চৌধুরী
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. আহমদ শরীফ

১৩. কোনটি মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচিত প্রবন্ধ? [D ১৭-১৮; জাককানইবি AL ১৭-১৮; পাবিপ্রবি C ১৭-১৮]
ক. সংস্কৃতি কথা খ. সংস্কৃতির কথা
গ. সংস্কৃতির সাধনা ঘ. সংস্কৃতির সংকট

১৪. 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে বৃক্ষের মাধ্যমে লেখক প্রধানত কী বোঝাতে চেয়েছেন? [D3 ১৬-১৭]
ক. জীবনের তাৎপর্য খ. জীবনের পরিণতি গ. জীবনের উৎকর্ষ ঘ. জীবনের অপকর্ষ

১৫. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে নদীর গতির মধ্যে কে মানবজীবনের সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন? [D1 ১৬-১৭]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. আনিসুজ্জামান

১৬. 'জীবন ও বৃক্ষ' কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? [C1 ১৬-১৭, বঙ্গবন্ধু F ১৬-১৭]
ক. পল্লী-সমাজ খ. বিবিধ প্রবন্ধ গ. সংস্কৃতি কথা
ঘ. মতিচূর ঙ. প্রবন্ধ-সংগ্রহ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৭. 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে 'নিশান' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- [D ১৭-১৮]
ক. চিহ্ন খ. পতাকা গ. লক্ষ্য ঘ. পরিচয়

১৮. 'জীবন ও বৃক্ষ' গল্পে মানুষকে বড় করে তোলা কার কাজ বলে লেখক মনে করেন? [D ১৭-১৮]
ক. দেশের খ. সরকারের গ. সমাজের ঘ. লেখকের

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১৯. বৃক্ষের দিকে তাকালে কি উপলব্ধি করা সহজ হয়? [A ১৭-১৮]
ক. জীবনের বিশালতা খ. জীবনের তাৎপর্য
গ. আত্মার মাহাত্ম্য ঘ. জীবনের সত্য

২০. 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে মনুষ্যত্বের প্রতীক হিসেবে কবিগণ কাকে চিহ্নি[ত]... [A ১৭-১৮]
ক. পাখি খ. নদী গ. ফুল ঘ. বৃক্ষ

২১. বৃক্ষ কিসের ইশারা ও ইঙ্গিত দেয়? [A ১৭-১৮]
ক. জন্মের ও মৃত্যুর খ. বৃদ্ধির ও প্রশান্তির
গ. ফুলের ও ফলের ঘ. জীবনের ও মরণের

২২. বৃক্ষ কীভাবে আমাদের গান গেয়ে শোনায়? [A ১৭-১৮]
ক. চিৎকার দিয়ে খ. হাসি মুখে
গ. নীরব ভাষায় ঘ. চোখের জলে

২৩. মানুষের মানবোচিত গুণাবলিকে কী বলে? [A ১৭-১৮]
ক. মানবিকতা খ. মানবতা
গ. মনুষ্যত্ব ঘ. মানব-সত্য

২৪. 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে 'অনুভূতির চক্ষু' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [B...
ক. আবেগ ও সৃজনশীলতা খ. সহজে বুঝতে পারার ক্ষমতা
গ. সৌন্দর্যচেতনা ঘ. মনের চোখ ও সংবেদনশীলতা

২৫. নদীকে মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন কে? [A ১৬-১৭; কুবি খ ১৬-১৭]
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. শামসুর রাহমান

২৬. 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে মনুষ্যত্বের প্রতীক কোনটি? [A ১৬-১৭]
ক. নদীর প্রবহমানতা খ. ধর্মের নৈতিকতা
গ. আত্মার পবিত্রতা ঘ. বৃক্ষ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যা[লয়]

২৭. বাংলা সাহিত্যে 'তপোবন প্রেমিক' বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? [E ১৭-...
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. মোতাহের হোসেন চৌধুরী

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

২৮. বৃক্ষের সাধনায় দেখতে পাওয়া যায় বৃক্ষের- [H ১৬-১৭]
ক. চাওয়া খ. বিকাশ গ. সৌন্দর্য ঘ. ধীরস্থি[রতা]

২৯. মোতাহের হোসেন চৌধুরী যুক্ত ছিলেন? [H ১৬-১৭]
ক. বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে খ. দারিদ্র ও সামাজিক বৈষম্য আন্দো[লনে]
গ. শিক্ষা আন্দোলন ঘ. কোনোটিই নয়

৩০. 'প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি...' কোন লেখকের? [C ১৬-১৭]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মোতাহের হোসেন চৌধুরী
গ. সৈয়দ মজুতবা আলী ঘ. আনিসুজ্জামান

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩১. 'নীরব ভাষায় ---- আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়।' [১৬-১৭]
ক. নদী খ. কবি গ. বৃক্ষ ঘ. পর্বত

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

৩২. কোন শ্রেণির বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও?
ক. নদীর খ. মানুষের গ. গাছের ঘ. বৃক্ষের

৩৩. 'সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [C ১৬-১৭]
ক. আবুল হুসেন খ. কাজী আবদুল ওদুদ
গ. মোতাহের হোসেন চৌধুরী ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

০৪.খ	০৫.ঘ	০৬.ঘ	০৭.ঘ	০৮.গ	০৯.খ	১০.ক
১২.ক	১৩.ক	১৪.ক	১৫.খ	১৬.গ	১৭.ঘ	১৮.গ
২০.খ	২১.খ	২২.গ	২৩.গ	২৪.ঘ	২৫.খ	২৬.ঘ
২৮.খ	২৯.ক	৩০.খ	৩১.গ	৩২.খ	৩৩.গ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. লেখক 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে মানুষের জীবনে ফুল ফোটানো বলতে কী বুঝিয়েছেন?
ক. সংস্কৃতিবোধ খ. মার্জিত হওয়া
গ. সাম্যবাদ ঘ. মনুষ্যত্ব

০২. বিচিত্র অভিজ্ঞতা দ্বারা সম্ভব-
ক. মানবিকতার বিকাশ খ. আত্মার পরিপুষ্টি
গ. আত্মার পরিশুদ্ধি ঘ. আত্মার পরিতৃপ্তি

০৩. বড় মানুষের কাছে জীবনাদর্শের প্রতীক কী?
ক. মানবিকতা খ. বিজ্ঞানমনস্কতা
গ. সজীব বৃক্ষ ঘ. প্রবহমান নদী

০৪. 'Ripeness is all'-কথাটি কার মুখে শোনা যায়?
ক. মহাকবির খ. উকিলের
গ. ডাক্তারের ঘ. বৈজ্ঞানিকের

০৫. কোনটি আত্মার উন্নতি না হওয়ার কারণ?
ক. জীবনবোধে অন্তর পরিপূর্ণ না হলে
খ. মর্যাদা না পেলে
গ. প্রেম না থাকলে
ঘ. অনুভূতি না থাকলে

০৬. স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষ কেমন হয়?
ক. জনদরদী খ. ব্যক্তিত্বহীন
গ. অহংকারী ঘ. অলসপ্রবণ

০৭. 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে লেখক কার বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. আবুল হোসেন ঘ. আবুল ফজল

০৮. অনুভূতির চক্ষুকে বড় করে তুললে সহজে উপলব্ধি করা যায় কোনটি?
ক. ফুল ফোটার দৃশ্য খ. ফুল ফোটার বেদনা
গ. বৃক্ষের বেদনা ঘ. জীবনের বিকাশ

০৯. বৃক্ষের সাধনায় কী দেখতে পাওয়া যায়?
ক. ফুল ফোটানো খ. বৃক্ষের বিকাশ
গ. বৃক্ষের সৌন্দর্য ঘ. বৃক্ষের ধীরস্থির ভাব

১০. কী কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না?
ক. দর্শন খ. বিজ্ঞান
গ. চিত্রকলা ঘ. সংগীত

১১. কী দ্বারা জীবনবোধ ও মূল্যবোধে অন্তর পরিপূর্ণ হয়?
ক. আত্মজিজ্ঞাসায় খ. ধর্মচর্চায়
গ. সংগীতচর্চায় ঘ. সাহিত্য-শিল্পকলায়

১২. কার জীবন 'বৃদ্ধি বা বিকাশ'-এর চমৎকার নিদর্শন?
ক. ফুলের খ. জীবের
গ. বৃক্ষের ঘ. ফলের

১৩. বৃক্ষের পানে তাকিয়ে আমরা কী হতে পারি?
ক. পরিপূর্ণ খ. লাভবান
গ. তপোবন প্রেমিক ঘ. কবি

১৪. যে গায়ের জোরে কাজ হাসিলে তৎপর থাকে তাকে কী বলে?
ক. স্থূলবুদ্ধি খ. জবরদস্তিপ্রিয়
গ. বিকৃতবুদ্ধি ঘ. চর্মচক্ষু

১৫. জীবনের সার্থকতার প্রতীক কোনটি?
ক. নদী খ. ফুল
গ. ফল ঘ. বৃক্ষ

১৬. কিসের চক্ষুকে বড় করে তুললে বৃক্ষের বেদনা সহজে উপলব্ধি করা যায়?
ক. কল্পনা খ. চিন্তা
গ. বাস্তবতার ঘ. কল্পনা ও অনুভূতির

১৭. 'প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম' উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. পরোপরিকারিতা খ. সহিষ্ণুতা
গ. উদারতা ঘ. সংবেদনশীলতা

১৮. সুখ-দুঃখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্বতা তা কী?
ক. দেহ খ. আত্মা
গ. মস্তিষ্ক ঘ. মন

১৯. 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে লেখক স্থূলবুদ্ধির মানুষদের বুলি কেমন বলেছেন?
ক. বিবেচক খ. বুদ্ধিমান
গ. উপলব্ধিহীন ঘ. স্বার্থপরতাযুক্ত

২০. বিজ্ঞান কেন শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না?
ক. বিজ্ঞান দ্বারা আত্মার উন্নতি হয় না
খ. বিজ্ঞান সর্বদা নিশ্চিত জ্ঞান দেয় না
গ. বিজ্ঞান আমাদের আবেগ কেড়ে নিয়েছে বলে
ঘ. বিজ্ঞানের আবিষ্কার ধ্বংসাত্মক বলে

২১. মানবপ্রেমের কথা বললেও নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষগুলোর বুলি কেমন হয়?
ক. আন্তরিক খ. আন্তরিকতাশূন্য
গ. উপলব্ধি করবার মতো ঘ. যুক্তিহীন

২২. সাহিত্য অঙ্গনে ও বাস্তবজীবনে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মধ্যে কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে?
ক. মুক্তবুদ্ধি চেতনা খ. বিদ্রোহী ভাব
গ. প্রতিবাদী চেতনা ঘ. দার্শনিক ভাব

২৩. ক্লাইভ বেল-এর 'Civilization' গ্রন্থ অবলম্বনে মোতাহের হোসেন চৌধুরী কর্তৃক রচিত গ্রন্থের নাম কী?
ক. সভ্যতা খ. সুখ
গ. বনি আদম ঘ. নেকড়ে অরণ্য

২৪. বার্ট্রান্ড রাসেলের 'Conquest of Happiness' গ্রন্থের অনূদিত গ্রন্থ কোনটি?
ক. সভ্যতা খ. সংস্কৃতি কথা
গ. সুখ ঘ. স্বাধীনতা

২৫. 'গোপন ও নীরব' সাধনা কিসে অভিব্যক্ত?
ক. বৃক্ষে খ. বৃষ্টির বর্ষণে
গ. নদীতে ঘ. ঝরনায়

২৬. বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করা কেন দরকার?
ক. জীবন ও সমাজকে টিকিয়ে রাখতে
খ. সমাজের বিকাশ ঘটানোর জন্য
গ. জীবনে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা আনার জন্য
ঘ. জাগতিক অহংকারকে দমন করতে

২৭. বৃক্ষ কীভাবে জীবনের গুরুভার বহন করে?
ক. ফুল দ্বারা খ. বৃষ্টিকে প্রভাবিত করে
গ. শান্ত ও সহিষ্ণুতায় ঘ. ফল দ্বারা

২৮. 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধ অনুযায়ী মানুষের মর্যাদা কিসে?
ক. আত্মোপলব্ধির ক্ষমতায় খ. আত্মা তৈরির সক্ষমতায়
গ. পরোপকারে ঘ. আত্মবৃদ্ধির ক্ষমতায়

২৯. বৃক্ষের অঙ্কুরিত হওয়া থেকে ফলবান হওয়া পর্যন্ত সেখানে কেবলই-
ক. ক্রন্দনের ইতিহাস খ. বৃদ্ধির ইতিহাস
গ. প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ঘ. নির্মাণের ইতিহাস

৩০. বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়, কারণ-
ক. বৃক্ষ নদীর মতোই বহমান খ. বৃক্ষ হলো সার্থকতার প্রতীক
গ. বৃক্ষের দানে কোনো স্বার্থ নেই ঘ. বৃক্ষ থেকে নানা ঔষধ তৈরি হয়

০১.ক	০২.খ	০৩.গ	০৪.ক	০৫.ক	০৬.গ	০৭.ক	০৮.গ	০৯.ঘ	১০.খ
১১.ঘ	১২.গ	১৩.খ	১৪.খ	১৫.ঘ	১৬.ঘ	১৭.ক	১৮.খ	১৯.গ	২০.গ
২১.খ	২২.ক	২৩.ক	২৪.গ	২৫.ক	২৬.গ	২৭.গ	২৮.ঘ	২৯.খ	৩০.খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOL

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLI

SELF TEST

০১. প্রকৃতির ধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ধর্ম কোনটি?
ক. জীবের ধর্ম খ. প্রাণের ধর্ম
গ. মানুষের ধর্ম ঘ. নদীর ধর্ম

০২. বৃক্ষের বৃদ্ধির ইশারার সঙ্গে সঙ্গে আর কিসের ইঙ্গিত রয়েছে?
ক. সৌন্দর্যের খ. পূর্ণতার
গ. প্রশান্তির ঘ. সমৃদ্ধির

০৩. মুনি-ঋষিরা তপস্যা করেন এমন বনকে বলা হয়?
ক. তপোবন খ. আশ্রম
গ. গভীর অরণ্য ঘ. ঋষির আশ্রম

০৪. নোয়াখালী জেলার কোন গ্রামে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জন্ম?
ক. শিবপুর খ. কাঞ্চনপুর
গ. মিঠাপুকুর ঘ. জয়দেবপুর

০৫. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর লেখনী কিরূপ ছিল?
ক. বাস্তব জীবনভিত্তিক খ. সংগ্রামী প্রকৃতির
গ. কল্পকাহিনিভিত্তিক ঘ. সমালোচনাভিত্তিক

০৬. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কখন মারা যান?
ক. চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনাকালে খ. প্রবাসে থাকাকালীন
গ. চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যয়নকালে ঘ. মুক্তিযুদ্ধের সময়

০৭. কিসের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়?
ক. মানুষের দিকে খ. বৃক্ষের দিকে
গ. প্রকৃতির দিকে ঘ. আকাশের দিকে

০৮. যা প্রাপ্তি তাই কী?
ক. ত্যাগ খ. ভাল গ. দান ঘ. লিপ্সা

০৯. নিষ্ঠুর মানুষ কিসের নিশান ওড়ায়?
ক. ব্যক্তিগত অহংকারের খ. কথার
গ. মর্যাদার ঘ. ক্ষমতার

১০. 'মানবপ্রেমের' কথা বললেও নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষগুলোর বুলি হয় কেমন?
ক. নিষ্ঠুর খ. যুক্তিহীন
গ. আন্তরিক ঘ. আন্তরিকতাশূন্য

১১. কোন প্রতিষ্ঠান মোতাহের হোসেন চৌধুরীর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমস্ত রচনা 'রচনাবলি' আকারে প্রকাশ করেছে?
ক. বাংলা একাডেমি খ. ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
গ. নজরুল ইনস্টিটিউট ঘ. বাংলাপিডিয়া

১২. 'গভীরচিত্ত' অর্থ কী?
ক. অবনত ভাব খ. গভীর চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন
গ. আত্মত্যাগ ঘ. ভদ্রতা

১৩. উদারহৃদয় ও গভীরচিত্তের মানুষের প্রতীক কী হবে?
ক. প্রাণহীন ছাঁচ খ. গতিময় সমাজ
গ. সজীব বৃক্ষ ঘ. টিকে থাকার জন্য লড়াই

১৪. রবীন্দ্রনাথের মতে মনুষ্যত্বের বেদনা কোথায় উপলব্ধ হয় না?
ক. বৃক্ষের মধ্যে খ. নদীর গতিতে
গ. ফুল ফোটায় ঘ. নদীর ঢেউয়ে

১৫. 'চর্মচক্ষু' বলতে কী বোঝায়?
ক. মানসিক দৃষ্টি খ. দৃষ্টি দান করা
গ. অন্তরের দৃষ্টি ঘ. দৈহিক চক্ষু

১৬. 'তপোবন প্রেমিক' রবীন্দ্রনাথ বলে লেখক বুঝিয়েছেন–
ক. বৃক্ষ-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ খ. অরণ্য-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ
গ. ফুল-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঘ. বৃক্ষ ও ফুল প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

১৭. মোতাহের হোসেন চৌধুরী বৃক্ষের জীবনের কোন দুটি জিনিস উপলব্ধি করার পক্ষপাতী?
ক. স্থির ও বিকাশ খ. সার্থকতা ও সজীবতা
গ. গতি ও প্রকৃতি ঘ. গতি ও বিকাশ

১৮. 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' প্রতিনিধিত্ব করে–
ক. ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার খ. ধর্মীয় শিক্ষার অগ্রগতি
গ. বাঙালি হিন্দু সমাজের অগ্রগতি ঘ. বাঙালি মুসলমান সমাজের অগ্রগতি

১৯. আত্মার উন্নতি কীভাবে সম্ভব?
ক. জীবনবোধ ও মূল্যবোধের দ্বারা খ. জীবনবোধ দ্বারা
গ. মূল্যবোধ দ্বারা ঘ. প্রেম ও অনুভূতি দ্বারা

২০. বৃক্ষের অঙ্কুরিত হওয়া থেকে ফলবান হওয়া পর্যন্ত কী ইতিহাস নির্দেশ করে?
ক. আত্মার বৃদ্ধি খ. আত্মার পরিশুদ্ধি
গ. আত্মার শুদ্ধতা ঘ. আত্মার মাধুর্য

২১. স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তি প্রিয় মানুষের কাজ কী?
ক. সমাজে টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া
খ. প্রেম ও সৌন্দর্যের অনুসরণ করা
গ. অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা
ঘ. হিংসাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি করা

২২. চর্মচক্ষুকে বড় না করে আমাদেরকে বড় করতে হবে–
ক. কল্পনাশক্তিকে খ. মনের পরিধিকে
গ. অনুভূতির চক্ষুকে ঘ খ ও গ

২৩. বৃক্ষের বেদনা সহজে উপলব্ধি করা যায় কখন?
ক. চর্মচক্ষু দিয়ে বিজার করলে খ. অনুভূতি দিয়ে বিচার করলে
গ. অহংকার দিয়ে বিচার করলে ঘ. চিন্তা দিয়ে বিচার করলে

২৪. আত্মাকে মধুর ও পুষ্ট করে গড়ে তুলতে হবে কারণ–
ক. স্রষ্টার উপভোগের উপযুক্ত হতে খ. সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হতে
গ. মানবিক বিকাশ পূর্ণ করতে ঘ. মনুষ্যত্বের বেদনা উপলব্ধি করতে

২৫. বৃক্ষের বৃদ্ধির ইতিহাস কোন পর্যন্ত?
ক. জন্ম থেকে মৃত্যু হওয়া খ. অঙ্কুরিত হওয়া থেকে শেষ হওয়া
গ. জন্ম থেকে ফল ধারণ করা ঘ. অঙ্কুরিত হওয়া থেকে ফলবান হওয়া

২৬. মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয় কী?
ক. অনবরত ধেয়ে চলা খ. শুধু নিজে বাঁচা
গ. আদর্শহীন বেঁচে থাকা ঘ. শ্রীহীন জীবনের বিকাশ

২৭. বৃক্ষ কীভাবে জীবনের গুরুভার বহন করে?
ক. কাঠ দ্বারা খ. ফুল দ্বারা
গ. বৃষ্টিকে প্রভাবিত করে ঘ. অতি শান্ত ও সহিষ্ণুতায়

২৮. আত্মাকে কীভাবে গড়ে তুলতে হবে?
ক. বাস্তব শিক্ষায় খ. বস্তুগত শিক্ষায়
গ. ধর্মনিরপেক্ষতা শিক্ষায় ঘ. মধুর ও পুষ্ট করে

২৯. কেন মানুষ নিষ্ঠুর ও বিকৃত বুদ্ধির হয়?
ক. উদারতার অভাবে খ. প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি
গ. ভালোবাসার অভাবে ঘ. সচেতনতার অভাবে

৩০. 'জীবনাদর্শের প্রতীক বৃক্ষ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. সুন্দর জীবনের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ বৃক্ষ
খ. বৃক্ষ হতে আমরা ফুল ও ফল পাই
গ. বৃক্ষ জীবনধারণের উৎস
ঘ. বৃক্ষের সুশীতল ছায়া মানব জীবনকে প্রশান্তি দেয়

OMR

৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ
২৪. ক খ গ ঘ	২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ
২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ
১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ
১২. ক খ গ ঘ	১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ

Correct Answer

৩০.ক	২৯.খ	২৮.ঘ	২৭.ঘ	২৬.ক	২৫.ঘ	২৪.ক	২৩.খ	২২.ঘ	২১.[illegible]
২০.ক	১৯.ক	১৮.ঘ	১৭.ঘ	১৬.খ	১৫.ঘ	১৪.গ	১৩.গ	১২.খ	১১.[illegible]
১০.ঘ	০৯.ক	০৮.গ	০৭.খ	০৬.ক	০৫.ক	০৪.খ	০৩.ক	০২.গ	০১.[illegible]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

মাসি-পিসি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাটা। জল নেমে গিয়ে কাদা আর ভাঙা ইটপাটকেল ও ওজনে ভারি আবর্জনা বেরিয়ে পড়েছে। কংক্রিটের পুলের কাছে খালের ধারে লাগানো সালতি থেকে খড় তোলা হচ্ছে পাড়ে। পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড় সালতি বোঝাই আঁটিবাঁধা খড় তিনজনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মস্ত গাদায়। ওঠানামার পথে ওরা খড় ফেলে নিয়েছে কাদায়। সালতি থেকে ওদের মাথায় খড় তুলে দিচ্ছে দুজন। একজনের বয়স হয়েছে, আধাপাকা চুল, রোগা শরীর। অন্যজন মাঝবয়সী, বেঁটে, জোয়ান, মাথায় ঠাসা কদমছাঁটা রুক্ষ চুল।

পুলের তলা দিয়ে ভাটার টান ঠেলে এগিয়ে এল সরু লম্বা আরেকটা সালতি, দু-হাত চওড়া হয়নি না হয়। দু-মাথায় দাঁড়িয়ে দুজন প্রৌঢ়া বিধবা লগি ঠেলছে, ময়লা মোটা থানের আঁচল দুজনেরই কোমরে বাঁধা। মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সী একটি বৌ। গায়ে জামা আছে, নকশা পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি। আঁটসাঁট থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।

'মাসি-পিসি ফিরছে কৈলেশ', বুড়ো লোকটি বলল।

কৈলাশ বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত ছিল। চটপট শেষ আঁটিটা চাপিয়ে দিয়ে সে যখন ফিরল, মাসি-পিসির সালতি দু-হাতের মধ্যে এসে গেছে।

"ও মাসি, ওগো পিসি, রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।"

সামনের দিকে লগি পুঁতে মাসি-পিসি সালতির গতি ঠেকায়, আহ্লাদি সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দেয়। সামনে থেকে মাসি বলে বিরক্তির সঙ্গে, 'বেলা আর নেই কৈলেশ'। পেছনে থেকে পিসি বলে, 'অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ'। মাসি-পিসির গলা ঝরঝরে, আওয়াজ একটু মোটা, একটু ঝংকার আছে। কৈলাশের খবরটা গোপন, দুজনে লম্বা লম্বা সালতির দু-মাথায় থাকলে সম্ভব নয় চুপে চুপে বলা। মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশটা চেপে ধরে থাকে, পিসি লগি হাতে নিয়েই পিছন থেকে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। আহ্লাদি যেখানে ছিল সেখানে বসেই কান পেতে রাখে। কথাবার্তা সে সব শুনতে পায় সহজেই। কারণ, সে যাতে শুনতে পায় এমনি করেই বলে কৈলাশ।

'বলি মাসি, তোমাকেও বলি পিসি', কৈলেশ শুরু করে, 'মেয়াকে একদম শ্বশুরঘর পাঠাবে না মনে করেছ যদি, সে কেমন ধারা কথা হয়? এত বড় সোমত্ত মেয়া, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাদে ঘরে একটা পুরুষমানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে যদি তো-'

মাসি বলে, 'খুনসুটি রাখো দিকি কৈলেশ তোমার, মোদ্দাকথাটা কী তাই কও, বললে না যে খপর আছে, কী?'

পিসি বলে, 'খপরটা কী তাই কও। বেলা বেশি নেই কৈলেশ।'

মাসি-পিসির সাথে পারা যাবে না জানে কৈলাশ। অগত্যা ফেনিয়ে রসিয়ে বলবার বদলে সে সোজা কথায় আসে, 'জগুর সাথে দেখা হলো কাল। খড় তুলে দিতে সাঁঝ হয়ে গেল, তা দোকানে এটটু-মানে আর কি চা খেতে গেছি চায়ের দোকানে, জগুর সাথে দেখা।'

মাসি বলে, 'চায়ের দোকান না কিসের দোকান তা বুঝিছি কৈলেশ, তা কথাটা কী?'

পিসি বলে, 'সেথা ছাড়া আর ওকে কোথা দেখবে। হাতে দুটো পয়সা এলে তোমারও স্বভাব বিগড়ে যায় কৈলেশ। তা, কী বললে জগু?'

কৈলাশ ফাঁপরে পড়ে আড়চোখে চায় আহ্লাদির দিকে, হঠাৎ বেমক্কা জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে যে, তা নয়, পুলের কাছেই চায়ের দোকান, মাসি-পিসি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে। তারপরেই জোর হারিয়ে বলে, 'ওসব একরকম ছেড়ে দিয়েছে জগু। লোকটা কেমন বদলে গেছে মাসি, সত্যি কথা পিসি, জগু আর সেই জগু নেই। বৌকে নিতে চায় এখন। তোমরা নাকি পণ করেছ মেয়া পাঠাবে না, তাতেই চটে আছে। সম্মান তো আছে একটা মানুষের, কবার নিতে এল তা মেয়া দিলে না, তাই তো নিতে আসে না আর। আমি বলি কী, নিজেরা যেচে এবার পাঠিয়ে দেও মেয়াকে।'

মাসি বলে, 'পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা খেতে? কলকেপোড়া ছ্যাঁকা খেতে? খুঁটির সাথে দড়িবাঁধা হয়ে থাকতে দিনভর রাতভর?'

পিসি-বলে, 'মেয়া না পাঠাই, জামাই এলে রাখিনি জামাই-আদরে তাকে? ছাগলটা বেচে দিয়ে খাওয়াইনি ভালোমন্দ দশটা জিনিস?'

মাসি বলে, 'ফের আসুক, আদরে রাখব যদ্দিন থাকে। বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো। ঘরে এলে খাতির না করব কেন? তবে মেয়া মোরা পাঠাব না।'

পিসি বলে, 'নে কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।'

বুড়ো রহমান একা খড় চাপিয়ে যায় বাহকদের মাথায়, চুপচাপ শুনে যায় এদের কথা। ছলছল চোখে একবার তাকায় আহ্লাদির দিকে। তার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মরেছে অল্পদিন আগে। কিছুতে যেতে চায়নি মেয়েটা, দাপাদাপি করে কেঁদেছে যাওয়া ঠেকাতে, ছোট অবুঝ মেয়ে। তার ভালোর জন্যেই তাকে জোর-জবরদস্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আহ্লাদির সঙ্গে তার চেহারায় কোনো মিল নাই। বয়সে সে ছিল অনেক ছোট, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা। তবু আহ্লাদির ফ্যাকাশে মুখে তারই মুখের ছাপ রহমান দেখতে পায়, খড়ের আঁটি তুলে দেবার ফাঁকে ফাঁকে যখনই সে তাকায় আহ্লাদির দিকে।

কৈলাশ বলে, 'তবে আসল কথাটা বলি। জগু মোকে বললে, এবার সে মামলা করবে বৌ নেবার জন্য। তার বিয়ে করা বৌকে তোমরা আটকে রেখেছ বদ মতলবে। মামলা করলে বিপদে পড়বে। সোয়ামি নিতে চাইলে বৌকে আটকে রাখার আইন নেই। জেল হয়ে যাবে তোমাদের। আর যেমন বুঝলাম, মামলা জগু করবেই আজকালের মধ্যে। মরবে তোমরা জান মাসি, জান পিসি, মারা পড়বে তোমরা একেবারে।

আহ্লাদি একটা শব্দ করে, অস্ফুট আর্তনাদের মতো। মাসি ও পিসি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কয়েক বার। মনে হয়, মনে তাদের একই কথা উদয় হয়েছে, চোখে চোখে চেয়ে সেটা শুধু জানাজানি করে নিল তারা।

মাসি বলল, 'জেলে নয় গেলাম কৈলেশ, কিন্তু মেয়া যদি সোয়ামির কাছে না যেতে চায় খুন হবার ভয়ে?'

বলে মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশ ছেড়ে দিয়ে লগি গুঁজে দেয় কাদায়, পিসি তরতর করে পিছনে গিয়ে লগি কাদায় গুঁজে হেলে পড়ে, শরীরের ভারে সরু লম্বা সালতিটাকে এগিয়ে দেয় ভাটার টানের বিপক্ষে। বেলা একরকম নেই। ছায়া নামছে চারদিকে।

শকুনরা উড়ে এসে বসছে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়। একটা শকুন উড়ে গেল এ আশ্রয় ছেড়ে অল্প দূরে আরেকটা গাছের দিকে। ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কী তার পাখা ঝাপটানি!

মায়ের বোন মাসি আর বাপের বোন পিসি ছাড়া বাপের ঘরের কেউ নেই আহ্লাদির। দুর্ভিক্ষ কোনোমতে ঠেকিয়েছিল তার বাপ। মহামারীর একটা রোগে, কলেরায়, সে, তার বৌ আর ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। মাসি-পিসি তার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছে অনেক দিন, দূর ছাই সয়ে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে নিরাশ্রয় বিধবারা যেমন থাকে। নিজেদের ভরণপোষণের কিছু তারা রোজগার করত ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, হোগলা গেঁথে, শাকপাতা ফলমূল ডাঁটা কুড়িয়ে, এটা ওটা জোগাড় করে। শাকপাতা খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দুজোড়া থান পরন- খরচ তো এই। বছরের পর বছর ধরে কিছু পুঁজি পর্যন্ত হয়েছিল দুজনের, রূপোর টাকা আধুলি সিকি। দুর্ভিক্ষের সময়টা বাঁচবার জন্য তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে, আহ্লাদির বাপ তাদের থাকাটা শুধু বরাদ্দ রেখে খাওয়া ছাঁটাই করে দিয়েছিল একেবারে পুরোপুরি। তারও তখন বিষম অবস্থা। নিজেরা বাঁচে কি বাঁচে না, তার ওপর জগুর লাথির চোটে মরমর মেয়ে এসে হাজির। সে কোনদিক সামলাবে? মাসি-পিসির সেবা-যত্নেই আহ্লাদি অবশ্য সেবার বেঁচে গিয়েছিল, তার বাপ-মাও সেটা স্বীকার করেছে। কিন্তু কী করবে, গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি-বা সম্ভব, অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে। পাল্লা দিয়ে মাসি-পিসি আহ্লাদির জীবনের জন্য লড়েছিল, পেল যদি তো খেয়ে, না-পেল যদি তো না-খেয়েই। অবস্থা যখন তাদের অতি কাহিল, চারদিকে না-খেয়ে মরা শুরু করেছে মানুষ, মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি; একদিন মাসি বলে পিসিকে, 'একটা কাজ করবি বেয়াইন? তাতেও তোরও দুটো পয়সা আসে, মোরও দুটো পয়সা আসে।'

শহরের বাজারে তরিতরকারি ফলমূলের দাম চড়া। গাঁ থেকে কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া-আসাও একার দ্বারা হবে না তার। পিসি রাজি হয়েছিল। এতে কিছু হবে কি না হবে ভগবান জানে, কিন্তু যদি হয় তবে রোজগারের একটা নতুন উপায় মাসি পেয়ে যাবে আর সে পাবে না, তাকে না পেলে অন্য কারো সাথে হয়ত মাসি বন্দোবস্ত করবে, তা কি পারে পিসি ঘটতে দিতে।

সেই থেকে শুরু হয় গেরস্তের বাড়তি শাকসবজি ফলমূল নিয়ে মাসি-পিসির সালতি বেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে বেচে আসা। গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দেয়।

মাসি-পিসির ভাব ছিল আগেও। অবস্থা এক, বয়স সমান, একঘরে বাস, পরস্পরের কাছে ছাড়া সুখ-দুঃখের কথা তারা কাকেই-বা বলবে, কেই-বা শুনবে। তবে হিংসা দ্বেষ রেষারেষিও ছিল যথেষ্ট, কোন্দলও বেধে যেত কারণে অকারণে।

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পিসি এ বাড়ির মেয়ে, এ তার বাপের বাড়ি। মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসির উপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল। এই নিয়ে পিসির অহংকার আর খোঁচাই সবচেয়ে অসহ্য লাগত মাসির। ধীর শান্ত দুঃখী মানুষ মনে হতো এমনি তাদের, কিন্তু ঝগড়া বাধলে অবাক হয়ে যেতে হতো তাদের দেখে। সে কী রাগ, সে কী তেজ, সে কী গোঁ! মনে হতো এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুঝি কাটে বঁটি দিয়ে।

শাকসবজি বেচে বাঁচবার চেষ্টায় একসঙ্গে কোমর বেঁধে নেমে পড়ামাত্র সব বিরোধ সব পার্থক্য উড়ে গিয়ে দুজনের হয়ে গেল একমন, একপ্রাণ। সে মিল জমজমাট হয়ে উঠল আহ্লাদির ভার ঘাড়ে পড়ায়। নিজের পেট ভরানো শুধু নয়, নিজেদের বেঁচে থাকা শুধু নয়, তাদের দুজনেরই এখন আহ্লাদি আছে। খাইয়ে পরিয়ে যত্নে রাখতে হবে তাকে, শ্বশুরঘরের কবল থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, গাঁয়ের বজ্জাতদের নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।

বাপ মা বেঁচে থাকলে আহ্লাদিকে হয়ত শ্বশুরবাড়ি যেতে হতো, মাসি-পিসিও বিশেষ কিছু বলতো কি না সন্দেহ। কিন্তু তারা তো নেই, এখন মাসি-পিসিরই সব দায়িত্ব। বিনা পরামর্শে আপনা থেকেই তাদের ঠিক হয়েছিল, আহ্লাদিকে পাঠানো হবে না। আহ্লাদিকে কোথাও পাঠানোর কথা তারা ভাবতেও পারে না। বিশেষ করে ওই খুনেদের কাছে কখনো মেয়ে তারা পাঠাতে পারে, যাবার কথা ভাবলেই মেয়ে যখন আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায়?

বাপের ঘরদুয়ার জমিজমাটুকু আহ্লাদিকে বর্তেছে, জগুর বৌ নেবার আগ্রহও খুবই স্পষ্ট। সামান্যই ছিল তার বাপের, তারও সিকিমতো আছে মোটে, বাকি গেছে গোকুলের কবলে। তবু মুফতে যা পাওয়া যায় তাতেই জগুর প্রবল লোভ।

খালি ঘরে আহ্লাদিকে রেখে কোথাও যাবার সাহস তাদের হয় না। দুজনে মিলে যদি যেতে হয় কোথাও আহ্লাদিকে তারা সঙ্গে নিয়ে যায়।

মাসি বলে, 'ডরাসনি আহ্লাদি। ভাঁওতা দিয়ে আমাদের দমাবার ফিকির সব। নয় তো কৈলেশকে দিয়ে ওসব কথা বলায় মোদের?'

পিসি বলে, 'দুদিন বাদে ফের আসবে দেখিস জামাই। তখন শুধোলে বলবে, কই না, আমি তো ওসব কিছু বলি নি কৈলেশকে।'

মাসি বলে, 'চার মাসে পড়লি, আর কটা দিন বা। মা-মাসির কাছেই রইতে হয় এ সময়টা, জামাই এলে বুঝিয়ে বলব।' পিসি বলে, 'ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়, জানিস আহ্লাদি। তোর পিসে ছিল জগুর মতো। খোকাটা কোলে আসতে কী হয়ে গেল সেই মানুষ। চুপি চুপি এসে ওটা খাওয়ায়, উঠতে বলি তো ওঠে, বসতে বলি তো বসে।

মাসি বলে, 'তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি ননদ ছিল বাঘ। উঠতে বসতে কী ছ্যাঁচা খেয়েছি ভাবলে বুক কাঁপে। কিন্তু জানিস আহ্লাদি, মেয়েটা যেই কোলে এল শাউড়ি ননদ যেন মোকে মাথায় করে রাখলে বাঁচে।'

পিসি বলে, 'তুইও যাবি, সোয়ামির ঘর করবি। ডরাস্‌নি, ডর কিসের?'

বাড়ি ফিরে দীপ জ্বেলে মাসি-পিসি রান্নাবান্না সারতে লেগে যায়। বাইরে দিন কাটলেও আহ্লাদির পরিশ্রম কিছু হয়নি, শুয়ে বসেই দিন কেটেছে। তবু মাসি-পিসির কথায় সে একটু শোয়। শরীর নয়, মনটা তার কেমন করছে। নিজেকে তার ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে। মাসি-পিসির আড়ালে থেকেও সে টের পায় কীভাবে মানুষের পর মানুষ তাকাচ্ছে তার দিকে, কতজন কতভাবে মাসি-পিসির সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে তরিতরকারির মতো তাকেও কেনা যায় কি না যাচাই করবার জন্য। গাঁয়েরও কতজন তার কত রকমের দর দিয়েছে মাসি-পিসির কাছে। মাসি-পিসিকে চিনে তারা অনেকটা চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল, কিন্তু গোকুল হাল ছাড়েনি। মাসি-পিসিকে পাগল করে তুলেছে গোকুল। মায়ের বাড়া তার এই মাসি-পিসি, কী দুর্ভোগ তাদের তার জন্য। মাসি-পিসিকে এত যন্ত্রণা দেওয়ার চেয়ে সে নয় শ্বশুরঘরের লাঞ্ছনা সইত, জগুর লাথি খেত। ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে শিউরে ওঠে আহ্লাদি। একপাশে মাসি আর একপাশে পিসিকে না নিয়ে শুলে কি চলবে তার কোনোদিন?

রান্না সেরে খাওয়ার আয়োজন করছে মাসি-পিসি, একেবারে ভাতটাত বেড়ে আহ্লাদিকে ডাকবে। ভাগাভাগি কাজ তাদের এমন সহজ হয়ে গেছে যে বলাবলির দরকার তাদের হয় না, দুজনে মিলে কাজ করে যেন একজনে করছে। এবার ব্যঞ্জনে নুন দেবে এ কথা বলতে হয় না পিসিকে, ঠিক সময়ে নুনের পাত্র সে এগিয়ে দেয় মাসির কাছে। বলাবলি করছে তারা আহ্লাদির কথা, আহ্লাদির সুখদুঃখ, আহ্লাদির সমস্যা, আহ্লাদির ভবিষ্যৎ। জামাই যদি আসে, একটি কড়া কথা তাকে বলা হবে না, এতটুকু খোঁচা দেওয়া হবে না। উপদেশ দিতে গেলে চটবে জামাই, পুরুষমানুষ তো যতই হোক, এটা করা তার উচিত নয়, এসব কিছু বলা হবে না তাকে। জামাই এসেছে তাই আনন্দ রাখবার যেন ঠাঁই নেই এই ভাব দেখাবে মাসি-পিসি– আহ্লাদিকে শিখিয়ে দিতে হবে সোয়ামি এসেছে বলে যেন আহ্লাদে গদগদ হবার ভাব দেখায়। যে কদিন থাকে জামাই, সে যেন অনুভব করে, সে-ই এখানকার কর্তা, সে-ই সর্বেসর্বা।

বাইরে থেকে হাক আসে কানাই চৌকিদারের। মাসি-পিসি পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। জোরে নিঃশ্বাস পড়ে দুজনের। সারাটা দিন গেছে লড়ে আর লড়ে। সরকারবাবুর বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে দু-জনের। এখন চৌকিদার কানাই। হাঙ্গামা না আসে রাত্রে, গাঁয়ে লোক যখন ঘুমোচ্ছে।

রসুই চালায় ঝাঁপ এঁটে মাসি-পিসি বাইরে যায়। শুক্লপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে তারা গতকাল। আজ দ্বাদশী, জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। কানাইয়ের সাথে গোকুলের যে তিনজন এসেছে তাদের মাসি-পিসি চিনতে পারে, মাথায় লাল পাগড়ি-আঁটা লোকটা তাদের অচেনা।

কানাই বলে, 'কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার।'

মাসি বলে, 'এত রাতে?'

পিসি বলে, 'মরণ নেই?'

কানাই বলে, 'দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে। যেতে একবার দিদিঠাকরুনরা। বেঁধে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।'

মাসি-পিসি মুখে মুখে তাকায়। পথের পাশে ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তিন-জন ঘুপটি মেরে আছে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে মাসি-পিসি। ওরা যে গাঁয়ের গুণ্ডা সা... ওসমানেরা তাতে সন্দেহ নেই, বৈদ্যের ফেটি-বাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটায় পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। তারা যাবে কাছারিতে কানাই আর পেয়াদা কনস্টেবলের সঙ্গে, ওরা এসে আহ্লাদিকে নিয়ে যাবে।

মাসি বলে, 'মোদের একজন গেলে হবে না কানাই?'

পিসি বলে, 'আমি যাই চলো?'

কর্তা ডেকেছেন দুজনকে।

মাসি-পিসি দুজনেই আবার তাকায় মুখে মুখে।

মাসি বলে, 'কাপড়টা ছেড়ে আসি কানাই।'

পিসি বলে, 'হাত ধুয়ে আসি, একদণ্ড লাগবে না।'

তাড়াতাড়িই ফিরে আসে তারা। মাসি নিয়ে আসে বঁটিটা হাতে করে, পিসির হাতে দেখা যায় রামদার মতো মস্ত একটা কাটারি।

মাসি বলে, 'কানাই, কত্তাকে বোলো, মেয়েনোকের এত রাতে কাছারিবাড়ি যেতে ... করে। কাল সকালে যাব।'

পিসি বলে, 'এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত্তার নজ্জা করে না কানাই?'

কানাই ফুঁসে ওঠে, 'না যদি যাও ঠাকরুনরা ভালোয় ভালোয়, ধরে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।'

মাসি বঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, 'বটে? ধরে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবে? এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেব।'

পিসি বলে, 'আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না? কাটারির কোপে গলা কাটি দু-একটার।'

দু-পা এগোয় তারা দ্বিধাভরে। মাসি-পিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে সত্যিই খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভঙ্গিতে বঁটি আর দা উঁচু হয় মাসি-পিসির।

মাসি বলে, 'শোন কানাই, এ কিন্তু এর্কি নয় মোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েমানুষ পারব না জানি কিন্তু দুটো-একটাকে মারব জখম করব ঠিক।'

পিসি বলে, 'মোরা নয় মরব।'

তারপর বিনা পরামর্শেই মাসি-পিসি হঠাৎ গলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে শুরু করে মাসি, তার সাথে যোগ দেয় পিসি। আশপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে তারা ডাক দেয়, ও বাবাঠাকুর! ও ঘোষ মশায়! ও জনাদ্দন! ওগো কানুর মা! বিপিন! বংশী...'

কানাই অদৃশ্য হয়ে যায় দলবল নিয়ে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় পাড়ায়, অনেকে ছুটে আসে, কেউ কেউ ব্যাপার অনুমান করে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয় বাইরে না বেরিয়ে।

এই হট্টগোলের পর আরও নিঝুম আরও থমথমে মনে হয় রাত্রিটা। আহ্লাদিকে মাঝে নিয়ে শুয়ে ঘুম আসে না মাসি-পিসির চোখে। বিপদে পড়ে হাঁক দিলে পাড়ার এত লোক ছুটে আসে, এমনভাবে প্রাণ খুলে এতখানি জ্বালার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি গোকুল আর দারোগা ব্যাটার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে সাহস পায়, জানা ছিল না মাসি-পিসির। তারা হাঁকডাক শুরু করেছিল খানিকটা কানাইদের ভড়কে দেবার জন্যে, এত লোক এসে পড়বে আশা করেনি। তাদের জন্য যতটা নয়, গোকুল আর দারোগার ওপর জ্বালাই যেন ওদের ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মনে হলো সকলের কথাবার্তায়। কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে মাসি-পিসি। বুকে নতুন জোর পায়।

মাসি বলে, 'জানো বেয়াইন, ওরা ফের ঘুরে আসবে মন বলছে। এত সহজে ছাড়বে কি?'

পিসি বলে, 'তাই ভাবছিলাম। মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে দেওয়ায় সোনাদের মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল সেবার।'

খানিক চুপচাপ ভাবে দুজনে।

মাসি বলে, 'সজাগ রইতে হবে রাতটা।'

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পিসি বলে, 'তাই ভালো। কাঁথা কম্বলটা চুবিয়ে রাখি জলে, কী জানি কী হয়।'
আস্তে চুপি চুপি তারা কথা কয়, আহ্লাদির ঘুম না ভাঙে। অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আহ্লাদির বাপের আমলের গোরুটা নেই, গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পুরনো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় চাপা দিয়ে নেভানো যাতে সহজ হয়। ঘড়ায় আর হাঁড়ি কলসিতে আরও জল এনে রাখে তারা ডোবা থেকে। বঁটি আর দা রাখে হাতের কাছেই। যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি। [সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

সালতি	শালকাঠ নির্মিত বা তালকাঠের সরু ডোঙা বা নৌকা।
প্রৌঢ়া	আধা বয়সী নারী।
কদমছাঁট	মাথার চুল এমনভাবে ছাঁটা যে তা কদমফুলের আকার ধারণ করে।
লগি	হাত ছয়েক লম্বা সরু বাঁশ। নৌকা চালানোর জন্য ব্যবহৃত বাঁশের দণ্ড।
খপর	'খবর' শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ।
মেয়া	'মেয়ে' শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ।
সোমত্ত	সমর্থ (সংসারধর্ম পালনে), যৌবনপ্রাপ্ত।
খুনসুটি	হাসি-তামাশাযুক্ত বিবাদ-বিসম্বাদ বা ঝগড়া।
বেমক্কা	স্থান-বহির্ভূত। অসংগত।
পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা	পর্যাপ্ত খাবার না-জুগিয়ে কষ্ট দেওয়ার পাশাপাশি লাথি ঝাঁটার মাধ্যমে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা।
কলকেপোড়া ছ্যাঁকা	তামাকসেবনে ব্যবহৃত হুকার উপরে কলকেতে যে আগুন থাকে তা দিয়ে দগ্ধ করা।
ডালের বড়ি	চালকুমড়া ও ডাল পিষে ছোট ছোট আকারে তৈরি করা খাদ্যবস্তু যা রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয় এবং সবজি-মাছ-মাংসের সঙ্গে রান্না করে খাওয়া হয়।
পাঁশুটে	ছাইবর্ণবিশিষ্ট। পাংশুবর্ণ। পাণ্ডুর। ফ্যাকাশে।
হোগলা গাঁথা	তৃণ দিয়ে মাদুর তৈরি করা।
হোগলা	জলাভূমিতে জাত লম্বাকৃতির তৃণবিশেষ।
সড়গড়	রপ্ত। মুখস্থ। অভ্যস্ত। স্মৃতিগত।
ব্যঞ্জন	রান্না-করা তরকারি।
বাজারের তোলা	বাজারে বিক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করা খাজনা।
কাটারি	কাটবার অস্ত্র।
এর্কি	'ইয়ার্কি' শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ। হাস্য-পরিহাস বা রসিকতা।
রসুই চালা	যে চালার নিচে রান্না করা হয়। রান্নাঘর।

লেখক পরিচিতি

ঔপন্যাসিক	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পিতৃপ্রদত্ত নাম : প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকনাম : মানিক।
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে। পৈতৃক বাড়ি : ঢাকার বিক্রমপুর। পিতা : হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা : নীরদাসুন্দরী দেবী।
লেখাপড়া	বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন।
জীবনাবসান	কলকাতায় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের তেসরা ডিসেম্বর তিনি মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
সাহিত্যকর্ম	
উপন্যাস	জননী (১৯৩৫), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১), হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬), আরোগ্য (১৯৫৩), জীয়ন্ত, চতুষ্কোণ (১৯৪৮), অহিংসা (১৯৪১), হরফ (১৯৫৪), চিহ্ন (১৯৪৭), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), শহরতলী, পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬), ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২), শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১)।
প্রবন্ধগ্রন্থ	লেখকের কথা।
ছোটগল্প	অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮), আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ভেজাল (১৯৪৪), ছোট বড় (১৯৪৮), হলুদ পোড়া (১৯৪৫), ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯), মাটির মাশুল, উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ।

ছন্দে ছন্দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমূহ

❑ **উপন্যাস :** ইতিকথার পরের কথা হলো মানিক এর জননী আরোগ্য হয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেল এবং শহরতলীতে গিয়ে একটি চতুষ্কোণ সোনার চেয়ে দামি উপহার কিনল। অহিংসা শহরবাসের ইতিকথা আর পুতুলনাচের ইতিকথা পদ্মানদীর মাঝির মতোই দিবারাত্রির কাব্য।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

➤ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস– **পদ্মানদীর মাঝি**।
➤ বিক্রমপুর অঞ্চলটি অবস্থিত– **মুন্সিগঞ্জ জেলায়**।
➤ 'পদ্মানদীর মাঝি' কোন ধরনের উপন্যাস?– **আঞ্চলিক উপন্যাস**।
➤ মার্কসবাদী লেখক হিসেবে পরিচিত– **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়**।
➤ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ– **হলুদ নদী সবুজ বন**।
➤ লেখক কোথায় পড়ার সময় তাঁর ছোটগল্প 'অতসীমামী' রচনা করেন?– **কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বিএসসি পড়ার সময়**।
➤ 'অতসীমামী' প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?– **বিচিত্রা (সম্পাদক– ফজল শাহাবুদ্দীন)**।
➤ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবনের কয় বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য সাধনা করেন?– **২৮ বছর**।
➤ প্রথম গল্প– **অতসীমামী (মাত্র ২০ বছর বয়সে রচিত)**।
➤ প্রথম উপন্যাস– **পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬ সাল)**।
➤ সাহিত্যসাধনা– **৩৯টি উপন্যাস ও ৩০০টি ছোটগল্প**।
➤ লেখকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য– **বিজ্ঞানমনস্ক সমাজবাস্তবতার শিল্পী, মনোজগৎ তথা অন্তর্জগতের রূপকার**।

'মাসি-পিসি' গল্প সম্পর্কিত তথ্যাবলি

❑ **উৎস :** 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৬)। পরে এটি সংকলিত হয় 'পরিস্থিতি' (অক্টোবর ১৯৪৬) নামক গল্পগ্রন্থে। বর্তমান পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে 'ঐতিহ্য' প্রকাশিত মানিক-রচনাবলি পঞ্চম খণ্ড থেকে।
❑ **প্রথম লাইন–** শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাটা।
❑ **শেষ লাইন–** যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি।
❑ **ভাষারীতি :** চলিতরীতিতে গল্পটি রচিত।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

➲ বজ্জাত হোক, খুনে হোক জামাই তো। ঘরে এলে খাতির না করব কেন?
➲ আহ্লাদির সঙ্গে তার চেহারায় কোনো মিল নাই।
➲ সোয়ামি নিতে চাইলে বৌকে আটকে রাখার আইন নেই।
➲ শকুনরা উড়ে এসে বসছে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়।
➲ মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসির উপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল।
➲ গাঁয়ের বজ্জাতদের নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।
➲ তোর পিসে ছিল জগুর মতো।
➲ সে-ই এখানকার কর্তা, সে-ই সর্বেসর্বা।
➲ 'আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না?
➲ আহ্লাদির বাপের আমলের গরুটা নেই, গামলাটা আছে।
➲ যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' একটি– **প্রবাদ**।
প্র : গল্পের শেষে মাসি-পিসি কিসের আয়োজন করে রাখে?– **যুদ্ধের**।
প্র : পিসি ঘর থেকে কী নিয়ে ফিরে আসে?– **মস্ত কাটারি**।
প্র : কোন গাছের ছায়ায় তিন-চারজন ঘুপটি মেরে বসে আছে?– **কাঁঠালগাছ**।
প্র : হট্টগোলের পর রাত্রিটাকে আরও নিঝুম আর থমথমে মনে হওয়ার কারণ– **অজানা আতঙ্ক**।
প্র : 'মাসি-পিসি' গল্প কত খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়?– **১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে**।
প্র : আহ্লাদির স্বামীর নাম কী?– **জগু**।
প্র : কার সাথে মাসি-পিসিকে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে হয়েছে?– **সরকারবাবুর**।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্র : মাসি-পিসি কিসের উপোস করেছিল?– শুক্লপক্ষের একাদশীর।
প্র : কানাইয়ের সাথে গোকুলের কয়জন পেয়াদা এসেছিল?– তিনজন।
প্র : গোকুলের সাথে কে বসে আছে?– দারোগাবাবু।
প্র : 'ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয়'– উক্তিটি কার?– পিসির।
প্র : কে কানাইয়ের সঙ্গে কাছারিবাড়ি যেতে চায়?– পিসি।
প্র : মাসি কি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে?– বঁটি।
প্র : পিসি কি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে?– রামদার মতো কাটারি।
প্র : মাসি-পিসি সর্বপ্রথম কার নাম ধরে ডাক দেয়?– ও বাবাঠাকুর।
প্র : কাদের উপর রাগই– গ্রামবাসীদের প্রতিবাদমুখী করেছে?– গোকুল ও দারোগা।
প্র : কাদের ঘরের মেয়েকে অন্য ঘরে পাঠানোর জন্য আগুন দিয়েছিল?– সোনাদের।
প্র : আহ্লাদি বাবার আমলের কী আছে?– গামলা।
প্র : কৈলাশ বয়সের দিক দিয়ে কেমন?– মধ্যবয়সী।
প্র : ওসমান কোন গাছের ছায়ায় বসে আছে?– কাঁঠাল।
প্র : শালকাঠ নির্মিত বা তালকাঠের সরু ডোঙাকে কী বলে?– সালতি।
প্র : 'ব্যঞ্জন' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?– রান্না করা তরকারি।
প্র : 'মাসি-পিসি'র ব্যাসবাক্য কী– মাসি ও পিসি (দ্বন্দ্ব)।
প্র : জীবনীশক্তি– জীবনী নামক শক্তি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)।
প্র : লেশটুকু– সামান্য লেশ (নিত্য সমাস)।
প্র : হাঁকাহাঁকি– হাঁকাতে হাঁকাতে যে ডাক (ব্যতিহার বহুব্রীহি)।
প্র : অক্টোবর ১৯৪৬ সালে 'মাসি-পিসি' কোন গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়?– 'পরিস্থিতি' নামক গল্পগ্রন্থে।
প্র : তোমার পাঠ্যবইয়ের 'মাসি-পিসি' গল্পটি কোথা থেকে সংকলিত হয়েছে?– 'ঐতিহ্য' প্রকাশিত মানিক রচনাবলি ৫ম খণ্ড।
প্র : নারী হয়েও কঠোর জীবন যাত্রায় নেতৃত্ব দান করে এমন গল্প কোনটি?– মাসি-পিসি।
প্র : 'পুতুলনাচের ইতিকথা' এখানে 'ইতি' উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?– পুরনো।
প্র : কয়জন ব্যক্তির মাথায় চড়ে গিয়ে খড় জমা হচ্ছে মস্ত গাদায়?– তিনজন।
প্র : আহ্লাদির শরীরে কী রংয়ের শাড়ি ছিল?– সাদা।
প্র : কৈলাশের ভাষ্য অনুযায়ী জগুর সাথে তার কোথায় দেখা হয়েছিল?– চায়ের দোকানে।
প্র : মাসি-পিসি কী বিক্রি করে জগুকে আপ্যায়ন করেছিল?– ছাগল।
প্র : 'বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো' এটা কার কথা?– মাসির।
প্র : কার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মারা গেছে?– বুড়ো রহমানের।
প্র : দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়েছিল কে?- আহ্লাদির বাবা।
প্র : কোন রোগে আহ্লাদির বাবা-মা-ভাই মারা যায়?– কলেরা।
প্র : মাসি-পিসি কার আশ্রয়ে ছিল?– আহ্লাদির বাবার।
প্র : কে শহরে গিয়ে শাক–সবজি বিক্রি করার প্রস্তাব করে?– মাসি।
প্র : আহ্লাদি কয় মাসের গর্ভবতী?– চার মাসের।
প্র : পিসির সন্তান কী ছিল?– ছেলে।
প্র : মাসির কী সন্তান হয়েছিল?– মেয়ে।
প্র : কার শাশুড়ি-ননদ বাঘের মতো ছিল?– মাসি।
প্র : কে মাসি-পিসিকে পাগল করে তুলেছে?– গোকুল।
প্র : বাইরে থেকে কার হাঁক আসে?– কানাই চৌকিদারের।
প্র : ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে কে শিউরে ওঠে?– আহ্লাদি।
প্র : রহমান আঁটি তুলে দিতে দিতে কোথায় তাকায়?– আহ্লাদির দিকে।
প্র : মাসি-পিসিকে কানাই কী বলে সম্বোধন করে?– দিদিঠাকুরনরা।
প্র : 'বুকে নতুন জোর পায়'– কারা?– মাসি-পিসি।
প্র : 'তুইও যাবি, সোয়ামির ঘর করবি। ডরাস্‌নি, ডর কিসের'?– কার উক্তি?– পিসির।
প্র : 'বয়সে সে ছিল অনেক ছোট, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা।'– কে?– বুড়ো রহমানের মেয়ে।
প্র : আহ্লাদিকে দেখে কার নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে?– বুড়ো রহমানের।
প্র : 'খপরটা কী তাই কও। বেলা বেশি নেই কৈলেশ।'– কার উক্তি?– পিসির।
প্র : 'এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত্তার লজ্জা করে না কানাই?'– কার উক্তি?– পিসির।
প্র : শকুনরা কখন এসে গাছে বসেছিল?– বিকালে।
প্র : কাকে দেখে আহ্লাদি সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দেয়?– কৈলাশকে।
প্র : খালে কখন পুরো ভাটা পড়ে?– শেষবেলায়।
প্র : অহিংসা, চিহ্ন-এগুলো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন জাতীয় রচনা?– উপন্যাস।
প্র : জগু আহ্লাদিকে কী পোড়া ছ্যাকা দিয়েছিল?– কলকেপোড়া।
প্র : জগু আহ্লাদিকে কোথায় বেঁধে রেখেছিল?– খুঁটির সঙ্গে।
প্র : 'শুঁড়িখানায় পড়ে থাকে বারো মাস'–কে?– জগু।
প্র : 'মাসি-পিসি' গল্পে উল্লিখিত নৌকার মাঝখানে কে বসে ছিল?– আহ্লাদি।
প্র : 'মাসি-পিসি' গল্পে উল্লিখিত নৌকার মাঝখানে কে বসে ছিল?– আহ্লাদি।
প্র : মাসি-পিসি সালতি নিয়ে কখন বাড়ি ফিরছিল?– শেষবেলায়।
প্র : 'সালতি' বলতে কী বোঝায়?– তাল কাঠের সরু নৌকা।
প্র : মাসি ও পিসির আদরের কেন্দ্র কে?– আহ্লাদি।
প্র : 'বেলা আর নেই কৈলেশ'- কথাটি কে বলেছে?– মাসি।
প্র : আসন্ন যুদ্ধের জন্য মাসি-পিসি কী করে?– আয়োজন।
প্র : 'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি-পিসি হাতের কাছে কী রাখে?– দা ও বঁটি।
প্র : 'মাসি-পিসি' গল্পে কে মামলা করতে চেয়েছিল?– জগু।
প্র : সাধু, বৈদ্য, ওসমানেরা কোন ধরনের লোক?– গুণ্ডা।
প্র : কোথায় তরিতরকারি ফলমূলের দাম চড়া?– শহরের বাজারে।
প্র : মাসি-পিসিরা ঘড়া আর হাঁড়ি-কলসি কিসের জলে ভর্তি করে রাখে?– ডোবার।
প্র : কৈলাশের মাথার চুল কেমন ছিল?– কদমছাঁটা রুক্ষ।
প্র : প্রৌঢ়া বিধবা মানে- চল্লিশোর্ধ্ব স্বামীহীন নারী।
প্র : 'মাসি-পিসি' গল্পে চায়ের দোকান কোথায় অবস্থিত?– পুলের কাছে।
প্র : 'মাসি-পিসি' গল্পে উল্লিখিত পুলটি ছিল– কংক্রিটের তৈরি।
প্র : বুড়ো রহমানের মেয়েটা কত দিন আগে শ্বশুরবাড়িতে মারা গেছে?– অল্পদিন।
প্র : মাসি-পিসি আহ্লাদির বাবার আশ্রয়ে মাথা গুজে আছে কত দিন?– অনেক দিন।
প্র : মাসি-পিসির ঐকান্তিক ভাব থাকার কারণ– তাদের বয়স ও অবস্থা এক।
প্র : আগে কারণে-অকারণে মাসির সঙ্গে পিসির কী বেধে যেত?– কোন্দল।
প্র : মাসি-পিসিরা বাজার তরিতরকারি বিক্রি করতে যায়– দুটো পয়সা উপার্জনের জন্য
প্র : পিসির কোন বিষয়টি মাসির সবচেয়ে অসহ্য লাগত?– অহংকার খোঁচা।
প্র : আহ্লাদি ঘরে এসে পড়ায় মাসি-পিসির মধ্যকার মিল কি হলো?– জমজমাট।
প্র : মাসি-পিসির উপর আহ্লাদির সব দায়িত্ব কেন?– মা-বাবা নেই বলে।
প্র : আহ্লাদির বাবার বেশিরভাগ সম্পদ কার দখলে গেছে?– গোকুলের।
প্র : 'ফের আসুক, আদরে রাখব যদ্দিন থাকে।'– কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?– জগুর।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মাসি-পিসি' গল্পে চৌকিদার কে? [ক ১৭-১৮; বেরোবি B ১৭-১৮]
ক. কৈলেশ খ. গোকুল গ. বুড়ো রহমান ঘ. কানাই

০২. 'মাসি-পিসি' গল্পে দুই বিধবার চরিত্রে মিল কিসে? [খ ১৬-১৭]
ক. জামাইকে ঠকানোর চিন্তায় খ. দায়িত্বশীলতা ও মানবিক জীবনযুদ্ধে
গ. ব্যবসায় বুদ্ধিতে ঘ. নৌকাচালানোর পারদর্শিতায়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. 'মাসি-পিসি' গল্পের মূল উপজীব্য হচ্ছে- [A ১৭-১৮]
ক. পুরুষতান্ত্রিকতা খ. স্বামী কর্তৃক নির্যাতন
গ. নারীর অসহায়ত্ব ঘ. নারীর দারিদ্র্য

০৪. কোনটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস নয়? [E ১৭-১৮]
ক. জননী খ. প্রাগৈতিহাসিক
গ. পদ্মানদীর মাঝি ঘ. দিবারাত্রির কাব্য

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৫. কোন উপন্যাসগুচ্ছ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের? [C ১৭-১৮]
ক. পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, জননী
খ. চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর, হাজার চুরাশির মা, হরিরাম মাহাতো
গ. আরণ্যক, পথের পাঁচালী, মৃত্যুক্ষুধা
ঘ. সময় অসময়ের বৃত্তান্ত, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, আত্মীয় বৃত্তান্ত

০৬. 'দিবারাত্রির কাব্য' কী? [I ১৭-১৮]
ক. একটি কাব্যগ্রন্থ খ. একটি উপন্যাস
গ. একটি কবিতা ঘ. একটি গল্পগ্রন্থ

০১.ঘ	০২.খ	০৩.গ	০৪.খ	০৫.ক	০৬.খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৭. 'নিজেকে তার ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মত লাগে' কে বলেছে? [B ১৭-১৮]
ক. কল্যাণী খ. আমিনা
গ. জামিলা ঘ. আহ্লাদি

০৮. 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায়? [B ১৭-১৮; বশেমুরবিপ্রবি D ১৭-১৮; E ১৬-১৭]
ক. সবুজ পত্র খ. বঙ্গদর্শন গ. পূর্বাশা ঘ. লাঙ্গল

০৯. 'মাসি-পিসি' কার রচনা? [I ১৭-১৮]
ক. আবুল ফজল খ. আব্দুল হক
গ. দ্বিজ কানাই ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১০. কোনটি উপন্যাস? [K ১৭-১৮]
ক. শেষলেখা খ. কবিতার কথা
গ. দিবারাত্রির কাব্য ঘ. একজন হত্যাকারীর গল্প

১১. 'বেমক্কা' শব্দের অর্থ - [B ১৭-১৮]
ক. অসতর্ক খ. অসংযত গ. অসংগত ঘ. অসমর্থ

১২. 'ও মাসি ও পিসি রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।' উক্তিটি কার লেখা থেকে নেওয়া- [E-১৫-১৬]
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. দ্বিজকানাই ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃদত্ত নাম কোনটি? [A ১৬-১৭; চবি খ ১৬-১৭]
ক. শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খ. প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪. 'মাসি-পিসি' গল্পে 'আয় না বজ্জাত হারামজাদারা' উক্তিটি করেছে- [E ১৬-১৭]
ক. পিসি খ. মাসি
গ. কানাই চৌকিদার ঘ. দারোগাবাবু

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৫. 'পদ্মানদীর মাঝি' এর লেখকের প্রকৃত নাম কী? [D ১৭-১৮; বেরোবি B ১৭-১৮]
ক. প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. প্রবোদচন্দ্র সেন ঘ. আবু ইসহাক

১৬. নিচের কোন বইটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা? [B ১৬-১৭]
ক. সাত সাগরের মাঝি খ. কর্ণফুলীর মাঝি
গ. রঙিলা নায়ের মাঝি ঘ. পদ্মা নদীর মাঝি

১৭. মাসি-পিসি কেন কাছারি বাড়িতে যেতে রাজি হয়নি? [DI ১৬-১৭]
ক. উপোস থাকায় খ. শ্রান্তিবশত
গ. আহ্লাদির নিরাপত্তার কথা ভেবে ঘ. নির্যাতনের আশঙ্কায়

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১৮. কোনটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্র? [A ১৭-১৮; চবি D ১৫-১৬]
ক. মহেশ খ. হোসেন মিয়া
গ. আদরিণী ঘ. ফটিক

১৯. 'মাসি-পিসি' গল্পে শকুন কীসের প্রতীক? [A ১৭-১৮; ইবি H ১৬-১৭]
ক. অপশক্তির খ. দীর্ঘশ্বাসের
গ. হাহাকারের ঘ. মন্বন্তরের

২০. 'পুতুলনাচের ইতিকথা' একটি- [B ১৭-১৮]
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. উপন্যাস
গ. গীতিকাব্য ঘ. আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ

২১. 'মাসি-পিসি' গল্পের মূলবিষয় কী? [C ১৬-১৭]
ক. সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব
খ. বিধবা-জীবনের সংকট
গ. পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিপরীতে নারীর টিকে থাকার লড়াই
ঘ. স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার আহ্লাদির করুণ পরিণতি

২২. 'মাসি-পিসি' গল্পের উপজীব্য বিষয় কোনটি? [A ১৬-১৭]
ক. বিধবাবিবাহ খ. যৌতুকপ্রথা
গ. নারীজীবনের অস্তিত্বের সংকট ঘ. পিতৃমাতৃহীন তরুণীর কাহিনি

২৩. মাসি-পিসি গল্পের চরিত্র কোনগুলো? [A ১৬-১৭]
ক. কৈলেশ, আহ্লাদি, ঘুটি গোয়ালিনী
খ. হাজরা ব্যাটার বৌ, মা-পিসিমা, খুড়ো মশায়
গ. গোপাল, কৈলাশ, আহ্লাদি
ঘ. কৈলাশ, রহমান, কানাই

২৪. 'গুড়িখানায় পড়ে থাকে বার মাস'- কে? [B ১৬-১৭]
ক. কৈলাশ খ. জগু গ. বড় বাবু ঘ. দারোগা বাবু

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

২৫. 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদি কার নির্যাতনের শিকার? [H ১৭-১৮]
ক. মাসি ও পিসির খ. ভাই-বোনের
গ. স্বামীর ঘ. ননদের

২৬. 'মাসি-পিসি' গল্পে আহ্লাদির স্বামীর নাম কী? [B ১৭-১৮]
ক. কৈলাস খ. জগু গ. কানাই ঘ. রহমান

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৭. 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটির রচয়িতা কে? [C ১৭-১৮]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি কোন জেলায়? [G ১৭-১৮]
ক. মানিকগঞ্জ খ. গোপালগঞ্জ
গ. বিক্রমপুর ঘ. ভোলা

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৯. মাসি-পিসিকে কজন পেয়াদা কাছারি বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছিল? [বেরোবি B ১৭-১৮]
ক. দুজন খ. তিনজন গ. পাঁচজন ঘ. একজন

৩০. 'মাসি-পিসি' গল্পে শ্বশুরবাড়িতে মারা যায় যার মেয়ে তার নাম- [১৬-১৭]
ক. কৈলাশ খ. রহমান গ. কানাই ঘ. জগু

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৩১. 'মাসি-পিসি' গল্পের খলনায়ক কে? [D ১৬-১৭]
ক. জগু খ. কৈলেশ
গ. কর্তাবাবু ঘ. গোকুল

০৭.ঘ	০৮.গ	০৯.ঘ	১০.গ	১১.গ	১২.ঘ	১৩.খ	১৪.ক	১৫.ক
১৬.ঘ	১৭.গ	১৮.খ	১৯.ঘ	২০.খ	২১.গ	২২.গ	২৩.ঘ	২৪.খ
২৫.গ	২৬.খ	২৭.গ	২৮.গ	২৯.খ	৩০.খ	৩১.ঘ		

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. 'মাসি-পিসি' গল্পটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
ক. সরীসৃপ খ. হারানের নাতজামাই গ. সমুদ্রের স্বাদ ঘ. পরিস্থিতি

০২. জগু আহ্লাদিকে নিতে চায় কেন?
ক. যৌতুকের লোভে খ. সম্পত্তির লোভে
গ. ভালোবেসে ঘ. অনুতপ্ত হয়ে

০৩. 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি কার লেখা?
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. আশাপূর্ণা দেবী

০৪. মাসি-পিসি জীবিকার তাগিদে কিসের ব্যবসা শুরু করে?
ক. কাপড়ের ব্যবসায় খ. শাক-সবজির ব্যবসায়
গ. খড়ের ব্যবসায় ঘ. হাঁস-মুরগির ব্যবসায়

০৫. মাসি ও পিসি উভয়ই-
ক. সধবা নারী খ. বিধবা নারী গ. কুলীন নারী ঘ. প্রিয়ংবদা নারী

০১.ঘ	০২.খ	০৩.ক	০৪.খ	০৫.খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

০৬. আহ্লাদিকে একা রেখে কোথাও যেতে মাসি-পিসির সাহস হয় না কেন?
ক. একা পেয়ে কেউ তার ক্ষতি করবে ভেবে খ. জগু তুলে নিয়ে যাবে ভেবে
গ. একা থাকতে আহ্লাদি ভয় পায় বলে ঘ. তারা আহ্লাদিকে অনেক ভালোবাসে বলে

০৭. কোনটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস নয়-
ক. কবি খ. পুতুলনাচের ইতিকথা
গ. জননী ঘ. মাঝির ছেলে

০৮. 'সরীসৃপ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী ধরনের রচনা?
ক. উপন্যাস খ. ছোটগল্প গ. নাটক ঘ. প্রবন্ধ

০৯. 'পূর্বাশা' পত্রিকায় কখন 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় খ. ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়
গ. ১৩৫২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় ঘ. ১৩৫২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়

১০. খারাপ লোক হলেও জগু বাড়িতে এলে মাসি-পিসির আদর করার কারণ-
ক. মানবিকতা খ. নমনীয়তা গ. সামাজিকতা ঘ. পুরুষতান্ত্রিকতা

১১. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির উপজীব্য-
ক. মাঝি-মাল্লার সংগ্রামী জীবন খ. চরবাসীদের দুঃখী জীবন
গ. জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ ঘ. চাষি জীবনের করুণচিত্র

১২. 'অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ'- উক্তিটির মধ্যে কী ফুটে উঠেছে?
ক. সময়ের স্বল্পতা খ. অভিপ্রায় গ. অবহেলা প্রদর্শন ঘ. মানুষের ভয়

১৩. বাপ-মা বেঁচে থাকলে আহ্লাদিকে কোথায় যেতে হতো বলে লেখক সন্দেহ করেছেন?
ক. বাপের বাড়ি খ. মাসির বাড়ি গ. শ্বশুরবাড়ি ঘ. গোকুলের বাড়ি

১৪. পিসি কৈলেশকে আসি বলার তাগিদ দেয় কেন?
ক. বেলা নেই বলে খ. মোদ্দাকথা শোনার অভিপ্রায়
গ. সময় নষ্ট হচ্ছে বলে ঘ. আহ্লাদি উদ্বিগ্ন বলে

১৫. কৈলেশ আহ্লাদিকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলার কারণ কী?
ক. যাতে আহ্লাদি মাসি-পিসিকে সর্তক করিয়ে দেয়
খ. যাতে জগুকে আগের মতো সম্মান করে
গ. যাতে ভয় পেয়ে জগুর কাছে ফিরে যায়
ঘ. যাতে আহ্লাদি কান্নাকাটি শুরু করে দেয়

১৬. আহ্লাদিকে মাসি-পিসি শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর কথা চিন্তাও করতে পারে না কেন?
ক. স্বামী মাতাল বলে খ. স্বামী পঙ্গু বলে
গ. স্বামী উদাস বলে ঘ. স্বামী খুনে বলে

১৭. কোনটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ছোটগল্প?
ক. সরীসৃপ খ. হারানের নাতজামাই গ. টিকটিকি ঘ. অতসীমামী

১৮. কে আহ্লাদির ফ্যাকাশে মুখে মেয়ের ছায়া দেখতে পান?
ক. রহমান খ. কৈলেশ গ. গোকুল ঘ. কানাই

১৯. 'মাসি-পিসি' গল্পে নৌকা দিয়ে আসার সময় আহ্লাদির পরনে কী ছিল?
ক. নকশা পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি খ. তাঁতের দামি রঙিন শাড়ি
গ. রঙিন পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি ঘ. নকশা পাড়ের সস্তা নীল শাড়ি

২০. 'মাসি-পিসি' গল্পে কৈলেশের জগুর পক্ষে কথা বলার কারণ-
ক. জগুর পরিচিত বলে খ. জগুর প্রতিবেশী বলে
গ. জগুর আত্মীয় বলে ঘ. জগুর বন্ধু বলে

২১. কৈলাশ আঁড়চোখে আহ্লাদির দিকে তাকায় কেন?
ক. মাসি-পিসিকে ভয় পেয়ে খ. মাসি-পিসির ফাঁপড়ে পড়ে
গ. আহ্লাদির দিকে তার কু-নজর ছিল ঘ. মাসি-পিসিকে সমীহ করতে

২২. 'মহামারী' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. মহাগণ্ডগোল খ. গোলযোগ গ. বিশৃঙ্খলা ঘ. সংক্রামক ব্যাধি

২৩. 'পাল্লা দিয়ে মাসি-পিসি আহ্লাদির জীবনের জন্য লড়েছিল।' এখানে মাসি-পিসির মধ্যে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. প্রতিজ্ঞা খ. করুণা গ. অনুরাগ ঘ. ভালোবাসা

২৪. অত্যাচারী স্বামী, লালসা উন্মত্ত জোতদার ও দারোগার বিরুদ্ধে মাসি-পিসির কোন দিকটি প্রশংসনীয়?
ক. দায়িত্বশীল মানবিক জীবনযুদ্ধ খ. সংগ্রামী মানস
গ. জীবন পরিচালনায় কঠিন সংগ্রাম ঘ. নিপীড়িত আহ্লাদির প্রতি মাতৃপ্রেম

২৫. ওঠানামার পথে ওরা খড় ফেলে দিয়েছে কাদায়-কেন?
ক. চলাচলের সুবিধার জন্য খ. খড় অনেক বেশি বলে
গ. কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ঘ. মালিকের প্রতি রাগের কারণে

২৬. বুড়ো রহমানের মেয়ে কোথায় মারা গেছে?
ক. বাবার বাড়িতে খ. নৌকাডুবিতে
গ. পথে গাড়ি চাপায় ঘ. শ্বশুরবাড়িতে

২৭. 'কে এগিয়ে আসবে এসো, বঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেবো-' বাক্যটিতে কী বুঝানো হয়েছে?
ক. অবশ্যই দু-একটাকে কাটাবো খ. দু-একটাকে না মেরে শান্তি নাই
গ. যদি এগিয়ে এসো তবে মারা পড়বে ঘ. এগিয়ে না এল গলা কাটব

২৮. 'মাসি-পিসি' গল্পে কানাই কার চৌকিদার?
ক. মহল্লার খ. রহমানের গ. সরকার বাবুর ঘ. কৈলাশের

২৯. কাদের সেবা যত্নে মৃত্যুপথযাত্রী আহ্লাদি বেঁচে গিয়েছিল?
ক. পিতা-মাতার খ. মাসি-পিসির
গ. পাড়া-প্রতিবেশীর ঘ. ননদ-শাশুড়ির

৩০. 'ভাঁওতা দিয়ে আমাদের দমাবার ফিকির সব।' 'ভাঁওতা' শব্দের প্রতিরূপ হলো-
ক. ভয় খ. চালবাজি গ. প্রতারণা ঘ. হুমকি

৩১. 'তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি-ননদ ছিল বাঘ।' এখানে 'বাঘ' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. অমানবিক খ. হিংস্র গ. নিষ্ঠুর ঘ. ক্রুদ্ধ

৩২. বাড়ির বাইরে দিন কাটলেও আহ্লাদির কোনো পরিশ্রম হয়নি কেন?
ক. শুয়ে-বসে ছিল বলে
খ. মাসি-পিসি কাজ করতে দেয়নি বলে
গ. মাসি-পিসি নিজেরাই নৌকা চালিয়েছে বলে
ঘ. আহ্লাদি নিজে থেকে কোনো কাজ করতে চায়নি বলে

৩৩. জগু এলে মাসি-পিসি আহ্লাদিকে আনন্দের অভিনয় করতে শিখিয়ে দিতে চায় কেন?
ক. জামাইকে শান্ত রাখতে খ. যাতে আহ্লাদিকে না নিতে চায় সেজন্য
গ. জামাইকে গোকুলের বিরুদ্ধে চড়াও হতে ঘ. জগু যাতে মামলা না করে সেজন্য

৩৪. কোন সমাজ মাসি-পিসিকে হার মানানোর চেষ্টা করেছে?
ক. সন্ত্রাসী সমাজ খ. মাতৃতান্ত্রিক সমাজ
গ. পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ঘ. বাবুশাসিত সমাজ

৩৫. রান্না সেরে খাওয়ার আয়োজনের সময় বাইরে থেকে কার হাঁক আসে?
ক. কৈলেশের বাবুর খ. ওসমান বৈদ্যের গ. গোকুলের ঘ. কানাই চৌকিদারের

৩৬. সরকার বাবুর সঙ্গে মাসি-পিসির ঝগড়া হয়েছে কী নিয়ে?
ক. আহ্লাদির বিয়ে নিয়ে খ. বাজারের তোলা নিয়ে
গ. তরকারি বিক্রি নিয়ে ঘ. বাজারে জায়গা দখল নিয়ে

৩৭. ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় কত জন ঘুপটি মেরে বসে আছে?
ক. এক-দুইজন খ. তিন-চারজন গ. চার-পাঁচজন ঘ. সাত-আট জন

৩৮. বৈদ্য ওসমানেরা ঘুপটি মেরে বসেছিল কী কারণে?
ক. আহ্লাদিকে ধরে নিতে খ. মাসি-পিসিকে ধরে নিতে
গ. অতর্কিত হামলা করতে ঘ. বড় বাবু বলেছিল বলে

৩৯. কাছারিবাড়িতে মাসি-পিসির যেতে না চাওয়ার কারণ-
ক. নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা খ. আহ্লাদির নিরাপত্তা
গ. নিজেদের বাড়িঘর রক্ষা ঘ. জগুর নিষেধাজ্ঞা

৪০. মাসি-পিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায় কে?
ক. কৈলেশ খ. কানাই গ. গোকুল ঘ. মাসি

৪১. বাবা ঠাকুর, ঘোষ মশাই, জনাদ্দন, কানুর মা, বংশী, বিপিন এরা কারা?
ক. পিসির জ্ঞাতি খ. আহ্লাদির জ্ঞাতি গ. মাসির জ্ঞাতি ঘ. মাসি-পিসির প্রতিবেশী

৪২. দলবল নিয়ে কানাইয়ের অদৃশ্য হওয়ার প্রধান কারণ-
ক. মাসি-পিসির হাত থেকে বাঁচা খ. জনরোষ থেকে বাঁচা
গ. মাসি-পিসির হাঁকডাক ঘ. বঁটি-কাটারির কোপ থেকে বাঁচা

৪৩. মাসি-পিসি বুকে নতুন জোর পাওয়ার কারণ কী?
ক. প্রতিবেশীরা তাদের সাথে আছে বলে
খ. সবাই কানাইয়ের ওপর রেগে আছে বলে
গ. সবার সঙ্গে একই আচরণ করা হয়েছে বলে
ঘ. প্রতিবেশীরা তাদের সান্ত্বনা দিয়েছে বলে

৪৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি ঢাকার–
ক. মানিকগঞ্জে খ. মুন্সিগঞ্জে গ. বিক্রমপুরে ঘ. ময়মনসিংহে

৪৫. 'মাসি-পিসি' গল্পে 'পাষাণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যে অর্থে-
ক. অচল খ. পাথর গ. হৃদয়হীন ঘ. বাটখারা

০৬.ক	০৭.ক	০৮.খ	০৯.খ	১০.গ	১১.গ	১২.ক	১৩.গ
১৪.ক	১৫.গ	১৬.ঘ	১৭.ঘ	১৮.ক	১৯.ক	২০.ঘ	২১.খ
২২.ঘ	২৩.ঘ	২৪.ক	২৫.ক	২৬.ঘ	২৭.গ	২৮.গ	২৯.খ
৩০.খ	৩১.গ	৩২.খ	৩৩.খ	৩৪.গ	৩৫.ঘ	৩৬.খ	৩৭.খ
৩৮.ক	৩৯.খ	৪০.খ	৪১.ঘ	৪২.খ	৪৩.ক	৪৪.গ	৪৫.গ

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

SELF TEST

০১. 'মাথায় ঠাসা কদমছাঁটা রুক্ষ চুল।' বাক্যে 'কদমছাঁটা' শব্দটি কোন অলংকারের ব্যবহার হয়েছে?
ক. উপমা খ. উৎপ্রেক্ষা
গ. অনুপ্রাস ঘ. অতিশয়োক্তি

০২. কৈলাশ জগুর কবে মামলা করার কথা বলে?
ক. আজকালের মধ্যে খ. তিন দিনের মধ্যে
গ. সাত দিনের মধ্যে ঘ. পনেরো দিনের মধ্যে

০৩. 'এত বড় সোমত্ত মেয়া, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাদে ঘরে একটা পুরুষ মানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে যদি তো' উক্তিটি কার?
ক. কানাইয়ের খ. জগুর
গ. রহমানের ঘ. কৈলাশের

০৪. নগদ পয়সার জন্য কারা বাগানের জিনিস বেঁচতে দেয়?
ক. গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারা খ. গাঁয়ের মধ্যবিত্তরা
গ. গৃহস্থরা ঘ. গাঁয়ের আড়তদাররা ও মহাজনরা

০৫. 'মাসি-পিসি' গল্পে 'গোঁ' শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. গরু খ. এক ধরনের পাখি
গ. একরোখামি ঘ. গবাদিপশু

০৬. 'মাসি-পিসি' গল্পে বউয়ের ওপর অত্যাচার করে কে?
ক. কৈলেশ খ. জগু
গ. কানাই ঘ. রহমান

০৭. 'চার মাসে পড়লি, আর কটা দিন বা।' 'মাসি-পিসি' গল্পে আহ্লাদির চার মাস সম্পর্কে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. সন্তানসম্ভবা খ. বিয়ের চারমাস
গ. চারমাস অসুস্থ ঘ. বাপের বাড়ির চারমাস

০৮. 'খোকাটা কোলে আসতে কী হয়ে গেল সেই মানুষ।' বাক্যে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. মন গলে যাওয়া খ. বাতুলতা
গ. সন্তুষ্টি ঘ. আনন্দ

৯. কে বলে দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর বাড়িতে?
ক. কৈলাশ খ. ওসমান গ. জগু ঘ. কানাই

০. 'ফিকির' শব্দের অর্থ কী?
ক. ফকির খ. চালবাজি
গ. কৌশল ঘ. খারাপ উদ্দেশ্য

১. 'মাসি-পিসি' গল্পে জোতদারের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. লালসা খ. শোষণ গ. মানবিকতা ঘ. হিংস্রতা

২. পর্যাপ্ত খাবার না জুগিয়ে কষ্ট দেওয়ার পাশাপাশি লাথি ঝাঁটার মাধ্যমে শারীরিকভাবে নির্যাতন করাকে 'মাসি-পিসি' গল্পে কী বলা হয়েছে?
ক. কলকেপোড়া ছ্যাঁকা খ. পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা
গ. আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে ঘ. লাথির ঠোটে মরমর

৩. 'যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি।' উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. সংগ্রামের প্রস্তুতি খ. দায়িত্বশীলতা
গ. বুদ্ধিদীপ্ততা ঘ. সচেতনতা

৪. 'নে কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।' পিসির এ উক্তিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. সংশয় ও ভয় খ. আশঙ্কা গ. বিদ্রূপ ঘ. তাচ্ছিল্য

. 'যে কদিন থাকে জামাই, সে যেন অনুভব করে সে-ই এখানকার কর্তা, সে-ই সর্বেসর্বা।' উক্তিটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–
ক. সেবা খ. যত্ন গ. আপ্যায়ন ঘ. সবগুলো

. মাসি-পিসি যুদ্ধের জন্য তৈরি করে রেখেছিল–
ক. অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম খ. আগ্নেয়াস্ত্র
গ. দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ঘ. ক ও গ

. 'একটা কাজ করবি বেয়াইন?' এখানে মাসি কোন কাজের প্রস্তাব দেয়?
ক. রান্না করার খ. ব্যবসা করার
গ. ধান ভানার ঘ. কাঁথা সেলাই করার

পিসি একটু অহংকারী ছিল, কারণ–
ক. পিসি তার স্বামীর বাড়িতে থাকতো খ. সে বেশি রোজগার করতো
ঘ. মাসি তার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল গ. পিসি ভালো রান্না করতো

১৯. 'আঁটিবাঁধা খড় তিনজনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মস্ত গাদায়।' উদ্ধৃতি অংশটি কোন গল্পের?
ক. মাসি-পিসি খ. রেইনকোট
গ. অপরিচিতা ঘ. আহ্বান

২০. নিচের কোনটি মানিকের উপন্যাস?
ক. গণদেবতা খ. আরণ্যক
গ. জননী ঘ. দেনা-পাওনা

২১. 'মাসি-পিসি' গল্পে কোন পাখির দল পাতাশূন্য গাছটাতে উড়ে এসে বসেছে?
ক. শকুনেরা খ. কাকেরা
গ. চিলেরা ঘ. টিয়া পাখিরা

২২. কেন দুর্বৃত্তরা সোনাদের ঘরে আগুন দেয়?
ক. মেয়েকে কুটুম বাড়িতে পাঠানোয় খ. মেয়েকে স্কুলে পাঠানোয়
গ. মেয়েকে বিয়ে দেওয়ায় ঘ. মেয়েকে ঘরে আটকে রাখায়

২৩. বুড়ো রহমান ছলছল দৃষ্টিতে আহ্লাদির দিকে তাকায় কেন?
ক. আহ্লাদির দুঃখে সমব্যথী হয়ে খ. মমতাবোধে তাড়িত হয়ে
গ. আহ্লাদিকে দেখে মেয়ের কথা মনে পড়ে বলে ঘ. আহ্লাদির ওপর অত্যাচার হয় বলে

২৪. জগু কিসের জন্য মামলা করবে বলে কৈলাশের কাছে জানিয়েছে?
ক. সম্পত্তির জন্য খ. মাসি-পিসির অন্যায়ের দখলদায়িত্ব অবসানের জন্য
গ. বউ নেওয়ার জন্য ঘ. জায়গা-জমির জন্য

২৫. 'দুর ছাই সয়ে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে।' এর মানে-
ক. কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাওয়া খ. চূড়ান্ত অবহেলিত দিনযাপন করা
গ. গালাগাল আর কুড়িয়ে খেয়ে দিনযাপন ঘ. দুঃখ-কষ্টে দিনযাপন করা

২৬. দুর্ভিক্ষের সময়ে মাসি-পিসিদের থাকাটা বরাদ্দ রেখে খাওয়াটা ছাঁটাই করার কারণ-
ক. অর্থনৈতিক সংকট খ. সামাজিক সংকট
গ. পারিপারিক সংকট ঘ. রাজনৈতিক সংকট

২৭. জগুর লাথির চোটে মরমর আহ্লাদি এসে বাপের বাড়ি হাজির হয়-
ক. দুর্ভিক্ষের আগে খ. মহামারীর সময়ে
গ. দুর্ভিক্ষের সময়ে ঘ. মহামারীর পরে

২৮. আহ্লাদির বাবা গলা কেটে রক্ত দিয়ে মাসি-পিসির ঋণ শোধ দিতে পারলেও অন্ন জোগান দিতে পারবে না কেন?
ক. অর্থনৈতিক সক্ষমতা নেই বলে খ. তার চাকরি চলে গেছে বলে
গ. মহামারীতে আক্রান্ত বলে ঘ. আহ্লাদির মা রাগ করবে বলে

২৯. মাসির ওপর পিসির একটা অবজ্ঞা-অবহেলার ভাব থাকার কারণ-
ক. মাসিই প্রথমে তরকারি বিক্রিয় প্রস্তাব করেছে
খ. পিসির চেয়ে মাসিই আহ্লাদিকে বেশি ভালোবাসে
গ. দুর্ভিক্ষের সময় মাসিই তাদের পরিবারকে বেশি সাহায্য করেছে
ঘ. মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে

৩০. 'মাথায় তুলে রাখা' মানে-
ক. মাথার মধ্যে মারা খ. খুব আদর-যত্ন করা
গ. বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া ঘ. ঘৃণা-অবহেলা করা

OMR

৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ
২৪. ক খ গ ঘ	২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ
২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ
১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ
১২. ক খ গ ঘ	১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ

Correct Answer

৩০.খ	২৯.ঘ	২৮.ক	২৭.গ	২৬.ক	২৫.খ	২৪.গ	২৩.গ	২২.ক	২১.ক
২০.গ	১৯.ক	১৮.ঘ	১৭.খ	১৬.ঘ	১৫.ঘ	১৪.খ	১৩.ক	১২.খ	১১.ক
১০.গ	০৯.ঘ	০৮.ক	০৭.ক	০৬.খ	০৫.গ	০৪.ক	০৩.ঘ	০২.ক	০১.ক

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বায়ান্নর দিনগুলো

শেখ মুজিবুর রহমান

এদিকে জেলের ভেতর আমরা দুইজনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য। আমরা আলোচনা করে ঠিক করেছি, যাই হোক না কেন, আমরা অনশন ভাঙব না। যদি এই পথেই মৃত্যু এসে থাকে তবে তাই হবে। জেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে সুপারিনটেনডেন্ট আমীর হোসেন সাহেব ও তখনকার দিনে রাজবন্দিদের ডেপুটি জেলার মোখলেসুর রহমান সাহেব আমাদের বুঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন। আমরা তাঁদের বললাম, আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছু নাই। আর আমরা সেজন্য অনশন করছি না। সরকার আমাদের বৎসরের পর বৎসর বিনা বিচারে আটক রাখছে, তারই প্রতিবাদ করার জন্য অনশন ধর্মঘট করছি। এতদিন জেল খাটলাম, আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই। কারণ আমরা জানি যে, সরকারের হুকুমেই আপনাদের চলতে হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে সকালবেলা আমাকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো এই কথা বলে যে, আমার সাথে আলোচনা আছে অনশন ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে। আমি যখন জেলগেটে পৌঁছালাম দেখি, একটু পরে মহিউদ্দিনকেও নিয়ে আসা হয়েছে একই কথা বলে। কয়েক মিনিট পরে আমার মালপত্র, কাপড়চোপড় ও বিছানা নিয়ে জমাদার সাহেব হাজির। বললাম, ব্যাপার কী? কর্তৃপক্ষ বললেন, আপনাদের অন্য জেলে পাঠানোর হুকুম হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোন জেলে? কেউ কিছু বলেন না। এদিকে আর্মড পুলিশ, আইবি অফিসারও প্রস্তুত হয়ে এসেছে। খবর চাপা থাকে না। একজন আমাকে বলে দিল, ফরিদপুর জেলে। দুইজনকেই এক জেলে পাঠানো হচ্ছে। তখন নয়টা বেজে গেছে। এগারোটায় নারায়ণগঞ্জ থেকে জাহাজ ছাড়ে, সেই জাহাজ আমাদের ধরতে হবে। আমি দেরি করতে শুরু করলাম, কারণ তা না হলে কেউই জানবে না আমাদের কোথায় পাঠাচ্ছে! প্রথমে আমার বইগুলি এক এক করে মেলাতে শুরু করলাম, তারপর কাপড়গুলি। হিসাব-নিকাশ, কত টাকা খরচ হয়েছে, কত টাকা আছে। দেরি করতে করতে দশটা বাজিয়ে দিলাম। রওয়ানা করতে আরও আধা ঘণ্টা লাগিয়ে দিলাম। আর্মড পুলিশের সুবেদার ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা তাড়াতাড়ি করছিল। সুবেদার পাকিস্তান হওয়ার সময় গোপালগঞ্জে ছিল এবং সে একজন বেলুচি ভদ্রলোক। আমাকে খুবই ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। আমাকে দেখেই বলে বসল, ইয়ে কেয়া বাত হ্যায়, আপ জেলখানা মে। আমি বললাম, কিসমত। আর কিছুই বললাম না। আমাদের জন্য বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে। গাড়ির ভেতর জানালা উঠিয়ে ও দরজার কপাট বন্ধ করে দিল। দুইজন ভেতরেই আমাদের সাথে বসল। আর একটা গাড়িতে অন্যরা পেছনে পেছনে ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে রোডের দিকে চলল। সেখানে যেয়ে দেখি পূর্বেই একজন আর্মড পুলিশ ট্যাক্সি রিজার্ভ করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন ট্যাক্সি পাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। আমরা আস্তে আস্তে নামলাম ও উঠলাম। কোনো চেনা লোকের সাথে দেখা হলো না। যদিও এদিক ওদিক অনেকবার তাকিয়ে ছিলাম। ট্যাক্সি তাড়াতাড়ি চালাতে বলল। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।"

আমরা পৌঁছে খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। এখন উপায়? কোথায় আমাদের নিয়ে যাবে? রাত একটায় আর একটা জাহাজ ছাড়বে। আমাদের নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। ওপরওলাদের টেলিফোন করল এবং হুকুম নিল থানায়ই রাখতে। আমাদের পুলিশ ব্যারাকের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো।

রাত এগারোটায় আমরা স্টেশনে আসলাম। জাহাজ ঘাটেই ছিল, আমরা উঠে পড়লাম। জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত সহকর্মীরা অপেক্ষা করল। রাত একটার সময় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বললাম, "জীবনে আর দেখা না হতেও পারে। সকলে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়। দুঃখ আমার নাই। একদিন মরতেই হবে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি, সে মরাতে ও শান্তি আছে।"

জাহাজ ছেড়ে দিল, আমরা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম। সকালে দুইজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, জাহাজে অনশন করি কী করে? আমাদের জেলে নিতে হবে অনশন শুরু করার পূর্বে। সমস্ত দিন জাহাজ চলল, রাতে গোয়ালন্দ ঘাটে এলাম। সেখান থেকে ট্রেনে রাত চারটায় ফরিদপুর পৌঁছালাম। রাতে আমাদের জেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করল না। আমরা দুইজনে জেল সিপাহিদের ব্যারাকের বারান্দায় কাটালাম। সকালবেলা সুবেদার সাহেবকে বললাম, "জেল অফিসাররা না আসলে তো আমাদের জেলে নিবে না, "চলেন কিছু নাশতা করে আসি।" নাশতা খাবার ইচ্ছা আমাদের নাই। তবে যদি কারও সাথে দেখা হয়ে যায়, তাহলে ফরিদপুরের সহকর্মীরা জানতে পারবে, আমরা ফরিদপুর জেলে আছি এবং অনশন ধর্মঘট করছি। আধাঘণ্টা দেরি করলাম, কাউকেও দেখিনা-চায়ের দোকানের মালিক এসেছে, তাকে আমি আমার নাম বললাম এবং খবর দিতে বললাম আমার সহকর্মীদের। আমরা জেলের দিকে রওয়ানা করছি, এমন সময় আওয়ামী লীগের এক কর্মী, তার নামও মহিউদ্দিন-সকলে মহি বলে ডাকে, তার সঙ্গে দেখা। আমি যখন ফরিদপুরে ১৯৪৬ সালের ইলেকশনে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলাম, তখন আমার সাথে সাথে কাজ করেছে। মহি সাইকে... যাচ্ছিল, আমি তাকে দেখে ডাক দিলাম নাম ধরে, সে সাইকেল থেকে আমাকে দেখে এগি... আসল। আইবি নিষেধ করছিল। আমি শুনলাম না, তাকে এক ধমক দিলাম এবং মহিকে বলল... আমাদের ফরিদপুর জেলে এনেছে এবং আজ থেকে অনশন করছি সকলকে এ খবর দিতে।

আমরা জেলগেটে এসে দেখি, জেলার সাহেব, ডেপুটি জেলার সাহেব এসে গেছে... আমাদের তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁরা পূর্বেই খবর পেয়েছিলে... জায়গাও ঠিক করে রেখেছেন, তবে রাজবন্দিদের সাথে নয়, অন্য জায়গায়। আম... তাড়াতাড়ি ঔষধ খেলাম পেট পরিষ্কার করবার জন্য। তারপর অনশন ধর্মঘট শুরু করলা... দুই দিন পর অবস্থা খারাপ হলে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদে... দুইজনেরই শরীর খারাপ। মহিউদ্দিন ভুগছে প্লুরিসিস রোগে, আর আমি ভুগছি না... রোগে। চার দিন পরে আমাদের নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করল। মহাবিপ... নাকের ভিতর দিয়ে নল পেটের মধ্যে পর্যন্ত দেয়। তারপর নলের মুখে একটা কাপের মতো... লাগিয়ে দেয়। একটা ছিদ্রও থাকে। সে কাপের মধ্যে দুধের মতো পাতলা করে খাবার তৈ... করে পেটের ভেতর ঢেলে দেয়। এদের কথা হলো, "মরতে দেব না।"

আমার নাকে একটা ব্যারাম ছিল। দুই-তিনবার দেবার পরেই ঘা হয়ে গেছে। র... আসে আর যন্ত্রণা পাই। আমরা আপত্তি করতে লাগলাম। জেল কর্তৃপক্ষ শুনছে না। খু... কষ্ট হচ্ছে। আমার দুইটা নাকের ভেতরই ঘা হয়ে গেছে। তারা হ্যান্ডকাফ পরানো... লোকজন নিয়ে আসে। বাধা দিলে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে জোর করে ধরে খাওয়াবে। আমাদে... শরীরও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাঁচ-ছয় দিন পরে বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারি... ফেলেছি। আমরা ইচ্ছা করে কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেতাম। কারণ এর মধ্যে... কোনো ফুড ভ্যালু নাই। আমাদের ওজনও কমতে ছিল। নাকের মধ্য দিয়ে নল দি... খাওয়ার সময় নলটা একটু এদিক ওদিক হলেই আর উপায় থাকবে না। সিভিল সার্জ... সাহেব, ডাক্তার সাহেব ও জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়, তার চে... করছিলেন। বার বার সিভিল সার্জন সাহেব অনশন করতে নিষেধ করছিলেন। আমার... মহিউদ্দিনের শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন আর বিছানা থেকে উঠবার শ... নাই। আমার হার্টের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে বুঝতে পারলাম। প্যালপিটিশন হ... ভীষণভাবে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। ভাবলাম আর বেশি দিন নাই। একজন কয়েদি... দিয়ে গোপনে কয়েক টুকরা কাগজ আনালাম। যদিও হাত কাঁপে তথাপি ছোট ছোট ক... চারটা চিঠি লিখলাম। আব্বার কাছে একটা, রেণুর কাছে একটা, আর দুইটা শহীদ সাহেব... ভাসানী সাহেবের কাছে। দু -একদিন পরে আর লেখার শক্তি থাকবে না।

একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাহি... ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খে... মারা গেছে। রেডিওর খবর। ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা শোভাযাত্রা ক... জেলগেটে এসেছিল। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' বাঙালিদে... শোষণ করা চলবে না' 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' আরও অনে... স্লোগান। আমার খুব খারাপ লাগল। কারণ ফরিদপুর আমার জেলা, মহিউদ্দিনের নামে কোনো... স্লোগান দিচ্ছে না কেন? শুধু 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' বললেই তো হতো। রাতে যখন ঢাকা... খবর পেলাম তখন ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম। কত লোক মারা গেছে বলা কষ্টকর। ত... অনেক লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে শুনেছি। দুজনে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আছি। ডাক্তার সাহেব আমাদের নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু উত্তেজনায় উঠে বসলাম।

২২ তারিখে সারা দিন ফরিদপুরে শোভাযাত্রা চলল। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এ... জায়গায় হলেই স্লোগান দেয়। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বেড়ায় আর স্লোগান দেয়... ২২ তারিখে খবরের কাগজ এল, কিছু কিছু খবর পেলাম। মুসলিম লীগ সরকার কত ব... অপরিণামদর্শিতার কাজ করল। মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরাই র... দিল। দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয় নাই। জনা... নূরুল আমিন বুঝতে পারলেন না, আমলাতন্ত্র তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল। গুলি হলো... মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের এরিয়ার ভেতরে, রাস্তায়ও নয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেও গু... না করে গ্রেফতার করলেই তো চলত। আমি ভাবলাম, দেখব কি না জানি না, তবে র... যখন আমাদের ছেলেরা দিয়েছে তখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে আর উপায় নাই... মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।

খবরের কাগজে দেখলাম, মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ এমএলএ, খয়রা... হোসেন এমএলএ, খান সাহেব ওসমান আলী এমএলএ এবং মোহাম্মদ আবুল হোসেন... খোন্দকার মোশতাক আহমদসহ শত শত ছাত্র ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। দু-একদি... পরে দেখলাম কয়েকজন প্রফেসর, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক সাহেব ও বহু আওয়া... লীগ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। নারায়ণগঞ্জে খানসাহেব ওসমান আলীর বাড়ি... ভেতরে ঢুকে ভীষণ মারপিট করেছে। বৃদ্ধ খান সাহেব ও তাঁর ছেলেমেয়েদের ওপর অক... অত্যাচার হয়েছে। সমস্ত ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। আওয়া... লীগের কোনো কর্মীই বোধহয় আর জেলখানার বাইরে নাই।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

আমাদের অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে, যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর শান্তি-ছায়ায় চিরদিনের জন্য স্থান পেতে পারি। সিভিল সার্জন সাহেব দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার আমাদের দেখতে আসেন। ২৫ তারিখ সকালে যখন আমাকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন হঠাৎ দেখলাম, তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। তিনি কোনো কথা না বলে, মুখ কালো করে বেরিয়ে গেলেন। আমি বুঝলাম, আমার দিন ফুরিয়ে গেছে। কিছু সময় পরে আবার ফিরে এসে বললেন, "এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে? বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।" আমার কথা বলতে কষ্ট হয়, আস্তে আস্তে বললাম, "অনেক লোক আছে। কাজ পড়ে থাকবে না। দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসি, তাদের জন্যই জীবন দিতে পারলাম, এই শান্তি।" ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, "কাউকে খবর দিতে হবে কি না? আপনার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী কোথায় ? আপনার আব্বার কাছে কোনো টেলিগ্রাম করবেন?" বললাম, "দরকার নাই। আর তাদের কষ্ট দিতে চাই না।" আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি, হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। হার্টের দুর্বলতা না থাকলে এত তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়তাম না। একজন কয়েদি ছিল, আমার হাত পায়ে সরিষার তেল গরম করে মালিশ করতে শুরু করল। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

মহিউদ্দিনের অবস্থাও ভালো না, কারণ পুরিসিস আবার আক্রমণ করে বসেছে। আমার চিঠি চারখানা একজন কর্মচারীকে ডেকে তাঁর কাছে দিয়ে বললাম, আমার মৃত্যুর পরে চিঠি চারখানা ফরিদপুরে আমার এক আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে দিতে। তিনি কথা দিলেন, আমি তাঁর কাছ থেকে ওয়াদা নিলাম। বার বার আব্বা, মা, ভাইবোনদের চেহারা ভেসে আসছিল আমার চোখের সামনে। রেণুর দশা কী হবে? তার তো কেউ নাই দুনিয়ায়। ছোট ছেলেমেয়ে দুইটার অবস্থাই বা কী হবে? তবে আমার আব্বা ও ছোট ভাই ওদের ফেলবে না, এ বিশ্বাস আমার ছিল। চিন্তাশক্তিও হারিয়ে ফেলছিলাম। হাচিনা, কামালকে একবার দেখতেও পারলাম না। বাড়ির কেউ খবর পায় নাই, পেলে নিশ্চয়ই আসত।

মহিউদ্দিন ও আমি পাশাপাশি দুইটা খাট পেতে নিয়েছিলাম। একজন আরেকজনের হাত ধরে শুয়ে থাকতাম। দুজনেই চুপচাপ পড়ে থাকি। আমার বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। সিভিল সার্জন সাহেবের কোনো সময়-অসময় ছিল না। আসছেন, দেখছেন, চলে যাচ্ছেন। ২৭ তারিখ দিনের বেলা আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। বোধহয় আর দু-একদিন বাঁচতে পারি।

২৭ তারিখ রাত আটটার সময় আমরা দুইজন চুপচাপ শুয়ে আছি। কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছাও নাই, শক্তিও নাই। দুইজনেই শুয়ে শুয়ে কয়েদির সাহায্যে ওজু করে খোদার কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছি। দরজা খুলে বাইরে থেকে ডেপুটি জেলার এসে আমার কাছে বসলেন এবং বললেন, "আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তবে খাবেন তো?" বললাম, "মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না। তবে আমার লাশ মুক্তি পেয়ে যাবে।"

ডাক্তার সাহেব এবং আরও কয়েকজন কর্মচারী এসে গেছে, চেয়ে দেখলাম। ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, "আমি পড়ে শোনাই, আপনার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে রেডিওগ্রামে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অফিস থেকেও অর্ডার এসেছে। দুইটা অর্ডার পেয়েছি।"

তিনি পড়ে শোনালেন, আমি বিশ্বাস করতে চাইলাম না। মহিউদ্দিন শুয়ে শুয়ে অর্ডারটা দেখল এবং বলল যে, "তোমার অর্ডার এসেছে।" আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ডেপুটি সাহেব বললেন," আমাকে অবিশ্বাস করার কিছুই নাই। কারণ, আমার কোনো স্বার্থ নাই; আপনার মুক্তির আদেশ সত্যিই এসেছে।" ডাক্তার সাহেব ডাবের পানি আনিয়েছেন। মহিউদ্দিনকে দুইজন ধরে বসিয়ে দিলেন। সে আমাকে বলল, "তোমাকে ডাবের পানি আমি খাইয়ে দিব।" দুই চামচ ডাবের পানি দিয়ে মহিউদ্দিন আমার অনশন ভাঙিয়ে দিল।

সকাল দশটার দিকে খবর পেলাম, আব্বা এসেছেন। জেলগেটে আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসলেন। আমাকে দেখেই আব্বার চোখে পানি এসে গেছে। আব্বার সহ্যশক্তি খুব বেশি। কোনোমতে চোখের পানি মুছে ফেললেন। কাছে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে, তোমাকে আমি নিয়ে যাব বাড়িতে। আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম তোমার মা, রেণু, হাচিনা ও কামালকে নিয়ে, দুই দিন বসে রইলাম, কেউ খবর দেয় না, তোমাকে কোথায় নিয়ে গেছে। তুমি ঢাকায় নাই একথা জেলগেট থেকে বলেছে। যদিও পরে খবর পেলাম, তুমি ফরিদপুর জেলে আছ। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ। নারায়ণগঞ্জ এসে যে জাহাজ ধরব তাও উপায় নেই। তোমার মা ও রেণুকে ঢাকায় রেখে আমি চলে এসেছি। কারণ, আমার সন্দেহ হয়েছিল তোমাকে ফরিদপুর নেওয়া হয়েছে কি না! আজই টেলিগ্রাম করব, তারা যেন বাড়িতে রওয়ানা হয়ে যায়। আমি আগামীকাল বা পরশু তোমাকে নিয়ে রওয়ানা করব, বাকি খোদা ভরসা। সিভিল সার্জন সাহেব বলেছেন, তোমাকে নিয়ে যেতে হলে লিখে দিতে হবে যে, "আমার দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছি।" আব্বা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন মহিউদ্দিনও মুক্তি পাবে, তবে একসাথে ছাড়বে না, একদিন পরে ছাড়বে।

পরের দিন আব্বা আমাকে নিতে আসলেন। অনেক লোক জেলগেটে হাজির। আমাকে স্ট্রেচারে করে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো এবং গেটের বাইরে রেখে দিল, যদি কিছু হয় বাইরে গিয়ে হোক, এই তাদের ধারণা।

পাঁচদিন পর বাড়ি পৌঁছালাম। মাকে তো বোঝানো কষ্টকর। হাচু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল, "আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।" একুশে ফেব্রুয়ারি ওরা ঢাকায় ছিল, যা শুনেছে তাই বলে চলেছে। কামাল আমার কাছে আসল না, তবে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি খুব দুর্বল, বিছানায় শুয়ে পড়লাম। গতকাল রেণু ও মা ঢাকা থেকে বাড়ি এসে আমার প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছিল। এক এক করে সকলে যখন আমার কামরা থেকে বিদায় নিল, তখন রেণু কেঁদে ফেলল এবং বলল, তোমার চিঠি পেয়ে আমি বুঝেছিলাম, তুমি কিছু একটা করে ফেলবা। আমি তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কাকে বলব নিয়ে যেতে, আব্বাকে বলতে পারি না লজ্জায়। নাসের ভাই বাড়ি নাই। যখন খবর পেলাম খবরের কাগজে, তখন লজ্জা শরম ত্যাগ করে আব্বাকে বললাম। আব্বা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাই রওয়ানা করলাম ঢাকায়, সোজা আমাদের বড় নৌকায় তিনজন মাল্লা নিয়ে। কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে? এদের কি দয়া মায়া আছে? আমাদের কারও কথাও তোমার মনে ছিল না? কিছু একটা হলে কী উপায় হতো? আমি এই দুইটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কী করে বাঁচতাম? হাচিনা, কামালের অবস্থা কী হতো? তুমি বলবা, খাওয়া- দাওয়ার কষ্ট তো হতো না? মানুষ কি শুধু খাওয়া-পরা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়? আর মরে গেলে দেশের কাজই-বা কীভাবে করতা?' আমি তাকে কিছুই বললাম না। তাকে বলতে দিলাম, কারণ মনের কথা প্রকাশ করতে পারলে ব্যথাটা কিছু কমে যায়। রেণু খুব চাপা, আজ যেন কথার বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। শুধু বললাম, "উপায় ছিল না।" বাচ্চা দুইটা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়লাম। সাতাশ - আটাশ মাস পরে আমার সেই পুরানা জায়গায়, পুরানা কামরায়, পুরানা বিছানায় শুয়ে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠের দিনগুলির কথা মনে পড়ল। ঢাকার খবর সবই পেয়েছিলাম। মহিউদ্দিনও মুক্তি পেয়েছে। আমি বাইরে এলাম আর আমার সহকর্মীরা আবার জেলে গিয়েছে।

পরের দিন সকালে আব্বা ডাক্তার আনালেন। সিভিল সার্জন সাহেবের প্রেসক্রিপশনও ছিল। ডাক্তার সকলকে বললেন, আমাকে যেন বিছানা থেকে উঠতে না দেওয়া হয়। দিন দশেক পরে আমাকে হাঁটতে হুকুম দিল শুধু বিকেলবেলা। আমাকে দেখতে রোজাই অনেক লোক বাড়িতে আসত। গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বরিশাল থেকেও আমার কিছু সংখ্যক সহকর্মী এসেছিল।

একদিন সকালে আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা' 'আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে, "হাচু আপা ,হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।" আমি আর রেণু দুজনেই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, "আমি তো তোমারও আব্বা।" কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে পড়ে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন আর ও সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেক দিন না দেখলে ভুলে যায়! আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস। রাজনৈতিক কারণে একজনকে বিনা বিচারে বন্দি করে রাখা আর তার আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়েদের কাছে থেকে দূরে রাখা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা কে বুঝবে? মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়। আজ দুইশত বৎসর পরে আমরা স্বাধীন হয়েছি। সামান্য হলেও কিছু আন্দোলনও করেছি স্বাধীনতার জন্য। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস, আজ আমাকে ও আমার সহকর্মীদের বছরের পর বছর জেল খাটতে হচ্ছে। আরও কতকাল খাটতে হয়, কেইবা জানে? একেই কি বলে স্বাধীনতা? ভয় আমি পাই না, আর মনও শক্ত হয়েছে।

১৯৫২ সালে ঢাকায় গুলি হওয়ার পরে গ্রামে জনসাধারণ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, যারা শাসন করছে তারা জনগণের আপনজন নয়। খবর নিয়ে জানতে পারলাম, একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি হওয়ার খবর বাতাসের সাথে সাথে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে এবং ছোট ছোট হাটবাজারে পর্যন্ত হরতাল হয়েছে। মানুষ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, বিশেষ একটা গোষ্ঠী (দল) বাঙালিদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায়।

ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উপায় নাই। এই আন্দোলনে দেশের লোক সাড়া দিয়েছে ও এগিয়ে এসেছে। কোনো কোনো মাওলানা সাহেবরা ফতোয়া দিয়েছিলেন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে। তাঁরাও ভয় পেয়ে গেছেন। এখন আর প্রকাশ্যে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না। জনমত সৃষ্টি হয়েছে, জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও ভয় পায়। শাসকরা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদের সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন দেশের ও জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

অনশন ধর্মঘট	কোনো ন্যায্য দাবি পূরণের লক্ষ্যে একটানা আহার বর্জনের সংকল্প।
সুপারিনটেনডেন্ট	তত্ত্বাবধায়ক (superintendent)
ডেপুটি জেলার	উপ-কারাধ্যক্ষ
ছোট ভাই	বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ নাসের।
হাচিনা, হাচু	বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনা।
কামাল	বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল।
রেডিওগ্রাম	বেতারবার্তা (radiogram)।
প্রকোষ্ঠ	ঘর বা কুঠরি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

পুরিসিস	বক্ষব্যাধি।
ইয়ে কেয়া বাত	মে'-এ কেমন কথা, আপনি জেলখানায়।
মহিউদ্দিন	মহিউদ্দিন আহম্মদ (১৯২৫-১৯৯৭)। রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বে ও পরে প্রায় সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে দীর্ঘকাল কারাভোগ করেন তিনি। ১৯৭৯ -১৯৮১ কালপর্বে তিনি জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা ছিলেন।
বেলুচি	পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের লোক।
ভিক্টোরিয়া পার্ক	ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার নামে ঢাকার সদরঘাট এলাকায় প্রতিষ্ঠিত উদ্যান। বর্তমান নাম বাহাদুর শাহ্ পার্ক।
রেণু	বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও দুঃসময়ের অবিচল সাথি।
নূরুল আমিন	১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রনেতার ওপর গুলিবর্ষণের জন্য দায়ী তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নূরুল আমিন পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।
আমলাতন্ত্র	রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সরকারি কর্মচারীদের কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা।
খয়রাত হোসেন	রাজনীতিবিদ। ১৯৩৮-১৯৪৭ পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নাজিমুদ্দীন সরকারের গণবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৮-এ মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।
আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ	গণআজাদী লীগ নেতা। ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রেখেছেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
খান সাহেব ওসমান আলী	নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগের তৎকালীন বিশিষ্ট নেতা। তিনি আইনসভার সদস্য (এমএলএ) ছিলেন।
খোন্দকার মোশতাক আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৎকালীন সংগঠক। ১৯৭৫-এ সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর ষড়যন্ত্রমূলক ও মর্মান্তিক হত্যার গোপন সমর্থক ও সহায়তার জন্য নিন্দিত।

লেখক পরিচিতি

নাম	শেখ মুজিবুর রহমান।
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ১৭ মার্চ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। পিতা : শেখ লুৎফর রহমান, মাতা : সায়েরা খাতুন।
শিক্ষাজীবন	ম্যাট্রিক (এস.এস.সি.), গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল। আইএ, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ। বিএ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যয়ন।
সাহিত্যকর্ম	অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১২), এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, কারাগারের রোজনামচা (২০১৭)।
জীবনাবসান	১৫ আগস্ট ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ। (দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে সপরিবারে নিহত হন।)

পেশা/কর্মজীবন/সংগ্রামী জীবন/রাজনৈতিক জীবন

- ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাকালীন তিনি যুগ্ম সম্পাদক মনোনীত হন।
- ১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।
- ১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি প্রত্যাহার করা হয়। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।
- ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শিল্প-বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিদমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।
- ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোর সম্মেলনে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন।
- ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।
- ১৯৭০ সালের তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।
- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'
- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত আনুমানিক ১২টা ২০ মিনিটে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে (গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে) তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।
- ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়।
- ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পুরস্কার ও সম্মাননা

- বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় এবং এ ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি 'জাতির পিতা' হিসে স্বীকৃতি অর্জন করেন।
- ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে তিনি ছাত্র-জনতার সংবর্ধ সমাবেশে 'কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন।
- ১৯৭২ সালের ১৮ অক্টোবর তিনি বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত 'জুলিও কু পুরস্কারে ভূষিত হন। (১৯৭৩ সালের ২৩ মে বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটা জেনারেল রমেশচন্দ্রের হাত থেকে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু 'জুলিও কু পুরস্কার গ্রহণ করেন।)

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির পিতা' উপাধিতে ভূষিত করা হয় কখন?– ৩ মার্চ ১৯৭১।
- প্রথম বাঙালি হিসেবে কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন?– বঙ্গব শেখ মুজিবুর রহমান (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)।
- রেণু কে?– শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী।
- শেখ মুজিবুর রহমান কত মাস জেলে ছিলেন?– সাতাশ-আটাশ মাস।
- ৬ দফার প্রবর্তন করেন?– শেখ মুজিবুর রহমান।
- বাংলাদেশের শিশুদিবস কত তারিখ?– ১৭ মার্চ।
- বিবিসি'র জরিপে (২০০৪ সাল) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবু রহমান।
- তিনি সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন– ছয় দফা দাবির মাধ্যমে।
- ছয় দফা দাবিকে বলা হয়– বাঙালির মুক্তির সনদ।
- পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেফতার করে– ১৯৭১ সালের ২৫ মা মধ্যরাতের পর।
- তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থের নাম– আমার কিছু কথা।
- ১০ জানুয়ারি পালিত হয়– বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস।
- তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অনূদিত হয়েছে– ইংরেজি, উর্দু, জাপানি, চীনা, আরবি, হিন্দি ভাষায়।

'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস** : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "বায়ান্নর দিনগুলো" *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (২০১২) গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।
- **প্রথম লাইন**– এদিকে জেলের ভেতর আমরা দুইজনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্ম করার জন্য।
- **শেষ লাইন**– শাসকরা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদের সাহায্য করতে আরম্ভ ক তখন দেশের ও জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়।
- **ভাষারীতি** : চলিতরীতি।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সকালবেলা আমাকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো আমি য জেলগেটে পৌঁছালাম দেখি, একটু পরে মহিউদ্দিনকেও নিয়ে আসা হয়েছে একই কথা ব
- আমাকে দেখেই বলে বসল, "ইয়ে কেয়া বাত হ্যায়, আপ জেলখানা মে।" বললাম, "কিসমত"।
- আমাদের জন্য বদ্ধ ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছে।
- আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, "বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কা জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।"
- জীবনে আর দেখা না হতেও পারে। সকলে যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়। দুঃখ আ নাই। একদিন মরতেই হবে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মর পারি, সে মরাতে ও শান্তি আছে।"
- সেখান থেকে ট্রেনে রাত চারটায় ফরিদপুর পৌঁছালাম। রাতে আমাদের জেল কর্তৃ গ্রহণ করল না।
- আমরা ফরিদপুর জেলে আছি এবং অনশন ধর্মঘট করছি।
- তারপর অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম। দুই দিন পর অবস্থা খারাপ হলে আমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।
- মহিউদ্দিন ভুগছে পুরিসিস রোগে, আর আমি ভুগছি নানা রোগে।
- চার দিন পরে আমাদের নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করল।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মহাবিপদ! নাকের ভিতর দিয়ে নল পেটের মধ্যে পর্যন্ত দেয়।
পাঁচ-ছয় দিন পরে বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলছি। আমরা ইচ্ছা করে কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেতাম।
যদিও হাত কাঁপে তথাপি ছোট ছোট করে চারটা চিঠি লিখলাম। আব্বার কাছে একটা, রেণুর কাছে একটা, আর দুইটা শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের কাছে। দু-একদিন পরে আর লেখার শক্তি থাকবে না।
২২ তারিখে সারা দিন ফরিদপুরে শোভাযাত্রা চলল।
জনাব নূরুল আমিন বুঝতে পারলেন না, আমলাতন্ত্র তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল।
মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।
খবরের কাগজে দেখলাম, মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ এমএলএ, খয়রাত হোসেন এমএলএ, খান সাহেব ওসমান আলী এমএলএ এবং মোহাম্মদ আবুল হোসেন ও খোন্দকার মোশতাক আহমদসহ শতশত ছাত্র ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।
দু-একদিন পরে দেখলাম কয়েকজন প্রফেসর, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক সাহেব ও বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।
সমস্ত ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগের কোনো কর্মীই বোধহয় আর বাইরে নাই।
সিভিল সার্জন সাহেব দিনের মধ্যে পাঁচ- সাতবার আমাদের দেখতে আসেন।
বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।
দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসি, তাদের জন্যই জীবন দিতে পারলাম, এই শান্তি।"
রেণুর দশা কী হবে? তার তো কেউ নাই দুনিয়ায়।
দুই চামচ ডাবের পানি দিয়ে মহিউদ্দিন আমার অনশন ভাঙিয়ে দিল।
"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।" একুশে ফেব্রুয়ারি ওরা ঢাকায় ছিল, যা শুনেছে তাই বলে চলেছে।
সাতাশ-আটাশ মাস পরে আমার সেই পুরানা জায়গায়, পুরানা কামরায়, পুরানা বিছানায় শুয়ে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠের দিনগুলির কথা মনে পড়ল।
গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বরিশাল থেকেও আমার কিছু সংখ্যক সহকর্মী এসেছিল।
মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়।
আজ দুইশত বৎসর পরে আমরা স্বাধীন হয়েছি।
শাসকরা যখন শোষক হয় অথবা শোষকদের সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন দেশের ও জনগণের মঙ্গল হওয়ার চেয়ে অমঙ্গলই বেশি হয়।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : শেখ মুজিবুর রহমানকে কখন জেলগেট নেওয়া হয়?– **১৫ই ফেব্রুয়ারির সকালে।**
প্র : শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আর কাকে জেলগেট আনা হয়েছিল?– **মহিউদ্দিনকে।**
প্র : শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জেলে নেওয়ার জন্য কারা প্রস্তুত হয়ে এসেছে?– **আর্মড পুলিশ ও আইবি অফিসার।**
প্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কেটেছিল– **২১ ফেব্রুয়ারি।**
প্র : শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা থেকে কোন জেলায় পাঠানো হয়?– **ফরিদপুর।**
প্র : নারায়ণগঞ্জ থেকে কয়টায় জাহাজ ছাড়ে?– **এগারোটায়।**
প্র : পাকিস্তান হওয়ার সময় সুবেদার কোথায় ছিল?– **গোপালগঞ্জ।**
প্র : সুবেদারের বাড়ি কোথায়?– **বেলুচি।**
প্র : কে শেখ মুজিবুর রহমানকে খুবই ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত?– **সুবেদার।**
প্র : শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ নেওয়া হয়েছিল কীসে করে?– **ট্যাক্সিতে।**
প্র : ঢাকা কারাগার থেকে ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে কীসে করে নেওয়া হলো?– **বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি।**
প্র : শেখ মুজিবুর রহমান রাত কয়টায় নারায়ণগঞ্জ লঞ্চ স্টেশনে আসেন?– **১১ টায়।**
প্র : শেখ মুজিবুর রহমানকে নারায়ণগঞ্জ থেকে কোন ঘাটে আনা হয়েছিল?– **গোয়ালন্দ ঘাট।**
প্র : গোয়ালন্দ থেকে ফরিদপুর শেখ মুজিবুর রহমান কীসে আসে?– **ট্রেনে।**
প্র : কতদিন পর শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়?– **দুইদিন পর।**
প্র : অনশনের কতদিন পর শেখ মুজিবুর রহমানকে নাকে নল দিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল?– **৪ দিন পর।**
প্র : অনশন পালনকালে শেখ মুজিবুর রহমান কী পান করতেন?– **কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি।**
প্র : কে বার বার শেখ মুজিবুর রহমানকে অনশন করতে নিষেধ করেছিল?– **সিভিল সার্জন সাহেব।**
প্র : ২১ ফেব্রুয়ারি মানুষ আন্দোলন করেছিল কেন?– **মাতৃভাষার প্রেমে।**
প্র : কত তারিখে ফরিদপুর শোভাযাত্রা চলে?– **২২ ফেব্রুয়ারি।**
প্র : মানুষ কখন পদে পদে ভুল করে?– **পতন এলে।**
প্র : ১৯৫২ সালে ক্ষমতায় ছিল কোন দল?– **মুসলীম লীগ।**
প্র : খান সাহেব ওসমান আলীর বাড়ি কোথায়?– **নারায়ণগঞ্জ।**
প্র : কত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল?– **২৭ ফেব্রুয়ারি।**
প্র : শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির আদেশ কে এনেছিল?– **ডেপুটি জেলার।**
প্র : শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির আদেশ কত তারিখে এল?– **২৭ ফেব্রুয়ারি।**
প্র : শেখ মুজিবুর রহমানের অনশন মহিউদ্দিন ভাঙল কী দিয়ে?– **দুই চামচ ডাবের পানি।**
প্র : শেখ মুজিবুর রহমানকে নিতে কে কখন এসেছিল?– **তাঁর বাবা সকাল ১০ টায়।**
প্র : শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির অর্ডার কীসে এসেছে?– **রেডিওগ্রামে।**
প্র : কতদিন পর ডাক্তার শেখ মুজিবুর রহমানকে হাঁটতে হুকুম দিলো?– **দশ দিন পর।**
প্র : শেখ মুজিবুর রহমান যখন জেলে যায় তখন কামালের বয়স কত?– **মাত্র কয়েক মাস।**
প্র : নূরুল আমিন কে ছিলেন?– **তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী।**
প্র : নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর কে ছিলেন?– **খয়রাত হোসেন।**
প্র : শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার জন্য কে নিন্দিত?– **খোন্দকার মোশতাক আহমেদ।**
প্র : ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটিয়েছিলেন কেন?– **ভাষা আন্দোলনের জন্য।**
প্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে মুক্তি পেলেও তাঁর বেরুতে খারাপ লেগেছিল কেন?– **মহিউদ্দিনের অর্ডার না আসায়।**
প্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নারায়ণগঞ্জ নেওয়া হয়েছিল কেন– **ফরিদপুরে নিতে।**
প্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জেলে পাঠানো হয়েছিল কেন– **সরকারি নির্দেশে।**
প্র : বঙ্গবন্ধু কোথায় পৌঁছে খবর পেলেন জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে?– **নারায়ণগঞ্জ ঘাটে।**
প্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতে কোন মৃত্যুতে শান্তি আছে?– **অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে।**
প্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কার আসতে দেরি হবে ভেবে চা খেতে চাইলেন?– **জেল অফিসারের।**
প্র : 'ইলেকশন' শব্দের অর্থ কী?– **নির্বাচন।**
প্র : মহির সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কথা বলতে বাধা দিলেন কে?– **আইবি।**
প্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলগেটের সামনে নিজের পরিচয় দিয়ে সহায়তা চান– **চায়ের দোকানের মালিকের কাছে।**
প্র : কারা কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মরতে দিতে চাচ্ছিল না কেন?– **সরকারের নির্দেশে।**
প্র : শেখ মুজিবুর রহমান হাসপাতালে কাকে দিয়ে টুকরো টুকরো কাগজ আনিয়েছিলেন?– **কয়েকদিকে দিয়ে।**
প্র : 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় কোন কোন জেলার নাম উল্লেখ আছে?– **ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল।।**
প্র : 'মানুষ কি শুধু খাওয়া পড়া নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়? উক্তিটি কার?– **শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের।**
প্র : 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনা অনুসারে কার সহ্যশক্তি খুব বেশি?– **শেখ মুজিবুর রহমানের পিতার।**
প্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখতে তাঁর সহকর্মীর কোথায় থেকে এসেছিল?– **গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বরিশাল থেকে।**
প্র : কে বঙ্গবন্ধুর গলা জড়িয়ে পড়ে রইল?– **জ্যেষ্ঠ পুত্র কামাল।**
প্র : জনমতের বিরুদ্ধে যেতে কারা ভয় পায়?– **শাসকগোষ্ঠী।**
প্র : কোনো ন্যায্য দাবি পূরণের লক্ষ্যে একটানা আহার বর্জন কর্মসূচিকে কী বলে?– **অনশন ধর্মঘট।**
প্র : বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর জেলগেটে কীভাবে নিয়ে যাওয়া হলো?– **স্ট্রেচারে করে।**
প্র : 'উৎকণ্ঠা' শব্দের অর্থ কি?– **ব্যাকুলতা।**
প্র : 'তোমার অর্ডার এসেছে।' কার উক্তি?– **মহিউদ্দিনের।**
প্র : 'কিসমত' শব্দের অর্থ কী?– **ভাগ্য।**
প্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মালপত্র, কাপড় চোপড় ও বিছানা নিয়ে কে হাজির হয়েছিল?– **জমাদার সাহেব।**
প্র : 'আমরা জেলের দিকে রওয়ানা করছি', উক্তিটি কার?– **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।**
প্র : নারায়ণগঞ্জ থেকে ছেড়ে এসে জাহাজ কোন ঘাটে ভিড়ল?– **গোয়ালন্দ ঘাটে।**
প্র : নতুন স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেরি করে কয়টা বাজিয়ে দিলেন?– **দশটা।**
প্র : মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে প্রথম কোন জাতি রক্ত দিয়েছে?– **বাঙালি জাতি।**
প্র : ২১শে ফেব্রুয়ারি কোথায় গুলি চলেছিল?– **ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল।**
প্র : বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কোনটিকে?– **ছয় দফাকে।**
প্র : রেণু কখন কেঁদে উঠল?– **কামরা শূন্য হলে।**
প্র : ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্তমান নাম কী?– **বাহাদুর শাহ পার্ক।**
প্র : পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের লোককে কী বলে?– **বেলুচি।**
প্র : রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী?– **সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।**
প্র : 'প্রকোষ্ঠ' শব্দটির অর্থ কী?– **কুঠুরি।**
প্র : কী খেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনশন ভঙ্গ করেন?– **ডাবের পানি।**
প্র : মহিউদ্দিনকে (আওয়ামী লীগের এক কর্মী) ফরিদপুরের সবাই কী নামে ডাকে?– **মহি।**
প্র : পুরিসিস রোগ দ্বারা কোন রোগকে বোঝানো হয়েছে?– **বক্ষব্যাধি।**
প্র : অনশনকালে মহিউদ্দিন আহমদ কোন রোগে ভুগছিলেন?– **পুরিসিস।**
প্র : খান সাহেব ওসমান আলীর বাড়ি কোথায়?– **নারায়ণগঞ্জ।**
প্র : ২১শে ফেব্রুয়ারি গুলির খবর কোথায় পৌঁছে যায়?– **জেলখানায়।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. জেলখানায় বঙ্গবন্ধুর অনশন ভাঙিয়েছিলেন কে? [A ১৭-১৮]
ক. ডেপুটি জেলার খ. সিভিল সার্জন গ. রাজনৈতিক সহকর্মী ঘ. একজন কর্মচারী

০২. বঙ্গবন্ধুর নারায়ণগঞ্জ জাহাজঘাট থেকে ফরিদপুর জেলে পৌঁছাতে কত ঘণ্টা লেগেছিল? [চ ১৬-১৭]
ক. ২৫ খ. ২৬ গ. ২৭ ঘ. ২৮

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে তাঁর আত্মজীবনী লেখা আরম্ভ করেন? [A ১৭-১৮; চবি B ১৭-১৮]
ক. ১৯৫২ খ. ১৯৫৭ গ. ১৯৬২ ঘ. ১৯৬৭

০৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কত সালে প্রকাশিত হয়? [A ১৭-১৮]
ক. ১৯৬২ খ. ১৯৭২ গ. ২০০২ ঘ. ২০১২

০৫. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর কত সাল পর্যন্ত ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে? [A ১৭-১৮]
ক. ১৯৫৫ খ. ১৯৫৭ গ. ১৯৬৫ ঘ. ১৯৬৭

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. 'কারাগারের রোজনামচা' বইটির রচয়িতা কে? [A ১৭-১৮]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. মুনীর চৌধুরী
গ. শেখ মুজিবুর রহমান ঘ. আনিসুজ্জামান

০৭. 'কারাগারের রোজনামচা' রচনাটির নামকরণ করেন কে? [E ১৭-১৮]
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ. বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব
গ. শেখ হাসিনা ঘ. শেখ রেহানা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৮. ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন কারাগারে বন্দি ছিলেন? [F ১৬-১৭]
ক. ঢাকা খ. নারায়ণগঞ্জ গ. ফরিদপুর ঘ. চট্টগ্রাম ঙ. কাশিমপুর

০৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের কত তারিখে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন? [B3 ১৬-১৭; B2-8 ১৬-১৭]
ক. ১৬ ডিসেম্বর খ. ১৭ মার্চ গ. ১০ জানুয়ারি ঘ. ৮ জানুয়ারি

১০. 'এভাবে মৃত্যু বরণ করে কী লাভ হবে?- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় উক্তিটি কার? [B1 ১৬-১৭]
ক. সিভিল সার্জনের খ. আমীর হোসেনের গ. ডেপুটি জেলারের ঘ. মহিউদ্দিন আহমদের

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

১১. 'বায়ান্নর দিনগুলো'তে উল্লিখিত কারাগারে অনশনরত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গী কে ছিলেন? [B ১৭-১৮]
ক. আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ খ. মহিউদ্দীন আহমদ
গ. মওলানা ভাসানী ঘ. খান সাহেব ওসমান আলী

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

১২. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [AL ১৭-১৮; বশেমুরবিপ্রবি E ১৭-১৮]
ক. মাওলানা ভাসানী খ. তাজউদ্দিন আহমদ
গ. এ কে ফজলুল হক ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৩. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বর্ণিত হয়েছে কিভাবে? [D ১৭-১৮]
ক. বঙ্গবন্ধুর নিজ বয়ানে খ. সম্পাদকের বয়ানে গ. শেখ হাসিনার বয়ানে ঘ. কোনোটিই নয়

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় সুপারিনটেনডেন্ট-এর নাম কোনটি? [A ১৭-১৮]
ক. আমীর হোসেন খ. মোখলেসুর রহমান গ. মহিউদ্দিন ঘ. শামসুল হক

১৫. 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে? [A ১৭-১৮; চবি D1 ১৬-১৭]
ক. অসমাপ্ত আত্মজীবনী খ. আত্মচরিত গ. আত্মস্মৃতি ঘ. আত্মকথা

১৬. 'আমার অনশন ভাঙব না' কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে? [A ১৭-১৮]
ক. বায়ান্নর দিনগুলো খ. চাষার দুঃখ গ. একুশে ফেব্রুয়ারি ঘ. আমার পথ

১৭. কোনটি আত্মজীবনীমূলক রচনা– [B ১৭-১৮]
ক. কমলাকান্তের দপ্তর খ. বায়ান্নর দিনগুলো গ. আমার পথ ঘ. মাসি-পিসি

১৮. 'বায়ান্নর দিনগুলো' অনুসারে জেলখানায় অনশনকারীর সংখ্যা কতজন? [A ১৬-১৭]
ক. দুইজন খ. চারজন গ. তিনজন ঘ. পাঁচজন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লেখা শুরু করেন জেলে বন্দি অবস্থায়? [H ১৭-১৮; ঢাবি অধি. ৭টি কলেজ ১৭-১৮]
ক. ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে খ. গাজীপুর জেলে গ. আগরতলা জেলে ঘ. লাহোর

২০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন বিষয়ে অধ্যয়ন করে ১৬-১৭; রাবি খ ১৬-১৭]
ক. বাংলা খ. ইতিহাস গ. দর্শন ঘ. আইন

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

২১. অনশন চলাকালীন বঙ্গবন্ধু লিখিত চিঠির সংখ্যা–
ক. দুটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

০১.গ	০২.গ	০৩.ঘ	০৪.ঘ	০৫.ক	০৬.গ	০৭.
০৮.গ	০৯.গ	১০.ক	১১.খ	১২.ঘ	১৩.ক	১৪.
১৫.ক	১৬.ক	১৭.খ	১৮.ক	১৯.ক	২০.ঘ	২১.

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ কোন ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?
ক. শাহবাগে খ. তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে
গ. ন্যাশনাল পার্কে ঘ. বাহাদুর শাহ পার্কে

০২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে?
ক. যুক্তফ্রন্ট খ. কৃষক-প্রজা পার্টি
গ. সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ঘ. আওয়ামী লীগ

০৩. কিসের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র জাতিকে অভিন্ন লক্ষ্যে একত্র ক
ক. ছয় দফার খ. এগারো দফার গ. পনেরো দফার ঘ. চব্বিশ দফা

০৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কখন?
ক. ২৫ মার্চ প্রথম প্রহরে খ. ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে
গ. ২৫ মার্চ শেষ প্রহরে ঘ. ২৭ মার্চ প্রথম প্রহরে

০৫. 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সং এ বক্তব্যে কী ফুটে উঠেছে?
ক. বিজয়ের স্বাদ খ. মানবতার জয়গান
গ. স্বাধীনতার আহ্বান ঘ. সত্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান

০৬. কেন পাকিস্তানি বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে?
ক. বাঙালিকে ধ্বংস করতে খ. বাঙালিকে অধঃপতিত করতে
গ. বাংলাদেশকে শোষণ করতে ঘ. বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করতে

০৭. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে পাকিস্তান থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন কর
ক. ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর খ. ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি
গ. ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঘ. ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর

০৮. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষাসৈনিকদের শহিদ হওয়ার খবর কীভাবে পেয়েছি
ক. সিপাহিদের মাধ্যমে খ. প্রহরীদের সহায়তায়
গ. রেডিও শুনে ঘ. বন্দিদের কাছ থেকে

০৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা বিচারে কারা আটকে রেখেছিল?
ক. ব্রিটিশ সরকার খ. পাকিস্তান সরকার
গ. ভারত সরকার ঘ. বাংলাদেশ সরকার

১০. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনাবিচারে আটক রাখায় পাকিস্তান সর কোন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়?
ক. শোষণ খ. শাসন গ. নিপীড়ন ঘ. রাজনৈতিক

১১. কত সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক বাহিনীর ক সদস্যের হাতে সপরিবারে শাহাদাৎ বরণ করেন?
ক. ১৯৭৫ খ. ১৯৭৬ গ. ১৯৭৭ ঘ. ১৯৭৮

০১.খ	০২.ঘ	০৩.ক	০৪.খ	০৫.গ	০৬.
০৭.গ	০৮.ক	০৯.খ	১০.গ	১১.ক	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১২. মহিউদ্দিন কে ছিলেন?
ক. আওয়ামী লীগের কর্মী খ. আওয়ামী লীগের নেতা
গ. চায়ের দোকানের মালিক ঘ. জেল অফিসার

১৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন জেলগেটে আধা ঘণ্টা দেরি করেন?
ক. ফরিদপুর জেলগেটে খ. ময়মনসিংহ জেলগেটে
গ. নারায়ণগঞ্জ জেলগেটে ঘ. ঢাকা জেলগেটে

১৪. 'জীবনে আর দেখা নাও হতে পারে।' কথাটিতে বঙ্গবন্ধুর কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. যুক্তিবাদিতা খ. আবেগময়িতা গ. মৃত্যুচেতনা ঘ. শোষণবিরোধিতা

১৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলগেটে কার ওপর রেগে গেলেন?
ক. আইবির ওপর খ. মহিউদ্দিনের ওপর
গ. চায়ের দোকানের মালিকের ওপর ঘ. জেল অফিসারের ওপর

১৬. কত সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুরে ইলেকশনে ওয়ার্কার ইনচার্জ ছিলেন?
ক. ১৯৪৬ খ. ১৯৫২ গ. ১৯৫৪ ঘ. ১৯৬৪

১৭. কারা কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মরতে দিতে চাচ্ছিল না কেন?
ক. সরকারের নির্দেশে খ. দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায়
গ. তাঁর পরিবারের অনুরোধে ঘ. জেল সুপারের আদেশে

১৮. ২১ ফেব্রুয়ারিতে ফরিদপুরে হরতাল পালিত হয়েছিল কেন?
ক. ভাষা রক্ষার জন্য খ. দেশ রক্ষার জন্য
গ. গ্রেফতারের জন্য ঘ. স্বৈরশাসন পতনের জন্য

১৯. 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' কথাটিতে বাঙালির কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
ক. স্বাধীনচেতনা খ. সংগ্রাম গ. মাতৃভাষাপ্রেম ঘ. দেশপ্রেম

২০. নিচে কারা খেলছিল?
ক. হাসু ও কামাল খ. হাসু ও রেহানা গ. হাচু ও জামাল ঘ. কামাল ও রেহানা

২১. ২১ ফেব্রুয়ারি মানুষ আন্দোলন করেছিল কেন?
ক. স্বাধীনতার জন্য খ. স্বৈরশাসন অবসানের জন্য
গ. মাতৃভাষার জন্য ঘ. সংস্কৃতি রক্ষার জন্য

২২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কী জন্য ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন?
ক. ঢাকার খবর পেয়ে খ. ফরিদপুরের খবর পেয়ে
গ. বাড়ির খবর পেয়ে ঘ. গোপালগঞ্জের খবর পেয়ে

২৩. ১৯৫২ সালে বাঙালি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিল কেন?
ক. স্বাধীনতার জন্য খ. মাতৃভাষার জন্য গ. সংস্কৃতির জন্য ঘ. শোষণের বিরুদ্ধে

২৪. নারায়ণগঞ্জে কার বাড়িতে ঢুকে সরকারি লোকেরা ভীষণ মারপিট করেছিল?
ক. খান সাহেব ওসমান আলীর খ. মওলানা ভাসানীর
গ. খোন্দকার মোশতাক আহমদের ঘ. মোহাম্মদ আবুল হোসেনের

২৫. 'বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে' এখানে কার কথা বলা হয়েছে?
ক. মাওলানা ভাসানীর খ. ফজলুল হকের
গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘ. নূরুল আমীনের

২৬. দেশের মানুষের জন্য জীবন দিতে চাওয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. স্বাধীনতা কামনা খ. দেশপ্রেম গ. মানবতাবোধ ঘ. স্বাধিকার চেতনা

২৭. কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত-পায়ে গরম সরিষার তেল মালিশ করে দিত?
ক. মহিউদ্দিন খ. একজন কয়েদি গ. ডাক্তার ঘ. নার্স

২৮. 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক'জন সন্তানের নাম উল্লেখ আছে?
ক. ২ জন খ. ৩ জন গ. ৪ জন ঘ. ৫ জন

২৯. পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়েছিল কেন?
ক. বাধ্য হয়ে খ. বিদেশি চাপে গ. দলীয় চাপে ঘ. মানবতাবোধে

৩০. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির কত দিন পর মহিউদ্দিন আহমদকে মুক্তি দেওয়া হয়?
ক. ১ দিন খ. ২দিন গ. ৩ দিন ঘ. ৪ দিন

৩১. জেলমুক্তির কতদিন পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাড়িতে ফিরেছিলেন?
ক. ৩ দিন খ. ৪ দিন গ. ৫ দিন ঘ. ৬ দিন

৩২. 'এদের কি দয়ামায়া আছে?' বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর এই বক্তব্যে 'এদের' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
ক. ডাক্তারদের খ. পুলিশদের গ. কয়েদিদের ঘ. পাকিস্তান সরকারকে

৩৩. মহিউদ্দিনকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কী হিসেবে বিবেচনা করা যায়?
ক. সহকর্মী খ. ভাই গ. বিরুদ্ধকর্মী ঘ. সহযোদ্ধা

৩৪. ছেলে কামাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে চিনতে পারছিল না কেন?
ক. স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া খ. অনেক দিন না দেখায়
গ. অপরিচিত বলে ঘ. স্মৃতিশক্তি কম বলে

৩৫. 'আমি তো তোমারও আব্বা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ কথাটি কার উদ্দেশে বলেন?
ক. হাসিনার খ. কামালের গ. জামালের ঘ. রেহানার

৩৬. 'যারা শাসন করছে তারা আপনজন নয়'- একথা কারা বুঝতে শুরু করেছিল?
ক. গ্রামের সাধারণ মানুষ খ. বঙ্গবন্ধুর সন্তানরা গ. বিদেশিরা ঘ. বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী

৩৭. ভাষা আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর গুলিবর্ষণের জন্য দায়ী কে?
ক. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ খ. নূরুল আমিন গ. নাজিম উদ্দিন ঘ. টিক্কা খান

৩৮. আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-
ক. আওয়ামী লীগ নেতা খ. মুসলিম লীগ নেতা গ. যুক্তফ্রন্ট নেতা ঘ. গণআজাদী লীগ নেতা

৩৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম কী?
ক. শেখ নাসের খ. শেখ আবদুল্লাহ গ. আবদুর রব সেরনিয়াবাত ঘ. শেখ হাসান

৪০. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ সন্তান কে?
ক. শেখ নাসের খ. শেখ কামাল গ. শেখ হাসিনা ঘ. শেখ রেহানা

৪১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী লেখায় কে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা দিয়েছেন?
ক. শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব খ. শেখ নাসের গ. শেখ জামাল ঘ. শেখ কামাল

৪২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা সেনানিবাসে আটকে রাখার কারণ কী?
ক. ভাষা আন্দোলন খ. ছয় দফা দাবি গ. আগরতলা মামলা ঘ. স্বাধীনতা সংগ্রাম

৪৩. পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক. ১৯৭০ খ. ১৯৭১ গ. ১৯৭২ ঘ. ১৯৬২

৪৪. সুবেদার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জেল খানায় দেখে অবাক হলেন কেন?
ক. মুজিব রাজনীতিবিদ বলে খ. মুজিব আত্মীয় বলে
গ. মুজিব নিরপরাধ বলে ঘ. মুজিব সরকারপন্থি বলে

৪৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনশন ভাঙিয়েছিলেন কে?
ক. মহিউদ্দিন আহমদ খ. ডাক্তার সাহেব গ. খয়রাত হোসেন ঘ. জেলার সাহেব

৪৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. বানীমর্দান খ. টুঙ্গিপাড়া গ. লক্ষ্মীপুর ঘ. ফুলপুর

৪৭. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত হন-
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

৪৮. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর যাওয়ার ব্যাপারে দেরি করছিলেন কেন?
ক. গোছগাছের জন্য খ. খাবারদাবারের জন্য
গ. জাহাজ মিস করার জন্য ঘ. বিশ্রাম নেওয়ার জন্য

৪৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনশনের মধ্যে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. ক্রোধ ও ঘৃণা খ. নিঃস্বার্থপরতা গ. অহিংসা উপন্যাস ঘ. প্রতিবাদ

৫০. 'মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না। তবে আমার লাশ মুক্তি পেয়ে যাবে।' এখানে কাদের মুক্তির কথা বলা হয়েছে?
ক. জেল থেকে মুক্তি খ. বাঙালির মুক্তি গ. পরাধীনতা থেকে মুক্তি ঘ. রাজবন্দিদের মুক্তি

৫১. মহিউদ্দিন সম্পর্কে নিচের কোন তথ্যটি ঠিক নয়?
ক. রাজনীতিবিদ খ. মুক্তিযোদ্ধা গ. আন্দোলনকারী ঘ. মুখ্যমন্ত্রী

৫২. ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটিয়েছিলেন কেন?
ক. পরিবারের জন্য খ. মুক্তির জন্য গ. দেশের মঙ্গলার্থে ঘ. ভাষা আন্দোলনের জন্য

৫৩. সরকারি কর্মচারীদের কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থাকে কী বলা হয়?
ক. আমলাতন্ত্র খ. অভিজাততন্ত্র গ. গণতন্ত্র ঘ. রাজতন্ত্র

৫৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে জেলে ছিলেন তার ডেপুটি জেলার কে ছিলেন?
ক. মোখলেসুর রহমান খ. আমীর হোসেন গ. শামসুদ্দিন মিয়া ঘ. মহিউদ্দিন সাহেব

৫৫. দেশের জন্য, মাতৃভাষার জন্য যারা জীবন দেন তাদের কী বলা হয়?
ক. শহিদ খ. গাজী গ. কাপুরুষ ঘ. মিরজাফর

৫৬. পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন কে?
ক. সৈয়দ নজরুল ইসলাম খ. এ. কে ফজলুল হক
গ. শেখ মুজিবুর রহমান ঘ. তাজউদ্দিন আহমদ

৫৭. কয়জন মাল্লা নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাবা নৌকায় উঠেছিলেন?
ক. দুইজন খ. তিনজন গ. চারজন ঘ. পাঁচজন

৫৮. 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় লেখক কোন ভাষা-রীতি অবলম্বন করেছেন?
ক. সাধু ভাষা খ. চলিত ভাষা গ. উপভাষা ঘ. মিশ্র ভাষা

১২.ক	১৩.ক	১৪.গ	১৫.ক	১৬.ক	১৭.ক	১৮.ক	১৯.গ	২০.ক	২১.গ
২২.ক	২৩.খ	২৪.ক	২৫.গ	২৬.খ	২৭.খ	২৮.ক	২৯.ক	৩০.ক	৩১.গ
৩২.ঘ	৩৩.ঘ	৩৪.খ	৩৫.খ	৩৬.ক	৩৭.খ	৩৮.ঘ	৩৯.ক	৪০.গ	৪১.ক
৪২.গ	৪৩.ক	৪৪.গ	৪৫.ক	৪৬.খ	৪৭.ক	৪৮.গ	৪৯.ঘ	৫০.ঘ	৫১.গ
৫২.ঘ	৫৩.ক	৫৪.ক	৫৫.ক	৫৬.গ	৫৭.খ	৫৮.খ			

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

SELF TEST

০১. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ভাষা কেমন?
ক. কাব্যিক খ. তেজোদীপ্ত
গ. সহজ সরল ঘ. জটিল ও বঙ্কিম

০২. খয়রাত হোসেন কত বছর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন?
ক. সাত খ. আট গ. দশ ঘ. এগার

০৩. 'আমরা দুইজন প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য।' উদ্ধৃত অংশে 'আমরা দুইজন' কারা?
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমদ
খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ
গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

০৪. 'কিসমত' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
ক. আরবি খ. ফারসি
গ. ফরাসি ঘ. পর্তুগিজ

০৫. বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন ফরিদপুর জেলে অন্য জায়গায় যাওয়ার পূর্বে ঔষধ খেয়ে নেন কেন?
ক. পেট পরিষ্কার করার জন্য খ. অসুস্থ হওয়ার জন্য
গ. ঘুমানোর জন্য ঘ. মানসিক উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের জন্য

০৬. 'বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।' – 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় উদ্ধৃত উক্তিটি কার?
ক. ডিটুটি জেলারের খ. নূরুল আমিন
গ. মহিউদ্দিনের ঘ. বঙ্গবন্ধুর

০৭. 'প্যালপিটিশন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. ধড়ফড়ানি খ. শাস্তি মওকুফ হওয়া
গ. প্যারোলে চিকিৎসা ঘ. অনশন ধর্মঘট তুলে নেওয়া

০৮. মহিউদ্দিন আহমদের জীবনকাল কোনটি?
ক. ১৯২৫-১৯৯৭ খ. ১৯২৭-১৯৭৫
গ. ১৯২১-১৯৯৭ ঘ. ১৯৩০-১৯৯৮

০৯. বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন রাত কয়টায় ফরিদপুর পৌঁছেন?
ক. রাত একটায় খ. রাত এগারোটায়
গ. রাত বারোটায় ঘ. রাত চারটায়

১০. কাউকে খবর দিতে হবে কি না? –উক্তিটি কার?
ক. সিভিল সার্জনের খ. মহিউদ্দিনের
গ. সুবেদারের ঘ. ডেপুটি জেলারের

১১. বঙ্গবন্ধু চিঠি চারখানা কার কাছে দিয়েছিলেন?
ক. ডেপুটির হাতে খ. একজন কর্মচারীর হাতে
গ. সুবেদারের হাতে ঘ. মহিউদ্দিনের হাতে

১২. বঙ্গবন্ধু কখন চিঠি চারখানা আত্মীয়ের কাছে পৌঁছে দিতে বললেন?
ক. তাঁর মৃত্যুর পর খ. তাঁকে বন্দি করার পর
গ. বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে ঘ. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার পর

১৩. ডেপুটি জেলার বঙ্গবন্ধুর বাবার কাছে কী পাঠানোর কথা বলেছিলেন?
ক. চিঠি খ. টেলিগ্রাম
গ. ফ্যাক্স ঘ. টেলিফোন

১৪. 'আমাকে অবিশ্বাস করার কিছুই নাই।' উক্তিটি কার?
ক. মহিউদ্দিনের খ. ডাক্তারের
গ. ডিপুটি জেলারের ঘ. শেখ মুজিবের

১৫. 'বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যেতে হলে লিখে দিতে হবে যে, আমার দায়িত্বে নিয়ে যাচ্ছি।' এটা কার নির্দেশ ছিল?
ক. ডেপুটি জেলারের খ. সিভিল সার্জনের
গ. সুবেদারের ঘ. সুবেদারের

১৬. 'আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।' উক্তিটি কার?
ক. শেখ লুৎফরের খ. শেখ কামালের
গ. শেখ হাসিনার ঘ. তাজউদ্দিনের

১৭. বঙ্গবন্ধুর মা ও স্ত্রী রেণু কোথায় ছিলেন?
ক. ফরিদপুরে খ. ঢাকায়
গ. বরিশাল ঘ. চট্টগ্রাম

১৮. 'কেন তুমি অনশন করতে গিয়েছিলে?"– উক্তিটি কার ছিল?
ক. মহিউদ্দিনের খ. শেখ হাসিনা
গ. স্ত্রী রেণুর ঘ. বঙ্গবন্ধুর বাবার

১৯. উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল কে?
ক. আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ খ. নূরুল আমিন
গ. ইয়াহিয়া খান ঘ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

২০. 'তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।' এ কথা কে বলেছে?
ক. হাচু খ. কামাল
গ. নাসের ঘ. রাসেল

২১. 'বায়ান্নর দিনগুলো' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কী ধরনের রচনা?
ক. আত্মজৈবনিক কাহিনি খ. ভ্রমণ সাহিত্য
গ. সামাজিক উপন্যাস ঘ. ঐতিহাসিক নাটক

২২. কারা বাঙালিদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চাইছে?
ক. একটা বিশেষ গোষ্ঠী খ. পূর্ব পাকিস্তানিরা
গ. পশ্চিম পাকিস্তানিরা ঘ. ভারতীয় কিছু জনগোষ্ঠী

২৩. 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাটিতে ফুটে উঠেছে–
ক. পাকিস্তান সরকারের অপশাসন খ. পাকিস্তানিদের অত্যাচার
গ. বাঙালির অধিকার হরণের চেষ্টা ঘ. সবগুলো

২৪. 'বেলুচিস্তান' কোথায়?
ক. ভারতে খ. মায়ানমার গ. পাকিস্তানে ঘ. মালদ্বীপে

২৫. ভাষার ব্যাপারে কোনো কোনো মওলানা কী জারি করেছিলেন?
ক. আইন খ. ধনুকবাণ
গ. ফতোয়া ঘ. সমন

২৬. 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় কোন নামটির উল্লেখ নেই?
ক. আমির হোসেন খ. মহিউদ্দিন
গ. নাসের ঘ. শের-ই-বাংলা

২৭. ১৯৩৮-১৯৪৭ পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন কে?
ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. আব্দুর রশীদ
গ. খয়রাত হোসেন ঘ. খান সাহেব ওসমান আলী

২৮. 'আপকা তবিয়ৎ ভালো হ্যায়?' কথাটির অর্থ কী?
ক. আপনার খবর ভালো তো? খ. আপনার শরীর ভালো তো?
গ. আপনার মন ভালো তো? ঘ. আপনার ভালো লাগছে তো?

২৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানায় অনশন ধর্মঘট করেছিলেন কেন?
ক. মুক্তির জন্য খ. দেশের জন্য
গ. বিনা বিচারে আটকের প্রতিবাদে ঘ. মাতৃভাষার জন্য

৩০. বাঙালি জাতির কাছে খোন্দকার মোশতাক আহমদ নিন্দিত কেন?
ক. মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করায়
খ. ভাষা আন্দোলনে বিরোধিতা করায়
গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যায় গোপন ষড়যন্ত্র, সমর্থন ও সহায়তার জ
ঘ. বাংলাদেশকে ধ্বংসে সমর্থনের জন্য

OMR

৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ
২৪. ক খ গ ঘ	২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ
২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ
১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ
১২. ক খ গ ঘ	১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ

Correct Answer

৩০.গ	২৯.গ	২৮.খ	২৭.গ	২৬.ঘ	২৫.গ	২৪.গ	২৩.ঘ	২২.ক	২১
২০.খ	১৯.ঘ	১৮.গ	১৭.খ	১৬.গ	১৫.খ	১৪.খ	১৩.খ	১২.ক	১১
১০.ক	০৯.ঘ	০৮.ক	০৭.ক	০৬.ঘ	০৫.ক	০৪.ক	০৩.খ	০২.গ	০১

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

জাদুঘরে কেন যাব

আনিসুজ্জামান

পাশ্চাত্যদেশে জাদুঘরতত্ত্ব- মিউজিওলজি, মিউজিওগ্রাফি বা মিউজিয়াম স্টাডিজ- একটা স্বতন্ত্র বিদ্যায়তনিক বিষয় বা শৃঙ্খলা হিসেবে বিকশিত। আলেকজান্দ্রিয়ায় নাকি পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বা তার কাছাকাছি সময়ে- ঠিক নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না - কিন্তু এটুকু দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, সে সময়ে জাদুঘরতত্ত্ববিদ্‌দের কেউ তার ধারে কাছে ছিলেন না। কী প্রেরণা থেকে বিশেষজ্ঞ না হয়েও একজন মানুষ এমন একটা কাজ করেছিলেন এবং দর্শনার্থীরাই বা সেখানে কোন প্রত্যাশা নিয়ে যেতেন, তা আজ ভাববার বিষয়। পৃথিবীর এই প্রথম জাদুঘরে ছিল নিদর্শন -সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার, ছিল উদ্ভিদউদ্যান ও উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা, তবে এটা নাকি ছিল মুখ্যত দর্শন-চর্চার কেন্দ্র। এ থেকে আমাদের মনে দুটি ধারণা জন্মে : জাদুঘর গড়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠাতার রুচিমাফিক, আর তার দর্শকেরা সেখানে যেতেন নিজের নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ অংশে, হয়ত কেউ কেউ ঘুরে ফিরে সর্বক্ষেত্রেই উপস্থিত হতেন।

কালক্রমে প্রাচীন জিনিসপত্র সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ছিল এবং সম্পন্ন ব্যক্তি বা পরিবারের উদ্‌যোগে তা সংগৃহীত হয়ে জাদুঘর গড়ার ভিত্তি রচনা করছিল। প্রাচ্যদেশেও এমন সংগ্রহের কথা অবিদিত ছিল না, তবে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পরে পাশ্চাত্যদেশে এ ধরনের প্রয়াস অনেক বৃদ্ধি পায়। এ রকম ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জাদুঘরে কখনো কখনো জনসাধারণ সামান্য প্রবেশমূল্য দিয়ে ঢুকতে পারত বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সকলের জন্যে খোলা থাকত না। রাজ-রাজড়ারা বা সামন্ত প্রভুরা যেসব সংগ্রহশালা গড়ে তুলতেন, তাতে থাকতো ওইসব মহাশয়ের শক্তি, সম্পদ ও গৌরবের ঘোষণা। ষোল শতকের আগে যৌথ কিংবা নাগরিক সংস্থার উদ্‌যোগে জাদুঘর নির্মাণের চেষ্টা হয়নি। নবনির্মিত এসব জাদুঘরই জনসাধারণের জন্যে অবারিত হয় গণতন্ত্রের বিকাশের ফলে কিংবা বিপ্লবের সাফল্যে। ফরাসি বিপ্লবের পরে প্রজাতন্ত্রই সৃষ্টি করে ল্যুভ, উন্মোচিত হয় ভের্সাই প্রসাদের দ্বার। রুশ বিপ্লবের পরে লেনিনগ্রাদের রাজপ্রাসাদে গড়ে ওঠে হার্মিতিয়ে। টাওয়ার অফ লন্ডনের মতো ঐতিহাসিক প্রাসাদ এবং তার সংগ্রহ যে সর্বজনের চক্ষুগ্রাহ্য হলো, তা বিপ্লবের না হলেও ক্রমবর্ধমান গণতন্ত্রায়ণের ফলে। ব্যক্তিগত সংগ্রহের অধিকারীরাও একসময়ে তা জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করার প্রেরণা বোধ করেন এবং কখনো কখনো এসব ব্যক্তিগত সংগ্রহের দায়িত্বভার রাষ্ট্র গ্রহণ করে তা সকলের গোচরীভূত করার ব্যবস্থা করে। সতেরো শতকে ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়ম গড়ে ওঠে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে- এখানকার অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়মের সৃষ্টি পিতাপুত্র দুই ট্রাডেসান্ট এবং অ্যাশমোল- এই তিনজনের সংগ্রহ দিয়ে। আঠারো শতকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম, তবে তার ভিত্তিও ছিল অপর তিনজনের সংগ্রহ স্যার হ্যানস স্লোন, স্যার রবার্ট কটন ও আর্ল অফ অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লির। এসব কথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং তার পরিবর্তন যে জাদুঘরের রূপকে বড় রকম প্রভাবান্বিত করে, সে-বিষয়টা তুলে ধরা। জাদুঘরে প্রবেশাধিকার না পেলে কিংবা নাগরিকদের জন্যে জাদুঘর গড়ে না উঠলে সেখানে যাওয়ার প্রশ্নই উঠত না, কেন যাব সে চিন্তা তো অনেক দূরের বিষয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা যেতে পারে; পুঁজিবাদের সমৃদ্ধি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে উনিশ শতকে জাদুঘরের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও তাদের উপনিবেশে জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। তেমনি একদিকে শিল্পোন্নতি এবং অন্যদিকে উপনিবেশবাদের অবসানের ফলে বিশ শতকে জাদুঘর-স্থাপনার কাজটি দ্রুত এগিয়ে যায়, সদ্য স্বাধীন দেশগুলোও আত্মপরিচয়দানের প্রেরণায় নতুন নতুন জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে, তার আগে আর দুটি কথা বলি। একালে আলেকজান্দ্রিয়ার মতো মেলানো-মেশানো জাদুঘরের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বোধ হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম। সেখানে বৃহৎ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সংগ্রহশালার সঙ্গে রয়েছে বিশাল গ্রন্থাগার; স্বতন্ত্রভাবে রয়েছে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও জীববিদ্যার জাদুঘর; রয়েছে নানা বিষয়ে স্থায়ী প্রদর্শনী ও বক্তৃতার ব্যবস্থা। আর এসবের জন্যে প্রয়োজন হয়েছে প্রাসাদোপম অট্টালিকার। অভ্যাগতদের মধ্যে যিনি যেখানে যেতে চান, যা দেখতে চান ও জানতে জান, তিনি তা করতে পারেন। তবে এখনকার প্রবণতা হচ্ছে প্রাকৃতিক জগতের নিদর্শনের থেকে মানবসৃষ্ট নিদর্শন আলাদা করে রাখা, আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে ছোট-বড় জাদুঘর গড়ে তোলা। গত ত্রিশ বছরে ব্রিটেনে জাদুঘরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, যদিও ব্রিটিশ মিউজিয়মের তুল্য দ্বিতীয় কোনো জাদুঘর সে দেশে তৈরি হয়নি। জাদুঘরের বৈচিত্র্য আজ খুবই চোখে পড়ে- সে বৈচিত্র্য একদিকে যেমন সংগ্রহের বিষয়গত, তেমনি গঠনগত এবং অন্যদিকে শাসনগত। আজ ভিন্নভিন্ন বিষয়ের জাদুঘর গড়ে তোলার চেষ্টাই প্রবল : প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস, মানববিকাশ ও নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সামরিক ইতিহাস, পরিবহণ ব্যবস্থা, বিমানযাত্রা, মহাকাশ ভ্রমণ, পরিবেশ, কৃষি, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, শিল্পকলা-তারও আবার নানান বিভাগ-উপবিভাগ। কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবন ও সাধনা সম্পর্কিত জাদুঘর বহু দেশে বহু কাল ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। মৎস্যাধার ও নক্ষত্রশালাও এখন জাদুঘর বলে বিবেচিত। জাদুঘর বলতে আজ আর ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ল্যুভ বা হার্মিতিয়ের মতো বিশাল প্রাসাদ বোঝায় না। উন্মুক্ত জাদুঘর জিনিসটা এখন খুবই প্রচলিত। এমনকি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবনের একাংশে অবস্থিত হলেও জাদুঘরের গুরুত্ব হ্রাস পায় না। প্রশাসনের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র শ্রেণির জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে জাতীয় জাদুঘর, স্থানীয় বা আঞ্চলিক জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ও একান্ত বা ব্যক্তিগত উদ্‌যোগে গড়া জাদুঘর। আমাদের দেশ থেকে উদাহরণ নিলে বলব, এখানে যেমন আছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, তেমনি আছে চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, ঢাকার নগর জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর ও সামরিক জাদুঘর, রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, ঢাকার বলধা গার্ডেন এবং বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননের এলাকায় সাইট মিউজিয়ম। একজন কী দেখতে চান, তা স্থির করে কোথায় যাবেন, তা ঠিক করতে পারেন।

তবে জাদুঘরের একটা সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে, যা চমকপ্রদ, যা অনন্য, যা লুপ্তপ্রায়, যা বিস্ময় উদ্রেককারী- এমন সব বস্তু সংগ্রহ করা। গড়পড়তা মানুষ তা দেখতে যায়, দেখে আপ্লুত হয়। এই প্রসঙ্গে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। ঢাকায় আমাদের জাতীয় জাদুঘরের প্রথম ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান। অনেক আমন্ত্রিতদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিতান্ত কনিষ্ঠ শিক্ষক আমিও ছিলাম। লক্ষ করলাম, শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণ পড়তে গিয়ে মুদ্রিত 'জাদুঘর' শব্দের জায়গায় সর্বত্র 'মিউজিয়ম' পড়ছেন। চা খাওয়ার সময়ে আমাদের শিক্ষকপ্রতিম অর্থমন্ত্রী ড. এম. এন. হুদা আমাকে ডাকলেন। কাছে যেতে বললেন, 'গভর্নর' সাহেবের একটা প্রশ্ন আছে, উত্তর দাও। গভর্নর জিজ্ঞাসা করলেন, মিউজিয়মকে আপনারা জাদুঘর বলেন কেন? একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, 'স্যার, জাদুঘরই মিউজিয়মের বাংলা প্রতিশব্দ।' গভর্নর এবার রাগতস্বরে বললেন, 'মিউজিয়মে যে আল্লাহর কালাম রাখা আছে, তা কি জাদু? আল্লাহর কালাম বলতে তাঁর মনে বোধ হয় ছিল, চমৎকার তুঘরা হরফে লেখা নুসরত শাহের আশরাফপুর শিলালিপি- ষোল শতকে এক মসজিদ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত সংবলিত প্রস্তরখণ্ড- সেটা রাখা হয়েছিল সকলের চোখে পড়ার মতো জায়গায়। যাহোক, গভর্নরের প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, 'স্যার, ওই অর্থে জাদু নয়, বিস্ময় জাগায় বলে জাদু-মা যেমন সন্তানকে বলে, ওরে আমার জাদু রে।' ব্যাখ্যার পরের অংশটা যথার্থ কিনা, সে বিষয়ে এখন সন্দেহ হয়, তবে আমার বাক্য শেষ করার আগেই গভর্নর হুংকার দিলেন, 'না, জাদুঘর বলা চলবে না, মিউজিয়ম বলতে হবে, বাংলায়ও আপনারা মিউজিয়মই বলবেন। তর্ক করা বৃথা- হুকুম শিরোধার্য করে আমি চ্যান্সেলরের সামনে থেকে পালিয়ে এলাম। যঃ পলায়েতে স জীবতি।

আরও একটা প্রবাদ আছে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। আমারও তাই হলো। গভর্নরের সামনে থেকে চলে আসার পর মনে হলো, তাঁকে বললাম না কেন, জাদু শব্দটা ফারসি, তাতে হয়ত তিনি কিছুটা স্বস্তি পেতেন। আপনারা অনেকেই জানেন, জাদুঘর পুরোটাই ফারসি, তবে জাদুঘরের ঘরটা বাংলা। উর্দুতে জাদুঘরকে বলে আজবখানা, হিন্দিতে অজায়েব-ঘর। খানা ফারসি; আজব, আজিব, আজায়েব আরবি। জাদু ও আজব শব্দে দ্যোতনা আছে দুরকম : একদিকে কুহক, ইন্দ্রজাল, ভেলকি; অন্যদিকে চমৎকার, মনোহর, কৌতূহলোদ্দীপক। 'আমার ছেলেকে সোজা পেয়ে মেয়েটা জাদু করেছে' আর 'কী জাদু বাংলা গানে! -দু রকম দ্যোতনা প্রকাশ করে।

বয়সের দোষে এক কথা থেকে অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। মোনায়েম খান যে সেদিন রাগ করেছিলেন এবং জাদুঘরের অন্য অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও যে তিনি আল্লাহর কালামের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, এখন মনে হয়, তার একটা তাৎপর্য ছিল। তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই জাদুঘরে সংরক্ষিত মুসলিম ঐতিহ্যমূলক নিদর্শন তাঁকে আকর্ষণ করেছিল এবং বাংলায় হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে জাদুঘরকে যেহেতু 'জাদুঘর' বলে, তাই তিনি সেটা বর্জন করে 'মিউজিয়ম' শব্দটি বাংলায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রয়োগ হিসেবে। জাদুঘরকে যদি তিনি আত্মপরিচয়লাভের ক্ষেত্র হিসেবে দেখে থাকেন, তাহলে মোটেই ভুল করেননি। অল্প বয়সে আমি যখন প্রথম ঢাকা জাদুঘরে যাই, তখন আমিও একধরনের আত্মপরিচয়ের সূত্র সেখানে খুঁজে পাই-অতটা সচেতনভাবে না হলেও। বাংলা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রাচীন নিদর্শনের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। স্থাপত্যের নিদর্শন বলতে প্রধানত ছিল কাঠের ও পাথরের স্তম্ভ, আর ভাস্কর্য ছিল অজস্র ও নানা উপকরণে তৈরি। বঙ্গদেশে অত যে বৌদ্ধ মূর্তি আছে, সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না; পৌরাণিক-লৌকিক অত যে দেবদেবী আছে, তাও জানতাম না। মুদ্রা এবং অস্ত্রশস্ত্র দেখে বাংলায় মুসলিম-শাসন সম্পর্কে কিছু ধারণা হয়েছিল- ঈসা খাঁর কামানের গায়ে বাংলা লেখা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। পোড়ামাটির কাজও ছিল কত বিচিত্র ও সুন্দর! জাদুঘরের বাইরে তখন রক্ষিত ছিল নীল জাল দেওয়ার মস্ত বড় কড়াই। নীল-আন্দোলনের ইতিহাস কিছুটা জানতাম। কড়াইয়ের বিশালত্ব চিত্তে সম্ভ্রম জাগাবার

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মতো, কিন্তু তার সঙ্গে যে অনেক দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুবিন্দু জড়িত, সেটা মনে পড়তে ভুল হয়নি। ঢাকা জাদুঘরে যা দেখেছিলাম, তার কথা বলতে গেলে পরে দেখা নিদর্শনের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে-কিন্তু বঙ্গের হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাস ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির যে নমুনা সেখানে ছিল তা থেকে আমি বাঙালির আত্মপরিচয় লাভ করেছি। পরে তা শক্তিশালী হয়েছে কলকাতা জাদুঘর ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে।

পরবর্তীকালে পৃথিবীর বহু জাদুঘরে আত্মপরিচয়জ্ঞাপনের এই চেষ্টা, নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখার যত্নকৃত প্রয়াস দেখেছি। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রেকো-রোমান-মিউজিয়মে ও কায়রো মিউজিয়মে যেমন মিশরের পুরোনো ইতিহাস ধরে রাখা হয়েছে, সিয়াটলে ও নর্থ ক্যারোলাইনার পূর্ব প্রান্তে দেখেছি আমেরিকার আদিবাসীদের নানাবিধ অর্জনের নিদর্শন এবং ইউরোপীয় বসতিস্থাপনকারীদের প্রথম আগমনকালীন স্মৃতিচিহ্ন। ব্রিটিশ মিউজিয়ম এবং টাওয়ার অফ লন্ডনে ইংল্যান্ডের ইতিহাসের অনেকখানি ধরা আছে। কুয়েতের জাদুঘরে আমার ছেলেবেলায় দেখা ব্রিটিশ ভারতীয় মুদ্রার সযত্ন স্থান দেখে চমৎকৃত হয়েছি; বুঝেছি, তাদের আত্মানুসন্ধান শুরু হয়েছে, কিন্তু দূর ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ হাতে আসেনি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জাদুঘরের একটা প্রধান কাজ হলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং জাতিকে আত্মপরিচয়দানের সূত্র জানানো। জাদুঘরে আমাদের যাওয়ার এটা একটা কারণ। সে আত্মপরিচয়লাভ অনেক সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রিক পরিবর্তনেরও সূচনা করে।

টাওয়ার অফ লন্ডনে সকলে ভিড় করে কোহিনুর দেখতে। আমিও তা দেখতে গিয়েছিলাম। তখন আমার আরেকটা কথা মনে হয়েছিল। জাদুঘর হৃত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের জায়গা বটে, তবে তা সবসময়ে নিজের জিনিস হবে, এমন কথা নেই। অন্যের ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার হরণ করে এনেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের জাদুঘর সাজাতে কুণ্ঠিত বোধ করে না।

তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে নানা দেশের নানা নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। কী উপায়ে সংগৃহীত হয়েছে, সেকথা আপাতত মুলতবি রাখলাম। কিন্তু এসব দেখে অভিন্ন মানবসত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। মনে হয়, এত দেশে এত কালে মানুষ যা কিছু করেছে, তার সবকিছুর মধ্যে আমি আছি।

জাতীয় জাদুঘর একটা জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে। যে সেখানে যায়, সে তার নিজের ও জাতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, সংস্কৃতির সন্ধান পায়, আত্মবিকাশের প্রেরণা লাভ করে। এই যে শত সহস্র বছর আগের সব জিনিস-যা হয়ত একদিন ব্যক্তির বা পরিবারের কুক্ষিগত ছিল-তাকে যে নিজের বলে ভাবতে পারি, তা কি কম কথা? আবার অন্য জাতির অনুরূপ কীর্তির সঙ্গে যখন আমি একাত্মতা অনুভব করি, তখন আমার উত্তরণ হয় বৃহত্তর মানবসমাজে।

জাদুঘর আমাদের জ্ঞান দান করে, আমাদের শক্তি জোগায়, আমাদের চেতনা জাগ্রত করে, আমাদের মনোজগৎকে সমৃদ্ধ করে। জাদুঘর একটা শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন। সমাজের এক স্তরে সঞ্চিত জ্ঞান তা ছড়িয়ে দেয় জনসমাজের সাধারণ স্তরে। গণতন্ত্রায়ণের পথও প্রশস্ত হয় এভাবে। জাদুঘর শুধু জ্ঞানই ছড়িয়ে দেয় না, অলক্ষ্যে ছড়িয়ে দেয় ভাবাদর্শ। কাজেই এ কথা বলা যেতে পারে যে, জাদুঘর যেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবনার সৃষ্টি, তেমনি তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেরও কারণ ঘটাতে পারে।

আরও একটা সোজা ব্যাপার আছে। জাদুঘর আমাদের আনন্দ দেয়। মানুষের অনন্ত উদ্ভাবনৈপুণ্যে, তার নিরলস সৃষ্টিক্ষমতা, তার তন্নিষ্ঠ সৌন্দর্যসাধনা, তার নিজেকে বারংবার অতিক্রম করার প্রয়াস -এসবের সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমরা অশেষ উল্লসিত হই।

এতকিছুর পরেও যদি কেউ প্রশ্ন করেন, 'জাদুঘরে কেন যাবে?' সূক্ষ্ম কৌতুক সঞ্চার করে প্রাবন্ধিক পরিশেষে লিখেছেন যে, তাহলে তার একমাত্র উত্তর বোধ হয় এই : 'কে বলছে আপনাকে যেতে?'

শব্দার্থ ও টীকা

মিউজিয়াম স্টাডিজ	জাদুঘর বা প্রদর্শনশালা সংক্রান্ত বিদ্যা।
গোচরীভূত	অবগত। পরিজ্ঞাত।
অবিদিত	জানা নেই এমন। অজানা। অজ্ঞাত।
অ্যাশমল	ইংরেজ পুরাকীর্তি সংগ্রাহক। জন্ম ১৬১৭; মৃত্যু ১৬৯২। তিনি রসায়ন ও পুরাকীর্তি বিষয়ে কয়েকটি বই লিখেছেন। তাঁর সংগ্রহগুলি দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম।
প্রত্নতত্ত্ব	এই বিদ্যায় প্রাচীন মুদ্রা, পুরাকীর্তি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করে প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার করা হয়। পুরাতত্ত্ব। archaeology।
নৃতত্ত্ব	মানব জাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। নৃবিদ্যা। anthropology।
মৎস্যাধার	মাছ পালনের কাচের আধার। মাছের চৌবাচ্চা। জলজ প্রাণী বা উদ্ভিদ সংরক্ষণের কৃত্রিম জলাধার। aquarium।
ল্যুভ	Louvre Museum। ফ্রান্সের জাতীয় জাদুঘর ও আর্ট গ্যালারি। প্যারিসে অবস্থিত এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে। এই জাদুঘরের চিত্রশিল্পের সংগ্রহ বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ হিসেবে বিবেচিত।
হার্মিটেজ	সন্ন্যাসীর নির্জন আশ্রম। মঠ। hermitage।
মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রথম জাদুঘর। মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন ও স্মারক সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্যে এই জাদুঘর বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস সবার সামনে তুলে ধরার কাজেই জাদুঘর অনন্য অবদান রেখে আসছে।
বঙ্গবন্ধু জাদুঘর	এই জাদুঘর ঢাকার ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত বাসভবনকে ১৯৯৭ সালে জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়। এই জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক দুর্লভ ছবি, তাঁর জীবনের শেষ সময়ের কিছু স্মৃতিচিহ্ন এবং তাঁর ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী প্রদর্শনের জন্যে রাখা হয়েছে।
বলধা গার্ডেন	ঢাকা মহানগরের ওয়ারীতে এর অবস্থান। এটি একাধারে উদ্ভিদ উদ্যান ও জাদুঘর। ভাওয়ালের জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ১৯০৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই জাদুঘরের অনেক নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বলধা গার্ডেনে দেশি-বিদেশি অনেক প্রজাতির গাছপালার আকর্ষণীয় সংগ্রহ রয়েছে।
দ্বিজাতি তত্ত্ব	ভারত ও পাকিস্থান নামে দুটি রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে ভারতকে ধর্মীয় প্রাধান্যের ভিত্তিকে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করার রাজনৈতিক মতবাদ। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে এ ধারণার উদ্গাতা তদানীন্তন মুসলিম লীগ নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।
স্থাপত্য	ভবন প্রাসাদ ইত্যাদি স্থাপনের কাজ বা এ সংক্রান্ত কলাকৌশল বা বিজ্ঞান। architecture।
ভাস্কর্য	ধাতু বা পাথর ইত্যাদি খোদাইয়ের শিল্প। মূর্তিনির্মাণ কলা। Sculpture।
কায়রো মিউজিয়ম	মিসরের কায়রোতে অবস্থিত এই জাদুঘর মিসরীয় জাদুঘর নামেও পরিচিত। এটি ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার প্রদর্শন সামগ্রী রয়েছে।
আলেকজান্দ্রিয়া	উত্তর মিসরের প্রধান সমুদ্রবন্দর ও সুপ্রাচীন নগর। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২ অব্দে আলেকজান্ডার দি গ্রেট এই নগর পত্তন করেন। এটি ছিল আলেকজান্ডার যুগের গ্রিক সভ্যতার কেন্দ্র। এখানে বিশ্বের প্রাচীন গ্রন্থাগার (পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত) ছিল।
ইউরোপীয় রেনেসাঁস	খ্রিষ্টীয় চৌদ্দো থেকে ষোলো শতক ধরে ইউরোপে শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞানচর্চা ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে নবজাগরণের মাধ্যমে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণই ইউরোপীয় রেনেসাঁস।
ফরাসি বিপ্লব	ইউরোপের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ফরাসি জনগণ সেখানকার কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ ও কারাগার দখল করে নেয় এবং সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেয়। এর মাধ্যমে এই বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় ধনিক শ্রেণি আর অত্যাচারিত কৃষকরা ছিল তাদের সহযোগী। বিপ্লবের মূল বাণী ছিল 'মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্পত্তির পবিত্র অধিকার। এই বিপ্লবের ফলে সামন্তবাদের উৎপাটন হয়।
রুশ বিপ্লব	১৯১৭ সালে ৭ই নভেম্বর বিপ্লবী নেতা লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সর্বহারার দল বলশেভিক পার্টি সেখানকার জারতন্ত্রকে হাটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। এই বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় সমস্ত সম্পত্তি ও উৎপাদনের উপায়ের মালিক হয় জনগণ তথা রাষ্ট্র।
টাওয়ার অব লন্ডন	লন্ডনের টেমস নদীর উত্তর তীরবর্তী রাজকীয় দুর্গ। এর মূল অংশ রয়েছে সাদা পাথরের গম্বুজ। এটি নির্মিত হয় ১০৭৮ খ্রিস্টাব্দে। এক সময় দুর্গটি রাজকীয় ভবন ও রাষ্ট্রীয় কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে অস্ত্রশালা ও জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত।
ব্রিটিশ মিউজিয়ম	প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাকীর্তি সংক্রান্ত এই জাদুঘর ব্রিটেনের জাতীয় জাদুঘর। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫৩। সে সময়ে ব্রিটিশ সরকার স্যার হ্যানস স্লোন, স্যার রবার্ট কটন, আর্ল অব অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লি এই তিনজন সংগ্রাহকের বই, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, পুরাকীর্তি ইত্যাদির বিশাল ব্যক্তিগত সংগ্রহ ক্রয় করে এই জাদুঘর গড়ে তোলে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়	যুক্তরাজ্যের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় বারো শতকের প্রথম দিকে। শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত জাদুঘর অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান।
কলকাতা জাদুঘর	এটি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বা ভারতীয় জাদুঘর নামেও সমধিক পরিচিত। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৪ সালে। এটিই ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন জাদুঘর।
বরেন্দ্র জাদুঘর	প্রাতিষ্ঠানিক নাম বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর। ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত ও রাজশাহীতে অবস্থিত। এ জাদুঘর বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘর। এখানে ভাস্কর্য, খোদিত লিপি, পাণ্ডুলিপি ও প্রাচীন মুদ্রার মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস, শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণায় এগুলো আকর-উপাদান হিসেবে গণ্য।
বিজ্ঞান জাদুঘর	ঢাকায় অবস্থিত এই জাদুঘরের প্রাতিষ্ঠানিক নাম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। ১৯৬৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ভৌতবিজ্ঞান, শিল্পপ্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, মজার বিজ্ঞান, ইত্যাদি গ্যালারি ছাড়াও সায়েন্স পার্ক, আকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, বিজ্ঞান গ্রন্থাগার ইত্যাদি রয়েছে। এই জাদুঘর তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনামূলক কাজে প্রণোদনা দিয়ে থাকে।
সামরিক জাদুঘর	১৯৮৭ সালে মিরপুর সেনানিবাসের প্রবেশদ্বারে এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে শহরের কেন্দ্রস্থল বিজয় সরণিতে এটি স্থানান্তরিত হয়। প্রাচীন যুগের সমরাস্ত্র, ট্যাংক, ক্রুজারসহ নানা ধরনের আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, আঠারো শতক থেকে এ পর্যন্ত ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কামান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন স্মারক ইত্যাদি দেখার সুযোগ এ জাদুঘরের রয়েছে।
জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর	এই জাদুঘর বাংলাদেশের অনন্য জাদুঘর। চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদে অবস্থিত এই জাদুঘরে বাংলাদেশের পঁচিশটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ বিদেশি পাঁচটি দেশের জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য রয়েছে।
ঢাকা নগর জাদুঘর	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত এই জাদুঘর নগর ভবনে অবস্থিত। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। এর লক্ষ্য ঢাকা নগরের ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। এই জাদুঘর ঢাকা সংক্রান্ত বেশকিছু বই প্রকাশ করেছে।
অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম	ইংরেজ পুরাকীর্তি সংগ্রাহক অ্যাশমলের সংগ্রহ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘর। এই সংগ্রহশালার প্রাচীন ভবন গড়ে ওঠে ১৬৭৯-১৬৮৩ কালপর্বে। বর্তমানে অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৭ সালে।
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাদুঘর। এ দেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শিল্পকলা ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার কাজে এটি নিয়োজিত। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জাদুঘর হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরের শাহবাগে এর অবস্থান।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক হস্তান্তরিত ছোট সংগ্রহ নিয়ে ১৯৭৩ সালে এই জাদুঘরের যাত্রা শুরু। এই জাদুঘরে রয়েছে টার্শিয়ারি যুগের মাছের জীবাশ্ম, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রের উৎখননকৃত শিল্পবস্তু, প্রাচীন ও মধ্যযুগের মুদ্রা, শিলালিপি, ভাস্কর্য, অস্ত্রশস্ত্র, লোকশিল্প ইত্যাদি নিদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের কিছু দলিলপত্র। এছাড়া একাডেমিক প্রদর্শনী সেমিনার ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে এ জাদুঘর সক্রিয় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল	প্রাতিষ্ঠানিক নাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। রানি ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত স্মৃতিসৌধ। কলকাতা ময়দানের দক্ষিণ কোণে অবস্থিত সুরম্য শ্বেতপাথরে নির্মিত এই স্মৃতিসৌধ অপূর্ব স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন।
গ্রেকো রোমান মিউজিয়ম	মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থিত এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। এতে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পুরানিদর্শনসহ প্রাচীন গ্রিক-রোমান সভ্যতার অনেক নিদর্শন সংরক্ষিত আছে।

লেখক পরিচিতি

নাম	ড. আনিসুজ্জামান
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭, কলকাতা।
পিতা-মাতা	পিতা : ডা. এ.টি.এম. মোয়াজ্জেম, মাতা : সৈয়দা খাতুন
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : প্রবেশিকা, প্রিয়নাথ স্কুল, ঢাকা, ১৯৫১ সাল। উচ্চ মাধ্যমিক : আইএ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা, ১৯৫৩ সাল। উচ্চতর : বিএ (অনার্স), এমএ (বাংলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; পিএইচডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা : শিকাগো ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন/পেশা	অধ্যাপক : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক।
বিশেষ কৃতিত্ব	উচ্চমানের গবেষণা ও সাবলীল গদ্য রচনার জন্য খ্যাতি অর্জন।
পদক ও পুরস্কার	সাহিত্য ও গবেষণায় কৃতিত্বের জন্য তিনি 'একুশে পদক', 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার', 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার', কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি.লিট ও ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ' সম্মাননা পান। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৮ সালে জগত্তারিণী স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছেন।
সাহিত্যকর্ম	
গবেষণা ও প্রবন্ধগ্রন্থ	'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র', 'স্বরূপের সন্ধানে', 'আঠারো শতকের চিঠি', 'পুরনো বাংলা গদ্য', 'বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে', 'বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য', 'ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য', 'সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি সাধক', 'চেনা মানুষের মুখ' 'আমার একাত্তর', 'কাল নিরবধি', 'বিপুলা পৃথিবী' ইত্যাদি।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- উচ্চমানের গবেষণা ও সাবলীল গদ্য রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন– ড. আনিসুজ্জামান।
- ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি আন্দোলন ও সংগ্রামে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলন– ড. আনিসুজ্জামান।
- ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র– বাতিঘর।
- 'বাতিঘর' তথ্যচিত্রটির নির্মাতা– মাসুদ করিম।
- তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী' পদক লাভ করেন– ২০১৮ সালে।
- তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ– স্বরূপের সন্ধানে।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস :** এই রচনাটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে শামসুল হোসাইনের সম্পাদনায় প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা 'ঐতিহ্যায়ন' (২০০৩) থেকে সংকলিত হয়েছে।
- **প্রথম লাইন-** পাশ্চাত্যদেশে জাদুঘরতত্ত্ব- মিউজিওলজি, মিউজিওগ্রাফি বা মিউজিয়াম স্টাডিজ– একটা স্বতন্ত্র বিদ্যায়তনিক বিষয় বা শৃঙ্খলা হিসেবে বিকশিত।
- **শেষ লাইন-** সূক্ষ্ম কৌতুক সঞ্চার করে প্রাবন্ধিক পরিশেষে লিখেছেন যে, তাহলে তার একমাত্র উত্তর বোধ হয় এই : 'কে বলছে আপনাকে যেতে?'
- **ভাষারীতি :** চলিতরীতি।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- পাশ্চাত্যদেশে জাদুঘরতত্ত্ব- মিউজিওলজি, মিউজিওগ্রাফি বা মিউজিয়াম স্টাডিজ একটা স্বতন্ত্র বিদ্যায়তনিক বিষয় বা শৃঙ্খলা হিসেবে বিকশিত।
- আলেকজান্দ্রিয়ায় নাকি পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বা তার কাছাকাছি সময়ে- ঠিক নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না
- রাজ-রাজড়ারা বা সামন্ত প্রভুরা যেসব সংগ্রহশালা গড়ে তুলতেন, তাতে থাকতো ওইসব মহাশয়ের শক্তি, সম্পদ ও গৌরবের ঘোষণা।
- ষোল শতকের আগে যৌথ কিংবা নাগরিক সংস্থার উদ্‌যোগে জাদুঘর নির্মাণের চেষ্টা হয়নি।
- ফরাসি বিপ্লবের পরে প্রজাতন্ত্রই সৃষ্টি করে ল্যুভ, উন্মোচিত হয় ভের্সাই প্রাসাদের দ্বার।
- রুশ বিপ্লবের পরে লেনিনগ্রাদের রাজপ্রাসাদে গড়ে ওঠে হার্মিতিয়ে।
- টাওয়ার অফ লন্ডনের মতো ঐতিহাসিক প্রাসাদ এবং তার সংগ্রহ যে সর্বজনের চক্ষুগ্রাহ্য হলো, তা বিপ্লবের না হলেও ক্রমবর্ধমান গণতন্ত্রায়ণের ফলে।
- সতেরো শতকে ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়ম গড়ে ওঠে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এখানকার অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়মের সৃষ্টি পিতাপুত্র দুই ট্র্যাডেসান্ট এবং অ্যাশমোল এই তিনজনের সংগ্রহ দিয়ে।
- আঠারো শতকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম, তবে তার ভিত্তিও ছিল অপর তিনজনের সংগ্রহ স্যার হ্যানস স্লোন, স্যার রবার্ট কটন ও আর্ল অফ অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লির।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICA

- পুঁজিবাদের সমৃদ্ধি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে উনিশ শতকে জাদুঘরের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও তাদের উপনিবেশে জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে থাকে।
- একালে আলেকজান্দ্রিয়ার মতো মেলানো-মেশানো জাদুঘরের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বোধ হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম। সেখানে বৃহৎ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সংগ্রহশালার সঙ্গে রয়েছে বিশাল গ্রন্থাগার; স্বতন্ত্রভাবে রয়েছে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও জীববিদ্যার জাদুঘর; রয়েছে নানা বিষয়ে অস্থায়ী প্রদর্শনী ও বক্তৃতার ব্যবস্থা।
- গত ত্রিশ বছরে ব্রিটেনে জাদুঘরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, যদিও ব্রিটিশ মিউজিয়মের সমতুল্য দ্বিতীয় কোনো জাদুঘর সে দেশে তৈরি হয় নি।
- আজ ভিন্নভিন্ন বিষয়ের জাদুঘর গড়ে তোলার চেষ্টাই প্রবল : প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস, মানববিকাশ ও নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সামরিক ইতিহাস, পরিবহণ ব্যবস্থা, বিমানযাত্রা, মহাকাশ ভ্রমণ, পরিবেশ, কৃষি, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, শিল্পকলা-তারও আবার নানান বিভাগ-উপবিভাগ।
- প্রশাসনের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র শ্রেণির জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে জাতীয় জাদুঘর, স্থানীয় বা আঞ্চলিক জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ও একান্ত বা ব্যক্তিগত উদ্‌যোগ গড়া জাদুঘর।
- আমাদের দেশ থেকে উদাহরণ নিলে বলব, এখানে যেমন আছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, তেমনি আছে চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, ঢাকার নগর জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর ও সামরিক জাদুঘর, রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, ঢাকার বলধা গার্ডেন এবং বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননের এলাকায় সাইট মিউজিয়ম।
- ঢাকায় আমাদের জাতীয় জাদুঘরের প্রথম ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান।
- চা খাওয়ার সময়ে আমাদের শিক্ষকপ্রতিম অর্থমন্ত্রী ড. এম. এন. হুদা আমাকে ডাকলেন।
- তুঘরা হরফে লেখা নুসরত শাহের আশরাফপুর শিলালিপি- ষোল শতকে এক মসজিদ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত সংবলিত প্রস্তরখণ্ড সেটা রাখা হয়েছিল সকলের চোখে পড়ার মতো জায়গায়।
- বিস্ময় জাগায় বলে জাদু-মা যেমন সন্তানকে বলে, ওরে আমার জাদু রে।' চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
- উর্দুতে জাদুঘরকে বলে আজবখানা, হিন্দিতে অজায়েব-ঘর। খানা ফারসি; আজব, আজিব, আজায়েব আরবি। জাদু ও আজব শব্দে দ্যোতনা আছে দুরকম : একদিকে কুহক, ইন্দ্রজাল, ভেল্কি; অন্যদিকে চমৎকার, মনোহর, কৌতূহলোদ্দীপক।
- 'আমার ছেলেকে সোজা পেয়ে মেয়েটা জাদু করেছে' আর 'কী জাদু বাংলা গানে! -দু রকম দ্যোতনা প্রকাশ করে।
- কিন্তু বঙ্গের হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাস ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির যে নমুনা সেখানে ছিল তা থেকে আমি বাঙালির আত্মপরিচয় লাভ করেছি।
- পরে তা শক্তিশালী হয়েছে কলকাতা জাদুঘর ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে।
- আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রেকো-রোমান- মিউজিয়মে ও কায়রো মিউজিয়মে যেমন মিসরের পুরোনো ইতিহাস ধরে রাখা হয়েছে, সিয়াটলে ও নর্থ ক্যারোলাইনার পূর্ব প্রান্তে দেখেছি আমেরিকার আদিবাসীদের নানাবিধ অর্জনের নিদর্শন এবং ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীদের প্রথম আগমনকালীন স্মৃতিচিহ্ন।
- কুয়েতের জাদুঘরে আমার ছেলেবেলায় দেখা ব্রিটিশ ভারতীয় মুদ্রার সযত্ন স্থান দেখে চমৎকৃত হয়েছি; বুঝেছি,
- জাদুঘরের একটা প্রধান কাজ হলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং জাতিকে আত্মপরিচয়দানের সূত্র জানানো।
- টাওয়ার অফ লন্ডনে সকলে ভিড় করে কোহিনুর দেখতে।
- জাতীয় জাদুঘর একটা জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে।
- জাদুঘর আমাদের জ্ঞান দান করে, আমাদের শক্তি জোগায়, আমাদের চেতনা জাগ্রত করে, আমাদের মনোজগৎকে সমৃদ্ধ করে। জাদুঘর একটা শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন।
- জাদুঘর শুধু জ্ঞানই ছড়িয়ে দেয় না, অলক্ষ্যে ছড়িয়ে দেয় ভাবাদর্শ। তাহলে তার একমাত্র উত্তর বোধ হয় এই : 'কে বলছে আপনাকে যেতে?'

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : পাশ্চাত্যে কোন বিষয় স্বতন্ত্র বিদ্যায়তনিক বিষয় বা শৃঙ্খলা হিসেবে বিকশিত?– **জাদুঘরতত্ত্ব।**

প্র : 'আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না'– বলতে প্রাবন্ধিক কী বুঝিয়েছেন?– **প্রথম জাদুঘর স্থাপনের সময় তিনি অনুপস্থিত থাকার কথা বলা হয়েছে।**

প্র : পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর মূলত কী ছিল?– **দর্শন চর্চার কেন্দ্র।**

প্র : প্রাথমিক সময়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জাদুঘরের প্রবেশাধিকার কেমন ছিল?– **সংরক্ষিত।**

প্র : কোন বিপ্লবের ফলে প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি হয়?– **ফরাসি বিপ্লব।**

প্র : কোন শতকের পর যৌথ বা নাগরিক সংস্থার উদ্‌যোগে জাদুঘর নির্মাণের চেষ্টা করা হয়?– **ষোলো শতকের পর।**

প্র : কীসের ফলে ল্যুভের সৃষ্টি হয়?– **প্রজাতন্ত্র।**

প্র : ল্যুভ সৃষ্টির ফলে কোন প্রাসাদের দ্বার উন্মোচিত হয়?– **ভের্সাই প্রাসাদ।**

প্র : কোন বিপ্লবের পর লেনিনগ্রাদের রাজপ্রাসাদে গড়ে ওঠে হার্মিতিয়ে?– **রুশ বিপ্লব।**

প্র : কীসের ফলে টাওয়ার অফ লন্ডন সর্বজনের চক্ষুগ্রাহ্য হলো?– **গণতন্ত্র।**

প্র : কত শতকে বৃটেনে প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে ওঠে?– **সতেরো শতকে।**

প্র : বৃটেনে প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে ওঠে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে?– **অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যাল**

প্র : অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান?- **অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যাল**

প্র : পিতাপুত্র দুই ট্রাডেসান্ট এবং অ্যাশমোলের সংগ্রহ দিয়ে সৃষ্টি হয় কোন মিউজিয়াম **অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম।**

প্র : ব্রিটিশ মিউজিয়াম কত শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়?– **আঠারো শতকে।**

প্র : কেমন প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়?– **রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায়।**

প্র : ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ভিত্তি ছিল কত জনের সংগ্রহে?– **তিনজনের।**

প্র : স্যার হ্যানস স্লোন, স্যার রবার্ট কটন ও আর্ল অফ অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লির সংগ্রহে মিউজিয়ামের সৃষ্টি হয়?– **ব্রিটিশ মিউজিয়াম।**

প্র : উনিশ শতকে জাদুঘরের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ কোনটি?– **পুঁজিবাদের সমৃদ্ধি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ।**

প্র : বর্তমান যুগে আলেকজান্দ্রিয়ার মত মেলানো মেশানো জাদুঘর কোনটি?– **ব্রিটিশ মিউজিয়**

প্র : গত কত বছরে ব্রিটেনে জাদুঘরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে?– **ত্রিশ বছরে।**

প্র : মৎস্যাধার ও নক্ষত্রশালাও কী হিসেবে বিবেচিত?– **জাদুঘর।**

প্র : এখন খুবই প্রচলিত কোন জাদুঘর?– **উন্মুক্ত জাদুঘর।**

প্র : 'বরেন্দ্র মিউজিয়াম' কোথায় অবস্থিত?– **রাজশাহীতে।**

প্র : আবদুল মোনায়েম খান কে ছিলেন?– **তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর।**

প্র : শিক্ষক প্রতিম অর্থমন্ত্রীর নাম কী?– **ড. এম. এন. হুদা।**

প্র : জাদুঘরের 'ঘর' কোন ভাষার শব্দ?– **বাংলা।**

প্র : আজব, আজিব, আজায়েব কোন ভাষার শব্দ?– **আরবি।**

প্র : লেখক যখন জাদুঘরে যান তখন জাদুঘরের বাইরে কী ছিল?– **নীল জাল দেওয়া বড় কড়াই।**

প্র : লেখক কোন জাদুঘরে ব্রিটিশ ভারতীয় মুদ্রা দেখেছেন?– **কুয়েতের জাদুঘরে।**

প্র : টাওয়ার অফ লন্ডনে সবাই ভীড় করে কেন?– **কোহিনুর দেখতে।**

প্র : জাতীয় জাদুঘর কীসের পরিচয় বহন করে?– **জাতিসত্তার।**

প্র : আলেকজান্দ্রিয়ার গোড়াপত্তন করেন কে?– **আলেকজান্ডার দি গ্রেট। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩২ অ**

প্র : আলেকজান্ডার যুগের গ্রিক সভ্যতার কেন্দ্র ছিল কোনটি?– **আলেকজান্দ্রিয়ার।**

প্র : ইউরোপীয় রেনেসাঁস ঘটে কত শতকে?– **খ্রিষ্টীয় চৌদ্দ-ষোল শতকে।**

প্র : ফরাসি বিপ্লব ঘটে কত সালে?– **১৭৮৯ সালে।**

প্র : বাস্তিল দুর্গ কত সালে দখল হয়?– **১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই।**

প্র : রুশ বিপ্লব ঘটে কত সালে?– **১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর।**

প্র : লেনিনের দলের নাম কী?– **সর্বহারার দল বলশেভিক পার্টি।**

প্র : রুশ বিপ্লবের মূল নেতা কে?– **লেনিন।**

প্র : টাওয়ার অফ লন্ডন কোথায় অবস্থিত?– **লন্ডনের টেমস নদীর উত্তর তীরে।**

প্র : ফ্রান্সের জাতীয় জাদুঘর কোনটি?– **ল্যুভ।**

প্র : জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরে কতটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিদর্শন রয়েছে?– **পঁচিশটি।**

প্র : ঢাকা নগর জাদুঘর কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?– **১৯৮৭ সালে।**

প্র : বরেন্দ্র জাদুঘরের প্রাতিষ্ঠানিক নাম কী?- **বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর।**

প্র : বরেন্দ্র জাদুঘর কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?– **১৯১০ সালে।**

প্র : 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধটিতে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আছে?– **অক্সফোর্ড, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।**

প্র : ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পরে কোন দেশে জাদুঘর গড়ে তোলার প্রয়াস বৃদ্ধি পা **পাশ্চাত্য দেশে।**

প্র : মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রদর্শনী ও গবেষণার সংরক্ষণ করা হয় যেখানে তাকে কী বলে?– **জাদুঘর।**

প্র : টার্শিয়ারি যুগের মাছের জীবাশ্ম কোন জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে?– **র বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে।**

প্র : মিরপুর সেনানিবাসের প্রবেশদ্বারে কোন জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়?– **সামরিক জাদুঘ**

প্র : দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান কেন জাদুঘরকে মিউজিয়াম আগ্রহী?– **হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে 'জাদুঘর' শব্দটি ব্যবহার করে বলে।**

প্র : জাদুঘরে অনেক কিছুর মধ্যে মোনায়েম খান আল্লাহর কালামের কথা বিশে উল্লেখ করেছেন কেন?– **দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী বলে।**

প্র : ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও টাওয়ার অব লন্ডনে কোন দেশের ইতিহাসের অনেক রয়েছে?– **ইংল্যান্ড।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্র : প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাকীর্তি সংক্রান্ত ব্রিটেনের জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?- ১৭৫৩ সালে।
প্র : 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কত সালে?- ১৯৬৫ সালে।
প্র : প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস, শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা দিতে অগ্রগণ্য কোন জাদুঘর?- বরেন্দ্র জাদুঘর।
প্র : আমেরিকার আদিবাসীদের নানাবিদ নিদর্শন রয়েছে- সিয়াটল ও নর্থ ক্যারোরলাইনার পূর্ব প্রান্তে।
প্র : কোন শতকে জাদুঘরের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে?- উনিশ শতকে।
প্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে যে নামে যাত্রা শুরু করে- ঢাকা জাদুঘর।
প্র : জাদুঘর বা প্রদর্শনশালা সংক্রান্ত বিদ্যাকে কী বলা হয়?- মিউজিয়াম স্টাডিজ।
প্র : ফরাসি বিপ্লবের ফলে কিসের উৎপাটন হয়?- সামন্তবাদের।
প্র : বিপ্লবী নেতা লেনিনের নেতৃত্বে সংগঠিত দলের নাম কী?- বলশেভিক পার্টি।
প্র : ইংরেজ পুরাকীর্তি সংগ্রাহক অ্যাশমল কোন বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন?- রসায়ন ও পুরাকীর্তি বিষয়ক।
প্র : জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?- চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদে।
প্র : ঈসা খাঁর কামানের গায়ে কী দেখে প্রাবন্ধিক মুগ্ধ হয়েছিলেন?- বাংলা লেখা।
প্র : 'না, জাদুঘর বলা চলবে না, মিউজিয়াম বলতে হবে।' -উক্তিটি কার?- তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খানের।
প্র : মিশরের প্রধান সমুদ্রবন্দরের নাম কী?- আলেকজান্দ্রিয়া।
প্র : 'টাওয়ার অব লন্ডন' এর মূল অংশে কোন পাথরের গম্বুজ রয়েছে?- সাদা পাথরের।
প্র : বর্তমানে অস্ত্রশালা ও জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোন দুর্গ? - টাওয়ার অফ লন্ডন।
প্র : বিজ্ঞান জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?- ঢাকায়।
প্র : বিজ্ঞান জাদুঘরের নাম কী?- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর।
প্র : 'Archaeology' শব্দের পরিভাষা- প্রত্নতত্ত্ব।
প্র : মানবজাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে কী বলে?- নৃতত্ত্ব।
প্র : 'গোচরীভূত' শব্দের অর্থ- পরিজ্ঞাত।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. জাদুঘর গড়ে উঠেছিল- [খ ১৭-১৮]
ক. প্রতিষ্ঠাতার রুচিমাফিক খ. ঐতিহ্য রক্ষার জন্য
গ. শুধু নিদর্শন সংগ্রহের জন্য ঘ. জ্ঞানচর্চার জন্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০২. 'জাদু' শব্দটির উদ্ভব কোন ভাষা থেকে? [A ১৭-১৮; পাবিপ্রবি C ১৭-১৮; A ১৬-১৭; বশেমুরবিপ্রবি ঙ ১৬-১৭]
ক. ফারসি খ. দেশি গ. আরবি ঘ. সংস্কৃত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. বাংলাদেশের কোন্ গবেষক গবেষণায় ও সাহিত্য রচনায় ভারত সরকারের 'পদ্মভূষণ' উপাধি পেয়েছেন? [A ১৭-১৮]
ক. আনিসুজ্জামান খ. মোতাহের হোসেন চৌধুরী
গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
০৪. 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' প্রবাদটি তোমার পঠিত কোন রচনার অন্তর্ভুক্ত? [B ১৭-১৮]
ক. বিড়াল খ. আহ্বান গ. জাদুঘরে কেন যাব ঘ. বায়ান্নর দিনগুলো
০৫. 'বিপুলা পৃথিবী' বইটির লেখক কে? [C ১৭-১৮]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. আনিসুজ্জামান ঘ. প্রফুল্ল রায়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. জাদুঘরকে উর্দু ভাষায় কী বলা হয়? [B2-8 ১৬-১৭; B3 ১৬-১৭]
ক. অজাবের ঘর খ. মুসাফিরখানা গ. মিউজিয়াম ঘ. আজবখানা

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০৭. 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনাটি কোন পুস্তিকা থেকে সংকলিত? [A ১৭-১৮]
ক. ঐতিহ্যায়ন খ. চেনা মানুষের মুখ গ. আমার একাত্তর ঘ. কাল নিরবধি
০৮. ফ্রান্সের জাতীয় জাদুঘর ও আর্ট গ্যালারি কোনটি? [A ১৭-১৮]
ক. ল্যুভর মিউজিয়াম খ. টাওয়ার অব লন্ডন গ. হার্মিটেজ ঘ. অ্যাশমেলিয়ান
০৯. ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম জাদুঘর কোনটি? [A ১৭-১৮]
ক. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর খ. কলকাতা জাদুঘর
গ. ঢাকা বিজ্ঞান জাদুঘর ঘ. ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল
১০. 'অ্যাশমল' কে ছিলেন? [A ১৭-১৮]
ক. নৃতত্ত্ববিদ খ. সমাজতাত্ত্বিক গ. পুরাকীর্তি সংগ্রাহক ঘ. ফোকলোর সংগ্রাহক
১১. 'জাদুঘর' কোন ধরনের শক্তিশালী সংগঠন? [C ১৬-১৭]
ক. সামাজিক খ. রাজনৈতিক গ. অর্থনৈতিক ঘ. সাংস্কৃতিক
১২. 'গ্রেকো-রোমান মিউজিয়াম' কোথায় অবস্থিত? [A ১৬-১৭; ইবি গ ১৬-১৭]
ক. আলেকজান্দ্রিয়া খ. লন্ডন গ. সিয়অটল ঘ. কুয়েত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১৩. প্রাচীন গ্রিসের স্থাপত্যকলায় নন্দিত শহর কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক. আবুজা খ. কায়রো গ. ট্রয় ঘ. এথেন্স
১৪. 'জাতিতাত্ত্বিক যাদুঘর' বাংলাদেশের কোন শহরে অবস্থিত? [B ১৭-১৮ বেরোবি, A 16-17]
ক. চট্টগ্রাম খ. ঢাকা গ. রাজশাহী ঘ. বগুড়া
১৫. 'পুরোনো বাংলা গদ্য' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [B ১৭-১৮]
ক. শামসুর রাহমান খ. আনিসুজ্জামান গ. নির্মলেন্দু গুণ ঘ. রফিক আজাদ
১৬. জাতীয় যাদুঘরের প্রথম ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর কে স্থাপন করেন? [H ১৬-১৭]
ক. আবদুল মোনায়েম খান খ. কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী
গ. শামসুর রহমান ঘ. মীর শতকত আলী

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৭. পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর কোথায় স্থাপিত হয়েছিল? [AL ১৭-১৮]
ক. ফ্রান্স খ. আলেকজান্দ্রিয়া গ. কায়রো ঘ. সানফ্রান্সিসকো

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৮. ঐতিহ্যবাহী পানাম নগর বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত? [G ১৭-১৮]
ক. জিঞ্জিরা খ. মুজিবনগর গ. মহাস্থানগড় ঘ. সোনারগাঁও
১৯. ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' সম্মাননা প্রদান করেন কোন প্রাবন্ধিককে? [G ১৬-১৭]
ক. আনিসুল হক খ. আহমদ শরীফ গ. আনিসুজ্জামান ঘ. আবদুল হাই
২০. 'আমার একাত্তর' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [D ১৬-১৭]
ক. আনিসুজ্জামান খ. মহাদেব সাহা গ. শহীদ কাদরী ঘ. শওকত আলী

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২১. 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে কত সালে Ashmoleam Museum প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে? [C ১৬-১৭]
ক. ১৯৭৯ খ. ১৬৮৩ গ. ১৮৯৭ ঘ. ১৯১৩

০১.ক	০২.ক	০৩.ক	০৪.গ	০৫.গ	০৬.ঘ	০৭.ক
০৮.ক	০৯.খ	১০.গ	১১.ক	১২.ক	১৩.ঘ	১৪.ক
১৫.খ	১৬.ক	১৭.খ	১৮.ঘ	১৯.গ	২০.ক	২১.গ

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. কত খ্রিস্টাব্দে 'গ্রেকো রোমান মিউজিয়াম' প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৮৭৪ খ. ১৮৮২ গ. ১৮৯২ ঘ. ১৮৯০
০২. দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্‌গাতা কে ছিলেন?
ক. গভর্নর মোনায়েম খান খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ. মুসলিম লীগ নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল
০৩. মিসরীয় জাদুঘরের অপর নাম কী?
ক. গ্রেকো রোমান মিউজিয়াম খ. কায়রো মিউজিয়াম
গ. ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঘ. মিসর জাতীয় জাদুঘর
০৪. 'ঐতিহ্যায়ন' কোন ধরনের রচনা?
ক. গবেষণাধর্মী খ. প্রবন্ধ গ. স্মৃতিকথনমূল ঘ. স্মারক পুস্তিকা
০৫. লেখক কুয়েত জাদুঘরে কী দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন?
ক. ভারতীয় মুদ্রা খ. সিরীয় মুদ্রা গ. ইংল্যান্ডের মুদ্রা ঘ. ফ্রান্সের মুদ্রা
০৬. কোনটি 'অবিদিত' শব্দের অর্থ নয়?
ক. বেদনাহীন খ. অজানা গ. অজ্ঞাত ঘ. অজানিত

০১.গ	০২.গ	০৩.খ	০৪.ঘ	০৫.ক	০৬.ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBL

০৭. আনিসুজ্জামান বর্তমানে কোথায় কোন পেশায় নিযুক্ত আছেন?
ক. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে
খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবেৎ
গ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবেৎ
ঘ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে

০৮. নিচের কোনটি স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক আনিসুজ্জামান রচিত?
ক. নারী খ. সমাজের সন্ধানে গ. বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে ঘ. সুলতানার স্বপ্ন

০৯. উচ্চমানের গবেষণা ও সাবলীল গদ্য রচনার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন কোন প্রাবন্ধিক?
ক. আবদুল হক খ. আনিসুজ্জামান গ. সৈয়দ আকরম হোসেন ঘ. আহমদ ছফা

১০. ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পরে কোন দেশে জাদুঘর গড়ে তোলার প্রয়াস বৃদ্ধি পায়?
ক. আমেরিকা খ. আফ্রিকাতে গ. প্রাচ্য দেশে ঘ. পাশ্চাত্য দেশে

১১. যৌথ কিংবা নাগরিক সংস্থার উদ্যোগে জাদুঘর নির্মাণের চেষ্টা করা হয় কোন শতকে?
ক. ষোলো শতকের পরে খ. আঠারো শতকের পরে
গ. উনিশ শতকের পরে ঘ. একুশ শতকের পরে

১২. কত শতকে ইউরোপীয় রেনেসাঁস ঘটে?
ক. খ্রিষ্টীয় চৌদ্দ থেকে ষোলো শতকে খ. খ্রিষ্টীয় চৌদ্দ থেকে পনেরো শতকে
গ. খ্রিষ্টীয় চৌদ্দ থেকে সতেরো শতকে ঘ. খ্রিষ্টীয় চৌদ্দ থেকে আঠারো শতকে

১৩. গণতন্ত্রের বিকাশের ফলে কী ঘটে?
ক. জাদুঘর গড়ে ওঠে খ. জাদুঘর জনসাধারণের জন্য অবারিত হয়
গ. জাদুঘরে জাদু দেখানো শুরু হয় ঘ. জাদুঘরে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়

১৪. বলধা গার্ডেন কে প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. রাজা রামমোহন খ. ভাওয়ালের জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ
গ. ভাওয়ালের জমিদার রাজেন্দ্র নারায়ণ ঘ. বাংলাদেশ সরকারের পর্যটন কর্তৃপক্ষ

১৫. প্রতিষ্ঠাকালে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জাদুঘরের প্রবেশাধিকার কেমন ছিল?
ক. সংরক্ষিত খ. বিমুক্ত গ. বদ্ধ ঘ. ব্যয়বহুল

১৬. যুক্তরাজ্যের প্রাচীনতম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কোন শতকে?
ক. বারো শতকে খ. ষোলো শতকে গ. আঠারো শতকে ঘ. পনেরো শতকে

১৭. শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত জাদুঘর অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান?
ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
গ. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ঘ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৮. পুরাকীর্তি সংগ্রাহক অ্যাশমলের জন্ম-মৃত্যু সন কোনটি?
ক. ১৫১৭-১৫৯২ খ. ১৬১৭-১৬৯২ গ. ১৬৯২-১৭১৭ ঘ. ১৫৯২-১৬১৭

১৯. কোনটি ব্রিটেনের জাতীয় জাদুঘর?
ক. অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম খ. ল্যুভর মিউজিয়াম গ. ব্রিটিশ মিউজিয়াম ঘ. হার্মিটেজ

২০. কোন জাদুঘর এখন খুবই প্রচলিত?
ক. উন্মুক্ত জাদুঘর খ. গ্রিন হাউস জাদুঘর গ. মোবাইল জাদুঘর ঘ. ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর

২১. কোনটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাদুঘর?
ক. ঢাকা নগর জাদুঘর খ. বরেন্দ্র জাদুঘর
গ. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ঘ. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

২২. কোন জাদুঘরটি বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত?
ক. ঢাকা নগর জাদুঘর খ. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
গ. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ঘ. সামরিক জাদুঘর

২৩. মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস সবার সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখে কোন জাদুঘর?
ক. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর খ. ঢাকা নগর জাদুঘর গ. সামরিক জাদুঘর ঘ. বরেন্দ্র জাদুঘর

২৪. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন স্মারক ও আঠারো শতক থেকে ব্যবহৃত বিভিন্ন কামান কোন জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে?
ক. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে খ. বরেন্দ্র জাদুঘরে গ. সামরিক জাদুঘরে ঘ. বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে

২৫. কোন স্কুল থেকে আনিসুজ্জামান প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন?
ক. কলকাতা লোকাল স্কুল থেকে খ. ঢাকার প্রিয়নাথ স্কুল থেকে
গ. কলকাতার নাইট স্কুল থেকে ঘ. ঢাকার উদয়ন স্কুল থেকে

২৬. কখন বঙ্গদেশের বৌদ্ধ মূর্তির সমাহার এবং পৌরাণিক লৌকিক দেবদেবীর সম্পর্কে প্রাবন্ধিক জানতে পারেন?
ক. ছেলেবেলা থেকে খ. বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার সময় থেকে
গ. জাদুঘরে যাওয়ার পর ঘ. বিদেশে যাওয়ার পর

২৭. কোথায় রানি ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত স্মৃতিসৌধ অবস্থিত?
ক. কলকাতা ময়দানে খ. দিল্লিতে গ. মুম্বাইয়ে ঘ. হায়দরাবাদে

২৮. প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাকীর্তি সংক্রান্ত ব্রিটেনের জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক. ১৬৫৩ সালে খ. ১৭৫৩ সালে গ. ১৮৫৩ সালে ঘ. ১৯৫৩ সালে

২৯. ঢাকা সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত নগর ভবনে অবস্থিত জাদুঘর কোনটি?
ক. ঢাকা নগর জাদুঘর খ. বরেন্দ্র জাদুঘার
গ. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ঘ. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

৩০. বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব উদ্যোগে নির্মিত জাদুঘর রয়েছে?
ক. সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে
গ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে

৩১. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ হস্তান্তরিত সংগ্রহ নিয়ে কত জাদুঘরের যাত্রা শুরু হয়?
ক. ১৯৬৫ সালে খ. ১৯৭১ সালে গ. ১৯৭২ সালে ঘ. ১৯৭৩ সা

৩২. 'মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্পত্তি পবিত্র অধিকার' কোন আন্দোলনের মূল স্লোগান ছি
ক. ফরাসি বিপ্লব খ. রুশ বিপ্লব গ. ইউরোপীয় রেনেসাঁস ঘ. ব্রিটি

৩৩. বাংলাদেশের প্রাচীনতম জাদুঘর কোনটি?
ক. জাতীয় জাদুঘর খ. বরেন্দ্র জাদুঘর গ. নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর ঘ. ঢাকা নগর জা

৩৪. ১৯৫৩ সালে আনিসুজ্জামান কোন কলেজ থেকে আইএ পাস করেন?
ক. ঢাকা কলেজ খ. জগন্নাথ কলেজ গ. কলকাতা কলেজ ঘ. মিরপুর বাংলা

৩৫. জাদুঘরে কীভাবে অভিন্ন মানবসত্তার সন্ধান পাওয়া যায়?
ক. প্রাচীন ঐতিহ্য দেখে খ. সংগৃহীত নিদর্শন দেখে
গ. সংস্কৃতির নমুনা দেখে ঘ. প্রাচীন তথ্য দেখে

৩৬. ইউরোপের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব কোনটি?
ক. রুশ বিপ্লব খ. ফরাসি বিপ্লব গ. বলশেভিক বিপ্লব ঘ. দ্বিতীয় বিপ্

৩৭. 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' এ প্রবাদটি কোন প্রবন্ধের?
ক. চাষার দুক্ষু খ. আমার পথ গ. জাদুঘরে কেন যাব ঘ. মহাজাগতিক কি

৩৮. বাংলাদেশের 'জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর' কোথায় অবস্থিত?
ক. চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ খ. ঢাকার ধানমন্ডি গ. ঢাকার ওয়ারী ঘ. রাজশাহী

৩৯. 'হার্মিটেজ' বলতে কী বোঝানো হয়?
ক. ব্রিটিশ মিউজিয়াম খ. অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম
গ. মাছ পালনের জন্য কাচের আধার ঘ. সন্ন্যাসীর নির্জন আশ্রম

৪০. 'Architecture' শব্দটির অর্থ কী?
ক. স্থাপত্য খ. ভাস্কর্য গ. কলাকৌশল ঘ. শিল্পবিজ্ঞা

৪১. কোন দেশে প্রথম 'পাবলিক জাদুঘর' গড়ে ওঠে?
ক. মিসরে খ. ফ্রান্সে গ. ব্রিটেনে ঘ. ভারত

৪২. বলধা গার্ডেন কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকায় খ. চট্টগ্রাম গ. বাগেরহাটে ঘ. ময়মনসিং

৪৩. অনেক দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুবিন্দু জড়িয়ে রয়েছে কোনটির সঙ্গে?
ক. কামানের খ. বন্দুকের গ. গোলার ঘ. কড়াইয়ের

৪৪. ঢাকা মহানগরের ওয়ারিতে অবস্থিত উদ্ভিদ উদ্যান ও জাদুঘরের নাম কী?
ক. বোটানিক্যাল গার্ডেন খ. বলধা গার্ডেন গ. বরেন্দ্র জাদঘুর ঘ. নগর জা

৪৫. রাজারা বা সামন্ত প্রভুরা যেসব সংগ্রহশালা গড়ে তুলতেন তাতে কী থাক
ক. তাদের পরিচয় খ. তাদের সম্পদ ও গৌরবের কথা
গ. তাদের যুদ্ধজয়ের কীর্তি ঘ. তাদের পুরনো ইতিহাস ও ঐতি

৪৬. জাদুঘরে গিয়ে আগের মানুষের কী দেখে আমরা উল্লসিত হই?
ক. পুরনো জিনিস খ. রকমারি জিনিস গ. সৌন্দর্য সাধনা ঘ. যুদ্ধাস্ত্র

৪৭. মিউজিওলজি কী?
ক. ইউরোপের জাদুঘর খ. ফ্রান্সের জাতীয় জাদুঘর
গ. জাদুঘর বা প্রদর্শনশালা সংক্রান্ত বিদ্যা ঘ. প্রাচীন মুদ্রাবিশেষ

৪৮. মিশরের পুরোনো ইতিহাস কোথায় ধরে রাখা হয়েছে?
ক. ব্রিটিশ মিউজিয়ামে খ. রোমান মিউজিয়ামে
গ. কায়রো, মিউজিয়ামে ঘ. ল্যুভ মিউজিয়ামে

৪৯. কোন মিউজিয়ামে নানান দেশের নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে?
ক. কলকাতা জাদুঘরে খ. গ্রেকো-রোমান মিউজিয়ামে
গ. কায়রো মিউজিয়ামে ঘ. ব্রিটিশ মিউজিয়ামে

৫০. পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল আনুমানিক কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে?
ক. খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে খ. খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে
গ. খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ঘ. খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে

০৭.ঘ	০৮.গ	০৯.খ	১০.ঘ	১১.ক	১২.ক	১৩.খ	১৪.খ
১৬.ক	১৭.গ	১৮.খ	১৯.গ	২০.ক	২১.গ	২২.খ	২৩.ক
২৫.খ	২৬.গ	২৭.ক	২৮.খ	২৯.ক	৩০.খ	৩১.ঘ	৩২.ক
৩৪.খ	৩৫.খ	৩৬.খ	৩৭.গ	৩৮.ক	৩৯.ঘ	৪০.ক	৪১.গ
৪৩.ঘ	৪৪.খ	৪৫.খ	৪৬.ক	৪৭.গ	৪৮.গ	৪৯.ঘ	৫০.খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

SELF TEST

০১. বিশ্বের অন্যতম চিত্রশিল্পের সংগ্রহশালা হিসেবে পরিচিত-
ক. অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম খ. ল্যুভর মিউজিয়াম
গ. হার্মিটেজ ঘ. ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

০২. গভর্নর তাঁর ভাষণে মুদ্রিত 'জাদুঘর' শব্দের জায়গায় কোন শব্দটি পড়ছিলেন?
ক. সংগ্রহশালা খ. নিদর্শনশালা
গ. মিউজিয়াম ঘ. সংরক্ষণশালা

০৩. ফ্রান্সের কুখ্যাত দুর্গ ও কারাগার কোনটি?
ক. আন্দামান খ. বাস্তিল দুর্গ
গ. উইলিয়াম দুর্গ ঘ. ভার্সহ দুর্গ

০৪. আনিসুজ্জামান উচ্চতর শিক্ষালাভ করেছিলেন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে?
ক. নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় খ. হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়
গ. শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ঘ. ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়

০৫. বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে মূল্যায়ন করা হয় কোন লেখককে?
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ. জহির রায়হান
গ. আনিসুজ্জামান ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

০৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আনিসুজ্জামান আর কোথায় অধ্যাপনা করেছেন?
ক. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খ. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
গ. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৭. 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. আনিসুজ্জামান
গ. আবদুল হক ঘ. মোতাহের হোসেন চৌধুরী

০৮. আবদুল মোনায়েম খান গভর্নর থাকাকালীন অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক. ড. দিদারুল আলম খ. ড. এম. এন. হুদা
গ. নূরুল আমেন ঘ. ড. এম. এন. চৌধুরী

০৯. লেখক আনিসুজ্জামান 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনায় কয়টি ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

১০. 'মিউজিয়ামকে আপনারা জাদুঘর বলেন কেন?' উদ্ধৃত উক্তিটি কার?
ক. আনিসুজ্জামান খ. সভাপতির গ. গর্ভনরের ঘ. উপাচার্যের

১১. আবদুল মোনায়েম খান 'মিউজিয়াম' শব্দটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন কেন?
ক. মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রয়োগ হিসেবে খ. পাণ্ডিত্য ফলাতে
গ. ভাষাপ্রীতির জন্য ঘ. দেশপ্রীতির জন্য

১২. 'তাতে হয়তো তিনি কিছুটা স্বস্তি পেতেন।' উদ্ধৃত অংশের 'তিনি' কে?
ক. মুহম্মদ আলী জিন্নাহ খ. ড. এম. এন. হুদা
গ. আনিসুজ্জামান ঘ. গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান

১৩. মানবজাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে কী বলা হয়?
ক. সৃষ্টিতত্ত্ব খ. শিলাতত্ত্ব গ. নৃতত্ত্ব ঘ. জীবতত্ত্ব

১৪. কায়রো মিউজিয়ামে কতগুলো প্রদর্শন সামগ্রী রয়েছে?
ক. প্রায় আশি হাজার খ. প্রায় নব্বই হাজার
গ. প্রায় দুই লক্ষ ঘ. প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার

১৫. 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনার নামকরণ কীভাবে করা হয়েছে?
ক. বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে খ. কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভিত্তিতে
গ. অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ভিত্তিতে ঘ. পরিবেশ ভিত্তিতে

১৬. নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী কত সালে 'বলধা গার্ডেন' প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. ১৯০৯ খ. ১৯১২ গ. ১৯৭৬ ঘ. ১৯৮৬

১৭. একাডেমিক প্রদর্শনী, সেমিনার ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে কোন জাদুঘর সক্রিয় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে?
ক. কলকাতা জাদুঘর খ. জাতীয় জাদুঘর
গ. বলধা গার্ডেন ঘ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

১৮. দেশি-বিদেশি অনেক প্রজাতির গাছপালার আকর্ষণীয় সংগ্রহ রয়েছে কোন গার্ডেনে?
ক. বোটানিক্যাল গার্ডেন খ. বলধা গার্ডেন
গ. চন্দ্রিমা উদ্যান ঘ. বরেন্দ্র জাদুঘর

১৯. 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
ক. জাতীয় চেতনা সঞ্চারণ খ. হাজার বছরের ইতিহাস তুলে ধরা
গ. জনগণকে সচেতন করে তোলা ঘ. সাংস্কৃতিক চেতনা সৃষ্টি

২০. হিন্দিতে জাদুঘরকে কী বলা হয়?
ক. মিউজিয়াম খ. আজবখানা গ. অজায়েব-ঘর ঘ. নক্ষত্রশালা

২১. যাদুঘরের প্রধান কাজ কী?
ক. জাতিকে আত্মপরিচয়ের সূত্র জানানো খ. দর্শনার্থীদের বিনোদন প্রদান
গ. তরুণসমাজকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা ঘ. নাগরিকের সচেতনতা সৃষ্টি

২২. রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় কী প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. সমাজতন্ত্র খ. গণতন্ত্র
গ. প্রজাতন্ত্র ঘ. মালিকানাতত্ত্ব

২৩. অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম গড়ে উঠে কার উদ্যোগে?
ক. সরকারি খ. রাষ্ট্রীয় গ. ব্যক্তিগত ঘ. জাতীয়

২৪. 'রেনেসাঁস' শব্দের অর্থ কী?
ক. যুদ্ধ খ. বিপ্লব গ. নবজাগরণ ঘ. পুনরুত্থান

২৫. 'কোহিনুর' কী?
ক. ফ্রান্সের রানি খ. মূল্যবান পাথর
গ. মূল্যবান ধাতু ঘ. মেয়ের নাম

২৬. 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনায় কোন আন্দোলনের উল্লেখ আছে?
ক. স্বাধীনতা আন্দোলন খ. নীল আন্দোলন
গ. স্বদেশি আন্দোলন ঘ. ফরায়েজি আন্দোলন

২৭. গভর্নর মোনায়েম খানের জাদুঘরের ব্যাখ্যায় কী প্রকাশ পায়?
ক. অজ্ঞতা খ. ধর্মান্ধতা গ. বুদ্ধিমত্তা ঘ. বিজ্ঞতা

২৮. 'মৎস্যাধার' কী ধরনের জাদুঘর?
ক. প্রাণী সম্পর্কিত খ. মাছ সম্পর্কিত
গ. উদ্ভিদ সম্পর্কিত ঘ. প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত

২৯. আলেকজান্দ্রিয়ার সঙ্গে তুলনীয় কোন জাদুঘরটি?
ক. ল্যুভ খ. হার্মিটেজ
গ. ব্রিটিশ মিউজিয়াম ঘ. টাওয়ার অব লন্ডন

৩০. কোন শতকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন মিউজিয়াম গড়ে ওঠে?
ক. ষোলো শতকে, ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম
খ. সতেরো শতকে, ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম
গ. ষোলো শতকে, লুভ্যর মিউজিয়াম
ঘ. সতেরো শতকে, হার্মিটেজ মিউজিয়াম

৩১. 'কী যাদু বাংলা গানে' বাক্যটিতে 'জাদু' শব্দটি কোন অর্থে প্রকাশ পেয়েছে?
ক. আকর্ষণ খ. কুহক গ. ইন্দ্রজাল ঘ. ভেলকি

৩২. আনিসুজ্জামান কত সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছেন?
ক. ১৯৪৭ খ. ১৯৫০ গ. ১৯৫১ ঘ. ১৯৫২

৩৩. জাদুঘর কী ধরনের প্রতিষ্ঠান?
গ. গোষ্ঠীগত খ. পারিবারিক
গ. সর্বজনীন ঘ. ব্যক্তিকেন্দ্রিক

৩৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত বাসভবনকে কত সালে জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়?
ক. ১৯৭৫ সালে খ. ১৯৭৬ সালে গ. ১৯৯৭ সালে ঘ. ১৯৬৫ সালে

৩৫. জাদুঘরতত্ত্ব রয়েছে কোথায়?
ক. প্রাচ্য দেশে খ. ইউরোপে গ. আমেরিকা ঘ. পাশ্চাত্য দেশে

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.ঘ	৩৪.গ	৩৩.গ	৩২.গ	৩১.ক	৩০.খ	২৯.গ	২৮.খ	২৭.খ
২৬.খ	২৫.খ	২৪.গ	২৩.গ	২২.ক	২১.ক	২০.গ	১৯.ক	১৮.খ
১৭.ঘ	১৬.ক	১৫.ক	১৪.ঘ	১৩.গ	১২.ঘ	১১.ক	১০.গ	০৯.ক
০৮.খ	০৭.খ	০৬.ঘ	০৫.গ	০৪.গ	০৩.খ	০২.গ	০১.খ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

রেইনকোট

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

ভোররাত থেকে বৃষ্টি। আহা! বৃষ্টির ঝমঝম বোল। এই বৃষ্টির মেয়াদ আল্লা দিলে পুরো তিন দিন। কারণ শনিতে সাত মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন। এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট। স্পেসিফিক ক্ল্যাসিফিকেশনও আছে। যেমন, মঙ্গলে ভোররাতে হইল শুরু, তিন দিন মেঘের গুরুগুরু। তারপর, বুধের সকালে নামল জল, বিকালে মেঘ কয় এবার চল। বৃহস্পতি শুক্র কিছু বাদ নাই। কিন্তু এখন ভুলে গেছে। যেটুকু মনে আছে, পুরু বেড-কভারের নিচে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আর-একপশলা ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্যে তাই যথেষ্ট। অন্তত তিন দিন ফুটফাট বন্ধ। বাদলায় বন্দুক-বারুদ কি একটু জিরিয়ে নেবে না? এই কটা দিন নিশ্চিন্তে আরাম করো।

তা আর হলো কই? ম্যান প্রোপোজেস-। এমন চমৎকার বাদলার সকালে দরজায় প্রবল কড়া নাড়া শেষ হেমন্তের শীত শীত পর্দা ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলল। সব ভেস্তে দিল। মিলিটারি! মিলিটারি আজ তার ঘরে। আল্লা গো। আল্লাহুম্মা আন্তা সুবহানকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জোয়ালেমিন।-পড়তে পড়তে সে দরজার দিকে এগোয়। এই কয়েক মাসে কত সুরাই সে মুখস্থ করেছে। রাস্তায় বেরুলে পাঁচ কালেমা সব সময় রেডি রাখে ঠোঁটের ওপর। কোনদিক থেকে কখন মিলিটারি ধরে।-তবু একটা না একটা ভুল হয়েই যায়। দোয়া মনে হলো ঠিকই কিন্তু টুপিটা মাথায় দিতে ভুলে গেল।

দুটো ছিটকিনি, একটা খিল এবং কাঠের ডাশা খুলে দরজার কপাট ফাঁক করতেই বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপ্টার সঙ্গে ঘরে ঢোকে প্রিন্সিপ্যালের পিওন। আলহামদুলিল্লাহ! মিলিটারি নয়। পিওনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু লোকটার চিনচিনে গলা গম্ভীর স্বরে হাঁকে, "স্যার নে সালাম দিয়া।" বলেই ভাঙাচোরা গালের খোঁচাখোঁচা দাড়িতে লোকটা নিজের বাক্যের কোমল শাস্টুকু শুষে নেয় এবং হুকুম ছাড়ে, "তলব কিয়া। আভি যানে হোগা।"

কী ব্যাপার?

বেশি কথা বলার সময় নাই-কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে কারা বোমা ফাটিয়ে গেছে গত রাতে।

মানে?

"মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকটিরি টেরানসফার্মার তোড় দিয়া। অওর অয়াপস যানেকা টাইম পিরিন্সিপাল সাহাবকা কোঠিমে গেরেনড ফেকা। গেট তোড় গিয়া।"

ভয়াবহ কাণ্ড। ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার তো কলেজের সামনের দেওয়াল ঘেঁষে। দেওয়ালের পর বাগান, টেনিস লন। তারপর কলেজ দালান। মস্ত দালান পার হয়ে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার মাঠ। মাঠ পেরিয়ে একটু বাঁ দিকে প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টার। এর সঙ্গে মিলিটারি ক্যাম্প। কলেজের জিমন্যাশিয়ামে এখন মিলিটারি ক্যাম্প। প্রিন্সিপ্যালের বাড়ির গেটে বোমা ফেলা মানে মিলিটারি ক্যাম্প অ্যাটাক করা। সামনের দেওয়ালে বোমা মেরে এতটা পথ ক্রস করে গেল কী করে? সে জানতে চায়, "ক্যায়সে?"

প্রিন্সিপ্যালের পিওন জানবে কী করে? "উও আপ হি কহ সকতা।"

মানে? সে-ই বা বলবে কী করে? পিওন কি তাকে মিসক্রিয়ান্টদের লোক ভাবে নাকি?- তার মাথাটা আপনাআপনি নিচু হলে মুখ দিয়ে পানির মতো গড়িয়ে পড়ে, "ইসহাক মিয়া, বৈঠিয়ে। চা টা বাইয়ে। আমার এই পাঁচ সাত মিনিট লাগেগা।"

'নেহি।' নাশতার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়ে ইসহাক বলে, "আব্দুস সাত্তার মিরধাকা ঘর যানে হোগা। আপ আভি আইয়ে। এক কর্নেল সাহাব পঁওছ গিয়া। সব পরফসরকো এত্তেলা দিয়া। ফওরন আইয়ে।"

কর্নেলের নেতৃত্বে মিলিটারির হাতে কলেজটা এবং তাকেও ন্যস্ত করে ইসহাক বেরিয়ে যায়, রাস্তায় ঘড়ঘড় করতে থাকা বেবি ট্যাকসির গর্জন তুলে সে রওয়ানা হলো জিওগ্রাফির প্রফেসরের বাড়ির দিকে। ইসহাক নিজেই এখন মিলিটারির কর্নেল বললেও চলে। তবে ভোরবেলা কলেজের ভেতরে কর্নেল খোদ চলে আসায় সে হয়ত ডেমোটেড হয়েছে লেফটেন্যান্ট কর্নেলে। আরও নিচেও নামাতে পারে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের এদিকে তাকে ঠেলা মুশকিল। মিলিটারি প্রাদুর্ভাবের পর থেকে তাকে দেখে কলেজের সবাই তটস্থ। এপ্রিলের শুরু থেকে সে বাংলা বলা ছেড়েছে। কোনকালে দাদা না পরদাদার ভায়রার মামু না কে যেন দিল্লিওয়ালা কোন সাহেবের খাস খানসামা ছিল, সেই সুবাদে দিনরাত এখন উর্দু বলে।

"যেতেই হবে? অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজে তোমার হাঁপানির টানটা আবার-।" বৌয়ের এসব সোয়াগের কথা শুনলে কি তার চলবে? বৌ কি প্রিন্সিপ্যালের ধমকের ভাগ নেবে? এর ওপর কলেজে কর্নেল এসেছে। কপালে আজ কী আছে আল্লাই জানে! ফায়ারিং স্কোয়াডে যদি দাঁড় করিয়েই দেয় তো কর্নেল সাহেবের হাতে পায়ে ধরে ঠিক কপালে গুলি করার হুকুম জারি করানো যায় না? প্রিন্সিপ্যাল কি তার জন্যে কর্নেলের কাছে এই তদবিরটুকু করবে না? পাকিস্তানের জন্যে প্রিন্সিপ্যাল দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়ছে। সময় নাই অসময় নাই দরবারে কান্নাকাটি করে এবং সময় করে কলিগদের গালাগালিও করে। এপ্রিল মাঝামাঝি প্রিন্সিপ্যাল মিলিটারির বড়ো কর্তাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করেছিল, যদি বাঁচাতে হয় তো সব স্কুলকলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাও। এগুলো হলো পাকি শরীরের কাঁটা। পাকিস্তানের পাক সাফ শরীরটাকে নীরোগ করতে হলে এসব কাঁটা ওপ হবে। তা মিলিটারি ডক্টর আফাজ আহমদের পরামর্শ শুনেছে, গ্রাম-গঞ্জে যেখানেই গেছে, কামান তাক করছে শহিদ মিনারের দিকে। দেশে একটা কলেজে শহিদ মিনার আর অক্ষত তা প্রিন্সিপ্যাল তাদের এত বড়ো একটা পরামর্শ দিল, আর সামান্য এক লেকচারারকে গুলি সময় শরীরের আলতুফালতু জায়গা বাদ দিয়ে কপালটা টার্গেট করার অনুরোধটা তার মানে আবার প্রিন্সিপ্যালকে সে এত সার্ভিস দিচ্ছে, তার কলিগের, তওবা, সাব-অর্ডিনেটের এতটুকু করবে না?

প্যান্টের ভিতর পা গলিয়ে দিতে দিতে সে শোনে রান্নাঘর থেকে বৌ "তাড়াতাড়ি চলে এসো। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে মিরপুর ব্রিজের দিক থেকে গুলির আ আসছিল। কখন কী হয়।"

এসব কথা এখন বলার দরকারটা কী?- রেডিও টেলিভিশনে হরদম বলেছে, সিচু নর্ম্যাল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। দুশমনকে সম্পূর্ণ কব্জা করা গেছে। মিসক্রিয়েন্টরা সব প্রেসিডেন্ট দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। কিছুদিন বাদে বাদে তার ভাষণ যায়, আওয়ার আলটিমেট এইম রিমেইনস দ্য সেম, দ্যাট ইজ টু হ্যান্ডওভার পাওয়ার ইলেকটেড রিপ্রেজেনটেটিভ্স অব দ্য পিপল। সবই তো নর্ম্যাল হয়ে আসছে। বাঙালি মিন, ইস্ট পাকিস্তানি গভর্নর, মন্ত্রীরা ইস্ট পাকিস্তানি। সবই তো স্বাভাবিক। এখন বৌ এসব বাজে কথা বলে কেন? ইস! আসমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

"এই বৃষ্টিতে শুধু ছাতায় কুলাবে না গো।" বৌয়ের আরেক দফা সোয়াগ শোনা "তুমি বরং মিন্টুর রেইনকোটটা নিয়ে যাও।"

ইস! আবার মিন্টু। বৌয়ের এই ভাইটার জন্যেই তাকে একট্রা তটস্থ থাকতে বাড়ি থেকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মগবাজারের দুই কামরার ফ্ল্যাট থেকেই তো মিন্টু চলে গে মাসে, জুনের ২৩ তারিখে। জুলাইয়ের পয়লা তারিখে সে বাড়ি শিফট করল। বলা য ওখানে যদি কেউ কিছু আঁচ করে থাকে। ও চলে যাবার তিনদিন পরেই পাশের গোলগাল মুখের মহিলা তার বৌকে জিগ্যেস করেছিল, "ভাবি, আপনার ভাইকে না।" ব্যস, এই শুনেই সে বাড়ি বদলাবার জন্যে লেগে গেল হন্যে হয়ে। মিলিটারি পর থেকে এই নিয়ে চারবার বাড়ি পাল্টানো হলো। এখানে আসার পর নিচের ভদ্রলোক একদিন বলছিল, "আমার ভাইটাকে আর ঢাকায় রাখলাম না। যে গোলমাল পাঠিয়ে দিলাম।" শুনে বুকটা তার ঢিপঢিপ করছিল, এবার যদি তার শালার প্রসঙ্গ নিরাপত্তার জন্যেই সে এখানে এসেছে। কলেজ থেকে দূরে, আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে থেকেও দূরেই বলা যায়। ভেবেছিল নতুন এলাকা, পুবদিকে জানলা ধরে দাঁড়ালে পড়ে বিল আর ধানক্ষেত। তা কী বিপদ! এদিকে নাকি নৌকা করে চলে স্টেনগানওয়ালা ছোকরার দল। এদিককার মানুষ চোখে খালি নৌকা দেখে, নৌক অস্ত্র। এর ওপর বৌ যদি মিন্টুর কথা তোলে তো অস্ত্র ঢুকে পড়ে তার ঘরের মধ্যি মিন্টু যে কোথায় গেছে তা সে-ও জানে তার বৌ-ও জানে। কিসিনজার সাহেব ক এসব হলো পাকিস্তানের ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার।- মানুষ মেরে সাফ করে দেয়, বাড়িঘর, বাজারহাট জ্বালিয়ে দিচ্ছে,-কারো কোনো মাথাব্যথা নাই। এসব হলো ই অ্যাফেয়ার। -না, না, এ ধরনের ভাবনা ধারে কাছে ঘেঁষতে দেওয়াও ঠিক নয়। ফ্ল্যাটে থাকে ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিক, তার শ্বশুর নিশ্চয়ই সর্দার গোছের রাজা সপ্তাহে দুইদিন-তিনদিন মেয়ের বাড়িতে রেফ্রিজারেটর, টেপ রেকর্ডার, দামি সোফাসেট, ফ্যান, খাট-পালং সব চালান পাঠায়।

"দেখি তো, ফিট করে কিনা।" আসমা এগিয়ে এসে তার গায়ে রেইনকোট চড়িয়ে দিতে বলে, "মিন্টু তো আমার অনেক লম্বা। তোমার গায়ে হবে তো?" -দেখো, ফের মিন্টুর তুলনা করে তার সঙ্গে। এই ভাইকে নিয়ে এরকম বাড়াবাড়ি করাটা কি আসমার ঠিক হচ্ছে?

"ভালোই হলো। তোমার গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে। পায়েও বৃষ্টি লাগবে এখানেই আসমার শেষ নয়। রেইনকোটের সঙ্গেকার টুপি এনে চড়িয়ে দেয় তার মাথায়

"আব্বু ছোটোমামা হয়েছে। আব্বু ছোটোমামা হয়েছে।" আড়াই বছরের মেয়ের ঘুম-ভাঙা গলায় ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে সে চমকে ওঠে, মিন্টু কি ঢুকে পড়লো অস্ত্রশস্ত্র এর মানে পিছে পিছে ঢুকছে মিলিটারি। তার মানে- । না, দরজার ছিটকিনি ও খিল সব

তাকে কি মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে? মিলিটারি আবার ভুল করে বসবে না তো? এ তার পাঁচ বছরের ছেলেটা গম্ভীর চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে রায় দেয়, ছোটোমামার মতো দেখাচ্ছে। আব্বু তা হলে মুক্তিবাহিনী। তাই না?"

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

এ তো ভাবনার কথা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নতুনরূপে সে ভ্যাবাচ্যাকা খায়। না-! খামাখা ভয় পাচ্ছে। বৃষ্টির দিনে রেইনকোট গায়ে দেওয়াটা অপরাধ হবে কেন? মিলিটারির কি আর বিবেচনাবোধ নাই? প্রিন্সিপ্যাল ড. আফাজ আহমদ ঠিকই বলে, "শোনেন, মিলিটারি যাদের ধরে, মিছেমিছি ধরে না। সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজের সঙ্গে তারা সামহাউ অর আদার ইনভলভড।" তা সে তো বাপু এসব থেকে শতহাত দূরে। শালা তার বর্ডার ক্রস করল, ফিরে এসে দেশের ভেতরে দমাদম মিলিটারি মারে। তাতে আর দুলাভাইয়ের দোষটা কোথায়? এই যে মিলিটারি প্রত্যেকদিন এই ঢাকা শহরের বাজার পোড়ায়, বস্তিতে আগুন লগিয়ে টপাটপ মানুষ মারে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়, -সে কখনো এসব নিয়ে টুঁ শব্দটি করেছে? কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টারের পাশে মিলিটারি ক্যাম্প, ক্লাশট্লাশ সব বন্ধ। ছেলেরা কেউ আসে না। মাস্টারদের হাজিরা দিতে হয়, তাও বহু টিচার গা ঢাকা দিয়েছে কবে থেকে। সে তো রোজ টাইমলি যায়। স্টাফ রুমে কলিগরা ফিসফিস করে, কোথায় কোন ব্রিজ উড়ে গেল, কোথায় সাত মিলিটারির লাশ পড়েছে ছেলেদের গুলিতে, এই কলেজের কোন কোন ছেলে ফ্রন্টে গেছে, -কই, সে তো এসব আলাপের মধ্যে কখনো থাকে না। এসব কথা শুরু হলেই আলগোছে উঠে সে চলে যায় প্রিন্সিপ্যালের কামরায়। ড. আফাজ আহমদের খ্যাসখ্যাস গলায় হিন্দুস্থান ও মিসক্রিয়েন্টদের আশু ও অবশ্যম্ভাবী পতন সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী শোনে। ওই ঘরে আজকাল সহজে কেউ ঘেঁষে না। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদকে প্রিন্সিপ্যাল আজকাল তোয়াজ করে।

মিন্টুর ফেলে-যাওয়া নাকি রেখে-যাওয়া রেইনকোটে ঢোকার পর থেকে তার পা শিরশির করছে, আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। প্রিন্সিপ্যাল তাকে ডেকে পাঠিয়েছে সেই কখন!

রাস্তায় একটা রিকশা নাই। তা রিকশার পরোয়াও সে এখন করছে না। রেইনকোটের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ড যেতে তার কোনো অসুবিধে হবে না। রেইনকোটের ওপর বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম। কী মজা, তার গায়ে লাগে না একটি ফোঁটা। টুপির বারান্দা বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লে কয়েক ফোঁটা সে চেটে দেখে। ঠিক পানসে স্বাদ নয়, টুপির তেজ কি পানিতেও লাগল নাকি? তাকে কি মিলিটারির মতো দেখাচ্ছে? পাঞ্জাব আর্টিলারি, না বালুচ রেজিমেন্ট, না কম্যান্ডো ফোর্স, নাকি প্যারা মিলিটারি, না মিলিটারি পুলিশ, -ওদের তো একেক গুষ্টির একেক নাম, একেক সুরত। তার রেইনকোটে তাকে কি নতুন কোনো বাহিনীর লোক বলে মনে হচ্ছে? হোক। সে বেশ হনহন করে হাঁটে। শেষ-হেমন্তের বৃষ্টিতে বেশ শীত-শীত ভাব। কিন্তু রেইনকোটের ভেতরে কী সুন্দর ওম। মিন্টুটা এই রেইনকোট রেখে গিয়ে কী ভালোই যে করেছে।

বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে বাসের জন্য তাকে তাকাতে হয় উত্তরেই। মিলিটারি লরির ল্যাজটাও দেখা যাচ্ছে না। আবার তার বাসেরও তো নামগন্ধ নেই।

বাসস্ট্যান্ডে জনপ্রাণী বলতে সে একেবারে একলা। রাস্তার পাশে পান-বিড়ি-সিগ্রেটের ছোট দোকানটার ঝাঁপ একটুখানি তুলে দোকানদারও তাকিয়ে রয়েছে উত্তরেই, ওদিকে কি কোনো গোলমাল হলো নাকি? দোকানদার ছেলেটো একটু বাচাল টাইপের। বাসস্ট্যান্ডে তাকে দেখলেই ছোঁড়াটা বিড়বিড় করে, কাল শোনেন নাই? মিরপুরের বিল দিয়া দুই নৌকা বোঝাই কইরা আইছিল। একটা জিপ উড়াইয়া দিছে, কমপক্ষে পাঁচটা খানসেনা খতম। বিবিসি কইছে, রংপুর-দিনাজপুরের হাফের বেশি জায়গা স্বাধীন। এর মধ্যেই ছিপছিপে বৃষ্টিতে লালচে আভা তুলে এসে পড়ল লাল রঙের স্টেট বাস।

বাসে যাত্রী কম। না, না, কন্ডাক্টররা সবসময় যেমন- খালি-গাড়ি বলে চ্যাঁচায়, সেরকম নয়। সত্যি সত্যি অর্ধেকের বেশি সিট খালি। সে বাসে উঠলে তার রেইনকোটের পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল বাসের ভিজে মাটিতে। এ জন্যে তার একটু খারাপ কথা, অন্তত টিটকারি শোনার কথা। কিন্তু তাকে কেউ কিছু বলে না।

ঠোঁটে তার একটু হাসি বিছানো থাকে। এই নীরব কিন্তু স্পষ্ট হাসির কারণ কি এই যে, তার রেইনকোটের পানিতে বাসে সয়লাব গেলেও কেউ টুঁ শব্দটি করছে না? তার পোশাক কি সবাইকে ঘাবড়ে দিল নাকি? খালি রাস্তা পেয়ে বাস চলে খুব জোরে। কিন্তু তার আসনটি সে নির্বাচন করতে পারছে না। টলতে টলতে একবার এই সিট দেখে, পছন্দ হয় না বলে ফের ওই সিটের দিকে যায়। এমন সময় পেছনের দিক থেকে দুজন যাত্রী উঠে পড়ে তাড়াহুড়া করে, 'রাখো রাখো' বলতে বলতে ঝুঁকি নিয়ে তারা নেমে পড়ে চলন্ত বাস থেকে। ফের মিন্টুর তাদের দিকে তাকায় এবং বুঝতে পারে, এরা পালাল ঠিক তাকে দেখেই। লোক দুটো নিশ্চয়ই ক্রিমিনাল। একটা চোর, আরেকটা পকেটমার। কিংবা দুটোই চোর অথবা দুটোই পকেটমার। নামবার মুহূর্তে দুটোর মধ্যে সর্দার টাইপেরটা তার দিকে পেছন ফিরে তাকাল। তার চোখ ভরা ভয়, কেবল ভয়।

জুৎসই সিট বেছে নিয়ে সে ধপাস করে বসতেই ফোমে ফস করে আওয়াজ হয় এবং তখন ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সামনের সিটে বসা তিনজন যাত্রী। হুঁ! এদেরও সে ঠিক চোর কিংবা পকেটমার বলে ঠিক শনাক্ত করে ফেলে। ডাকাতও হতে পারে। কিংবা মিলিটারি কোনো বস্তিতে আগুন লাগিয়ে চলে এলে এরা ছোটে সেখানে লুটপাট করতে। অথবা মিলিটারি কোথাও লুটপাট করলে এরা গিয়ে উচ্ছিষ্ট কুড়ায়। তিনটেই পরের স্টপেজে নামার জন্য অনেক আগেই ধরফর করে উঠে দাঁড়ায় এবং বাস থামার সঙ্গে-সঙ্গে নেমে পড়ে ঝটপট পায়। তিনটে ক্রিমিনালের একটাও তার দিকে আর ফিরেও তাকায় না। তার মানে তাকে বেশ ভয় পেয়েছে বলেই তার সঙ্গে চোখাচোখি এড়াতে এদের এত কসরত।

যাক, মিন্টুর রেইনকোটে তার কাজ হচ্ছে। চোর ছ্যাঁচোর পকেটমার সব কেটে পড়ছে। ভালো মানুষেরা থাক। সে বেশ সৎসঙ্গে চলে যাবে একেবারে কলেজ পর্যন্ত।

আসাদ গেট বাসস্টপেজে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বেশ কয়েকজন মানুষ। ছাতা হাতে কেউ কেউ নিজ-নিজ ছাতার নিচে এবং ছাতা ছাড়া অনেকেই অন্যের ছাতার নিচে মাথার অন্তত খানিকটা পেতে দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করতে শরীরগুলোকে আঁকাবাঁকা করছিল। বাস থামালে সে দেখল, একে একে নয়জন প্যাসেঞ্জার বাসে উঠল। সে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাইকে দেখে। তো তার দিকে তাকিয়ে নয়জনের তিনজন 'আরে রাখো রাখো' এবং একজন 'রোখো-রোখো' বলতে বলতে নেমে পড়ল ধড়ফড় করে। শেষের জন বোধ হয় এমনি অর্ডিনারি চোর, ছিঁচকে চোর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর প্রথম তিনটে কোথাও সুন্দরী মেয়ে মানুষ দেখলে মিলিটারিকে খবর দেয় কিংবা মিলিটারির কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে মহল্লায়-মহল্লায় ঘোরে আর সুন্দরী মেয়েদের ধরে এনে পৌঁছে দেয় মিলিটারি ক্যাম্পে। এগুলো হলো রাজাকার। ফের নতুন করে অপরাধীমুক্ত বাসে যেতে এখন ভালো লাগছে। জানালার বাইরে বৃষ্টি আঁশ উড়ছে ঠাণ্ডা হাওয়ায় গাছপালা, লোকজন, দোকানপাট ও বাড়িঘরের ওপর ট্রান্সপারেন্ট আবরণ দেখে তার এক্সট্রা ভালো লাগে। সমস্ত ভালো-লাগাটা চিড় খায়, বাস হঠাৎ করে ব্রেক কষলো। তখন তাকে তাকাতে হয় বাঁয়ে, চোখ পড়ে নির্মীয়মাণ মসজিদের ছাদের দিকে দরজা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগে তার মুখে এবং নাকের ভেতর দিয়ে সেই হাওয়া ঢুকে পড়ে বুকে, সেখানে ধাক্কা লাগে; ক্র্যাকডাউনের রাত কেটে ভোর হলে মিলিটারির গুলিতে এই মসজিদের ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল মুয়াজ্জিন সাহেব। ঠাণ্ডা হাওয়ার ধাক্কা রেইনকোটের তাপে এতটাই গরম হয়ে ওঠে যে, মনে হয় ভিতরে বুঝি আগুন ধরে গেল। মসজিদের উল্টোদিকের বাড়িতে তিনতলায় থাকত তখন তারা। রাতভর ট্যাঙ্কের হুঙ্কার আর মেশিনগান আর স্টেনগানের ঘেউঘেউ আর মানুষের কাতরানিতে তাদের কারও ঘুম হয়নি সে রাতে। ছেলেমেয়ে নিয়ে ছেলেমেয়ের মায়ের সঙ্গে সে শুয়েছিল খাটের নিচে। ভোরবেলা মিলিটারি মানুষ মারায় একটু বিরতি দিলে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ে এবং বন্ধ জানালার পর্দা একটু তুলে সে রাস্তা দেখতে থাকে। রাস্তার ওপরে মসজিদের ছাদে মুয়াজ্জিন সাহেব দাঁড়িয়েছিল আজান দিতে। সাধারণত জুমার নামাজটা সে নিয়মিত পড়ে। তবে সেই ভোরে তার আজান শুনতে ইচ্ছা করছিল খুব। মুয়াজ্জিনের আজান দেওয়াটা সম্পূর্ণ দেখবে বলে সে জানালার ধার থেকে সরে না। সারা এলাকায় ইলেকট্রিসিটি নষ্ট, মসজিদের মাইক্রোফোন অকেজো। মুয়াজ্জিন সাহেব গমগমে গলায় যতটা পারে জোর দিয়ে বলে উঠল 'আল্লাহু আকবার'। দ্বিতীয়বার আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করার সুযোগ তার আর মেলেনি, এর আগেই সম্পূর্ণ অন্যরকম ধ্বনি করে লোকটা পড়ে যায় রাস্তার ওপর। সেদিন সকালে বৃষ্টি ছিল না। আজ বৃষ্টির সকালে মিলিটারি কি ওই দৃশ্যের পুনর্ঘটনের পাঁয়তারা করছে? এখন তো কোনো নামাজের ওয়াক্ত নেই, তবে আজান দেওয়াবে কি করে? এরা বোধ হয় যে কোনো সময়কেই নামাজের ওয়াক্ত ঘোষণা করে নতুন হুকুম জারি করেছে।

মিলিটারি এখন যাবতীয় গাড়ি থামাচ্ছে। গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় রাস্তার ধারে। আরেক দল মিলিটারি স্টেনগান তাক করিয়ে রেখেছে এই মানুষের সারির ওপর। অন্য একটি দল ফের ওই সব লোকের জামাকাপড় ও শরীরের গোপন জায়গাগুলো তল্লাসি করে। মিলিটারি যাদের পছন্দ করছে তাদের ঠেলে দিচ্ছে পেছনে দাঁড়ানো একটা লরির দিকে। তাদের বাসটিতে এসে উঠল লম্বা ও খুব ফর্সা এক মিলিটারি।

এখন বাসের ভিতর কোনো আওয়াজ নাই। যাত্রীদের বুকের টিপটিপ শব্দ এই নীরবতার সুযোগে বাড়ে এবং এটাই তার মাথায় বাজে ড্রাম-ড্রাম করে। বারান্দাওয়ালা টুপির নিচে শব্দের ঘষায় ঘষায় আগুন জ্বলে এবং তার হল্কা বেরোয় তার চোখ দিয়ে। তবে একটু নড়ে বসলে মাথার ও বুকের ধ্বনি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং এসবকে পরোয়া না করে সে সরাসরি তাকাল মিলিটারির মুখের দিকে। মিলিটারির চোখ ছুঁচালো হয়ে আসে এবং ছুঁচালো চোখের মণি কাঁটার মতো বিঁধে যায় তার মুখে। সেও তার চোখের ভোঁতা কিন্তু গরম চাউনিটাকে স্থির করে আলগোছে বিছিয়ে দেয় মিলিটারির খাড়া নাকে, ছুঁচালো চোখে, গোঁফের নিচে ও নাক, গোঁফ ও চোখের আশপাশের ও নিচের লালচে চামড়ায়। এতে কাজ হলো। মিলিটারির চোখা চোখ সরে যায় তার মুখ থেকে নেমে পড়ে তার রেইনকোটের ওপর। মনে হয় রেইনকোটের পানির ফোঁটাগুলো লোকটা গুণে গুণে দেখছে। ভেতরের তাপে এইসব পানির ফোঁটা দেখে মিলিটারির এত থ মেরে যাবার কী হলো? লোকটা কি এগুলোতে রক্তের চিহ্ন দেখে? রেইনকোটের বৃষ্টির ফোঁটা গোণাগুনতি সেরে মিলিটারি হঠাৎ বলে 'আগে বাঢ়ো' বাস হঠাৎ স্টার্ট দিয়ে কয়েক পা লাফিয়ে আগে বাড়ে এবং যাত্রীদের স্বস্তির নিঃশ্বাসের ধাক্কায় অতিরিক্ত বেগে ছুটে পার হয়ে যায় ঢাকা কলেজের গেট। নিউ মার্কেটের সামনে এসে পড়লে সে উঠে দাঁড়ায় এবং হুকুম করে, 'রাখেন নামবো'। বাস একটু স্লো হলে তার রেইনকোটের জমানো পানি গড়িয়ে পড়তে দিয়ে অপরাধীমুক্ত বাস থেকে নামতে নামতে সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে সে ঠোঁট বাঁকায়, এতে তার সামনের সারির দাঁতও বেরিয়ে পড়ে। যারা দেখেছে তারা তার সেই ভঙ্গিটিকে ঠিক হাসি বলে শনাক্ত করতে পেরেছিল বলে তার ধারণা হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY

প্রিন্সিপ্যালের কামরায় প্রিন্সিপ্যালের সিংহাসন মার্কা চেয়ারে বসে রয়েছে জাঁদরেল টাইপের এক মিলিটারি পান্ডা। তার ভারিক্কি মুখ থেকে অনুমান করা যায়, পান্ডাটি কর্নেল কিংবা মেজর জেনারেল, অথবা মেজর বা ব্রিগেডিয়ার। তাকে দেখে প্রিন্সিপ্যালের কালো মুখ বেগুনি হয়, ড. আফাজ আহমদ এমএসসি, পিএইচডি, ই পি এস ই এস হওয়ার চেষ্টা করতে করতে স্যার বলে 'হি ইজ প্রফেসর হুদা'।

কিন্তু ড. আফাজ আহমদ এমএসসি, পিএইচডি নিজের ভুল সংশোধন না করে পারে না, 'সরি হি ইজ নট এ প্রফেসর। এ লেকচারার ইন কেমিস্ট্রি।

'শাট আপ'

এবার প্রিন্সিপ্যাল থামে।

তাকে এবং আবদুস সাত্তার মৃধাকে নিয়ে মিলিটারি জিপে তোলার আগে জাঁদরেল কর্নেল না ব্রিগেডিয়ার প্রিন্সিপ্যালকে কড়া গলায় বলে, সেনাবাহিনীকে নিয়ে মজা করে শায়েরি করা খুব বড়ো অপরাধ। এবার তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো, তবে কড়া ওয়াচে রাখা হবে। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদের দোহাই পেড়ে প্রিন্সিপ্যালের সুবিধা হয় না। নুরুল উদ্বিগ্ন হয়, সাজিদ সাহেব যদি পালিয়ে না থাকে তো তার কপালে যে কী আছে তা জানে এক আল্লা আর জানে এ মিলিটারি।

তাদের দুজনের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, জিপ চলছিল এঁকেবেঁকে। মস্ত উঁচু একটা ঘরে তাদের এনে ফেলা হলো। চোখ খুলে দিলে সে আবদুস সাত্তার মৃধাকে দেখতে পায় না। জায়গাটাও একেবারে অচেনা। একটা ডেক-চেয়ারে সে যে কতক্ষণ বসে থাকল তার কোনো হিসাব নেই। তার সামনে একটা চেয়ারে এসে বসল এক মিলিটারি। তাকে ইংরেজিতে নানান প্রশ্ন করে, সে জবাব দেয়। লোকটা চলে গেলে তাকে অন্য ঘরে নিয়ে ফের অন্য একটা লোক এসে তাকে প্রশ্ন করে এবং সে জবাব দেয়। প্রশ্নগুলো প্রায় একইরকম এবং তার উত্তরেরও হেরফের হয় না। যেমন, কিছুদিন আগে তাদের কলেজে কয়েকটা লোহার আলমারি কেনা হয়েছে। ওগুলো বয়ে নিয়ে এসেছিল কারা?

সে জবাব দেয়, ঠিক। অফিসের জন্যে তিনটে, বোটানি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের জন্যে দুটো করে এবং ইংরেজির জন্যে একটা, সর্বমোট দশটি আলমারি কলেজে নিয়ে আসা হয়েছে।

এত কথা বলার দরকার নাই তার। ওই আলমারিগুলো নিয়ে আসা হয় কয়েকটা ঠেলাগাড়ি করে। ঠেলাগাড়িওয়ালাদের তো সে ভালো করেই চেনে।

নুরুল হুদা জবাব দেয়, তাদের সে চিনবে কোত্থেকে? তারা হলো কুলি, সে একজন লেকচারার।

তাহলে সে তাদের সঙ্গে এত কথা বলছিল কেন?

প্রিন্সিপ্যালের আদেশে সে আলমারিগুলোর স্টিলের পাতের ঘনত্ব, দেরাজের সংখ্যা ও আকার, তালাচাবির মান, রঙের মান প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখছিল, তার দায়িত্ব ছিল-

মিলিটারি শান্ত গলায় তথ্য সরবরাহ করার ভঙ্গিতে বলে, মিসক্রিয়েন্টরা কলেজে ঢুকেছিল কুলির বেশে। এটা তার চেয়ে আর ভালো জানে কে? তারা আজ ধরা পড়ে নুরুল হুদার নাম বলেছে। তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিয়মিত, সে গ্যাঙের একজন সক্রিয় সদস্য।

'আমার নাম? সত্যি বলেছ? আমার নাম বলেছ? নুরুল হুদার হঠাৎ চিৎকার মিলিটারি বিরক্ত হয় না, বরং উৎসাহ পায়। উৎসাহিত মিলিটারি ফের বলে কুলিরা ছিল ছদ্মবেশী মিসক্রিয়েন্ট। তারা কলেজের টিচারদের মধ্যে নুরুল হুদার নামই বলেছে।

নুরুল হুদা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারা কি তাকে চেনে? কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আলমারি সাজিয়ে রাখার সময় এক কুলি দাঁড়িয়েছিল তার গা ঘেঁষে! তখন তো ঘোরতর বর্ষাকাল, ঢাকায় এবার বৃষ্টিও হয়েছে খুব। রাতদিন এই বৃষ্টি নিয়ে সে কি যেন বলেছিল, তাতে কুলিটা বিড়বিড় করে ওঠে,'বর্ষাকালেই তো জুৎ'। কথাটা দুবার বলেছিল। এর মানে কী? স্টাফরুমে কে একজন একদিন না দুদিন ফিসফিস করছিল, বাংলার বর্ষা তো শালারা জানে না। রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল মনসুন। ওই ছদ্মবেশী ছেলেটা কি এই কথাই বুঝিয়েছিল? তার ওপর তাদের এত আস্থা? উৎসাহে নুরুল হুদা এদিক-ওদিক তাকায়। তার মৌনতা মিলিটারিকে আরেকটু নিশ্চিত করে।

কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ পর সে বুঝতে পারে না, মিলিটারি তাকে ফের একই প্রশ্ন করে জবাব না পেয়ে প্রবল বেগে দুটো ঘুষি লাগায় তার মুখে। প্রথম ঘুষিতে সে কাত হয়, দ্বিতীয় ঘুষিতে পড়ে যায় মেঝেতে। মেঝে থেকে তুলে তাকে মিলিটারি ফের জিজ্ঞেস করে, ওদের আস্তানা কোথায় সে খবর তার তো ভালোভাবেই জানা আছে। সে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ'!

ওই ঠিকানাটা বলে দিলেই তো তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হবে এই নিশ্চয়তা দিয়ে তাকে পাউরুটি ও দুধ খাওয়ানো হয়। তাঁকে ভাবতে সময় দিয়ে মিলিটারি চলে যায়। কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ সে জানে না, মিলিটারি ফিরে এসে ফের বলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তো তার জানা আছে। সে ফের জবাব দেয়, হ্যাঁ। কিন্তু পরের প্রশ্নের জবাব না পেয়ে মিলিটারি তাকে নিয়ে যায় অন্য একটি ঘরে। তার বেঁটেখাটো শরীরটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো ছাদে-লাগানো একটা আংটার সঙ্গে। তার পাছায় চাবুকের বাড়ি প সপাং করে। তবে বাড়িগুলো বিরতিহীন পড়তে থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যে সে হুদার কাছে মনে হয় স্রেফ উৎপাত বলে। মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রে ওপর। রেইনকোটটা এরা খুলে ফেলেছে, কোথায় রাখল কে জানে। কিন্তু তার শরীরে এখনো লেগেই রয়েছে। বৃষ্টির মতো চাবুকের বাড়ি পড়ে তার রেইনকো চামড়ায় আর সে অবিরাম বলেই চলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে শালার নয়, তার ঠিকানা জানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নাই, সে ছদ্মবেশী কুলিদের চেনে। তারাও তাকে চেনে এবং তার ওপর তাদের আস্থাও কম নয়। তাদের আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হু শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ও

শব্দার্থ ও টীকা

জেনারেল স্টেটমেন্ট	সাধারণ বিবৃতি।
স্পেসিফিক ক্লাসিফিকেশন	সুনির্দিষ্ট শ্রেণিকরণ।
তলব কিয়া	তলব করেছেন।
আভি যানা হোগা	এখনই যেতে হবে।
ক্যায়সে	কীভাবে।
উও আপ হি কহ সকতা	সেটি আপনিই বলতে পারেন।
ওয়েলডিং ওয়ার্কশপ	ঝালাই কারখানা।
ট্রান্সপারেন্ট	স্বচ্ছ।
মিসক্রিয়ান্ট	দুষ্কৃতিকারী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প সরকার ও তার সেনাবাহিনী এই শব্দটি বাংল মুক্তিযোদ্ধাদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহার ক
গেট তোড় গিয়া	গেট ভেঙে গেছে।
আব্দুস সাত্তার মিরধাকা ঘর যানে হোগা	আবদুস সাত্তার মৃধার বাসায় যেতে হবে।
আপ আভি আইয়ে	আপনি এখনই আসুন।
এক কর্নেল সাহাব পঁওছ গিয়া	এক কর্নেল সাহেব এর মধ্যেই চলে এসেছেন।
সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ	রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম। মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপ পাকিস্তান সরকার ও তাদের সমর্থকরা ১৯৭১ এভাবে অভিহিত করত।
ক্রাক-ডাউনের রাত	১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ দিবাগত রাতে পা সেনাবাহিনী ঢাকায় যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ও গ পরিচালনা করে সেই রাতের কথা বলা হয়েছে।
রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইন্টার আমাদের জেনারেল মনসুন	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচণ্ড শীতের কবলে হিটলারের বাহিনী রুশ বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হ বাংলাদেশের প্রবল বর্ষায় তেমনি বি পরিস্থিতিতে পড়েছিল হানাদার পাকিস্তানি ব এখানে সেই বিষয়টিরই তুলনা করা হয়েছে।

লেখক পরিচিতি

নাম	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পিতৃদত্ত নাম : আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস।
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধার গোটিয়া গ্রামে ম জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃনিবাস : বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে অব গ্রাম। পিতা : বি. এম ইলিয়াস, মাতা : মরিয়ম ইলিয়াস।
শিক্ষাজীবন	প্রথমে বগুড়ায় ও পরে ঢাকায় তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন
কর্মজীবন/পেশা	কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সরকারি কলেজের বাংলা বিষয়ের অধ্যা
মৃত্যু	১৯৯৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ঢাকায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোকগমন করেন।
সাহিত্যকর্ম	
উপন্যাস	'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৭) ও 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬)।
গল্পগ্রন্থ	'অন্য ঘরে অন্য স্বর' (১৯৭৬), 'খোয়ারি', 'দুধভাতে উৎপাত', ওম', 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭)।
প্রবন্ধ	সংস্কৃতির ভাঙা সেতু (১৯৯৮)।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পগ্রন্থ – ৫টি।
- তাঁর পাঁচটি ছোটগল্প গ্রন্থে গল্প সংকলিত আছে– ২৮টি।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' প্রবন্ধ গ্রন্থে প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে– ২২টি।
- তাঁর রচিত উপন্যাস – ২টি।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান– ১৯৮২ সালে।
- তিনি জীবন ও জগৎকে পর্যবেক্ষণ করেছেন– গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহযোগে।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মহাকাব্যোচিত উপন্যাস– 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা'।
- তাঁর রচিত কোন উপন্যাসটি ঊনসত্তরের (১৯৬৯) গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটের রচিত?– চিলেকোঠার সেপাই।
- তাঁর রচিত কোন উপন্যাসটি ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত– খোয়াবনামা।
- মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশনের সদস্য আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রভাষক হিসেবে কোন কলেজে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন– জগন্নাথ কলেজ।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কর্তৃক রচিত 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' কত সালে প্রকাশিত হয়– ১৯৯৭ সালে।

'রেইনকোট' গল্প সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস :** 'রেইনকোট' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। পরে এটি লেখকের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়। এ গল্পের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র ১ থেকে।
- **প্রথম লাইন–** ভোররাত থেকে বৃষ্টি।
- **শেষ লাইন–** তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না।
- **ভাষারীতি :** চলিতরীতি।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- ভোররাত থেকে বৃষ্টি। আহা! বৃষ্টির ঝমঝম বোল। এই বৃষ্টির মেয়াদ আল্লা দিলে পুরো তিন দিন। কারণ শনিতে সাত মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন। এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট। স্পেসিফিক ক্ল্যাসিফিকেশনও আছে।
- আল্লাহুম্মা আন্তা সুবহানকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জোয়ালেমিন।
- ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার তো কলেজের সামনের দেওয়াল ঘেঁষে। দেওয়ালের পর বাগান, টেনিস লন। তারপর কলেজ দালান।
- রাস্তায় ঘড়ঘড় করতে থাকা বেবি ট্যাকসির গর্জন তুলে সে রওয়ানা হলো জিওগ্রাফির প্রফেসরের বাড়ির দিকে।
- এপ্রিলের শুরু থেকে সে বাংলা বলা ছেড়েছে। কোনকালে দাদা না পরদাদার ভায়রার মামু না কে যেন দিল্লিওয়ালা কোন সাহেবের খাস খানসামা ছিল, সেই সুবাদে দিনরাত এখন উর্দু বলে।
- পাকিস্তানের জন্যে প্রিন্সিপ্যাল দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়ছে।
- এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি প্রিন্সিপ্যাল মিলিটারির বড়ো কর্তাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করেছিল, পাকিস্তান যদি বাঁচাতে হয় তো সব স্কুলকলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাও।
- তা মিলিটারি ডক্টর আফাজ আহমদের পরামর্শ শুনেছে, গ্রাম-গঞ্জে যেখানেই গেছে, প্রথমেই কামান তাক করছে শহিদ মিনারের দিকে।
- তাড়াতাড়ি চলে এসো। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে মিরপুর ব্রিজের দিক থেকে গুলির আওয়াজ আসছিল। কখন কী হয়।"
- বাড়ি থেকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মগবাজারের দুই কামরার ফ্ল্যাট থেকেই তো মিন্টু চলে গেল জুন মাসে, জুনের ২৩ তারিখে। জুলাইয়ের পয়লা তারিখে সে বাড়ি শিফট করল।
- মিলিটারি লাগার পর থেকে এই নিয়ে চারবার বাড়ি পাল্টানো হলো।
- কিসিনজার সাহেব বলেছে, এসব হলো পাকিস্তানের ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার।
- সপ্তাহে দুইদিন-তিনদিন মেয়ের বাড়িতে রেফ্রিজারেটর, টেপ রেকর্ডার, দামি দামি সোফাসেট, ফ্যান, খাট-পালং সব চালান পাঠায়।
- আড়াই বছরের মেয়ের সদ্য-ঘুম-ভাঙা গলায় ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে সে চমকে ওঠে।
- আব্বুকে ছোটোমামার মতো দেখাচ্ছে। আব্বু তা হলে মুক্তিবাহিনী। তাই না?"
- স্টাফ রুমে কলিগরা ফিসফিস করে, কোথায় কোন ব্রিজ উড়ে গেল, কোথায় সাত মিলিটারির লাশ পড়েছে ছেলেদের গুলিতে, এই কলেজের কোন কোন ছেলে ফ্রন্টে গেছে,
- একটা জিপ উড়াইয়া দিছে, কমপক্ষে পাঁচটা খানসেনা খতম। বিবিসি কইছে, রংপুর-দিনাজপুরের হাফের বেশি জায়গা স্বাধীন।
- নামবার মুহূর্তে দুটোর মধ্যে সর্দার টাইপেরটা তার দিকে পেছন ফিরে তাকাল।
- আসাদ গেট বাসস্টপেজে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বেশ কয়েকজন মানুষ।
- ছাতা হাতে কেউ কেউ নিজ-নিজ ছাতার নিচে এবং ছাতা ছাড়া অনেকেই অন্যের ছাতার নিচে মাথার অন্তত খানিকটা পেতে দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করতে শরীরগুলোকে আঁকাবাঁকা করছিল।
- আর প্রথম তিনটে কোথাও সুন্দরী মেয়ে মানুষ দেখলে মিলিটারিকে খবর দেয় কিংবা মিলিটারির কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে মহল্লায়-মহল্লায় ঘোরে আর সুন্দরী মেয়েদের ধরে এনে পৌঁছে দেয় মিলিটারি ক্যাম্পে। এগুলো হলো রাজাকার।
- ক্রাকডাউনের রাত কেটে ভোর হলে মিলিটারির গুলিতে এই মসজিদের ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল মুয়াজ্জিন সাহেব।
- ঠাণ্ডা হাওয়ার ধাক্কা রেইনকোটের তাপে এতটাই গরম হয়ে ওঠে যে, মনে হয় ভিতরে বুঝি আগুন ধরে গেল।
- মসজিদের উল্টোদিকের বাড়িতে তিনতলায় থাকত তখন তারা।
- মোয়াজ্জিন সাহেব গমগমে গলায় যতটা পারে জোর দিয়ে বলে উঠল 'আল্লাহু আকবার'।
- দ্বিতীয়বার আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করার সুযোগ তার আর মেলেনি,
- প্রিন্সিপ্যালের কামরায় প্রিন্সিপ্যালের সিংহাসন মার্কা চেয়ারে বসে রয়েছে জাঁদরেল টাইপের এক মিলিটারি পান্ডা।
- উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদের দোহাই পেড়ে প্রিন্সিপ্যালের সুবিধা হয় না।
- কিছুদিন আগে তাদের কলেজে কয়েকটা লোহার আলমারি কেনা হয়েছে। ওগুলো বয়ে নিয়ে এসেছিল কারা?
- অফিসের জন্যে তিনটে, বোটানি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের জন্যে দুটো করে এবং ইংরেজির জন্যে একটা, সর্বমোট দশটি আলমারি কলেজে নিয়ে আসা হয়েছে।
- মিলিটারি শান্ত গলায় তথ্য সরবরাহ করার ভঙ্গিতে বলে, মিসক্রিয়েন্টরা কলেজে ঢুকেছিল কুলির বেশে। এটা তার চেয়ে আর ভালো জানে কে? তারা আজ ধরা পড়ে নুরুল হুদার নাম বলেছে।
- কুলিরা ছিল ছদ্মবেশী মিসক্রিয়েন্ট। তারা কলেজের টিচারদের মধ্যে নুরুল হুদার নামই বলেছে।
- তাকে পাউরুটি ও দুধ খাওয়ানো হয়।
- তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : 'রেইনকোট' গল্পটি কবে প্রকাশিত হয়?– ১৯৯৫ সালে।
প্র : বর্তমান পাঠ কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?– আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনা সমগ্র– ১ম খণ্ড হতে।
প্র : 'রেইনকোট' গল্পের প্রেক্ষাপট কী?– ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ।
প্র : কলেজের উর্দুর প্রফেসরের নাম কি?- আকবর সাজিদ।
প্র : 'আগে বাঢ়ো' ড্রাইভারকে কে এই নির্দেশনা দেয়?– মিলিটারি।
প্র : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনটি?– সংস্কৃতির ভাঙা সেতু।
প্র : মিন্টু মগবাজারের দুই কামরার ফ্ল্যাট থেকে চলে যায় কবে?– ২৩ জুন।
প্র : পূর্বদিকের জানালা ধরে দাঁড়ালে কী চোখে পড়ে?- বিল আর ধানখেত।
প্র : পিওন ঘরে ঢুকলে নুরুল হুদার কী করতে ইচ্ছে করে?- জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে।
প্র : কখন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে?– ভোররাত থেকে।
প্র : 'রেইনকোট' গল্পে কোন ঋতুর উল্লেখ আছে?– হেমন্ত ও বর্ষা।
প্র : বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপটার সঙ্গে ঘরে ঢোকে কে?– প্রিন্সিপ্যালের পিওন।
প্র : কারা ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার ফাটিয়ে দিয়েছে?– মিসক্রিয়েন্ট।
প্র : ইলেট্রিক ট্রান্সফর্মার কোথায়?– কলেজের সামনের দেয়াল ঘেঁষে।
প্র : দেয়ালের পর কী?– বাগান ও টেনিস লন।
প্র : প্রিন্সিপ্যালের বাড়ির গেটে বোমা মারা মানে কী?– মিলিটারি ক্যাম্প অ্যাটাক করা।
প্র : মিলিটারির নেতৃত্বে কে আছেন?– কর্নেল।
প্র : কলেজটা কাদের হাতে?– মিলিটারি।
প্র : কাকে এখন মিলিটারির কর্নেল বলা চলে?– ইসহাককে।
প্র : কাকে দেখে সকলেই তটস্থ?– ইসহাককে।
প্র : প্রিন্সিপ্যাল কাদের জন্য দিন–রাত দোয়া দরুদ পড়ছে?– পাকিস্তানিদের জন্য।
প্র : সব স্কুল কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটানোর পরামর্শ কে দিয়েছেন?– প্রিন্সিপ্যাল।
প্র : রেডিও টেলিভিশনে হরদম কী বলছে?– সিচুয়েশন নর্মাল।
প্র : মিন্টু কে?– আসমার ভাই।
প্র : মিন্টু কবে মগবাজার থেকে বাড়ি ফিরল?– জুলাইয়ের পয়লা তারিখে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্র : 'এসব হল পাকিস্তানের ইন্টার্নাল অ্যাফেয়ার'– উক্তিটি কার?– কিসিনজার সাহেবের।
প্র : কার শ্বশুর সর্দার গোছের রাজাকার?– ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিক।
প্র : নুরুল হুদার মেয়ের বয়স কত?– আড়াই বছর।
প্র : নুরুল হুদার ছেলের বয়স কত?– পাঁচ বছর।
প্র : প্রিন্সিপ্যাল কেমন কণ্ঠে কথা বলেন?– খ্যাস খ্যাসে গলায়।
প্র : প্রিন্সিপ্যাল কাকে তোয়াজ করে?– আকবর সাজিদ।
প্র : কে বাচাল টাইপের?– দোকানদার ছেলেটা।
প্র : 'সব পরফসরকো এত্তেলা দিয়া ফওরন আইয়ে' এর অর্থ– সব প্রফেসরকে ডেকেছেন। তাড়াতাড়ি আসুন।
প্র : 'মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকটিরি টেরানসফার্মার তোড় দিয়া' এর অর্থ– মিসক্রিয়েন্টরা ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দিয়েছে।
প্র : 'অওর অয়াপস যানে কা টাইম পিরিনসিপাল সাহাবকা কোঠিমে গেরেনড ফেকা' এর অর্থ– আবার ফিরে যাওয়ার সময় প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বাড়িতে গ্রেনেড ছুড়েছে।
প্র : একটা জিপ উড়ানোর খবর নুরুল হুদাকে দেয়?– দোকানদার ছেলেটা।
প্র : প্রথমে যে দুজন বাস থেকে নামে তারা কে?– একটা চোর আরেকটা পকেটমার।
প্র : কোথায় কয়েকজন মানুষ অপেক্ষা করছে?– আসাদ গেটে বাসস্টপেজে।
প্র : কারা যাবতীয় গাড়ি থামাচ্ছে?– মিলিটারি।
প্র : নুরুল হুদা বাস থেকে কোথায় নামে?– নিউমার্কেট।
প্র : প্রিন্সিপ্যালের সিংহাসন মার্কা চেয়ারে কে বসে আছে?– জাঁদরেল টাইপের এক মিলিটারি পান্ডা।
প্র : মোট কতটি আলমারি কলেজে আনা হয়েছে?– দশটি।
প্র : ঘুষি মারার পর নুরুল হুদাকে কী খাওয়ানো হয়?– পাউরুটি আর দুধ।
প্র : নুরুল হুদার বেঁটেখাটো শরীরটাকে মিলিটারিরা কী করে?– ছাদে লাগানো আংটার সাথে ঝুলিয়ে দেয়।
প্র : নুরুল হুদার পাছায় কেমন করে বাড়ি পড়ছে?– সপাৎ সপাৎ করে।
প্র : ক্রাক-ডাউনের রাত বলতে কোন রাতকে বোঝানো হয়?– ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতকে।
প্র : ইসহাক জিওগ্রাফির প্রফেসরের বাড়ির দিকে রওয়ানা হয় কিসে করে?– বেবি ট্যাক্সি।
প্র : পাকিস্তানি বাহিনী গ্রামেগঞ্জে গিয়েই প্রথমে কিসের দিকে কামান তাক করেছে?– শহিদ মিনারের দিকে।
প্র : নুরুল হুদাকে এক্সট্রা তটস্থ থাকতে হয় কেন?– মিন্টুর জন্য।
প্র : 'রেইনকোট' গল্পে কলেজের কোন কোন ডিপার্টমেন্টের উল্লেখ আছে?- বোটানি, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, ইংরেজি, কেমিস্ট্রি, উর্দু।
প্র : মিলিটারি আসার পর থেকে নুরুল হুদা কতবার বাড়ি বদল করে?– চারবার।
প্র : 'আমার ভাইটাকে আর ঢাকায় রাখলাম না।' উক্তিটি কার– নিচের তলার ভদ্রলোকের।
প্র : পাকিস্তানের 'ইন্টার্নাল অ্যাফেয়ার' কোনটি?– বাঙালির উপর নির্যাতন।
প্র : 'সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজের সঙ্গে তারা সামহাউ অর আদার ইনভলভড'– উক্তিটি কার?- প্রিন্সিপ্যালের।
প্র : 'টু শব্দটি না করা' বাগধারাটির অর্থ কী?– কোনো প্রতিবাদ না করা।
প্র : 'রেইনকোট' গল্পে কোন কোন মাসের নাম উল্লেখ আছে?– এপ্রিল, জুন, জুলাই।
প্র : আসমা কোন দিক থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছি? – মিরপুর ব্রিজ থেকে।
প্র : 'ইস! আসমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।' উক্তিটি কার?– নুরুল হুদার।
প্র : 'ফওরন' শব্দের অর্থ– তাড়াতাড়ি।
প্র : কেন ছেলেরা কলেজে আসে না?– সব ক্লাস বন্ধ বলে।
প্র : ক্লাস বন্ধ থাকলেও মাস্টারদের কলেজে আসতে হয় কেন?– হাজিরা দিতে হয় বলে।
প্র : 'রেইনকোট' গল্পের গল্পকথকের স্ত্রীর নাম– আসমা।
প্র : নুরুল হুদার কলিগরা কোথায় বসে ফিসফিস করে?– স্টাফ রুমে।
প্র : রেইনকোট পরে নুরুল হুদা কীভাবে হাঁটে?– হনহন করে।
প্র : মিলিটারি যাবতীয় গাড়ি থামিয়ে কী করছে?– প্যাসেঞ্জারদের তল্লাশি করছে।
প্র : 'সেনাবাহিনীকে নিয়ে মজা করে শায়েরি করা খুব বড় অপরাধ।' মিলিটারি এ কথাটি কাকে বলে?– প্রিন্সিপ্যালকে।
প্র : কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আলমারি সাজানোর সময় কোন ঋতু চলছিল?– বর্ষা।
প্র : নুরুল হুদার চতুর্থ নম্বর বাড়ির জানালা আছে কোন দিকে?– পূর্ব।
প্র : নুরুল হুদাকে মিলিটারি কয়টা ঘুষি দেয়?– দুইটি।
প্র : মিসক্রিয়ান্টরা কলেজে কী বেশে ঢুকেছিল?– কুলির ছদ্মবেশে।
প্র : এপ্রিল মাস থেকে ইসহাক কোন ভাষায় কথা বলে?– উর্দু।
প্র : 'রেইনকোট' গল্পে হাঁপানির টান আছে– নুরুল হুদার।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর যেন কবির পূর্বপুরুষ, যার পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত' এ মন্তব্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হলো– [খ ১৭-১৮]
ক. পীড়িতের প্রতিবাদ
খ. আঘাতে অবিচল
গ. প্রতিবাদের ধারাবাহিকতা
ঘ. সুনিপুণ প্রত্যাঘাত

০২. 'রেইনকোট' গল্পে অধ্যক্ষ মহোদয়ের পিয়নের নাম কী? [ক ১৬-১৭]
ক. আবু ইসহাক খ. আবুল ইসহাক গ. ইসহাক মিয়া ঘ. ইসহাক কবির

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. 'রেইনকোট' গল্পে পাকিস্তানের শরীরের কাটা বলা হয়েছে কাকে? [A ১৭-১৮]
ক. মুক্তিবাহিনীকে
খ. পুলিশ বাহিনীকে
গ. শহিদ মিনারকে
ঘ. হাসপাতালকে

০৪. 'রেইনকোট' গল্পে কোন ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে? [চ ১৬-১৭]
ক. গভীর আস্থা খ. প্রতিকূল পরিবেশ গ. বর্ষাকাল ঘ. সাহস ও দেশপ্রেম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৫. 'খোয়াবনামা' উপন্যাস কার রচনা? [C, ১৭-১৮]
ক. হুমায়ুন আজাদ
খ. হুমায়ূন আহমেদ
গ. খালেকুজ্জামান ইলিয়াস
ঘ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

০৬. কোনটি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পগ্রন্থ নয়? [I ১৭-১৮]
ক. অন্য ঘরে অন্য স্বর
খ. জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল
গ. জন্ম যদি তব বঙ্গে
ঘ. দোজখের ওম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৭. 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি কার লেখা? [A ১৭-১৮; জাককানইবি গ ১৭-১৮]
ক. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
খ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
গ. শওকত আলী
ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

০৮. 'বর্ষাকালেই তো জুৎ' কথাটি 'রেইনকোট' গল্পে কবার বলা হয়েছে? [B ১৭-১৮]
ক. একবার খ. দুইবার গ. তিনবার ঘ. চারবার

০৯. 'রেইনকোট' গল্পটি রচনা করেন– [C ১৭-১৮; বেরোবি B ১৭-১৮]
ক. গী দ্য মোপাসাঁ
খ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
গ. শওকত ওসমান
ঘ. শওকত আলী

১০. 'দোজখের ওম' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা- [D ১৭-১৮;ইবি B ১৬-১৭; চবি B1 ১৬-১৭]
ক. শওকত ওসমান
খ. আনিসুজ্জামান
গ. শওকত আলী
ঘ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

১১. কার জবানিতে 'রেইনকোট' গল্পের অধিকাংশ ঘটনা বিবৃত হয়েছে? [E ১৭-১৮; বশেমুরবিপ্রবি G ১৭-১৮]
ক. আবদুস সাত্তার মৃধা
খ. আফাজ আহমদ
গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
ঘ. নুরুল হুদা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১২. কোনটিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ রয়েছে? [G ১৬-১৭]
ক. জাদুঘরে কেন যাব খ. রেইনকোট গ. আমার পথ ঘ. আহ্বান

১৩. 'রেইনকোট' গল্পে আছে 'ঐ ঠিকানা বলে দিলে তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হবে।' কোন ঠিকানার কথা বলা হয়েছে? [C3 ১৬-১৭]
ক. রাজাকারদের
খ. মুক্তিযোদ্ধাদের
গ. প্রিন্সিপ্যালের
ঘ. উর্দু প্রফেসরের
ঙ. নুরুল হুদার

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. 'রেইনকোট' গল্পে 'রাশিয়ার ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল মনসুন'–প্রসঙ্গটি কোথায় উত্থাপিত হয়েছিল? [B ১৭-১৮]
ক. ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ ক্যাম্পে
খ. পাশের ফ্ল্যাটের গোলগাল মুখের মহিলার কথায়
গ. প্রিন্সিপালের কামরায়
ঘ. স্টাফরুমে ফিসফিস করে কারো কথায়

০১.খ	০২.গ	০৩.গ	০৪.ঘ	০৫.ঘ	০৬.গ	০৭.খ
০৮.খ	০৯.খ	১০.ঘ	১১.ঘ	১২.খ	১৩.খ	১৪.ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১৫. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? [A ১৭-১৮]
ক. বগুড়ার শেরপুর খ. রংপুরের পীরগাছা
গ. বগুড়ার নারুলি ঘ. নওগাঁর আত্রাই

Note: জন্ম: গাইবান্ধার গোটিয়া গ্রাম। পিতৃনিবাস: বগুড়ার নারুলি।

১৬. 'রেইনকোট' গল্পে ব্যবহৃত রেইনকোটটি কার? [A ১৭-১৮]
ক. আবদুস সাত্তারের খ. আফাজ আহমদের
গ. কর্নেল সাহেবের ঘ. মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর

১৭. কলেজের জিমন্যাশিয়াম 'রেইনকোট' গল্পে কী হিসেবে ব্যবহৃত হয়? [A ১৭-১৮]
ক. পিয়নের বাসা খ. মিলিটারি ক্যাম্প
গ. মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প ঘ. অধ্যক্ষের বাসা

১৮. 'রেইনকোট' গল্পটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত? [A ১৭-১৮]
ক. খোয়ারি খ. দুধভাতে উৎপাত গ. দোজখের ওম ঘ. জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল

১৯. 'রেইনকোট' প্রতীকটি গল্পে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [B ১৭-১৮]
ক. যুদ্ধ ও নিপীড়ন খ. গেরিলা আক্রমণ
গ. উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম ঘ. দেশপ্রেম ও আনুগত্য

২০. 'রেইনকোট' গল্পে কোন ঋতুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে? [C ১৬-১৭]
ক. শীত খ. বর্ষা গ. হেমন্ত ঘ. শরৎ

২১. 'দোজখের ওম' আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কী জাতীয় রচনা? [A ১৬-১৭]
ক. উপন্যাস খ. প্রবন্ধ গ. গল্পগ্রন্থ ঘ. নাটক

২২. 'রেইনকোট' গল্পের কথক কে? [B ১৬-১৭]
ক. লেখক খ. আবদুস সাত্তার মৃধা গ. নুরুল হুদা ঘ. প্রিন্সিপ্যাল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

২৩. 'রেইনকোট' গল্পটি কত সালে প্রকাশিত হয়? [B ১৭-১৮]
ক. ১৯৯৫ খ. ১৯৯৭ গ. ১৯৯৪ ঘ. ১৯৮৫

২৪. 'ফওরন' শব্দের অর্থ কী? [B ১৭-১৮]
ক. ফরমান খ. তাড়াতাড়ি গ. ধীরস্থির ঘ. ফরিয়াদি

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৫. 'রেইনকোট' গল্পে প্রিন্সিপালের নাম কী? [D ১৭-১৮]
ক. প্রফেসর আকবর সাজিদ খ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
গ. প্রফেসর নূরুল হুদা ঘ. ড. আফাজ আহমদ

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৬. 'দুধেভাতে উৎপাত' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা কে? [C ১৭-১৮]
ক. শওকত ওসমান খ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. হাসান আজিজুল হক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৭. 'রেইনকোট' গল্পে বর্ণনা করা হয়েছে- [D ১৭-১৮]
ক. মুক্তিযুদ্ধের শুরুর পর্যায় খ. মুক্তিযুদ্ধের শেষের পর্যায়
গ. মুক্তিযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায় ঘ. '৭৫-পরবর্তী পর্যায়

২৮. 'রেইনকোট' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য - [E ১৬-১৭]
ক. ভাষা আন্দোলন খ. মুক্তিযুদ্ধ গ. গণ অভ্যুত্থান ঘ. গণহত্যা

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৯. 'রেইনকোট' গল্পের নুরুল হুদা কোন বিষয়ের লেকচারার ছিলেন?
ক. বাংলা খ. ইংরেজি গ. কেমেস্ট্রি ঘ. জিওগ্রাফি

৩০. 'রেইনকোট' গল্পে মিলিটারি ক্যাম্প কোথায় স্থাপিত হয়েছিল? [১৬-১৭]
ক. কলেজগেটে খ. কলেজের জিমন্যাশিয়ামে
গ. অধ্যক্ষের কক্ষে ঘ. ছাত্রদের মিলনায়তনে

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

৩১. 'রেইনকোট' গল্পের পটভূমি যে শহরের- [জবি: ক ১৬-১৭]
ক. রংপুর খ. সিলেট গ. রাজশাহী ঘ. ঢাকা

১৫.	১৬.ঘ	১৭.খ	১৮.ঘ	১৯.গ	২০.খগ	২১.গ	২২.গ	২৩.ক
২৪.খ	২৫.ঘ	২৬.খ	২৭.খ	২৮.খ	২৯.গ	৩০.খ	৩১.ঘ	

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. কোনটি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত গ্রন্থ?
ক. উন্নত জীবন খ. সংস্কৃতি কথা
গ. সংস্কৃতির ভাঙা সেতু ঘ. শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

০২. নুরুল হুদাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তলব করার কারণ-
ক. অফিসারের নির্দেশে খ. প্রিন্সিপ্যালের অভিযোগে
গ. মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী ভেবে ঘ. তাকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে

০৩. নিচের কোনটি উপন্যাস?
ক. মিলির হাতে স্টেনগান খ. অন্য ঘরে অন্য স্বর গ. খোয়াবনামা ঘ. ছাড়পত্র

০৪. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি খ. ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে
গ. ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে ঘ. ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল

০৫. 'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধারা কার বাড়ির গেটে বোমা ফেলেছিল?
ক. নুরুল হুদা খ. ড. আফাজ আহমদ
গ. প্রফেসর আকবর সাজিদ ঘ. আবদুস সাত্তার মৃধা

০৬. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মূলত কী ছিলেন?
ক. প্রাবন্ধিক খ. কথাসাহিত্যিক গ. সাংবাদিক ঘ. ঔপন্যাসিক

০৭. নিচের কোনটি মহাকাব্যিক উপন্যাস?
ক. চিলেকোঠার সেপাই খ. অন্য ঘরে অন্য স্বর গ. খোঁয়ারি ঘ. দোজখের ওম

০৮. 'রেইনকোট' গল্পে মুক্তিযোদ্ধারা কার বাড়ির গেটে বোমা ফেলেছিল?
ক. নুরুল হুদা খ. ড. আফাজ আহমদ
গ. প্রফেসর আকবর সাজিদ ঘ. আবদুস সাত্তার মৃধা

০৯. 'রেইনকোট' গল্পে রেইনকোট বহন করছে-
ক. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
গ. মুক্তিযুদ্ধের লোকগাঁথা ঘ. মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা

১০. 'রেইনকোট' গল্পের মসজিদের মাইক্রোফোন অকেজো ছিল কেন?
ক. কর্নেলের হুকুমে খ. নষ্ট হওয়ায়
গ. গুলি লেগেছিল ঘ. বিদ্যুৎ না থাকায়

১১. প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টার কোন দিকে অবস্থিত?
ক. কলেজের পুকুর পাড়ের উত্তর দিকে খ. কলেজের বাগানের দক্ষিণ পাশে
গ. মাঠ পেরিয়ে একটু বা দিকে ঘ. কলেজের ক্লাবের দেয়াল ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে

১২. মিলিটারি কার কোয়ার্টারের সঙ্গে থাকে?
ক. কলেজ হোস্টেল সুপার কোয়ার্টারের সাথে খ. প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টারের
গ. কলেজের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী কোয়ার্টারের সাথে ঘ. পিওনের বাসার সাথে

১৩. কার জন্য প্রিন্সিপ্যাল দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়ে?
ক. মুক্তিবাহিনীর জন্য খ. শিক্ষকদের জন্য গ. পাকিস্তানের জন্য ঘ. পরিবারের জন্য

১৪. প্রিন্সিপ্যাল কোন সময় স্কুল-কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটানোর জন্য আবেদন জানায়?
ক. যুদ্ধের শুরুতে খ. এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি
গ. জুন মাসের শেষে ঘ. মার্চ মাসের ২৫ তারিখে

১৫. মিন্টু কোথায় আছে সেটা কে জানে?
ক. প্রিন্সিপ্যাল খ. পাকিস্তানি বাহিনী
গ. নুরুল হুদা ও তার বউ ঘ. আব্দুস সাত্তার মৃধা

১৬. গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে কোন পোশাকে?
ক. বোরখা খ. রেইনকোট গ. পাঞ্জাবি ঘ. মিলিটারির পোশাক

১৭. মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে সাধারণ ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার মধ্যে কী সঞ্চারিত হয়?
ক. বিপ্লবী মানস খ. উষ্ণতা সাহস
গ. দেশপ্রেম ও প্রতিবাদী সত্তা ঘ. হানাদারদের নিঃশেষ করার মানস

১৮. মেয়ের ঘুম ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে নুরুল হুদার অনুভূতি কেমন ছিল?
ক. অবাক লাগছিল খ. চমকে উঠেছিল
গ. স্বর্গীয় অনুভূতি জাগে ঘ. শান্তির ছোঁয়া লাগে প্রাণে

১৯. 'মিসক্রিয়ান্ট' অর্থ দুষ্কৃতিকারী কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. সাধারণ অর্থে খ. উচ্চ অর্থে গ. সঠিক অর্থে ঘ. হেয় অর্থে

২০. 'সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজের সঙ্গে তারা সামহাউ অর আদার ইনভলভড' উক্তিটি কার?
ক. নুরুল হুদার খ. মিলিটারির গ. প্রিন্সিপ্যালের ঘ. ইসহাকের

০১.গ	০২.গ	০৩.গ	০৪.ক	০৫.খ	০৬.খ	০৭.ক
০৮.খ	০৯.খ	১০.ঘ	১১.গ	১২.খ	১৩.গ	১৪.খ
১৫.গ	১৬.খ	১৭.গ	১৮.খ	১৯.ঘ	২০.গ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

২১. কোনগুলো নুরুল হুদা থেকে শত হাত দূরে থাকে?
ক. মিসক্রিয়ান্টদের সহায়তা করা খ. মিন্টুর সাথে যোগাযোগ রাখা
গ. সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ ঘ. কলেজের দেয়াল ঘেঁষে বোমা ফাটানো

২২. মিন্টু দেশের ভিতরে ফিরে এসে কী করে?
ক. দেশে ত্রাণ বিতরণ করে খ. মিলিটারিদের সাথে বৈঠক করে
গ. দমাদম মিলিটারি মারে ঘ. বোনের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করে

২৩. 'তাতে আর দুলাভাইয়ের দোষটা কোথায়?' এখানে কার দুলাভাইয়ের কথা বলা হয়েছে?
ক. প্রিন্সিপ্যালের খ. মিন্টুর
গ. ইসহাকের ঘ. ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিকের

২৪. 'রেইনকোট' গল্পে ব্যবহৃত দ্বিরুক্তি শব্দযুগল কোনটি?
ক. দমদম, টপটপ খ. দমাদম, চুপচাপ
গ. দমাদম, টপাটপ ঘ. দমাদম, হেঁ হেঁ

২৫. 'টু শব্দটি না করা' বাগধারাটির অর্থ কী?
ক. চুপচাপ লুকিয়ে থাকা খ. প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ
গ. কোনো প্রতিবাদ না করা ঘ. নীরব থাকা

২৬. কে খ্যাসখ্যাসে গলায় হিন্দুস্তান ও মিসক্রিয়ান্টদের অবশ্যম্ভাবী পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করে?
ক. ইসহাক খ. প্রিন্সিপ্যাল গ. মিলিটারি ঘ. মিন্টু

২৭. কেন নুরুল হুদা বৃষ্টিতে রিকশার পরোয়া করে না?
ক. রাস্তায় রিকশা নেই বলে খ. রেইনকোট গায়ে আছে বলে
গ. বাসস্ট্যান্ড কাছে বলে ঘ. রিকশা ভাড়া নেই বলে

২৮. কোন ঋতুর শেষের বৃষ্টিতে নুরুল হুদার শীত শীত ভাব হয়?
ক. গ্রীষ্মের শেষে খ. শেষ বর্ষায় গ. শেষ হেমন্তে ঘ. শীতের শেষে

২৯. 'পিওন তাকে মিসক্রিয়ান্টদের লোক ভাবে নাকি?' এ বাক্যে 'মিসক্রিয়ান্ট' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে?
ক. মিলিটারদের খ. মুক্তিযোদ্ধাদের গ. রাজাকারদের ঘ. পাক বাহিনী

৩০. বাস থেকে নেমে যাওয়া দুজন যাত্রীকে নুরুল হুদার কাছে কী মনে হয়?
ক. মিসক্রিয়ান্ট খ. ক্রিমিনাল গ. চোর ঘ. পকেটমার

৩১. নামার সময় ক্রিমিনাল দুজনের একজন কী করল?
ক. ইসহাককে ধাক্কা মেরেছিল খ. নুরুল হুদার দিকে পেছন ফিরে তাকাল
গ. জানালা দিয় লাফ দিল ঘ. ইসহাককে ছুরি দিয়ে আঘাত করল

৩২. কোন বাসস্টপেজে ঝিরঝির বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকজন মানুষ অপেক্ষা করছিল?
ক. আমতলী খ. বিজয় সরণি গ. আসাদ গেট ঘ. কলেজ গেট

৩৩. বাসে যেতে যেতে নুরুল হুদার কী দেখে এক্সট্রা ভালো লাগে?
ক. দেশ-বিদেশের পতাকা খ. পাকিস্তানের পতাকা
গ. ট্রান্সপারেন্ট ঘ. বাংলাদেশের পতাকা

৩৪. কখন নুরুল হুদা সমস্ত ভালোলাগাটা চিড় খায়?
ক. গাড়ি নষ্ট হয়ে গেলে খ. হঠাৎ বাস ব্রেক কষলে
গ. মিলিটারির আগমনে ঘ. গোলাগুলি শুরু হলে

৩৫. ক্র্যাক-ডাউনের রাত কেটে ভোর হলে মিলিটারির গুলিতে ছাদ থেকে কে পড়ে যায়?
ক. ইমাম সাহেব খ. মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব
গ. ইসহাকের শ্যালক ঘ. প্রিন্সিপ্যাল

৩৬. 'দ্বিতীয়বার আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করার সুযোগ তার আর মেলেনি।' কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক. ইসহাকের খ. মিন্টুর গ. প্রিন্সিপ্যালের ঘ. মুয়াজ্জিনের

৩৭. নুরুল হুদা যে বাসে চড়ে সেই গাড়িতে কেমন আকৃতির মিলিটারি উঠল?
ক. বেঁটে, কালো খ. ফর্সা, খাটো গ. লম্বা ও খুব ফর্সা ঘ. খুব লম্বা ও মোটা

৩৮. 'ছুঁচালো চোখের মণি কাঁটার মতো বিধে যায় তার মুখে' কার চোখের মণির ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক. মিলিটারির খ. ইসহাকের গ. প্রিন্সিপ্যালের ঘ. মিন্টুর

৩৯. কাদের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল?
ক. প্রফেসর নুরুল হুদার ও প্রিন্সিপ্যালের খ. নুরুল হুদা ও আব্দুস সাত্তার মৃধার
গ. প্রিন্সিপ্যাল ও আকবর সাজিদের ঘ. প্রিন্সিপ্যাল ও আবদুস সাত্তার মৃধা

৪০. মিসক্রিয়ান্ট কুপি গ্যাঙের সক্রিয় সদস্য হিসেবে তারা কার নাম বলেছে?
ক. ড. আফাজ আহমদের নাম খ. নুরুল হুদার নাম
গ. মিন্টুর নাম ঘ. আব্দুস সাত্তার মৃধার নাম

৪১. 'বাংলার বর্ষা তো শালারা জানে না। রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল মনসুন।' কথাটি কে বলেছিল?
ক. এক মজুর খ. স্টাফরুমের কলিগ গ. ছদ্মবেশী ছেলে ঘ. মিন্টু

৪২. মিলিটারি নুরুল হুদাকে একই প্রশ্ন করে জবাব না পেয়ে কী করে?
ক. থাপ্পড় মারে খ. মুখে ঘুষি মারে
গ. দুধ-পাউরুটি খাওয়ায় ঘ. চাবুক মারে

৪৩. মিসক্রিয়ান্টদের আস্তানা জানা আছে কিনা এ প্রসঙ্গে ফের জিজ্ঞেস করলে নুরুল হুদা কী উত্তর দেয়?
ক. জানি না খ. না গ. হ্যাঁ ঘ. জি হুজুর

৪৪. সপাৎ সপাৎ চাবুকের বাড়িকে নুরুল হুদার কেমন মনে হচ্ছে?
ক. যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের উপর খ. যেন টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ
গ. নূপুরের নিক্বণ ঘ. মিসক্রিয়ান্টদের মিছিল ও গোলাবারুদ

৪৫. 'রেইনকোট' গল্পের প্রেক্ষাপট কী?
ক. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন খ. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন
গ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ঘ. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ

৪৬. 'সাভভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ' বলতে কী বোঝায়?
ক. যুদ্ধবিরোধী কার্যক্রম খ. রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম
গ. মানবতাবিরোধী কার্যক্রম ঘ. গণতন্ত্রবিরোধী কার্যক্রম

৪৭. 'রেইনকোট' গল্প কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়েছে?
ক. চরিত্রের দৃষ্টিকোণ খ. কাহিনির দৃষ্টিকোণ
গ. জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ ঘ. সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ

৪৮. 'এই কয়েক মাসে কত সুরাই সে মুখস্থ করেছে।' এখানে 'সে' দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক. প্রিন্সিপ্যালকে খ. নুরুল হুদাকে গ. আসমাকে ঘ. ইকবালকে

৪৯. বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপটার সঙ্গে ঘরে ঢোকে-
ক. আব্দুর রহিম খ. প্রিন্সিপ্যালের পিয়ন গ. সাজিদ ঘ. প্রিন্সিপ্যাল

৫০. 'তুমি বরং মিন্টুর রেইনকোটটা নিয়ে যাও।' আসমা কাকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি করে?
ক. কর্নেলকে খ. নুরুল হুদাকে গ. ইসহাককে ঘ. প্রিন্সিপ্যালকে

৫১. কোন বাক্যের মাধ্যমে 'রেইনকোট' গল্পের শুরু হয়েছে?
ক. তা আর হলো কই? খ. আহা বৃষ্টির ঝমঝম বোল
গ. ভোররাত থেকে বৃষ্টি ঘ. এই বৃষ্টির মেয়াদ আল্লা দিলে পুরো তিন দিন

৫২. রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইন্টার আর আমাদের জেনারেল-
ক. সামার খ. মনসুন গ. স্প্রিং ঘ. ফল

৫৩. 'রেইনকোট' গল্পের প্রিন্সিপ্যালের ক্ষেত্রে নিচের কোন শব্দটি প্রযোজ্য?
ক. দেশপ্রেমিক খ. সমাজসচেতন গ. অহংকারী ঘ. সুবিধাবাদী

৫৪. 'রেইনকোট' গল্পে কে বাংলা ছেড়ে উর্দু বলা শুরু করেছে?
ক. আকবর সাজিদ খ. ইসহাক মিয়া গ. আবদুস সাত্তার ঘ. নুরুল হুদা

৫৫. ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মারটি কিসের দেওয়াল ঘেষে ছিল?
ক. কলেজের সামনের খ. কলেজের পিছনের
গ. বাড়ির সামনের ঘ. বাড়ির পিছনের

৫৬. বর্তমানে ইসহাককে কী বলে চালিয়ে দেওয়া যায়?
ক. মেজর খ. মিলিটারির খাস চামচা গ. মিলিটারির কর্নেল ঘ. প্রিন্সিপ্যালের বন্ধু

৫৭. রেইনকোটটা খুলে ফেললেও নুরুল হুদার শরীরে রেইনকোটের কী অনুভূত হয়-
ক. ওম খ. ভেজা গন্ধ গ. শীতলতা ঘ. পুরানো গন্ধ

৫৮. বাস থামার সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ক্রিমিনাল নেমে পড়ে কেন?
ক. ভয়ে খ. বন্ধুর জন্য
গ. কাজের প্রয়োজনে ঘ. মিলিটারির ইচ্ছায়

৫৯. মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি মিলিটারির কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. মহত্ত্ব খ. আধিপত্য গ. পৈশাচিক আচরণ ঘ. দেশপ্রেম

৬০. গল্পে উল্লিখিত বৃষ্টির মেয়াদ কত দিন হবে বলে অনুমান করা হয়েছে ?
ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

৬১. 'রেইনকোট' গল্পটি কোন সময়ে রচিত হয়েছিল?
ক. শেষ-হেমন্তে খ. শীতের শেষে গ. গ্রীষ্মের শুরুতে ঘ. শরৎকালে

৬২. নুরুল হুদা রেইনকোট পরেছিল কেন?
ক. মুক্তিযুদ্ধের জন্য খ. দেশকে রক্ষার জন্য
গ. বৃষ্টি হতে রক্ষা পাবার জন্য ঘ. সাহস সঞ্চারণের জন্য

২১.গ	২২.গ	২৩.খ	২৪.গ	২৫.গ	২৬.খ	২৭.খ	২৮.গ	২৯.খ
৩০.খ	৩১.খ	৩২.গ	৩৩.গ	৩৪.খ	৩৫.খ	৩৬.ঘ	৩৭.গ	৩৮.ক
৩৯.খ	৪০.খ	৪১.খ	৪২.খ	৪৩.গ	৪৪.ক	৪৫.ঘ	৪৬.খ	৪৭.ক
৪৮.খ	৪৯.খ	৫০.খ	৫১.গ	৫২.খ	৫৩.ঘ	৫৪.খ	৫৫.ক	৫৬.গ
৫৭.ক	৫৮.ক	৫৯.গ	৬০.খ	৬১.ক	৬২.গ			

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

SELF TEST

০১. 'অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজে তোমার হাঁপানির টানটা আবার—' কে এ উক্তিটি করেছে?
ক. ইসহাক খ. নুরল হুদা
গ. আসমা ঘ. আফাজ আহমেদ

০২. 'ক্যাম্প' শব্দটি কোন ভাষার?
ক. হিন্দি খ. ফারসি গ. পর্তুগিজ ঘ. ইংরেজি

০৩. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জীবন ও জগৎকে কীভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন?
ক. গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহযোগে খ. দার্শনিকের দৃষ্টি দিয়ে
গ. সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ঘ. গবেষকের দৃষ্টিতে

০৪. সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কোন বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন?
ক. শিল্পের খ. অলংকারের
গ. গুণগত মানের ঘ. সমকালীন বিষয়ের

০৫. 'রেইনকোট' গল্পে বাদলার সকালটা কেমন ছিল?
ক. চমৎকার খ. বিরক্তিকর গ. মেঘলা ঘ. শান্ত-নিবিড়

০৬. 'রেইনকোট' গল্পে বাদলায় কাদের একটু জিরিয়ে নেবার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে?
ক. সাধারণ মানুষদের খ. মিলিটারিদের
গ. বন্দুক-বারুদের ঘ. পশুপাখিদের

০৭. 'সব ভেস্তে দিল।' 'রেইনকোট' গল্পে এখানে কী ভেস্তে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে?
ক. সুখ খ. শান্তি গ. আরাম ঘ. আনন্দ

০৮. 'রেইনকোট' গল্পের 'জেনারেল স্টেটমেন্ট' অনুসারে শনিবার এবং মঙ্গলবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে বৃষ্টি শুরু হলে তা কতদিন স্থায়ী হয়?
ক. এক দিন খ. তিন দিন গ. সাত দিন ঘ. দশ দিন

০৯. 'এই বৃষ্টির মেয়াদ আল্লা দিলে পুরো —।' 'রেইনকোট' গল্পে উল্লিখিত বাক্যটিতে শূন্যস্থানে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. এক দিন খ. সাত দিন গ. চার দিন ঘ. তিন দিন

১০. 'রেইনকোট' গল্পে যে বৃষ্টির বর্ণনা পাওয়া যায় তা কী বারে শুরু হয়েছে?
ক. বৃহস্পতি খ. সোম গ. শুক্র ঘ. মঙ্গল

১১. দরজায় কড়া নড়ার শব্দ শুনে নুরুল হুদা কে এসেছে বলে মনে করেছিলেন?
ক. মিলিটারি ই. আত্মীয় গ. মুক্তিযোদ্ধা ঘ. ইসহাক

১২. 'পিওনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছা করছে।' 'রেইনকোট' গল্পে নুরুল হুদার এ উক্তিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. বিপদ কেটে যাওয়ার আনন্দ খ. সংশয় কেটে যাওয়ার আনন্দ
গ. কৃতজ্ঞতা ঘ. পিওনের প্রতি ভালোবাসা

১৩. 'রেইনকোট' গল্পে 'তোড় দিয়া' শব্দের অর্থ কী?
ক. উড়িয়ে দিয়েছে খ. নষ্ট করে দিয়েছে
গ. দৌড় দিয়েছে ঘ. পালিয়ে দিয়েছে

১৪. 'দোয়া মনে হলো ঠিকই কিন্তু টুপিটা মাথায় দিতে ভুলে গেল।' 'রেইনকোট' গল্পে এখানে কার কথা বলা হয়েছে?
ক. নুরুল হুদা খ. ইসহাক মিয়া
গ. ড. আফাজ আহমদ ঘ. আকবর সাজিদ

১৫. 'এই কয়েক মাসে কত সুরাই সে মুখস্থ করেছে।' এখানে 'সে' দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক. প্রিন্সিপালকে খ. নুরুল হুদাকে
গ. ইসহাক ঘ. আবদুস সাত্তার মৃধা

১৬. 'মিরপুরের বিল দিয়া দুই নৌকা বোঝাই কইরা আইছিল।' 'রেইনকোট' গল্পে উক্তিটি কার?
ক. পিওনের খ. দোকানদারের গ. বাস চালকের ঘ. বাস হেল্পারের

১৭. মানবজীবনের কোন বিষয়টি উন্মোচনে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গভীর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন?
ক. আধুনিকায়নে খ. কাব্য রচনায়
গ. উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ ঘ. মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে

১৮. দোকানদার কোন জেলার অর্ধেকের বেশি স্বাধীন হওয়ার কথা বলে?
ক. ঢাকা-মানিকগঞ্জ খ. রংপুর-দিনাজপুর
গ. রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঘ. রংপুর-নাটোর

১৯. নুরুল হুদা গ্রেফতারের পর কার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন?
ক. প্রিন্সিপালের খ. মিন্টুর
গ. আকবর সাজিদের ঘ. ইসহাক মিয়ার

২০. 'রেইনকোট' গল্পে 'গ্যাড' শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. পাকিস্তানি দল খ. মুক্তিযোদ্ধার দল
গ. গেরিলা দল ঘ. দুর্বৃত্ত দল

২১. মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকায় কোন আক্রমণ শুরু করেছিল?
ক. আর্টিলারি খ. গেরিলা গ. চোরাগোপ্তা ঘ. সম্মুখ

২২. স্টেনগানওয়ালা ছোকরা বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
ক. কুলিদের খ. ছদ্মবেশীদের
গ. বাসের হেল্পারদের ঘ. মুক্তিযোদ্ধাদের

২৩. 'রেইনকোট' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের কোন সময়কালকে নিয়ে রচিত?
ক. প্রস্তুতি পর্যায় খ. প্রথম পর্যায় গ. মধ্যম পর্যায় ঘ. শেষ পর্যায়

২৪. আসাদ গেট বাসস্টপেজ থেকে উঠে নেমে যাওয়া প্রথম তিনজনকে কথক কী হিসেবে শনাক্ত করেন?
ক. ছ্যাঁচড়া চোর খ. পকেটমার গ. পাকিস্তানি ঘ. রাজাকার

২৫. বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার ধ্বংস হওয়ার জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কাদেরকে তলব করেছিল?
ক. ঢাকা কলেজের শিক্ষকদের খ. সিটি কলেজের শিক্ষকদের
গ. ইডেন কলেজের শিক্ষকদের ঘ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের

২৬. নুরুল হুদার মধ্যে উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেমিক একাত্মবোধ কীভাবে সঞ্চারিত হয়?
ক. যুদ্ধ প্রশিক্ষণ নিয়ে খ. সেমিনারের মাধ্যমে
গ. রেইনকোটটি পরে ঘ. শ্যালককে দেখে

২৭. 'অন্তত তিন দিন ফুটফাট বন্ধ।' এখানে কী বন্ধের কথা বলা হয়েছে?
ক. গোলাগুলি খ. বৃষ্টির শব্দ গ. গাড়ির শব্দ ঘ. মেঘের গর্জন

২৮. 'বর্ষাকালেই তো জুৎ' এখানে কোন 'জুৎ'-এর কথা বলা হয়েছে?
ক. জুতসই খ. ঘুমানোর
গ. হানাদারদের পর্যুদস্ত করার ঘ. যাতায়াতের

২৯. 'আহা'! বৃষ্টির ঝমঝম বোল।' বাক্যটিতে 'ঝমঝম" কোন পদ?
ক. বিশেষণ খ. সর্বনাম গ. অব্যয় ঘ. ক্রিয়া

৩০. 'রেইনকোট' গল্পে 'রেইনকোটটি' কোন তাৎপর্য বহন করে?
ক. অন্তর্নিহিত খ. পোশাক গ. গূঢ় ঘ. প্রতীকী

৩১. 'বর্ষাকালই তো জুৎ।' উক্তিটি কার?
ক. একটি কুলির খ. নুরুল হুদার
গ. স্টাফরুমের কলিগের ঘ. মিন্টুর

৩২. কলেজের জন্য কেনা আলমারিগুলো কোন গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয়?
ক. ট্রাক খ. পিকআপ
গ. ঠেলাগাড়ি ঘ. বাস

৩৩. জাঁদরেল মিলিটারি পাণ্ডাকে দেখে প্রিন্সিপ্যালের কালো মুখটা কেমন হয়?
ক. লাল খ. নীল গ. বেগুনি ঘ. ফ্যাকাশে

৩৪. কোন নামাজটা নুরুল হুদা নিয়মিত পড়ে?
ক. ফজর খ. জোহর গ. এশা ঘ. জুমা

৩৫. 'রেইনকোট' গল্পে অফিসের জন্য কয়টি আলমারি কেনা হয়েছিল?
ক. ৬টি খ. ৪টি গ. ৩টি ঘ. ২টি

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.গ	৩৪.ঘ	৩৩.গ	৩২.গ	৩১.ক	৩০.ঘ	২৯.গ	২৮.গ	২৭.ক
২৬.গ	২৫.ক	২৪.ঘ	২৩.ঘ	২২.ঘ	২১.খ	২০.খ	১৯.গ	১৮.খ
১৭.ঘ	১৬.খ	১৫.খ	১৪.ক	১৩.ক	১২.ক	১১.ক	১০.ঘ	০৯.ঘ
০৮.ক	০৭.গ	০৬.গ	০৫.ক	০৪.গ	০৩.ক	০২.ঘ	০১.গ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

মহাজাগতিক কিউরেটর

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারা বেশ সন্তুষ্ট হলো। প্রথম প্রাণীটি বলল, 'এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে।'

'হ্যাঁ।'

'বেশ পরিণত প্রাণ। অনেক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রজাতি। একেবারে ক্ষুদ্র এককোষী থেকে শুরু করে লক্ষ-কোটি কোষের প্রাণী।'

দ্বিতীয় প্রাণীটি আরও একটু খুঁটিয়ে দেখে বলল, 'না। আসলে এটি জটিল প্রাণ নয়। খুব সহজ এবং সাধারণ।'

'কেন? সাধারণ কেন বলছ? তাকিয়ে দেখ কত ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণ। শুরু হয়েছে ভাইরাস থেকে, প্রকৃতপক্ষে ভাইরাস আলাদাভাবে প্রাণহীন বলা যায়। অন্য কোনো প্রাণীর সংস্পর্শে এলেই তার মাঝে জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। তারপর রয়েছে এককোষী প্রাণ, পরজীবী ব্যাকটেরিয়া। তারপর আছে গাছপালা, এক জায়গায় স্থির। আলোকসংশ্লেষণ দিয়ে নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে নিচ্ছে। পদ্ধতিটা বেশ চমৎকার। গাছপালা ছাড়াও আছে কীটপতঙ্গ। তাকিয়ে দেখ কত রকম কীটপতঙ্গ। পানিতেও নানা ধরনের প্রাণী আছে, তাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি ভিন্ন। ডাঙাতেও নানা ধরনের প্রাণী, কিছু কিছু শীতল রক্তের কিছু কিছু উষ্ণ রক্তের। উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটির ভিতরে আবার অত্যন্ত নিম্নশ্রেণির বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।'

'কিন্তু সব আসলে বাহ্যিক। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাঝে আসলে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।'

প্রথম প্রাণীটি বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন এই পার্থক্যকে বাহ্যিক বলছ।'

'তুমি আরেকটু খুঁটিয়ে দেখ। এই ভিন্ন প্রজাতি কী দিয়ে তৈরি হয়েছে দেখ।'

প্রথম প্রাণীটি একটু খুঁটিয়ে দেখে বিস্ময়সূচক শব্দ করে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। এই প্রাণীগুলো সব একইভাবে তৈরি হয়েছে। সব প্রাণীর জন্য মূল গঠনটি হচ্ছে ডিএনএ দিয়ে, সব প্রাণীর ডিএনএ একই রকম, সবগুলো একই বেস পেয়ার দিয়ে তৈরি। সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে জটিল প্রাণীটির একই রকম গঠন। প্রাণীটির বিকাশের নীলনকশা এই ডিএনএ দিয়ে তৈরি করে রাখা আছে। কোনো প্রাণীর নীলনকশা সহজ, কোনো প্রাণীর নীলনকশা জটিল- এটুকুই হচ্ছে পার্থক্য।'

'হ্যাঁ'। দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, 'আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীগুলোকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি-কাজটি সহজ নয়। এই গ্রহ থেকেও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীটি খুঁজে বের করতে হবে-যেহেতু সবগুলো প্রাণীর গঠন একই রকম, কাজটি আরও কঠিন হয়ে গেল।'

'সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।'

'হ্যাঁ'।

'এই ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া বেশি ছোট, এর গঠন এত সহজ এর মাঝে কোনো বৈচিত্র্য নেই।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আবার এই হাতি বা নীল তিমি নিয়েও কাজ নেই, এদের আকার বেশি বড়। সংরক্ষণ করা কঠিন হবে।

'গাছপালা নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। এরা এক জায়গায় স্থির থাকে। যেখানে গতিশীল প্রাণী আছে সেখানে স্থির প্রাণ নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।'

এই প্রাণীটি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? এটাকে বলে সাপ।'

'সাপটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু এটা সরীসৃপ। সরীসৃপের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয়, ঠাণ্ডার মাঝে এরা কেমন যেন স্থবির হয়ে পড়ে। প্রাণিজগতে সরীসৃপ একটু পিছিয়ে পড়া প্রাণী।

'ঠিকই বলেছ। তা হলে সরীসৃপ নিয়ে কাজ নেই।'

প্রথম প্রাণীটি বলল, 'আমার এই প্রাণীটি খুব পছন্দ হয়েছে। এটাকে বলে পাখি। কী চমৎকার! আকাশে উড়তে পারে!

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, 'হ্যা, আমারও এটি পছন্দ হয়েছে। আমরা এই প্রাণীটিকে নিতে পারি। তবে, তবে কী?'

'এদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত নই। আমাদের কি এমন কোনো প্রাণী নেওয়া উচিত নয় যারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, যারা কোনো ধরনের সভ্যতা গড়ে তুলেছে?'

'ঠিকই বলেছ। তা হলে আমাদের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একবার দেখা উচিত।'

'এই দেখ একটা স্তন্যপায়ী প্রাণী। কী সুন্দর হলুদের মাঝে কালো ডোরাকাটা! এর নাম বাঘ।'

'হ্যাঁ প্রাণীটি চমৎকার। কিন্তু এটি একা একা থাকতে পছন্দ করে। একটা সামাজিক প্রাণী নিতে পারি না?'

'কুকুরকে নিলে কেমন হয়? এরা একসাথে থাকে। দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়।'

প্রথম প্রাণীটি বলল, এই প্রাণীটিকে মানুষ পোষ মানিয়ে রেখেছে, প্রাণীটা নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছে।'

'ঠিকই বলেছ, গৃহপালিত প্রাণীগুলোর মাঝে স্বকীয়তা লোপ পেয়ে যাচ্ছে। একটা খাঁটি প্রাণী নেওয়া প্রয়োজন। হরিণ নিলে কেমন হয়?

'তৃণভোজী প্রাণী। তার অর্থ জান?

'কী?'

'এদের দীর্ঘ সময় খেতে হয়। বেশির ভাগ সময় এটা ঘাস লতাপাতা খেয়ে কাটায়।'

'ঠিকই বলেছ। আমরা দেখছি কোনো প্রাণীই পছন্দ করতে পারছি না।'

'আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে।'

'কী?

'এই গ্রহটিতে যে প্রাণীটি সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেই প্রাণীটি নিলে কেমন হয়?'

'কোন প্রাণীর কথা বলছ?'

'মানুষ।'

'মানুষ?'

হ্যাঁ। দেখ এদের একটা সামাজিক ব্যবস্থা আছে। সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে। এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী।'

'ঠিকই বলেছ।'

'এই দেখ এরা শহর-বন্দর-নগর তৈরি করেছে। কত বিশাল বিশাল নগর তৈরি করেছে।'

'শুধু তাই না, দেখ এরা চাষাবাদ করছে। পশুপালন করছে।'

'যখন কোনো সমস্যা হয় তখন এরা দলবদ্ধভাবে সেটা সমাধান করার চেষ্টা করে।'

'নিজেদের সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য এদের কত আত্মত্যাগ রয়েছে দেখেছ?

কিন্তু আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে-

'কী?

'তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর মানুষ এই গ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রাণী?

'তুমি কেন এটা জিজ্ঞেস করছ?

'এই পৃথিবীর দিকে তাকাও। দেখেছ বাতাসে কত দূষিত পদার্থ? কত তেজস্ক্রিয় পদার্থ? বাতাসের ওজোন স্তর কেমন করে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখেছ? গাছ কেটে কত বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করেছে দেখেছ?'

এর সবই কি মানুষ করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম এরা বুদ্ধিমান প্রাণী।'

'এরা একে অন্যের ওপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে। যুদ্ধ করে একজন আরেকজনকে ধ্বংস করে ফেলছে। প্রকৃতিকে এরা দূষিত করে ফেলেছে।'

'ঠিকই বলেছ।'

প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ বেশ মনোযোগ দিয়ে মানুষকে লক্ষ করল, তারপর প্রথম প্রাণীটি বলল, 'না মানুষকে নেওয়া ঠিক হবে না। এরা মাত্র দুই মিলিয়ন বছর আগে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু এর মাঝেই শুধু যে নিজেদের বিপন্ন করেছে তাই নয়, পুরো গ্রহটিকে ধ্বংস করে ফেলার অবস্থা করে ফেলেছে।

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, মহাজাগতিক কাউন্সিল আমাদের কিউরেটরের দায়িত্ব দিয়েছে। আমাদের খুব চিন্তা-ভাবনা করে প্রাণীগুলো বেছে নিতে হবে। এই সুন্দর গ্রহ থেকে এ রকম স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী প্রাণী আমরা নিতে পারি না। কিছুতেই নিতে পারি না।' প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে এবং হঠাৎ করে প্রথম প্রাণীটি আনন্দের ধ্বনি দিয়ে ওঠে। দ্বিতীয় প্রাণীটি অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

'আমি একটি প্রাণী খুঁজে পেয়েছি। এরাও সামাজিক প্রাণী। এরাও দল বেঁধে থাকে। এদের মাঝে শ্রমিক আছে সৈনিক আছে। বংশ বিস্তারের জন্য চমৎকার একটা পদ্ধতি আছে। দেখ নিজেদের থাকার জন্য কী চমৎকার বিশাল বাসস্থান তৈরি করেছে!'

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, ঠিকই বলেছ। দেখ এরাও মানুষের মতো চাষাবাদ করতে পারে। মানুষ যেরকম নিজেদের সুবিধার জন্য পশুপালন করতে পারে এদেরও ঠিক সেরকম ব্যবস্থা রয়েছে।'

'কী সুশৃঙ্খল প্রাণী দেখেছ?'

'শুধু সুশৃঙ্খল নয়, এরা অসম্ভব পরিশ্রমী, গায়ে প্রচণ্ড জোর, নিজের শরীর থেকে দশগুণ বেশি জিনিস অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ। কোনো ঝগড়াবিবাদ নেই। কে কোন কাজ করবে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে। কোনো রকম অভিযোগ নেই, যে যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।'

'অত্যন্ত সুবিবেচক। আগে থেকে খাবার জমিয়ে রাখছে। আর বিপদে কখনো দিশেহারা হয় না। অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে।'

'মানুষের বয়স মাত্র দুই মিলিয়ন বছর, সেই তুলনায় এরা সেই ডাইনোসরের যুগ থেকে বেঁচে আছে।'

'প্রকৃতির এতটুকু ক্ষতি করেনি। আমি নিশ্চিত মানুষ নিজেদের ধ্বংস করে ফেলার পরও এরা বেঁচে থাকবে। পৃথিবী এক সময় এরাই নিয়ন্ত্রণ করবে।'

'ঠিকই বলেছ। তা হলে আমরা এই প্রাণীটাই নিয়ে যাই?'

'হ্যাঁ। পৃথিবীর এই চমৎকার প্রাণীটা নেওয়াই সবচেয়ে সুবিবেচনার কাজ হবে।'

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

দুজন মহাজাগতিক কিউরেটর সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি থেকে কয়েকটি পিঁপড়া তুলে নিয়ে গ্যালাক্সির অন্য গ্রহ-নক্ষত্রে রওনা দেয়, দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সংগ্রহ করছে।

শব্দার্থ ও টীকা

মহাজাগতিক	মহাজগৎ সম্বন্ধীয়।
কিউরেটর	জাদুঘর রক্ষক। জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক তথা পরিচালক।
প্রজাতি	প্রাণীর বংশগত শ্রেণি।
এককোষী	একটিমাত্র কোষবিশিষ্ট প্রাণী।
সরীসৃপ	বুকে ভর দিয়ে চলে এমন প্রাণী।
তেজস্ক্রিয় পদার্থ	যা থেকে এমন রশ্মির বিকিরণ ঘটে যা অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়ে দেখা যায়।
ওজোন স্তর	বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ওজোন গ্যাসে পূর্ণ স্তর বিশেষ, যা আমাদের সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে।
নিউক্লিয়ার বোমা	পারমাণবিক বোমা।
ডাইনোসর	বর্তমানে লুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক কালের বৃহদাকার প্রাণী।
গ্যালাক্সি	ছায়াপথ।

লেখক পরিচিতি

নাম	মুহম্মদ জাফর ইকবাল
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ, সিলেট শহর। পৈতৃক নিবাস : নেত্রকোনা জেলা। পিতা : শহিদ ফয়জুর রহমান আহমেদ। মাতা : আয়েশা আখতার খাতুন।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : এসএসসি (১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ), জিলা স্কুল, বগুড়া। উচ্চ মাধ্যমিক : এইচএসসি (১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ), ঢাকা কলেজ। উচ্চতর শিক্ষা : স্নাতক সম্মান (পদার্থবিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ)। স্নাতকোত্তর (তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ)। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।
কর্মজীবন/পেশা	রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র; অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০০৪ খ্রিস্টাব্দ)।

সাহিত্যকর্ম

গল্পগ্রন্থ	একজন দুর্বল মানুষ (১৯৯২), ক্যাম্প, ছেলেমানুষী (১৯৯৩), নুরুল ও তার নোটবই (১৯৯৬), মধ্যরাত্রিতে তিন দুর্ভাগা তরুণ।
উপন্যাস	আকাশ বাড়িয়ে দাও (১৯৮৭), বিবর্ণ তুষার (১৯৯৩), দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় প্রহর (১৯৯৪), কাচসমুদ্র (১৯৯৯), সবুজ ভেলভেট (২০০৩), ক্যাম্প (২০০৪), মহব্বত আলীর একদিন (২০০৬)।
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ	কপোট্রনিক সুখ দুঃখ (১৯৭৬), মহাকাশে মহাত্রাস (১৯৭৭), ক্রুগো (১৯৮৮), ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম (১৯৮৮), টুকুনজিল (১৯৯৩), নিঃসঙ্গ গ্রহচারী (১৯৯৪), ক্রোমিয়াম অরণ্য (১৯৯৫), নয় নয় শূন্য তিন (১৯৯৬), সুহানের স্বপ্ন (২০০৪), অবনীল (২০০৪), অক্টোপাসের চোখ (২০০৯), ইকারাস (২০০৯), রবোনিশি (২০১০), প্রডিজি (২০১১), কেপলার টুটুবি (২০১২), ব্ল্যাক হোলের বাচ্চা (২০১৩)।
শিশুতোষ	বুগাবুগা (২০০১), সাগরের যত খেলনা (২০০২), রতন, ঘাস ফড়িং (২০০৮), হাকাহাকি ডাকাডাকি, ভূতের বাচ্চা কটকটি।
কিশোর সাহিত্য	হাতকাটা রবিন (১৯৭৬), দীপু নাম্বার টু (উপন্যাস ১৯৮৪) চলচ্চিত্রে রূপ (১৯৯৬), দুষ্টু ছেলের দল (১৯৮৬), আমার বন্ধু রাশেদ (১৯৯৪), চলচ্চিত্র রূপ (২০১১), বুবুনের বাবা (১৯৯৮), মেকু কাহিনী (২০০০), কাজলের দিনরাত্রি (২০০২), দস্যি কজন-(২০০৪), আমি তপু (২০০৫), লিটু বৃত্তান্ত (২০০৬), মেয়েটির নাম নারীনা (২০০৯), রাশা (২০১০), আঁখি এবং আমরা কজন (২০১১), দলের নাম ব্ল্যাক ড্রাগন (২০১১)।
গল্প	আমড়া ও ক্যাঁব নেবুলা (১৯৯৬), আধুনিক ঈশপের গল্প (১৯৯৬), তিন্নি ও বন্যা (১৯৯৮)।
ভ্রমণ	আমেরিকা (১৯৯৭), তোমাদের প্রশ্ন আমার উত্তর (২০০৪), রঙিন চশমা (২০০৭), আরো প্রশ্ন আরো উত্তর (২০১২)।
বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ক	দেখা আলো না দেখা রূপ (১৯৮৬), বিজ্ঞানের একশ মজার খেলা (১৯৯৪), নিউরণে অনুরণন (২০০২), নিউরণে আবারো অনুরণন।
কলাম ও সংকলন	দেশের বাইরে দেশ (১৯৯৩), সাদাসিধে কথা (১৯৯৫), হিমঘরে ঘুম ও অন্যান্য (২০০০), দুঃস্বপ্নের রাত এবং দুর্ভাবনার দিন (২০০৩), এক টুকরো লাল সবুজ কাপড় (২০১১), বদন খানি মলিন হলে (২০১২)।
ভৌতিক সাহিত্য	প্রেত (১৯৮৩), পিশাচিনী (১৯৯২), নিশিকন্যা (২০০৩), ছায়ালীন (২০০৬), দানব (২০০৯)।
টিভি নাটক ও রেডিও নাটক	গেস্ট হাউস, ঘাস ফড়িঙের স্বপ্ন, শান্তা পরিবার, একটি সুন্দর সকাল, লিরিক। রেডিও নাটক : শুকনো ফুল রঙ্গিন ফুল (২০১১, সহায়তায় ইউনিসেফ)।
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক	মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস (২০০৯), ছোটদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস (২০০৯)।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সায়েন্স ফিকশনের একচ্ছত্র সম্রাট কে?– জাফর ইকবাল।
- 'দীপু নাম্বার টু' কী ধরনের উপন্যাস?– কিশোর উপন্যাস।
- দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করে কর্মরত আছেন– শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে।
- তাঁর সাহিত্যিক মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য– মাতৃভূমি, মানুষ ও ধরিত্রীর প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা।
- ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম, টুকুনজিল, ক্রোমিয়াম অরণ্য, অবনীল, মহাকাশে মহাত্রাস কোন ধরনের রচনা?– সায়েন্স ফিকশনধর্মী।
- একই সঙ্গে লেখক, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী এবং স্বপ্নচারী মানুষ– মুহম্মদ জাফর ইকবাল।
- তার সাহিত্যে সম্মিলন ঘটেছে- বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতা ও মানবীয় কল্পনা।
- বিজ্ঞানমুখী তরুণ প্রজন্মের আইডল কে?– মুহম্মদ জাফর ইকবাল।
- 'নিঃসঙ্গ গ্রহচারী' মুহম্মদ জাফর ইকবাল রচিত– সায়েন্স ফিকশন।
- মুহম্মদ জাফর ইকবাল কত খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন?– ২০০৪।

'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্প সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস :** 'জলজ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটি মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' তৃতীয় খণ্ড (২০০২) থেকে গৃহীত হয়েছে। 'মহাজাগতিক কিউরেটর' বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি হলেও এতে দেশকালের প্রভাবপুষ্ট মানবকল্যাণকর্মী লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে।
- **প্রথম লাইন–** সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারা বেশ সন্তুষ্ট হলো। প্রথম প্রাণীটি বলল, 'এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে'।
- **শেষ লাইন–** দুজন মহাজাগতিক কিউরেটর সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি থেকে কয়েকটি পিঁপড়া তুলে নিয়ে গ্যালাক্সির জন্য গ্রহ-নক্ষত্রের রওনা দেয়, দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সংগ্রহ করছে।
- **ভাষারীতি :** চলিতরীতি

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- দ্বিতীয় প্রাণীটি আরও একটু খুঁটিয়ে দেখে বলল, 'না। আসলে এটি জটিল প্রাণ নয়। খুব সহজ এবং সাধারণ'।
- সব প্রাণীর জন্য মূল গঠনটি হচ্ছে ডিএনএ দিয়ে, সব প্রাণীর ডিএনএ একই রকম, সবগুলো একই বেস পেয়ার দিয়ে তৈরি।
- আবার এই হাতি বা নীল তিমি নিয়েও কাজ নেই, এদের আকার বেশি বড়।
- সাপটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু এটা সরীসৃপ।
- সরীসৃপের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয়, ঠাণ্ডার মাঝে এরা কেমন যেন স্থবির হয়ে পড়ে।
- কী সুন্দর হলুদের মাঝে কালো ডোরাকাটা! এর নাম বাঘ।
- কিন্তু এটি একা একা থাকতে পছন্দ করে। একটা সামাজিক প্রাণী নিতে পারি না?
- একটা খাঁটি প্রাণী নেওয়া প্রয়োজন। হরিণ নিলে কেমন হয়?
- এই গ্রহটিতে যে প্রাণীটি সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেই প্রাণীটি নিলে কেমন হয়?
- এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী।
- এই দেখ এরা শহর-বন্দর-নগর তৈরি করেছে। কত বিশাল বিশাল নগর তৈরি করেছে।
- যখন কোনো সমস্যা হয় তখন এরা দলবদ্ধভাবে সেটা সমাধান করার চেষ্টা করে। নিজেদের সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য এদের কত আত্মত্যাগ রয়েছে দেখেছ?
- এরা একে অন্যের ওপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে। যুদ্ধ করে একজন আরেকজনকে ধ্বংস করে ফেলছে। প্রকৃতিকে এরা দূষিত করে ফেলেছে।
- প্রথম প্রাণীটি বলল, 'না মানুষকে নেওয়া ঠিক হবে না।'
- এরা মাত্র দুই মিলিয়ন বছর আগে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু এর মাঝেই শুধু যে নিজেদের বিপন্ন করেছে তাই নয়, পুরো গ্রহটিকে ধ্বংস করে ফেলার অবস্থা করে ফেলেছে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOL

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- ➲ হঠাৎ করে প্রথম প্রাণীটি আনন্দের ধ্বনি দিয়ে ওঠে। দ্বিতীয় প্রাণীটি অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'
- ➲ বংশ বিস্তারের জন্য চমৎকার একটা পদ্ধতি আছে।
- ➲ দেখ এরাও মানুষের মতো চাষাবাদ করতে পারে।
- ➲ 'শুধু সুশৃঙ্খল নয়, এরা অসম্ভব পরিশ্রমী, গায়ে প্রচণ্ড জোর, নিজের শরীর থেকে দশগুণ বেশি জিনিস অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে।'
- ➲ অত্যন্ত সুবিবেচক। আগে থেকে খাবার জমিয়ে রাখছে। আর বিপদে কখনো দিশেহারা হয় না।
- ➲ অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে।
- ➲ পৃথিবীর এই চমৎকার প্রাণীটা নেওয়াই সবচেয়ে সুবিবেচনার কাজ হবে।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র: জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ককে কী বলা হয়? – **কিউরেটর**।

প্র: 'পৃথিবী' গ্রহটি খুটিয়ে দেখে তারা কী হলো?– **সন্তুষ্ট**।

প্র: ব্যাকটেরিয়া কোন ধরনের প্রাণী?– **এককোষী প্রাণী**।

প্র: ব্যাকটেরিয়া কী?– **পরজীবী প্রাণী**।

প্র: 'সব পার্থক্য আসলে বাহ্যিক।' এই মতটি কার?– **দ্বিতীয় প্রাণীটির**।

প্র: প্রাণী দুটির কাজ কী?– **বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব গ্রহ-নক্ষত্র থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী খুঁজে বের করা**।

প্র: তারা গাছপালা কেন নিতে চায় না?– **এরা এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে**।

প্র: সাপ কেমন?– **কৌতূহলোদ্দীপক**।

প্র: প্রাণী জগতে কারা পিছিয়ে পড়া প্রাণী?– **সরীসৃপ**।

প্র: কোন প্রাণী পাখি পছন্দ করেছে?– **প্রথম প্রাণী**।

প্র: হলুদের মধ্যে কালো ডোরাকাটা প্রাণী কোনটি?– **বাঘ**।

প্র: কারা একে অন্যের উপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলেছে?– **মানুষ**।

প্র: মহাজাগতিক কাউন্সিল কাদের দায়িত্ব দিয়েছে?– **দুটি প্রাণীকে**।

প্র: পৃথিবীতে রয়েছে– **এককোষী থেকে লক্ষ কোটি কোষী প্রাণী**।

প্র: 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষের বয়স কত বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে?– **দুই মিলিয়ন**।

প্র: 'ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া বেশি ছোট।'- এদের মাঝে কী নেই– **বৈচিত্র্য**।

প্র: 'আমি নিশ্চিত মানুষ নিজেদের ধ্বংস করে ফেলার পরও এরা বেঁচে থাকবে'- উক্তিটি কার?– **দ্বিতীয় কিউরেটরের**।

প্র: কিউরেটরদের বর্ণনায় পৃথিবীর কোন প্রাণীর পেশাগত বৈচিত্র্যের ধারণা পাওয়া যায়?– **মানুষ**।

প্র: মানুষ নির্বিচারে গাছ কেটে ধ্বংস করছে– **প্রকৃতির ভারসাম্য**।

প্র: সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহের প্রাণ সহজ এবং সাধারণ কেন?– **সকল প্রজাতির গঠন একই**।

প্র: পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম প্রাণী হিসেবে কোন নামটি সমর্থনযোগ্য?– **ডাইনোসর**।

প্র: 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটির মাধ্যমে লেখক কী বুঝতে চেয়েছেন?– **পরিবেশ বিপর্যয়**।

প্র: প্রকৃতপক্ষে কাকে আলাদাভাবে প্রাণহীন বলা যায়?– **ভাইরাসকে**।

প্র: সালোক সংশ্লেষণ হলো– **বৃক্ষের খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালি**।

প্র: কাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি ভিন্ন?– **পানিতে বাসকারী প্রাণীদের**।

প্র: কোথাও কোথাও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে কারা?– **মানুষ**।

প্র: পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে কোনটি নেই?– **মৌলিক পার্থক্য**।

প্র: বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য হলো– **অবয়বগত পার্থক্য**।

প্র: পৃথিবীর সব প্রাণীর প্রাণের মূল হলো– **DNA**।

প্র: ডাইনোসরের যুগ থেকে বেঁচে আছে কোন প্রাণী– **পিঁপড়া**।

প্র: পরজীবী বলতে বোঝায়– **অন্য জীবের ভেতরে থাকে**।

প্র: মহাজাগতিক বলতে বোঝায়– **মহাজগৎ সম্বন্ধীয়**।

প্র: 'বিপদে দিশেহারা হয় না, অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দেয়'– এই বৈশিষ্ট্যগুলো পৃথিবীতে কাদের বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনীয়?– **পিঁপড়ার**।

প্র: 'মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী নয়' কথাটি কোন যুক্তিতে বলা হয়েছে?– **এরা একে অন্যের উপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলেছে ও প্রকৃতিকে দূষিত করেছে**।

প্র: পিঁপড়াকে কিউরেটররা কেন নির্বাচন করল?– **সুশৃঙ্খল, পরিশ্রমী ও সুবিবেচক বলে**।

প্র: মহাজাগতিক কিউরেটরদের পৃথিবীতে আসার কারণ– **শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ**।

প্র: 'মহাজাগতিক কিউরেটরে' প্রতিফলন ঘটেছে লেখকের– **দেশকালের প্রভাবে পুষ্ট মানব কল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গি**।

প্র: 'গৃহপালিত প্রাণী হওয়ায় গরুর স্বাধীন সত্তা নেই।' এখানে 'গরুর' সাথে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের কার মিল রয়েছে?– **কুকুর**।

প্র: ম্যামথ হলো লুপ্ত হওয়া বৃহদাকার অতিকায় হাতি। এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রাণী– **নীল তিমি**।

প্র: কাদের সংরক্ষণ করা অনেক কঠিন হবে?– **হাতি বা নীল তিমি**।

প্র: 'যেখানে গতিশীল প্রাণী আছে সেখানে স্থির প্রাণী নেওয়ার অর্থ হয় না'– এখানে **স্থির প্রাণী বলতে বোঝানো হয়েছে- বৃক্ষ**।

প্র: কুকুর প্রাণীটির নমুনা সংগ্রহ না করার প্রধান কারণ– **এরা স্বকীয়তা হারিয়েছে**।

প্র: হরিণ বেশিরভাগ সময় কাটায় কী খেয়ে?– **ঘাস লতাপাতা খেয়ে**।

প্র: অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ আলাদা– **বুদ্ধি বিবেচনায়**।

প্র: মানুষ নগর তৈরি করেছে– **সভ্যতার বিকাশের জন্য**।

প্র: পিঁপড়া নিজের শরীরের কত গুণ বেশি ওজন বহন করতে পারে?– **দশ**।

প্র: 'ঐ ফুল ফোটে বনে যাই মধু আহরণে দাঁড়াবার সময় তো নাই' কথাটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– **পিঁপড়া**।

প্র: নিউক্লিয়ার বোমা হচ্ছে– **পারমাণবিক বোমা**।

প্র: গল্পটির কাহিনি এগিয়েছে– **নাট্যগুণ সমৃদ্ধ সংলাপের মধ্য দিয়ে**।

প্র: কিউরেটরগণ শঙ্কিত– **মানুষের বুদ্ধিহীনতার কারণে**।

প্র: গল্পটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে– **তীব্র শ্লেষ ও পরিহাসের মিশ্রণ**।

প্র: পিঁপড়া এক সময় পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে, কারণ– **তারা সুশৃঙ্খল**।

প্র: 'ওজোন স্তর' আমাদের রক্ষা করে– **সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি থেকে**।

প্র: 'এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী'– কার উক্তি?– **দ্বিতীয় কিউরেটরের**।

প্র: 'মহাজাগতিক কিউরেটর' রচনায় মানুষের চেয়ে পিঁপড়াকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ কী?– **সুবিবেচক হওয়ায়**।

প্র: পিঁপড়াদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ নেই কেন?– **সামাজিক ও একতাবদ্ধ বলে**।

প্র: মুহম্মদ জাফর ইকবালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি?– **আমি তপু**।

প্র: 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে কয়টি প্রাণীর কথা উল্লেখ আছে?– **১২টি। ভাইরাস, সাপ, ব্যাকটেরিয়া, হাতি, নীল তিমি, বাঘ, কুকুর, হরিণ, ডাইনোসর, পিঁপড়া, পাখি, মানুষ**।

প্র: 'আমরা দেখছি কোনো প্রাণীই পছন্দ করতে পারছি না।' উক্তিটি কার? –**দ্বিতীয় কিউরেটরের**।

প্র: 'তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর মানুষ এই গ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রাণী?'– বাক্যটি কি প্রকাশ পেয়েছে?– **সন্দেহ**।

প্র: কিউরেটরদ্বয় বাঘের পর কোন প্রাণী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়?– **কুকুর**।

প্র: 'আমি একটি প্রাণী খুঁজে পেয়েছি' –উক্তিটি কার?– **প্রথম কিউরেটরের**।

প্র: 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে কিসের প্রতিফলন ঘটেছে?– **লেখকের জীবনদৃষ্টির**।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী।' বাক্যটি যে রচনা থেকে উদ্ধৃত– [খ ১৭-১৮]
ক. চাষার দুক্ষু খ. আমার পথ গ. মহাজাগতিক কিউরেটর ঘ. জীবন ও বৃক্ষ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০২. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষের বয়স কত বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে? [E ১৭-১৮; বেরোবি B ১৬-১৭; AL ১৭-১৮; জাককানইবি]
ক. দুই মিলিয়ন খ. এক মিলিয়ন গ. চার মিলিয়ন ঘ. তিন মিলিয়ন

০৩. 'এখানে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে' উক্তিটি কার? [E ১৬-১৭]
ক. প্রথম কিউরেটর খ. দ্বিতীয় কিউরেটরের গ. তৃতীয় কিউরেটরের ঘ. গল্প লেখকের

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০৪. মহাজাগতিক কিউরেটর পৃথিবী থেকে শেষে কি তুলে নেয়? [A ১৭-১৮]
ক. ডাইনোসর খ. পিঁপড়া গ. পাখি ঘ. মানুষ

০৫. 'কী আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম এরা বুদ্ধিমান প্রাণী।' -মহাজাগতিক কিউরেটর গল্পে উক্তিটি কাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে? [C ১৬-১৭]
ক. মানুষ খ. বানর গ. রোবট ঘ. এলিয়েন

০৬. প্রথম কিউরেটর পৃথিবীতে কিসের বিকাশ ঘটছে বলে জানালো? [B ১৬-১৭]
ক. মানুষের খ. সভ্যতার গ. প্রাণের ঘ. জীবজগতের

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০৭. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? [H ১৭-১৮; বেরোবি A ১৭-১৮; B ১৬-১৭]
ক. সায়েন্স ফিকশন সমগ্র খ. জলজ গ. La parure ঘ. জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০৮. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটি মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' এর কততম খণ্ড থেকে গৃহীত? [F ১৭-১৮]
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

০৯. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে কোন প্রাণীকে শ্রেষ্ঠ প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে? [D ১৬-১৭]
ক. মানুষ খ. হরিণ গ. হনুমান ঘ. পিঁপড়া

০১.গ	০২.ক	০৩.ক	০৪.খ	০৫.ক	০৬.গ	০৭.খ	০৮.গ	০৯.ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. 'যেখানে গতিশীল প্রাণী আছে সেখানে স্থির প্রাণ নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না' এখানে স্থির বলতে বোঝানো হয়েছে-
ক. জড়বস্তু খ. পাষাণ গ. শৈবাল ঘ. বৃক্ষ

০২. সব প্রাণীর ডিএনএ তৈরি হয় কী দিয়ে ?
ক. একই বেস পেয়ার খ. একই টিস্যু থেকে গ. একই RNA ঘ. একই সেল থেকে

০৩. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি পিঁপড়াকে বলা হয়েছে কেন?
ক. মানবিকতাসম্পন্ন প্রাণী খ. পরিশ্রমী, সুশৃঙ্খল, সামাজিক প্রাণী
গ. সুসভ্য প্রাণী ঘ. বস্তুবাদী ইহজাগতিক প্রাণী

০৪. কোনটি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার নমুনা সংগ্রহ না করার কারণ-
ক. এরা বহুকোষী বলে খ. এদের মাঝে কোনো বৈচিত্র্য নেই
গ. এরা রোগ ছড়ায় ঘ. এরা আকারে অতি বিচিত্র

০৫. প্রথম কিউরেটরের পাখিকে পছন্দ করার কারণ কী?
ক. ওড়ার ক্ষমতা খ. লাফানোর ক্ষমতা গ. সুরেলা কণ্ঠ ঘ. আকারে ছোট

০৬. পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও পাখির নমুনা না নেওয়ার কারণ কী?
ক. পাখিদের বুদ্ধি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা খ. তারা শীতকালে স্থবির হয়ে যায়
গ. তাদের প্রাণে বৈচিত্র্য নেই ঘ. তারা সভ্যতা তৈরি করেনি বলে

০৭. হরিণ কোন প্রজাতির প্রাণী-
ক. তৃণভোজী খ. চালক ও সজাগ গ. স্তন্যপায়ী ঘ. সরীসৃপ

০৮. কিউরেটরদের কুকুর পছন্দ হওয়ার কারণ-
ক. এরা উগ্র খ. এরা দল বেধে ঘুরে বেড়ায়
গ. এদের রক্ত ঠাণ্ডা ঘ. এরা একা একা চলাফেরা করে

০৯. অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ আলাদা কিসের কারণে?
ক. সামাজিকতায় খ. মানবিকতায় গ. বুদ্ধি বিবেচনায় ঘ. শৃঙ্খলায়

১০. বাতাসের কোন স্তর ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে?
ক. ট্রাপোস্ফিয়ার খ. মেসোমন্ডল গ. ওজোন স্তর ঘ. ট্রপোমন্ডল

১১. মানুষ নিজেদের বিপন্ন করেছে কীসের কারণে?
ক. আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে খ. প্রাধান্য বিস্তার করতে
গ. প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে ঘ. ধন উপার্জন করতে

১২. কিউরেটরগণ শঙ্কিত কেন?
ক. মানুষের বুদ্ধিহীনতার কারণে খ. মানুষের অলসতার কারণে
গ. মানুষের বিবেকহীনতার কারণে ঘ. মানুষের কূপমণ্ডূকতার কারণে

১৩. প্রাণীর বিকাশের নীলনকশা কী দিয়ে তৈরি করে রাখা আছে?
ক. DNA খ. RNA গ. কোষ ঘ. সাইটোপ্লাজে

১৪. মুহম্মদ জাফর ইকবালের কিশোর পাঠ্য উপন্যাস কোনটি?
ক. নিঃসঙ্গ গ্রহচারী খ. আমার বন্ধু রাশেদ গ. ফোবিয়ানের যাত্রী ঘ. একজন অতি মানবী

১৫. 'এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী'- কাদের সম্পর্কে একথা বলা হচ্ছে?
ক. পিঁপড়া খ. মানুষ গ. ডাইনোসর ঘ. তিমি

১৬. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' রচনায় কোন বোমার উল্লেখ করা হয়েছে?
ক. সালফার বোমা খ. নিউক্লিয়ার বোমা গ. তেজস্ক্রিয় বোমা ঘ. মিগ বোমা

১৭. মহাজাগতিক কিউরেটর রচনা অনুসারে মানুষের প্রকৃতিকে কী করে ফেলেছে?
ক. সুন্দর খ. ধ্বংস গ. সাজিয়ে ঘ. মনোরম

১৮. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে প্রাণীর বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন কী দ্বারা বোঝানো হয়েছে?
ক. স্থাপত্য খ. সভ্যতা গ. পুরাকীর্তি ঘ. সাহিত্য

১৯. মুহম্মদ জাফর ইকবালের প্রথম রচনা কোনটি?
ক. দীপু নাম্বার টু খ. মহাকাশে মহাত্রাস গ. টুকুনজিল ঘ. কপোট্রনিক সুখ-দুঃখ

২০. 'কিউরেটর' শব্দের অর্থ কী?
ক. বিমানের পরিচালক খ. জাদুঘর রক্ষক
গ. জাহাজের চালক ঘ. লাইব্রেরি রক্ষক

২১. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' রচনা অনুসারে কার মধ্যে তেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই?
ক. সাইটোপ্লাজম খ. নিউক্লিয়াস গ. রাইবোসোম ঘ. ব্যাকটেরিয়া

২২. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে কোথা থেকে প্রাণের শুরু হয়েছে?
ক. ভাইরাস খ. উদ্ভিদ গ. জীবকোষ ঘ. ব্যাকটেরিয়া

২৩. ওজোন স্তর ধ্বংস করছে কোন গ্যাস?
ক. ক্লোরোফ্লোরো কার্বন খ. হাইড্রোজেন গ. কার্বন ডাই অক্সাইড ঘ. নাইট্রোজেন

২৪. DNA-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ হিসেবে প্রযোজ্য নিচের কোনটি?
ক. Dynamic nucleic Acid খ. Detect nucleic Acid
গ. Deoxyribo Nucleic Acid ঘ. Dubble nucleic Acid

২৫. পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে কোনটি নেই?
ক. স্বাভাবিকত্ব খ. সূক্ষ্ম পার্থক্য
গ. মৌলিকত্ব ঘ. মৌলিক পার্থক্য

২৬. সরীসৃপের দেহের তাপমাত্রা কেমন?
ক. নিয়ন্ত্রিত খ. নিয়ন্ত্রিত নয় গ. স্বাভাবিক ঘ. অস্বাভাবিক

২৭. কিউরেটরদের মতে পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার প্রাণী কোনটি?
ক. হনুমান খ. হরিণ গ. পিঁপড়া ঘ. হাতি

২৮. মহাজাগতিক কিউরেটরদের মতে কোন প্রাণীটি একা একা থাকতে পছন্দ করে?
ক. বাঘ খ. হাতি গ. ঘোড়া ঘ. মানুষ

২৯. দুজন কিউরেটরের সংলাপের মধ্য দিয়ে 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পটি কী লাভ করেছে?
ক. নাট্যগুণ খ. হাস্যরস গ. কৌতুক রস ঘ. ট্র্যাজেডি

৩০. কারা জগতে পিছিয়ে পড়া প্রাণী?
ক. স্তন্যপায়ীরা খ. তৃণভোজীরা গ. মাংসভোজীরা ঘ. সরীসৃপরা

৩১. পিঁপড়ারা খাবার জমিয়ে রাখে কেন?
ক. সুবিবেচক বলে খ. পরিশ্রমী বলে গ. শৃঙ্খলা জানে বলে ঘ. শক্তিশালী বলে

৩২. মহাজাগতিক কিউরেটরদের পৃথিবীতে আসার কারণ-
ক. কৃত্রিম অবস্থা যাচাই খ. বিভিন্ন প্রাণীর অবস্থা যাচাই
গ. প্রাণের নমুনা সংগ্রহ ঘ. শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ

৩৩. কী বিষয়ের লেখক হিসেবে মুহম্মদ জাফর ইকবাল ২০০৪ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন?
ক. কল্পকাহিনি খ. বিজ্ঞান গ. প্রবন্ধ ঘ. ভৌতিক কাহিনি

৩৪. কাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি ভিন্ন?
ক. পানিতে বাসকারী প্রাণীদের খ. ডাঙ্গায় বাসকারী প্রাণীদে
গ. এককোষী প্রাণীদের ঘ. কীটপতঙ্গের

৩৫. অত্যন্ত নিম্নশ্রেণির বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে-
ক. উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ীদের খ. শীতল রক্তের কীটপতঙ্গদের
গ. শীতল রক্তের স্তন্যপায়ীদের ঘ. উষ্ণ রক্তের সরীসৃপদের

৩৬. 'কোথাও কোথাও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।' কারা?
ক. মানুষ খ. ডাইনোসর গ. ডলফিন ঘ. রয়েল বেঙ্গল টাইগার

৩৭. মহাজাগতিক কিউরেটরদ্বয় মানুষ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে মানুষ–
ক. আত্মঘাতী খ. সৃষ্টিশীল গ. বুদ্ধিমান ঘ. লড়াকু

৩৮. 'সাপের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয়'– সরীসৃপ প্রাণী সাপের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রাণী কোনটি?
ক. হাতি খ. নীল তিমি গ. পিঁপড়া ঘ. কুমির

৩৯. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে কারা অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখ আছে?
ক. কুকুর খ. পিঁপড়া গ. হরিণ ঘ. মানুষ

৪০. মহাজাগতিক কিউরেটররা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে কী কারণে?
ক. অলস বলে খ. সামাজিক জীব নয় বলে
গ. বর্বর বলে ঘ. পৃথিবীকে ধ্বংস করছে বলে

৪১. ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নেই কেন?
ক. খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া একই রকম বলে খ. আকার-আকৃতি একই
গ. জৈবিক গঠন প্রক্রিয়া একই রকম ঘ. গঠন প্রক্রিয়া খুব সহজ প্রকৃতির বলে

৪২. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' অনুসারে পুরো পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলার অবস্থা করেছে কারা?
ক. সরীসৃপ খ. মানুষ গ. বন্যপ্রাণী ঘ. তৃণভোজী

৪৩. 'আমি নিশ্চিত মানুষ নিজেদের ধ্বংস করে ফেলার পরও এরা বেঁচে থাকবে'- উক্তিটি কাদের উদ্দেশ্যে?
ক. বাঘের খ. তিমির গ. পিঁপড়ার ঘ. সাপের

৪৪. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পে মানুষ কীভাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পেতে পারে?
ক. সমাজবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে খ. পরিশ্রমের মাধ্যমে
গ. আত্মত্যাগের মাধ্যমে ঘ. সুশৃঙ্খলার মাধ্যমে

০১.ঘ	০২.ক	০৩.খ	০৪.খ	০৫.ক	০৬.ক	০৭.ক	০৮.খ	০৯.গ
১০.গ	১১.ক	১২.ক	১৩.ক	১৪.খ	১৫.খ	১৬.খ	১৭.খ	১৮.খ
১৯.ঘ	২০.খ	২১.ঘ	২২.ক	২৩.ক	২৪.গ	২৫.ঘ	২৬.খ	২৭.গ
২৮.ক	২৯.ক	৩০.ঘ	৩১.ক	৩২.ঘ	৩৩.খ	৩৪.ক	৩৫.ক	৩৬.ক
৩৭.ক	৩৮.ঘ	৩৯.খ	৪০.ঘ	৪১.ঘ	৪২.খ	৪৩.গ	৪৪.ঘ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY

SELF TEST

০১. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' গল্পের প্রথম বাক্যে কোন গ্রহের কথা উল্লেখ আছে?
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

০২. কখন ভাইরাসের মধ্যে জীবনের লক্ষণ দেখা যায়?
ক. দীর্ঘদিন সুপ্ত থাকলে খ. অন্য প্রাণীর সংস্পর্শে এলে
গ. প্রতিকূল পরিবেশ পেলে ঘ. পরিপক্ব হলে

০৩. গাছ কিভাবে নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে?
ক. সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খ. প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায়
গ. সাইটোপ্লাজের মাধ্যমে ঘ. অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায়

০৪. শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী কোনটি?
ক. পিঁপড়া খ. টিকটিকি
গ. মানুষ ঘ. বাঘ

০৫. 'সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।' উক্তিটি কার?
ক. লেখকের খ. প্রথম কিউরেটরের
গ. দ্বিতীয় কিউরেটরের ঘ. তৃতীয় কিউরেটরের

০৬. 'এদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত নই।' উক্তিটি কার?
ক. লেখকের খ. প্রথম কিউরেটরের
গ. দ্বিতীয় কিউরেটরের ঘ. তৃতীয় কিউরেটরের

০৭. 'কী সুন্দর হলুদের মাঝে কালো ডোরকাটা!' উদ্ধৃত বাক্যটি দ্বারা কোন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে?
ক. ময়ূর খ. শিয়াল গ. সাপ ঘ. বাঘ

০৮. 'আমরা দেখছি কোনো প্রাণীই পছন্দ করতে পারছি না।' বাক্যটিতে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. ব্যর্থতা খ. হতাশা
গ. অক্ষমতা ঘ. অভাব

০৯. 'এই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাঝে আসলে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।' উক্তিটি কার?
ক. প্রথম কিউরেটরের খ. দ্বিতীয় কিউরেটরের
গ. তৃতীয় কিউরেটরের ঘ. লেখকের

১০. 'মহাজাগতিক কাউন্সিল আমাদের কিউরেটরের দায়িত্ব দিয়েছে।'- উক্তিটি কার?
ক. প্রথম কিউরেটরের খ. দ্বিতীয় কিউরেটরের
গ. তৃতীয় কিউরেটরের ঘ. চতুর্থ কিউরেটরের

১১. আনন্দের ধ্বনি দিয়ে উঠে কে?
ক. প্রথম কিউরেটর খ. দ্বিতীয় কিউরেটর
গ. মানুষ ঘ. শ্রমিক ও সৈনিকরা

১২. 'আমি একটি প্রাণী খুঁজে পেয়েছি।' এখানে কোন প্রাণী খুঁজে পাওয়ার কথা বলা হয়েছে?
ক. বাঘ ই.মানুষ গ. পিঁপড়া ঘ. সাপ

১৩. 'হ্যাঁ। পৃথিবীর এই চমৎকার প্রাণীটা নেওয়াই সবচেয়ে সুবিবেচনার কাজ হবে।' এখানে 'চমৎকার প্রাণী' বলতে কোন প্রাণীকে বোঝানো হয়েছে?
ক. মানুষ খ. পিঁপড়া
গ. সাপ ঘ. হরিণ

১৪. 'মহাজাতিক কিউরেটর' কোন ধরনের রচনা?
ক. বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি খ. ভ্রমণকাহিনি
গ. আত্মজীবনী ঘ. গবেষণাধর্মী

১৫. মহাজাগতিক কাউন্সিলের দুজন কিউরেটর কোথা থেকে এসেছেন?
ক. সৌরজগৎ থেকে খ. মঙ্গলগ্রহ থেকে
গ. বৃহস্পতি গ্রহ থেকে ঘ. অনন্ত মহাজগৎ

১৬. 'কী সুশৃঙ্খল প্রাণী দেখেছ?' এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে?
ক. পাখি খ. মানুষ
গ. পিঁপড়া ঘ. বাঘ

১৭. নিচের কোনটি ঠাণ্ডার মাঝে স্থবির হয়ে পড়ে?
ক. পিঁপড়া খ. সাপ গ. পাখি ঘ. বাঘ

১৮. পৃথিবী সৌরজগতের কততম গ্রহ?
ক. দ্বিতীয় খ. তৃতীয়
গ. চতুর্থ ঘ. ৬ষ্ঠ

১৯. 'না আসলে এটি জটিল প্রাণ নয়, খুব সহজ এবং সাধারণ।' উক্তিটি কা
ক. প্রথম প্রাণীর খ. প্রথম কিউরেটরের
গ. দ্বিতীয় কিউরেটরের ঘ. মহাজাগতিক কাউন্সিলের

২০. পিঁপড়া কেন বিপদে দিশেহারা হয় না?
ক. সুবিবেচক বলে খ. অবিবেচক বলে
গ. প্রগতিশীল বলে ঘ. শক্তিহীন বলে

২১. সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে জটিল প্রাণীর দেহে অবস্থিত ডিএনএ-র পেয়ারগুলো কেমন থাকে?
ক. আলাদা আলাদা খ. একই রকম
গ. প্যাঁচানো ঘ. জোটবাঁধা

২২. 'না মানুষকে নেওয়া ঠিক হবে না।' উক্তিটি কে করেছে?
ক. প্রথম কিউরেটর খ. দ্বিতীয় কিউরেটর
গ. তৃতীয় প্রাণী ঘ. মহাজাগতিক কাউন্সিল

২৩. মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শব্দ-
ক. বুদ্ধিহীন অসার খ. স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী
গ. বিবেক বিবর্জিত ঘ. খামখেয়ালি

২৪. মহাজাগতিক কিউরেটররা কয়টি পিঁপড়া নিয়ে গেল?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. কয়েকটি

২৫. পৃথিবী নামক গ্রহে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে কোন প্রাণী?
ক. তিমি খ. সাপ
গ. মানুষ ঘ. বাঘ

২৬. 'মহাজাগতিক কিউরেটর' রচনায় মানুষের চেয়ে পিঁপড়াকে গুরুত্ব দেওয়ার কার
ক. বুদ্ধিমান হওয়ায় খ. চেতনাশীল হওয়া
গ. সুবিবেচক হওয়ায় ঘ. গতিশীল হওয়ায়

২৭. মানুষ নগর তৈরি করেছে কেন?
ক. সভ্যতার বিকাশের জন্য খ. নিজেদের আরামের জন্য
গ. প্রযুক্তি ব্যবহারে জন্য ঘ. একত্রে বাস করার জন্য

২৮. 'এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে' বলতে কোন স্থানকে বোঝানো হয়েছে?
ক. সৌরজগতের দ্বিতীয় গ্রহ খ. সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ
গ. সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ ঘ. সৌরজগতের পঞ্চম গ্রহ

২৯. মহাজাগতিক কিউরেটরদের কাজটি কেন সহজ নয়?
ক. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব গ্রহে যেতে হবে বলে
খ. সব গ্রহ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীগুলো সংগ্রহ করতে হবে বলে
গ. সব প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করতে হবে বলে
ঘ. ছোট প্রাণীদেরও খুঁজে বের করতে হবে বলে

৩০. মহাজাগতিক বলতে বোঝায়-
ক. মহাকাশ সম্বন্ধীয় খ. মহাজগৎ সম্বন্ধীয়
গ. পারলৌকিক সম্বন্ধীয় ঘ. বিশ্বনবি সম্বন্ধীয়

OMR

৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ
২৪. ক খ গ ঘ	২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ
২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ
১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ
১২. ক খ গ ঘ	১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ

Correct Answer

৩০.খ	২৯.খ	২৮.খ	২৭.ক	২৬.গ	২৫.গ	২৪.ঘ	২৩.খ	২২.ক	২১.
২০.ক	১৯.গ	১৮.খ	১৭.খ	১৬.গ	১৫.ঘ	১৪.ক	১৩.খ	১২.গ	১১.
১০.খ	০৯.খ	০৮.খ	০৭.ঘ	০৬.গ	০৫.খ	০৪.খ	০৩.ক	০২.খ	০১.

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

নেকলেস

মূল : গী দ্য মোপাসাঁ অনুবাদ : পূর্ণেন্দু দস্তিদার

সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী। নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানির পরিবারে তার জন্ম হয়েছে। তার ছিল না কোনো আনন্দ, কোনো আশা। পরিচিত হবার, প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না। তাই শিক্ষা পরিষদ আপিসের সামান্য এক কেরানির সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল।

নিজেকে সজ্জিত করার অক্ষমতার জন্য সে সাধারণভাবেই থাকত। কিন্তু তার শ্রেণির অন্যতম হিসেবে সে ছিল অসুখী। তাদের কোনো জাতিবর্ণ নেই। কারণ জন্মের পরে পরিবার থেকেই তারা শ্রী, সৌন্দর্য ও মাধুর্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে। সহজাত চাতুর্য, প্রকৃতিগত সুরুচি আর বুদ্ধির নমনীয়তাই হলো তাদের আভিজাত্য, যার ফলে অনেক সাধারণ পরিবারের মেয়েকেও বিশিষ্ট মহিলার সমকক্ষ করে তোলে।

সর্বদা তার মনে দুঃখ। তার ধারণা, যত সব সুরুচিপূর্ণ ও বিলাসিতার বস্তু আছে, সেগুলির জন্যই তার জন্ম হয়েছে। তার বাসকক্ষের দারিদ্র্য, হতশ্রী দেওয়াল, জীর্ণ চেয়ার এবং বিবর্ণ জিনিসপত্রের জন্য সে ব্যথিত হতো। তার মতো অবস্থার অন্য কোনো মেয়ে এসব জিনিস যদিও লক্ষ করত না, সে এতে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হতো। যে খর্বকায় ব্রেটন এই সাধারণ ঘরটি তৈরি করেছিল তাকে দেখলেই তার মনে বেদনাভরা দুঃখ আর বেপরোয়া সব স্বপ্ন জেগে উঠত। সে ভাবত তার থাকবে প্রাচ্য-চিত্র-শোভিত, উচ্চ ব্রোঞ্জ-এর আলোকমণ্ডিত পার্শ্বকক্ষ। আর থাকবে দুজন বেশ মোটাসোটা গৃহ-ভৃত্য। তারা খাটো পায়জামা পরে যেই বড় আরামকেদারা দুটি গরম করার যন্ত্র থেকে বিক্ষিপ্ত ভারি হাওয়ায় নিদ্রালু হয়ে উঠেছে, তাতে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকবে। সে কামনা করে একটি বৈঠকখানা, পুরানো রেশমি পর্দা সেখানে ঝুলবে। থাকবে তাতে বিভিন্ন চমৎকার আসবাব, যার ওপর শোভা পাবে অমূল্য সব প্রাচীন কৌতূহল উদ্দীপক সামগ্রী। যেসব পরিচিত ও আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ সব মেয়েদের কাম্য, সেসব অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে বিকাল পাঁচটায় গল্পগুজব করবার জন্য ছোট সুরভিত একটি কক্ষ সেখানে থাকবে।

তিনদিন ধরে ব্যবহৃত একখানা টেবিলক্লথ ঢাকা গোল একটি টেবিলে তার স্বামীর বিপরীত দিকে সে যখন সান্ধ্যভোজে বসে এবং খুশির আমেজে তার স্বামী বড় সুরুয়ার পাত্রটির ঢাকনা তুলতে তুলতে বলে : 'ও! কি ভালো মানুষ! এর চেয়ে ভালো কিছু আমি চাই না-' তখন তার মনে পড়বে আড়ম্বরপূর্ণ সান্ধ্যভোজের কথা, উজ্জ্বল রৌপ্যপাত্রাদি, মায়াময় বনভূমির মধ্যে প্রাচীন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিরল পাখির চিত্রশোভিত কারুকার্যপূর্ণ পর্দা দিয়ে ঢাকা দেওয়াল -এর কামনা। সে ভাবে, অপরূপ পাত্রে পরিবেশিত হবে অপূর্ব খাদ্য আর গোলাপি রং-এর রোহিত মাছের টুকরা অথবা মুরগির পাখনা খেতে খেতে মুখে সিংহ-মানবীর হাসি নিয়ে কান পেতে শুনবে চুপি-চুপি-বলা প্রণয়লীলার কাহিনি।

তার কাছে ফ্রক বা জড়োয়া গহনা নেই- নেই বলতে কিছু নেই। অথচ ঐ সব বস্তুই তার প্রিয়। তার ধারণা ঐসবের জন্যই তার সৃষ্টি। সুখী করার, কাম্য হওয়ার, চালাক ও প্রণয়যাচিকা হবার কতই না তার ইচ্ছা।

তার 'কনভেন্ট'-এর সহপাঠিনী এক ধনী বান্ধবী ছিল। তার সঙ্গে দেখা করতে তার ভালো লাগত না। কারণ দেখা করে ফিরে এসে তার খুব কষ্ট লাগত। বিরক্তি, দুঃখ, হতাশা ও নৈরাশ্যে সমস্ত দিন ধরে সে কাঁদত।

এক সন্ধ্যায় হাতে একটি বড় খাম নিয়ে বেশ উল্লসিত হয়ে তার স্বামী ঘরে ফিরল।

সে বলল, 'এই যে, তোমার জন্য এক জিনিস এনেছি।'

মেয়েটি তাড়াতাড়ি খামটি ছিঁড়ে তার ভিতর থেকে একখানা ছাপানো কার্ড বের করল। তাতে নিচের কথাগুলি মুদ্রিত ছিল :

জনশিক্ষা মন্ত্রী ও মাদাম জর্জ রেমপনু আগামী ১৮ই জানুয়ারি সন্ধ্যায় তাঁহাদের নিজ বাসগৃহে মসিঁয়ে ও মাদাম লোইসেলের উপস্থিতি কামনা করেন।'

তার স্বামী যেমন আশা করেছিল তেমনভাবে খুশি হওয়ার পরিবর্তে মেয়েটি বিদ্বেষের ভাব নিয়ে আমন্ত্রণ-লিপিখানা টেবিলের উপর নিক্ষেপ করে, বিড় বিড় করে বলে :

'ওখানা নিয়ে তুমি আমায় কী করতে বল?'

কিন্তু লক্ষ্মীটি, আমি ভেবেছিলাম, এতে তুমি খুশি হবে। তুমি বাইরে কখনও যাও না, তাই এক সুযোগ, চমৎকার এক সুযোগ!

এটা জোগাড় করতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। সবাই একখানা চায়, কিন্তু খুব বেছে বেছে দেওয়া হচ্ছে। কর্মচারীদের বেশি দেওয়া হয় নি। সেখানে তুমি গোটা সরকারি মহলকে দেখতে পাবে।'

বিরক্তির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি অধীরভাবে বলে উঠল :

ঐ ঘটনার মতো একটি ব্যাপার কী পরে আমি যাব বলে তুমি মনে কর ?'

সে ঐ সম্পর্কে কিছু ভাবেনি। তাই সে বিব্রতভাবে বলে :'কেন আমরা থিয়েটারে যাবার সময় তুমি যেই পোশাকটা পর সেটা পরবে। ওটা আমার কাছে খুব সুন্দর লাগে-'

তার স্ত্রীকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে সে আতঙ্কে নির্বাক ও হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার চোখের পাশ থেকে বড় বড় দু'ফোঁটা অশ্রু তার গালের উপর গড়িয়ে পড়ল। সে থতমতভাবে বলল : 'কী হলো? কী হলো তোমার?'

প্রবল চেষ্টায় মেয়েটি নিজের বিরক্তি দমন করে, তার সিক্ত গণ্ড মুছে ফেলে শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় :

'কিছুই না। শুধু আমার কোনো পোশাক নেই বলে আমি ঐ ব্যাপারে যেতে পারব না। তোমার যে কোন সহকর্মীর স্ত্রীর পোশাক আমার চেয়ে যদি ভালো থাকে, কার্ডখানা নিয়ে তাকে দাও।'

সে মনে মনে দুঃখ পায়। তারপর সে জবাব দেয় :

'মাতিলদা, বেশ তো চল আলাপ করি আমরা। এমন কোনো পোশাক, অন্য কোনো উপলক্ষেও যা দিয়ে কাজ চলবে অথচ বেশ সাদাসিধা, তার দাম কত আর হবে?'

কয়েক সেকেন্ড মেয়েটি চিন্তা করে দেখে এমন একটি সংখ্যার বিষয় স্থির করল যা চেয়ে বসলে হিসাবি কেরানির কাছ থেকে সঙ্গে সঙ্গে এক আতঙ্কিত প্রত্যাখ্যান যেন না আসে।

শেষ পর্যন্ত ইতস্তত করে মেয়েটি বলল :

'আমি ঠিক বলতে পারছি না, তবে আমার মনে হয় চারশ ফ্রাঁ হলে তা কেনা যাবে।'

শুনে তার মুখ ম্লান হয়ে গেল। কারণ, তার যেসব বন্ধু গত রবিবারে নানতিয়ারের সমভূমিতে ভরতপাখি শিকারে গিয়েছিল, আগামী গ্রীষ্মে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছায় একটি বন্দুক কিনবার জন্য ঠিক ততটা অর্থই সে সঞ্চয় করেছিল। তা সত্ত্বেও জবাব দিল :

'বেশ ত। আমি তোমায় চারশত ফ্রাঁ দেব। কিন্তু বেশ সুন্দর একটি পোশাক কিনে নিও।'

'বল'- নাচের দিন যতই এগিয়ে আসতে থাকে ততই মাদাম লোইসেলকে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন মনে হয়। অবশ্য তার পোশাক প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। একদিন সন্ধ্যায় তার স্বামী তাকে বলল :

'তোমার হয়েছে কী? গত দুই-তিন দিন ধরে তোমার কাজকর্ম কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে।'

শুনে মেয়েটি জবাব দেয়, 'আমার কোনো মণিমুক্তা, একটি দামি পাথর কিছুই নেই যা দিয়ে আমি নিজেকে সাজাতে পারি। আমায় দেখলে কেমন গরিব গরিব মনে হবে। তাই এই অনুষ্ঠানে আমার না যাওয়াই ভালো হবে।'

স্বামী বলল, 'কিছু সত্যকার ফুল দিয়ে তুমি সাজতে পার। এই ঋতুতে তাতে বেশ সুরুচিপূর্ণ দেখায়। দশ ফ্রাঁ দিলে তুমি দুটি কি তিনটি অত্যন্ত চমৎকার গোলাপফুল পাবে।'

মেয়েটি ঐ কথায় আশ্বস্ত হলো না। সে জবাবে বলল, 'না, ধনী মেয়েদের মাঝখানে পোশাকে-পরিচ্ছদে ঐ রকম খেলো দেখানোর মতো আর বেশি কিছু অপমানজনক নেই।'

তখন তার স্বামী চেঁচিয়ে উঠল : 'আচ্ছা, কী বোকা দেখত আমরা! যাও, তোমার বান্ধবী মাদাম ফোরসটিয়ারের সঙ্গে দেখা করে তাকে বল তার জড়োয়া গহনা যেন তোমায় ধার দেয়। এটুকু আদায় করার তো তার সঙ্গে তোমার পরিচয় যথেষ্ট।'

সে আনন্দধ্বনি করে উঠল। তারপর সে বলল :

'সত্যিই তো! এটা আমি ভাবিনি।'

পরদিন সে তার বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে তার দুঃখের কাহিনি তাকে বলল। মাদাম ফোরসটিয়ার তার কাচের দরজা লাগানো গোপনকক্ষে বড় একটি জড়োয়া গহনার বাক্স বের করে এনে তা খুলে বলল : 'ভাই, যা ইচ্ছা এখান থেকে নাও।'

সে প্রথমে দেখল কয়েকটি কঙ্কন, তারপর একটি মুক্তার মালা ও মণিমুক্তা-খচিত চমৎকার কারুকার্য-ভরা একটি সোনার ভিনিশীয় 'ক্রুশ'। আয়নার সামনে গিয়ে সে জড়োয়া গহনাগুলি পরে পরে দেখে আর ইতস্তত করে, কিন্তু ওগুলি নেওয়ার সিদ্ধান্তও করতে ছেড়ে যেতেও পারে না। তারপর সে জিজ্ঞাসা করে :

'আর কিছু তোমার নেই?'

'কেন? আছে, তোমার যা পছন্দ তুমি তা বেছে নাও।'

হঠাৎ সে কালো স্যাটিনের একটি বাক্সে দেখল অপরূপ একখানা হীরার হার। অদম্য কামনায় তার বুক দুর দুর করে। সেটা তুলে নিতে গিয়ে তার হাত কাঁপে। সে তার পোশাকের উপর দিয়ে সেটা গলায় তুলে নেয় এবং সেগুলো দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে যায়। তারপর উদ্বেগভরা, ইতস্ততভাবে সে জিজ্ঞাসা করল :

'তুমি ঐখানা আমায় ধার দেবে? শুধু ওটা?'

'কেন দেব না? নিশ্চয়ই দেব।'

সে সবেগে তার বান্ধবীর গলা জড়িয়ে ধরে, পরম আবেগে তাকে বুকে চেপে ধরে। তারপর তার সম্পদ নিয়ে সে চলে আসে।

'বল' নাচের দিন এসে গেল। মাদাম লোইসেলের জয়জয়কার। সে ছিল সবচেয়ে সুন্দরী, সুরুচিময়ী, সুদর্শনা, হাস্যময়ী ও আনন্দপূর্ণ। সব পুরুষ তাকে লক্ষ করছিল, তার নাম জিজ্ঞাসা করে তার সঙ্গে আলাপের আগ্রহ প্রকাশ করছিল। মন্ত্রিসভার সব সদস্যের তার সঙ্গে 'ওয়ালটজ' নৃত্য করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী তার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন।

আনন্দে মত্ত হয়ে আবেগ ও উৎসাহ নিয়ে সে নৃত্য করছিল। তার রূপের বিজয়গর্বে, সাফল্যের গৌরবে সে আর কিছুই ভাবে না। এক আনন্দের মেঘের ওপর দিয়ে যেন ভেসে আসছিল এই সব আহুতি ও মুগ্ধতা আর জাগ্রত সব কামনা। যে কোনো মেয়ের অন্তরে এই পরিপূর্ণ বিজয় কত মধুর!

ভোর চারটার দিকে সে বাড়ি ফিরে গেল। অন্য সেই তিনজন ভদ্রলোকের স্ত্রী খুব বেশি ফুর্তিতে মত্ত ছিল, তাদের সঙ্গে তার স্বামী ছোট একটি বিশ্রামকক্ষে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আধঘুমে বসেছিল।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

বাড়ি ফিরবার পথে গায়ে জড়াবার জন্য তারা যে আটপৌরে সাধারণ চাদর নিয়ে এসেছিল সে তার কাঁধের ওপর সেটি ছড়িয়ে দেয়। 'বল' নাচের পোশাকে অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে ঐটির দারিদ্র্য সুপরিস্ফুট হয়ে উঠছিল। মেয়েটি তা অনুভব করতে পারে তাই অন্য যেসব ধনী মেয়ে দামি পশমি চাদর দিয়ে গা ঢেকেছিল তাদের চোখে না পড়বার জন্য সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল।

লোইসেল তাকে টেনে ধরে বলল : 'থামো, তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে ওখানে। আমি একখানা গাড়ি ডেকে আনি।' কিন্তু মেয়েটি কোনো কথায় কান না দিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। রাস্তায় যখন তারা পৌঁছে গেল, সেখানে কোনো গাড়ি পাওয়া গেল না। তারা গাড়ির খোঁজ করতে করতে দূরে কোনো একখানাকে দেখে তার গাড়োয়ানকে ডাকতে থাকে।

হতাশ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা সিন নদীর দিকে হাঁটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যে পুরাতন একখানা তারা পায়, তাহলো সেই নিশাচর দুই-যাত্রীর গাড়ি যা প্যারিতে সন্ধ্যার পর লোকের চোখে পড়ে, তার একখানা, যেইদিনে এইগুলি নিজের দুর্দশা দেখাতে লজ্জা পায়।

ঐ খানি তাদের মার্টার স্ট্রিটে ঘরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেল। তারা ক্লান্তভাবে তাদের কক্ষে গেল। মেয়েটির সব কাজ শেষ। কিন্তু স্বামীর ব্যাপারে, তার মনে পড়ল যে দশটায় তাকে আপিসে গিয়ে পৌঁছাতে হবে।

নিজেকে সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপে শেষ একবার দেখার জন্য সে আয়নার সামনে গিয়ে তার গলার চাদরখানা খোলে। হঠাৎ সে আর্তনাদ করে উঠল। তার হারখানা গলায় জড়ানো নেই।

তার স্বামীর পোশাক তখন অর্ধেক মাত্র খোলা হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল : 'কী হয়েছে?'

উত্তেজিতভাবে মেয়েটি তার দিকে ফিরে বলল :

'আমার-আমার-কাছে- মাদাম ফোরস্টিয়ারের হারখানা নেই।'

আতঙ্কিতভাবে সে উঠে দাঁড়াল : 'কী বললে! তা কী করে হবে? এটা সম্ভব নয়।'

পোশাকের ও বহির্বাসের ভাঁজের মধ্যে, পকেটে, সব জায়গায় তারা খোঁজ করে। কিন্তু তা পাওয়া গেল না।

স্বামী জিজ্ঞাসা করল : 'ঐ বাড়ি থেকে চলে আসবার সময় তা যে তোমার গলায় ছিল, তোমার ঠিক মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আমরা যখন বিশ্রামকক্ষ দিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম, তখনও তা ছিল আমার খেয়াল আছে।'

'কিন্তু তুমি যদি ওটা রাস্তায় হারাতে, ওটা পড়বার শব্দ আমাদের শোনা উচিত ছিল। গাড়ির মধ্যেই নিশ্চয়ই পড়েছে মনে হয়।'

'হ্যাঁ, সম্ভবত তাই। তুমি গাড়ির নম্বরটি টুকে নিয়েছিলে?'

'না। আর তুমি কি তা লক্ষ করেছিলে?'

'না।'

হতাশভাবে তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত লোইসেল আবার পোশাক পরে নিল।

সে বলল, 'আমি যাচ্ছি। দেখি যতটা রাস্তা আমরা হেঁটেছিলাম, সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।'

তারপর সে গেল। মেয়েটি তার সান্ধ্য গাউন পরেই রয়ে গেল। বিছানায় শুতে যাবার শক্তি তার নেই। কোনো উচ্চাশা বা ভাবনা ছাড়াই সে একখানা চেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে রইল।

সকাল সাতটার দিকে তার স্বামী ফিরে এল। কিছুই সে খুঁজে পায়নি।

সে পুলিসের কাছে ও গাড়ির আপিসে গিয়েছিল এবং পুরস্কার ঘোষণা করে একটা বিজ্ঞাপনও দিয়ে এসেছে। সে যথাসাধ্য করে এসেছে বলে তাদের মনে কিছুটা আশা হলো।

ঐ ভয়ানক বিপর্যয়ে মেয়েটি সারাদিন এক বিভ্রান্ত অবস্থায় কাটাল। সন্ধ্যাবেলা যখন লোইসেল ফিরে এল তখন তার মুখে যন্ত্রণার মলিন ছাপ, কিছুই সে খুঁজে পায়নি।

সে বলল, 'তোমার বান্ধবীকে লিখে দিতে হবে যে হারখানার আংটা তুমি ভেঙে ফেলেছ, তাই তা তুমি মেরামত করতে দিয়েছ। তাতে আমরা ভেবে দেখবার সময় পাব।'

তার নির্দেশমত মেয়েটি লিখে দিল।

এক সপ্তাহ শেষ হওয়ায় তারা সব আশা ত্যাগ করল। বয়সে পাঁচ বছরের বড় লোইসেল ঘোষণা করল :

'ঐ জড়োয়া গহনা ফেরত দেবার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।'

পরদিন সেই বাক্সে ওটা ছিল, তার ভিতরে সেই স্বর্ণকারের নাম ছিল, তার কাছে তারা সেটা নিয়ে গেল। সে তার খাতাপত্র ঘেঁটে বলল :

'মাদাম, ঐ হারখানা আমি বিক্রি করিনি, আমি শুধু বাক্সটা দিয়েছিলাম।'

তারপর তারা সেই হারটির মত হার খোঁজ করার জন্য, তাদের স্মৃতির উপর নির্ভর করে এক স্বর্ণকার থেকে অন্য স্বর্ণকারের কাছে যেতে থাকে। দু'জনেরই শরীর বিরক্তি ও উদ্বেগে খারাপ হয়ে গেছে।

প্যালেস রয়েলে তারা এমন এক হীরার কণ্ঠহার দেখল সেটা ঠিক তাদের হারানো হারের মতো। তার দাম চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁতে তারা তা পেতে পারে।

তিন দিন যেন ওটা বিক্রি না করে সে জন্য তারা স্বর্ণকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করল। তারা আরও ব্যবস্থা করল যে, যদি ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হওয়ার আগে ঐ হারটি খুঁজে পাওয়া যায়, তারা এটা ফেরত দিলে চৌত্রিশ হাজার ফ্রাঁ ফেরত নিতে পারবে।

লোইসেলের কাছে তার বাবার মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত আঠারো হাজার ফ্রাঁ ছিল। বাকিটা সে ধার করল।

মাদার লোইসেল যখন জড়োয়া গহনা মাদাম ফোরস্টিয়ারকে ফেরত দিতে গেল শেষোক্ত মেয়েটি নির্জীবকণ্ঠে বলল :

'ওটা আরও আগে তোমায় ফেরত দেওয়া উচিত ছিল; কারণ, তা আমারও হতে পারত।'

তার বান্ধবী সেই ভয় করেছিল, তেমনভাবে সে গহনার বাক্সটি খুলল না। যদি দেওয়া হয়েছে সে টের পেত, সে কী মনে করত? সে কী বলত? সে কি তাকে অপহারক

এবার মাদার লোইসেল দারিদ্র্যের জীবনের ভয়াবহতা বুঝতে পারে। সে তার কাজ সম্পূর্ণ সাহসের সঙ্গেই করে যায়। ঐ দুঃখজনক দেনা শোধ করা প্রয়োজন। দেবে। দাসীকে তারা বিদায় করে দিল। তারা তাদের বাসা পরিবর্তন করল। নিচু কয়েকটি কামরা তারা ভাড়া করল।

ঘরকন্নার কঠিন সব কাজ ও রান্নাঘরের বিরক্তিকর কাজকর্ম সে শিখে নিল। গোলাপি নখ দিয়ে সে বাসন ধোয়, তৈলাক্ত পাত্র ও ঝোল রাঁধার কড়াই মাজে। ময়লা চোপড়, শেমিজ, বাসন মোছার গামছা সে পরিষ্কার করে দড়িতে শুকাতে দেয়। রোজ সে আবর্জনা নিয়ে রাস্তায় ফেলে। সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে শ্বাস নেবার জন্য থেমে থেমে তোলে। সাধারণ পরিবারের মেয়ের মতো পোশাক পরে সে হাতে ঝুড়ি নিয়ে মুদি, ফলের দোকানে যায় এবং তার দুঃখের পয়সার একটির জন্য পর্যন্ত দর কষাকষি প্রত্যেক মাসেই সময় চেয়ে কিছু দলিল বদল করতে হয়, কাউকে কিছু শোধ দিতে হয়।

তার স্বামীও সন্ধ্যাবেলা কাজ করে। সে কয়েকজন ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতা করে। রাত্রে এক পাতা পাঁচ 'সাও' হিসেবে সে প্রায়ই লেখা নকল করে।

এরকম জীবন দশ বছর ধরে চলল।

দশ বছরের শেষে তারা সব কিছু মহাজনের সুদসহ প্রাপ্য নিয়ে সব ক্ষতিপূরণ ফেলতে পারে। তাছাড়া কিছু তাদের সঞ্চয়ও হলো।

মাদার লোইসেলকে দেখলে এখন বয়স্কা বলে মনে হয়। সে এখন গরিব গৃহস্থ শক্ত, কর্মঠ ও অমার্জিত মেয়ের মতো হয়ে গেছে। তার চুল অবিন্যস্ত, ঘাঘরা এক মোচড়ানো, হাতগুলো লাল। সে চড়াগলায় কথা বলে এবং বড় বড় কলসিতে জল মেঝে ধোয়। কিন্তু কখনও, তার স্বামী যখন আপিসে থাকে, জানালার ধারে বসে দিনের সেই সান্ধ্য অনুষ্ঠান ও সেই 'বল' নাচে তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল ও অতিরিক্ত প্রশংসা পেয়েছিল, তার কথা সে ভাবে।

যদি সে গলার সেই হারখানা না হারাত তাহলে কেমন হতো? কে জানে কে পারে? কী অনন্যসাধারণ এই জীবন আর তার মধ্যে কত বৈচিত্র্য! সামান্য একটি বস্তুর করে একজন ধ্বংস হয়ে যেতে আবার বাঁচতেও পারে!

এক রবিবারে সারা সপ্তাহের নানা দুশ্চিন্তা মন থেকে দূর করার জন্য সে যখন চম্প এলিসিস-এ ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ একটি শিশু নিয়ে ভ্রমণরতা একজন মেয়ে তার পড়ল। সে হলো মাদাম ফোরস্টিয়ার। সে এখনও যুবতী, সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া। দেখে লোইসেলের মন খারাপ হয়ে গেল। সে কি ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবে? হ্যাঁ, বলবে। তাকে যখন সব শোধ করা হয়েছে তখন সব কিছু খুলে সে বলবে। কেন বলবে না

সে মেয়েটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল : 'সুপ্রভাত, জেনি।'

তার বন্ধু তাকে চিনতে পারল না। এক সাধারণ মানুষ তাকে এমন অন্তরঙ্গ সম্বোধন করায় সে অবাক হলো। সে বিব্রতভাবে বলল :

'কিন্তু মাদাম-আপনাকে তো চিনলাম না- বোধহয় আপনার ভুল হয়েছে-'

'না, আমি মাতিলদা লোইসেল।'

তার বান্ধবী বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল : 'হায়, আমার বেচারী মাতিলদা! এমন কী করে তুমি বদলে গেলে-'

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে আমার দুর্দিন যাচ্ছে- বেশ কিছু দুঃখের গেছে- আর সেটা হয়েছে শুধু তোমার জন্য-'

'আমার জন্য? তা কী করে হলো?'

'সেই যে কমিশনারের 'বল' নাচের দিন তুমি আমাকে তোমার হীরার হার দিয়েছিলে, মনে পড়ে?

'হ্যাঁ, বেশ মনে আছে।'

'কথা হচ্ছে, সেখানা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

'কী বলছ তুমি? কী করে তা আমায় তুমি ফেরত দিয়েছিলে?'

'ঠিক সেখানার মতো একটি তোমাকে আমি ফেরত দিয়েছিলাম। তার দাম দিতে দশ লেগেছে। তুমি বুঝতেই পার, আমাদের মতো লোক যাদের কিছুই ছিল না, তাদের পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু তা শেষ হয়েছে এবং সেজন্য আমি এখন ভালোভাবেই নিশ্চিন্ত হয়েছি।'

মাদাম ফোরস্টিয়ার তাকে কথার মাঝপথে থামিয়ে বলল :

'তুমি বলছ যে, আমারটা ফিরিয়ে দেবার জন্য তুমি একখানা হীরার হার কিনেছিলে

'হ্যাঁ। তা তুমি খেয়াল করনি? ঐ দুটি এক রকম ছিল।'

বলে সে গর্বের ভাবে ও সরল আনন্দে একটু হাসল। দেখে মাদাম ফোরস্টিয়ার মনে খুব লাগল। সে তার দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল :

'হায়, আমার বেচারী মাতিলদা! আমারটি ছিল নকল। তার দাম পাঁচশত ফ্রাঁর হবে না।'

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

শব্দার্থ ও টীকা

কনভেন্ট	খ্রিস্টান নারী মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল। মিশনারিদের আবাস।
মর্সিয়ে	সৌজন্য প্রদর্শন ও সম্মান জানানোর জন্য ফ্রান্সে পুরুষদের মর্সিয়ে সম্বোধন করা হয়।
মাদাম	সৌজন্য প্রদর্শন ও সম্মান জানানোর জন্য ফ্রান্সে মহিলাদের মাদাম সম্বোধন করা হয়।
ফ্রাঁ	ফরাসি মুদ্রার নাম। ২০০২ সাল পর্যন্ত এই মুদ্রা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ায় ফ্রান্স ইউরো ব্যবহার করে।
'বল' নাচ	বিনোদনমূলক সামাজিক নৃত্যানুষ্ঠান। ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহু দেশে এই নৃত্য প্রচলিত।
ক্রুশ	খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতীক।
স্যাটিন	Satin। মসৃণ ও চকচকে রেশমি বস্ত্র।
প্যারী	প্যারিসের ফরাসি নাম।
প্যালেস রয়েল	রাজকীয় প্রাসাদ।

লেখক পরিচিতি

নাম	**সংক্ষিপ্ত নাম :** গী দ্য মোপাসাঁ **পূর্ণনাম :** Henri-Renri-Albert-Guy de Maupassant
জন্ম পরিচয়	**জন্ম :** ৫ আগস্ট ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ, নর্মান্ডি, ফ্রান্স। **পিতা :** গুস্তাভ দ্য মোপাসাঁ; **মাতা :** লরা লি পয়টিভিন।
শিক্ষাজীবন	নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ।
সাহিত্য-অভিভাবক	পারিবারিক বন্ধু ঔপন্যাসিক গুস্তাভ ফ্লবেয়ার। এই মহান লেখকের নির্দেশনা ও সহযোগিতায় তিনি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন। ফ্লবেয়ারের বাসায় মোপাসাঁর পরিচয় ঘটে এমিল জোলা ও ইভান তুর্গনেভসহ অনেক বিশ্ববিখ্যাত লেখকের সঙ্গে। কাব্যচর্চা দিয়ে তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হলেও মূলত গল্পকার হিসেবে তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন।
পেশা/কর্মজীবন	সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চা। কাব্যচর্চা দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু, গল্পকার হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষতার তুলনা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। অসাধারণ সংযম ও বিস্ময়কর জীবনবোধে তাঁর রচনা তাৎপর্যপূর্ণ।
মৃত্যু	৬ জুলাই ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ।

অনুবাদক পরিচিতি

নাম	পূর্ণেন্দু দস্তিদার।
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ২০ জুন ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ, ধলঘাট, পটিয়া, চট্টগ্রাম। পিতা : চন্দ্রকুমার দস্তিদার; মাতা : কুমুদিনী দস্তিদার
পেশা/কর্মজীবন	আইনজীবী, লেখক ও রাজনীতিবিদ।
বিশেষ কর্ম	মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে অংশগ্রহণ ও কারাবরণ।
মৃত্যু	৯ মে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ (মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ভারতে যাওয়ার পথে মারা যান।)

সাহিত্যকর্ম

প্রকাশিত গ্রন্থ	'কবিয়াল রমেশ শীল', 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম', 'বীরকন্যা প্রীতিলতা'। অনুবাদ : 'শেখভের গল্প', 'মোপাসাঁর গল্প'।

লেখক ও অনুবাদক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

মোপাসাঁর রচনা কোন ধরনের?- **বস্তুনিষ্ঠ**।
সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে মোপাসাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন?- **নিরপেক্ষ**।
কোন বিষয়টি মোপাসাঁর রচনাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে?- **অসাধারণ সংযম**।
কোন পরিচয়টি পূর্ণেন্দু দস্তিদারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?- **লেখক ও রাজনীতিবিদ**।
কোন ধরনের লেখক হিসেবে পূর্ণেন্দু দস্তিদার খ্যাতি অর্জন করেন?- **সমাজ ভাবুক**।
পূর্ণেন্দু দস্তিদারের কার সাথে সম্পর্ক থাকার জন্য ব্রিটিশ বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন?- **মাস্টারদা সূর্যসেন**।
কী হিসেবে মোপাসাঁ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন?- **গল্পকার**।
পূর্ণেন্দু দস্তিদারের অনুবাদ গ্রন্থ- **শেখভের গল্প**।
পূর্ণেন্দু দস্তিদার কারাবরণ করেন- **যুববিদ্রোহে অংশ নেওয়ায়**।
মোপাসাঁর সাহিত্যজীবন শুরু কী রচনার মাধ্যমে?- **কবিতা**।
'কবিয়াল রমেশ শীল' গ্রন্থটির রচয়িতা- **পূর্ণেন্দু দস্তিদার**।

'নেকলেস' গল্প সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস :** বিশ্ববিখ্যাত গল্পকার গী দ্য মোপাসাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর মধ্যে 'নেকলেস' অন্যতম। ফরাসি ভাষায় গল্পটির নাম 'La Parure'। ১৮৮৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ফরাসি পত্রিকা 'La Gaulois'-এ গল্পটি প্রকাশিত হয় এবং সে বছরই ইংরেজিতে অনূদিত হয়। একই সালে প্রকাশিত 'নেকলেস' শীর্ষক গল্পগ্রন্থের মধ্যে গল্পটি স্থান পায়। অপ্রত্যাশিত কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় সমাপ্তির জন্য গল্পটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।
- **প্রথম লাইন-** সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী।
- **শেষ লাইন-** তার দাম পাঁচশত ফ্রাঁর বেশি হবে না।
- **ভাষারীতি :** চলিতরীতি।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী।
- নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানির পরিবারে তার জন্ম হয়েছে।
- সে ভাবে, অপরূপ পাত্রে পরিবেশিত হবে অপূর্ব খাদ্য আর গোলাপি রং-এর রোহিত মাছের টুকরা অথবা মুরগির পাখনা খেতে খেতে মুখে সিংহ-মানবীর হাসি নিয়ে কান পেতে শুনবে চুপি-চুপি-বলা প্রণয়লীলার কাহিনি।
- জনশিক্ষা মন্ত্রী ও মাদাম জর্জ রেমপননু আগামী ১৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় তাঁহাদের নিজ বাসগৃহে মর্সিয়ে ও মাদাম লোইসেলের উপস্থিতি কামনা করেন।'
- আমি ঠিক বলতে পারছি না, তবে আমার মনে হয় চারশ ফ্রাঁ হলে তা কেনা যাবে।
- আমার কোনো মণিমুক্তা, একটি দামি পাথর কিছুই নেই যা দিয়ে আমি নিজেকে সাজাতে পারি।
- আমায় দেখলে কেমন গরিব গরিব মনে হবে।
- তোমার বান্ধবী মাদার ফোরস্টিয়ারের সঙ্গে দেখা করে তাকে বল তার জড়োয়া গহনা যেন তোমায় ধার দেয়।
- সে প্রথমে দেখল কয়েকটি কঙ্কন, তারপর একটি মুক্তার মালা ও মণিমুক্তা-খচিত চমৎকার কারুকার্য-ভরা একটি সোনার ভিনিশীয় 'ক্রুশ'।
- আয়নার সামনে গিয়ে সে জড়োয়া গহনাগুলি পরে পরে দেখে।
- 'বল' নাচের দিন এসে গেল।
- সে ছিল সবচেয়ে সুন্দরী, সুরুচিময়ী, সুদর্শনা, হাস্যময়ী ও আনন্দপূর্ণ।
- সব পুরুষ তাকে লক্ষ করছিল, তার নাম জিজ্ঞাসা করে তার সঙ্গে আলাপের আগ্রহ প্রকাশ করছিল।
- মন্ত্রিসভার সব সদস্যের তার সঙ্গে 'ওয়ালটজ' নৃত্য করতে ইচ্ছা হচ্ছিল।
- স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী তার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন।
- ভোর চারটার দিকে সে বাড়ি ফিরে গেল।
- অন্য সেই তিনজন ভদ্রলোকের স্ত্রী খুব বেশি ফুর্তিতে মত্ত ছিল, তাদের সঙ্গে তার স্বামী ছোট একটি বিশ্রামকক্ষে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আধঘুমে বসেছিল।
- বাড়ি ফিরবার পথে গায়ে জড়াবার জন্য তারা যে আটপৌরে সাধারণ চাদর নিয়ে এসেছিল সে তার কাঁধের ওপর সেটি ছড়িয়ে দেয়।
- লোইসেল তাকে টেনে ধরে বলল : 'থামো, তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে ওখানে। আমি একখানা গাড়ি ডেকে আনি।'
- হতাশ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা সিন নদীর দিকে হাঁটতে থাকে।
- সকাল সাতটার দিকে তার স্বামী ফিরে এল।
- প্যালেস রয়েলে তারা এমন এক হীরার কণ্ঠহার দেখল সেটা ঠিক তাদের হারানো হারের মতো।
- তার দাম চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁতে তারা তা পেতে পারে।
- লোইসেলের কাছে তার বাবার মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত আঠারো হাজার ফ্রাঁ ছিল। বাকিটা সে ধার করল।
- সে কয়েকজন ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতা ঠিক করে। রাত্রে এক পাতা পাঁচ 'সাও' হিসেবে সে প্রায়ই লেখা নকল করে।
- এরকম জীবন দশ বছর ধরে চলল।
- দশ বছরের শেষে তারা সব কিছু মহাজনের সুদসহ প্রাপ্য নিয়ে সব ক্ষতিপূরণ করে ফেলতে পারে।
- এক রবিবারে সারা সপ্তাহের নানা দুশ্চিন্তা মন থেকে দূর করার জন্য সে যখন চাম্পস-এলিসিস-এ ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ একটি শিশু নিয়ে ভ্রমণরতা একজন মেয়ে তার চোখে পড়ল।
- হায়, আমার বেচারী মাতিলদা! আমারটি ছিল নকল।
- তার দাম পাঁচশত ফ্রাঁর বেশি হবে না।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : এক সন্ধ্যায় মাদাম লোইসেলের স্বামী মর্সিয়ে কী হাতে ঘরে ফিরলেন?- **একটি বড় খাম**।
প্র : মাদাম লোইসেলের সর্বদা দুঃখ, কারণ, সে- **কাঙ্ক্ষিত জীবন পায়নি**।
প্র : বাক্সের ভেতরে কার নাম লেখা ছিল?- **স্বর্ণকারের**।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্র : মাদাম লোইসেলের হাতে আসা খামটির মধ্যে কী ছিল?- **আমন্ত্রণলিপি।**
প্র : মাদাম লোইসেলের জীবনে কোনো আনন্দ ছিল না কেন?- **কেরানির পরিবারে জন্মগ্রহণের জন্য।**
প্র : 'নেকলেস' গল্পে কোন মাছের উল্লেখ আছে?- **রোহিত।**
প্র : মাদাম লোইসেলের ব্যথিত হওয়ার কারণ ছিল- **বাসকক্ষের দারিদ্র্য।**
প্র : মাদাম লোইসেল ভাবত তার কতজন গৃহভৃত্য থাকবে?- **দুইজন।**
প্র : মাদাম লোইসেল যে বৈঠকখানাটি কামনা করে তাতে কিসের পর্দা ঝুলবে?- **রেশম।**
প্র : 'ও কী ভালো মানুষ!'-কার সম্পর্কে মসিঁয়ে লোইসেল একথা বলেছে?- **মাদাম লোইসেল।**
প্র : কী খেতে খেতে মাদাম লোইসেল প্রণয়লীলার কাহিনি শোনার কল্পনা করেন?- **রোহিত মাছের টুকরা ও মুরগির পাখনা।**
প্র : মাদাম লোইসেল শিক্ষামন্ত্রীর নিমন্ত্রণলিপি পেয়েও যেতে চাচ্ছিল না কেন?- **তার ভালো পোশাক নেই বলে।**
প্র : মাদাম লোইসেল তার স্বামীকে পোশাক কেনার জন্য চারশ ফ্রাঁ-এর কথা বলেছিল কেন?- **যেন প্রত্যাখ্যাত না হয়।**
প্র : 'বল' নাচের দিন এগিয়ে আসতে থাকায় মাদাম লোইসেল বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে কেন?- **তার দামি গহনা নেই বলে।**
প্র : কত ফ্রাঁ দিয়ে চমৎকার গোলাপফুল পাওয়া যায় বলে মসিঁয়ে বলেছিল?- **দশ।**
প্র : 'লোইসেল পরম আবেগে তাকে বুকে চেপে ধরে।' এর মধ্য দিয়ে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?- **আনন্দ।**
প্র : হারটি খুঁজতে গিয়ে মি. লোইসেল পরদিন কখন ফিরে এলেন?- **সকাল সাতটার দিকে।**
প্র : 'যেকোনো মেয়ের অন্তরে এই পরিপূর্ণ বিজয় কত মধুর।' এই 'পরিপূর্ণ বিজয়' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?- **সৌন্দর্যের বিজয়।**
প্র : স্ত্রীর জন্য মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আধঘুমে জেগে থাকার ঘটনার মধ্য দিয়ে মসিঁয়ে লোইসেলের কোন দিকটি প্রকাশ পায়?- **দায়িত্বশীলতা।**
প্র : মসিঁয়ে ও মাদাম লোইসেল হতাশ হয়ে পড়ে কেন?- **বাড়ি যাওয়ার জন্য গাড়ি না পেয়ে।**
প্র : মেয়েটি হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে কেন?- **হারখানা গলায় না দেখে।**
প্র : সকাল কয়টার দিকে মেয়েটার স্বামী ফিরে এলো?- **সাতটার দিকে।**
প্র : কোন ঘটনা মাদাম লোইসেলের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনল?- **বান্ধবীর হার হারিয়ে ফেলা।**
প্র : সন্ধ্যেবেলায় যখন মসিঁয়ে লোইসেল ফিরে এলো তখন তার মুখখানা কেমন ছিল?- **মলিন।**
প্র : মাদাম লোইসেল দারিদ্র্যের ভয়াবহতা বুঝতে পারে কীভাবে?- **দুঃখজনক দেনার কারণে।**
প্র : 'ঐ দুঃখজনক দেনা শোধ করা প্রয়োজন।' এখানে দেনাকে 'দুঃখজনক' বলা হয়েছে কেন?- **দেনা করেও তার দুঃখ ঘোচাতে পারেনি বলে।**
প্র : মাদাম লোইসেলের নৃত্যের মধ্যে কী ছিল?- **আবেগ ও উৎসাহ।**
প্র : 'নেকলেস' গল্পে মাদাম লোইসেলের নখের রং কী ছিল?- **গোলাপি।**
প্র : মাদাম লোইসেল কার্ডটি কোথায় নিক্ষেপ করেন?- **টেবিলের ওপর।**
প্র : মাদাম লোইসেলের স্বামী সন্ধ্যাবেলায় কী করে?- **কয়েকজন ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতা ঠিক করে।**
প্র : দশ বছর পর একদিন মাদাম ফোরস্টিয়াকে দেখে মাদাম লোইসেলের মন খারাপ হয়ে গেল কেন?- **তার সৌন্দর্য দেখে।**
প্র : বর্তমানে ফ্রান্স 'ইউরো' মুদ্রা ব্যবহার করে কেন?- **ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ায়।**
প্র : 'প্যারি' কী?- **প্যারিসের ফরাসি নাম।**
প্র : 'La Parure' সর্বপ্রথম কত সালে প্রকাশিত ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়?- **১৮৮৪।**
প্র : মাদাম লোইসেল চরিত্রটির মধ্যে কী ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়?- **বিলাসী ও পরিশ্রমী।**
প্র : পোশাক কিনতে 'চারশত ফ্রাঁ' লাগবে শুনে মি. লোইসেলের মুখ ম্লান হয়ে গেল কেন?- **বন্দুক কেনার জন্য সঞ্চয়ের টাকা খরচ করতে হবে বলে।**
প্র : মাদাম লোইসেলের ধারণা, কোন ধরনের বস্তুর জন্য তার জন্ম হয়েছে?- **সুরুচিপূর্ণ।**
প্র : 'কনভেন্ট' শব্দের অর্থ কী?- **মিশনারিদের আবাস।**
প্র : কী ধরনের বাক্সে হীরার হার রাখা ছিল?- **স্যাটিনের বাক্সে।**
প্র : বল নাচের অনুষ্ঠান শেষে ভোর কয়টার দিকে লোইসেল বাড়ি ফিরে গেল?- **চারটার।**
প্র : কোন বস্তু মাদাম লোইসেলের খুব প্রিয়?- **জড়োয়া গহনা।**
প্র : 'নেকলেস' গল্পে লোইসেল দম্পতি কয়টি কামরা নতুনভাবে ভাড়া করলো?- **কয়েকটি।**
প্র : 'নেকলেস' গল্পের লোইসেলের স্বামী পেশায় কী ছিল?- **কেরানি।**
প্র : ফরাসি ভাষায় 'নেকলেস' গল্পের নাম কি?- **La Parure।**
প্র : মাদাম লোইসেলের অবস্থা দশ বছর পর কেমন হয়েছিল?- **গৃহস্থঘরের শক্ত, কর্মঠ ও অমার্জিত মেয়ের মতো।**
প্র : মাদাম লোইসেল তার 'কনভেন্ট'-এর সহপাঠিনীর সঙ্গে দেখা করার পর কষ্ট পেত কেন?- **বান্ধবী ধনী হওয়ার হীনম্মন্যতার জন্য।**
প্র : 'ঐ ভয়ানক বিপর্যয়ে মেয়েটি সারাদিন এক বিভ্রান্ত অবস্থায় কাটাল।' এখানে বিপর্যয়টি কিসের?- **হারটি হারিয়ে ফেলার বিপর্যয়।**
প্র : 'আমার কাছে মাদাম ফোরস্টিয়ারের হারখানা নেই।' এ কথার মধ্য দিয়ে কোন বিষয়টি প্রস্ফুটিত হয়েছে?- **উত্তেজনা।**
প্র : 'নেকলেস' গল্পে মূলত কোন বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে?- **উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লোভের পরিণাম ভয়াবহ।**
প্র : 'সত্যিই তো! এটা আমি ভাবিনি।' এ উক্তিটি কোন গল্পের?- **নেকলেস।**
প্র : কী কারণে মাদাম লোইসেল সাধারণভাবে থাকত?- **নিজেকে সজ্জিত করার অক্ষমতার জন্য।**
প্র : 'নেকলেস' গল্পটি যে মাপকাঠি স্পর্শ করে তুলে ধরেছে তা হলো- **বিলাসিতার পরিণাম।**
প্র : 'সর্বদা তার মনে দুঃখ।' 'নেকলেস' গল্পে কার দুঃখের কথা বলা হয়েছে?- **মাদাম লোইসেল।**
প্র : 'নেকলেস' গল্পে কোন মাসের উল্লেখ আছে?- **জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি।**
প্র : মাদার লোইসলের পিতা পেশায় ছিল? – **কেরানি।**
প্র : গাড়ি না পেয়ে লোইসেল দম্পতি কোন নদীর দিকে হাঁটতে থাকে? – **সিন নদী।**
প্র : মাদাম লোই সেল কোন দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর দিকে তাকাল?– **বিরক্তি।**
প্র : স্ত্রীর কথায় মসিঁয়ের মনে দুঃখ পাওয়ার কারণ কী?– **দরিদ্রতা।**
প্র : মাদাম লোইসেল তার শ্রেণির অন্যতম হিসেবে কেমন ছিল?– **অসুখী।**
প্র : 'La Gaulois' কী?– **একটি ফরাসি পত্রিকা।**
প্র : লোইসেল প্রতি পাতা নকল করে দেওয়ার বিনিময়ে কত পেত?– **পাঁচ সাও।**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. প্রখ্যাত গল্পকার গী দ্য মোপাসাঁ কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন? [ক ১৭-১৮; ইবি ১৭-১৮]
ক. ফ্রান্স খ. ইতালি গ. জার্মানি ঘ. রাশিয়া

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০২. ফরাসি লেখক মোপাসাঁর সাহিত্যগুরু কে ছিলেন? [E ১৭-১৮]
ক. গুস্তাব ফ্লবেয়ার খ. এমিল জোলা গ. ইভান তুর্গেনিভ ঘ. লিও তলস্তয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. 'নেকলেস' গল্পে নকল হারটির দাম কত ছিল? [B ১৭-১৮]
ক. ১০০ ফ্রাঁ খ. ২০০ ফ্রাঁ গ. ৪০০ ফ্রাঁ ঘ. ৫০০ ফ্রাঁ
০৪. 'বলনাচের অনুষ্ঠানে মাদাম লোইসেলের জয়জয়কার'- এ বাক্যে কিসের ইঙ্গিত করা হয়েছে? [D3 ১৬-১৭]
ক. মাদামের জড়োয়া গহনা খ. মাদামের পারিবারিক আভিজাত্য
গ. মাদামের চমৎকার নাচ ঘ. মাদামের সৌন্দর্য ও সুরুচিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব
০৫. গী দ্য মোপাসাঁ কোন ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন? [C1 ১৬-১৭]
ক. ইতালীয় খ. ফরাসি গ. ফারসি ঘ. স্পেনীয় ঙ. জার্মান
০৬. গী দ্য মোপাসাঁর জন্ম কোথায়? [B2-8 ১৬-১৭]
ক. ভার্সাই খ. নর্মান্ডি গ. প্যারিস ঘ. ভেনিস
০৭. 'নেকলেস' গল্পটির ভাববস্তুর সঙ্গে প্রধানত যুক্ত কোনটি? [B1 ১৬-১৭]
ক. অহংকারের প্রাবল্য খ. বিলাসিতার পরিণাম
গ. দাম্ভিকতার পরিণাম ঘ. জীবনের রূঢ় বাস্তবতা

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০৮. সম্মান প্রদর্শনের জন্য ফ্রান্সে পুরুষদের কি সম্বোধন করা হয়? [A ১৭-১৮]
ক. মিস্টার খ. মাদাম গ. মসিঁয়ে ঘ. লর্ড
০৯. মাদার লোইসেলের হারানো নেকলেসটি কিসের তৈরি? [A ১৭-১৮; C ১৬-১৭]
ক. হীরের খ. নকল হীরের গ. মুক্তার ঘ. নকল মুক্তার
১০. খ্রিস্টান মিশনারি কর্তৃক পরিচালিত স্কুলকে কী বলে? [A ১৭-১৮]
ক. বিদ্যাপীঠ খ. চার্চ গ. মনুমেন্ট ঘ. কনভেন্ট
১১. 'নেকলেস' গল্পে কোন নৃত্যানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে? [A ১৭-১৮]
ক. 'ব্যালে' নাচ খ. 'ছৌ' নাচ গ. 'বল' নাচ ঘ. 'সালসা' নাচ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১২. অপ্রত্যাশিত কিন্তু আকর্ষণীয় সমাপ্তির জন্যে কোন গল্পটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে? [G ১৬-১৭]
ক. আহ্বান খ. রেইনকোট গ. নেকলেস ঘ. মহুয়া
১৩. 'পারসিয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কোন গল্পে? [F ১৬-১৭]
ক. অপরিচিতা খ. বিলাসী গ. রেইনকোট ঘ. নেকলেস

০১.ক	০২.ক	০৩.ঘ	০৪.ঘ	০৫.খ	০৬.খ	০৭.খ
০৮.গ	০৯.খ	১০.ঘ	১১.গ	১২.গ	১৩.ঘ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. যখন একটি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে পড়েন তখন কোন বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের সাথে মোপাসাঁর পরিচয় ঘটে?
ক. লিও তলস্তয় খ. ম্যাক্সিম গোর্কি গ. ফিওদর দস্তয়েভস্কি ঘ. গুস্তাভ ফ্লবেয়ার

০২. ফ্লবেয়ারের বাসায় মোঁপাসার কোন বিশ্ববিখ্যাত লেখকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে?
ক. টি. এস এলিয়ট খ. ইভান তুর্গেনেভ গ. ফিওদর দস্তয়েভস্কি ঘ. বায়রন

০৩. মোঁপাসা কীভাবে এমিল জোলা ও ইভান তুর্গেনেভসহ অনেক বিশ্ববিখ্যাত লেখকের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পান?
ক. সাংবাদিকতার সূত্রে খ. সাহিত্য সমিতিতে গিয়ে
গ. ফ্লবেয়ারের বাসায় ঘ. পিতার মাধ্যমে

০৪. পূর্ণেন্দু দস্তিদারের রচনা নিচের কোনটি?
ক. স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস খ. স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম
গ. স্বাধীনতার স্বাদ ঘ. একাত্তরের দিনগুলো

০৫. নিচের কোন পরিচয়টি পূর্ণেন্দু দস্তিদারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
ক. লেখক ও রাজনীতিবিদ খ. লেখক ও সমাজগবেষক
গ. রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক ঘ. রাজনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারক

০৬. কোন ধরনের লেখক হিসেবে পূর্ণেন্দু দস্তিদার খ্যাতি অর্জন করেন?
ক. সমাজ ভাবুক খ. রাষ্ট্রভাবুক গ. জীবন সচেতন ঘ. দেশ সচেতন

০৭. 'থাকবে তাতে বিভিন্ন চমৎকার আসবাব'- এখানে কিসের কথা কথা বলা হয়েছে?
ক. পার্শ্বপক্ষ খ. বাসকক্ষ গ. খাবারঘর ঘ. বৈঠকখানা

০৮. 'নেকলেস' গল্পে যে গোল টেবিলের কথা বলা হয়েছে তার ক্লথটি কতদিন ধরে ব্যবহৃত?
ক. তিন খ. চার গ. পাঁচ ঘ. ছয়

০৯. মাদাম লোইসেলের ধারণা কোন জিনিসের জন্যই তার সৃষ্টি?
ক. দামি আসবাব খ. দামি খাবার গ. সুদৃশ্য বাসগৃহ ঘ. ফ্রক বা জড়োয়া গহনা

১০. কনভেন্ট-এর ধনী বান্ধবীর সাথে দেখা করতে মাদাম লোইসেলের কেন ভালো লাগত না?
ক. বান্ধবী অহঙ্কারী বলে খ. বান্ধবী সুন্দরী বলে গ. বান্ধবী ধনী বলে ঘ. বান্ধবী জ্ঞানী বলে

১১. জনশিক্ষা মন্ত্রীর স্ত্রী কে?
ক. মাদাম লোইসেল খ. মাদাম ফোরসটিয়ার গ. মাদাম জর্জ রেমপনু ঘ. মাদাম ক্রিস্টিয়ানো

১২. 'নেকলেস' গল্পে কী রঙের মাছের টুকরার কথা বলা হয়েছে?
ক. গোলাপি খ. লাল গ. সোনালি ঘ. রূপালি

১৩. মাদাম লোইসেল ধার করা হারটি সম্পর্কে পরবর্তীতে কী জানতে পারে?
ক. হারটি ছিল নকল খ. হারটি ছিল অল্প দামি গ. হারটি ছিল দামি ঘ. হারটি ছিল মহামূল্যবান

১৪. বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার পর মাদাম লোইসেলকে কী গ্রাস করত?
ক. ক্ষোভ খ. হতাশা ও নৈরাশ্য গ. পরশ্রীকাতরতা ঘ. লোভ

১৫. মাদাম লোইসেল কেন তাড়াতাড়ি খামটি ছিড়েছিল?
ক. দামি কিছুর আশায় খ. নতুন খবরের আশায় গ. স্বামীর খুশির জন্য ঘ. কৌতুহল মিটাতে

১৬. মর্সিয়ে ও মাদাম লোইসেল কোন মন্ত্রীর আমন্ত্রণপত্র পেয়েছিল?
ক. অর্থ মন্ত্রীর খ. জনশিক্ষা মন্ত্রীর গ. প্রধানমন্ত্রীর ঘ. সংস্কৃতি মন্ত্রীর

১৭. খামটি হাতে পেয়ে মাদাম লোইসেল কী হবে বলে মর্সিয়ে লোইসেল আশা করেছিল?
ক. হতাশ খ. আনন্দিত গ. খুশি ঘ. বিষণ্ণ

১৮. 'কিন্তু লক্ষ্মীটি, আমি ভেবেছিলাম এতে তুমি খুশি হবে।' আলোচ্য বাক্যে কী প্রকাশ পায়?
ক. অভিমান খ. দুঃখবোধ গ. নিরাসক্তি ঘ. আনুগত্য

১৯. কী কারণে মর্সিয়ে লোইসেল মনে মনে দুঃখ পায়?
ক. স্ত্রীর কান্না শুনে খ. স্ত্রীর কথা শুনে গ. স্ত্রীর কষ্ট দেখে ঘ. স্ত্রীর দেমাগ দেখে

২০. গী দ্য মোপাসাঁর কোন দিকটির তুলনা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বলতর হয়েছে?
ক. ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি খ. বস্তুনিষ্ট ও নিরপেক্ষতা
গ. রাজনৈতিক ও আদর্শিক মানস ঘ. দার্শনিক ও বস্তুনিষ্ঠতা

২১. 'বল' নাচের দিন যতই এগিয়ে আসতে থাকে ততই মাদাম লোইসেলকে কেমন মনে হয়?
ক. আনন্দিত খ. বেদনার্ত গ. ভয়ার্ত ও হতাশ ঘ. বিচলিত ও উদ্বিগ্ন

২২. 'অদম্য কামনায় তার বুক দুর দুর করে।' এই 'অদম্য কামনা' কিসের জন্য?
ক. স্বামীর আদর পাবার জন্য খ. হার ধার পাওয়ার
গ. স্বামীকে খুশি করার ঘ. সবাইকে অবাক করে দেওয়ার

২৩. অনুষ্ঠানে সব পুরুষ মাদাম লোইসেলকে লক্ষ করছিল কেন?
ক. তার পোশাক সবচেয়ে সুন্দর ছিল বলে খ. তার হার সবচেয়ে সুন্দর ছিল বলে
গ. সে সবচেয়ে সুন্দরী ও সুদর্শনা ছিল বলে ঘ. সে সবচেয়ে সুন্দর নেচেছিল বলে

২৪. মন্ত্রিসভার সব সদস্যের সাথে মাদাম লোইসেলের কী নৃত্য করতে ইচ্ছে করছিল?
ক. ওয়ালটজ খ. বল গ. ভরত ঘ. উচ্চাঙ্গ

২৫. 'সর্বদা তার মনে দুঃখ।' 'নেকলেস' গল্পে কার দুঃখের কথা বলা হয়েছে?
ক. ব্রেটন খ. মি. লেইসের গ. মাদাম লোইসেলের ঘ. ফোরস্টিয়ার

২৬. মেয়েটি কী কারণে আয়নার সামনে গিয়ে চাদরখানা খোলে?
ক. হারটি শেষবারের মতো দেখার জন্য
খ. নিজেকে গৌরবমণ্ডিত রূপে শেষবারের মতো দেখার জন্য
গ. তার সুন্দর পোশাকটি দেখার জন্য
ঘ. সাজগোজ করে তাকে কেমন দেখাচ্ছিল তা দেখার জন্য

২৭. কনভেন্ট-এর বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করে এসে মাদাম লোইসেল সারাদিন কাঁদত কেন?
ক. নিজ দুর্ভোগের কথা ভেবে খ. পুরনো দিনের কথা মনে করে
গ. বান্ধবীর সাথে ঝগড়া করে ঘ. বান্ধবীর সাথে রাগ করে

২৮. প্যালেস রয়েলে মর্সিয়ে ও মাদাম লোইসেল যে হীরার কণ্ঠহার দেখল তার দাম কত ছিল?
ক. চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ খ. পঞ্চান্ন হাজার ফ্রাঁ গ. পঁয়তাল্লিশ হাজার ফ্রাঁ ঘ. ষাট হাজার ফ্রাঁ

২৯. মর্সিয়ে লোইসেল সম্পর্কে কোনটি যথার্থ?
ক. সৎ, কর্মনিষ্ঠ, ধৈর্যশীল খ. পরিশ্রমী, সৎ, কৌতুহলী
গ. অসহিষ্ণু, সৎ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঘ. ধৈর্যশীল, পরিশ্রমী, বিলাসী

৩০. মাদাম লোইসেলের স্বামী সন্ধ্যাবেলায় কী করে?
ক. স্ত্রীর কাজে সাহায্য করে খ. কয়েকজন ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতা ঠিক করে
গ. অন্য একটি অফিসে কাজ করে ঘ. একটি নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে

৩১. কে মোপাসাঁর সাহিত্য জীবনে অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন?
ক. গুস্তাভ দ্য মোপাসাঁ খ. লরা লি পয়াটিঙ্গি গ. গুস্তাভ ফ্লবেয়ার ঘ. এমিল জোলা

৩২. বর্তমানে ফ্রান্স 'ইউরো মুদ্রা' ব্যবহার করে কেন?
ক. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় খ. কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করায়
গ. জাতিসংঘের সদস্য হওয়ায় ঘ. ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ায়

৩৩. মাদাম লোইসেলের বান্ধবীর নাম কী ছিল?
ক. মাদাম ফোরস্টিয়ার খ. লরা লি পয়টিভিন গ. মাদামি মেরি ঘ. মাদার এমিলি

৩৪. চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ কার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়?
ক. ক্ষুদিরাম বসু খ. প্রীতিলতা গ. মাস্টারদা সূর্যসেন ঘ. কবিয়াল রমেশ শীল

৩৫. 'নেকলেস' গল্পে মাদাম লোইসেলের স্বামী কোন অফিসের সামান্য কেরানি ছিল?
ক. শিক্ষা বোর্ডের খ. মন্ত্রিপরিষদের গ. শিক্ষা পরিষদের ঘ. বোর্ড অফিসের

৩৬. আয়নার সামনে গিয়ে জড়োয়া গহনাগুলো পরে মাদাম লোইসেল কেমন বোধ করছিল?
ক. অপমানিত খ. ইতস্তত গ. সুখ ঘ. দুঃখ

৩৭. জনশিক্ষা মন্ত্রীর নিমন্ত্রণপত্রে কত তারিখের উল্লেখ ছিল?
ক. ১৮ই জানুয়ারি খ. ১৮ই ফেব্রুয়ারি গ. ১৮ই নভেম্বর ঘ. ১৮ই ডিসেম্বর

৩৮. 'সত্যিই তো! এটা আমি ভাবিনি।' এ উক্তিটি কোন গল্পের?
ক. মাসি-পিসি খ. চাষার দুক্ষু গ. রেইনকোট ঘ. নেকলেস

৩৯. মাদাম লোইসেলের পুরো নাম কী?
ক. মাতিলদা লোইসেল খ. নাতালিয়া লোইসেল
গ. তিয়ানা লোইসেল ঘ. তিয়ানোভস্কি লোইসেল

৪০. মাদাম ফোরসটিয়ারের সঙ্গে চামপ্স এলিসিসে মাদাম লোইসেলের কী বারে দেখা হয়েছিল?
ক. মঙ্গলবার খ. শনিবার গ. রবিবার ঘ. সোমবার

৪১. লোইসেলের বন্ধুরা কোন পাখি শিকারে গিয়েছিল?
ক. ঈগল খ. ফিনিক্স গ. ভরতপাখি ঘ. পেঙ্গুইন

৪২. গোপনকক্ষে মাদাম লোইসেল প্রথমে কী দেখেছিল?
ক. হার খ. নূপুর গ. আংটি ঘ. কঙ্কণ

৪৩. সাধারণ আটপৌরে চাদরটি কোথায় ঝোলানো হয়েছিল?
ক. কাঁধে খ. শরীরে গ. জানালায় ঘ. মাথায়

৪৪. 'তার বাসকক্ষের দারিদ্র্য, হতশ্রী দেয়াল, জীর্ণ চেয়ার এবং বিবর্ণ জিনিসপত্রের জন্য সে ব্যথিত হতো।' 'নেকলেস' গল্পে মাতিলদার এ অনুভূতির কারণ তার-
ক. জীবনাকাঙ্ক্ষা খ. সৌন্দর্যবোধ গ. অহংকারী মনোভাব ঘ. উচ্চাকাঙ্ক্ষা

৪৫. 'আমায় দেখলে কেমন গরিব গরিব মনে হবে।' বাক্যটি দ্বারা মাদাম লোইসেলের কোনটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. অহংকার খ. সরলতা গ. সততা ঘ. উচ্চাভিলাষ

০১.ঘ	০২.খ	০৩.গ	০৪.খ	০৫.ক	০৬.ক	০৭.ঘ	০৮.ক	০৯.ঘ
১০.গ	১১.গ	১২.ক	১৩.ক	১৪.খ	১৫.ক	১৬.খ	১৭.গ	১৮.খ
১৯.খ	২০.খ	২১.ঘ	২২.খ	২৩.গ	২৪.ক	২৫.গ	২৬.খ	২৭.ক
২৮.ক	২৯.ক	৩০.খ	৩১.গ	৩২.ঘ	৩৩.ক	৩৪.গ	৩৫.গ	৩৬.খ
৩৭.ক	৩৮.ঘ	৩৯.ক	৪০.গ	৪১.গ	৪২.ঘ	৪৩.ক	৪৪.ঘ	৪৫.ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com
• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

SELF TEST

০১. 'সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী।' উদ্ধৃত অংশে কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক. জেনি খ. মাদাম লোইসেল
গ. ফোরস্টিয়ার ঘ. মাদাম রেমপন্নু

০২. 'এর চেয়ে ভালো কিছু আমি চাই না।' উদ্ধৃত অংশে মাদাম লোইসেলের প্রতি তার স্বামীর কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. বিরক্তি খ. অভিমান
গ. ভালোবাসা ঘ. শ্রদ্ধা

০৩. মাদাম লোইসেলের স্বামীর বন্দুক কেনার জন্য কত টাকা সঞ্চয় করা ছিল?
ক. চারশত ফ্রাঁ খ. পাঁচশত ফ্রাঁ
গ. চার হাজার ফ্রাঁ ঘ. পাঁচ হাজার ফ্রাঁ

০৪. 'আমার কোনো মণিমুক্তা, একটি দামি পাথর কিছুই নেই যা দিয়ে আমি নিজেকে সাজাতে পারি।' এই উক্তিটিতে কী নিহিত রয়েছে?
ক. আকাঙ্ক্ষা খ. অক্ষমতা
গ. উচ্চাশা ঘ. প্রতিহিংসা

০৫. 'ভাই, যা ইচ্ছা এখান থেকে নাও।' উদ্ধৃত অংশ ফোরস্টিয়ার কাকে বলছে?
ক. মাদাম লোইসেলের স্বামীকে খ. মাদাম লোইসেলকে
গ. ব্রেটন ঘ. মাদাম রেমপন্নুকে

০৬. 'তার দাম দিতে দশ বছর লেগেছে।' এখানে কিসের দাম সম্পর্কিত বলা হয়েছে?
ক. হার খ. পোশাক
গ. জুতো ঘ. আংটি

০৭. অনুষ্ঠানে ভদ্রলোকের স্ত্রীদের আচরণ কেমন ছিল?
ক. খুব বেশি খুশিতে মত্ত ছিল খ. খুব বেশি ফুর্তিতে মত্ত ছিল
গ. নেশায় আবেগাপ্লুত ছিল ঘ. খুব খারাপ ছিল

০৮. কতক্ষণ পর্যন্ত মাদাম লোইসেলের স্বামী বিশ্রামকক্ষে ছিল?
ক. মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খ. সন্ধ্যা পর্যন্ত
গ. সারারাত ঘ. ভোর পর্যন্ত

০৯. বল নাচের সঙ্গে কিসের দারিদ্র্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল?
ক. আটপৌরে চাদরের খ. পুরোনো গহনার
গ. সাধারণ পোশাক ঘ. সাধারণ জুতোর

১০. 'প্রত্যেক মাসেই দলিল বদল করতে হয়।' 'নেকলেস' গল্পে এই বাক্যের সঙ্গে কোনটি সম্পৃক্ত?
ক. বন্ধক খ. ক্রয়
গ. বিক্রয় ঘ. জমি বায়না

১১. মর্সিয়ে লোইসেল কাকে চিঠি লিখতে বলেছিল?
ক. মাদাম ফোরস্টিয়ারকে খ. মাদাম রেমপন্নুকে
গ. পুলিশকে ঘ. জনশিক্ষামন্ত্রীকে

১২. লোইসেল দম্পতি কখন হার পাওয়ার আশা ত্যাগ করলো?
ক. দুই দিন পর খ. এক সপ্তাহ পর
গ. দুই সপ্তাহ পর ঘ. এক মাস পর

১৩. 'হীরার নেকলেসটি' কত ফ্রাঁ দিয়ে কেনা হয়েছিল?
ক. তেতাল্লিশ হাজার খ. ত্রিশ হাজার
গ. ছত্রিশ হাজার ঘ. চৌত্রিশ হাজার

১৪. স্বর্ণকারের কাছ থেকে লোইসেল দম্পতি কতদিন সময় নিয়েছিল?
ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

১৫. কোন মাসের আগে যদি হারটি খুঁজে পাওয়া যায় তবে চৌত্রিশ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে লোইসেল দম্পতি ফেরত পাবে?
ক. জানুয়ারি খ. ফেব্রুয়ারি
গ. মার্চ ঘ. আগস্ট

১৬. লোইসেল তার বাবার মৃত্যুর পর কত হাজার ফ্রাঁ পেয়েছিল?
ক. ষোলো হাজার খ. পনেরো হাজার
গ. আঠারো হাজার ঘ. উনিশ হাজার

১৭. 'ওটা আরও আগে তোমায় ফেরত দেওয়া উচিত ছিল।' উক্তিটি কার?
ক. মাদাম রেমপন্নুর খ. মাদাম ফোরস্টিয়ার
গ. স্বর্ণকার ঘ. মাদাম লোইসেলের

১৮. দেনা পরিশোধ করতে লোইসেল দম্পতির কয় বছর কেটে গেল?
ক. ছয় খ. দশ
গ. বারো ঘ. চৌদ্দ

১৯. মাদাম লোইসেলের শারীরিক পতনের মূল কারণ কী?
ক. প্রতিহিংসা খ. ঈর্ষা
গ. উচ্চাভিলাষ ঘ. সিদ্ধান্তহীনতা

২০. স্বামী অফিসে থাকলে মাদাম লোইসেল কী ভাবে?
ক. দেনা কেমন করে হলো সে কথা খ. বিগত দিনের সেই অনুষ্ঠানের কথা
গ. স্বামীর কথা ঘ. হীরের গহনার কথা

২১. 'সুপ্রভাত জেনি।' বাক্যটিতে 'জেনি' বলে কাকে সম্বোধন করা হয়?
ক. মাদাম রেমপন্নুর খ. মাদাম লোইসেল
গ. মাদাম ফোরস্টিয়ার ঘ. মাদাম মেরি

২২. 'বল' নাচ কী?
ক. খ্রিস্টানদের নারী কর্তৃক রচিত অনুষ্ঠান খ. বিনোদনমূলক সামাজিক অনুষ্ঠান
গ. বিবাহ উৎসবের অনুষ্ঠান ঘ. নবদম্পতিদের অনুষ্ঠান

২৩. 'থামো, তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে ওখানে।' উক্তিটি কার?
ক. মাদাম লেইসেলের খ. মাদাম লোইসেলের স্বামী
গ. মাদাম ফোরসটিয়ারের ঘ. জেনির

২৪. লোইসেল দম্পতি তাদের হারানো হারের অনুরূপ হার কোথায় দেখতে পেল?
ক. হোয়াইট প্যালেসে খ. প্যালেস রয়েল
গ. প্যালেস হিলে ঘ. স্বর্ণকারের দোকান

২৫. মাদাম লোইসেল এক রবিবারে চামপস্-এলিসিস-এ ঘুরে বেড়াচ্ছিল কেন?
ক. বায়ু পরিবর্তনের জন্য খ. দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য
গ. স্বামীকে ভুলে থাকার জন্য ঘ. চাকরির জন্য

২৬. বান্ধবী ফোরস্টিয়ার জন্য মাদাম লোইসেলকে চিনতে না পারার কারণ কী?
ক. মাদাম লোইসেল সুন্দর পোশাক পরিধান করায়
খ. মাদাম লোইসেলকে বয়সের তুলনায় বেশি বয়স্ক লাগায়
গ. মাদাম লোইসেল অসুস্থ হওয়ায়
ঘ. দীর্ঘদিন দেখা না হওয়ায়

২৭. মর্সিয়ে লোইসেল নির্বাক হয়ে গেলেন কেন?
ক. বল নাচে স্ত্রীর সৌন্দর্য দেখে খ. স্ত্রীকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে
গ. হীরার হার হারিয়ে যাওয়ায় ঘ. আমন্ত্রণলিপিখানা নিক্ষেপ করতে দেখে

২৮. মেয়েটি হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে কেন?
ক. নিজের বিকৃত রূপ দেখে খ. হাতের কঙ্কন খুঁজে না পেয়ে
গ. পোশাক ছিড়ে গেল বলে ঘ. হারখানা গলায় না দেখে

২৯. 'হতাশভাবে তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে।' তাকানোর কারণ কী?
ক. হার হারিয়ে ফেলার কারণে খ. সোনার কাঁকন হারিয়ে ফেলার কারণে
গ. মুক্তার মালা হারিয়ে ফেলার কারণে ঘ. দামি গাউন ছিড়ে ফেলার কারণে

৩০. মাদাম লোইসেলের জীবনে কোনো আনন্দ ছিল না কেন?
ক. কেরানির পরিবারে জন্মগ্রহণের জন্য খ. স্বামীর দরিদ্রতার জন্য
গ. নিচের বিদঘুটে চেহারার জন্য ঘ. পিতার অসুস্থতার জন্য

OMR

৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ
২৪. ক খ গ ঘ	২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ
২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ
১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ
১২. ক খ গ ঘ	১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ

Correct Answer

৩০.ক	২৯.ক	২৮.ঘ	২৭.খ	২৬.খ	২৫.খ	২৪.খ	২৩.খ	২২.খ	২১.গ
২০.খ	১৯.গ	১৮.খ	১৭.খ	১৬.গ	১৫.খ	১৪.খ	১৩.গ	১২.খ	১১.ক
১০.ক	০৯.ক	০৮.ক	০৭.খ	০৬.ক	০৫.খ	০৪.খ	০৩.ক	০২.গ	০১.খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

বাংলা বিচিত্রা

পদ্যাংশ

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

"এতক্ষণে"- অরিন্দম কহিলা বিষাদে-
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ? নিকষা সতী তোমার জননী!
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ! শূলিশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ! ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী!
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ, "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কী প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি;-
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথী, এ কি মহারথীপ্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কী দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে?
হেন অপমান আমি, - ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?"
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে;
"নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে?"
রুষিলা বাসবত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,-"ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি; -কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,- এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।"

[নির্বাচিত অংশ]

শব্দার্থ ও টীকা

'এতক্ষণে'- অরিন্দম কহিলা বিষাদে	রুদ্ধদ্বার নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের অনুপ্রবেশের অন্যতম কারণ যে পথপ্রদর্শক বিভীষণ, তা অনুধাবন করে বিস্মিত ও বিপন্ন মেঘনাদের প্রতিক্রিয়া।
বিভীষণ	রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর। রাম-রাবণের যুদ্ধে স্বপক্ষ ত্যাগকারী। রামের ভক্ত।
অরিন্দম	অরি বা শত্রুকে দমন করে যে। এখানে মেঘনাদকে বোঝানো হয়েছে।
পশিল	প্রবেশ করল।
রক্ষঃপুরে	রাক্ষসদের পুরীতে বা নগরে। এখানে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে।
তাত	পিতা। এখানে পিতৃব্য বা চাচা অর্থে।
নিকষা	রাবণের মা।
শূলিশম্ভুনিভ	শূলপাণি মহাদেবের মতো।
কুম্ভকর্ণ	রাবণের মধ্যম সহোদর।
বাসববিজয়ী	দেবতাদের রাজা ইন্দ্র বা বাসবকে জয় করেছে যে। এখানে মেঘনাদ। একই কারণে মেঘনাদের অপর নাম ইন্দ্রজিৎ।
তস্কর	চোর।
গঞ্জি	তিরস্কার করি।
রামানুজ	রাম+অনুজ = রামানুজ। এখানে রামের অনুজ লক্ষ্মণকে বোঝানো হয়েছে।
শমন-ভবনে	যমালয়ে।
ভঞ্জিব আহবে	যুদ্ধদ্বারা বিনষ্ট করব।
আহবে	যুদ্ধে।
ধীমান্	ধীসম্পন্ন। জ্ঞানী।
রাঘব	রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এখানে রামচন্দ্রকে বোঝানো হয়েছে।
রাঘবদাস	রামচন্দ্রের আজ্ঞাবহ।
রাবণি	রাবণের পুত্র। এখানে মেঘনাদকে বোঝানো হয়েছে।
বিধু	চাঁদ।
স্থাণু	নিশ্চল।
রক্ষোরথী	রক্ষকুলের বীর।
রথী	রথচালক। রথচালনার মাধ্যমে যুদ্ধ করে যে।
শৈবালদলের ধাম	পুকুর। বদ্ধ জলাশয়।
শৈবাল	শেওলা।
মৃগেন্দ্র কেশরী	কেশরযুক্ত পশুরাজ সিংহ।
মৃগেন্দ্র	পশুরাজ সিংহ।
কেশরী	কেশরযুক্ত প্রাণী। সিংহ।
মহারথী	মহাবীর। শ্রেষ্ঠ বীর।
মহারথীপ্রথা	শ্রেষ্ঠ বীরদের আচরণ-প্রথা।
সৌমিত্রি	লক্ষ্মণ। সুমিত্রার গর্ভজাত সন্তান বলে লক্ষ্মণের অপর নাম সৌমিত্রি।
প্রগলভে	নির্ভীক চিত্তে।
দম্ভী	দম্ভ করে যে। দাম্ভিক।
নন্দন কানন	স্বর্গের উদ্যান।
লক্ষি	লক্ষ করে।
ভর্ৎস	ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করছ।
মজাইলা	বিপদগ্রস্ত করলে।
বসুধা	পৃথিবী।
তেঁই	তজ্জন্য। সেহেতু।
রুষিলা	রাগান্বিত হলো।
বাসবত্রাস	বাসবের ভয়ের কারণ যে মেঘনাদ।
মন্দ্র	শব্দ। ধ্বনি।
জীমূতেন্দ্র	মেঘের ডাক বা আওয়াজ।
বলী	বলবান। বীর।
জলাঞ্জলি	সম্পূর্ণ পরিত্যাগ।
নীচ	হীন। নিকৃষ্ট। ইতর।
দুর্মতি	অসৎ বা মন্দ বুদ্ধি।
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃফণী	মন্ত্রপূত সাপ যেমন মাথা নত করে।
শাস্ত্রে বলে, ... পর পরঃ সদা!	শাস্ত্রমতে গুণহীন হলেও নির্গুণ স্বজনই শ্রেয়, কেননা গুণবান হলেও পর সর্বদা পরই থেকে যায়।
স্থাপিলা...ললাটে	বিধাতা চাঁদকে আকাশে নিশ্চল করে স্থাপন করেছেন।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার	লঙ্কাপুরীতে মেঘনাদের যজ্ঞস্থান। এখানে যজ্ঞ করে মেঘনাদ যুদ্ধে যেত। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে' যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে নিরস্ত্র মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতা বৈশ্বানর বা অগ্নিদেবের পূজারত অবস্থায় লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে নিহত হয়।

কবি পরিচিতি

কবি	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি; যশোর জেলার কেশবপুর থানাধীন সাগরদাঁড়ি গ্রাম। পিতা : রাজনারায়ণ দত্ত। মাতা : জাহ্নবী দেবী।
শিক্ষাজীবন	কলকাতায় লালবাজার গ্রামার স্কুল, হিন্দু কলেজ এবং পরবর্তীকালে বিশপ্স কলেজে ভর্তি হন। তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেতে গিয়েছিলেন।
ধর্মে দীক্ষিত	১৮৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি (১৯ বৎসর বয়সে)।
কর্মজীবন/ পেশা	প্রথম জীবনে আইন পেশায় জড়িত হলেও লেখালেখি করেই পরবর্তীকালে জীবিকা নির্বাহ করেন।
জীবনাবসান	১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন। সমাধিস্থান : কলকাতার লেয়ার সার্কুলার রোড

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সাহিত্যকর্ম

নাটক	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১), মায়াকানন (১৮৭৪), কীর্তি বিলাস (১৮৫২), Rizia (অসমাপ্ত নাট্য-কাব্য), শুভদ্রা, বিষ না মধুগুণ।
কাব্য	The Captive Ladie (১৮৪৯), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), চতুর্দশপদী কবিতাবলি (১৮৬৫), তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০), বীরাঙ্গনা কাব্য (পত্রকাব্য, ১৮৬২)।
প্রহসন	একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৫৯), বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৫৯)।
মহাকাব্য	মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)।

ছন্দে ছন্দে মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনাসমূহ

- **নাটক :** নায়িকা কৃষ্ণকুমারী ও শর্মিষ্ঠা পদ্মাবতীর মতই সুন্দরী।
- **প্রহসন :** বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ দেওয়া, একেই কি বলে সভ্যতা?
- **কাব্যগ্রন্থ :** তিলোত্তমা কাব্যের নায়িকা ব্রজাঙ্গনা একজন বীরাঙ্গনা।

কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মধুসূদন দত্ত কত সালে নিজের নামের শুরুতে মাইকেল যোগ করেন?– **১৮৪৩ সালে।**
- কবি ছাড়াও মধুসূদন দত্ত অন্য কোন পরিচয়ে স্বনামধন্য ছিলেন?– **নাট্যকার।**
- মধুসূদন দত্ত রচিত রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক গীতিকাব্যের নাম কী?– **ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১)।**
- মাইকেল মধুসূদনের বন্ধুর নাম কী?– **রাজনারায়ণ বসু।**
- বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক মহাকাব্যের নাম কী?– **মেঘনাদবধ কাব্য।**
- পেত্রার্ক কোন দেশের কবি ছিলেন?– **ইতালিয়ান।**
- কোথায় অবস্থানকালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিভিন্ন ভাষায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন?– **শিবপুরের বিশপ্স কলেজে।**
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেশপ্রেমের প্রবল প্রকাশ ঘটেছে?– **সনেটে।**
- 'দত্তকুলোদ্ভব' কবি কে?– **মাইকেল মধুসূদন দত্ত।**
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রধান অবদান কোনটিতে?– **মহাকাব্য রচনা।**
- অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য কোনটি?– **তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক কোনটি?– **কৃষ্ণকুমারী।**
- 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থে সর্গ সংখ্যা কয়টি?– **৯টি।**
- মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকৃতপক্ষে কোন রসের কাব্য?– **বীর রসের।**
- 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থে কোনটির প্রবল প্রকাশ ঘটেছে?– **দেশপ্রেমের।**
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন শতকের কবি– **উনিশ শতকের।**
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেসব ভাষায় দক্ষ ছিলেন– **বাংলা, ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিব্রু, পার্সি জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল ও তেলেগু ভাষায়।**
- তাঁর রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ– **Captive Ladie (১৮৪৯; ইংরেজিতে লেখা)।**
- মধুসূদন রচিত ও প্রকাশিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ– **শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) নাটক।**
- তাঁর রচিত অমর মহাকাব্যের নাম– **মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)।**
- মধুসূদন দত্তকে বলা হয়– **বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি।** কারণ তিনিই **প্রথম সাহিত্যিক ও সামাজিক বিদ্রোহ করেন।**
- বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন– **পদ্মাবতী নাটকে (দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে)।**
- তিনি হোমারের 'ইলিয়াড'-এর উপাখ্যান অবলম্বন করে বাংলা গদ্যে রচনা করেন– **হেক্টরবধ (১৮৭১)।**
- মহাভারতের দেবযানী-যযাতি উপাখ্যান অবলম্বনে লেখা নাটক– **শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)।**
- গ্রিক পুরাণ থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে লেখা নাটক– **পদ্মাবতী (১৮৬০)।**
- রাজপুত ইতিহাসের বিয়োগান্তক আখ্যান অবলম্বনে লেখা নাটক– **কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)।**
- ইংরেজি শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলদের মদ্যাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খলা, অনাচারকে ব্যঙ্গ করে লেখা প্রহসন– **একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০)।**
- আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের গোপন লাম্পট্যকে পরিহাস করে লেখা প্রহসন– **বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)।**
- মহাভারতের সুন্দ ও উপসুন্দের কাহিনিকে অবলম্বন করে লেখা গীতিকাব্য– **তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)।**
- রামায়ণের রাম-রাবণের কাহিনির উপর ইউরোপীয় মহাকাব্যের সৌন্দর্য ও দীপ্ত শৌর্যের রং মাখিয়ে ওজস্বিনী ভাব ও আলংকারিক ভাষায় লেখা মহাকাব্য– **মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)।**
- রোমান কবি ওভিদের হিরোইদস্ কাব্যের অবলম্বনে লেখা ব্যক্তি-স্তুতি পত্রকাব্য– **বীরাঙ্গনা (১৮৬২)।**
- স্বদেশপ্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ সনেট সংকলন– **চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)।**
- তিনি মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করেন– **২৪ বছর বয়সে।**
- মধুসূদনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের নাম– **যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩)।**
- মধুসূদনের সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণ বলা হয়– **মাদ্রাজ থেকে ১৮৫৬ সালের প্রথম দিকে কলকাতায় ফিরে ১৮৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ে মধুসূদনের বিলেত গমনের পূর্ব পর্যন্ত।**

বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তথ্যাবলি

- বাংলা সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক কবি তথা প্রথম বিদ্রোহী কবি।
- আধুনিক বাংলা কবিতার জনক।
- আধুনিক বাংলা নাটকের জনক।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্যের স্রষ্টা।
- বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক।
- বাংলা সাহিত্যে সনেটের পথিকৃৎ।
- সার্থক ট্র্যাজেডি ও কমেডির প্রথম রচয়িতা।
- প্রথম সার্থক প্রহসনের রূপকার।
- পুরাণ কাহিনির ব্যত্যয় ঘটিয়ে আধুনিক সাহিত্যরস সৃষ্টির প্রথম সফল শিল্পী।
- বাংলার নব জাগরণের প্রথম কবি যিনি পাশ্চাত্য আদর্শ ও পাশ্চাত্য কাব্যকলার অনুকরণে নব্য বাংলা কাব্য সৃষ্টি করেন।
- ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে তাঁকে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করে শিবপুরের বিশপ্স কলেজে ভর্তি হতে হয়।
- মায়াকানন (নাটক), হেক্টরবধ (গদ্য রচনা) তাঁর অসমাপ্ত রচনা।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস :** 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটুকু মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'-র 'বধো' (বধ) নামক ষষ্ঠ সর্গ থেকে সংকলিত হয়েছে। সর্বমোট নয়টি সর্গে বিন্যস্ত 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে মৃত্যু ঘটে অসমসাহসী বীর মেঘনাদের।
- **প্রথম লাইন–** "এতক্ষণে"- অরিন্দম কহিলা বিষাদে–
- **শেষ লাইন–** গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।
- **ছন্দ :** 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটি ১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথম পঙ্ক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় পঙ্ক্তির চরণান্তের মিলহীনতার কারণে এ ছন্দ 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' নামে সমধিক পরিচিত। এ কাব্যাংশের প্রতিটি পঙ্ক্তি ১৪ মাত্রার এবং (৮ + ৬) মাত্রার দুটি পর্বে বিন্যস্ত। লক্ষ করার বিষয় যে, এখানে দুই পঙ্ক্তির চরণান্তিক মিলই কেবল পরিহার করা হয়নি, যতিপাত বা বিরামচিহ্নের স্বাধীন ব্যবহারও হয়েছে বিষয় বা বক্তব্যের অর্থের অনুষঙ্গে। এ কারণে ভাবপ্রকাশের প্রবহমানতাও কাব্যাংশটির ছন্দের বিশেষ লক্ষণ হিসেবে বিবেচ্য।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- "এতক্ষণে"- অরিন্দম কহিলা বিষাদে–
- হায়, তাত, উচিত কি তব
  এ কাজ? নিকষা সতী তোমার জননী!
- নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
- মৃগেন্দ্র কেশরী,
  কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে
  মিত্রভাবে?
- পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
- হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
- আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
- নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
  এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
- প্রলয়ে যেমতি বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ
  কালসলিলে!
- কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
  জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,- এ সকলে দিলা
  জলাঞ্জলি?
- শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
  পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
  নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

- প্র : আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে বিভীষণ কোন বিষয়টিকে সামনে এনেছেন– **নৈতিকতাবোধ।**
- প্র : মেঘনাদের দৃষ্টিতে নন্দন-কাননে কে ভ্রমণ করছে?– **দৈত্য।**
- প্র : মেঘনাদ কোন অপরাধ সইতে পারবে না বলে মনে করেন?– **লক্ষ্মণের যজ্ঞাগারে প্রবেশের।**
- প্র : 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' উক্তিটি কার?– **মেঘনাদের।**
- প্র : 'বীরেন্দ্র বলী' কাকে বলা হয়েছে?– **মেঘনাদকে।**
- প্র : 'জীমূতেন্দ্র' কীসের গর্জন?– **মেঘের।**
- প্র : রামানুজকে মেঘনাদ কোথায় পাঠাতে চেয়েছে?– **শমন-ভবনে।**
- প্র : নিকষা সতী তোমার জননী, সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? এখানে 'সহোদর' কে?– **বিভীষণের ভাই রাবণ।**
- প্র : হে রক্ষো রথী, ভুলিলে কেমনে কে তুমি? এখানে 'রক্ষোরথী' দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে?– **বিভীষণকে।**
- প্র : 'কেমনে ও মুখে আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে।' এখানে 'দাসেরে' কে?– **মেঘনাদ।**
- প্র : 'রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী তেঁই আমি।' এ বাক্যের 'তেঁই' শব্দের অর্থ কী?– **তজ্জন্য বা সেহেতু।**
- প্র : লক্ষ্মণের মায়ের নাম কী?– **সুমিত্রা।**
- প্র : 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃপরঃ সদা!' উক্তিটি কার?– **মেঘনাদের।**
- প্র : বিভীষণ লঙ্কাপুরীকে কীসে পূর্ণ বলেছে?– **পাপে পূর্ণ।**
- প্র : মেঘনাদ কাকে 'মহারথী' বলে সম্বোধন করেছেন?– **বিভীষণকে।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOL

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

প্র : কুম্ভকর্ণের মায়ের নাম কী?– **নিকষা**।

প্র : 'জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল রক্ষঃপুরে!' এখানে 'জানিনু' শব্দের অর্থ কী?– **জানলাম (বুঝতে পারা)**।

প্র : ইন্দ্রের অপর নাম কী?– **বাসব**।

প্র : জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,-এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি? কে জলাঞ্জলি দিয়েছে?– **বিভীষণ**।

প্র : 'কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি পিতৃতুল্য।' এ বাক্যে 'পিতৃতুল্য' বলতে কাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?– **বিভীষণকে**।

প্র : 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ চরিত্রে কোন ধরনের মানসিকতা ফুটে উঠেছে?– **দেশদ্রোহিতার প্রতি ঘৃণা ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা**।

প্র : মেঘনাদের ক্ষোভের পেছনে প্রকৃত অর্থে কোন কারণটি বিবেচ্য?– **বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা**।

প্র : মেঘনাদ 'দুরাচার দৈত্য' বলে কাকে অভিহিত করেছে?– **লক্ষ্মণকে**।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. **'নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?' এখানে 'তস্কর' কে?** [ক ১৭-১৮]
ক. মেঘনাদ খ. লক্ষ্মণ গ. কুম্ভকর্ণ ঘ. বিভীষণ

০২. **নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ কোন দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করেছিলেন?** [ঘ ১৭-১৮]
ক. অগ্নিদেবতা খ. মহাদেব গ. ইন্দ্র ঘ. ব্রহ্মা

০৩. **'নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি' এ চরণের 'কোপি'র সমার্থক কোনটি?** [ঘ ১৭-১৮]
ক. বজ্র খ. বিদ্যুৎ গ. আঘাত ঘ. ক্রুদ্ধ

০৪. **'বঙ্গভাষা' কবিতার মূল বিষয় কোনটি?** [খ ০৭-০৮]
ক. মাতৃভাষার মাধুর্য বর্ণনা করা খ. মাতৃভাষার জয়গান
গ. মাতৃভাষার দৈন্যদশায় দুঃখ প্রকাশ ঘ. মাতৃভাষারূপ ভাণ্ডারের শূন্যতায় আক্ষেপ

০৫. **'বঙ্গভাষা' সনেট প্রথমে কী নামে লেখা হয় বা এর পূর্ব নাম কি?** [ক ০৭-০৮, গ ১৩-১৪]
ক. কবি- মাতৃভাষা খ. মাতৃভাষা গ. মহাভাষার অহংকার ঘ. আত্মবিলাপ

০৬. **নিচের কোন কবিতা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে হয়নি?** [ক ১০-১১]
ক. বঙ্গভাষা খ. কবর গ. সোনার তরী ঘ. জীবন-বন্দনা

০৭. **'রুষিলা বাসবত্রাস' - 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'বাসবত্রাস' কে?** [ক ১৬-১৭; বেরোবি B ১৬-১৭]
ক. রাবণ খ. মেঘনাদ গ. লক্ষ্মণ ঘ. বিভীষণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০৮. **'উত্তরিলা কাতরে রাবণি' এখানে 'রাবণি' বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন?** [A ১৭-১৮]
ক. রাবণের পুত্র মেঘনাদকে খ. রাবণকে
গ. রাবণের স্ত্রীকে ঘ. রাবণের সহোদর বিভীষণকে

০৯. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রিয় নদ কোনটি?** [E ১৭-১৮]
ক. ব্রহ্মপুত্র খ. ভৈরব গ. কপোতাক্ষ ঘ. কুমার

১০. **'গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুর্মতি'– উক্তিটি কার?** [E ১৭-১৮]
ক. বিভীষণ খ. রাবণ গ. মেঘনাদ ঘ. রাম

১১. **'লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে'- 'আহবে' শব্দের অর্থ-** [খ ১৬-১৭]
ক. আসিবে খ. দেবতার নাম গ. যুদ্ধে ঘ. সশব্দে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১২. **'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের অন্তর্নিহিত ভাব ——** [C$_1$ ১৭-১৮]
ক. মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা খ. দেশদ্রোহিতার প্রতি ঘৃণা
গ. জাতিসত্তার সংহতির প্রতি গুরুত্ব ঘ. সবকটি

১৩. **'যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে'। এ অংশটি কোন লেখার অন্তর্গত?** [E১৭-১৮]
ক. পাঞ্জেরি খ. সোনার তরী গ. জীবন-বন্দনা ঘ. বঙ্গভাষা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. **কোনটি মধুসূদন দত্তের লেখা নয়?** [B ১৭-১৮]
ক. তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য খ. মেঘনাদবধ কাব্য
গ. কৃষ্ণকুমারী ঘ. সধবার একাদশী

১৫. **রাবণের মায়ের নাম কী?** [B ১৭-১৮]
ক. সুমিত্রা খ. কৈকেয়ী গ. কৌশল্যা ঘ. নিকষা

১৬. **'পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে' এর পরের চরণ কোনটি?** [E ১৭-১৮]
ক. বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে খ. লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে
গ. ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে ঘ. অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে

১৭. **'চণ্ডালে বসাও আনি —— আলয়ে' শূন্যস্থানে কোন শব্দ বসবে?** [A ১৭-১৮]
ক. তস্করের খ. রাজার গ. বাঘের ঘ. সিংহের

১৮. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ-** [C, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. চতুর্দশপদী কবিতাবলি খ. মায়াকানন গ. বীরাঙ্গনা ঘ. কোনোটিই নয়

১৯. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক-** [০৬-০৭]
ক. নীল-দর্পণ খ. কবর গ. কৃষ্ণকুমারী ঘ. বিষবৃক্ষ

২০. **মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন-** [০৬-০৭]
ক. বুরুদিয়া খ. সাগরদাঁড়ি গ. দেওয়াটখালি ঘ. নারুচি

২১. **পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সনেট রচনা করেন কে?** [০৬-০৭; চবি ঙ ০৩-০৪]
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. পেত্রার্ক গ. হোমার ঘ. ঈশ্বর গুপ্ত

২২. **বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা কে?** [গ ০৭-০৮; চবি ঘ ১১-১২;ঘ ০৭-০৮]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. নজরুল ইসলাম
গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

২৩. **কোনটি মধুসূদন দত্তের রচনা?** [০৮-০৯; চবি ঘ ০৭-০৮, জ ০৯-১০, ঘ ১৬-১৭]
ক. বাংলাদেশ খ. স্বদেশি ভাষা গ. স্বদেশ ঘ. বঙ্গভাষা ঙ. আমার পূর্ব বাংলা

২৪. **আধুনিক বাংলা কবিতার জনক-** [০৯-১০; জাককানইবি ক ১৬-১৭; বেরোবি খ ১৬-১৭; হাবিপ্রবি G ১৫-১৬; পাবিপ্রবি গ সেট B ১৪-১৫; খুবি A&H ১১-১২]
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. শামসুর রাহমান গ. অমিয় চক্রবর্তী ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য

২৫. **কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক নয়?** [ঙ ১০-১১]
ক. পদ্মাবতী খ. কৃষ্ণকুমারী গ. নীলদর্পণ ঘ. শর্মিষ্ঠা

২৬. **'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' কার রচনা?** (ক ১১-১২)
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. কোনোটিই নয়

২৭. **'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনটির লেখক কে?** (A-৩, সেট ১,১২-১৩)
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. বন্দে আলী মিয়া ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

২৮. **গোলাম মুরশিদ রচিত 'আশার ছলনে ভুলি' বইটি-** [A -১৩-১৪]
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী খ. মীর মশাররফ হোসেনের জীবনী
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী ঘ. কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী

২৯. **'কপোতাক্ষ নদকে' মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করেন-** [E -১৩-১৪]
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. আহসান হাবীব গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. কায়কোবাদ

৩০. **মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত ছন্দের নাম কী?** [A, Odd, সেট B : ১৪-১৫; হাবিপ্রবি গ ১৩-১৪; পাবিপ্রবি গ ১৫-১৬]
ক. অমিত্রাক্ষর খ. মাত্রাবৃত্ত গ. স্বরবৃত্ত ঘ. মন্দাক্রান্তা

৩১. **'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?** [E, Even, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. স্বরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত গ. মুক্তক ঘ. অক্ষরবৃত্ত

৩২. **মাইকেল মধুসূদন দত্ত লন্ডন গিয়েছিলেন কি অধ্যয়নের জন্য-** [D-১৫-১৬]
ক. সাহিত্য খ. আইন গ. জীববিজ্ঞান ঘ. পদার্থবিদ্যা

৩৩. **মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিবাহ করেছিলেন-** [D-১৫-১৬]
ক. কলকাতা খ. চেন্নাই গ. লন্ডন ঘ. প্যারিস

৩৪. **অমিত্রাক্ষর ছন্দের মানে হলো-** [D-১৫-১৬]
ক. যে কবিতায় অন্ত্যমিল নেই খ. যে কবিতায় কোনো ছন্দ নেই
গ. যে কবিতা অষ্টক ও ষটক এই দুই ভাগে বিভক্ত
ঘ. যে কবিতার প্রথম ও তৃতীয় লাইনে দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে মিল আছে।

৩৫. **'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটুকু 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কোন সর্গ থেকে নেওয়া হয়েছে?** [F ১৬-১৭]
ক. পঞ্চম খ. ষষ্ঠ গ. সপ্তম ঘ. অষ্টম ঙ. নবম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩৬. **নিচের কোনটি গদ্য রচনা নয়?** [B ১৭-১৮]
ক. ব্রজাঙ্গনা কাব্য খ. দিবারাত্রির কাব্য গ. বাংলার কাব্য ঘ. শেষের কবিতা

৩৭. **মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত প্রহসন কোনটি?** [B ১৭-১৮]
ক. বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ খ. বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ
গ. বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ ঘ. বুড় শালিকের ঘাড়ে রো

৩৮. **'বীরাঙ্গনা কাব্য' কে লিখেছেন?** [খ ০৫-০৬]
ক. মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. বন্দে আলী মিয়া
ঘ. মধুসূদন দত্ত ঙ. সুফিয়া কামাল

৩৯. **কোনটি মধুসূদনের রচনা নয়?** [খ ০৭-০৮; ঘ ০৮-০৯; খ ০৯-১০]
ক. মেঘনাদবধ কাব্য খ. শর্মিষ্ঠা গ. পদ্মাবতী ঘ. রত্নবতী ঙ. ব্রজাঙ্গনা কাব্য

৪০. **মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?** (চ ০৮-০৯)
ক. বীরাঙ্গনা খ. ব্রজাঙ্গনা গ. তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য
ঘ. মেঘনাদবধ কাব্য ঙ. সোনার তরী

০১.খ	০২.ক	০৩.ঘ	০৪.খ	০৫.ক	০৬.ক	০৭.খ	০৮.ক	০৯.গ	১০.গ
১১.গ	১২.ঘ	১৩.ঘ	১৪.ঘ	১৫.ঘ	১৬.খ	১৭.খ	১৮.ঘ	১৯.গ	২০.খ
২১.খ	২২.ঘ	২৩.ঘ	২৪.ক	২৫.গ	২৬.ঘ	২৭.ঘ	২৮.ক	২৯.ক	৩০.ক
৩১.ঘ	৩২.ক	৩৩.খ	৩৪.ক	৩৫.খ	৩৬.ক	৩৭.ক	৩৮.ঘ	৩৯.ঘ	৪০.গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

৪১. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র রচয়িতা কে? [ঘ ১০-১১]
ক. বিহারীলাল খ. রবীন্দ্রনাথ গ. সত্যেন্দ্রনাথ ঘ. মধুসূদন ঙ. সুকান্ত

৪২. 'Captive Ladie' রচনা করেন - [ক ১০-১১]
ক. লেডি ফাতিমা খ. মধুসূদন দত্ত গ. উইলিয়াম শেক্সপিয়ার
ঘ. ঝুম্পা লাহিড়ী ঙ. ড. এনামুল হক

৪৩. 'রেখো মা দাসেরে মনে'-পঙ্‌ক্তিটি কার রচনা? (C1 ১২-১৩)
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ. জীবনানন্দ দাশ ঙ. জসীমউদ্‌দীন

৪৪. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ কোন বিদেশি কবির রচনার অনুসৃতি? [D-১৫-১৬]
ক. জন বায়রন খ. কীট্‌স্ গ. মিলটন ঘ. শেলী

৪৫. বিভীষণ কার ভাই? [G ১৬-১৭]
ক. রাবণের খ. মেঘনাদের গ. লক্ষ্মণের ঘ. মন্দোদরীর

৪৬. মেঘনাদের স্ত্রীর নাম কী? [C1 ১৬-১৭]
ক. সীতা খ. চিত্রাঙ্গদা গ. প্রমীলা ঘ. মন্দোদরী ঙ. কৈকেয়ী

৪৭. 'মেঘনাদবধ কাব্য'র উৎস কি? [I ১৬-১৭]
ক. রামায়ণ খ. মহাভারত গ. গীতা ঘ. বেদ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

৪৮. অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বলা হয় কাকে? [AL ১৭-১৮;; যবিপ্রবি E ১৭-১৮, ঢাবি গ ০২-০৩]
ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

৪৯. 'এতক্ষণে-অরিন্দম কহিলা বিষাদে'-এখানে 'অরিন্দম' কে? [AL ১৭-১৮; বেরোবি A ১৭-১৮; ঢাবি অধি. ৭টি কলেজ ক ১৭-১৮, চবি D_3 ১৬-১৭, গার্হস্থ্য ১৬-১৭]
ক. রাবণ খ. বিভীষণ গ. মেঘনাদ ঘ. লক্ষণ

৫০. মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত পত্রকাব্যের উদাহরণ কোনটি? [D ১৭-১৮]
ক. বীরাঙ্গনা খ. মেঘনাদবধ গ. ব্রজাঙ্গনা ঘ. শর্মিষ্ঠা

৫১. 'টিমোথি পেনপয়েম' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন? [ঘ ১৭-১৮, চবি ঙ ১০-১১]
ক. মধুসূদন দত্ত খ. জীবনানন্দ দাশ গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. আহসান হাবীব

৫২. সনেট কী? [ক-১৫-১৬]
ক. কবিতার রূপকল্পের নাম খ. ছন্দের নাম
গ. কবিতার নাম ঘ. অলংকারের নাম

৫৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে মাসে মৃত্যুবরণ করেন– [ক ১৬-১৭]
ক. মে খ. জুন গ. জুলাই ঘ. আগস্ট

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৫৪. 'রাঘবের দাস তুমি'– রাঘবের দাস কে? [A ১৭-১৮]
ক. লক্ষ্মণ খ. বিভীষণ গ. রাবণ ঘ. রাম

৫৫. নিচের কারা রাঘবারি? [A ১৭-১৮]
ক. রাম, লক্ষ্মণ খ. রাবণ, মেঘনাদ গ. বিভীষণ, রাম ঘ. রাম, মেঘনাদ

৫৬. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার 'রাঘব' কারা? [A ১৭-১৮]
ক. রাবণ, রাম খ. রাম, লক্ষ্মণ গ. মেঘনাদ, বিভীষণ ঘ. রাম, বিভীষণ

৫৭. মধুসূদন দত্ত কত সালে নিজের নামের শুরুতে মাইকেল যোগ করেন? [C ১৭-১৮]
ক. ১৯২৪ খ. ১৯৩৪ গ. ১৯৪৩ ঘ. ১৯৪৪

৫৮. 'কপোতাক্ষ নদ' কোন জাতীয় কবিতা? [B -১৩-১৪]
ক. সনেট খ. পয়ার গ. গীতিকবিতা ঘ. লিমেরিক

৫৯. মেঘনাদের যজ্ঞাগারের নাম কী? [C ১৬-১৭]
ক. নন্দন কানন খ. নিকুম্ভিলা গ. রক্ষঃপুর ঘ. লঙ্কাপুরী

৬০. 'নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?' - কে, কাকে বলেছে? [A ১৬-১৭]
ক. রাবণ, মেঘনাদকে খ. মেঘনাদ, রাবণকে
গ. মেঘনাদ, বিভীষণকে ঘ. বিভীষণ, মেঘনাদকে

৬১. 'রামচন্দ্র' কোন বংশের জাতক? [A ১৬-১৭]
ক. চন্দ্রবংশ খ. রঘুবংশ গ. সূর্যবংশ ঘ. কুলীনবংশ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৬২. 'অমরাবতী' কী? [B ১৭-১৮]
ক. স্বর্গ খ. নরক গ. আনন্দ ঘ. বেদনা

৬৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত মৃত্যুবরণ করেন- [চ ০৪-০৫]
ক. ভার্সাই খ. সাগরদাড়ি গ. মাদ্রাজ ঘ. কোলকাতা

৬৪. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক সনেট লেখক- [গ ০৪-০৫]
ক. রবীন্দ্রনাথ খ. নজরুল গ. অক্ষয় কুমার বড়াল ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৬৫. মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেশপ্রেমের প্রবল প্রকাশ ঘটেছে- [গ ০৫-০৬]
ক. মহাকাব্যে খ. নাটকে গ. পত্রকাব্যে ঘ. সনেটে

৬৬. 'শমন-ভবন' কী? [H ১৬-১৭]
ক. দেবালয় খ. যমালয় গ. যজ্ঞাগার ঘ. বাসবালয়

৬৭. নিকষা কে? [B ১৬-১৭]
ক. রাবণের মা খ. ইন্দ্রের মা গ. মহাদেবের মা ঘ. লক্ষ্মণের মা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

৬৮. 'পদ্মাবতী' নাটকটি কার লেখা? (B ১২-১৩)
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. আলাওল গ. জায়সী ঘ. মীর মশাররফ হোসেন

৬৯. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মেঘনাদের উপাধি কোনটি? [B ১৬-১৭]
ক. অরিন্দম খ. দুর্মতি গ. তস্কর ঘ. লস্কর

৭০. 'রামানুজ' শব্দটির অর্থ কী? [B ১৬-১৭]
ক. রামের অনুসারী খ. রাম থেকে জন্ম
গ. রামের সঙ্গে বসবাসকারী ঘ. রামের ছোট ভাই লক্ষ্মণ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৭১. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [B ১৭-১৮, চবি A ১৬-১৭]
ক. মাত্রাবৃত্ত খ. স্বরবৃত্ত গ. অক্ষরবৃত্ত ঘ. অমিত্রাক্ষর

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৭২. নিচের কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত নাটক? [D ১৭-১৮]
ক. কৃষ্ণকুমারী খ. বসন্তকুমারী গ. নীল দর্পণ ঘ. জমিদার দর্পণ

৭৩. 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সর্গ সংখ্যা কয়টি? [E ১৭-১৮; বশেমুরবিপ্রবি D ১৭-১৮, বেরোবি B ১৬-১৭]
ক. ৮টি খ. ৯টি গ. ১২টি ঘ. ১৫টি

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৭৪. 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কত দিনের ঘটনা বর্ণিত আছে? [C ১৭-১৮]
ক. দুই দিন ও দুই রাত্রির খ. দুই দিন ও তিন রাত্রির
গ. তিন দিন ও দুই রাত্রির ঘ. তিন দিন ও তিন রাত্রির

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৭৫. 'রাক্ষসরাজানুজ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে কাকে? [F ১৭-১৮]
ক. রামকে খ. লক্ষ্মণকে গ. বিভীষণকে ঘ. রাবনকে

৭৬. 'একেই কী বলে সভ্যতা?' কী ধরনের গ্রন্থ? [G ১৭-১৮]
ক. কাব্য খ. উপন্যাস গ. নাটক ঘ. প্রহসন

৭৭. মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত কোনটি প্রথম বিয়োগান্তক নাটক? [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. শর্মিষ্ঠা খ. কৃষ্ণকুমারী গ. পদ্মাবতী ঘ. মেঘনাদবধ

৭৮. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কোন সর্গ থেকে নেওয়া হয়েছে? [F ১৭-১৮]
ক. অভিষেকো খ. বধো গ. অস্ত্রলাভো ঘ. সংক্রিয়া

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৭৯. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মূল ভাববস্তু কী? [D ১৬-১৭]
ক. স্বজনপ্রীতি খ. সেনা পরিচালনা গ. দেশপ্রেম ঘ. ধর্মযুদ্ধ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৮০. মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' কত সালে প্রকাশিত হয়? [E -১৩-১৪]
ক. ১৮৫০ খ. ১৮৬১ গ. ১৮৫৯ ঘ. ১৮৬৫

৮১. 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' কোন জাতীয় শিল্পকর্ম? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. উপন্যাস খ. নাটক গ. প্রহসন ঘ. ছোটগল্প

৮২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট কোনটি? [C-১৫-১৬; পাবিপ্রবি ১৬-১৭, ইবি ছ ০৪-০৫]
ক. বঙ্গভাষা খ. কপোতাক্ষ নদ
গ. সমুদ্রের প্রতি রাবণ ঘ. মাতৃভাষা

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

৮৩. 'অরিন্দম' শব্দটির অর্থ কী? [জাককানইবি AP 17-18]
ক. শত্রু দমনকারী খ. বন্ধু গ. আত্মীয় ঘ. চোর

৪১.ঘ	৪২.খ	৪৩.খ	৪৪.গ	৪৫.ক	৪৬.গ	৪৭.ক	৪৮.খ	৪৯.গ
৫০.ক	৫১.ক	৫২.ক	৫৩.খ	৫৪.খ	৫৫.খ	৫৬.খ	৫৭.গ	৫৮.ক
৫৯.খ	৬০.গ	৬১.খ	৬২.ক	৬৩.ঘ	৬৪.ঘ	৬৫.ঘ	৬৬.খ	৬৭.ক
৬৮.ক	৬৯.ক	৭০.ঘ	৭১.ঘ	৭২.ক	৭৩.খ	৭৪.গ	৭৫.গ	৭৬.ঘ
৭৭.খ	৭৮.খ	৭৯.গ	৮০.খ	৮১.গ	৮২.ক	৮৩.ক		

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. মূল রামায়ণ থেকে মধুসূদন দত্তের কোন বিখ্যাত সাহিত্যকর্মটির কাহিনি নেওয়া হয়েছে?
ক. তিলোত্তমাসম্ভব খ. মেঘনাদবধ কাব্য গ. কৃষ্ণকুমারী ঘ. বীরাঙ্গনা কাব্য

০২. মোট কতটি সনেটের সংকলনে মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচিত?
ক. ১০১টি খ. ১০২টি গ. ১০৫টি ঘ. ১১০টি

০৩. 'মেঘনাদবধ কাব্য'টি নয়টি সর্গে রচিত'- এখানে 'সর্গ' বলতে বোঝানো হয়েছে-
ক. বেহেশত খ. অধ্যায় গ. সরণি ঘ. স্তম্ভ

০৪. মাইকেল মধুসূদন দত্ত মারা যান কোন সালের কত তারিখে?
ক. ২১ জুন ১৮৭০ খ. ২৩ জুন ১৮৭০ গ. ১৯ জুন ১৮৭৩ ঘ. ২৯ জুন ১৮৭৩

০৫. "এতক্ষণে"- অরিন্দম কহিলা বিষাদে; - বাক্যটির মর্মার্থ কী?
ক. এতক্ষণ পরে মেঘনাদ কথা বলল খ. বিস্মিত ও বিপন্ন মেঘনাদ বলল
গ. এতক্ষণে মেঘনাদ শত্রুকে দেখল ঘ. এতক্ষণে মেঘনাদ গৌরবের কথা বলল

০৬. বাসব কে?
ক. বাসুদেবের সহোদর খ. দেবতাদের রাজা ইন্দ্র গ. মেঘনাদ ঘ. বিভীষণ

০৭. '..... কী প্রকারে
তাহার বিপক্ষ কাজ করিব' - চরণদ্বয়ে কে কার বিপক্ষে কাজ করতে অসমর্থ?
ক. মেঘনাদ রাবণের খ. বিভীষণ লক্ষণের গ. মেঘনাদ বিভীষণের ঘ. বিভীষণ রামের

০৮. রঘু বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান রামচন্দ্রকে কী হিসেবে অভিহিত করা হয়?
ক. সীতানাথ খ. রঘুপতি গ. রাঘব ঘ. রঘুরাজ

০৯. 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে' পঙ্‌ক্তিটিতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. বিধাতা চাঁদকে আকাশে উজ্জ্বল করে স্থাপন করেছেন
খ. বিধাতা চাঁদকে আকাশে আলোকিত করে স্থাপন করেছেন
গ. বিধাতা চাঁদকে আকাশে নিশ্চল করে স্থাপন করেছেন
ঘ. বিধাতা চাঁদকে আকাশে ঘূর্ণায়মান করে স্থাপন করেছেন

১০. 'নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে এ কথা।'- কোন কথা?
ক. বিভীষণের কপট কাহিনির কথা
খ. লক্ষ্মণের যজ্ঞাগারে প্রবেশের কথা
গ. বিভীষণের লক্ষ্মণকে সহায়তা করার কথা
ঘ. নিরস্ত্র মেঘনাদের কাছে কপট লক্ষ্মণের যুদ্ধ প্রার্থনা করার কথা

১১. 'নহি দোষী আমি'- কে বলেছে?
ক. রাম খ. বিভীষণ গ. মেঘনাদ ঘ. রাবণ

১২. বিভীষণের মতে - নিজ কর্মদোষে লঙ্কাপুরীকে বিপদগ্রস্ত করেছে কে?
ক. স্বয়ং রাবণ খ. মেঘনাদ গ. লক্ষ্মণ ঘ. কুম্ভকর্ণ

১৩. বিভীষণ দ্বার ছাড়লে মেঘনাদ কোথায় যাবে বলেছিল?
ক. যজ্ঞাগারে খ. লঙ্কাপুরীতে গ. রাবণের কাছে ঘ. অস্ত্রাগারে

১৪. লঙ্কার অধঃপতনকে বিভীষণ কিসের সঙ্গে তুলনা করেছে?
ক. প্রলয়ে পৃথিবী ডুবে যাওয়ার সাথে
খ. প্রলয়ে ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়ার সাথে
গ. প্রলয়ে জনজীবনে দুর্বিষহ হয়ে যাওয়ার সাথে
ঘ. প্রলয়ে লঙ্কাপুরী ডুবে যাওয়ার সাথে

১৫. লঙ্কাপুরী কালসলিলে ডুবে গেলে বিভীষণ কোথায় আশ্রয়প্রার্থী?
ক. মেঘনাদের যজ্ঞাগারে খ. রাবণের পদাশ্রয়ে
গ. রাঘব বা রামের পদাশ্রয়ে ঘ. বাসবপুরীতে

১৬. 'পরদোষে কে চাহে মজিতে?' বাক্যের অর্থ কী?
ক. অন্যের দোষ কে মাথায় নিতে চায় ? খ. অন্যের দোষ কে মোচন করতে চায়?
গ. অন্যের দোষে কে বিপদগ্রস্ত হতে চায়? ঘ. অন্যের দোষে কে মরতে চায়?

১৭. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশে 'দুর্মতি' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. দুর্গতি খ. অসৎ বা মন্দ বুদ্ধি গ. মন্দ শক্তি ঘ. দুর্বিষহ পরিস্থিতি

১৮. মেঘনাদ যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতার পূজা করতে চেয়েছিল কেন?
ক. পিতাকে খুশি করতে খ. পরিবারের কল্যাণে
গ. ভ্রাতৃহত্যার শোকে ঘ. যুদ্ধে জয় নিশ্চিত করতে

১৯. রাবণের মধ্যম সহোদর কে ?
ক. বিভীষণ খ. কুম্ভকর্ণ গ. রাঘব ঘ. বীরবাহু

২০. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশে বিষয়ে বা বক্তব্যে কিসের স্বাধীন ব্যবহার হয়েছে?
ক. ছন্দের খ. অন্ত্যমিলের গ. অলংকারের ঘ. বিরামচিহ্নের

২১. মেঘনাদকে 'বাসবত্রাস' বলার কারণ কী?
ক. বাসবের মতো সাহসী বলে খ. বাসবকে বিতাড়িত করেছে বলে
গ. বাসবকে পরাজিত করেছে বলে ঘ. বাসবের শঙ্কাহরণ করেছে বলে

২২. 'হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে'- এখানে 'বীরকেশরী' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক. রাবণকে খ. বিভীষণকে গ. মেঘনাদকে ঘ. কুম্ভকর্ণকে

২৩. মধুসূদন দত্তের নামের পূর্বে মাইকেল শব্দটি কখন যুক্ত হয়?
ক. ইংল্যান্ড গমন করার পর খ. খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের পর
গ. ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পর ঘ. বিদেশ গমনের পূর্বে

২৪. 'পশিল' অর্থ কী?
ক. প্রবেশ করল খ. পৌঁছাল গ. নষ্ট হলো ঘ. পেছাল

২৫. বাসববিজয়ী কে?
ক. রাবণ খ. লক্ষ্মণ গ. মেঘনাদ ঘ. বিভীষণ

২৬. 'বিধু' শব্দের অর্থ কী?
ক. চাঁদ খ. সূর্য গ. বুধবার ঘ. বোধশক্তিসম্পন্ন

২৭. নিচের কোনটি ভিন্নার্থক শব্দ?
ক. গম্ভীর শব্দ খ. গম্ভীর ধ্বনি গ. মন্দ্র ঘ. মন্ত্র

২৮. 'আকাশ' শব্দটির কোন প্রতিশব্দটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. নীলিমা খ. আসমান গ. অম্বর ঘ. গগন

২৯. সম্পূর্ণ পরিত্যাগ অর্থে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. উৎসর্গ খ. ত্যাগী গ. জলাঞ্জলি ঘ. বিসর্জন

৩০. 'যেমতি' বলতে কী বোঝায়?
ক. এমন খ. যেমন গ. তেমন ঘ. কেমন

৩১. 'এবে' শব্দটির অর্থ কোনটি?
ক. আসবে খ. এখন গ. এমন ঘ. এভাবে

৩২. 'মজাইলা' শব্দটির অর্থ কী?
ক. মজে গেলো খ. নষ্ট করলে গ. বিপদগ্রস্ত করলে ঘ. আনন্দফুর্তি করলে

৩৩. 'সহিছ' বলতে কী বোঝায়?
ক. সাথে আছে খ. সহ্য করছ গ. সামনে আছে ঘ. সই করেছ

৩৪. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'রাবণ-আত্মজ' কাকে বলা হয়েছে?
ক. বিভীষণকে খ. কুম্ভকর্ণকে গ. মেঘনাদকে ঘ. প্রমীলাকে

৩৫. 'তস্কর' শব্দটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. তুষের ঘর খ. তক্ষক গ. চোর ঘ. তাসের ঘর

৩৬. 'প্রগল্‌ভে' শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. গোপনে খ. প্রাগ্রসর হয়ে গ. নির্ভীকচিত্তে ঘ. নিরপেক্ষভাবে

৩৭. 'মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী ।' চরণটির অন্তর্নিহিত অর্থ কী?
ক. প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়ে রামের মাথা নত অবস্থা
খ. প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়ে বিভীষণের মাথা নত অবস্থা
গ. প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়ে মেঘনাদের মাথা উঁচু অবস্থা
ঘ. লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদের পরাস্ত হওয়া

৩৮. 'জ্ঞাতি' বলতে বোঝায়?
ক. জানাশোনা খ. জানা গ. সগোত্র ঘ. উপজাতি

৩৯. 'হায়, তাত, উচিত কি তব এ কাজ?' এখানে 'কাজ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. কুম্ভকর্ণের সহায়তা খ. লক্ষ্মণের প্রবেশে সহায়তা
গ. বিভীষণের সহায়তা ঘ. রামচন্দ্রের আজ্ঞা

৪০. 'হায়, তাত, উচিত কি তব এ কাজ?'- চরণটিতে 'তাত' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. তার জন্য খ. পিতামহ গ. পিতৃব্য বা চাচা ঘ. পিতার বন্ধু

৪১. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশটিতে 'কমলবন' কিসের প্রতীক?
ক. অন্যায়ের খ. অকল্যাণের গ. ন্যায়ের ও কল্যাণের ঘ. জীবনের

৪২. মেঘনাদ 'দুরাচার দৈত্য' বলে অভিহিত করেছেন কাকে ?
ক. রামকে খ. ইন্দ্রকে গ. বিভীষণকে ঘ. লক্ষ্মণকে

৪৩. পৃথিবীর কোন সমার্থক শব্দটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. বসুন্ধরা খ. ধরণি গ. বসুধা ঘ. বিশ্ব

৪৪. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশটিতে সৌমিত্রি কে?
ক. রাম খ. রাবণ গ. বিভীষণ ঘ. লক্ষ্মণ

৪৫. ক্ষুদ্রমতি নর কাকে বলা হয়েছে?
ক. বীরবাহু খ. রাম গ. লক্ষ্মণ ঘ. বিভীষণ

০১.খ	০২.খ	০৩.খ	০৪.ঘ	০৫.খ	০৬.খ	০৭.ঘ	০৮.গ	০৯.গ
১০.ঘ	১১.খ	১২.ক	১৩.ঘ	১৪.ক	১৫.গ	১৬.গ	১৭.খ	১৮.খ
১৯.খ	২০.ঘ	২১.গ	২২.খ	২৩.খ	২৪.ক	২৫.গ	২৬.ক	২৭.ঘ
২৮.গ	২৯.গ	৩০.খ	৩১.খ	৩২.গ	৩৩.খ	৩৪.গ	৩৫.গ	৩৬.গ
৩৭.খ	৩৮.গ	৩৯.খ	৪০.গ	৪১.গ	৪২.ঘ	৪৩.গ	৪৪.ঘ	৪৫.গ

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

SELF TEST

০১. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় শূলিশম্ভুনিভ কাকে বলা হয়েছে ?
ক. রাবণকে খ. বিভীষণকে গ. মেঘনাদকে ঘ. কুম্ভকর্ণকে

০২. মেঘনাদের মতে বিভীষণের কোন কাজটি উচিত হয়নি?
ক. লক্ষ্মণকে হত্যা করা খ. যজ্ঞাগারে প্রবেশে লক্ষ্মণকে সাহায্য করা
গ. রাবণকে অপমান করা ঘ. মেঘনাদকে বাধা দেওয়া

০৩. বিভীষণের সহোদর কে?
ক. রাম খ. রাবণ গ. লক্ষ্মণ ঘ. মেঘনাদ

০৪. বাল্মীকি-রামায়ণকে নব মূল্যায়নের মাধ্যমে মধুসূদন হীনরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কোন চরিত্রগুলোকে?
ক. রাবণ ও মেঘনাদকে খ. মেঘনাদ ও বিভীষণকে
গ. রাম ও লক্ষ্মণকে ঘ. রাবণ ও বিভীষণকে

০৫. নিচের কোন বিখ্যাত মহাকাব্য থেকে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটি সংকলিত হয়েছে?
ক. হেক্টরবধ কাব্য খ. বীরাঙ্গনা কাব্য
গ. মেঘনাদবধ কাব্য ঘ. মহাশ্মশান

০৬. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশটিতে কে কাকে 'রক্ষোমণি' বলে সম্বোধন করে?
ক. রাবণ, মেঘনাদকে খ. বিভীষণ, মেঘনাদকে
গ. মেঘনাদ, রাবণকে ঘ. মেঘনাদ, বিভীষণকে

০৭. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি কোন ২টি পর্বে বিন্যস্ত?
ক. ৮ + ৪ খ. ৮ + ৬ গ. ৬ + ৪ ঘ. ৬ + ৮

০৮. মধুসূদনের সাহিত্যের মূল সুর হিসেবে কোনটি গ্রহণযোগ্য?
ক. প্রকৃতিচেতনা খ. নারী স্বাধীনতা গ. দেশপ্রেম ঘ. বৃক্ষ বন্দনা

০৯. মেঘনাদ চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়-
ক. বাসববিজয়ী খ. অসীম সাহসী গ. ইন্দ্রজিৎ ঘ. দেশদ্রোহী

১০. 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'- এ প্রবাদ বাক্যটি বিভীষণের কোন আচরণকে কেন্দ্র করে প্রচলিত?
ক. স্বজনের প্রতি উদাসীনতা খ. পরধর্মের অনুসরণ
গ. শত্রুপক্ষের সঙ্গে আঁতাত ঘ. রাবণের সাহচর্য

১১. নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ কোন দেবতার পূজা করে যুদ্ধে যাত্রা করত?
ক. শিবের খ. ইন্দ্রের গ. বরুণের ঘ. অগ্নিদেবতার

১২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন শতকের কবি?
ক. উনিশ শতকের খ. আঠারো শতকের গ. সতের শতকের ঘ. ষোল শতকের

১৩. 'ধীমান' শব্দের অর্থ কী?
ক. ধীবর খ. সম্মানীত গ. জ্ঞানী ঘ. সুনার্ম

১৪. শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি--- গুণহীন----। শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ দুটি হলো-
ক. পরজন, স্বজন খ. স্বজন, পরজন
গ. পরজন, আপনজন ঘ. আপনজন, স্বজন

১৫. 'নিকষা সতী তোমার জননী'- এখানে 'নিকষা' বলে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে?
ক. সীতাকে খ. রাবণের স্ত্রীকে
গ. বিভীষণের মাকে ঘ. রামের স্ত্রী

১৬. 'গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. মন্দলোকও ভালো কাজ করে খ. ব্যবহারে বংশের পরিচয়
গ. হীনলোকের প্রবৃত্তি অসৎ ঘ. মন্দ লোক সবার শত্রু

১৭. 'চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?'- এখানে মেঘনাদ কাকে 'চণ্ডাল' বলে সম্বোধন করেছে?
ক. বিভীষণ খ. লক্ষ্মণ গ. হনুমান ঘ. দশরথ

১৮. 'তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে বনবাসী !' এখানে 'বনবাসী' বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে?
ক. হনুমানকে খ. রাজা সুগ্রীবকে
গ. রাম ও লক্ষ্মণকে ঘ. হনুমান ও সুগ্রীবকে

১৯. 'হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে ভ্রমে দুরাচার দৈত্য?'- এখানে মেঘনাদ 'দৈত্য' বলতে কাকে বুঝাতে চেয়েছেন?
ক. রামকে খ. বিভীষণকে গ. হনুমানকে ঘ. লক্ষ্মণকে

২০. 'কহিলা বীরেন্দ্র বলী;'- এখানে 'বীরেন্দ্র বলী' কে?
ক. মেঘনাদ খ. কুম্ভকর্ণ গ. বিভীষণ ঘ. লক্ষ্মণ

২১. 'হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে তুমি;' এখানে 'রাক্ষসরাজানুজ' বলতে বুঝানো হয়েছে-
ক. বিভীষণকে খ. রাবণকে গ. কুম্ভকর্ণকে ঘ. বীরবাহুকে

২২. 'পরঃ পরঃ সদা।'- কথাটির অর্থ কী?
ক. পরও আপন হতে পারে খ. পর এক সময় আপন হয়
গ. পর কখনো আপন হয় না ঘ. পরের চেয়ে আপন ভালো

২৩. 'কোন ধর্মমতে, কহ দাস, শুনি, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, -এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি?'- কে, কাকে এ প্রশ্নটি করেছে?
ক. মেঘনাদ রাবণকে খ. মেঘনাদ বিভীষণকে
গ. মেঘনাদ লক্ষ্মণকে ঘ. মেঘনাদ রামকে

২৪. 'শৈবালদলের ধাম' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. শ্যাওলার ঘর খ. শ্যাওলাযুক্ত
গ. পুকুর ঘ. নদী

২৫. 'মৃগেন্দ্র' শব্দের অর্থ কী?
ক. হরিণ খ. পশুরাজ সিংহ গ. শিয়াল পন্ডিত ঘ. হরিণ শাবক

২৬. 'যুদ্ধ' শব্দের যে প্রতিশব্দটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশে ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো-
ক. লড়াই খ. আহব গ. রণ ঘ. সংগ্রাম

২৭. শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে কার সহায়তায় লক্ষ্মণ মেঘনাদের যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে?
ক. রথে চড়ে খ. জাদুমন্ত্র পড়ে
গ. পাতালপুরী দিয়ে ঘ. বিভীষণের সহায়তায়

২৮. বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের মূল লক্ষ্য ছিল কোনটি?
ক. ঈশ্বরমুখিতা খ. মানবকেন্দ্রিকতা
গ. দেবনির্ভরতা ঘ. বিজ্ঞানমনস্কতা

২৯. রাঘবদাস কে?
ক. রাম খ. লক্ষ্মণ গ. মেঘনাদ ঘ. বিভীষণ

৩০. রোমান্টিক ও ধ্রুপদী সাহিত্যের আশ্চর্য মিলন ঘটেছে কোন কবির কবিতায়?
ক. রবীন্দ্রনাথের খ. মাইকেল মধুসূদনের
গ. জীবনানন্দ দাশের ঘ. কাজী নজরুল ইসলামের

৩১. 'বিরত সতত পাপে দেবকুল'- পঙ্‌ক্তিটির অর্থ কী?
ক. দেবতারা পাপ থেকে বিরত খ. দেবকুল পাপে পুরোপুরি নিমজ্জিত
গ. পাপের কারণে দেবকুল দূরে সরে গেছে ঘ. সততা আর পাপ দেবতার মাঝেও আছে

৩২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজে ভর্তি হন কত সালে?
ক. ১৮৩১ খ. ১৮৩৩ গ. ১৮৪৩ ঘ. ১৮৪৫

৩৩. বিভীষণ 'রাজা' বলতে কাকে বুঝিয়েছে?
ক. নিজেকে খ. রামকে গ. লক্ষ্মণকে ঘ. রাবণকে

৩৪. 'মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী'- বাক্যটির মর্মার্থ কী?
ক. মন্ত্রপূত সাপ যেমন মাথা নত করে
খ. সাপের ফণা ধরা অবস্থা হঠাৎ নত হওয়া
গ. মহৌষধের কাছে সাপের বিষ কমে যাওয়া
ঘ. মহৌশ্বর্যশালীর মাথা নত হওয়া

৩৫. "জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল রক্ষঃপুরে!"- এখানে লক্ষ্মণ কেমন করে রাক্ষসপুরীতে আসে বলে মেঘনাদ জানতে পেরেছে বা বুঝতে পেরেছে?
ক. হনুমানের পিঠে চড়ে খ. রামের সহায়তায়
গ. বিভীষণের সহায়তায় ঘ. অরিকে দমন করে

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.গ	৩৪.ক	৩৩.খ	৩২.খ	৩১.ক	৩০.খ	২৯.ঘ	২৮.খ	২৭.ঘ
২৬.খ	২৫.খ	২৪.গ	২৩.খ	২২.গ	২১.ক	২০.ক	১৯.ঘ	১৮.গ
১৭.খ	১৬.গ	১৫.গ	১৪.ক	১৩.গ	১২.ক	১১.ঘ	১০.গ	০৯.ঘ
০৮.গ	০৭.খ	০৬.ঘ	০৫.গ	০৪.গ	০৩.খ	০২.খ	০১.ঘ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ঐকতান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি ।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী -
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে । বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে -
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি ।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে ।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক -
রয়ে গেছে ফাঁক ।
প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে;
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ –
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ,
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার ।
চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল -
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার ।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে ।

মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে ।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা ।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা ।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী ।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি ।

এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক্ মনের ।
মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার –
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি ।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্‌বারি ।
সাহিত্যের ঐকতান সংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায় -
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি ।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

বিপুলা	বিশাল প্রশস্ত । এখানে নারীবাচক শব্দ হিসেবে বিপুলা বলে পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে ।
বিশাল বিশ্বের আয়োজন;/ মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ	জীব ও জড়-বৈচিত্র্যের বিশাল সম্ভার নিয়ে এই বিশাল বিশ্বজগৎ । কিন্তু কবির মন জুড়ে রয়েছে তারই ছোট একটি কোণ ।
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী/ কুড়াইয়া আনি	কবি তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সম্পদ কুড়িয়ে আনেন ।
'জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে/ পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে ।'	নানা সূত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করে কবি নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন ।
স্বরসাধনা	এখানে সুর বা সংগীত সাধনা বোঝানো হয়েছে ।
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক–/ রয়ে গেছে ফাঁক	কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রে কবি যে স্বরসাধনা করেছেন তাতে ঘাটতি রয়ে গেছে ।
ঐকতান	বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট সুর, সমস্বর । এখানে বহু সুরের সমন্বয়ে এক সুরে বাঁধা পৃথিবীর সুরকে বোঝানো হয়েছে ।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে/ সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে	সম্মানবঞ্চিত ব্রাত্যজনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজের উচ্চ মঞ্চে কবি আসন গ্রহণ করেছেন । তাই সেখানকার সংকীর্ণ জানালা দিয়ে বৃহত্তর সমাজ ও জীবনকে তিনি দেখতে পারেননি ।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,/ ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে	মাঝেমধ্যে কবি ব্রাত্য মানুষের পাড়ায় ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিয়েছেন । কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের সঙ্গে ভালোভাবে যোগসূত্র রচনা সম্ভব হয়নি ।
জীবনে জীবন যোগ করা/ না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা	জীবনের সঙ্গে জীবনের সংযোগ ঘটাতে না পারলে শিল্পীর সৃষ্টি কৃত্রিম পণ্যে পরিণত হয় । ব্রাত্য তথা প্রান্তিক মানুষকে শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে যোগ্য স্থান দিলেই তবে শিল্প সাধনা পূর্ণতা পায় ।
এসো কবি অখ্যাতজনের/ নির্বাক্ মনের	রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই অনাগত কবিকে আহ্বান করছেন, যিনি অখ্যাত মানুষের, অব্যক্ত মনের জীবনকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন ।
রস	এখানে সাহিত্যরস বা শিল্পরস বোঝানো হয়েছে । কবিরা রসসৃষ্টির জন্য কবিতা রচনা করেন । সেই রস সৃষ্টি হয় পাঠকের অন্তরে ।
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি/ রসে পূর্ণ করি দাও তুমি	জেলে-তাঁতি প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষ সাহিত্যের বিষয়সভায় উপেক্ষার কারণে স্থান লাভে বঞ্চিত হওয়ায় সাহিত্যের ভুবন আনন্দহীন উষর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। মরুভূমির সেই ঊষরতাকে রসে পূর্ণ করে দেওয়ার জন্য ভবিষ্যতের কবির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আহ্বান ।
উদ্‌বারি	ওপরে বা ঊর্ধ্বে প্রকাশ করে দাও । অন্তরে যে উৎস (এখানে রসের উৎস) রয়েছে, তা উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে ।
সাহিত্যের ঐকতান সংগীত সভায়	সাহিত্যে জীবনের সর্বপ্রান্তস্পর্শী সমস্বর বা ঐকতান ।
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়	অবজ্ঞাত বা উপেক্ষিত মানুষও যেন সম্মান লাভ করে সে-কথা বলা হয়েছে ।
মূক যারা দুঃখে সুখে,/ নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে	দুঃখ-সুখ সহ্য করা নির্বাক মানুষ, যারা এগিয়ে চলা পৃথিবীতে এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না ।

কবি পরিচিতি

কবি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ছদ্মনাম : ভানুসিংহ ঠাকুর ।
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ৭ মে ১৮৬১ খ্রি. (২৫ বৈশাখ ১২৬৮), জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ভারত । পিতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । মাতা : সারদা দেবী । পিতামহ : প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর । পিতামহী : দিগম্বরী দেবী ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

শিক্ষাজীবন	রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করলেও স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেন নি। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ড গেলেও কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের কোনো ত্রুটি হয়নি।
পেশা/ কর্মজীবন	১৮৮৪ খ্রি. থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার আদেশে বিষয়কর্ম পরিদর্শনে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯০ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি দেখাশোনা করেন। এ সূত্রে তিনি কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন।
বিবাহ	মাত্র ২২ বছর বয়সে খুলনার দক্ষিণ ডিহি গ্রামের মেয়ে ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে ১৮৮৩ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরে ভবতারিণী দেবীর নাম বদলে রাখা হয় মৃণালিনী দেবী।
পুরস্কার ও সম্মাননা	নোবেল পুরস্কার (১৯১৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯১৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯৪০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট. (১৯৩৬)।
নোবেল পুরস্কার লাভ	তিনি ১৯১৩ সালের নভেম্বরে 'Song Offerings'-এর জন্য নোবেল পুরস্কার পান। 'Song offerings' গ্রন্থে মোট ১৫৭টি কবিতা ও গান রয়েছে। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় ও এশীয় ব্যক্তিত্ব তিনি।
প্রথম অনুবাদক	বাংলায় টি.এস.এলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
জীবনাবসান	৭ আগস্ট ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)।
সাহিত্যকর্ম	
কাব্য	বনফুল, কবি-কাহিনী, খেয়া, সানাই, মহুয়া, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, বিচিত্রা, সেঁজুতি, জন্মদিনে, শেষলেখা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
উপন্যাস	চার অধ্যায়, দুইবোন, গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, চোখের বালি, নৌকাডুবি, যোগাযোগ, রাজর্ষি, শেষের কবিতা প্রভৃতি।
কাব্যনাট্য	কাহিনী, চিত্রাঙ্গদা, বসন্ত, বিদায় অভিশাপ, বিসর্জন, রাজা ও রাণী প্রভৃতি।
নাটক	অচলায়তন, চিরকুমার সভা, ডাকঘর, মুকুট, মুক্তির উপায়, রক্তকরবী, রাজা প্রভৃতি।
গল্পগ্রন্থ	গল্পগুচ্ছ, গল্পস্বল্প, তিনসঙ্গী, লিপিকা, সে, কৈশোরক প্রভৃতি।
প্রবন্ধগ্রন্থ	বিচিত্র প্রবন্ধ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব, কালান্তর, সভ্যতার সংকট।
ভ্রমণকাহিনি	জাপানযাত্রী, পথের সঞ্চয়, পারস্য, রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র প্রভৃতি।
পত্র সাহিত্য	ছিন্নপত্র, রাশিয়ার চিঠি, ভানুসিংহের পদাবলী, চিঠিপত্র ইত্যাদি।
আত্মজীবনী	জীবনস্মৃতি (১৯১২)

ছন্দে ছন্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাসমূহ

- উপন্যাস : রাজর্ষি ঘরের বাইরে গিয়ে চতুরঙ্গ গোরায় চড়ে, মালঞ্চ অতিক্রম করে নৌকা (নৌকাডুবি) যোগে (যোগাযোগ) বৌ ঠাকুরাণীর হাটে গিয়ে চার অধ্যায়ের শেষের কবিতা কিনে চোখের বালির করুণ (করুণা) মৃত্যুর কথা জানতে পারলো।
- **কাব্যগ্রন্থ :** কবি কাহিনীর বনফুল বলাকা ও শ্যামলী বান্ধবী মহুয়ার নবজাতক কল্পনার জন্মদিন উপলক্ষে শৈশবের (শৈশব সংগীত) প্রভাতে (প্রভাত সংগীত) সানাই বাজিয়ে সন্ধ্যা সঙ্গীতের আয়োজন করে। বীথিকা, কড়ি ও কোমল নিয়ে সেঁজুতিতে সোনার তরী নামক খেয়ায় চিত্রা নদী পার হয়ে জানতে পারলো মানসী রোগসজ্জায় থাকলেও চৈতালীতে আরোগ্য হয়ে ক্ষণিকের জন্য স্মরণ করল পুনশ্চ গীতাঞ্জলি শেষ লেখা রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ।
- **নাটক :** তাসের দেশের রাজা রবীন্দ্রনাথ পৃথ্বিরাজের ঘোড়ায় চড়ে নটীর পূজায় রক্তকরবী বিসর্জন দিতে গেলেন। সেখানে মুক্তধারা নাট্যদল অচলায়তনে বসন্তের নাটক পরিবেশন করছিল। ডাকঘরের চিরকুমার সভায় সিদ্ধান্ত হলো এ কালের যাত্রায় চিত্রাঙ্গদার মত প্রতিভা (বাল্মীকি প্রতিভা) খুব বিরল। কিন্তু লম্পট অধিকারিণীর মায়ার খেলায় বাশরী, তাপসী, শ্যামা, ফাল্গুনী চার বোনের একজন ও পরিত্রাণ পেলেন না।
- **চিত্রনাট্য :** শ্যামা মালিনী চিত্রনাট্য তৈরির জন্য চিত্রাঙ্গদা এবং চণ্ডালিকাকে বেছে নিল।
- **ভ্রমণকাহিনি :** জাপানের যাত্রীরা রাশিয়ার চিঠি পড়ে ইউরোপ সম্পর্কে জানতে পারল।
- **প্রবন্ধগ্রন্থ :** স্বদেশের আধুনিক সাহিত্যের পাশাপাশি প্রাচীন ও লোকসাহিত্য বিচিত্র প্রবন্ধে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে কালান্তরে সভ্যতার সংকট থেকে পঞ্চভূত ও দূর হবে।

কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থটি যে বিষয় নিয়ে লেখা– **ধ্বনিবিজ্ঞান**।
- 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।' উক্তিটি আছে– **'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে**।
- কে রবীন্দ্রনাথের গুরু হিসেবে খ্যাত?– **বিহারীলাল চক্রবর্তী**।
- কে বিহারীলালকে বাংলা কাব্যের 'ভোরের পাখি' বলেছেন?– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**।
- 'মানুষ যা চায় ভুল করে চায়, যা পায় তা চায় না'– উক্তিটি কার?– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**।
- 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই'– উক্তিটি কার?– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের**।
- রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার সময়টা কী হিসেবে পরিচিত?– **রবীন্দ্র যুগ (১৯০০– ১৯৩০)**।
- রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন রচনাটি সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন?– **তাসের দেশ**।
- কবিগুরুর রাজনৈতিক উপন্যাস কোনটি?– **গোরা**।
- 'বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত' রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে?– **স্বর বিতান কাব্য থেকে (গীতবিতান)**।
- জাতীয় সংগীত সর্বপ্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?– **বঙ্গদর্শন পত্রিকায়**।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতবার বাংলাদেশে এসেছিলেন?– **দুই বার**।
- প্রথম লেখা কাব্য– **বনফুল** (১৫ বছর বয়সে)।
- রবীন্দ্রনাথকে বলা হয়– **বাংলা ছোটগল্পের জনক**।
- প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতা– **'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'** (আজি এ প্রভাতে রবির কর/কেমনে পশিল প্রাণের পর)।
- কবি 'শান্তি নিকেতনে' পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন– **১৯০১ সালে**।
- কবি শান্তি নিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন– **১৯০১ সালে**।
- শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পদক চুরি যায়– **২৪শে মার্চ ২০০৪ দিবাগত রাতে**।
- ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইটহুড বা 'স্যার' উপাধি প্রদান করে– **১৯১৫ সালের ৩ জুন**।
- তিনি পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৩/৪/১৯১৯) প্রতিবাদে 'নাইটহুড' বা 'স্যার' উপাধি বর্জন করেন– **১৯১৯ সালের এপ্রিলে**।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ– **'শেষলেখা' (১৯৪১)**।
- ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠির সমাহার– **ছিন্নপত্র (প্রকাশ : ১৯১২)**।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী গ্রন্থ– **'জীবনস্মৃতি' (১৯১২)**।
- রবীন্দ্রনাথ কাজী নজরুলকে উৎসর্গ করেন – **'বসন্ত'** (প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩২৯, ১৯২৩ গীতিনাট্য)।
- কাজী নজরুল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন– **কাব্যরচনার শ্রেষ্ঠ সমাহার 'সঞ্চিতা'**।
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস– **'চোখের বালি' (১৯০৩)**।
- রবীন্দ্রনাথের আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি– **গানের প্রথম ১০ পঙ্ক্তি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত**।
- আমার সোনার বাংলা গানের সুরকার– **স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। (এ গানে বাউল গগন হরকরার সুরের প্রভাব পড়েছিল)**।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' সঙ্গীতটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র সহকারে কয় পঙ্ক্তি বাজানো হয়– **৪ পঙ্ক্তি**।
- বিবিসির বাংলা বিভাগ পরিচালিত জরিপে (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় রবীন্দ্রনাথের স্থান– **দ্বিতীয়**।
- প্রথম গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ ও গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেন– **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**।
- রবীন্দ্রনাথ চিত্রচর্চা আরম্ভ করেন– **ষাটোত্তর বয়সে লেখার কাটাকুটি থেকে**।
- রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনে শাহজাদপুরে আসেন– **১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে**।
- রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ আসেন– **১৮৯২ সালে**।
- কুষ্টিয়ার শিলাইদহতে বসে তিনি 'সোনার তরী' কাব্য রচনা করেন– **১৮৯২ সালে**।
- সোনার তরী' প্রকাশিত হয়– **১৮৯৪ সালে**।

'ঐকতান' কবিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস :** 'ঐকতান' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতা। কবির মৃত্যুর মাত্র চার মাস আগে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে কবিতাটি 'ঐকতান' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'ঐকতান' অশীতিপর স্থিতপ্রজ্ঞ কবির আত্ম-সমালোচনা; কবি হিসেবে নিজের অপূর্ণতার স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি।
- **প্রথম লাইন–** বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
- **শেষ লাইন–** কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
- **ছন্দ :** কবিতাটি সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কবিতাটিতে ৮+৬ এবং ৮+১০ মাত্রার পর্বই অধিক। তবে এতে কখনো-কখনো ৯ মাত্রার অসমপর্ব এবং ৩ ও ৪ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।
- বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে–

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৯ জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।
৯ এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক–
রয়ে গেছে ফাঁক।
৯ সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ,
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
৯ অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
৯ জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
৯ আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
৯ কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
৯ যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
৯ অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্‌বারি।
৯ সাহিত্যের ঐকতান সংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়–

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র: কবে 'ঐকতান' কবিতা নামে প্রথম প্রকাশিত হয়?– **১৩৪৭ বঙ্গাব্দে।**

প্র: কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয়?– **গানের পসরা।**

প্র: 'ঐকতান' কবিতায় বর্ণিত চাষি খেতে কী চালায়?– **হাল।**

প্র: কৃষক, তাঁতী ও জেলের জীবনকে কবি কেমন বলেছেন?– **বৈচিত্র্যময়।**

প্র: 'ঐকতান' কবিতাটি কবির কিসের স্বীকারোক্তি?– **অপূর্ণতার।**

প্র: 'ঐকতান' কবিতায় কবির সর্বত্র প্রবেশে বাধা হয়ে আছে?– **জীবনযাত্রা।**

প্র: একতারা যাদের তারা কোথায় স্থান পাবে বলে কবির প্রত্যাশা?– **সাহিত্যের ঐকতান সংগীত সভায়।**

প্র: 'ঐকতান' কবিতার মূলবিষয় কী বা কবিতাটি কী ধরনের?– **আত্মসমালোচনামূলক কবিতা।**

প্র: 'ঐকতান' কবিতায় বর্ণিত কবি কীসের বেদনা উদ্ধার করতে বলেছেন?– **মর্মের বেদনা।**

প্র: 'মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু' এখানে 'গিরি' শব্দের অর্থ কী?– **পর্বত।**

প্র: 'অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি, রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।' এ বাক্যে 'রস' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?– **সাহিত্যরস বা শিল্পরস।**

প্র: নতশির স্তব্ধ যারা তারা কার সম্মুখে?– **বিশ্বের।**

প্র: 'কত-না অজানা জীব, কত-না ---- রয়ে গেল অগোচরে।' শূন্যস্থানে যে শব্দ বসবে?– **অপরিচিত তরু।**

প্র: কাছে থেকে দূরে যারা কবি তাদের কী শুনতে চেয়েছেন?– **বাণী।**

প্র: 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রকাশকাল কত?– **১৯০১ সাল, সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।**

প্র: অনাগত দিনের কবি কিসের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি করবেন?– **সত্য ও কর্মের মাঝে।**

প্র: 'ঐকতান' কবিতায় বিশেষভাবে উন্মোচিত হয়েছে– **কবির নিজের ও তাঁর সমকালীন বাংলা কবিতার বিষয়গত সীমাবদ্ধতার দিক।**

প্র: কবি নিজেকে কী বলে দাবি করেছেন?– **পৃথিবীর কবি।**

প্র: কবির স্বর সাধনায় কী থেকে গেছে?– **ফাঁক।**

প্র: কবির অন্তরে কীসের দীনতা বিদ্যমান?– **জ্ঞানের।**

প্র: কিসের ঐকতান স্রোতে নানা কবি ঢালে নানা গান নানা দিক হতে?– **প্রকৃতির।**

প্র: কবির সাহিত্য সাধনায় কী বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে?– **জীবনযাত্রা।**

প্র: কোনটি কবিকে চিরনির্বাসন দিয়েছে?– **সম্মান।**

প্র: 'বাতায়ন' অর্থ কী?– **জানালা।**

প্র: ব্রাত্য জনগণের নিরানন্দ মরুভূমি কিসের তাপে শুষ্ক?– **অবজ্ঞার তাপে।**

প্র: কোন বাদ্যযন্ত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ ব্রাত্য জনগণের প্রতীকরূপে তুলে ধরেছেন?– **একতারা।**

প্র: আসন্ন ব্রাত্য মানুষের কবিকে রবীন্দ্রনাথ কী বলে আখ্যায়িত করেছেন?– **গুণী।**

প্র: ব্রাত্য মানুষদের উপস্থিতি কবিগুরু কোথায় দেখতে চান?– **সাহিত্যের ঐকতান সঙ্গীতসভায়।**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঐকতান' বলতে বুঝিয়েছেন-[A ১৭-১৮, চ ১৬-১৭]
ক. ধনী-গরিবের মিলন
খ. বৃদ্ধ ও তরুণের মিলন
গ. নারী-পুরুষের মিলন
ঘ. জীবনের সর্বপ্রান্তস্পর্শী সমস্ব

০২. 'কর্মে ও কথায় — আত্মীয়তা করেছে অর্জন।' এ পঙ্‌ক্তির শূন্যস্থানে বসার শব্দ– [খ ১৭-১৮]
ক. নিবিড় খ. সত্য গ. ঘনিষ্ঠ ঘ. বহু

০৩. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম কাব্য 'বনফুল' যখন প্রকাশিত হয়, তখন বয়স- [গ ০৬-০৭]
ক. ১২ বছর খ. ১৫ বছর গ. ১৬ বছর ঘ. ১৮ বছর ঙ. ২০ বছ

০৪. একতারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কোন কবিতায়? [ঘ ১৬-১৭]
ক. সাম্যবাদী
খ. ঐকতান
গ. তাহারেই পড়ে মনে
ঘ. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

০৫. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কোন নাটকটি কবি নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন? ০৬-০৭; পাবিপ্রবি গ ১৩-১৪]
ক. ডাকঘর খ. তাসের দেশ গ. শেষের কবিতা ঘ. চণ্ডালিকা ঙ. বসন্ত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. 'ঐকতান' কবিতায় কবি পৃথিবীকে কী বলে বিশেষিত করেছেন? [A ১৭-১৮]
ক. বিপুলা খ. ঐশ্বর্যময় গ. পরিপূর্ণ ঘ. বিশালতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৭. 'ঐকতান' রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থের কবিতা? [A ১৭-১৮; জাককানইবি C ১৭; ইবি B ১৭-১৮; বেরোবি A ১৭-১৮;]
ক. ক্ষণিকা খ. বলাকা গ. জন্মদিনে ঘ. শেষ লেখা

০৮. কোন কবিতাগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের? [C ১৭-১৮]
ক. সারদা মঙ্গল, সাধের আসন, বঙ্গ সুন্দরী
খ. প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, ভুল
গ. বিরহ বিলাপ, কুসুম কানন, অশ্রুমালা
ঘ. কল্পনা, খেয়া, নাচ ও গান

০৯. 'সাহিত্যের ঐকতান সংগীতসভায়/একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়' প দুটির রচয়িতার জন্ম সাল- [I ১৭-১৮]
ক. ১৮৬১ খ. ১৮৭২ গ. ১৮৯৪ ঘ. ১৯১৩

১০. কোন আধুনিক কবি ব্রজবুলি ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন? (জ ১১-১২)
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
খ. ফররুখ আহমেদ
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ. নজরুল ইসলাম

১১. 'রাজা' নাটক কোন সালে প্রকাশিত? [গ,সেট৬ : ১১-১২]
ক. ১৯০৯ খ. ১৯১২ গ. ১৯২২ ঘ. ১৯১২
Note : 'রাজা' নাটকটি ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়।

১২. কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা? [গ,সেট৬ : ১১-১২]
ক. পদ্মরাগ
খ. রায়নন্দিনী
গ. শেষ সপ্তক
ঘ. কুহু ও কেকা

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [A ১৬-১৭; জাককনবি ক ১৬
ক. সোনার তরী খ. বনফুল গ. বলাকা ঘ. মানসী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. 'বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।' কাব্যাংশটির তাৎপর্য কী? [C ১৭-
ক. কবির উচ্চবিত্ত জীবন
খ. কবির নিম্নবিত্ত জীবন
গ. কবির দার্শনিক জীবন
ঘ. কবির পারিবারিক জীবন

১৫. 'ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে'– 'সোনার তরী' কবিতায় 'তুমি' কে? [I ১৭-
ক. কৃষক খ. তরী গ. মাঝি ঘ. কবি

১৬. 'যে আছে মাটির কাছাকাছি/সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।' পঙ্‌ক্তি কোন কবির কবিতাংশ? [A ১৭-১৮]
ক. রবীন্দ্রনাথ খ. নজরুল গ. জীবনানন্দ ঘ. জসীমউদ্‌দীন

১৭. 'বিদায় অভিশাপ' কার অভিশাপ? [B ১৭-১৮]
ক. দেবযানীর প্রতি কচের
খ. কচের প্রতি দেবযানীর
গ. রাধার প্রতি কৃষ্ণের
ঘ. কৃষ্ণের প্রতি রাধার

০১.ঘ	০২.খ	০৩.খ	০৪.খ	০৫.ঙ	০৬.ক	০৭.গ	০৮.ঘ	০৯.
১০.গ	১১.	১২.গ	১৩.খ	১৪.গ	১৫.গ	১৬.ক	১৭.খ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

১৮. প্রথম কোন বাঙালি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন? [A -১৩-১৪]
ক. অমর্ত্য সেন
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. ড. ইউনুস
ঘ. কমল দাশগুপ্ত

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান? [A-১৩-১৪; ঢাবি ঘ ৯৭-৯৮]
ক. সোনার তরী
খ. গিতাঞ্জলী
গ. গোরা
ঘ. গীতাঞ্জলি

২০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডি-লিট উপাধি দেয়- [D -১৩-১৪]
ক. ১৯১৩ সালে
খ. ১৯৩৬ সালে
গ. ১৯৪০ সালে
ঘ. ১৯৪১ সালে

২১. নিচের কবিতাংশটি কোন কবির রচনা? [D-১৫-১৬]
'যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি'
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য
খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জীবনানন্দ দাশ
ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২. জ্ঞানের দীনতা সত্ত্বেও কবি কীভাবে নিজের কাব্যভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন? [B ১৬-১৭]
ক. কুড়িয়ে সম্পদ সঞ্চয় করে
খ. পত্রিকা পড়ে
গ. নানা সূত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করে
ঘ. ভিক্ষা করে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২৩. 'সঞ্চয়িতা' কার কাব্য সংকলন? [খ ০৩-০৪; খ ১৩-১৪]
ক. জসীমউদ্দীন
খ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

২৪. 'গীতাঞ্জলি' কার কাব্যগ্রন্থ? [খ ০৩-০৪]
ক. কাজী নজরুল ইসলামের
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
গ. জীবনানন্দ দাশের
ঘ. বুদ্ধদেব বসুর

২৫. কোন দুটি রচনা একই শ্রেণির? [ঘ ০৫-০৬]
ক. বিসর্জন ও কল্পনা
খ. তিন সঙ্গী ও মানসী
গ. রাজা ও বলাকা
ঘ. চিত্রা ও ডাকঘর
ঙ. গোরা ও ঘরে বাইরে

২৬. কোন বইয়ের লেখক রবীন্দ্রনাথ নন? [ঙ ০৫-০৬]
ক. সোনার তরী
খ. সঞ্চয়িতা
গ. সঞ্চিতা
ঘ. গীতবিতান
ঙ. গল্পগুচ্ছ

২৭. রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' একটি- [ক ১০-১১]
ক. গল্প
খ. উপন্যাস
গ. কাব্যগ্রন্থ
ঘ. কাব্যনাট্য
ঙ. মহাকাব্য

২৮. 'জীবনস্মৃতি' কার আত্মজীবনী? [ঙ ১১-১২]
ক. বুদ্ধদেব বসু
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. সৈয়দ মুজতবা আলী
ঘ. তাজউদ্দীন আহমেদ
ঙ. শামসুর রাহমান

২৯. 'রক্তকরবী' কে রচনা করেন? [ঘ ১১-১২]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম
খ. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
গ. আনিসুল হক
ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০. রবীন্দ্রনাথ কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? [ঘ ১১-১২; ঢাবি ঘ ৯৫-৯৬]
ক. ১৮৬০
খ. ১৮৬১
গ. ১৮৬২
ঘ. ১৮৬৩

৩১. 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'- রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের কবিতা? (E ১২-১৩)
ক. পূরবী
খ. শেষ লেখা
গ. আকাশ প্রদীপ
ঘ. সেঁজুতি
ঙ. গীতাঞ্জলি

৩২. 'ঐকতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কোথাকার কবি বলে উল্লেখ করেছেন? [D ১৬-১৭]
ক. পৃথিবীর
খ. বিশ্বের
গ. বাংলার
ঘ. কলকাতার

৩৩. 'এসো কবি অখ্যাত জনের নির্বাক মনের' -কোন কবিতার চরণ? [C ১৬-১৭]
ক. সাম্যবাদী
খ. ঐকতান
গ. সেই অস্ত্র
ঘ. লোক-লোকান্তর
ঙ. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

৩৪. 'সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে' কোন কবিতার চরণ? [B ১৬-১৭]
ক. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
খ. ঐকতান
গ. সাম্যবাদী
ঘ. সেই অস্ত্র

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষলেখা' কোন ধরনের রচনা? (A&HS : ১১-১২)
ক. কাব্য
খ. গল্প
গ. উপন্যাস
ঘ. প্রবন্ধ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩৬. রবীন্দ্রনাথের 'ঐকতান' কাবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? [AL ১৭-১৮]
ক. বিচিত্রা
খ. প্রবাসী
গ. সবুজপত্র
ঘ. পরিচয়

৩৭. রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ নয় কোনটি? [ঘ ১৭-১৮, খ ০৫-০৬, কুবি খ ১৬-১৭]
ক. বলাকা
খ. সোনার তরী
গ. শেষের কবিতা
ঘ. পুনশ্চ

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গ্রন্থটি অন্যগুলো থেকে পৃথক? [A -১৩-১৪]
ক. মানসী
খ. যোগাযোগ
গ. বলাকা
ঘ. চিত্রা

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৩৯. 'সোনার তরী' কবিতায় 'ক্ষুরধারা' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [A ১৭-১৮]
ক. ক্ষুরের মতো ধারালো স্রোত
খ. ধারালো ক্ষুর বিশেষ
গ. ক্ষুরের মতো দেখতে
ঘ. প্রবল স্রোত

৪০. 'বিপুলা পৃথিবীর কতটুকু জানি' কোন কবিতার চরণ? [A ১৭-১৮, চবি ই ১৬-১৭, ইবি খ ১৬-১৭]
ক. লোক-লোকান্তর
খ. সাম্যবাদী
গ. সেই অস্ত্র
ঘ. ঐকতান

৪১. 'যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী'– এটি কোন কবিতার চরণ? [A ১৭-১৮]
ক. সেই অস্ত্র
খ. ঐকতান
গ. সাম্যবাদ
ঘ. হাড়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৪২. 'ঐকতান' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [B ১৭-১৮; বশেমুরবিপ্রবি G ১৭-১৮; ঢাবি অধি. ৭টি কলেজ ১৭-১৮]
ক. স্বরবৃত্ত
খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. অক্ষরবৃত্ত
ঘ. গদ্যছন্দ

৪৩. 'ঐকতান' কবিতায় কবি স্বর সাধনা বলতে কী বুঝিয়েছেন? [H ১৭-১৮]
ক. সুর বা সঙ্গীত সাধনা
খ. কণ্ঠস্বর সাধনা
গ. স্বরসন্ধির জ্ঞান
ঘ. কবিতা রচনা

৪৪. 'ঐকতান' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কোথাকার কবি বলে উল্লেখ করেছেন? [B ১৭-১৮]
ক. বাংলার
খ. ভারতের
গ. পৃথিবীর
ঘ. বিদেশের

৪৫. কোন প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছিল? [B -১৩-১৪]
ক. ইন্ডিয়ান সোসাইটি
খ. লন্ডন লিটারেরি সোসাইটি
গ. সুইডিশ অ্যাকাডেমি
ঘ. প্যারিস অকাডেমি

৪৬. 'ভানুসিংহ ঠাকুর' কার ছদ্মনাম? [C -১৩-১৪; হাবিপ্রবি গ ১৩-১৪]
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

৪৭. 'ঐকতান' কবিতায় মাত্রার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি ঠিক? [H ১৬-১৭]
ক. ৮ + ৬ এবং ৮ + ১০
খ. ৪ + ৮ এবং ৫ + ৬
গ. ৮ + ৫ এবং ৮ + ৯
ঘ. ৮ + ৯ এবং ৮ + ৯

৪৮. 'ঐকতান' কবিতায় কবি তুলে ধরেছেন- [H ১৬-১৭]
i. স্রষ্টার সীমাবদ্ধতা
ii. কবির নিজের সীমাবদ্ধতা
iii. সমকালীন বাংলা কবিতার বিষয়গত সীমাবদ্ধতা
ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

১৮.খ	১৯.ঘ	২০.খ	২১.ঘ	২২.গ	২৩.গ	২৪.খ	২৫.ঙ
২৬.গ	২৭.খ	২৮.খ	২৯.ঘ	৩০.খ	৩১.খ	৩২.খ	৩৩.খ
৩৪.খ	৩৫.ক	৩৬.খ	৩৭.গ	৩৮.খ	৩৯.ক	৪০.ঘ	৪১.খ
৪২.গ	৪৩.ক	৪৪.গ	৪৫.গ	৪৬.গ	৪৭.ক	৪৮.খ	

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৪৯. 'শেষের কবিতা' উপন্যাস হলে 'শেষলেখা' কী? [F১৭-১৮]
ক. উপন্যাস খ. কাব্যগ্রন্থ
গ. ছোটগল্প ঘ. নাটক

৫০. 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে' চরণটির রচয়িতা কে? [G১৭-১৮]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১. রবীন্দ্রনাথের মতে, কারা দুঃখ - সুখে নতশিরে শুদ্ধ থাকে? [F১৭-১৮]
ক. উপেক্ষিত মানুষেরা খ. তোষামুদে মানুষেরা
গ. দুর্বলচিত্তের মানুষেরা ঘ. সবকটি

৫২. 'ঐকতান' শব্দের অর্থ কী? [D ১৬-১৭]
ক. একতারা খ. তানপুরা
গ. উপশাখা আছে এমন নদী ঘ. সম্মিলিত সুর

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৫৩. 'বিশাল বিশ্বের আয়োজনে; মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।' চরণটি কোন কবিতার? [D১৭-১৮]
ক. সোনারতরী খ. জীবন-বন্দনা
গ. ঐকতান ঘ. কালকেতুর ভোজন

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [D -১৩-১৪]
ক. মাত্রাবৃত্ত খ. অক্ষরবৃত্ত
গ. স্বরবৃত্ত ঘ. সনেট

৫৫. 'জীবনে জীবন যোগ' করার কথা আছে কোন রচনায়? [D ১৬-১৭]
ক. রেইনকোট খ. লোক-লোকান্তর
গ. ঐকতান ঘ. বিড়াল

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৫৬. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর জন্ম তারিখ কোনটি? [C -১৩-১৪]
ক. ২৫ বৈশাখ খ. ২২ শ্রাবণ গ. ১১ জ্যৈষ্ঠ ঘ. ১২ ভাদ্র

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কোথায় বসে লেখা? [C ১৭-১৮, রাবি B ১৪-১৫, চবি B, ১৪-১৫]
ক. শিলাইদহ খ. পতিসর
গ. শাহজাদপুর ঘ. জোড়াসাঁকো

৫৮. 'ঐকতান' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত? [C ১৬-১৭]
ক. সোনার তরী খ. বলাকা
গ. পুনশ্চ ঘ. জন্মদিনে

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৫৯. 'ঐকতান' এ রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ : তাঁর কবিতা হয়নি - [১৬-১৭]
ক. বিচিত্রগামী খ. সর্বত্রগামী
গ. ভূমিলগ্ন ঘ. কৃষকবান্ধব

৪৯.খ	৫০.ঘ	৫১.ক	৫২.ঘ	৫৩.গ	৫৪.ক	৫৫.গ	৫৬.ক	৫৭.ক	৫৮.ঘ	৫৯.খ

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. কবি কী কুড়িয়ে আনেন?
ক. চিত্রময়ী বাণী খ. ভিক্ষালব্ধধন
গ. আনন্দের ভোগ ঘ. গানের পসরা

০২. 'উদবারি' শব্দের অর্থ কী?
ক. উদগীরণ করা খ. উত্তোলিত করা
গ. অন্তরের উৎসকে উর্ধ্বে প্রকাশ করা ঘ. উপরে ওঠা

০৩. সমগ্র জীবনের সাহিত্য সাধনার সাফল্য ও ব্যর্থতার আত্মসমালোচনামূলক কোন কবিতা রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সৃষ্টি?
ক. নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ খ. ঐকতান
গ. সোনার তরী ঘ. মানসী

০৪. 'জীবনে জীবন যোগ করা না হলে/কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা' চরণদ্বয়ের মর্মার্থ কী?
ক. সাহিত্যকে অকৃত্রিম করতে হলে ব্যক্তিজীবনের সাথে সামগ্রিক জীবনকে যুক্ত করতে হবে।
খ. প্রান্তিক মানুষকে সাহিত্যে স্থান না দিলে শিল্পসাধনা কৃত্রিম হয়ে যায়
গ. জীবন ব্যর্থ হয় কৃত্রিম সাহিত্যের কারণে
ঘ. জীবনের সব আয়োজন ব্যর্থ হয় পণ্যের সাথে জীবনকে একাত্ম না করলে

০৫. 'ঐকতান' কবিতায় কবি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কী অনুভব করেছেন?
ক. সাফল্য ও সার্থকতা খ. অকিঞ্চিৎকরতা ও ব্যর্থতা
গ. আত্মঅভিমানের কষ্ট ঘ. স্বনির্ভরতার স্বস্তি

০৬. কোনটি বেমানান?
ক. চাষি-হাল খ. জেলে-জাল
গ. নাট্যকার-গীতি ঘ. তাঁতি-তাঁত

০৭. কবির কাছে কত না অজানা জীব কীভাবে রয়ে গেল?
ক. সৃষ্টিরহস্যে খ. অগোচরে
গ. প্রকাশ্যে ঘ. বিশ্বপ্রকৃতির প্রকাশে

০৮. বিশ্বের আয়োজনে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন কোথায় থাকে?
ক. সুন্দরের লীলায় খ. বিশাল বিশ্বজুড়ে
গ. বিশ্বের ক্ষুদ্র কোণে ঘ. সাধারণ মানুষের ঘরে

০৯. 'একতারা যাদের তারাও সম্মান যেন পায়।' এখানে 'তারাও' শব্দটি কী নির্দেশ করে?
ক. উপেক্ষিত মানুষ খ. উচ্চশ্রেণির মানুষ
গ. শিক্ষিত মানুষ ঘ. অশিক্ষিত মানুষ

১০. কবি রবীন্দ্রনাথ কোন শ্রেণির কবিকে আহ্বান করছেন?
ক. অখ্যাতজনের খ. অজ্ঞাতজনের
গ.অভাগা শ্রেণির ঘ. নিচু শ্রেণির

১১. কবি নিজের দীনতার কথা বলেছেন কেন?
ক. বিপুলা পৃথিবীর কিছুই জানেন না বলে খ. সারাক্ষণ সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত বলে
গ. সারাক্ষণ ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করেন বলে ঘ. নিম্নশ্রেণির দিকে দৃষ্টি দেননি বলে

১২. কবি কেন ব্রাত্য মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন নি?
ক. অলসতার কারণে খ. সীমাবদ্ধতার কারণে
গ. অসুস্থতার কারণে ঘ. ব্যস্ততার কারণে

১৩. 'যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি'- এখানে কোন শ্রেণির কবিদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে?
ক. জীবনবাদী খ. ভাববাদী
গ. রোমান্টিক ঘ. পরাবাস্তববাদী

১৪. অক্ষয় উৎসাহ বলতে বোঝায়?
ক. অনন্ত চেষ্টা খ. অলীক উন্মাদনা
গ. চেতনার আন্দোলন ঘ. অফুরন্ত আগ্রহ

১৫. 'কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন'-দ্বারা কোন অর্থ প্রকাশ পায়?
ক. কৃষাণের জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগীদার খ. কৃষাণের সহ-উত্তাধিকারী
গ. কৃষিকাজের সাথে যারা যুক্ত ঘ. নিম্নবিত্তের সাধারণ মানুষ

১৬. 'ঐকতান' কবিতায় কবি চাষি, জেলে, তাঁতিদের মাধ্যমে কোন বিষয়টি ইঙ্গিত করেছেন?
ক. শ্রমিকের বন্দনা খ. শ্রমের বন্দনা
গ. সাধনার জয়গান ঘ. বিচিত্র কর্মের সাধনা

১৭. 'বিশাল বিশ্বের আয়োজন' কী নির্দেশ করে?
ক. মানুষের সংখ্যা খ. বিশ্বসাহিত্যের আয়োজন
গ. বৈচিত্র্যময় জীবন ঘ. বিশ্বের অসীমতা

১৮. 'ঐকতান' কবিতায় কবি কাকে আহ্বান করেছেন?
ক. আধুনিক কবিকে খ. শ্রমজীবী কৃষকদের
গ. সাহসী কবিকে ঘ. অনাগত কবিকে

১৯. কবি সর্বত্র প্রবেশের দ্বার পাননি কেন?
ক. পথ দুর্গম বলে খ. কৃত্রিম জীবনযাত্রার কারণে
গ. যাযাবর নন বলে ঘ. জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে

২০. 'ঐকতান' কবিতা পাঠ করে পাঠকের মনে কিসের চেতনা জাগ্রত হবে?
ক. আত্মোপলব্ধি খ. আত্মঅহংকার
গ. আত্মসম্মানবোধ ঘ. আত্মহীনতাবোধ

০১.ক	০২.গ	০৩.খ	০৪.খ	০৫.খ	০৬.গ	০৭.খ	০৮.গ	০৯.ক	১০.খ
১১.ক	১২.খ	১৩.ক	১৪.ঘ	১৫.ক	১৬.ঘ	১৭.গ	১৮.ঘ	১৯.খ	২০.ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

SELF TEST

০১. রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. চিত্র খ. জন্মদিনে গ. ক্ষণিকা ঘ. বলাকা

০২. 'জন্মদিনে' রবীন্দ্রনাথের কী জাতীয় গ্রন্থ?
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. গল্পগ্রন্থ গ. নাট্যগ্রন্থ ঘ. উপন্যাস

০৩. 'ঐকতান' কবিতায় কবির দৃষ্টিতে কাদের কর্মক্ষেত্র বহুদূর প্রসারিত?
ক. ধনিক শ্রেণির খ. শ্রমজীবী মানুষের
গ. মূর্খ মানুষের ঘ. শ্রমিক শ্রেণির

০৪. 'Song Offerings' কার অনূদিত গ্রন্থটি কে অনুবাদ করেন?
ক. প্রথম চৌধুরী খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. কবীর চৌধুরী

০৫. রবীন্দ্র কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. প্রকৃতির পটে জীবনকে স্থাপন খ. ব্যক্তি আমি'র উদ্বোধন
গ. ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘ. অধ্যাত্মবাদ উপস্থাপন

০৬. কোন বইয়ের লেখক রবীন্দ্রনাথ নন?
ক. সোনার তরী খ. সঞ্চয়িতা গ. সঞ্চিতা ঘ. গীতবিতান

০৭. 'ঐকতান' কবিতার কবির মতে কৃষক, তাঁতি ও জেলের মর্যাদা সমাজে কেমন?
ক. সামান্য খ. অবহেলিত গ. নিগৃহীত ঘ. অপাঙক্তেয়

০৮. 'সাহিত্যের ঐকতান' বলতে কী বোঝায়?
ক. সাহিত্যের সংগীত খ. সাহিত্যের সমৃদ্ধি গ. সাহিত্যের সমস্বর ঘ. সাহিত্যের মিল

০৯. 'কৃত্রিম পণ্য' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক. নকল পণ্য খ. খাঁটি শিল্পকর্ম নয় এমন পণ্য
গ. ভেজাল পণ্য ঘ. চকচকে পণ্য

১০. জ্ঞানের দীনতা সত্ত্বেও কবি কীভাবে নিজের কাব্যভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন?
ক. পত্রিকা পড়ে খ. নানা সূত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করে
গ. ভিক্ষা করে ঘ. কুড়িয়ে সম্পদ সঞ্চয় করে

১১. 'ওগো গুণী' বলে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে?
ক. আমজনতার কবি খ. দূরের নক্ষত্র গ. একতারা বাদক ঘ. সংগীত শিল্পীদের

১২. প্রাণহীন এ দেশেতে -- যেথা চারি ধার, শূন্যস্থানে কী হবে ?
ক. সুরহীন খ. আনন্দহীন গ. গানহীন ঘ. স্বার্থহীন

১৩. 'ঐকতান' কবিতায় কবি কী কুড়িয়ে আনেন?
ক. চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী খ. মানুষের কীর্তিময় বাণী
গ. অজানা ইতিহাসের বাণী ঘ. বৈচিত্র্যময় বর্ণনার বাণী

১৪. কবি জ্ঞানের দীনতা পূর্ণ করে নেন কী দ্বারা?
ক. ভিক্ষালব্ধ জ্ঞানে খ. ভিক্ষালব্ধ ধনে
গ. ভিক্ষালব্ধ কবিতায় ঘ. ভিক্ষালব্ধ রচনায়

১৫. 'মাঝে মাঝে গেছি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে'- এখানে 'ও পাড়া' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. নিকটবর্তী পাড়া খ. কবির পরিচিত গ্রাম গ. ব্রাত্য মানুষ ঘ. জ্ঞানী মানুষ

১৬. কবি ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়েন কেন?
ক. কল্পনার জগতে ভ্রমণ করার জন্য খ. অবসর সময় কাটানোর জন্য
গ. বৈচিত্র্যময় জনজীবনকে জানার জন্য ঘ. মনকে আনন্দ দেওয়ার জন্য

১৭. কবি কোন নিন্দার কথা মেনে নেন?
ক. সুরের অপূর্ণতা খ. গানের অপূর্ণতা
গ. মহাকাব্য লেখার ব্যর্থতা ঘ. কাব্য সাধনার ব্যর্থতা

১৮. কবির স্বরসাধনায় বহুতর ডাক পৌঁছায়নি কেন?
ক. কবির জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় খ. কবির মনোযোগ কম থাকায়
গ. কবি সাধনায় মনোযোগী নন বলে ঘ. কবি সচেতন নন বলে

১৯. সমাজের উচ্চমঞ্চ দ্বারা কবি কিসের ইঙ্গিত দিয়েছেন?
ক. হীনম্মন্যতার খ. আভিজাত্যের গ. অশ্রদ্ধার ঘ. শোষকের

২০. নিন্দার কথা মেনে নেওয়ায় কবির কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে ?
ক. বিনয় খ. নিদ্রাপ্রীতি
গ. সাহসিকতা ঘ. সহনশীলতা

২১. বিশাল প্রশস্ত অর্থে 'বিপুলা' শব্দটি দ্বারা কবি কাকে বুঝিয়েছেন?
ক. কবির মানসীকে খ. পৃথিবীকে
গ. বাংলাদেশকে ঘ. জ্ঞানী-গুণী কবিকে

২২. 'ঐকতান' কবিতায় কবি কার উপর ক্ষুব্ধ?
ক. প্রকৃতির উপর খ. নিজের উপর
গ. মানুষের উপর ঘ. জীবজন্তুর উপর

২৩. 'ঐকতান' কবিতায় কবি নিজেকে ক্ষুদ্র বলার কারণ কী ?
ক. নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য খ. বিশ্বের আয়োজন বিশাল হওয়ায়
গ. বই-পুস্তকের অভাব থাকায় ঘ. পর্যাপ্ত যানবাহন না থাকায়

২৪. 'ঐকতান' কবিতায় পৃথিবীর যাবতীয় ধ্বনি কী শুনে সাড়া জাগবে?
ক. বাঁশির সুর খ. গানের বাণী গ. কবিতার ছন্দ ঘ. নাটকের সংলাপ

২৫. নানা কবি নানাদিক থেকে কী ঢালেন?
ক. বাণী খ. গান গ. সুর ঘ. সুধা

২৬. কবি কিসের সংকীর্ণ বাতায়নে বসেছেন?
ক. সমাজের উচ্চ মঞ্চের খ. সমাজের মধ্যে মঞ্চের
গ. সমাজের নিম্ন-মধ্য মঞ্চের ঘ. সমাজের নিম্ন মঞ্চের

২৭. কিসের পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা?
ক. প্রকৃতির খ. গাছের গ. কৃত্রিম ঘ. হৃদয়ের

২৮. 'সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে' এখানে 'সংকীর্ণ বাতায়ন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. ছোট আঙ্গিনা খ. ক্ষুদ্র গণ্ডী
গ. জনবিচ্ছিন্নতা ঘ. কোলাহলপূর্ণতা

২৯. নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
ক. বাংলা গদ্যের জনক খ. বিদ্রোহি কবি
গ. মহাকাব্যিক ঘ. বাংলা কবিতার প্রাণপুরুষ

৩০. কবি ঐকতান সংগীত সভায় কাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে বলেছেন?
ক. বাঁশিওয়ালাদের খ. একতারাওয়ালাদের
গ. দোতারাওয়ালাদের ঘ. গিটারওয়ালাদের

৩১. কবির স্বর-সাধনায় কী পৌঁছায়নি?
ক. পৃথিবীর ডাক খ. অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি
গ. বহুতর ডাক ঘ. একতারার ডাক

৩২. ভবিষ্যতের কবির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আহ্বান কী?
ক. শুষ্ক নিরানন্দ মরুভূমিকে শিল্পরসে পূর্ণ করার আহ্বান
খ. চাষি, তাঁতিদেরকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ার আহ্বান
গ. কৃষাণের জীবনের সাথে নিজের জীবনকে একাত্ম করার আহ্বান
ঘ. কাছে দূরে সব প্রিয়জনের সাহিত্যের বাণী শোনার আহ্বান

৩৩. 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
ক. পৃথিবীর বিশালত্বের তুলনায় মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা
খ. পৃথিবী সম্পর্কে কবির ব্যক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা
গ. পৃথিবীর বিশালত্ব সম্পর্কে কবির জানার অনাগ্রহ
ঘ. পৃথিবীর বিশালত্ব সম্পর্কে কবির অনভিজ্ঞতা

৩৪. জীবনে জীবন যোগ করা বলতে বোঝানো হয়েছে -
ক. জীবনের সাথে মানুষের সম্পর্ক খ. বাস্তবতার সাথে কল্পনার সম্পর্ক
গ. জীবনের সাথে বাস্তবতার সম্পর্ক ঘ. জীবনের সাথে প্রেমের সম্পর্ক

৩৫. 'ঐকতান' কবিতার প্রেক্ষাপট কী?
ক. জীবনপ্রবাহ ও কাব্যধারা খ. নবীন কবির নবউত্থান
গ. সাহিত্যের বিভিন্ন প্রান্ত ঘ. সামাজিক জীবনের ভিন্নতা

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.ক	৩৪.ক	৩৩.ক	৩২.ক	৩১.গ	৩০.খ	২৯.ঘ	২৮.গ	২৭.গ
২৬.ক	২৫.খ	২৪.ক	২৩.ক	২২.খ	২১.খ	২০.ক	১৯.খ	১৮.ক
১৭.ক	১৬.গ	১৫.গ	১৪.খ	১৩.ক	১২.গ	১১.ক	১০.খ	০৯.খ
০৮.গ	০৭.ঘ	০৬.গ	০৫.ক	০৪.খ	০৩.খ	০২.ক	০১.খ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সাম্যবাদী
কাজী নজরুল ইসলাম

গাহি সাম্যের গান–
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রিশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি?- পার্সি? জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কনফুসিয়াস? চার্বাক-চেলা? বলে যাও, বল আরও!
বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থ-সাহেব পড়ে যাও যত সখ,-
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি? - পথে ফোটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!
বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হলো মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।

শব্দার্থ ও টীকা

সাম্য	সমদর্শিতা। সমতা।
সাম্যবাদ	জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত এই মতবাদ।
পার্সি	পারস্য দেশের বা ইরানের নাগরিক।
জৈন	জিন বা মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতাবলম্বী জাতি।
ইহুদি	প্রাচীন হিব্রু বা জু-জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ।
সাঁওতাল, ভীল	ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম নৃগোষ্ঠীবিশেষ।
কনফুসিয়াস	চীনা দার্শনিক। এখানে তাঁর অনুসারীদের বোঝানো হয়েছে।
চার্বাক	একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ও মুনি। তিনি বেদ, আত্মা, পরলোক ইত্যাদিতে আস্থাশীল ছিলেন না।
জেন্দাবেস্তা	পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা এবং তার ভাষা জেন্দা।
যুগাবতার	বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষ।
দেউল	দেবালয়। মন্দির।
ঝুট	মিথ্যা।
নীলাচল	জগন্নাথক্ষেত্র। নীলবর্ণযুক্ত পাহাড়। যে বিশাল পাহাড়ের পরিসীমা নির্ধারণ করা যায় না।
শাক্যমুনি	শাকবংশে জন্ম যার। বুদ্ধদেব।
কন্দরে	পর্বতের গুহা। (হৃদয়ের) গভীর গোপন স্থান।
আরব-দুলাল	আরব সন্তান, এখানে হজরত মুহম্মদ (স) কে বুঝানো হয়েছে।
কোরানের সাম-গান	পবিত্র কোরানের সাম্যের বাণী।
জেরুজালেম	বায়তুল-মোকাদ্দস। ফিলিস্তিনে অবস্থিত এই স্থানটি মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের নিকট সমভাবে পুণ্যস্থান।
কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া	হিন্দুদের কয়েকটি পবিত্র ধর্মীয় স্থান।
মসজিদ এই...এই হৃদয়	মানুষের হৃদয়ই মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মতো পবিত্র।
বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা	হিন্দুধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।
সকল শাস্ত্র ...দেখ নিজ প্রাণ	ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরান শরিফ, হিন্দুদের বেদ, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বাইবেল, এভাবে পৃথিবীর নানাজাতির নানা ধর্মগ্রন্থ। কবি এখানে বলতে চেয়েছেন সকল ধর্মগ্রন্থের মূলমন্ত্র মানুষের হৃদয়ের মধেই সংকলিত আছে তা হচ্ছে মানবতাবোধ, সমতার দৃষ্টিভঙ্গি।

কবি পরিচিতি

কবি	কাজী নজরুল ইসলাম। **ছদ্মনাম :** কহলন মিশ্র, সারথি, শ্যামসুন্দর, বনবুলবুল, পাইয়োনিয়ার, ধূমকেতু। **ডাকনাম :** দুখু মিয়া।
জন্ম পরিচয়	**জন্ম :** ২৫ মে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সাল)। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রাম। **পিতা :** কাজী ফকির আহমদ। **মাতা :** জাহেদা খাতুন।
শিক্ষাজীবন	**প্রাথমিক শিক্ষা :** গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক শিক্ষালাভ। **মাধ্যমিক :** প্রথমে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল স্কুল, পরে মারখুন উচ্চ ইংরেজি স্কুল, সর্বশেষ ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন।
কর্মজীবন/ পেশা	প্রথম জীবনে জীবিকার তাগিদে তিনি কবি-দলে, রুটির দোকানে এবং সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীতে পত্রিকা সম্পাদনা, গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসায় গান লেখা ও সুরারোপ এবং সাহিত্য সাধনা।
বাংলাদেশে আগমন	কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম ঢাকায় আসেন ১৯২৬ সালের জুন মাসে। ১৯৭২ সালের ২৪ মে ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে কবিকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আনা হয়।
কবির মর্যাদা	১৯৭৪ সালে জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয়।
নাগরিকত্ব	১৯৭৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তাঁকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়।
পুরস্কার/ সম্মাননা	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ। রবীন্দ্রভারতী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি লিট ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৭৪ সালে জাতীয় কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে এবং ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার কবিকে 'একুশে পদক' প্রদান করে।
কারাবাস	'ধূমকেতু' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় 'আনন্দনময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১ বছর কারাদণ্ড দেয়। 'প্রলয়শিখা' (১৯৩০) গ্রন্থটি রচনার জন্য কবির ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়।
অসুস্থতা	১৯৪২ সালের ১০ অক্টোবর তিনি 'পিক্‌স ডিজিজ' নামক মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন।
জীবনাবসান	১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট। **সমাধিস্থান :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণ।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	অগ্নি-বীণা, সাত ভাই চম্পা, ঝড়, শেষ সওগাত, রাঙাজবা, সঞ্চিতা, সর্বহারা, প্রলয়-শিখা, দোলন চাঁপা, সিন্ধু-হিন্দোল, ।
উপন্যাস	বাঁধনহারা, মৃত্যু-ক্ষুধা, কুহেলিকা।
গল্প	ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, পদ্মগোখরা, জিনের বাদশা।
নাটক	ঝিলিমিলি, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে।
প্রবন্ধগ্রন্থ	যুগ-বাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, ধূমকেতু।
জীবনীগ্রন্থ	মরুভাস্কর [হযরত মুহম্মদ (স :) এর জীবনীগ্রন্থ]।
অনুবাদ	রুবাইয়াত-ই -হাফিজ, রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম।
গানের সংকলন	বুলবুল, সুরসাকী, গুলবাগিচা, বনগীতি, জুলফিকার, চন্দ্রবিন্দু, সুরলিপি, চিত্তনামা ইত্যাদি।
পত্রিকা	ধূমকেতু, লাঙ্গল, দৈনিক নবযুগ তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা।

ছন্দে ছন্দে কাজী নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র

☐ **কাব্যগ্রন্থ :** শেষ সওগাত পড়ে জানতে পারলাম সন্ধ্যা রাতে নতুন চাঁদের আলোয় ছায়ানটে ভাঙ্গার গান গাইবে সাতভাই চম্পা। সেখানে অগ্নিবীণা ও বিষের বাঁশির সর্বহারা মানুষের ঝড় ও সাম্যবাদের সুর উঠবে। গতকাল পুবের হাওয়ার কারণে মরুভাস্করের উপর দিয়ে প্রলয় শিখা বয়ে যাওয়ায় ভয়ে আজ দোলনচাঁপা ও সিন্ধু হিন্দোল নদীর তীর থেকে ফণি-মনসা ও ঝিঙেফুল তুলতে যায়নি।

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

উপন্যাস : মৃত্যুক্ষুধায় কুহেলিকা বাঁধন-হারা হলো।
প্রবন্ধ : দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্রমঙ্গলের যুগবাণী, একটি রাজবন্দীর জবানবন্দী।
নাটক : পুতুলের বিয়ে উপলক্ষে আজ আলেয়া মধুমালা ঝিলমিল রঙের শাড়ি পরবে।

কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বাংলাদেশের রণসঙ্গীতের রচয়িতা– **কাজী নজরুল ইসলাম**।
রণসঙ্গীত হিসেবে মূল কবিতাটির গৃহীত চরণ সংখ্যা– **২১ চরণ**।
রণসঙ্গীতটি 'নতুনের গান' শিরোনামে ঢাকার 'শিখা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়– **১৯২৮ সালে (১৩৩৫)**।
রণসঙ্গীতটি নজরুলের যে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত– **সন্ধ্যা**।
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম– **'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থ (প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯২২)**।
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা– **'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' (প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬; সওগাত)**
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা– **'মুক্তি' (প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩২৬; বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা)**।
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– **'অগ্নিবীণা' (সেপ্টেম্বর, ১৯২২)**।
অগ্নিবীণার প্রথম কবিতা– **'প্রলয়োল্লাস'**।
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস– **'বাঁধন-হারা' (১৯২৭)**।
নজরুলের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ– **'তুর্কিমহিলার ঘোমটা খোলা' (প্রকাশ : কার্তিক ১৩২৬)**।
নজরুলের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ– **যুগবাণী (অক্টোবর ১৯২২)**।
নজরুলের প্রথম নিষিদ্ধকৃত কাব্যগ্রন্থ– **'বিষের বাঁশি' (প্রকাশ : আগস্ট ১৯২৪/নিষিদ্ধ : ২৪ অক্টোবর ১৯২৪)**।
নজরুলের মোট নিষিদ্ধকৃত কাব্যগ্রন্থ কয়টি ও কী কী– **৫টি। যথা : বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু ও যুগবাণী**।
জেলে বসে লেখা জবানবন্দির নাম– **'রাজবন্দীর জবানবন্দী' (রচনার তারিখ : ৭/১/১৯২৩)**।
তিনি 'অগ্নিবীণা' উৎসর্গ করেন– **বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে**।
নজরুলের পত্রোপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত– **'বাঁধন-হারা'**।
বিবিসির বাংলা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত জরিপে (২০০৪) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় নজরুলের স্থান– **তৃতীয়**।
নজরুল মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন– **১৯৪২ সালের ১০ অক্টোবর**।
বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে নজরুলকে কলকাতা থেকে ঢাকায় আনয়ন করা হয়– **১৯৭২ সালের ২৪ মে এবং এরপর থেকে নজরুল বাংলাদেশেই ছিলেন**।

'সাম্যবাদী' কবিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

উৎস : আবদুল কাদির সম্পাদিত বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলি'র প্রথম খণ্ড থেকে 'সাম্যবাদী' কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'সাম্যবাদী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত এ কবিতাটিতে বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে।
প্রথম চরণ– গাহি সাম্যের গান–
শেষ চরণ– এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।
ছন্দ– কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
- যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রিশ্চান।
- তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
  সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
- তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
  তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
- হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!
- এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট
- মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
- এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
- এই রণভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা।
- এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান।
- মিথ্যা শুনিনি ভাই,
  এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : কবি কাকে আরব-দুলাল বলে আখ্যা দিয়েছেন?– **হযরত মুহম্মদ (স.) কে**।
প্র : 'এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট'– পঙক্তিটিতে 'রাজমুকুট' শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী?– **ক্ষমতাধর ব্যক্তি**।
প্র : 'এই – বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা'– শূন্যস্থানটিতে কী বসবে?– **রণ-ভূমে**।
প্র : কে হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসে মানববেদনায় সাড়া দেন?– **বুদ্ধদেব (শাক্যমুনি)**।
প্র : এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান.... পরবর্তী লাইনটি কী?– **এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!**
প্র : কবিতায় কবি 'বাঁশির কিশোর' বলে কাকে ইঙ্গিত করেছেন?– **শ্রীকৃষ্ণ**।
প্র : কিসের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই?– **হৃদয়ের**।
প্র : মুসলমানদের কয়টি ধর্মীয় স্থানের নাম 'সাম্যবাদী' কবিতায় উল্লেখ করা হয়েছে?– **৩টি (মক্কা, মদিনা, জেরুজালেম)**।
প্র : কবি মানুষদের পুঁথি ও কেতাবের পেছনে ছুটে বেড়ানোকে কি বলে উল্লেখ করেছেন?– **পণ্ডশ্রম**।
প্র : 'গাহি সাম্যের গান' শব্দটি কবিতায় কতবার উল্লেখ করা হয়েছে?– **দুই বার**।
প্র : 'এই – হলো মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা'– শূন্যস্থানটিতে কী বসবে?– **মাঠে**।
প্র : কবিতায় কবি 'বন্ধু' শব্দটি কবিতায় কতবার উল্লেখ করা হয়েছে?– **দুই বার**।
প্র : কবির মতে কোথায় তাজা ফুল ফোটে?– **পথে**।
প্র : কবির ভাষ্য অনুযায়ী সকল দেবতার বিশ্বমন্দির কোথায়?– **অন্তর**।
প্র : মানুষ কোথায় দেবতা-ঠাকুর খুঁজে বেড়ায়?– **মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে**।
প্র : ঈসা মুসা কোথায় সত্যের পরিচয় পেলেন?– **হৃদয়ে**।
প্র : হৃদয় মন্দিরে কী লুটিয়ে পড়ে?– **রাজমুকুট**।
প্র : কবি কাদের খোদার মিতা বলে আখ্যা দিয়েছেন?– **নবিদের**।
প্র : চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'– উক্তিটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কবিতাটির সাথে খাপ খায়?– **সাম্যবাদী**।
প্র : 'মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেতে সুরাসুর'– কথাটি কোন কবিতার সারমর্ম?– **সাম্যবাদী**।
প্র : কবি কোন ধর্মের উপর জোর দেন?– **অন্তর ধর্ম**।
প্র : 'সাম্যবাদী' কবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?– **লাঙ্গল**।
প্র : পারস্যদেশের বা ইরানের নাগরিক কারা?– **পার্সি**।
প্র : গারো পর্বত অঞ্চলের অধিবাসীদের কী বলা হয়?– **গারো**।
প্র : কবিতায় কনফুসিয়াস বলতে কী বুঝানো হয়েছে?– **চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের অনুসারীদের**।
প্র : আবেস্তা কী?– **পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ**।
প্র : জেন্দা কী?– **আবেস্তার ভাষা জেন্দা**।
প্র : সকল ধর্মগ্রন্থের মূলসুর কী?– **মানবতাবোধ, সমতার দৃষ্টিভঙ্গি**।
প্র : প্রাচীন হিব্রু বা জু-জাতিদের কী বলা হয়?– **ইহুদি**।
প্র : 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' কার মুখনিঃসৃত বাণী?– **শ্রীকৃষ্ণ**।
প্র : বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলি' সম্পাদনা করেন– **আবদুল কাদির**।
প্র : 'সাম্যবাদী' কাব্যটি কত সালে প্রকাশিত হয়?– **১৯২৫ সালে**।
প্র : জেরুজালেম কোথায় অবস্থিত?– **ফিলিস্তিন**।
প্র : মুসলমানদের নিকট জেরুজালেম কী নামে সমধিক পরিচিত?– **বায়তুল মোকাদ্দাস**।
প্র : 'কন্দর' অর্থ কী?– **পর্বতের গুহা**।
প্র : বৈষম্যবিহীন অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজ গঠনের প্রত্যাশা কোন কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে?– **সাম্যবাদী**।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নজরুলের কবিতায় বর্ণিত 'শাক্যমুনি' কে? [ক ১৭-১৮]
ক. গুরু নানক খ. গৌতম বুদ্ধ গ. মহাবীর ঘ. যিশু খ্রিষ্ট

০২. জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়? [গ ৯৭-৯৮]
ক. মোসলেম ভারত খ. সওগাত গ. প্রবাসী ঘ. কোনোটিই নয়

০৩. জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের জন্মসাল কোনটি? [গ ৯৭-৯৮]
ক. ১৮৯২ খ. ১৮৯৬ গ. ১৮৯৭ ঘ. ১৮৯৯

০৪. 'জেন্দা' কী? [খ ১৬-১৭]
ক. ভাষা খ. জাতি গ. গ্রন্থ ঘ. গোষ্ঠী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০৫. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্পগ্রন্থ কোনটি? [E ১৭-১৮]
ক. কুহেলিকা খ. রিক্তের বেদন গ. বাঁধনহারা ঘ. রুদ্রমঙ্গল

০৬. কবি কাজী নজরুল ইসলাম লেটো দলের জন্য কী রচনা করতেন? [জবি চ ১৬-১৭]
ক. পালাগান খ. কবিতা গ. নাটক ঘ. উপন্যাস

০১.খ	০২.ঘ	০৩.ঘ	০৪.ক	০৫.খ	০৬.ক

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

০৭. 'মৃত পুথি-কঙ্কাল' দ্বারা কাজী নজরুল ইসলাম কী বোঝাতে চেয়েছেন? [চ ১৬-১৭]
ক. পুরনো বই-পুস্তক খ. মানুষের কঙ্কাল
গ. অতীত ইতিহাস ঘ. পুরনো ধ্যান-ধারণা

০৮. কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু সন– [ঘ ১১-১২]
ক. ১৮৯৯-১৯৭৪ খ. ১৮৯৮-১৯৭৫ গ. ১৮৯৯-১৯৭৬ ঘ. ১৮৯৯-১৯৭৭

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৯. 'চার্বাক' কে ছিলেন? [A ১৭-১৮]
ক. পার্সি দার্শনিক খ. ভাববাদী দার্শনিক গ. বস্তুবাদী দার্শনিক ঘ. চীনা দার্শনিক

১০. কোন রচনাগুচ্ছ কাজী নজরুল ইসলামের? [C ১৭-১৮]
ক. বনগীতি, সুর-সাকী, সুরশতদল খ. বাণী, কল্যাণী, অমৃত
গ. আনন্দময়ী, বিশ্রাম, শেষ দান ঘ. পরিত্রাণ কাব্য, গাঁথা, আহবান

১১. 'মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বামপাশে।' কোন কবিতার অংশবিশেষ? [B ১৭-১৮]
ক. প্রাণ খ. ঝর্ণার গান গ.আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে ঘ. জীবন সঙ্গীত

১২. নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছেন কোন সাহিত্যকর্মটি? (জ ১১-১২)
ক. সঞ্চিতা খ. বিষের বাঁশি গ. ব্যথার দান ঘ. রাজবন্দীর জবানবন্দী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৩. 'জেন্দা' একটি– [B ১৭-১৮; বেরোবি A ১৭-১৮, ঢাবি খ ১৬-১৭]
ক. গ্রন্থ খ. জাতি গ. ব্যক্তি ঘ. ভাষা

১৪. কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয়? [I ১৭-১৮, বেরোবি C ১৬-১৭]
ক. ১৯২০ সাল খ. ১৯২১ সাল গ. ১৯২৩ সাল ঘ. ১৯২২ সাল

১৫. কাজী নজরুল ইসলামের রচনা নয় কোনটি? [A ১৭-১৮]
ক. প্রলয়োল্লাস খ. সন্ধ্যা গ. মরুভাস্কর ঘ. আমি অনাহারী

১৬. কাজী নজরুল ইসলামের 'মহরম' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত? [F ১৭-১৮]
ক. মালঞ্চ খ. বুলবুল গ. অগ্নিবীণা ঘ. ছায়ানট

১৭. কাজী নজরুল ইসলামের গ্রন্থ কোনটি? [খ ১১-১২]
ক. ঘরে-বাইরে খ. কুহেলিকা গ. বলাকা ঘ. পঞ্চতন্ত্র

১৮. 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' কাজী নজরুল ইসলামের- [E -১৩-১৪; পাবিপ্রবি গ ১৩-১৪]
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. ছোটগল্প গ. প্রবন্ধ গ্রন্থ ঘ. উপন্যাস

১৯. কাজী নজরুল ইসলাম প্রায় তিন বছর বাস করেছেন পাকিস্তানের- [D-১৫-১৬]
ক. করাচি খ. লাহোর গ. পিন্ডি ঘ. ইসলামাবাদ শহরে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২০. 'আবেস্তা' গ্রন্থ কোন ভাষায় রচিত? [B ১৭-১৮]
ক. সংস্কৃত খ. গথিক গ. লাতিন ঘ. জেন্দা

২১. 'মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা ——' 'সাম্যবাদী' কবিতার এই চরণের শূন্যস্থানে বসবে– [B ১৭-১৮]
ক. দেবালয় খ. এই হৃদয় গ. আনন্দময় ঘ. ভুবনময়

২২. 'সাম্যবাদী' কবিতায় সাম্যের ভিত্তি কী? [D ১৭-১৮]
ক. মানবতন্ত্র খ. সমাজতন্ত্র গ. গণতন্ত্র ঘ. নাস্তিক্যবাদ

২৩. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য-সংগ্রহ? [D ১৭-১৮]
ক. সঞ্চয়িতা খ. সঞ্চয়ণ গ. কাব্য- সঞ্চয় ঘ. সঞ্চিতা

২৪. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [খ ০৩-০৪]
ক. নক্সী কাঁথার মাঠ খ. সোনার তরী গ. অগ্নি-বীণা ঘ. সোনালি কাবিন

২৫. কাজী নজরুল ইসলাম মারা গেছেন কোন সালে? [খ ০৫-০৬; ঙ ১১-১২; ঘ ১১-১২]
ক. ১৯৬৯ খ. ১৯৭৩ গ. ১৯৮৮ ঘ. ১৯৭৬ ঙ. ১৯৭৮

২৬. 'মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়'- কোন কবিতার চরণ? [D I ১৬-১৭]
ক. ঐকতান খ. সাম্যবাদী গ. সেই অস্ত্র ঘ. লোক-লোকান্তর

২৭. কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [J ১৬-১৭; জাককনবি ক ১৬-১৭]
ক. ব্যথার দান খ. বাঁধনহারা গ. মুক্তি ঘ. অগ্নিবীণা ঙ. ঝিলিমিলি

২৮. কোন পঙ্‌ক্তিটি কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতার অন্তর্গত? [B I ১৬-১৭]
ক. কে তুমি?- পার্সি? জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভীল, গারো
খ. কে তুমি?- হিন্দু? বৌদ্ধ? ইহুদি? চাক, বম, ভীল, গারো
গ. কে তুমি?-পার্সি?, বৌদ্ধ? ইহুদি? সাঁওতাল, ভীল, গারো
ঘ. কে তুমি?-পার্সি? জৈন? ইহুদি? চাক, বম, ভীল, গারো

২৯. 'তোমার হৃদয় বিশ্ব - দেউল সকলের দেবতার' - কোন কবিতার চরণ? [D3 ১৬-১৭]
ক. ঐকতান খ. সাম্যবাদী গ. সেই অস্ত্র ঘ. লোক-লোকান্তর

৩০. 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি কোথায় ঈশ্বরকে খুঁজতে বলেছেন? [E ১৬-১৭ মাভাবিপ্রবি D ১৬-১৭]
ক. নিজ হৃদয়ে খ. বিশ্ব প্রকৃতিতে গ. মসজিদে -মন্দিরে ঘ. গির্জায় ঙ. ধর্মগ্রন্থে

৩১. 'কাণ্ডারি বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র।' পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে? [E ১৬-১৭]
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. বিহারীলাল চক্রবর্তী গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম ঙ. জসীমউদ্‌দীন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৩২. 'এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়' চরণটিতে কীসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে? [B ১৭-১৮]
ক. হৃদয়ের খ. সত্যের গ. কর্মের ঘ. ধর্মের

৩৩. নিচের কোনটি শোক কবিতার (Elegy) উদাহরণ নয়? [H -১৩-১৪]
ক. স্মরণ খ. ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ গ. কবর ঘ. জীবন বন্দনা

৩৪. নিচের কোন পঙ্‌ক্তিটির 'সাম্যবাদী' কবিতার? [B ১৬-১৭]
ক. 'তারি তরে ভাই, গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে'
খ. 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই'
গ. 'ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে'
ঘ. 'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলাম বিষাদে'

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

৩৫. কোন কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের নয়? (ক. মা. ১০-১১)
ক. প্রলয়োল্লাস খ. বাংলাদেশ গ. মানুষ ঘ. আকাশনীল

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৩৬. 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি কোন ধর্মের উপর জোর দিয়েছেন? [A ১৭-১৮]
ক. দয়াধর্ম খ. স্বভাবধর্ম গ. অন্তরধর্ম ঘ. প্রাকৃতধর্ম

৩৭. 'ফণিমনসা' কাব্যের রচয়িতা কে? [B ১৭-১৮]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. আহসান হাবীব
গ. সিকান্দার আবু জাফর ঘ. হাসান হাফিজুর রহমান

৩৮. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে বাঙালি পল্টনে যোগ দেন? [A -১৩-১৪]
ক. ১৯১৭ খ. ১৯১৯ গ. ১৯২২ ঘ. ১৯২৬

৩৯. 'সাম্যবাদী' কবিতায় উল্লিখিত 'চার্বাক' দর্শনের উৎস কোথায়? [C ১৬-১৭]
ক. প্রাচীন ভারত খ. প্রাচীন পারস্য গ. প্রাচীন গ্রিক ঘ. ইতালি

৪০. 'সাম্যবাদী' কবিতা অবলম্বনে শুদ্ধ চরণ কোনটি? [A ১৬-১৭]
ক. যেখানে মিশেছে বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিম ক্রিশ্চান
খ. যেখানে মিশেছে মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ ক্রিশ্চান
গ. যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রিশ্চান
ঘ. যেখানে মিশেছে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ ক্রিশ্চান

৪১. 'সাম্যবাদী' কবিতাটি যে ছন্দে লেখা- [B ১৬-১৭]
ক. স্বরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত গ. অক্ষরবৃত্ত ঘ. পয়ার

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

৪২. 'সাম্যবাদী' কবিতার রচয়িতা কে? [AP ১৭-১৮, চবি ঙ ০৩-০৪]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. ফররুখ আহমদ
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৪৩. 'অগ্নিবীণা' কাব্যের প্রথম কবিতা কোনটি? [C ১৭-১৮]
ক. প্রলয়োল্লাস খ. বিদ্রোহী গ. ধূমকেতু ঘ. অগ্রপথিক

৪৪. নজরুলের কোন গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়েছিল- [D ১৭-১৮]
ক. বাঁধন-হারা খ. ব্যথার দান গ. বিষের বাঁশী ঘ. অগ্নিবীণা

৪৫. কাজী নজরুল ইসলাম এর 'ব্যথার দান' কী জাতীয় রচনা? [D ১৭-১৮; ঘ ১৬-১৭; C -১৩-১৪]
ক. উপন্যাস খ. গল্পগ্রন্থ গ. কাব্যগ্রন্থ ঘ. আত্মজীবনীমূলক রচনা

৪৬. 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি মূলত কোন মনোভাব প্রকাশ করেছেন? [AL ১৭-১৮]
ক. সাম্যহীন খ. সাম্প্রদায়িক গ. তীব্র সাম্যবাদী ঘ. অসাম্প্রদায়িক

০৭.ঘ	০৮.গ	০৯.গ	১০.ক	১১.গ	১২.ক	১৩.ঘ	১৪.ঘ	১৫.ঘ	১৬.খ
১৭.খ	১৮.গ	১৯.ক	২০.ঘ	২১.ক	২২.ক	২৩.ঘ	২৪.গ	২৫.ঘ	২৬.খ
২৭.ঘ	২৮.ক	২৯.খ	৩০.ক	৩১.ঘ	৩২.ক	৩৩.ঘ	৩৪.খ	৩৫.খ	৩৬.গ
৩৭.ক	৩৮.ক	৩৯.ক	৪০.গ	৪১.খ	৪২.ক	৪৩.ক	৪৪.গ	৪৫.খ	৪৬.গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

৪৭. কাজী নজরুল ইসলাম কতসালে ত্রিশালে আসেন? [A -১৩-১৪]
ক. ১৯১২ সালে খ. ১৯১৪ সালে গ. ১৯১৬ সালে ঘ. ১৯১৮ সালে

৪৮. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ কোনটি? [E -১৩-১৪]
ক. অগ্নিবীণা খ. মরুশিখা গ. মরুসূর্য ঘ. রাঙাজবা

৪৯. কাজী নজরুল ইসলামকে কত সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়? [A -১৩-১৪]
ক. ১৯৭৩ খ. ১৯৭৪ গ. ১৯৭৫ ঘ. ১৯৭৬

৫০. কবি নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়? [ঘ ১৬-১৭]
ক. সাপ্তাহিক বিজলী খ. মাসিক মোসলেম ভারত গ. দৈনিক ছোলতান ঘ. দৈনিক নবযুগ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

৫১. নজরুলের প্রথম উপন্যাস কোনটি? [A -১৩-১৪]
ক. ব্যথার দান খ. লালসালু গ. বাঁধন-হারা ঘ. রূপালী বাংলা

৫২. 'সাম্যবাদী' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত? [B-১৫-১৬]
ক. সিন্ধু-হিন্দোল খ. সুরলহরী গ. সাম্যবাদী ঘ. বিষের বাঁশি

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

৫৩. নিচের কোনটি নজরুলের রচনা নয়? [গ ১১-১২]
ক. মরুভাস্কর খ. প্রলয়-শিখা গ. প্রলয়-ক্ষুধা ঘ. রুদ্র-মঙ্গল

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৫৪. 'কোরাণ-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-/জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থ-সাহেব পড়ে যাও যত সখ ।' এ লাইনে ব্যবহৃত 'জেন্দাবেস্তা' শব্দের 'জেন্দা' কী? [A ১৭-১৮]
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. ধর্মগ্রন্থ গ. ভাষা
ঘ. জীবিত ব্যক্তি ঙ. জাতি

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৫৫. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী? [D ১৭-১৮]
ক. সঞ্চয়িতা খ. অগ্নিবীণা গ. বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী ঘ. বিদ্রোহী

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৫৬. 'মরুভাস্কর' কার লেখা? [C -১৩-১৪]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. আবু জাফর ঘ. হুমায়ূন আহমেদ

৫৭. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস কোনটি? [E -১৩-১৪]
ক. অগ্নিবীণা খ. ধূমকেতু গ. মৃত্যুক্ষুধা ঘ. চক্রবাক

৫৮. কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম তারিখ কোনটি? [E -১৩-১৪]
ক. ২২ শ্রাবণ খ. ১১ জ্যৈষ্ঠ গ. ২৫ বৈশাখ ঘ. ১২ ভাদ্র

৫৯. কবি কাজী নজরুল ইসলামের সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [G-১৫-১৬]
ক. অগ্নিবীণা খ. বিশের বাঁশি গ. চক্রবাক ঘ. সিন্ধু সিন্দোল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৬০. 'সাম্যবাদী' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম শুরুত্বারোপ করেন– [E ১৭-১৮]
ক. সকল ধর্মগ্রন্থের ওপর খ. নিজ নিজ ধর্ম পালনের ওপর
গ. অন্তর ধর্মের ওপর ঘ. বৈষম্যহীন সমাজের ওপর

৬১. কাজী নজরুল ইসলামের কাণ্ডারী হুঁশিয়ার কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত? [E১৭-১৮]
ক. অগ্নিবীণা খ. ফণীমনসা গ. ছায়ানট ঘ. সর্বহারা

৬২. 'ধূমকেতু' কোন কবির ছদ্মনাম? [F ১৭-১৮]
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. জীবনানন্দ দাশ গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. শামসুর রাহমান

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৬৩. 'মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়'-চরণটি কোন কবিতার অন্তর্গত? [C১৭-১৮]
ক. জীবন-বন্দনা খ. ঐকতান গ. সাম্যবাদী ঘ. মানব-বন্দনা

৬৪. কনফুসিয়াস কোন দেশের দার্শনিক? [C ১৬-১৭]
ক. জাপান খ. ইংল্যান্ড গ. গ্রিস ঘ. চীন

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

৬৫. কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন— শব্দগুলো কোন রচনায় উল্লেখ আছে? [ক ১৭-১৮]
ক. বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ খ. সাম্যবাদী
গ. বিড়াল ঘ. মহাজাগতিক কিউরেটর

৪৭.খ	৪৮.ক	৪৯.ঘ	৫০.ক	৫১.গ	৫২.গ	৫৩.গ	৫৪.গ	৫৫.খ	৫৬.খ
৫৭.গ	৫৮.খ	৫৯.ক	৬০.ঘ	৬১.ঘ	৬২.গ	৬৩.গ	৬৪.ঘ	৬৫.খ	

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি পল্টনে যোগ দেন কী হিসেবে?
ক. সৈনিক হিসেবে খ. হাবিলদার হিসেবে গ. অফিসার হিসেবে ঘ. কমান্ডার হিসেবে

০২. কত সালে বাঙালি পল্টন ভেঙ্গে দেওয়া হয়?
ক. ১৯১৭ খ. ১৯১৯ গ. ১৯২০ ঘ. ১৯২১

০৩. বাঙালি পল্টন ভেঙ্গে দেওয়ার পর কাজী নজরুল ইসলাম ফিরে আসেন কোন জায়গায় ?
ক. ঢাকায় খ. কলকাতায় গ. ময়মনসিংহে ঘ. কুমিল্লায়

০৪. কাজী নজরুল ইসলামকে ভারত সরকার কী উপাধিতে ভূষিত করেন?
ক. পদ্মভূষণ খ. পদ্মরাগ গ. পদ্মশ্রী ঘ. ভারতরত্ন

০৫. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ?
ক. ধূমকেতু খ. লাঙল গ. মৃত্যুক্ষুধা ঘ. চক্রবাক

০৬. কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি?
ক. নবযুগ খ. সবুজপত্র গ. অগ্নিশিখা ঘ. সাধনা

০৭. কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয় কত সালে ?
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৪ সালে গ. ১৯৭৬ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

০৮. কাজী নজরুল ইসলামকে কত সালে একুশে পদক প্রদান করা হয়?
ক. ১৯৭৬ সালে খ. ১৯৭৪ সালে গ. ১৯৭২ সালে ঘ. ১৯৭৩ সালে

০৯. অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে দেবতা-ঠাকুর হাসেন কেন?
ক. ধর্মের নামে হানাহানি দেখে খ. দুনিয়ার তাবৎ নির্বুদ্ধিতা দেখে
গ. মহাবিশ্বের মহাবেদনার ডাক শুনে ঘ. মানুষ পৃথিবীতে দেবতা খোঁজে বলে

১০. কোথায় সকল রাজমুকুট লুটিয়ে পড়ে বলে কবির বিশ্বাস?
ক. মানবতার ক্ষেত্রে খ. রাজপ্রাসাদে গ. মসজিদ-মন্দিরে ঘ. যুদ্ধক্ষেত্রে

১১. 'সাম্যবাদী' কবিতায় 'মানবের মহাবেদনার ডাক' দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে–
ক. মানবপ্রেম খ. মানবযন্ত্রণা গ. মানবমুক্তি ঘ. মানবাত্মা

১২. কাজী নজরুল ইসলাম গ্রামের মক্তবে কত বছর শিক্ষকতা করেন?
ক. এক বছর খ. দুই বছর গ. তিন বছর ঘ. চার বছর

১৩. 'সাম্যবাদী' কবিতায় মহা-বেদনার ডাক শুনে কার রাজ্য ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে?
ক. শাক্যমুনি খ. আরব দুলাল গ. বাঁশির কিশোর ঘ. দেবতা ঠাকুর

১৪. জেরুজালেম কোন ধর্মের নিকট সম্মানিত পুণ্যস্থান?
ক. মুসলমান খ. খ্রিষ্টান গ. ইহুদি ঘ. সবকয়টি

১৫. 'সাম্যবাদী' কবিতায় মোট কয়টি ধর্মগ্রন্থের উল্লেখ আছে?
ক. পাঁচ খ. ছয় গ. সাত ঘ. আট

১৬. 'সাম্যবাদী' কবিতায় হযরত মুহম্মদ (স)-কে কী বলে সম্বোধন করা হয়েছে?
ক. ইসলামের কাণ্ডারী খ. দ্বীনের নবি গ. আরব-দুলাল ঘ. শ্রেষ্ঠ নবি

১৭. 'পথে ফোটে তাজা ফুল'-চরণটির তাৎপর্য কী?
ক. ঈশ্বর থাকেন মানুষের হৃদয়ে খ. ঈশ্বর থাকেন ধর্মগ্রন্থগুলোতে
গ. সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় তীর্থস্থানে ঘ. সত্য থাকে মানুষের হৃদয়ে

১৮. 'দেউল' শব্দের সমার্থক হিসেবে গ্রহণযোগ্য-
ক. পাত্র খ. আত্মা গ. প্রতিজ্ঞা ঘ. মন্দির

১৯. কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন?
ক. ৪২ বছর খ. ৪৩ বছর গ. ৪৫ বছর ঘ. ৫০ বছর

২০. সকল দেবতার বিশ্ব দেউল কোনটি?
ক. কাবা খ. মন্দির গ. শাস্ত্র ঘ. হৃদয়

২১. শাক্যমুনি কিসের ধ্যান-গুহায় বসে রাজ্য ত্যাগ করেছেন?
ক. অন্তরের খ. হৃদয়ের গ. মনের ঘ. চিত্তের

২২. কখন থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলাম সৃষ্টিশীল সত্তার অধিকারী হয়ে ওঠেন?
ক. গ্রামের মক্তবে পড়ার সময় খ. লেটো গানের দলে যোগ দেওয়ার পর
গ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় ঘ. বাঙালি পল্টনে যোগ দেবার পর

২৩. মথুরা কী?
ক. একটি জায়গা খ. একটি পাহাড় গ. একটি সমুদ্র ঘ. একটি রাস্তা

২৪. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা?
ক. ডাকঘর খ. রিক্তের বেদন গ. তেল-নুন-লকড়ি ঘ. বিরহ বিলাপ

২৫. পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
ক. জেন্দা খ. আবেস্তা গ. উপনিষদ ঘ. গ্রন্থসাহেব

২৬. 'সাম্যের গান' বলতে কী বোঝায়?
ক. সমতার কথা খ. বৈরিতার কথা গ. বন্ধুত্বের কথা ঘ. চেতনার কথা

২৭. 'তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান'- এখানে 'তোমাতে' বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে?
ক. শাস্ত্র খ. সময় গ. মানুষ ঘ. হৃদয়

০১.ক	০২.গ	০৩.খ	০৪.ক	০৫.ঘ	০৬.ক	০৭.খ	০৮.ক	০৯.খ
১০.ক	১১.গ	১২.ক	১৩.ক	১৪.ঘ	১৫.ঘ	১৬.গ	১৭.ঘ	১৮.ঘ
১৯.খ	২০.ঘ	২১.খ	২২.খ	২৩.ক	২৪.খ	২৫.খ	২৬.ক	২৭.ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

SELF TEST

০১. 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি মানুষের হৃদয়কে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
ক. নীলাচল খ. পারস্য গ. জেরুজালেম ঘ. পাহাড়গুহা

০২. সাম্যের গান গাই-এ সাম্য মূলত-
ক. ধর্মে ধর্মে খ. কিতাবে কিতাবে
গ. জাতিতে জাতিতে ঘ. মানুষে মানুষে

০৩. নজরুল ইসলামের বহু কবিতা কোন ছন্দে রচিত?
ক. ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে খ. ৪ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে
গ. ১০ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ঘ. ৪ মাত্রার স্বরবৃত্ত ছন্দে

০৪. কাজী নজরুল ইসলাম আমৃত্যু কিসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন?
ক. অন্যায় ও শোষণ খ. সমাজতন্ত্র
গ. রাষ্ট্রব্যবস্থা ঘ. ব্রিটিশ সরকার

০৫. কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর বয়সে পিতাকে হারান?
ক. আট বছর খ. নয় বছর
গ. সাত বছর ঘ. দশ বছর

০৬. 'সাম্যবাদী' কবিতায় নিজপ্রাণ খুলে দেখলে কী পাওয়ার কথা বলা হয়েছে?
ক. সকল শাস্ত্র খ. পুঁথি-কঙ্কাল
গ. সকল যুগাবতার ঘ. সকল উপাসনালয়

০৭. 'সাম্যবাদী' কবিতার মূলসুর কোনটি?
ক. ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন খ. সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
গ. বিভেদহীন সমাজ গঠন ঘ. মানুষের দুঃখ দূর করা

০৮. নিচের কোনটি খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ?
ক. বেদ খ. বাইবেল গ. তাওরাত ঘ. ত্রিপিটক

০৯. নিচের কোনটি জৈনদের ধর্মগ্রন্থ?
ক. জেন্দাবেস্তা খ. গ্রন্থসাহেব গ. বেদান্ত ঘ. বাইবেল

১০. 'তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান'- এখানে মানুষের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. সক্ষমতা খ. আত্মোপলব্ধি গ. বোধশক্তি ঘ. সচেতনতা

১১. নিচের কোন পঙ্‌ক্তিটি 'সাম্যবাদী' কবিতার অংশ?
ক. ভয়াল ঘূর্ণি সে আমার ক্রোধ
খ. সালামের মুখে আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা
গ. সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়
ঘ. মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়

১২. হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় স্থান নয় কোনটি?
ক. জেরুজালেম খ. কাশী গ. মথুরা ঘ. বৃন্দাবন

১৩. কোন মহাপুরুষ বাল্যকালে বাঁশি বাজাতেন?
ক. শ্রীকৃষ্ণ খ. গৌতম গ. মহাবীর ঘ. নানক

১৪. 'জেন্দাবেস্তা' হলো-
ক. পারস্যের অধিবাসী খ. পারস্যের ধর্মগ্রন্থ ও এর ভাষা
গ. পারস্যের দেবতা ঘ. পারস্যের ধর্মযাজক

১৫. সাম্যবাদকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন কে?
ক. কবি খ. কনফুসিয়াস গ. চার্বাক ঘ. মহাত্মা গান্ধী

১৬. জেরুজালেমে এমন একটি পবিত্র স্থান আছে যা মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের নিকট সমানভাবে পুণ্যস্থান। কবির 'সাম্যবাদী' কবিতায় পাওয়া সে স্থানটি হলো-
ক. কাবা শরিফ খ. বায়তুল মোকাদ্দস
গ. মদিনার মসজিদ ঘ. মাসজিদুল আকসা

১৭. কবি সর্বকালের জ্ঞানের আধার হিসেবে কোনটির গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন?
ক. ব্যক্তির নিজস্ব প্রাণের খ. কোরানের
গ. গ্রন্থ সাহেবের ঘ. জেন্দাবেস্তার

১৮. সাম্যের গান কে গাইতে বলেছেন?
ক. শিল্পী খ. কবি গ. সুরকার ঘ. পরিচালক

১৯. 'ঝুট' শব্দের অর্থ কোনটি?
ক. মিথ্যা খ. ঝামেলা গ. ঝুটা ঘ. সবকয়টি

২০. 'বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষ' কোন শব্দের অর্থ?
ক. যুগাবতার খ. মহাজন
গ. অত্যাচারী রাজা ঘ. নাবিক

২১. একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ও মুনি হলেন-
ক. কনফুসিয়াস খ. মহাবীর গ. রাম ঘ. চার্বাক

২২. কোন বিশেষ কবিতার জন্য নজরুল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন?
ক. বিদ্রোহী খ. কুলি-মজুর গ. নারী ঘ. মানুষ

২৩. কাশী স্থানটির সঙ্গে কোন স্থানটি সাদৃশ্যপূর্ণ নয়?
ক. জেরুজালেম খ. মথুরা গ. বৃন্দাবন ঘ. গয়া

২৪. 'বাঁশির কিশোর' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক. শ্রীকৃষ্ণ খ. শ্রীরাম গ. লক্ষ্মণ ঘ. ইন্দ্র

২৫. 'সাম্যবাদী' কবিতায় আরব দুলাল কে?
ক. হজরত মুসা (আ.) খ. হজরত ইসা (আ.)
গ. হজরত দাউদ (আ.) ঘ. হজরত মুহম্মদ (স.)

২৬. 'শাক্য বংশে জন্ম যার।' এক কথায় তাকে বলে-
ক. শশাঙ্ক খ. শাকবংশী
গ. শাক্যমুনি ঘ. শোক্যগুণী

২৭. 'সাম্যবাদী' কবিতার মূলসুর-
ক. অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের প্রত্যাশা
খ. বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের প্রত্যাশা
গ. দারিদ্র্যহীন সমাজ গঠনের প্রত্যাশা
ঘ. বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের প্রত্যাশা

২৮. সকল শাস্ত্র কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে?
ক. মানুষের প্রাণে খ. লাইব্রেরিতে
গ. বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ. মহামানবে

২৯. মন্দির-মসজিদের চেয়ে পবিত্র বলতে কোনটি বোঝানো হয়েছে?
ক. ধর্মগ্রন্থ খ. জেরুজালেম
গ. মানুষের হৃদয় ঘ. মহামানব

৩০. 'সাম্যবাদী' কবিতায় শুধু ধর্মগ্রন্থ পড়াকে কী বলা হয়েছে?
ক. উপাসনা খ. পণ্ডশ্রম
গ. পবিত্রতা ঘ. অকাজ

৩১. কবি সাম্যের গান গেয়েছেন কেন?
ক. স্বাধীনতা লাভের জন্য খ. শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য
গ. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করতে ঘ. মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করতে

৩২. শাক্যমুনি রাজ্য ত্যাগ করেন কেন?
ক. মানুষের বেদনা লাঘবে খ. স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনে
গ. রাজ্যসুখ অসহ্য বলে ঘ. উচ্চাভিলাষী ছিলেন বলে

৩৩. পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মূল চেতনা কোনটি?
ক. মানববিদ্বেষ দূর করা খ. ধর্মরক্ষা করা
গ. পরিবেশ শান্ত রাখা ঘ. মানবকল্যাণ

৩৪. নজরুল ইসলাম সম্পর্কে কোন তথ্যটি ঠিক নয়?
ক. নবযুগ-এর সম্পাদক খ. বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন
গ. লেটোদলের সদস্য ঘ. পালাগান রচয়িতা

৩৫. বাংলা সাহিত্য ও সংগীতকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে নিচের কার অবদান সবচেয়ে বেশি?
ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. ডি.এল.রায়
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. বুদ্ধদেব বসু

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.গ	৩৪.খ	৩৩.ঘ	৩২.ক	৩১.ঘ	৩০.খ	২৯.গ	২৮.ক	২৭.ঘ
২৬.গ	২৫.ঘ	২৪.ক	২৩.ক	২২.ক	২১.ঘ	২০.ক	১৯.ক	১৮.খ
১৭.ক	১৬.খ	১৫.গ	১৪.খ	১৩.ক	১২.ক	১১.ঘ	১০.খ	০৯.ক
০৮.খ	০৭.গ	০৬.গ	০৫.ক	০৪.ক	০৩.ক	০২.ঘ	০১.ক	

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে — জীবনানন্দ দাশ

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে-সবচেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে-সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ;
সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর–
শঙ্খমালা নাম তার : এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো–বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই-সে-জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

শব্দার্থ ও টীকা

নাটা	লতাকণ্ঠ; গোলাকার ক্ষুদ্র ফল বা তার বীজ।
বারুণী	বরুণানী। বরুণের স্ত্রী। জলের দেবী।
বিশালাক্ষী	যে রমণীর চোখ আয়ত বা টানাটানা। আয়তলোচনা সুন্দরী নারী।
সুদর্শন	এক ধরনের পোকা।
বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর	এখানে আয়তলোচনা দেবী দুর্গার কথা বলা হয়েছে।
এই পৃথিবীতে ... সুন্দর করুণ	কবির চোখে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, মমতারসে সিক্ত, সহানুভূতিতে আর্দ্র ও বিষণ্ন দেশ বাংলাদেশ।
সেখানে ভোরের...জাগিছে অরুণ	বাংলার প্রভাতের সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা আঁকতে গিয়ে ভোরে মেঘের আড়াল থেকে গাঢ় লাল সূর্যের আলো বিচ্ছুরণ যেন ধারণ করেছে করমচা বা করমচা ফুলের রং।
সেখানে বারুণী থাকে...অবিরল জল	জলে পরিপূর্ণ এদেশের অসংখ্য নদী-নালার স্রোতধারার প্রাণৈশ্বর্য ও সৌন্দর্যের রূপ আঁকা হয়েছে এই পঙ্‌ক্তি দুটির মধ্যে।
সেইখানে শঙ্খচিল... অস্ফুট, তরুণ	বাংলাদেশ প্রাণী আর প্রকৃতির ঐক্য ও সংহতিতে একাকার। পানের বনে হাওয়ায় যে চঞ্চলতা জেগে ওঠে সেই চঞ্চলতা সম্প্রসারিত হয় দূর আকাশের শঙ্খচিলে। আর মিষ্টি ও ম্রিয়মাণ তরুণ ধানের গন্ধের মতো লক্ষ্মীপেঁচাও মিলেমিশে থাকে প্রকৃতির পরিবেষ্টনীতে।

কবি পরিচিতি

নাম	জীবনানন্দ দাশ
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ, বরিশাল। পিতা : সত্যানন্দ দাশ। মাতা : কুসুমকুমারী দাশ
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : ম্যাট্রিক (১৯১৫), ব্রজমোহন স্কুল, বরিশাল। উচ্চ মাধ্যমিক : আইএ (১৯১৭), ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল। উচ্চতর শিক্ষা : বিএ অনার্স (১৯১৯), কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ; এমএ ইংরেজি (১৯২১), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
পেশা/কর্মজীবন	অধ্যাপনা : কলকাতা সিটি কলেজ (১৯২২-১৯২৮); বাগেরহাট কলেজ (১৯২৯); দিল্লির রামযশ কলেজ (১৯২৯-১৯৩০); ব্রজমোহন কলেজ (১৯৩৫-১৯৪৬); খড়গপুর কলেজ (১৯৫১-১৯৫২); বড়িষা কলেজ (১৯৫২); হাওড়া গার্লস কলেজ (১৯৫৩-১৯৫৪)।
সম্পাদনা	দৈনিক স্বরাজ।
জীবনাবসান	১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	ঝরা পালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১) ইত্যাদি।
উপন্যাস	মাল্যবান (১৯৭৩), সুতীর্থ (১৯৭৪)।
প্রবন্ধগ্রন্থ	কবিতার কথা (১৯৫৬)।

কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি– জীবনানন্দ দাশ।
- 'ঝরা পালক' ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' জীবনানন্দ দাশের কোন ধরনের রচনা?– কাব্যগ্রন্থ।
- কোন আখ্যাটি জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?– সোনার বাংলার কবি।
- পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন – বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক।
- মা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন– সেকালের বিখ্যাত কবি।
- তিনি জীবন অতিবাহিত করেন– ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে।
- অসাধারণ কাব্যবৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আখ্যায়িত করেছেন– 'চিত্ররূপময়'।
- বুদ্ধদেব বসু তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন– 'নির্জনতম কবি' বলে।
- বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতাকে তীব্রভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল– তাঁর নিসর্গবিষয়ক কবিতা।
- বিখ্যাত কবি কুসুমকুমারী দাশের সঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশের সম্পর্ক ছিল– মা-ছেলে।
- বাংলা সাহিত্যে 'রূপসী বাংলার কবি' হিসেবে খ্যাত– জীবনানন্দ দাশ।
- তাঁর কবিতায় কেমন জগৎ পরিলক্ষিত হয়– সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের জগৎ।
- জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ফুটে উঠেছে– আধুনিক জীবনের বিচিত্র যন্ত্রণা ও হাহাকার।
- আলো-আঁধারের ব্যবহার, রঙের ব্যবহার ও অনুভবের বৈচিত্র্য প্রকাশে অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন– জীবনানন্দ দাশ।
- জীবনানন্দ দাশ রচিত উপন্যাস– মাল্যবান।
- জীবনানন্দ দাশ কত বছর বয়সে মারা যান?– ৫৫ বছর।
- কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে মারা যান– ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস :** 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।
- **প্রথম লাইন–** এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে-সবচেয়ে সুন্দর করুণ :
- **শেষ লাইন–** তাই-সে-জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।
- **ছন্দ :** অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
- সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
- কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
- সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
- সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর
- সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর–
  শঙ্খমালা নাম তার
- এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
  তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো–বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কোন কোন দেব-দেবীর নাম আছে?– বরুণ, বারুণী ও বিশালাক্ষী।

প্র : 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে'- স্থানটি কেমন?– সুন্দর সকরুণ।

প্র : কোন কোন নদী জলাঙ্গীরে অবিরল জল দেয়?– কর্ণফুলি, ধলেশ্বরী, পদ্মা।

প্র : কবিতায় শঙ্খচিলের কোন রূপটি লক্ষণীয়?– চঞ্চল।

প্র : 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবির মধ্যে কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে?– দেশপ্রেম।

প্র : 'সেখানে সবুজ --- ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল।' শূন্যস্থানে কোন শব্দটি বসবে?– ডাঙা।

প্র : '--- ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট' শূন্যস্থানে কোন শব্দ বসবে?– লক্ষ্মীপেঁচা।

প্র : সুদর্শন কোথায় উড়ে যায়?– ঘরে।

প্র : বারুণী কেন গঙ্গাসাগরের বুকে থাকে?– জলের দেবী বলে।

প্র : ভোরের মেঘে জেগে উঠা অরুণ কোন রং ধারণ করেছে?– নাটা বা করমচা ফুলের রং।

প্র : কী দিয়ে জলের দেবতা এদেশের নদ-নদীকে স্রোতস্বিনী রাখে?– অবিরল জলধারা।

প্র : এ কবিতায় কোন বনের কথা উল্লেখ আছে?– পানের।

প্র : 'ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট'- এখানে সাহিত্যের কোন দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে?– উপমা।

প্র : নির্জনতম কবির চোখে অসাধারণ সৌন্দর্যের দেশ কোনটি?– বাংলাদেশ।

প্র : 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কোন কোন রংয়ের উল্লেখ আছে?– সবুজ, হলুদ, নীল।

প্র : 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে'- কবিতায় উল্লিখিত হলুদ শাড়ি পরিহিতা রূপসীর নাম কী?– শঙ্খমালা।

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

প্র : রূপসী শঙ্খমালা কার বরে নীল বাংলায় জন্ম নিয়েছে?– বিশালাক্ষীর বরে।
প্র : লক্ষ্মীপেঁচা কিসের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ?– ধানের গন্ধের।
প্র : অন্ধকারে ঘাসের উপর কী নুয়ে থাকে?– লেবুর শাখা।
প্র : ভোরের অরুণকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?– নাটার রঙের সাথে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. জীবনানন্দ দাশ লক্ষ্মীপেঁচা ও ধানের গন্ধের মধ্যে মিল খুঁজে পান– [খ ১৭-১৮]
ক. উজ্জ্বল আলোকের খ. বার্ধক্যের যন্ত্রণার
গ. যৌবনের আবেগের ঘ. অপূর্ণ প্রকাশের

০২. কোন নামটি শুদ্ধ? [গ ১৭-১৮]
ক. জীবনান্দ দাস খ. জীবানান্দ দাশ গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. জীবনানন্দ দাস

নিচের স্তবকটি পড়ো এবং নিচের চারটি প্রশ্নের প্রাসঙ্গিক উত্তর দাও (০৩-০৬) :
এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে - সবচেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে-সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ;
সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;

০৩. স্তবকটিতে কয়টি গাছের নামের উল্লেখ রয়েছে? [খ ১৬-১৭]
ক. চারটি খ. ছয়টি
গ. পাঁচটি ঘ. সাতটি

০৪. স্তবকটিতে ব্যবহৃত ড্যাশ, কোলন ও সেমিকোলন মোট সংখ্যা কত? [খ ১৬-১৭]
ক. ১২ খ. ১০ গ. ৮ ঘ. ১১

০৫. গঙ্গাসাগর কী? [খ ১৬-১৭]
ক. বঙ্গোপসাগর খ. একটি দিঘির নাম
গ. ভিন্ন একটি উপসাগর ঘ. গঙ্গা যেখানে সাগরে মিশেছে

০৬. নিচের কোনটি পতঙ্গের নাম? [খ ১৬-১৭]
ক. মধুকূপী খ. জারুল গ. সুদর্শন ঘ. বারুণী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০৭. নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর জন্মেছে কে? [A ১৭-১৮]
ক. শঙ্খচিল খ. শঙ্খমালা গ. বিশালাক্ষী ঘ. সুদর্শন

০৮. 'বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর'- এ 'বিশালাক্ষী' কে? [খ ১৬-১৭]
ক. বারুণী খ. শঙ্খমালা গ. দুর্গা ঘ. রাধা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৯. নির্জনতম কবি কে? [A ১৭-১৮; জাককানইবি D ১৭-১৮; বেরোবি B ১৭-১৮]
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য গ. অমিয় চক্রবর্তী ঘ. জীবনানন্দ দাশ

১০. কোন কবিতাগুচ্ছ জীবনানন্দ দাশের? [C ১৭-১৮]
ক. আলো পৃথিবী, বেলা অবেলা কালবেলা, আমি অনাহারী
খ. নির্জন স্বাক্ষর, আকাশলীনা, বোধ
গ. কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি, ধূসর পাণ্ডুলিপি, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা
ঘ. রূপসী বাংলা, বনলতা সেন, বিধ্বস্ত নীলিমা

১১. কোনটি জীবনানন্দ দাশ রচিত কাব্যগ্রন্থ নয়? [D ১৬-১৭]
ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. মহাপৃথিবী গ. ছাড়পত্র ঘ. ঝরাপালক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১২. কোন কবির মা বিখ্যাত কবি ছিলেন? [B ১৭-১৮; বেরোবি B ১৭-১৮; বেরোবি ১৬-১৭]
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. বুদ্ধদেব বসু গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. অমিয় চক্রবর্তী

১৩. হাওয়া যখন পানের বনে চঞ্চলতা জাগায় তখন কে চঞ্চল হয়ে উঠে? [B ১৭-১৮; রাবি B ১৬-১৭]
ক. শঙ্খচিল খ. লক্ষ্মীপেঁচা গ. শঙ্খমালা ঘ. সুদর্শন

১৪. রবীন্দ্র-পরবর্তী কবি কে? [C ১৭-১৮]
ক. শামসুর রাহমান খ. আল মাহমুদ গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য

১৫. 'শঙ্খমালা' মূলত কিসের প্রতিরূপ? [D ১৭-১৮]
ক. বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খ. বাংলার ধানক্ষেত
গ. বাংলার বনজঙ্গল ঘ. বাংলার নদীজল

১৬. জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [K ১৭-১৮]
ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. নাম রেখেছি কোমল গান্ধার
গ. একক সন্ধ্যায় বসন্ত ঘ. অন্ধকার একা

১৭. কোন কাব্যটি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত? [A ১৭-১৮]
ক. ঝরা পালক খ. ধূসর পাণ্ডুলিপি
গ. সাতটি তারার তিমির ঘ. রূপসী বাংলা

১৮. কবি জীবনানন্দ দাশ কবিতায় কিসের জগৎ তৈরি করেন? [A ১৭-১৮]
ক. সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের জগৎ খ. মানুষের চারপাশের জগৎ
গ. মানুষের হৃদয়বৃত্তিক জগৎ ঘ. চিত্ররূপময় জগৎ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৯. 'বনলতা সেন' কাব্যটি কার লেখা? [B ১৭-১৮]
ক. গোবিন্দচন্দ্র দাস খ. জীবনানন্দ দাশ গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. আবুল হোসেন

২০. 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'- পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির? [D ১৭-১৮]
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. শক্তি চট্টোপাধ্যায়
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. শহীদ কাদরী

২১. কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু হয়েছিল- [D ১৭-১৮]
ক. বরিশালে খ. নাটোরে গ. খুলনায় ঘ. কলকাতায়

২২. 'বেলা অবেলা কালবেলা' কার লেখা? [J ১৬-১৭]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. শামসুর রাহমান গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ. জীবনানন্দ দাশ ঙ. সুফিয়া কামাল

২৩. 'রূপসী বাংলা' কাব্যের রচয়িতা কে? [H ১৬-১৭]
ক. সৈয়দ আলী আহসান খ. জসীমউদ্‌দীন গ. জীবনানন্দ দাশ
ঘ. শামসুর রাহমান ঙ. আল মাহমুদ

২৪. জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী? [D3 ১৬-১৭]
ক. বনলতা সেন খ. সাতটি তারার তিমির গ. ঝরা পালক ঘ. মহাপৃথিবী

২৫. কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ নয় কোনটি? [C3 ১৬-১৭]
ক. বেলা অবেলা কালবেলা খ. মহাপৃথিবী গ. ঘুম নেই
ঘ. সাতটি তারার তিমির ঙ. ঝরা পালক

২৬. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [B1 ১৬-১৭]
ক. বনলতা সেন খ. মহাপৃথিবী গ. রূপসী বাংলা ঘ. সাতটি তারার তিমির

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২৭. 'সবচেয়ে সুন্দর করুণ'- এখানে 'করুণ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? [A ১৬-১৭]
ক. বেদনাময় খ. বিষণ্ন গ. দুঃখময় ঘ. প্রেমময়

২৮. 'দু'টি চোখের কোটরে কাটা সুপারির রং'- বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? [A ১৬-১৭]
ক. প্রেমিকার রূপ খ. গ্রামবাংলার রূপ
গ. সমাজ জীবনের রূপ ঘ. জীবন সংগ্রামের রূপ

২৯. জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস কোনটি? [A ১৬-১৭; BSMRSTU F 16-17]
ক. সুতীর্থ খ. মরুভাস্কর গ. যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল ঘ. বরিশালের যোগেন মণ্ডল

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩০. 'সেখানে —— মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ'- এ পঙ্‌ক্তির শূন্যস্থানে বসবে যে শব্দ- [AL ১৭-১৮]
ক. ভোরের খ. দুপুরের গ. বিকালের ঘ. সন্ধ্যার

৩১. জীবনানন্দ দাশকে কোন সময়ের কবি বলা হয়? [AL ১৭-১৮]
ক. রোমান্টিক কবি খ. উত্তরাধুনিক কবি গ. আধুনিক কবি ঘ. কোনোটিই নয়

৩২. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় রূপসীর নাম কী? [ঘ ১৭-১৮; ঢাবি ঘ ১৭-১৮]
ক. মানিকমালা খ. শঙ্খমালা গ. কঙ্কাবতী ঘ. বনলতা

৩৩. 'রূপসী বাংলার কবি' কে? [ঘ ১৭-১৮; চবি B1 ১৬-১৭]
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. জসীমউদ্‌দীন গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য

৩৪. 'কবিতার কথা' জীবনানন্দ দাশের যে ধরনের রচনা? [ঘ ১৬-১৭]
ক. কাব্য খ. প্রবন্ধ গ. গল্প ঘ. উপন্যাস

০১.গ	০২.গ	০৩.গ	০৪.ঘ	০৫.ঘ	০৬.গ	০৭.খ	০৮.গ	০৯.ঘ
১০.খ	১১.গ	১২.গ	১৩.ক	১৪.গ	১৫.ক	১৬.ক	১৭.ঘ	১৮.ঘ
১৯.খ	২০.ক	২১.ঘ	২২.ঘ	২৩.গ	২৪.গ	২৫.গ	২৬.গ	২৭.খ
২৮.খ	২৯.ক	৩০.ক	৩১.গ	৩২.খ	৩৩.ক	৩৪.খ		

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৩৫. কে ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট? [B ১৬-১৭]
ক. লক্ষ্মীপেঁচা খ. শালিক গ. শঙ্খচিল ঘ. ভ্রমর

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৩৬. 'সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর' কে জন্মেছে? [B ১৭-১৮]
ক. সুরঞ্জনা খ. বনলতা সেন গ. বিশালাক্ষী ঘ. শঙ্খমালা

৩৭. 'কবিতার কথা' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [B ১৭-১৮]
ক. শামসুর রাহমান খ. আল মাহমুদ গ. আহসান হাবীব ঘ. জীবনানন্দ দাশ

৩৮. জীবনানন্দ দাশের 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় উক্ত 'সুদর্শন' কী? [B ১৬-১৭]
ক. একজন প্রেমিক খ. এক ধরনের পাখি গ. এক ধরনের পোকা ঘ. এক ধরনের ঘাস

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৩৯. 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি' উক্তিটির রচয়িতা– [C-১৫-১৬]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. জীবনানন্দ দাশ

৪০. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় বরুণ কাকে অবিরল জল দেয়? [C ১৬-১৭]
ক. সমুদ্রকে খ. হ্রদকে গ. নদীকে ঘ. সরোবরকে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৪১. 'বিশালাক্ষী' শব্দটির ব্যাসবাক্য কোনটি? [D ১৭-১৮]
ক. বিশাল যে অক্ষি খ. বিশাল সম আঁখি
গ. বিশাল অক্ষি যার ঘ. অক্ষি বিশালের ন্যায়

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪২. কবি জীবনানন্দ দাশের মায়ের নাম কী? [১৭-১৮]
ক. সুকুমারী দাশ খ. কুসুমকুমারী দাশ
গ. কুসুমরানী দাশ ঘ. কুসুম বালা

৪৩. শঙ্খমালার শরীরে কোন রঙের শাড়ি লেগে থাকে? [১৬-১৭; ঢাবি অধি. ৭টি কলেজ ১৭-১৮]
ক. লাল খ. সবুজ গ. হলুদ ঘ. কালো

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

৪৪. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় সন্ধ্যার বাতাসে কী উড়ে যায়?
ক. লক্ষ্মীপেঁচা খ. সুদর্শন গ. শঙ্খমালা ঘ. বারুণী

৩৫.ক	৩৬.ঘ	৩৭.ঘ	৩৮.গ	৩৯.ঘ	৪০.গ	৪১.গ	৪২.খ	৪৩.গ	৪৪.খ

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ নয় কোনটি?
ক. সাত ভাই চম্পা খ. ধূসর পাণ্ডুলিপি
গ. সাতটি তারার তিমির ঘ. বনলতা সেন

০২. "সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল" - আলোচ্য বাক্যে কোন বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে?
ক. বাংলার সবুজ-শ্যামল রূপ খ. বাংলার করুণ রূপ
গ. বাংলার অনুপম সৌন্দর্য ঘ. বাংলার প্রকৃতির মাধুর্য

০৩. "সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল।" এখানে 'অবিরল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. বিরামহীন খ. নিরন্তর গ. প্রশস্ত ঘ. নিবিড়

০৪. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় নিচের কোন গাছের উল্লেখ রয়েছে?
ক. তাল খ. জাম গ. জামরুল ঘ. কাঁঠাল

০৫. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় ধানের গন্ধকে কেমন বলে উল্লেখ করা হয়েছে?
ক. মিষ্টি খ. অস্ফুট গ. ঝাঁজালো ঘ. মোহময়

০৬. শঙ্খচিল পানের বনের মতো চঞ্চল, বলতে কোনটি বোঝানো হয়েছে?
ক. বন্য প্রকৃতি খ. প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য
গ. প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণীর সম্পর্ক ঘ. প্রকৃতির রূপ

০৭. 'লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর।' এখানে কোন প্রকৃতির চিত্র লক্ষণীয়?
ক. গ্রামীণ প্রকৃতির খ. শহুরে প্রকৃতির গ. পাহাড়ি অঞ্চলের ঘ. বর্ষা প্রকৃতির

০৮. কবিতায় কতটি পাখির নাম আছে?
ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি ঘ. ৫টি

০৯. শঙ্খমালাকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে না?
ক. এ পৃথিবীর নদী ঘাসে খ. এ পৃথিবীর নদী সমুদ্রে
গ. এ পৃথিবীর বনে জঙ্গলে ঘ. এ পৃথিবীর মাঠে ঘাসে

১০. বিশালাক্ষী শঙ্খমালাকে কী দিয়েছিল?
ক. শাপ খ. বর গ. মন্ত্র ঘ. আশিস

১১. কবি এ বাংলাকে কোন রঙের বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন?
ক. সাদা খ. সবুজ গ. বেগুনি ঘ. নীল

১২. 'বিশালাক্ষী' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. আয়তলোচনা দেবী খ. মহারাণী গ. নারী ঘ. প্রান্তর

১৩. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় বরুণ জল দেয় না কাকে?
ক. পদ্মাকে খ. ধলেশ্বরীকে
গ. কর্ণফুলীকে ঘ. গঙ্গাকে

১৪. বিখ্যাত কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর মতে, জীবনানন্দ দাশকে কী বলা যায়?
ক. নির্জনতম কবি খ. তিমির হননের কবি
গ. রূপসী বাংলা কবি ঘ. চিত্ররূপময় কবি

১৫. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় আশীর্বাদ অর্থে ব্যবহৃত শব্দ কোনটি?
ক. বারুণী খ. বর গ. মধুকূপী ঘ. অবিরল

১৬. নিচের কোনটি ভিন্নার্থক শব্দ?
ক. বরুণ খ. সূর্য গ. সমুদ্রের অধিপতি ঘ. জলের দেবতা

১৭. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবি কোন স্থানটির কথা ইঙ্গিত করেছেন?
ক. সাহারা মরুভূমি খ. ফ্রান্সের প্যারিস
গ. জন্মভূমি বাংলাদেশ ঘ. ভূস্বর্গ কাশ্মির

১৮. মিষ্টি, ম্রিয়মাণ তরুণ ধানের গন্ধের মতো কোনটি প্রকৃতির পরিবেষ্টনীতে মিশে থাকে?
ক. শঙ্খচিল খ. শঙ্খমালা গ. লক্ষ্মীপেঁচা ঘ. বারুণী

১৯. গ্রামবাংলার নিসর্গের ছবি এঁকে কোন কবি অমর হয়ে আছেন?
ক. আহসান হাবীব খ. সুফিয়া কামাল
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. দিলওয়ার

২০. কবিতায় 'হলুদ শাড়ি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. হলুদ রঙের শাড়ি খ. হলুদ ফুল
গ. পাকা ফসলের খেত ঘ. সরিষার খেত

২১. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় মূলত কোন বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে?
ক. বাংলার মানুষ খ. বাংলার প্রকৃতি
গ. বাংলার নদী ঘ. বাঙালির জীবন

২২. কে হাওয়ায় চঞ্চল?
ক. শঙ্খচিল খ. শালিক গ. লক্ষ্মীপেঁচা ঘ. পানকৌড়ি

২৩. কবিতায় গঙ্গাসাগরের বুকে অবস্থান কার?
ক. বারুণীর খ. শঙ্খমালার গ. শালিকের ঘ. শঙ্খচিলের

২৪. জন্মসাল অনুসারে কাজী নজরুল ইসলামের সাথে কোন কবির মিল রয়েছে?
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. জীবনানন্দ দাশ গ. বুদ্ধদেব বসু ঘ. অমিয় চক্রবর্তী

২৫. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' - কবি এখানে এক স্থান বলতে কোন স্থান বুঝিয়েছেন?
ক. বাংলাদেশ খ. কাশ্মীর গ. দার্জিলিং ঘ. মহাস্থানগড়

২৬. 'সবুজ ডাঙা' বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়েছে?
ক. ঘাস খ. পাতা গ. লতা ঘ. বৃক্ষ

২৭. শঙ্খমালা নীল বাংলায় জন্মেছে কেন?
ক. মুনি ঋষির আশীর্বাদে খ. সন্ন্যাসীর প্রার্থনায়
গ. দেবীর আশীর্বাদ ছিল বলে ঘ. দেবীর আকাঙ্ক্ষা ছিল বলে

২৮. জীবনানন্দের দৃষ্টিতে চিরায়ত বাংলার রূপ কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?
ক. ঋতুবৈচিত্র্যের আধারে খ. নান্দনিক আকর্ষণের মাধ্যমে
গ. নিসর্গ উপলব্ধির মাধ্যমে ঘ. নিজেকে প্রকৃতিতে বিলীনের মাধ্যমে

২৯. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় ব্যবহৃত নিচের কোন প্রসঙ্গটিকে পৌরাণিক বলা যায়?
ক. রূপসীর শরীরের পর শঙ্খমালা নাম তার
খ. সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট
গ. ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ
ঘ. সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গা সাগরের বুকে

০১.ক	০২.ক	০৩.ঘ	০৪.ঘ	০৫.খ	০৬.গ	০৭.ক	০৮.ক	০৯.ক	১০.খ
১১.ঘ	১২.ক	১৩.ঘ	১৪.ক	১৫.খ	১৬.খ	১৭.গ	১৮.গ	১৯.গ	২০.গ
২১.খ	২২.ক	২৩.ক	২৪.খ	২৫.ক	২৬.ক	২৭.গ	২৮.ঘ	২৯.ঘ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

SELF TEST

০১. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কতটি নদীর নাম আছে?
ক. ৩টি খ. ৪টি গ. ৫টি ঘ. ৬টি

০২. বাংলার নদ-নদী জলাঙ্গীরে জল দেয় কেন?
ক. প্রকৃতির নিয়মে খ. দেবীর আদেশে
গ. বিশালাক্ষীর অনুরোধে ঘ. জলাঙ্গীর অনুরোধে

০৩. জীবনানন্দ দাশ কার অনুপ্রেরণায় কবিতা লেখা শুরু করেন?
ক. মায়ের খ. শিক্ষকের গ. দেবীর ঘ. বাবার

০৪. 'সবুজ ডাঙ্গা' কোন ঘাসে ভরে আছে?
ক. দূর্বা খ. মধুকরি গ. মধুকূপী ঘ. বুনো

০৫. 'সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ।' এখানে 'নাটা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক. সুন্দর মমতাসিক্ত খ. আয়তলোচনা নারী
গ. বিশালাক্ষী ঘ. গোলাকৃত ছোট ফল ও তার বীজ

০৬. সুদর্শন উড়ে যাওয়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. বিশেষ উদ্দেশ্য খ. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
গ. বাংলার রূপবৈচিত্র্য ঘ. বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব

০৭. 'এই পৃথিবীতে এক স্থানে আছে' কবিতায় কখন দূর আকাশের শঙ্খচিল চঞ্চল হয়ে ওঠে?
ক. হাওয়া যখন পানের বনে চঞ্চলতা জাগায়
খ. লক্ষ্মীপেঁচা যখন ধানের গন্ধের মতো মিশে যায়
গ. অন্ধকারে ঘাসের ওপর যখন সুদর্শন উড়ে যায়
ঘ. বরুণ যখন জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল

০৮. ব্রজমোহন কলেজ কোথায়?
ক. নাটোরে খ. যশোরে গ. বরিশালে ঘ. পিরোজপুরে

০৯. কবির কাছে তাঁর স্বদেশের রূপ কেমন?
ক. সবচেয়ে সুন্দর করুণ খ. নদীমাতৃক
গ. শস্যময় ঘ. পুষ্পময়

১০. জীবনানন্দ দাশের রচনায় কোনটি ফুটে উঠেছে?
ক. বাস্তবমুখিতা খ. কল্পনাপ্রবণতা গ. রূপক ঘ. নিসর্গ প্রকৃতি

১১. 'ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. প্রভাত সৌন্দর্য খ. প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য
গ. সূর্যের প্রখরতা ঘ. চিরচেনা প্রকৃতি

১২. "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি" - উদ্দীপকের কোন দিকটি 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় বিধৃত হয়েছে?
ক. দেশপ্রেম খ. সৌন্দর্যপ্রীতি
গ. প্রকৃতিপ্রেম ঘ. মানবপ্রেম

১৩. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কবির মধ্যে কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে?
ক. দেশপ্রেম খ. মনুষ্যত্ববোধ
গ. জীবনীশক্তি ঘ. আলৌকিকতা

১৪. জীবনানন্দ দাশের পিতা কোন স্কুলের শিক্ষক ছিলেন?
ক. আনন্দমোহন স্কুলের খ. ব্রজমোহন স্কুলের
গ. মদনমোহন স্কুলের ঘ. দ্বিজেন্দ্রমোহন স্কুলের

১৫. ধানের গন্ধ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. ধানের সৌন্দর্য খ. প্রাকৃতিক রূপ
গ. কৃষিপ্রধান বাংলার চিত্র ঘ. ধান প্রকৃতি

১৬. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল গাছের মাধ্যমে কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
ক. বৃক্ষের বৈচিত্র্য খ. বাংলার প্রকৃতি
গ. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘ. গ্রামীণ প্রকৃতি

১৭. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় জারুল ছাড়াও আর কোন গাছের উল্লেখ রয়েছে?
ক. শেওড়া খ. পেয়ারা গ. তমাল ঘ. অশ্বত্থ

১৮. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় কোন সময়ের মেঘের কথা বলা হয়েছে?
ক. ভোর খ. দুপুর গ. সন্ধ্যা ঘ. গোধূলি

১৯. নিচের কোনটি 'অরুণ' এর সমার্থক শব্দ?
ক. ঊষা খ. শশী গ. সূর্য ঘ. সমুদ্র

২০. শঙ্খচিল ও পানের বনের মধ্যে কোন বিষয়টি বিদ্যমান?
ক. সংহতি খ. মাধুর্য গ. ঐশ্বর্য ঘ. সম্প্রীতি

২১. কে কর্ণফুলী, ধলেশ্বরীকে অবিরল জল দেয়?
ক. মেঘ খ. বরুণ গ. হিমালয় ঘ. মানস সরো

২২. বরুণ কাকে অবিরল জল দেয়?
ক. জলাঙ্গীকে খ. সমুদ্রকে গ. হ্রদকে ঘ. পুষ্করিণীতে

২৩. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় নিচে বর্ণিত কোন নদীর উল্লেখ আ
ক. যমুনা খ. মেঘনা
গ. ধানসিঁড়ি ঘ. ধলেশ্বরী

২৪. কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী, পদ্মা এ নামগুলোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের কোন পরিচয় ফুটে উঠে
ক. কলকাকলির দেশ খ. নদীমাতৃক দেশ
গ. সোনার বাংলা ঘ. রূপসী বাংলা

২৫. 'জলাঙ্গী' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক. জলপতি খ. নির্ঝর গ. তটিনী ঘ. বরুণ

২৬. 'বারুণী' বলতে কী বোঝায়?
ক. জলের দেবী খ. স্বর্গের দেবী
গ. প্রকৃতির দেবী ঘ. সৌন্দর্যের দেবী

২৭. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় শঙ্খমালা কীভাবে এ বাংলায় জন্মেছে
ক. ব্রহ্মার বরে খ. বিশালাক্ষীর বরে
গ. সরস্বতীর বরে ঘ. ইন্দ্রের বরে

২৮. "সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর" এ কথার তাৎপর্য-
ক. বাংলার পাকা ফসলের খেতের সৌন্দর্য খ. বাংলার চিরন্তন নারীর সৌন্দর্য
গ. হেমন্তে বাংলার নদীর সৌন্দর্য ঘ. হলুদ রঙের শাড়িতে নারীর সৌন্দর্য

২৯. সুদর্শনের ঘরে ফেরার সময় কখন?
ক. সন্ধ্যা খ. গভীর রাত গ. ভোর ঘ. বিকেল

৩০. 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় 'রূপসী' বলা হয়েছে কাকে?
ক. নারীকে খ. নদীকে গ. মাঠকে ঘ. বাংলাকে

৩১. জীবনানন্দ দাশ মারা যান কীভাবে?
ক. হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে খ. ট্রাম দুর্ঘটনায়
গ. যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে ঘ. বাস দুর্ঘটনায়

৩২. শঙ্খমালার পরনে হলুদ শাড়ির বর্ণশোভার মাধ্যমে কবি কোনটি তুলে ধরতে চেয়েছেন?
ক. হলুদ রঙের ফুলের সমারোহ খ. রাতের আকাশে ফুটে থাকা নক্ষত্রপুঞ্জ
গ. দিগন্তবিস্তৃত ফসলের সৌন্দর্য ঘ. সারি সারি কাঁচা হলুদের খেত

৩৩. 'বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর'- দেবী দুর্গার বর পেয়ে কী হয়েছিল?
ক. শঙ্খমালার জন্ম হয়েছিল
খ. নদ-নদীর প্রাচুর্য এসেছিল
গ. নীল-সবুজে মেশা সুন্দর প্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছিল
ঘ. শঙ্খমালার শাড়ির রং নীল হয়েছিল

৩৪. 'সুন্দর করুণ' বলতে কবি কোনটিকে বুঝাননি?
ক. মমতারসে সিক্ত খ. সহানুভূতিতে আর্দ্র
গ. বিষণ্ন বাংলাদেশ ঘ. করুণার মতো সুন্দর

৩৫. প্রকৃতির গভীরে ধানের গন্ধের মতো অস্ফুটভাবে কী মিশে থাকে?
ক. লক্ষ্মীপেঁচা খ. শঙ্খচিল গ. শালিক ঘ. সুদর্শন

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.ক	৩৪.ঘ	৩৩.গ	৩২.গ	৩১.খ	৩০.ঘ	২৯.ক	২৮.ক	২৭.খ
২৬.ক	২৫.গ	২৪.খ	২৩.ঘ	২২.ক	২১.খ	২০.ক	১৯.গ	১৮.ক
১৭.ঘ	১৬.খ	১৫.গ	১৪.খ	১৩.ক	১২.খ	১১.ক	১০.ঘ	০৯.ক
০৮.গ	০৭.ক	০৬.খ	০৫.ঘ	০৪.গ	০৩.ক	০২.খ	০১.ক	

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

তাহারেই পড়ে মনে — সুফিয়া কামাল

"হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?"
কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি-
"দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?
বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?
দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?"
"এখনো দেখনি তুমি?" কহিলাম, "কেন কবি আজ
এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?"
কহিল সে সুদূরে চাহিয়া-
"অলখের পাথার বাহিয়া
তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?
ডেকেছে কি সে আমারে? শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান।"
কহিলাম, "ওগো কবি! রচিয়া লহ না আজও গীতি,
বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি–এ মোর মিনতি।"
কহিল সে মৃদু মধু-স্বরে-
"নাই হলো, না হোক এবারে-
আমারে গাহিতে গান, বসন্তেরে আনিতে বরিয়া-
রহেনি, সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া।"
কহিলাম : "ওগো কবি, অভিমান করেছ কি তাই?
যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।"
কহিল সে পরম হেলায়-
"বৃথা কেন? ফাগুন বেলায়
ফুল কি ফোটেনি শাখে? পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন?
মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ নাহি? করে নাই অর্ঘ্য বিরচন?
"হোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?"
কহিলাম, "উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?"
কহিল সে কাছে সরে আসি-
"কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী-
গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।"

শব্দার্থ ও টীকা

বরিয়া	বরণ করে।
সমীর	বাতাস।
উন্মনা	অন্যমনস্ক, অনুৎসুক।
অলখ	অলক্ষ্য, দৃষ্টির অগোচর।
পাথার	সমুদ্র।
রচিয়া	রচনা করে।
পুষ্পারতি	ফুলের বন্দনা বা নিবেদন।
অর্ঘ্যবিরচন	অঞ্জলি বা উপহার রচনা। প্রকৃতি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে ফুল ও তার সৌরভ উপহার দিয়ে বসন্তকে বরণ করে।
কুহেলি	কুয়াশা।
উত্তরী	চাদর। উত্তরীয়।
বাতাবি	একরকম বড় আকারের লেবু। যবদ্বীপের রাজধানী 'বাটাভিয়া' থেকে প্রথমে আনীত হয় বলে এ নামকরণ হয়েছে।
মিনতি	সংস্কৃত বিনতি এবং আরবি মিনত শব্দ যোগে তৈরি হয়েছে।
লবে	নেবে।
লহ	নাও।
হেলায়	অবজ্ঞাভরে, অবহেলা করে।
মাধবী	বাসন্তী লতা বা তার ফুল।
বিমুখতা	অনাগ্রহ। বিরূপ ভাব। অপ্রসন্নতা।
ফাগুন যে এসেছে ধরায়	পৃথিবীতে ফাগুন অর্থাৎ বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে।

পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে	শীত প্রকৃতিতে দেয় রিক্ততার রূপ। গাছের পাতা যায় ঝরে। গাছ হয় ফুলহীন। শীতের এ রূপকে বসন্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতি বসন্তের আগমনে ফুলের সাজে সাজলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ততার ছবি। শীত যেন সর্বরিক্ত সন্ন্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে পত্র পুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে।

কবি পরিচিতি

কবি	সুফিয়া কামাল
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ২০ জুন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ, শায়েস্তাবাদ, বরিশাল। পিতা : সৈয়দ আবদুল বারী। মাতা : সাবেরা বেগম।
শিক্ষাজীবন	অনানুষ্ঠানিক ও স্বশিক্ষায় শিক্ষিত।
পেশা/ কর্মজীবন	কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। পরবর্তী সময়ে সাহিত্য সাধনা ও নারী আন্দোলনে ব্রতী হন।
পরিচিতি	বিশিষ্ট মহিলা কবি এবং নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ।
উপাধি	জননী সাহসিকা।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বুলবুল ললিতকলা একাডেমি পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক, মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার।
জীবনাবসান	২০ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা।
সাহিত্যকর্ম	
কাব্যগ্রন্থ	সাঁঝের মায়া, মায়া কাজল, উদাত্ত পৃথিবী, মন ও জীবন, মৃত্তিকার ঘ্রাণ, প্রশস্তি ও প্রার্থনা।
গল্পগ্রন্থ	কেয়ার কাঁটা।
ভ্রমণকাহিনি	সোভিয়েতের দিনগুলি।
স্মৃতিকথা	একাত্তরের ডায়েরী।
শিশুতোষ গ্রন্থ	ইতল বিতল, নওল কিশোরের দরবারে।

ছন্দে ছন্দে সুফিয়া কামালের রচনাসমূহ

সুফিয়া কামাল তাঁর একাত্তরের ডায়েরীতে মোর যাদুদের সমাধি, মৃত্তিকার ঘ্রাণ, উদাত্ত পৃথিবী, ইতল বিতল, মন ও জীবন নামক গল্প লেখেন। গল্পগুলো মায়ার কাজলে আঁকা। অভিযাত্রিরা নওল কিশোরের দরবারে আহবান জানিয়েছেন, সাঝের বেলায় তারা যেন কেঁয়ার কাঁটা তুলতে না যায়।

কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সুফিয়া কামালের প্রথম বিয়ে হয় – **মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে ১৯২৩ সালে**।
- তখন তিনি পরিচিত হন – **সুফিয়া এন. হোসেন নামে**।
- সুফিয়ার স্বামী সৈয়দ নেহাল মারা যান – **১৯৩২ সালে যক্ষা রোগে**।
- তাঁর দ্বিতীয়বার বিয়ে হয় – **১৯৩৯ সালে চট্টগ্রাম নিবাসী লেখক কামাল উদ্দীন আহমদের সঙ্গে**। এরপর থেকে তিনি 'সুফিয়া কামাল' নাম গ্রহণ করেন।
- কবি সুফিয়া কামাল রবীন্দ্র কাব্যধারার গীতিকবিতার রচয়িতা।
- সুফিয়া কামাল সম্পাদক ছিলেন – **'বেগম পত্রিকা'র** (১৯৪৭)।
- তিনি যে মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্ব দেন তার নাম – **মহিলা সংগ্রাম পরিষদ (১৯৬৯)**। আজ এর নাম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।
- তিনি যে ধরনের কবি – **রবীন্দ্র কাব্যধারার গীতিকবিতা রচয়িতা**।
- তিনি পুরস্কার লাভ করেন – লেনিন পুরস্কার, রাশিয়া (১৯৭০), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৭) ইত্যাদি।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস** : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় [নবম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ১৩৪২] প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে কবিতাটি 'সাঁঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়।
- **প্রথম চরণ**– 'হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
- **শেষ চরণ**– রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে"।
- **মোট চরণ সংখ্যা** : ত্রিশটি।
- **ছন্দ** : অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথম পর্ব আট মাত্রার, দ্বিতীয়পর্ব দশ মাত্রায়। প্রতি চরণে পর্ব দুইটি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

➲ হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
➲ বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?
➲ কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী-
➲ গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
➲ দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?
➲ আমারে গাহিতে গান, বসন্তেরে আনিতে বরিয়া।
➲ ফুল কি ফোটেনি শাখে? পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন?
➲ কহিল সে সুদূরে চাহিয়া-
➲ কহিল সে পরম হেলায়
➲ মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ নাহি? করে নাই অর্ঘ্য বিরচন?

ভাষা অনুশীলন

☐ **শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ :**

নীরব	< নিঃ + রব	**উন্মনা**	<	উৎ + মনা
ফাগুন	< ফাল্গুন	**সাজ**	<	সজ্জা
আঁখি	< অক্ষি	**অলখ**	<	অলক্ষ
দুয়ার	< দ্বার	**কুঁড়ি**	<	কোরক
দখিনা	< দক্ষিণ + আ	**দিগন্ত**	<	দিক্ + অন্ত
আজ	< অদ্য	**পুষ্পারতি**	<	পুষ্প + আরতি

☐ **না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ :**

নি- এখনো দেখনি তুমি?
ফুল কি ফোটে নি শাখে?
পুষ্পারতি লভে নি কি ঋতুর রাজন? রাখি নি সন্ধান
রহে নি, সে ভুলে নি তো।

না- বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?
রচিয়া লহ না আজও গীতি।
ভুলিতে পারি না কোনো মতে।

নাই- শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান
নাই হল, না হোক এবারে
করে নাই অর্ঘ্য বিরচন?

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কয়টি ফলের উল্লেখ আছে?– **২টি। যথা : বাতাবি নেবু এবং আম।**

প্র : হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়- এর পরের লাইন কী?– **বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?**

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোনো মতে'- প্রকৃতপক্ষে কার কথা মনে পড়ে?– **কবির স্বামীর কথা।**

প্র : 'এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?' এখানে পুষ্পসাজে সাজতে চেয়েছিল কে?– **কবি নিজে।**

প্র : 'গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে' কে চলে গিয়েছে?– **মাঘের সন্ন্যাসী (কবির স্বামী)।**

প্র : 'কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি' কার কথা বলা হয়েছে?– **উক্তিটি বসন্ত প্রকৃতির উদ্দেশ্যে বেগম সুফিয়া কামালের।**

প্র : 'কহিলাম ওগো কবি, রচিয়া লহ না আজও গীতি বসন্ত বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি- এ মোর মিনতি'। কোন কবিতার অংশ?– **'তাহারেই পড়ে মনে'।**

প্র : 'হে কবি! নীরব কেন- ফাগুন যে এসেছে ধরায়, বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়।' উক্তিটি কার?– **কবির প্রতি ভক্তবৃন্দের।**

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?– **১৯৩৫ সালে মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায়।**

প্র : মাঘের সন্ন্যাসী কীভাবে গেছে?– **রিক্ত হস্তে।**

প্র : মাঘের সন্ন্যাসী কোথায় গেছে?– **পুষ্পশূন্য দিগন্তে।**

প্র : এ কবিতায় কোন ধরনের গানের কথা বলা হয়েছে?– **আগমনী গান।**

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির বসন্ত বন্দনায় বিমুখতার কারণ কী?– **প্রিয় বিয়োগ।**

প্র : 'বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?' কোন কবির রচনা?– **সুফিয়া কামাল।**

প্র : বসন্ত কাকে স্মরণ করে পৃথিবীতে এসেছে?– **ফাগুনকে।**

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মূল বিষয় কী?– **জীবনের বিষাদময় রিক্ততার সুর।**

প্র : সুফিয়া কামালের পারিবারিক পরিবেশে কোন ভাষা ব্যবহৃত হত?- **উর্দু।**

প্র : 'কহিল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– **৫ বার।**

প্র : 'কহিলাম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– **৪ বার।**

প্র : 'প্রশ্নবোধক চিহ্ন' ব্যবহৃত হয়েছে– **১৯ বার।**

প্র : 'ফাগুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– **৩ বার।**

প্র : 'তরী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– **১ বার**

প্র : 'হে কবি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– **একবার।**

প্র : 'কবি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– **পাঁচ বার।**

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' ব্যবহৃত হয়েছে– **এক বার।**

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্ত কথাটি আছে কতবার?– **৪ বার।**

প্র : "বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমের মুকুল?"–এর পরের পঙ্ক্তি কী?– **"দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?"।**

প্র : বাংলাদেশের জন-মানসে কে ভাস্বর হয়েছে নন্দিত মাতৃমূর্তিতে?– **সুফিয়া কামাল।**

প্র : ধরায় ফাগুন এসেছে কেন?– **বসন্তকে বরণ করে নেওয়ার জন্য।**

প্র : বসন্তে কবির কোন সাজ প্রত্যাশিত ছিল?– **পুষ্প সাজ।**

প্র : 'ঋতুর রাজন' বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন?– **ঋতুরাজ বসন্তকে।**

প্র : গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে। কে?– **কবির প্রিয় মানুষ।**

প্র : দখিনা সমীর কিসে অধীর আকুল হয়?– **বাতাবি নেবুর ফুল ও আমের মুকুল।**

প্র : কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী– এর পরের চরণ কী?– **গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে।**

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কী ধর্মী?– **কথোপকথন ধর্মী।**

প্র : 'তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান? ডেকেছে কি সে আমারে? শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান।' পঙ্ক্তিদ্বয় কোন কবিতার অংশ?– **তাহারেই পড়ে মনে।**

প্র : কহিলাম, ওগো কবি অভিমান করেছ কি তাই? এর পরের লাইন কী?– **যদিও এসেছে তবুও তুমি তারে করিলে বৃথাই।**

প্র : 'মিনতি' শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?– **সংস্কৃত বিনতি এবং আরবি মিনত্ শব্দ থেকে।**

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার স্তবক সংখ্যা কত?– **পাঁচটি।**

প্র : "এখনো দেখ নি তুমি"–এ প্রশ্ন কার?– **কবি ভক্ত একজনের।**

প্র : 'আঁখি' কোন– শব্দের বিবর্তিত রূপ?– **অক্ষি।**

প্র : 'ভুলিতে পারি না কোনো মতে'– এ বাক্যে 'না' কোন পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে?– **ক্রিয়া বিশেষণ।**

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার দুটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?– **নাটকীয়তা ও সংলাপনির্ভরতা।**

প্র : 'অর্ঘ্য' ও 'অর্ঘ' শব্দ দুটির অর্থগত পার্থক্য কী?– **'অর্ঘ্য' শব্দের অর্থ পূজার উপকরণ এবং 'অর্ঘ' শব্দের অর্থ 'মূল্য'।**

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার প্রধান গুণ কী?– **প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক।**

প্র : 'শুনি নাই, রাখিনি সন্ধান'– কবি কার সন্ধান রাখেননি?– **বসন্তের।**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি'– বাক্যটিতে 'স্নিগ্ধ আঁখি' বলতে বোঝায়– [খ ১৭-১৮]
ক. ক্ষীণদৃষ্টি খ. অশ্রুসিক্ত নয়ন গ. কোমল চোখ ঘ. উৎসুক চাহনি

০২. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্ত বন্দনায় কবির বিমুখতার কারণ– [গ ৯৯-০০; জবি ঘ ০৭-০৮]
ক. রাগ খ. অভিমান গ. প্রিয় বিয়োগ ঘ. হতাশা

০৩. 'তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে' কবির কাকে মনে পড়ে? [গ ৯১-৯২; BSMRSTU E 13-14; জাককনবি ক ১৬-১৭; হাবিপ্রবি ১৪-১৫]
ক. স্বজনদের খ. বসন্ত ঋতুকে গ. ছেলেবেলাকে ঘ. শীত ঋতুকে

০৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি 'মাঘের সন্ন্যাসী' বলতে বুঝিয়েছেন [ঘ ০৫-০৬; জবি ক ০৭-০৮; ইবি H ১৬-১৭]
ক. শীত ঋতুকে খ. শীতের কুয়াশাকে গ. বিষণ্ন কবি-হৃদয়কে ঘ. কবির স্বামীকে

০৫. সংলাপনির্ভর রচনা – [খ ১০-১১; চবি ঘ ১২-১৩; ঙ ১৫-১৬; ঘ ১২-১৩; জাককনবি ক ১৫-১৬]
ক. তাহারেই পড়ে মনে খ. বঙ্গভাষা গ. কবর ঘ. একটি ফটোগ্রাফ

০৬. স্বগতোক্তিতে কথা বলেন- [খ ১০-১১]
ক. একজন খ. দুজন গ. তিনজন ঘ. চারজন

০৭. 'রচিয়া লহ না আজও গীতি' -এখানে 'না' কোন অর্থে ব্যবহৃত? [ক ১০-১১]
ক. নিষেধ খ. অনুরোধ গ. আদেশ ঘ. তিরস্কার

০১.গ	০২.গ	০৩.ঘ	০৪.ক	০৫.ক	০৬.ক	০৭.খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৮. মাধবী অর্থ– [ঘ ১১-১২]
ক. মধুকর খ. মধুমালতী গ. বাসন্তী ফুল ঘ. মধুময়

০৯. "এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?"–এ জিজ্ঞাসা আছে কোন্ কবিতায়? [বাতিল : গ ১১-১২; জবি খ ০৫-০৬]
ক. তাহারেই পড়ে মনে খ. বঙ্গভাষা গ. সোনার তরী ঘ. জীবন-বন্দনা

১০. পাঠ্য কোন কবিতায় 'বাতাবি নেবু'র উল্লেখ আছে? [ক ১২-১৩]
ক. তাহারেই পড়ে মনে খ. বাংলাদেশ গ. একটি ফটোগ্রাফ ঘ. কবর

১১. বসন্তের প্রতি কবি বিমুখ কেন? [খ-১৩-১৪]
ক. বরণের আগে বসন্ত এসেছে বলে
খ. শীত কবির প্রিয় বলে
গ. বন্দনা গীতি রচিত হয়নি বলে
ঘ. রিক্ত শীতের করুণ বিদায়কে ভোলা যাচ্ছে না বলে

১২. সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কোথায়? [ঘ-১৩-১৪; জাককানবি]
ক. ঢাকায় খ. বরিশালে গ. কুমিল্লায় ঘ. হুগলিতে

১৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ব্যবহৃত 'পুষ্পারতি' শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়েছে? [ঘ-১৩-১৪]
ক. সমাসযোগে খ. সন্ধিযোগে গ. প্রত্যয়যোগে ঘ. বিভক্তিযোগে

১৪. 'কুঁড়ি' শব্দটি এসেছে- [ঘ-১৩-১৪; খ ০৫-০৬]
ক. 'কুঁড়ে' থেকে খ. 'কুড়িল' থেকে গ. 'কোরক' থেকে ঘ. 'পুষ্প' থেকে

১৫. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায়? [গ ১৪-১৫; খুবি B ১৭-১৮; জবি ঘ ১০-১১; ঢাবি খ ০০-০১; ইবি ক ১০-১১; নোয়াখালী গ ০৯-১০; জাককানবি ক ১৬-১৭; BSMRSTU E 16-17]
ক. মোহাম্মদী খ. কল্লোল গ. সওগাত ঘ. নওরোজ ঙ. সাধনা

১৬. 'ফুল কি ফোটেনি শাখে? পুষ্পারতি লভেনি কি ---' শূন্যস্থানে কি হবে? [গ-১৫-১৬]
ক. বসন্তের সাজ খ. ঋতুর সাজন গ. ঋতুর সাজ
ঘ. ঋতুর রাজন ঙ. ঋতুর ঘ্রাণ

১৭. 'অলখের পাথার বাহিয়া/তরী তার এসেছে কি'- কার তরী? [ঘ-১৫-১৬]
ক. গ্রীষ্মের খ. বসন্তের গ. বর্ষার ঘ. শীতের

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

১৮. দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি? এ জিজ্ঞাসা কোন কবিতায় আছে? [ঘ ০৫-০৬]
ক. তাহারেই পড়ে মনে খ. পাঞ্জেরি গ. ধন্যবাদ ঘ. একটি ফটোগ্রাফ

১৯. বসন্ত-বন্দনা কণ্ঠে শোনার মিনতি করেছেন- [খ ০৬-০৭]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. সুফিয়া কামাল ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য

২০. বাতাবি নেবুর ফুলের কথা আছে কোনো কবিতায়? [খ ০৮-০৯]
ক. কবর খ. তাহারেই পড়ে মনে গ. জীবন-বন্দনা ঘ. বাংলাদেশ

২১. বসন্ত কাকে স্মরণ করে পৃথিবীতে এসেছে? [গ ০৯-১০; জাককানইবি ক ১৬-১৭]
ক. কবিকে খ. প্রিয়জনকে গ. ফাল্গুনকে ঘ. প্রকৃতিকে

২২. 'কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী।' - এখানে 'কুহেলি' অর্থ- [ক ১০-১১; ঢাবি ক ১০-১১; ববি গ ১১-১২; হাদাবিপ্রবি গ ১৫-১৬; বশেমুরবিপ্রবি ১৭-১৮]
ক. কোকিল খ. রহস্যময়ী গ. কুয়াশা ঘ. মেঘ

২৩. '... মাঘের সন্ন্যাসী, গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে।' উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে? [ক-১৩-১৪]
ক. অমিয় চক্রবর্তী খ. ফররুখ আহমদ গ. সুফিয়া কামাল ঘ. সৈয়দ আলী আহসান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

২৪. 'কহিল সে পরম হেলায়- বৃথা কেন? ফাগুন বেলায়'- এই অংশটি কার লেখার অন্তর্গত? [E ১৭-১৮]
ক. পাঞ্জেরি খ. আঠারো বছর বয়স গ. আমার পূর্ববাংলা ঘ. তাহারেই পড়ে মনে

২৫. কোনটি বেগম সুফিয়া কামালের কাব্যগ্রন্থ নয়? [B ১৬-১৭; ঘ ১৬-১৭]
ক. ছায়াহরিণ খ. মায়াকাজল গ. সাঁঝের মায়া ঘ. কেয়ারকাঁটা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২৬. 'কহিল সে সুদূরে চাহিয়া।' পরের চরণ কোনটি? [E ১৭-১৮]
ক. অলখের পাথার বাহিয়া খ. এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া
গ. বসন্তেরে আনিতে বরিয়া ঘ. দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?

২৭. কবি সুফিয়া কামালের জন্ম- [০৫-০৬]
ক. ১৯১১ খ. ১৯১৫ গ. ১৯১৭ ঘ. ১৯২০

২৮. বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি কে? [খ ০৭-০৮]
ক. কামিনী রায় খ. মানকুমারী বসু গ. নীলিমা ইব্রাহীম ঘ. বেগম সুফিয়া কামাল

২৯. বেগম সুফিয়া কামাল রচিত গ্রন্থের নাম- [ক ০৭-০৮]
ক. অবরোধবাসিনী খ. উদাত্ত পৃথিবী গ. মাটির ফসল ঘ. একপথ দুইবাঁক

৩০. 'অর্ঘ্য' শব্দের অর্থ কী? (কঙ : ১১-১২)
ক. পূজার উপকরণ খ. পূজার বাদ্য গ. পূজার মণ্ডপ ঘ. পূজার আধার

৩১. সুফিয়া কামালের জন্মস্থান- [A -১৩-১৪]
ক. রাজশাহী খ. খুলনা গ. সিলেট ঘ. বরিশাল

৩২. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার বর্ণনাকারী চরিত্র কোনটি? [E, Odd, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. কবি স্বয়ং খ. কবিভক্ত গ. বৃদ্ধ দাদু ঘ. কুললক্ষ্মী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কার লেখা? [ঘ ০৫-০৬]
ক. বেগম রোকেয়া খ. সুফিয়া কামাল গ. বুদ্ধদেব বসু
ঘ. শামসুন নাহার মাহমুদ ঙ. বিষ্ণু দে

৩৪. কোন কাব্যগ্রন্থটি সুফিয়া কামালের? [ঙ ০৬-০৭]
ক. সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে খ. ছাড়পত্র গ. উদাত্ত পৃথিবী
ঘ. বীরাঙ্গনা ঙ. মানচিত্র

৩৫. 'এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া'-কোন কবিতার পঙ্‌ক্তি? [খ ০৭-০৮]
ক. তাহারেই পড়ে মনে খ. বঙ্গভাষা গ. সোনার তরী
ঘ. ধন্যবাদ ঙ. কবর

৩৬. 'বসন্ত বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি, এ মোর মিনতি'------ এটি কোন্ কবিতার চরণ? [গ ০৯-১০; কুবি গ ১৬-১৭]
ক. সোনার তরী খ. জীবন-বন্দনা গ. তাহারেই পড়ে মনে
ঘ. আমার পূর্ব বাংলা ঙ. পাঞ্জেরি

৩৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির কার কথা মনে পড়েছে? [চ ০৯-১০]
ক. কবির জীবনের খ. শীতের রিক্ত ও বিষণ্ন ছবি গ. কবির স্বামীর
ঘ. বসন্তের সৌন্দর্য ঙ. প্রকৃতির সৌন্দর্য

৩৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবিকে আচ্ছন্ন করে- [খ ০৯-১০]
ক. সোনালি অতীত খ. বিষাদময় রিক্ততা গ. শৈশবের স্মৃতি
ঘ. মধুর বর্তমান ঙ. আনন্দময় যৌবন

৩৯. 'উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলনে' সংলাপ-প্রধান কবিতা কোনটি? [খ ১০-১১]
ক. বঙ্গভাষা খ. তাহারেই পড়ে মনে গ. বাংলাদেশ ঘ. জীবন-বন্দনা ঙ. পাঞ্জেরি

৪০. 'তাহারেই পড়ে মনে' কোন ছন্দে রচিত? [খ ১১-১২]
ক. অক্ষরবৃত্ত খ. স্বরবৃত্ত গ. মাত্রাবৃত্ত ঘ. অমিত্রাক্ষর ঙ. কোনোটি নয়

৪১. 'দুয়ার' শব্দটির উৎস – [খ ১১-১২]
ক. দ্বার খ. দার গ. দরজা ঘ. ফটক ঙ. বাব্

৪২. প্রকৃতি ও মানব মনের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে কোন কবিতায়? [ঘ ১১-১২]
ক. একটি ফটোগ্রাফ খ. আঠারো বছর বয়স
গ. তাহারেই পড়ে মনে ঘ. আমার পূর্ববাংলা

৪৩. নিচের কোন চরণটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উদাহরণ? [সি১, ১১-১২]
ক. তারি তরে ভাই গান রচে যাই বন্দনা করি তারে
খ. হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
গ. এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে
ঘ. গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
ঙ. রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি

৪৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতিতে কোন ঋতুর আগমনের কথা বলা হয়েছে? [B1 ১২-১৩; B1 ১৬-১৭]
ক. শরৎ খ. শীত গ. হেমন্ত ঘ. বর্ষা ঙ. বসন্ত

৪৫. কোন কবিতায় বিষাদময় রিক্ততার অনুরণন ঘটেছে? [ঘ-১৩-১৪]
ক. বঙ্গভাষা খ. জীবন বন্দনা গ. পাঞ্জেরি ঘ. তাহারেই পড়ে মনে

৪৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কার কথা কবির মনে পড়ে? [D-১৫-১৬]
ক. শীত ঋতুর খ. বসন্ত ঋতুর গ. স্বামীর ঘ. কবি ভক্তের

০৮.গ	০৯.ক	১০.ক	১১.ঘ	১২.গ	১৩.খ	১৪.গ	১৫.ক	১৬.ঘ	১৭.খ
১৮.ক	১৯.গ	২০.খ	২১.গ	২২.গ	২৩.গ	২৪.ঘ	২৫.ক	২৬.ক	২৭.ক
২৮.ঘ	২৯.খ	৩০.ক	৩১.ঘ	৩২.খ	৩৩.খ	৩৪.গ	৩৫.ক	৩৬.গ	৩৭.খ
৩৮.খ	৩৯.খ	৪০.ক	৪১.ক	৪২.গ	৪৩.খ,ঘ	৪৪.ঙ	৪৫.ঘ	৪৬.ক	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৪৭. 'কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী' চরণটি কোন কবিতার? [B ১৭-১৮]
ক. সাম্যবাদী খ. ঐকতান গ. সেই অস্ত্র ঘ. তাহারেই পড়ে মনে

৪৮. 'একাত্তরের ডায়েরি' কার রচনা? [H ১৭-১৮]
ক. সেলিনা রহমান খ. সুফিয়া কামাল গ. জাহানারা ইমাম ঘ. মালেকা বেগম

৪৯. 'কহিলাম, ওগো কবি! রচিয়া লহ না আজও গীতি,
বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি-এ মোর মিনতি।' উদ্ধৃতাংশটি কোন কবিতার অংশ বিশেষ? [C -১৩-১৪]
ক. তাহারেই পড়ে মনে খ. পূর্বাভাস
গ. অনেক আকাশ ঘ. সহসা সচকিত

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

৫০. কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি- পরের লাইন - [D ১৭-১৮; A ১৫-১৬]
ক. আমারে তুমি গিয়াছ ভুলি খ. দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি
গ. অশ্রু জলে ভেসে চলি ঘ. অলখের পাথার বাহিয়া চলি

৫১. 'হে কবি নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়'- এখানে 'নীরব' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- [A -১৩-১৪]
ক. স্তব্ধ খ. নিশ্চুপ গ. উচ্ছ্বাসহীন ঘ. উদাসীন

৫২. 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী? [ক-১৫-১৬; পাবিপ্রবি গ ১৬-১৭; চবি D1 ১৬-১৭; ক ১৬-১৭]
ক. কুয়াশা খ. কুহেলী গ. কস্তুরী ঘ. চাদর

৫৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'দক্ষিণ দুয়ার' কীভাবে খুলেছে : [ক ১৬-১৭; ববি ঘ ১৪-১৫]
ক. কবি নিজে খুলেছেন খ. ভক্তরা খুলেছে
গ. উত্তরের কুয়াশায় খুলেছে ঘ. বসন্ত বাতাসে খুলেছে

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৫৪. 'দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?'- এটি কোন কবিতার পঙ্ক্তি? [A ১৭-১৮]
ক. সোনার তরী খ. ঐকতান গ. সাম্যবাদী ঘ. তাহারেই পড়ে মনে

৫৫. 'তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?' পঙ্ক্তিটি কোন কবিতার? [A ১৭-১৮; জাককানইবি ক ১৫-১৬]
ক. জীবন বন্দনা খ. মানব বন্দনা গ. ঐকতান ঘ. তাহারেই পড়ে মনে

৫৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন সুর আচ্ছন্ন করে আছে? [A ১৭-১৮]
ক. পাতার মর্মর সুর খ. বসন্তের বাতাসের সুর
গ. অফুরন্ত আনন্দের সুর ঘ. বিষাদময় রিক্ততার সুর

৫৭. সুফিয়া কামাল কত সালে মারা যান? [B ১৭-১৮]
ক. ১৮৯৯ খ. ১৯৯৮ গ. ১৯৯৯ ঘ. ১৮৯৮

৫৮. সুফিয়া কামাল সম্পর্কে কোন তথ্যটি যথার্থ? [A-১৫-১৬]
ক. সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়
খ. তাঁর জন্ম ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে যশোরে
গ. তাঁর স্বামীর নাম সৈয়দ নেহাল হোসেন
ঘ. তিনি ক্রীড়া আন্দোলনের পথিকৃৎ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

৫৯. কবি সুফিয়া কামালের 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় তাহারেই পড়ে মনে' কথাটি কত বার ব্যবহার করা হয়েছে? [B -১৩-১৪]
ক. এক বার খ. দুই বার গ. তিন বার ঘ. চার বার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৬০. 'তাহারেই পড়ে মনে'- কবিতাটিতে কোনটির উল্লেখ নেই? [D ১৭-১৮]
ক. আমের মুকুল খ. কমল বন গ. বাতাবি লেবু ঘ. মাধবী কুঁড়ি

৬১. কোন কবিতায় মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে অনুভব করা হয়েছে? [E, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. বঙ্গভাষা খ. তাহারেই পড়ে মনে
গ. পাঞ্জেরি ঘ. সোনার তরী

৬২. সুফিয়া কামালের প্রথম স্বামীর নাম কি? [E, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. কামাল হোসেন খ. সৈয়দ নেহাল হোসেন
গ. সাখাওয়াত হোসেন ঘ. আবু সায়ীদ আইয়ুব

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৬৩. 'সাঁঝের মায়া' কার লেখা? [C -১৩-১৪]
ক. বেগম রোকেয়া খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. সৈয়দ আলী আহসান ঘ. বেগম সুফিয়া কামাল

৬৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কোন ফুল ফুটেছে কিনা জানতে চেয়েছেন? [G ১৬-১৭]
ক. বাতাবি নেবু খ. কদম ফুল
গ. জুঁই ফুল ঘ. হাসনা হেনা

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৬৫. 'মাঘের সন্ন্যাসী' কথাটি আছে কোন কবিতায়? [A ১৬-১৭]
ক. বাংলাদেশ খ. তাহারেই পড়ে মনে গ. জীবন বন্দনা
ঘ. আমার পূর্ববাংলা ঙ. একটি ফটোগ্রাফ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬৬. মাঘের সন্ন্যাসী রিক্ত হস্তে কোথায় চলে যায়? [১৭-১৮]
ক. কুহেলী উত্তরী তলে খ. বনে
গ. বসন্তে ঘ. পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

৬৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় উল্লেখ রয়েছে-
ক. পৌষ ও মাঘ মাসের খ. কার্তিক ও পৌষ মাসের
গ. মাঘ ও ফাল্গুন মাসের ঘ. ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের

৬৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ফাগুনে কোন দুয়ার খুলে যায়?
ক. দক্ষিণ দুয়ার খ. উত্তর দুয়ার গ. বসন্ত দুয়ার ঘ. পুবের দুয়ার

৪৭.ঘ	৪৮.খ	৪৯.ক	৫০.খ	৫১.ঘ	৫২.ঘ	৫৩.ঘ	৫৪.ঘ	৫৫.ঘ	৫৬.ঘ	৫৭.গ
৫৮.গ	৫৯.ক	৬০.খ	৬১.খ	৬২.খ	৬৩.ঘ	৬৪.ক	৬৫.খ	৬৬.ঘ	৬৭.গ	৬৮.ক

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. বসন্তে বরিয়া তুমি --- কি তব বন্দনায়? শূন্যস্থানে কোন শব্দ বসবে?
ক. লবে না খ. নিবে না
গ. নেবে না ঘ. কোনোটিই নয়

০২. সুফিয়া কামালের জন্মের সময় মুসলমান নারীদের কী অবস্থা ছিল?
ক. স্কুলে পড়ার সুযোগ ছিল খ. স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ ছিল না
গ. স্বামীর উপর নির্ভরশীল ছিল ঘ. পিতার উপর নির্ভরশীল ছিল

০৩. কত সালে কবি সুফিয়া কামালের প্রেরণাদাতা প্রথম স্বামী মারা যান?
ক. ১৯৩১ খ. ১৯৩২ গ. ১৯৯৯ ঘ. ২০০৯

০৪. কোন কবিতায় কবি সুফিয়া কামালের ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে?
ক. অভিযান খ. তাহারেই পড়ে মনে
গ. নওল কিশোর ঘ. অভিযাত্রিক

০৫. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কে কবিকে বসন্তের বন্দনাগীত রচনা করতে বলেছেন?
ক. কবির স্বামী খ. কবির ভক্ত
গ. ঋতুর রাজন ঘ. মাঘের সন্ন্যাসী

০৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কোন দুয়ার খুলে গেছে?
ক. দক্ষিণ খ. উত্তর গ. পূর্ব ঘ. পশ্চিম

০৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কয়টি চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে?
ক. একটি খ. দুটি গ. তিনটি ঘ. চারটি

০৮. 'তাহারেই পড়ে মনে'- এখানে 'তাহারে' কোন ধরনের পদ?
ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ গ. সর্বনাম ঘ. অব্যয়

০৯. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় শীতকালকে মাঘের সন্ন্যাসী বলার কারণ কী?
ক. শীতকাল বার বার শূন্য হাতে ফিরে আসে
খ. শীতকাল খালি হাতে বিদায় নেই
গ. শীতকাল কুয়াশার চাদর গায়ে বিদায় নেয়
ঘ. শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যাওয়ায়

১০. 'কহিল সে কাছে সরে আসি' পরের পঙ্ক্তি কোনটি?
ক. কুহেলি উত্তরীয় তলে মাঘের সন্ন্যাসী খ. বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি
গ. নাই হলো, না হোক এবারে ঘ. শুনি নাই, রাখিনি সন্ধান

০১.ক	০২.খ	০৩.খ	০৪.খ	০৫.খ	০৬.ক	০৭.খ	০৮.গ	০৯.খ	১০.ক

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কোন ফুলের কুঁড়ির গন্ধের কথা বলা হয়েছে?
ক. মালতি খ. মাধবী গ. জুঁই ঘ. চাঁপা

১২. কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে কে আসে?
ক. শীত খ. বসন্ত গ. শরৎ ঘ. চৈত্র

১৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির গঠনরীতি কোন বৈশিষ্ট্যের?
ক. বর্ণনাত্মক খ. মহাকাব্যিক গ. নাটকীয় ঘ. শোকধর্মী

১৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি নীরব কেন?
ক. আনন্দে খ. ব্যথায় গ. অসুস্থতায় ঘ. শোকে

১৫. কবির ঋতুরাজকে উপেক্ষার কারণ কী?
ক. প্রিয়জনের মৃত্যু
খ. সৌন্দর্যের প্রতি বিতৃষ্ণাবোধ
গ. প্রিয়জনের প্রতি অভিমান
ঘ. মানসিক ভারসাম্যহীনতা

১৬. বসন্ত কবির কাছে অর্থহীন কেন?
ক. বসন্ত সৌন্দর্যহীন
খ. প্রিয়জন কাছে নেই
গ. বসন্তের আগমনে কবির কাছে অজানা
ঘ. বসন্ত কবিকে মুগ্ধ করে না

১৭. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্ত ঋতু কবির মনে সাড়া জাগাতে পারছে না কেন?
ক. বসন্তের সৌন্দর্যহীনতার জন্য
খ. শীতের রিক্ততার জন্য
গ. কবির বেদনার্ত হৃদয়ের জন্য
ঘ. কবির উদাসীনতার জন্য

১৮. কোন উক্তিতে কবির উদাসীনতা ফুটে উঠেছে?
ক. ফুটেছে কি আমের মুকুল?
খ. বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি?
গ. কোথা তব নব পুষ্পসাজ?
ঘ. এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া।

১৯. কবি সুফিয়া কামালকে সমস্ত সৌন্দর্য স্পর্শ করতে পারে না কেন?
ক. বেদনার সাগরে নিমজ্জিত থাকায়
খ. আনন্দের ফোয়ারা বয়ে যাওয়ায়
গ. সৌন্দর্যে কবি আকৃষ্ট নন
ঘ. কবি প্রেমপিয়াসী বলে

২০. 'এখনো দেখনি তুমি?' কথাটি দিয়ে কবিমনের কোন অবস্থার কথা নির্দেশ করা হয়েছে?
ক. শোক খ. রিক্ততা গ. আনন্দ ঘ. উদাসীনতা

২১. 'তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?' এই পঙ্‌ক্তিতে 'বিমুখতা' শব্দটির যে অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে-
ক. আনমনা খ. উদাসীনতা গ. বিরক্ত ঘ. অনাগ্রহ

২২. 'তাহারেই পড়ে মনে।' এখানে 'তাহারেই' সর্বনাম কাকে নির্দেশ করছে?
ক. কবির ভাইকে
খ. কবির পুত্রকে
গ. কবির প্রথম স্বামীকে
ঘ. কবির দ্বিতীয় স্বামীকে

২৩. 'কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি' এখানে কার আঁখির কথা বলা হয়েছে?
ক. কবির
খ. কবিভক্তের
গ. কবির স্বামীর
ঘ. বসন্তের

২৪. 'নাই হলো, না হোক এবারে' কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?
ক. শোক সংগীত রচনা প্রসঙ্গে
খ. বসন্ত-বন্দনা রচনা প্রসঙ্গে
গ. বসন্তের পুষ্পসাজ প্রসঙ্গে
ঘ. ফুলের বসন্ত প্রসঙ্গে

২৫. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ব্যবহৃত 'কুহেলি উত্তর' শব্দটি কী অর্থ বহন করে?
ক. মাঘের চাদর
খ. উত্তরের কুয়াশা
গ. কুয়াশার চাদর
ঘ. মাঘের কুয়াশা

২৬. কবিমন কিসে আচ্ছন্ন হয়ে আছে?
ক. রিক্ততার হাহাকারে
খ. আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
গ. অসীম ভাবনায়
ঘ. অনাবীল আশ্বাসে

২৭. 'মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে বিদায় সন্ধ্যা বেলা/আমি দাঁড়ায়ে রহিনু এপারে, তুমি ওপারে ভাসালে ভেলা'–
উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে কবির ভাবের মিল কোথায়-
ক. ওগো কবি অভিমান করেছ কি তাই?
খ. তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোনো মতে
গ. নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়
ঘ. বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি এ মোর মিনতি

২৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটিতে কোন সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি পেয়েছে?
ক. প্রকৃতি ও মানবমনের
খ. প্রকৃতি ও পশুপাখির
গ. প্রকৃতি ও মানুষের জীবন প্রবাহের
ঘ. মানুষ ও জীবজন্তুর জীবনযাপন

২৯. সুফিয়া কামালের জন্মের সময় বাঙালি মুসলিম নারীদের কেমন জীবন কাটাতে হত?
ক. বাধাহীন খ. উন্মুক্ত গ. গৃহবন্দি ঘ. দারিদ্র্যে

৩০. নিচের কোনটি সুফিয়া কামাল রচিত নয়?
ক. সাঁঝের মায়া
খ. মায়া কাজল
গ. আহ্বান
ঘ. উদাত্ত পৃথিবী

৩১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কিসের মুকুল ফোটার কথা জানতে চেয়েছেন?
ক. আম খ. জাম গ. লিচু ঘ. পেয়ারা

৩২. 'এমন উন্মনা তুমি?' এটি কার উক্তি?
ক. কবির খ. ভক্তের গ. কবির স্বামীর ঘ. কবির ছেলের

৩৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি কোন গান বাজার কথা জানতে চেয়েছেন?
ক. লোকায়ত গান
খ. পল্লিগীতি গান
গ. আগমনী গান
ঘ. আধ্যাত্মিক গান

৩৪. "বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?" এটি কোন কবিতার অংশ?
ক. লোক-লোকান্তর
খ. ঐকতান
গ. তাহারেই পড়ে মনে
ঘ. আঠারো বছর বয়স

৩৫. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির কোন জীবনের প্রভাব রয়েছে?
ক. ব্যক্তিজীবনের
খ. ছাত্রজীবনের
গ. কর্মজীবনের
ঘ. শিক্ষাজীবনের

৩৬. কবি ভক্তের কবির কাছে কী শোনার জন্য মিনতি?
ক. বসন্তের বিদায়ী গান
খ. আগমনী গান
গ. মজার মজার গল্প
ঘ. শোকসংগীত

৩৭. কবি সুফিয়া কামালের ভাষায় ফাগুন কোথায় এসেছে?
ক. প্রকৃতিতে
খ. মানব মনে
গ. বৃক্ষে
ঘ. ধরায়

৩৮. কার আবেদন সুফিয়া কামালের হৃদয় দ্বারে ব্যর্থ হয়ে গেছে?
ক. বসন্তের আবেদন
খ. কবিভক্তের আবেদন
গ. শীতের আবেদন
ঘ. শূন্যতার আবেদন

৩৯. বসন্ত তার সমস্ত সৌন্দর্য দিয়ে কবিমনকে স্পর্শ করতে পারে না কেন?
ক. কবি শোকাচ্ছন্ন হওয়ায়
খ. কবি অসুস্থ থাকায়
গ. কবি রাগ অভিমান করায়
ঘ. স্বামীর অসুস্থতায়

৪০. কে সুফিয়া কামালকে বসন্তের বন্দনায় গীতি রচনা করতে বলেছেন?
ক. কবিভক্ত
খ. কবির বাবা
গ. কবির মেয়ে
ঘ. কবির মা

৪১. ফাগুনকে স্মরণ করে কার আগমন বার্তা ধ্বনিত হয়েছে?
ক. বর্ষার
খ. শীতের
গ. বসন্তের
ঘ. হেমন্তের

৪২. কুহেলী উত্তরী তলে কে চলে গেছে?
ক. কবির স্বামী
খ. মাঘের সন্ন্যাসী
গ. ঋতুর রাজন
ঘ. পুষ্পশূন্য দিগন্ত

৪৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কার প্রতি কবির তীব্র বিমুখতা?
ক. বসন্তের প্রতি
খ. ভক্তের প্রতি
গ. নিজের প্রতি
ঘ. প্রকৃতির প্রতি

৪৪. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে কোন ঋতুকে?
ক. গ্রীষ্ম খ. বর্ষা গ. শরৎ ঘ. শীত

৪৫. কোন বেলায় ফুল ফোটেনি বলে কবি প্রশ্ন রাখেন?
ক. বৈশাখ খ. ফাগুন গ. পৌষ ঘ. মাঘ

৪৬. কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে কে আসে?
ক. শরৎ খ. শীত গ. হেমন্ত ঘ. বসন্ত

৪৭. কাকে সাদর আমন্ত্রণ জানানোর জন্যই যেন ফুল ফোটে?
ক. বসন্তকে
খ. শীতকে
গ. শরৎকে
ঘ. মাঘকে

৪৮. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কাকে ঋতুরাজ বলা হয়েছে?
ক. শরৎকে
খ. শীতকে
গ. বসন্তকে
ঘ. গ্রীষ্মকে

৪৯. কবি সুফিয়া কামাল কাকে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না?
ক. বসন্তের অপার সৌন্দর্যকে
খ. শীতের করুণ বিদায়কে
গ. নবান্ন উৎসবকে
ঘ. গ্রীষ্মের খরতাপকে

৫০. বসন্তের প্রতি তীব্র বিমুখতা কার?
ক. কবিভক্তের
খ. কবির
গ. কবির স্বজনদের
ঘ. কবির সমালোচকদের

১১.খ	১২.ক	১৩.গ	১৪.ঘ	১৫.ক	১৬.খ	১৭.গ	১৮.গ	১৯.ক	২০.ঘ
২১.খ	২২.গ	২৩.ক	২৪.খ	২৫.গ	২৬.ক	২৭.খ	২৮.ক	২৯.গ	৩০.গ
৩১.ক	৩২.খ	৩৩.গ	৩৪.গ	৩৫.ক	৩৬.খ	৩৭.ঘ	৩৮.খ	৩৯.ক	৪০.ক
৪১.গ	৪২.খ	৪৩.ক	৪৪.ঘ	৪৫.খ	৪৬.খ	৪৭.ক	৪৮.গ	৪৯.খ	৫০.খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

SELF TEST

০১. 'তাহারেই পড়ে মনে'-কবিতার মাত্রার পর্ব কেমন?
ক. দশ ও আট খ. আট ও দশ
গ. ছয় ও আট ঘ. আট ও ছয়

০২. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় নীরব কে?
ক. ছোট ছেলেটি খ. কবি পুত্র
গ. কবি স্বয়ং গ. কবি কন্যা

০৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি গান রচনা না করলেও বসন্ত ঋতু এসেছে কেন?
ক. বাতাবি লেবুর ফুল ফোটায় খ. কবিভক্তের আহ্বানে
গ. দখিনা বাতাস বয়ে যাওয়ায় ঘ. প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে

০৪. কবিভক্ত কবি সুফিয়া কামালের কণ্ঠে কী শুনতে চেয়েছেন?
ক. বসন্ত বন্দনা খ. শীত বন্দনা
গ. হেমন্ত বন্দনা ঘ. বর্ষা বন্দনা

০৫. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. সন্ন্যাসী খ. সন্নাসী গ. সন্ন্যাশী ঘ. সন্যাসী

০৬. 'ফুল কি ফোটে নি শাখে?'– কবি এ জাতীয় প্রশ্ন করেছেন কেন?
ক. বন্দনাগীত রচনার জন্য খ. আনন্দের জন্য
গ. জানার জন্য ঘ. উদাসীনতার জন্য

০৭. 'বিমুখতা' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?
ক. প্রত্যয় যোগে খ. সন্ধিযোগে
গ. সমাস যোগে ঘ. উপসর্গ যোগে

০৮. 'পুষ্পারতি' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক. পুষ্প + আরতি খ. পুষ্প + রতি
গ. পুষ্প + আরতী ঘ. পুষ্পা + রতি

০৯. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় নিচের কোন গুণটি বিদ্যমান?
ক. সনেট খ. গল্পধর্মিতা
গ. নাটকীয় ঘ. পদ্যধর্মিতা

১০. সুফিয়া কামাল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন–
ক. নারী আন্দোলনে ব্রতী হয়ে খ. সাহিত্য সাধনা করে
গ. সমাজ সংস্কার করে ঘ. সমাজ সংস্কার করে

১১. শিক্ষার ক্ষেত্রে সুফিয়া কামাল ছিলেন–
ক. সুশিক্ষিত খ. স্বশিক্ষিত
গ. অশিক্ষিত ঘ. উচ্চশিক্ষিত

১২. জনমানসে সুফিয়া কামাল নন্দিত হয়ে আছেন–
ক. নারীমুক্তির অগ্রনেত্রী হিসেবে খ. শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি হিসেবে
গ. শহীদ জননী হিসেবে ঘ. মাতৃমূর্তিতে

১৩. 'ইতল-বিতল' সুফিয়া কামালের কী জাতীয় রচনা?
ক. ভ্রমণ কাহিনি খ. স্মৃতিকথা
গ. কল্পনা কাহিনি ঘ. শিশুতোষ

১৪. গাছের পাতা ঝরে যায় কোন ঋতুতে?
ক. শরৎ খ. হেমন্ত গ. শীত ঘ. বসন্ত

১৫. 'অলখ' শব্দের অর্থ কী?
ক. উত্তর খ. অলক্ষ্য গ. দক্ষিণ ঘ. কুয়াশা

১৬. কুহেলি উত্তরী পরে কে বিদায় নিয়েছে?
ক. গ্রীষ্ম খ. বর্ষা গ. শীত ঘ. বসন্ত

১৭. শীত প্রকৃতিকে কী দেয়?
ক. আশার রূপ খ. রিক্ততার রূপ
গ. সম্ভাবনার রূপ ঘ. নিরাশার রূপ

১৮. কার মন দুঃখে ভারাক্রান্ত?
ক. কবির ভক্তের খ. কবির
গ. কবির পুত্রের ঘ. কবির স্বামীর

১৯. কবি সুফিয়া কামালের সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক কে ছিলেন?
ক. স্বামী খ. ভাই গ. পিতা ঘ. মাতা

২০. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি কোন অর্থে সার্থক?
ক. প্রিয়জন হারানোর শোকের মূর্ছনায়
খ. কাব্য প্রেরণাদাতার বিয়োগ ব্যথায়
গ. প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্ক নিরূপণে
ঘ. ঋতুরাজ বসন্তের সৌন্দর্যের অভিব্যক্তিতে

২১. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'ফাগুন' বলতে কোন মাসকে বুঝানো হয়েছে?
ক. ফাল্গুন খ. বৈশাখ গ. আশ্বিন ঘ. চৈত্র

২২. কবি সুফিয়া কামাল কোন ঋতুকে বরণ করতে চাইছেন না?
ক. গ্রীষ্ম খ. বর্ষা গ. শরৎ ঘ. বসন্ত

২৩. 'ফাগুন যে এসেছে ধরায়' এখানে 'ধরায়' শব্দের অর্থ কি?
ক. চাঁদ খ. সূর্য গ. বাংলাদেশ ঘ. পৃথিবীতে

২৪. আমের মুকুলের গন্ধে অধীর আকুল হয়েছে কি?
ক. দখিনা বাতাস খ. পৃথিবী
গ. নদীর ঢেউ ঘ. কেয়াবন

২৫. কবি নিচের কোন ফুল ফুটার কথা জানতে চেয়েছেন?
ক. গন্ধরাজ খ. হাসনাহেনা
গ. বাতাবি লেবুর ফুল ঘ. আমলকির ফুল

২৬. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কয়টি ঋতুর উল্লেখ রয়েছে?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

২৭. বসন্তের বাতাস কোন দিক থেকে প্রবাহিত হয়?
ক. পূর্ব খ. পশ্চিম গ. উত্তর ঘ. দক্ষিণ

২৮. 'লহ' শব্দের অর্থ কী?
ক. রক্ত খ. নাও গ. লাহু ঘ. লাল

২৯. বসন্তের আগমনে কোন ফুলের কুঁড়িতে গন্ধ এসেছে?
ক. মাধবী খ. শিউলী গ. বকুল ঘ. গন্ধরাজ

৩০. বাংলাদেশের বিশিষ্ট মহিলা কবি ও নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কে?
ক. জাহানারা ইমাম খ. বেগম রোকেয়া
গ. সুফিয়া কামাল ঘ. মাহমুদা সিদ্দিকা

৩১. পারিবারিক নানা উত্থান-পতনের মধ্যে সুফিয়া কামাল-
ক. শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পাননি খ. স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন
গ. কোনো স্বাধীনতা পাননি ঘ. সব অধিকার হারিয়েছেন

৩২. কবি সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের জনমানসে কীরূপে ভাস্বর হয়ে আছেন?
ক. বিপ্লবী নারীমূর্তিতে খ. নন্দিত নারীমূর্তিতে
গ. শোকের কবি হিসেবে ঘ. দুঃখবাদের কবি হিসেবে

৩৩. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির শেষ চরণ কোনটি?
ক. ডেকেছে কি সে আমার? শুনি নাই, রাখিনি সন্ধান।
খ. রহেনি, সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া।
গ. যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।
ঘ. রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।

৩৪. 'দক্ষিণ দুয়ার' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. দক্ষিণে অবস্থিত দরজা খ. কবির বাড়ির পেছনের দরজা
গ. বসন্তের আগমন চিহ্ন ঘ. কবির মনের বিষণ্নতা

৩৫. কবি সুফিয়া কামাল বসন্তের উদ্দেশ্যে বন্দনা না করলেও ধরণীতে ব... আগমনের কারণ কী?
ক. শীতের বিদায় খ. প্রাকৃতিক নিয়মে কালের আবর্তে
গ. প্রকৃতির রিক্ততা দূর করার জন্য ঘ. কবিভক্তের অনুরোধ

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.খ	৩৪.গ	৩৩.ঘ	৩২.খ	৩১.খ	৩০.গ	২৯.ক	২৮.খ	[illegible]
২৬.ক	২৫.গ	২৪.ক	২৩.ঘ	২২.ঘ	২১.ক	২০.গ	১৯.ক	[illegible]
১৭.খ	১৬.গ	১৫.খ	১৪.গ	১৩.ঘ	১২.ঘ	১১.খ	১০.খ	[illegible]
০৮.ক	০৭.ক	০৬.ঘ	০৫.ক	০৪.ক	০৩.ঘ	০২.গ	০১.খ	[illegible]

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সেই অস্ত্র — আহসান হাবীব

আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও
সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি
সেই অমোঘ অনন্য অস্ত্র
আমাকে ফিরিয়ে দাও।
সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
অরণ্য হবে আরও সবুজ
নদী আরও কল্লোলিত
পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে।
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না
খাঁ খাঁ করবে না গৃহস্থালি।
সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও
যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে
নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না
মানব বসতির বুকে
মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত
লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু-বিকৃত
আমাদের চেতনা জুড়ে তারা করবে না আর্তনাদ
সেই অস্ত্র যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয়নগরী।
আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী
যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার
এবং জাত্যভিমানকে করে বার বার পরাজিত।
যে অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে করে নিশ্চিহ্ন
যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না
করে সমাবিষ্ট
সেই অমোঘ অস্ত্র-ভালোবাসা
পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো।

শব্দার্থ ও টীকা

অমোঘ	অব্যর্থ, সার্থক, অবশ্যম্ভাবী।
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত	কবি ভালোবাসা আর শান্তির অস্ত্র দিয়ে সকল মারণাস্ত্রকে পরাভূত করবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না	কবি বিশ্বাস করেন, ভালোবাসা দিয়ে মানুষের হিংসা বিদ্বেষ দূর করা সম্ভব। ভালোবাসা থাকলে মানুষ মানুষকে শত্রু ভাববে না, কৃষকের দুঃখ-জ্বালার অবসান হবে এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে না।
যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না	কবি এখানে যুদ্ধে ব্যবহৃত ছোট-বড় ক্ষেপণাস্ত্রের কথা বুঝিয়েছেন। কবি চান, মানুষ যেন যুদ্ধের ভয়াবহতায় জড়িয়ে না পড়ে, বিশ্বে যেন শান্তি নিশ্চিত হয়।
মানব বসতির বুকে মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে পঙ্গু-বিকৃত	ভালোবাসাহীন বিদ্বেষপূর্ণ পৃথিবীতে যুদ্ধের অনিবার্য ক্ষতি সম্পর্কে নিজের উৎকণ্ঠা কবি এখানে প্রকাশ করেছেন। অনুমান করা যায়, কবিচৈতন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার স্মৃতি জাগ্রত ছিল। তাই আণবিক বোমার আঘাতে মৃত কিংবা প্রজন্ম-পরম্পরায় পঙ্গুত্ব বরণকারী বহু মানুষের আর্তনাদ কবির এই যুদ্ধবিরোধী মননকে আন্দোলিত করেছে।
ট্রয়নগরী	প্রাচীন গ্রিসের স্থাপত্যকলায় নন্দিত এক শহর (বর্তমানে তুরস্কে অবস্থিত)। মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ ঈর্ষা আর দম্ভের শিকার হয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার ধ্বংস হয়েছে এই নগরী। যুদ্ধের নির্মমতার এক চিরায়ত দৃষ্টান্ত এই ট্রয়।
জাত্যভিমান	কোনো যুক্তি ছাড়াই নিজ জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করার অহংকারী মনোভাব।
সমাবিষ্ট	সমভাবে আবিষ্ট। সমাবেশ হয়েছে এমন; সমবেত হওয়া অর্থে।

কবি পরিচিতি

নাম	আহসান হাবীব
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ২ জানুয়ারি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ। শঙ্করপাশা, পিরোজপুর। পিতা : হামিজুদ্দিন হাওলাদার। মাতা : জমিলা খাতুন।
শিক্ষাজীবন	উচ্চ মাধ্যমিক : আইএ, ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল।
কর্মজীবন	সহকারী সম্পাদক- দৈনিক তকবীর, মাসিক বুলবুল; ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক- মাসিক সওগাত। স্টাফ আর্টিস্ট- আকাশবাণী, কলকাতা।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), একুশে পদক (১৯৭৮) প্রভৃতি।
জীবনাবসান	১০ জুলাই ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	রাত্রিশেষ (১৯৪৭), ছায়াহরিণ (১৯৬২), সারাদুপুর (১৯৬৪), আশায় বসতি, (১৯৮১), মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬), দুই হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০), প্রেমের কবিতা (১৯৮১), বিদীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫)।
উপন্যাস	অরণ্যে নীলিমা (১৯৬২), জাফরানী রং পায়রা, রাণী খালের সাঁকো (১৯৫৪)।
শিশুতোষ গ্রন্থ	ছোটদের পাকিস্তান (১৯৫৪), বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর (১৯৭৭), ছুটির দিন দুপুরে (১৯৭৮)।

কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ১৯৩৩ সালে ১২/১৩ বছর বয়সে স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম- **ধরম**।
- ১৯৩৪ সালে পিরোজপুর গভর্নমেন্ট স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপানো তাঁর প্রথম কবিতার নাম- **মায়ের কবর পাড়ে কিশোর**।
- আহসান হাবীবের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম- **রাত্রিশেষ (১৯৪৭)**।
- আহসান হাবীব কত সালে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসেন?- **১৯৫০ সালে**।
- তিনি কোন কোন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন- **দৈনিক আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক প্রবাহ, দৈনিক কৃষক**।
- কোন কলেজে পড়া অবস্থায় কবিকে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় পাড়ি জমাতে হয়?- **ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল**।
- আহসান হাবীব মূলত কোন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন?- সাংবাদিকতা।
- আহসান হাবীব ১৯৬৪ সালের কোন পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন?- **দৈনিক বাংলা (তৎকালীন 'দৈনিক পাকিস্তান')**।
- কবি আহসান হাবীব আমৃত্যু কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?- **দৈনিক বাংলা**।
- আহসান হাবীবের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খায়?- **স্বল্পভাষী, আত্মমগ্ন, স্পষ্টবাদী এবং মূলত মানবদরদী শিল্পী**।
- আহসান হাবীবের কবি প্রতিভার মূলসুর কী?- **এক সুগভীর জীবনঘনিষ্ঠ আশাবাদী চেতনা**।
- তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন দুই লেখক দৈনিক বাংলা (তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তানে) সহকর্মী ছিলেন- **শামসুর রাহমান ও আহসান হাবীব**।
- তিনি এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বুদ্ধিজীবী সমাবেশে কবে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন- **৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩**।

'সেই অস্ত্র' কবিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস** : 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি আহসান হাবীবের 'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এই কবিতায় কবির একমাত্র প্রত্যাশা-ভালোবাসা নামের মহান অস্ত্রকে পুনরায় এই মানবসমাজে ফিরে পাওয়া।
- **প্রথম চরণ**- আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও।
- **শেষ চরণ**- পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো।
- **ছন্দ** : কবিতাটি অন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর পর্বগুলোর বিন্যাসও অসম।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
  অরণ্য হবে আরও সবুজ
- যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে
  নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না
- মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত
  লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু-বিকৃত
  আমাদের চেতনা জুড়ে তারা করবে না আর্তনাদ
- আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী
  যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার
  এবং জাত্যভিমানকে করে বার বার পরাজিত।
- সেই অমোঘ অস্ত্র-ভালোবাসা
  পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : 'সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি' বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন?- **ভালোবাসা**।
প্র : 'আনত' এর বিপরীতার্থক শব্দ কী?- **উদ্ধত**।
প্র : 'যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে/অরণ্য হবে আরও সবুজ
নদী আরও – " শূন্যস্থানে কী বসবে? – **কল্লোলিত**।
প্র : কবির আকাঙ্ক্ষিত অস্ত্র উত্তোলিত হলে ফসলের মাঠে কী হবে না?- **আগুন জ্বলবে না**।
প্র : 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কোন জায়গার নাম উল্লেখ আছে?- **ট্রয়নগরী**।
প্র : কবির প্রত্যাশিত অস্ত্র কেমন?- **অবিনাশী**।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্র : সেই অস্ত্র কিসের লোভকে নিশ্চিহ্ন করে?– আধিপত্য।
প্র : সেই অস্ত্র মানুষকে কী করে?– সমাবিষ্ট করে।
প্র : কবিতায় 'সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও' শব্দটি কয়বার এসেছে?– ২ বার।
প্র : কবিতাটি কোন ভাষায় রচিত?– সাবলীল।
প্র : 'খাঁ খাঁ' কোন অব্যয়? – অনুভূতিমূলক অব্যয় (শূন্যতাবাচক)।
প্র : কবিতায় কবি 'আকাশ' শব্দটির বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন কোনটি?– নক্ষত্রখচিত।
প্র : 'যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না।' পঙক্তিটি দিয়ে কবি কি বুঝিয়েছেন?– যুদ্ধে ব্যবহৃত ছোট-বড় ক্ষেপণাস্ত্রের কথা।
প্র : 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' এ প্রতিপাদ্য তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কবিতার?– সেই অস্ত্র।
প্র : কবিচৈতন্য কোন যুদ্ধের নৃশংসতার স্মৃতি জাগ্রত ছিল?– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকি।
প্র : যুদ্ধের নির্মমতার চিরায়ত শহর কোনটি?– ট্রয়নগরী।
প্র : হাপতাকলায় নন্দিত শহর ট্রয়নগরী কোথায় অবস্থিত?– প্রাচীন গ্রিসের।
প্র : তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কবিতাটি শান্তিপ্রিয় পৃথিবীবাসীর জন্য এক চিরায়ত প্রার্থনা সংগীত?– সেই অস্ত্র।
প্র : 'সেই অস্ত্র' কবিতাটির গঠনগত বিশেষত্ব কী?– কবিতাটির অনাড়ম্বর সহজ গতিময়তা।
প্র : 'আনত' এর ব্যাসবাক্য কী?– ঈষৎ নত (অব্যয়ীভাব)।
প্র : 'অগ্নুৎপাত' এর ব্যাসবাক্য কী?– অগ্নির উৎপাত (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ)।
প্র : ট্রয়নগরী' এর ব্যাসবাক্য কী?– ট্রয় নামক নগরী (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)।
প্র : 'প্রতিশ্রুতি' এর ব্যাসবাক্য কী?– শ্রুতি শ্রুতি (অব্যয়ীভাব)।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [ক ১৭-১৮; বেরোবি B ১৭-১৮; গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ১৬-১৭]
ক. অমিল অক্ষরবৃত্ত
খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. অন্ত্যমিল অক্ষরবৃত্ত
ঘ. স্বরবৃত্ত

০২. 'সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও' – এখানে 'সেই' কোন পদ? [A ১৭-১৮]
ক. বিশেষণ
খ. অব্যয়
গ. সর্বনাম
ঘ. ক্রিয়া-বিশেষণ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. 'যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার এবং জাত্যভিমানকে করে বার বার পরাজিত'- তোমার পঠিত কোন কবিতার অংশ? [B১৭-১৮]
ক. রক্তে আমার অনাদি অস্থি
খ. সেই অস্ত্র
গ. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
ঘ. আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

০৪. ট্রয় নগরী কোথায় অবস্থিত? [C১৭-১৮]
ক. মিসরে
খ. তুরস্কে
গ. গ্রিসে
ঘ. ইতালিতে

০৫. 'সেই অস্ত্র' কবিতার প্রতিপাদ্য হলো- [D১৭-১৮]
ক. মানুষের ভিতরের শক্তিকে জাগ্রত করা
খ. মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রত করা
গ. মানুষকে মানবিক হতে উদ্বুদ্ধ করা
ঘ. ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে জয় করতে শেখা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় আহসান হাবীব 'অস্ত্র' বলতে কী বুঝিয়েছেন? [D১৭-১৮]
ক. বিপ্লব
খ. প্রতিবাদ
গ. ঘৃণা
ঘ. ভালোবাসা

০৭. 'আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও'- সেই অস্ত্র বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [D3 ১৬-১৭]
ক. হারানো সম্প্রীতি
খ. হারানো মূল্যবোধ
গ. প্রস্তর যুগের হাতিয়ার
ঘ. আত্মরক্ষার বর্ম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৮. 'সেই অমোঘ অস্ত্র-ভালোবাসা, পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো' -কার লেখা? [E ১৬-১৭]
ক. আহসান হাবীব
খ. নজরুল ইসলাম
গ. প্রমথ চৌধুরী
ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০৯. 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি কোন ধরনের রচনা? [A ১৭-১৮]
ক. নাট্যধর্মী
খ. সংলাপধর্মী
গ. উল্লম্ফনধর্মী
ঘ. চিত্রধর্মী

১০. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় 'অমোঘ অস্ত্র' কাকে বোঝানো হয়েছে? [C ১৭-১৮]
ক. ব্যর্থ অস্ত্র
খ. অব্যর্থ অস্ত্র
গ. কাঠের অস্ত্র
ঘ. সময়কে

১১. আহসান হাবীবের 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি কোন প্রকৃতির রচনা? [B ১৬-১৭]
ক. উল্লম্ফন ধর্মী
খ. নাট্যধর্মী
গ. সংলাপধর্মী
ঘ. চিত্রধর্মী

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১২. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় গঠনগত বিশেষত্ব হলো কবিতাটি- [I ১৬-১৭]
ক. অন্ত্যমিলপূর্ণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দ
খ. পর্বের বিন্যাস একরূপ
গ. অনাড়ম্বর সহজ গতিময়তা
ঘ. ভারি শব্দের ব্যবহার

১৩. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় ব্যবহৃত প্রাকৃতিক অনুষঙ্গগুলো কী কী? [C ১৬-১৭]
ক. অরণ্য, নদী, পাখি
খ. পাহাড়, সাগর, নদী
গ. অস্ত্র, যানবাহন, অগ্নুৎপাত
ঘ. নদী, সাগর, অস্ত্র

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? [AL ১৭-১৮; চবি ১৬-১৭]
ক. বিদীর্ণ দর্পণে মুখ
খ. মানচিত্র
গ. যখন উদ্যত সঙ্গিন
ঘ. নিজ বাসভূমে

১৫. আহসান হাবীব রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [D ১৭-১৮]
ক. বিদীর্ণ দর্পণে মুখ
খ. নিশিকাজ
গ. ইকারুসের আকাশ
ঘ. মায়া কাজল

১৬. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কবি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা কিসের অপসারণ কর চেয়েছেন? [ঘ ১৭-১৮]
ক. লোভের
খ. প্রতিহিংসার
গ. বিদ্বেষের
ঘ. ক্ষোভের

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৭. 'সারা দুপুর' কার লেখা? [C ১৬-১৭]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ. আহসান হাবীব
গ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৮. কবি আহসান হাবীব কত সালে 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক পদে যোগ দেন? [D ১৭-১৮]
ক. ১৯৬১ সালে
খ. ১৯৬২ সালে
গ. ১৯৬৩ সালে
ঘ. ১৯৬৪ সালে

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

১৯. ট্রয় নগরীর উল্লেখ রয়েছে যে কবিতায়–
ক. সেই অস্ত্র
খ. সাম্যবাদী
গ. আঠারো বছর বয়স
ঘ. আলো চাই

০১.ক	০২.ক	০৩.খ	০৪.খ	০৫.ঘ	০৬.ঘ	০৭.ক	০৮.ক	০৯.খ	[illegible]
১১.ঘ	১২.গ	১৩.ক	১৪.ক	১৫.ক	১৬.গ	১৭.খ	১৮.ঘ	১৯.ক	

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. আহসান হাবীবের কবিতা লেখার হাতে খড়ি হয় কখন?
ক. স্কুল জীবনে
খ. কলেজ জীবনে
গ. বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে
ঘ. যৌবনে

০২. আহসান হাবীবের সাহিত্যজীবন শুরু হয় কী রচনার মাধ্যমে?
ক. কবিতা
খ. গল্প
গ. প্রবন্ধ
ঘ. নাটক

০৩. আহসান হাবীবকে ভাগ্যান্বেষণের জন্য কোথায় যেতে হয়?
ক. করাচি
খ. কলকাতা
গ. ঢাকা
ঘ. মুম্বাই

০৪. কত সালে আহসান হাবীব কলকাতা ছেড়ে ঢাকা আসেন?
ক. ১৯৪৮
খ. ১৯৫০
গ. ১৯৫২
ঘ. ১৯৫৪

০৫. পেশা হিসাবে আহসান হাবীব কোনটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না?
ক. পত্রিকা
খ. রেডিও
গ. প্রকাশনা সংস্থা
ঘ. টেলিভিশন

০১.ক	০২.ক	০৩.খ	০৪.খ	০৫.ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

০৬. আহসান হাবীব ১৯৭৮ সালে কোন পুরস্কারে ভূষিত হন?
ক. বাংলা একাডেমি খ. একুশে পদক
গ. স্বাধীনতা পদক ঘ. জগত্তারিণী পদক

০৭. আহসান হাবীবের কবিতার মূলসুর কী?
ক. আশাবাদ খ. গ্লানি
গ. দুর্ভিক্ষ ঘ. দুঃখবাদী

০৮. কবি আহসান হাবীব কীসের প্রত্যাবর্তন কামনা করেছেন?
ক. শোষণমুক্ত সমাজ খ. বৈষম্যহীন সমাজ
গ. ভালোবাসার ঘ. সেই অস্ত্রের

০৯. হিরোশিমা নাগাসাকিতে কোন যুদ্ধে এটম বোমা নিক্ষেপ করা হয়?
ক. ১ম বিশ্বযুদ্ধে খ. ২য় বিশ্বযুদ্ধে
গ. ওয়াটার লু যুদ্ধে ঘ. রুশ বিপ্লবে

১০. আণবিক বোমার আঘাতে প্রজন্ম পরম্পরায় পঙ্গুত্ব বরণকারী লোকের বাস কোন শহরে?
ক. নাগাসাকি খ. কাশ্মীর
গ. ক্রেমলিন ঘ. ওয়াল্টার

১১. কবি আহসান হাবীব এর চৈতন্যে কোন যুদ্ধের কথা জাগ্রত ছিল?
ক. ১ম বিশ্বযুদ্ধ খ. ২য় বিশ্বযুদ্ধ
গ. ফকল্যান্ড যুদ্ধ ঘ. বলকান যুদ্ধ

১২. 'সেই অস্ত্র' নামক কবিতার পর্বগুলোর বিন্যাস কেমন?
ক. সম খ. অসম
গ. আড়ম্বর ঘ. সমান্তরাল

১৩. ট্রয়নগরী কোনটির জন্য নন্দিত?
ক. চিত্রকলা খ. সাহিত্য
গ. স্থাপত্যকলা ঘ. শিক্ষা

১৪. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কোন নগরী দ্বারা যুদ্ধের নির্মমতার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে?
ক. এথেন্স খ. ট্রয়
গ. ক্রেমলিন ঘ. হিরোশিমা

১৫. কবির কাছে ভালবাসা কেবল কীসের দ্যোতনা জাগায় না?
ক. লোভের খ. বিরাগের
গ. অনুভূতির ঘ. অস্ত্রের

১৬. হিংসা আর স্বার্থপরতার করাল গ্রাসের ফলে অনেকেই কী শূন্য হয়ে পড়ে?
ক. মানবিকতা খ. বুদ্ধি
গ. জ্ঞান ঘ. লক্ষ্য

১৭. কবির প্রত্যাশিত অস্ত্রের প্রকৃতি কেমন?
ক. ক্ষণস্থায়ী খ. ভঙ্গুর
গ. অবিনাশী ঘ. মোড়কে জড়ানো

১৮. কবি ভালোবাসার ব্যাপ্তি ঘটানোর জন্য কী করেছেন?
ক. আন্দোলন খ. আহ্বান ও প্রত্যাশা
গ. লড়াই ঘ. চিন্তা

১৯. কোনটি ভিন্নার্থক শব্দ?
ক. সন্নিবিষ্ট খ. সমাবিষ্ট
গ. সমবেত ঘ. সংকুচিত

২০. ভালবাসা মানুষকে সকল কী থেকে পরিত্রাণের পথ বাতলে দেয়?
ক. মায়া খ. অহংকার
গ. অমঙ্গল ঘ. কলুষতা

২১. 'দু' হাতে দুই আদিম পাথর' আহসান হাবীবের কোন ধরনের রচনা?
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. গল্প
গ. নাটক ঘ. গল্পগ্রন্থ

২২. কবি কিসের প্রতিশ্রুতির কথা বলেছেন?
ক. জ্ঞানের খ. সভ্যতার
গ. মানবতার ঘ. জীবনের

২৩. 'আনত' শব্দের অর্থ কী?
ক. নতুন খ. অবনত
গ. নত না হওয়া ঘ. অনেক

২৪. 'সেই অস্ত্র' কবিতাটিতে কবির কাছে কোন জিনিসটি কেবল আবেগ কিংবা অনুভূতির দ্যোতনা জাগায় না?
ক. মমতা খ. ভালো লাগা
গ. মায়া ঘ. ভালোবাসা

২৫. 'সেই অস্ত্র' কবিতাটিতে কবি বলেছেন পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করতে হলে কী দূর করতে হবে?
ক. ঈর্ষা খ. ঘৃণা গ. বিদ্বেষ ঘ. ভালোবাসা

২৬. 'আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও' এটি কার আহ্বান?
ক. পরাজিতদের খ. কবির
গ. যোদ্ধার ঘ. বিদ্রোহীর

২৭. 'লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু-বিকৃত।' এখানে কবির কোন মনোভাব ফুটে উঠেছে?
ক. অহংকারী মনোভাব খ. যুদ্ধবিরোধী মনোভাব
গ. প্রতিবাদী মনোভাব ঘ. ধ্বংসাত্মক মনোভাব

২৮. হিরোশিমা ও নাগাসাকি কোথায় অবস্থিত?
ক. চীনে খ. ভিয়েতনামে
গ. রাশিয়ায় ঘ. জাপানে

২৯. 'নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরা' বলতে কী বুঝিয়েছেন?
ক. বজ্রপাত খ. যুদ্ধবিগ্রহ
গ. আকাশের সৌন্দর্য ঘ. চাঁদের আলো

৩০. আহসান হাবীব কোন পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন?
ক. দৈনিক বাংলা খ. দৈনিক ইত্তেহাদ
গ. দৈনিক ইত্তেফাক ঘ. দৈনিক পাকিস্তান

৩১. নিচের কোন কবিদ্বয় দৈনিক বাংলা পত্রিকায় কাজ করেছেন?
ক. আহসান হাবীব ও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
খ. আহসান হাবীব ও শামসুর রাহমান
গ. আহসান হাবীব ও সৈয়দ শামসুল হক
ঘ. আহসান হাবীব ও সৈয়দ আলী আহসান

৩২. আহসান হাবীবের কবিতায় কোন দিকটি শিল্পসম্মতভাবে পরিস্ফুট হয়েছে?
ক. মধ্যবিত্তের বাস্তব জীবনবোধ খ. বস্তুনিষ্ঠতা
গ. সমকালীন যুগ-যন্ত্রণা ঘ. উপরের সবকটি

৩৩. 'মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত' কবিতাটিতে কোন ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করে বলে উল্লেখ রয়েছে?
ক. সবকিছু পুড়িয়ে দেয়
খ. চারিদিকে আগুন ছড়িয়ে দেয়
গ. লক্ষ লক্ষ মানুষকে পঙ্গু-বিকৃত করে দেয়
ঘ. হাজার হাজার মানুষকে পঙ্গু-বিকৃত করে দেয়

৩৪. মধ্যবিত্তের মনস্তাত্ত্বিক সংকট ফুটে উঠেছে আহসান হাবীবের কোন রচনায়?
ক. 'অরণ্যে নীলিমা' উপন্যাসে খ. 'পূর্বাশার আলো' কবিতায়
গ. 'আমি কোন আগন্তুক নই' কবিতায় ঘ. 'রানী খালের সাঁকো' উপন্যাসে

৩৫. 'সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি'–চরণটিতে কোন প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে?
ক. ভালবাসার অভাব পূরণ খ. দুঃখ-দুর্দশা নিরসন
গ. মানব-প্রেমের জাগরণ ঘ. নবজাগরণের প্রতিশ্রুতি

৩৬. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কোন চরণটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও খ. সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও
গ. সেই অস্ত্র যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে ঘ. সেই অমোঘ অনন্য অস্ত্র

৩৭. "অরণ্য হবে আরো সবুজ
নদী আরো কল্লোলিত
পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে।"
- কবিতাংশে কবি কী ব্যক্ত করেছেন?
ক. সুখ বা শান্তির সমৃদ্ধি খ. স্বাভাবিক প্রকৃতি
গ. শান্ত প্রকৃতি ঘ. নদী ও পাখির যোগাযোগ

৩৮. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কোন চরণ দ্বারা হাহাকারের অবসান বোঝানো হয়েছে?
ক. অরণ্য হবে আরো হলুদ খ. নদী আরো কল্লোলিত
গ. পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে ঘ. ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না

৩৯. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কোন চরণটি দ্বারা পারিবারিক অশান্তি অবসানের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে?
ক. পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে খ. যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না
গ. খাঁ খাঁ করবে না গৃহস্থালি ঘ. লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু-বিকৃত

০৬.খ	০৭.ক	০৮.গ	০৯.খ	১০.ক	১১.খ	১২.খ	১৩.গ	১৪.খ
১৫.গ	১৬.ক	১৭.গ	১৮.খ	১৯.ঘ	২০.গ	২১.ক	২২.খ	২৩.খ
২৪.খ	২৫.ক	২৬.খ	২৭.খ	২৮.ঘ	২৯.খ	৩০.ক	৩১.খ	৩২.ঘ
৩৩.গ	৩৪.ক	৩৫.গ	৩৬.খ	৩৭.ক	৩৮.ঘ	৩৯.গ		

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৪০. 'যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে'- চরণটির পরবর্তী চরণ কোনটি?
ক. অরণ্য হবে আরও সবুজ খ. ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না
গ. পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে ঘ. নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না

৪১. একাধিকবার ব্যবহৃত 'ব্যাপ্ত' শব্দটির মাধ্যমে কবি যে অস্ত্রের ব্যাপ্তি প্রত্যাশা করেছেন সে অস্ত্রটি কোন ধরনের ?
ক. দৃশ্যমান খ. বিমূর্ত কিন্তু অনুভবযোগ্য
গ. মূল্যহীন ঘ. অসামান্য

৪২. 'বারবার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয়নগরী ।' চরণটির পূর্বের চরণ কোনটি?
ক. সেই অস্ত্র যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে খ. যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে
গ. যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে ঘ. আমাদের চেতনাজুড়ে তারা করবে না আর্তনাদ

৪৩. 'যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার এবং জাত্যভিমানকে করে বারবার পরাজিত ।' কবিতাংশে ব্যবহৃত 'যে' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
ক. নেতা খ. পথপ্রদর্শক বা পাঞ্জেরি
গ. ট্রয় নগরী ঘ. ভালোবাসা বা অবিনাশী অস্ত্র

৪৪. ভালোবাসার কাছে জাত্যভিমান কেমন গুরুত্ব পায়?
ক. সমান সমান গুরুত্ববহ খ. বারবার পরাজিত হয়
গ. উৎসাহ দেয় ঘ. ক্ষমতা বাড়ায়

৪৫. আমাদের চেতনাজুড়ে তারা করবে না---- খালিঘরে উপযুক্ত শব্দ কোনটি?
ক. বসবাস খ. হাহাকার
গ. আর্তনাদ ঘ. কান্না

৪৬. সন্ধিযোগে গঠিত 'জাত্যভিমান' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক. জাতি + অভিমান খ. জাত + অভিমান
গ. জাতী + অভিমান ঘ. জাত + আভিমান

৪৭. "আমাকে ফিরিয়ে দাও"- 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কাকে কী ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে?
ক. কবিকে, অস্ত্র খ. কবিকে, ভালোবাসা
গ. কবিকে, কলম ঘ. কবিকে, খাতা

৪৮. কবি মারণাস্ত্রকে কী দিয়ে পরাভূত করবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন?
ক. ভালোবাসা ও শান্তির অস্ত্র খ. আগ্নেয় অস্ত্র
গ. তরবারি ঘ. খঞ্জর

৪৯. "যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত"- চরণদ্বয়ের ভাবার্থ কী?
ক. ভালোবাসার দ্বারা সবকিছুকে জয় করা যায়
খ. অস্ত্রের দ্বারা সবকিছু জয় করা যায়
গ. অর্থের দ্বারা সবকিছু জয় করা যায়
ঘ. পৃথিবীর যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার, ভালোবাসার কাছে হার মানে

৫০. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় 'অগ্ন্যুৎপাত' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ খ. শোষকের অত্যাচার
গ. অগ্নি-স্রোত ঘ. শোষিতের যন্ত্রণা

৫১. 'অবিনাশী' শব্দের অর্থ কী?
ক. নাশকারী খ. চিরন্তন
গ. আবিষ্কার ঘ. অরিকে নাশকারী

৫২. কোনটি 'অবিনাশী' শব্দের সমার্থক নয়?
ক. অক্ষয় খ. শাশ্বত
গ. চিরন্তন ঘ. ক্ষণস্থায়ী

৫৩. 'মানব বসতির বুকে/মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু-বিকৃত ।' কবি এখানে কী বুঝিয়েছেন?
ক. ভালোবাসা বিকশিত হলে বিপর্যয়ের অবসান ঘটবে
খ. ভালোবাসার মাধ্যমে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে
গ. ভালোবাসার মাধ্যমে মানুষকে পঙ্গু ও বিকৃত করা
ঘ. যুদ্ধ থেমে যাবে

৫৪. কবিমানস যেন কীসের ভয়াবহতা ছড়িয়ে না পড়ে তার কথা ভাবেন?
ক. দুর্ভিক্ষের খ. মৃত্যুর
গ. দারিদ্র্যের ঘ. যুদ্ধের

৫৫. আহসান হাবীবের 'সেই অস্ত্র' কবিতার মৌল প্রতিপাদ্য কী?
ক. মানুষের ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করা
খ. মানুষের বিবেকবোধকে জাগ্রত করা
গ. মানুষকে শক্তিশালী করে তোলা
ঘ. ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে জয় করতে শেখা

৫৬. আহসান হাবীব শান্তির অস্ত্র দিয়ে কী পরাভূত করার আকাঙ্ক্ষা করেছেন?
ক. সকল অন্যায় খ. সকল মরণাস্ত্র
গ. সকল বিদ্রোহ ঘ. সকল হিংসা

৫৭. নিচের কোনটি আহসান হাবীব রচিত কাব্যগ্রন্থ নয়?
ক. মেঘ বলে চৈত্রে যাবো
খ. রানী খালের সাঁকো, অরণ্যে নীলিমা
গ. মেঘ বলে চৈত্রে যাবো, রানী খালের সাঁকো
ঘ. দু'হাত দুই আদিম পাথর, রানী খালের সাঁকো

৫৮. কবি আহসান হাবীব 'সেই অস্ত্র' কবিতায় চেতনাজুড়ে কাদের আর্তনাদ করার কথা বলেছেন?
ক. সংগ্রামী ছাত্রদের খ. পঙ্গু-বিকৃত বিপর্যস্তদের
গ. সৈনিকদের ঘ. কৃষকদের

৫৯. 'সেই অস্ত্র যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে/বারবার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয়নগরী ।' কবিতায় ট্রয়নগরী কিসের প্রতীক?
ক. নগর খ. আধুনিকনগর গ. দেশ ঘ. রাজ্য

৬০. 'দৈনিক বাংলা'র তৎকালীন নাম কী?
ক. দৈনিক জিন্দাবাদ খ. দৈনিক ইনকিলাব
গ. দৈনিক ইনসাফ ঘ. দৈনিক পাকিস্তান

৬১. আহসান হাবীব কোন ধরনের শিল্পী ছিলেন?
ক. প্রকৃতিপ্রেমী খ. মানবদরদি
গ. স্বদেশপ্রেমী ঘ. উচ্চদৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন

৬২. কবি আহসান হাবীব কোনটিকে জীবিকা অর্জনের পথ হিসেবে বেছে নেন?
ক. পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক খ. প্রকাশনা
গ. রেডিওর প্রযোজক ঘ. ব্যারিস্টার

৬৩. আহসান হাবীব কাদের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল ছিলেন?
ক. দেশ ও জনগণের প্রতি খ. বাঙালিদের প্রতি
গ. আপনজনদের প্রতি ঘ. পাকিস্তানিদের প্রতি

৬৪. সেই অস্ত্র উত্তোলিত হলে কী কল্লোলিত হবে?
ক. বিল খ. নদী গ. সাগর ঘ. মহাসাগর

৬৫. পাখিরা কোথায় ঘুমাবে?
ক. ডালে খ. গাছে গ. নীড়ে ঘ. বনে

৬৬. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কোন অস্ত্রের আঘাতে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মানুষ মারা যায়?
ক. এটম বোমা খ. আণবিক বোমা
গ. পারমাণবিক বোমা ঘ. জার বোমা

৬৭. ভালবাসার অস্ত্র উত্তোলিত হলে কোথায় আগুন জ্বলবে না?
ক. ঘরবাড়িতে খ. ফসলের মাঠে
গ. মনের ঘরে ঘ. মানব সমাজে

৬৮. জাত্যভিমানকে বারবার কে পরাজিত করবে?
ক. সেই অস্ত্র খ. সেই নেতা
গ. সেই বিচারক ঘ. সেই পুরুষ

৬৯. কোন অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে নিশ্চিহ্ন করে?
ক. অহংকার খ. ভালোবাসা গ. আবেগ ঘ. বিনয়

৭০. ভালবাসার অস্ত্র উত্তোলিত হলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে কি করবে না?
ক. পঙ্গু খ. গৃহহারা গ. স্বজনহারা ঘ. দিশেহারা

৭১. আমাদের কি জুড়ে পঙ্গুরা আর্তনাদ করবে না?
ক. শরীর খ. হৃদয় গ. চেতনা ঘ. মগজ

৭২. কে সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী?
ক. কবি খ. সরকার গ. সেনাপতি ঘ. মন্ত্রী

৭৩. কবি আহসান হাবীব পৃথিবীতে কী ব্যাপ্ত করতে বলেছেন?
ক. হিংসা খ. ভালোবাসা গ. প্রতিশোধ ঘ. বিদ্বেষ

৪০.ঘ	৪১.খ	৪২.ক	৪৩.ঘ	৪৪.খ	৪৫.গ	৪৬.ক	৪৭.ক	৪৮.ক
৪৯.ঘ	৫০.খ	৫১.খ	৫২.ঘ	৫৩.ক	৫৪.ঘ	৫৫.ঘ	৫৬.খ	৫৭.খ
৫৮.খ	৫৯.খ	৬০.ঘ	৬১.গ	৬২.ক	৬৩.ক	৬৪.খ	৬৫.গ	৬৬.খ
৬৭.খ	৬৮.ক	৬৯.খ	৭০.ক	৭১.গ	৭২.ক	৭৩.খ		

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

SELF TEST

০১. আহসান হাবীব রচিত শিশুতোষ গ্রন্থ হলো-
ক. বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর খ. ছোটদের পাকিস্তান
গ. ছুটির দিন দুপুরে ঘ. উপরের সবকটি

০২. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কয়টি চরণ আছে?
ক. ৩১টি চরণ খ. ৩০টি চরণ গ. ২৯টি চরণ ঘ. ৩২টি চরণ

০৩. 'সেই অস্ত্র' কবিতার মূল বাণী কোনটি?
ক. হতাশার বাণী খ. আশার বাণী
গ. ভালোবাসার বাণী ঘ. একতাবদ্ধ হওয়ার বাণী

০৪. কবির কাঙ্ক্ষিত অস্ত্র উত্তোলিত হলে পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র কী হবে?
ক. উদ্ধত খ. আনত গ. বিনীত ঘ. ধ্বংস

০৫. ট্রয় নগরী কেন বিধ্বস্ত হয়েছিল?
ক. ভূমিকম্পের কারণে খ. হেলেন উদ্ধার অভিযানে
গ. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘ. যুদ্ধবিগ্রহের কারণে

০৬. কোন পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে কবি পৃথিবীতে ভালোবাসার প্রত্যাবর্তন চেয়েছেন?
ক. ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না খ. অরণ্য হবে আরও সবুজ
গ. নদী হবে আরও কল্লোলিত ঘ. আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও

০৭. ভালোবাসাকে 'অমোঘ অস্ত্র' বলার গূঢ় কারণ কোনটি?
ক. ভালোবাসা আবেগের বিষয় খ. ভালোবাসা সব যুদ্ধক্ষেত্রে সফল
গ. ভালোবাসা শান্তি প্রতিষ্ঠায় অব্যর্থ ঘ. ভালোবাসা সর্বকালে সমান জয়ী

০৮. কবি আহসান হাবীব বিশ্বে কী নিশ্চিত করার কথা বলেছেন?
ক. মৌলিক চাহিদা খ. শান্তি গ. বাসস্থান ঘ. চিকিৎসা

০৯. মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত কোথায়?
ক. নীল আকাশের বুকে খ. সভ্যতার বুকে
গ. মানব বসতির বুকে ঘ. ফসলের মাঠে

১০. সেই অস্ত্র উত্তোলিত হলে অরণ্য আরও কী হবে?
ক. পরিষ্কার খ. সবুজ গ. দগ্ধ ঘ. বিলুপ্ত

১১. 'সেই অস্ত্র' কবিতাটির লক্ষণীয় বিষয় কী?
ক. শিক্ষা খ. সাফল্য গ. ভালোবাসা ঘ. অভিশাপ

১২. মানব বসতির বুকে মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত কেন?
ক. মানুষের প্রতি মানুষের জিঘাংসার কারণে খ. মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার কারণে
গ. মানুষের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধার কারণে ঘ. আগুনের প্রতি ভালোবাসার কারণে

১৩. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় 'সেই অস্ত্র' শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. ২ বার খ. ৪ বার গ. ৬ বার ঘ. ৮ বার

১৪. ভালোবাসাকে কবি শেষ পর্যন্ত কোন বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন?
ক. অবিনাশী অস্ত্র খ. অস্ত্র গ. অমোঘ অস্ত্র ঘ. মারণাস্ত্র

১৫. কী ধরনের ঘটনা নিয়ে 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি রচিত?
ক. মানব সমাজে হিংসা খ. মানব সমাজে প্রেম
গ. মানব সমাজে অর্থ ঘ. মানব সমাজে শিক্ষা

১৬. "যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না, করে সমাবিষ্ট"- এখানে 'সমাবিষ্ট' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করা খ. সমানভাবে আবিষ্ট হওয়া
গ. ভীষণভাবে আকৃষ্ট করা ঘ. মন্ত্রমুগ্ধ করা

১৭. কবি কেন সেই অমোঘ অস্ত্র ফিরে পেতে চেয়েছেন?
ক. শান্তির জন্য খ. সম্রাটের আদেশের
গ. যুদ্ধ থামাতে ঘ. স্মৃতিবিজড়িত বলে

১৮. 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার কোন পদে কবি আহসান হাবীব যোগ দেন?
ক. সাহিত্য সম্পাদক খ. দপ্তর সম্পাদক
গ. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ঘ. সংস্কৃতি সম্পাদক

১৯. নিচের কোনটি আহসান হাবীবের কাব্যগ্রন্থ?
ক. ছায়া হরিণ খ. সাঁঝের মায়া
গ. সোনালী কাবিন ঘ. উপমহাদেশ

২০. 'নক্ষত্রখচিত আকাশ'- প্রতীকাশ্রয়ী শব্দটিতে গূঢ়ার্থ কী?
ক. তারকাশোভিত আকাশ খ. জোৎস্না রাত
গ. উন্নত সভ্যতা ঘ. চাঁদহীন আকাশ

২১. 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো' গ্রন্থের লেখক কে?
ক. শামসুর রাহমান খ. সুফিয়া কামাল
গ. আল মাহমুদ ঘ. আহসান হাবীব

২২. "লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু-বিকৃত"-চরণের সাথে যৌক্তিক সম্বন্ধ রয়েছে?
ক. নাগাসাকি খ. ফেজ গ. কুইবেক ঘ. আমস্টারডাম

২৩. কবি আহসান হাবীবের মতে অনেকেই মানবতা শূন্য হয়ে পড়েন কেন?
ক. স্বার্থপরতার জন্য খ. বিচক্ষণতার অভাবে
গ. ভালোবাসার জন্য ঘ. অজ্ঞতার কারণে

২৪. কেন ভালোবাসার অস্ত্র পৃথিবীর বুকে ব্যাপ্ত করতে হবে?
ক. শান্তি প্রতিষ্ঠায় খ. পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরিতে
গ. সমঝোতা করতে ঘ. যুদ্ধ হ্রাস করতে

২৫. ভালোবাসার অস্ত্র মানুষকে কী করে?
ক. বিচ্ছিন্ন খ. বিধ্বস্ত
গ. একনিষ্ঠ ঘ. সমবেত

২৬. কোন যুদ্ধে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ঘটে যায় জঘন্যতম নৃশংসতা?
ক. ট্রাফালগার যুদ্ধ খ. শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ
গ. প্রথম যুদ্ধ ঘ. দ্বিতীয় যুদ্ধ

২৭. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় 'অস্ত্র' শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ কোনটি?
ক. বন্দুক খ. হিংসা-বিদ্বেষ
গ. প্রেম-ভালোবাসা ঘ. ধারালো ছুরি

২৮. "আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও"- চরণটির মর্মার্থ হলো-
ক. অস্ত্র ব্যবসার প্রসার খ. অস্ত্র ব্যবহারের কৌশল
গ. অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া ঘ. সৌহার্দপূর্ণ মানবিক সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা

২৯. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় শেষে কী ব্যক্ত হয়েছে?
ক. হতাশা খ. ভালোবাসার জাগরণ
গ. বিচ্ছিন্নতা ঘ. ভালোবাসার প্রতি বিরূপ মনোভাব

৩০. জয়ের নিয়ন্তা হিসেবে 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কাকে চিহ্নিত করা হয়েছে?
ক. কবিকে খ. সংগ্রামকে
গ. ভালোবাসাকে ঘ. সুখকে

৩১. কখন 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকাটির নাম 'দৈনিক বাংলা' দেওয়া হয়?
ক. বঙ্গভঙ্গের সময় খ. স্বাধীনতার সময়
গ. স্বাধীনতা লাভের সময় ঘ. স্বাধীনতা লাভের পর

৩২. 'সেই অস্ত্র' কবিতায় কোন প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে?
ক. ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি খ. মানবপ্রেমের প্রতিশ্রুতি
গ. আগুন জ্বালানোর প্রতিশ্রুতি ঘ. সুন্দর পৃথিবীর প্রতিশ্রুতি

৩৩. সমাসনিষ্পন্ন নক্ষত্রখচিত শব্দটির ঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক. নক্ষত্রের ন্যায় খচিত খ. নক্ষত্র ও খচিত
গ. নক্ষত্র দ্বারা খচিত ঘ. যা নক্ষত্র তাই খচিত

৩৪. 'আমাদের চেতনাজুড়ে তারা করবে না আর্তনাদ ।' চরণটির মর্মার্থ কী?
ক. শোষিত-নির্যাতিতের যন্ত্রণা থামবে খ. সকলে প্রাণ হারাবে
গ. শোষকের অত্যাচারে মুখ বুজে সহ্য করবে ঘ. শোষিতেরা নিরস্ত্র হয়ে যাবে

৩৫. আহসান হাবীব ছিলেন কী ধরনের শিল্পী?
ক. প্রকৃতিপ্রেমী খ. মানবদরদি
গ. স্বদেশপ্রেমী ঘ. উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.খ	৩৪.ক	৩৩.গ	৩২.খ	৩১.ঘ	৩০.গ	২৯.খ	২৮.ঘ	২৭.গ
২৬.ঘ	২৫.ঘ	২৪.ক	২৩.ক	২২.ক	২১.ঘ	২০.গ	১৯.ক	১৮.ক
১৭.ক	১৬.খ	১৫.ক	১৪.গ	১৩.খ	১২.খ	১১.গ	১০.খ	০৯.গ
০৮.খ	০৭.গ	০৬.ঘ	০৫.ঘ	০৪.খ	০৩.গ	০২.ক	০১.ঘ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আঠারো বছর বয়স

সুকান্ত ভট্টাচার্য

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়-
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার
ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।

তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়-
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে॥

শব্দার্থ ও টীকা

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ	এ বয়স মানবজীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়। টকৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে মানুষ এ বয়সে। অন্যদের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিতে হয় তাকে। এদিন থেকে তাকে এক কঠিন সময়ের দুঃসহ অবস্থায় পড়তে হয়।
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি	অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি এ বয়সেই মানুষ নিয়ে থাকে।
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি	নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ এ বয়সের তরুণদের মনকে ঘিরে ধরে।
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা	দুর্বিনীত যৌবনে পদার্পণ করে বলে, এ বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয়। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায় স্বাধীনভাবে। শৈশব-কৈশোরের পরনির্ভরতার দিনগুলোতে যে কান্না ছিল এ বয়সের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তাকে সচেতনভাবে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়।
এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য	দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে এ বয়সের মানুষই এগিয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্ত বিপদ মোকাবেলায়। তাই এ বয়স সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য রক্তমূল্য দিতে জানে।
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে	তারুণ্য স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের, নব নব অগ্রগতি সাধনের। তাই সেইসব স্বপ্ন বাস্তবায়নের, নিত্য-নতুন করণীয় সম্পাদনের জন্য নব নব শপথে বলীয়ান হয়ে সে এগিয়ে যায় দৃঢ় পদক্ষেপে।
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা	চারপাশের অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন, সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ ইত্যাদি দেখে প্রাণবন্ত তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর	অনুভূতির তীব্রতা ও সুগভীর সংবেদনশীলতা এ বয়সের মানুষের জীবনে বিশেষ প্রকট হয়ে দেখা দেয় এবং মনোজগতে তার প্রতিক্রিয়া হয় গভীর।
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা	এই বয়সেই তরুণেরা ভালোমন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ, ভাবধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে।
দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার	জীবনের এই সন্ধিক্ষণে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা জটিলতাকে অতিক্রম করতে হয়। এই সময় সচেতন ও সচেষ্টভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে পদস্খলন হতে পারে। জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে	সচেতন ও সচেষ্ট হয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জীবন পরিচালনা করতে না পারায় অজস্র ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস এ বয়সের নেতিবাচক কালো অধ্যায় হয়ে আছে।
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে	এ বয়স দেহ ও মনের স্থবিরতা, নিশ্চলতা, জরাজীর্ণতাকে অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে। প্রগতি ও অগ্রগতির পথে নিরন্তর ধাবমানতাই এ বয়সের বৈশিষ্ট্য।
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে	আঠারো বছর বয়স বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। জড় নিশ্চ... প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন, কল্যা... ও সেবাব্রত, উদ্দীপনা, সাহসিকতা, চলার দুর্বার গতি- এসব... আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য। কবি প্রার্থনা করেন, এসব বৈশি... যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

কবি পরিচিতি

কবি	সুকান্ত ভট্টাচার্য
জন্ম পরিচয়	১৫ আগস্ট ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ, (৩০ শ্রাবণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ); কালীঘা... কলকাতা। পৈতৃক নিবাস : কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ। পিতা : নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য। মাতা : সুনীতি দেবী।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : ম্যাট্রিক (১৩৫২), অকৃতকার্য, বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কু...
কর্মজীবন	ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। দৈনিক 'স্বাধীনতা'... কিশোর সভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সম্পাদক।
বিশেষ কৃতিত্ব	তাঁর কবিতায় অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিব... পাঠকদেরকে সচকিত করে তোলে। গণমানুষের প্রতি গভীর মমত্ব... প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়।
জীবনাবসান	১৩ মে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ (২৯ বৈশাখ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ)।
সাহিত্যকর্ম	
কাব্য	ছাড়পত্র (১৯৪৮), ঘুম নেই, পূর্বাভাস, অভিযান, হরতাল, গীতিগুচ্ছ। আকাল (১৩৫১): ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে 'আকাল' কাব্য সংকলন সম্পাদনা করেন।

ছন্দে ছন্দে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ

হরতালের মিঠেকড়া অভিযানের পূর্বাভাসের ছাড়পত্র পেয়ে ঘুম নেই সুকান্তের চোখে।

কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বলা হয় - **কিশোর কবি**।
- তাঁর কবিতায় যে দিকটি বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পায় - **শোষিত মানুষের জীবন, যা... বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের হুঙ্কার**।
- সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত কাব্য সংকলনটির নাম - **আকাল (সুকান্তের জীবিতাব... প্রকাশিত একমাত্র গ্রন্থ)**।
- পঞ্চাশের মন্বন্তর উপলক্ষ করে তিনি যে সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেন – **আকাল**
- সুকান্ত ভট্টাচার্য মারা যান – ২০ বৎসর ৯ মাস বয়সে যক্ষ্মা রোগে।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস** : সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকা... তাঁর 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। মাত্র একুশ বছর বয়সে মৃত্যু হয়ে... সুকান্তের। ধারণা করা হয়, আঠারো বছর বয়সে পদার্পণের আগেই কিংবা আঠা... বছর বয়সে কবি এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন।
- **প্রথম চরণ**– আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ।
- **শেষ চরণ**– এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।
- **মোট চরণ** : বত্রিশটি।
- **ছন্দ** : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতি চরণে পর্ব তিনটি...

ভাষা অনুশীলন

- **সন্ধিতে বিসর্গ স্থলে রেফ** :
  দুঃ উপসর্গের পর স, শ থাকলে সন্ধিবদ্ধ শব্দে বিসর্গ বজায় থাকে। কিন্তু ব বা... থাকলে বিসর্গের বদলে রেফ (র্) হবে। যেমন :

দুঃ + সহ	=	দুঃসহ, এ রকম– দুঃসংবাদ, দুঃসময়।
দুঃ + সাহস	=	দুঃসাহস, এ রকম– দুঃসংবাদ, দুঃসময়।
দুঃ + বার	=	দুর্বার, এ রকম– দুর্বিনীত, দুর্বিষহ।
দুঃ + যোগ	=	দুর্যোগ, এ রকম– দুর্ভোগ, দুর্মর।

- **ব্যুৎপত্তি নির্দেশ**

বছর < বৎসর ঝড় < ঝঞ্ঝা মাথা < মস্তক
সঁপা < সমর্পণ নতুন < নূতন

- **উচ্চারণ নির্দেশ**

দুঃসাহস (দুশ্‌শাহোশ্) বছর (বছোর্)
দুঃসহ (দুশ্‌শহো) বয়স (বয়োশ্)
শূন্য (শুন্‌নো) ক্ষত- বিক্ষত (খতো-বিক্‌খতো)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

শপথ (শপোথ্)	লক্ষ (লোক্খো)
অসহ্য (অশোজ্ঝো)	জয়ধ্বনি (জয়োদ্ধোনি)
তীব্র (তিব্ব্রো)	সংশয় (সঙ্শয়্)
প্রখর (প্রোখর্)	দীর্ঘশ্বাস (দির্ঘোশ্শাশ্)

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।
- এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়।
- এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
- প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য।
- আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার।
- ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।
- বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী।
- বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা' –কিসের যন্ত্রণা?– **সামাজিক অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন দেখে প্রাণবন্ত তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।**

প্র : 'দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার' –এর পরের লাইন কী?– **'ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।'**

প্র : 'এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর' –এর পরের লাইন কী?– **'এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।'**

প্র : 'আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়' –এর পরের লাইন কী?– **'পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা'।**

প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য - **যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি।**

প্র : 'এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি' বলেছেন – **কবি সুকান্ত।**

প্র : 'বয়স' ব্যবহৃত হয়েছে– **উনিশ বার।**

প্র : 'আঠারো' ব্যবহৃত হয়েছে– **নয় বার।**

প্র : 'এ বয়স' ব্যবহৃত হয়েছে– **বারো বার।**

প্র : 'আঠারো বছর' ব্যবহৃত হয়েছে– **সাত বার।**

প্র : 'আঠারো বছর বয়স' ব্যবহৃত হয়েছে– **সাতবার।**

প্র : কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ধারণা সব অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ করে কোন বয়স?– **১৮ বছর বয়স।**

প্র : 'প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য' –পঙ্ক্তিটির রচয়িতা।– **সুকান্ত ভট্টাচার্য।**

প্র : সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবিত অবস্থায় বের হওয়া একমাত্র গ্রন্থ কোনটি?– **আকাল।**

প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির মূল বৈশিষ্ট্য কী?– **দুর্বার সাহস ও যৌবনের উদ্দীপনা।**

প্র : আঠারো বছর বয়সে কী উঁকি দেয়?– **দুঃসাহস।**

প্র : আঠারো কিসের প্রতীক?– **যৌবনের, প্রতিবাদের, আত্মপ্রত্যয়ের।**

প্র : সুকান্ত কোন সময়ের কবি?– **নজরুল-রবীন্দ্র উত্তর যুগের।**

প্র : সুকান্তের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?– **ছাড়পত্র।**

প্র : আঠারো বছর বয়স লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে কী হয়?– **কালো।**

প্র : দুঃসাহসী হওয়ার সূচনা কত বছর বয়সে শুরু হয়?– **আঠারো বছরে।**

প্র : ভীরু ও কাপুরুষ হবার বয়স নয় কোনটি?– **আঠারো বছর।**

প্র : বেদনায় থরো থরো কাঁপে কোন বয়স?– **আঠারো বছর।**

প্র : স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি নিতে হয় কোন বয়সে?– **আঠারো বছর।**

প্র : বাংলা কাব্য জগতে স্বল্পস্থায়ী কোন কবি?– **সুকান্ত ভট্টাচার্য।**

প্র : আঠারো বছর বয়স কিসের বেগে চলে?– **বাষ্পের বেগে।**

প্র : কবি এদেশের জন্য কী প্রার্থনা করেছেন?– **আঠারো বছর বয়স।**

প্র : আঠারো বছর বয়সকে কী বলা হয়?– **দুঃসহ।**

প্র : আঠারো বছর বয়স পথে প্রান্তরে কী ছোটায়– **তুফান।**

প্র : 'আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা'–কেন?– **কারণ এ বয়সে মানুষ হয় আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মনির্ভরশীল।**

প্র : 'এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা'-কোন বয়সে?– **১৮ বছর।**

প্র : 'আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ' এর কারণ কী?– **এ বয়সটা মানব জীবনের উত্তরণের কাল।**

প্র : আঠারো বছর বয়স কী নয়?– **মাথা নোয়াবার নয়।**

প্র : 'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'-কেন?– **কল্যাণের জন্য।**

প্র : মানুষ কখন সাহসী হয়ে ওঠে?– **যৌবনের শুরুতে।**

প্র : নজরুলের ধারায় সুকান্ত কী ধরনের কবি ছিলেন?– **বিদ্রোহী কবি।**

প্র : অল্প বয়সে কবি সুকান্ত কোন জাতীয় কবি হিসেবে পরিচিত হন?– **বামপন্থী কবি হিসেবে।**

প্র : আঠারো বছর বয়স আত্মাকে সঁপে-কীসের কোলাহলে?– **শপথের।**

প্র : কবি এদেশের বুকে কী নেমে আসার কথা বলেছেন?– **আঠারো বছর বয়স।**

প্র : আঠারো বছর বয়সে অবিশ্রান্ত রূপে কী আসে?– **আঘাত।**

প্র : কবির কাছে আঠারো বছরে ছুটে চলাকে কী মনে হয়েছে?– **বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো।**

প্র : 'সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে'– চরণটি কোন কবিতার?– **আঠারো বছর বয়স।**

প্র : 'এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়' এর পরবর্তী চরণ কী?– **'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'।**

প্র : 'তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি' পরের পঙ্ক্তি কী?– **'এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে।**

প্র : 'পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান'– পঙ্ক্তিটি কোন কবিতার?– **আঠারো বছর বয়স।**

প্র : 'এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে' পরবর্তী চরণটি কী?– **'এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো'।**

প্র : সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয় কত বছর বয়সে?– **২১ বছর বয়সে (কলকাতায়)।**

প্র : কত বছর বয়স দুঃসহ?– **আঠারো বছর বয়স।**

প্র : কোন বয়স জানে না কাঁদা?– **আঠারো বছর বয়স।**

প্র : 'এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য' পরের চরণ কী?– **বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে।**

প্র : 'দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার' –কোন কবিতার অংশ?– **আঠারো বছর বয়স।**

প্র : আঠারো বছর বয়স লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে কী রং হয়?– **কালো।**

প্র : 'প্রাণ দেওয়া নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য' কোন কবিতার অংশ?– **আঠারো বছর বয়স।**

প্র : এ বয়স কাঁপে-- শূন্যস্থানে কী বসবে?– **বেদনায় থরোথরো।**

প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?– **ছাড়পত্র।**

প্র : কয়টি স্তবকের সমন্বয়ে আঠারো বছর বয়স কবিতাটি রচিত?– **আটটি।**

প্র : 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা'- পঙ্ক্তিটির লেখক কে?– **সুকান্ত ভট্টাচার্য।**

প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার শেষ চরণ কী?– **'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'**

প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা কত?– **১৪**

প্র : বিপদের মুখে আঠারো বছর বয়সের প্রকৃতি কেমন?– **অগ্রণী।**

প্র : দুঃসাহস, অসহ্য, ক্ষত-বিক্ষত, জয়ধ্বনি- শব্দগুলোর উচ্চারণ লেখ– **দুশ্শাহোশ, অশোজ্ঝো, খতো-বিক্খতো, জয়োদ্ধোনি।**

প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার চরণে মাত্রা বিন্যাসের ধরন কী?– **৬ + ৬ + ২।**

প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার লাইন সংখ্যা কয়টি?– **৩২টি।**

প্র : কবিতায় পঞ্চম স্তবকে লাইন সংখ্যা কয়টি?– **৪টি।**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. **'আঠারো বছর বয়স' কবিতার লেখকের নাম কী?** [ঘ ০০-০১; চবি ঙ ০৭-০৮; বেরোবি খ ১১-১২; রাবি I ১৭-১৮]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. আবুল হোসেন

০২. **'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?** [ঙ ০৩-০৪, গ ০৬-০৭; জাককানবি ক ১৬-১৭; বেরোবি গ ১৬-১৭; রাবি গ ০৭-০৮, ক ১৫-১৬; চবি ক ১৬-১৭; জাককানইবি C ১৭-১৮; বশেমুরবিপ্রবি E ১৭-১৮]
ক. অক্ষরবৃত্তে খ. মাত্রাবৃত্তে গ. স্বরবৃত্তে ঘ. অমিত্রাক্ষর ছন্দে

০৩. **'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির স্তবক সংখ্যা-** [খ ০৩-০৪, ক ০৭-০৮; জাককানবি ক ১৬-১৭]
ক. ছয় খ. আট গ. দশ ঘ. বারো

০৪. **আঠারো বছর বয়স পাথর বাধা ভাঙতে চায়-** [খ ০৭-০৮]
ক. হাত দিয়ে খ. হাতুড়ি দিয়ে গ. চরণাঘাতে ঘ. লগুড়াঘাতে

০৫. **স্টিমারের প্রসঙ্গ এসেছে কোন কবিতায়?** [ক ১০-১১]
ক. পাঞ্জেরি খ. কবর গ. জীবন-বন্দনা ঘ. আঠারো বছর বয়স

০৬. **'সঁপা' শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি? (বাতিল : গ ১১-১২, খ ১১-১২)**
ক. সর্প খ. সাপ গ. সমর্থ ঘ. সমর্পণ ঙ. সামর্থ্য

০৭. **সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় পদাঘাতে কী ভাঙতে চেয়েছেন?** [ক ১১-১২]
ক. অট্টালিকা খ. শোষণের শৃঙ্খল গ. শিকল ঘ. পাথর

০৮. **আঠারো বছর বয়স বাঁচে–** [খ-১৩-১৪]
ক. বিপদের মুখে খ. দুর্যোগ আর ঝড়ে গ. শপথের কোলাহলে ঘ. লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে

০৯. **আঠারো বছর বয়সে কী নেই?** [ঘ ১৪-১৫]
ক. ভয় খ. নিরাশা গ. সংশয় ঘ. অবসাদ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

১০. **'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।' কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে কবি একথা বলেছেন?** [B ১৭-১৮]
ক. ইতিবাচক খ. দুঃসাহস গ. বয়স ঘ. তারুণ্য

১১. **বিপদের মুখে আঠারো বছর বয়স থাকে** [ঘ ০৫-০৬; ক ১৬-১৭]
ক. দুর্বার খ. ভয়ঙ্কর গ. অসহায় ঘ. অগ্রণী

১২. **'আঠারো বছর বয়স' হলো–** [খ ০৫-০৬]
ক. ভীরু খ. নির্ভয় গ. সংশয় ঘ. বিনয়ী

১৩. **'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।' এ চরণের 'আঠারো' বোঝায়–** [ক ০৭-০৮]
ক. ঔদ্ধত্য খ. প্রতিবাদ গ. জাগরণ ঘ. যৌবন

১৪. **'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কোন কালের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে? (ক ০৮-০৯)**
ক. শৈশবের খ. কৈশোরের গ. যৌবনের ঘ. বয়ঃসন্ধিকালের

১৫. **'এ বয়সে প্রাণ–' পঙ্ক্তির শূন্যস্থানে বসবে** [A Unit, ১৪-১৫]
ক. তীব্র ও খরতর খ. প্রখর ও ভয়ঙ্কর গ. তীব্র আর প্রখর ঘ. তীক্ষ্ণ আর প্রখর

০১.গ	০২.খ	০৩.খ	০৪.গ	০৫.ঘ	০৬.ঘ	০৭.ঘ	০৮.খ
০৯.ক	১০.ক	১১.ঘ	১২.খ	১৩.ঘ	১৪.ঘ	১৫.গ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১৬. সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন? [A ১৭-১৮; রাবি E ১৭-১৮]
ক. ১৯ খ. ২০ গ. ২১ ঘ. ২২

১৭. 'আঠারো বছর বয়স' কী জানে না? (গ,সেট ৫,৮ : ১১-১২)
ক. কাঁদা খ. নাচা গ. হাসা ঘ. বেদনা

১৮. নিচের কোনটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাহিত্যকর্ম নয়? (জার্নালিজম, সেট- ০৩, ১২-১৩)
ক. মিঠেকড়া খ. অভিযান গ. একমুঠো ঘ. ঘুম নেই

১৯. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন গুচ্ছের সব কয়টি গ্রন্থের রচয়িতা? [C, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া
খ. ছাড়পত্র, চোরাবালি, পূর্বাভাস, মিঠেছড়া
গ. ছাড়পত্র, দম নেই, পদাতিক, মিঠেকড়া
ঘ. ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাকাশ, প্রসন্ন প্রহর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২০. 'তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি' পরের চরণ কোনটি? [E ১৭-১৮]
ক. এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো খ. এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে
গ. এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে ঘ. এ বয়স তাই নেই কোনো সংশয়

২১. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [ক ০৭-০৮; ইবি চ ০৫-০৬; ক ১০-১২]
ক. অমীমাংসিত রমণী খ. ছাড়পত্র গ. বৈরী বৃষ্টিতে ঘ. সোনালি কাবিন

২২. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য রচনা করেন- [গ ০৭-০৮; জাককানবি ঙ ১৩-১৪]
ক. হরতাল খ. ধর্মঘট গ. কর্মবিরতি ঘ. ঘেরাও

২৩. সুকান্ত ভট্টাচার্য-এর লেখা কোনটি? [খ ০৭-০৮]
ক. হৈমন্তী খ. হাজার বছর ধরে গ. পাতালে হাসপাতালে ঘ. ছাড়পত্র

২৪. 'দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার'- কোন কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে? (০৮-০৯)
ক. পাণ্ডেরি খ. জীবন-বন্দনা গ. আঠারো বছর বয়স ঘ. বাংলাদেশ

২৫. 'এ বয়স জানে রক্ত দানের পুণ্য'- পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা- (০৮-০৯)
ক. নজরুল খ. সুনীল গ. সুকান্ত ঘ. নির্মলেন্দু গুণ

২৬. প্রতিভাবান কবি সুকান্তের মৃত্যু হয়- [E -১৩-১৪; A-১৫-১৬; চবি ঘ ০৯-১০; খ ০৯-১০; জাককানইবি ক ১৩-১৪; চবি খ ১৩-১৪, B1 ১২-১৩, C3 ১৩-১৪]
ক. আঠারো বছর বয়সে খ. উনিশ বছর বয়সে
গ. বিশ বছর বয়সে ঘ. একুশ বছর বয়সে

২৭. 'এই বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি' পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে? [E -১৩-১৪]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য

২৮. সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন- [B, Even, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদী কবি খ. সাম্যবাদী আদর্শের কবি
গ. বৈষ্ণবীয় আদর্শের কবি ঘ. নাগরিক আদর্শের কবি

২৯. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির মর্মকথা- [D, অবাণিজ্য, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. স্বদেশব্রত খ. যৌবনের হতাশা
গ. নির্ভয় ও সাহসের জয়ধ্বনি ঘ. ইচ্ছার আকুতি

৩০. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির মূলকথা কী? [F, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. হতাশা খ. বয়ঃক্রম গ. স্বপ্ন ঘ. সাহস দেখাবার শক্তি

৩১. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় পদাঘাতে কী ভাঙতে চাওয়া হয়েছে? [A-১৫-১৬]
ক. বাধার পাথর খ. অট্টালিকা গ. শোষণের শৃঙ্খল ঘ. শোষকের মসনদ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩২. 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'-কার রচনা? [ছ ০৬-০৭; ঙ ১২-১৩]
ক. সিকান্দার আবু জাফর খ. হাসান হাফিজুর রহমান গ. জীবনানন্দ দাশ
ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঙ. মীর মশাররফ হোসেন

৩৩. সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস কোথায়? [F_1, সেট ১ : ১৪-১৫; B1 ১৬-১৭]
ক. মাদারীপুর খ. ফরিদপুর গ. বরিশাল ঘ. গোপালগঞ্জ ঙ. যশোর

৩৪. সুকান্তের কবিতায় ভাব অনুসারে আঠারো বছর বয়সে কী উক্তি দেয়? [গ-১৫-১৬]
ক. বিরাট দুঃসাহ খ. স্বপ্ন-বিভোরতা গ. যৌবন-উন্মাদনা ঘ. সৃষ্টি-আকাঙ্ক্ষা

৩৫. কোন পঙ্‌ক্তিটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় নেই? [C1 ১৬-১৭]
ক. আঠারো বছর বয়স দুর্নিবার খ. আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর
গ. আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে ঘ. আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
ঙ. আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ

৩৬. 'আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা'- কবি কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? [D3 ১৬-১৭]
ক. শক্তিমত্তা খ. দুঃসাহস গ. কর্মপ্রাণতা ঘ. আত্মপ্রত্যয়

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩৭. নিচের কোনটি ঠিক? [D ১৭-১৮]
ক. '১৮ বছর বয়স' খ. 'আঠারো বছর বয়স'
গ. আঠার বছর বয়স ঘ. কোনোটিই ঠিক নয়

৩৮. 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘে'র পক্ষে সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী? [AL ১৭-১৮; ঢাবি ঘ ১৩-১৪; জবি খ ১২-১৩; ইবি গ ১৬-১৭; পাবি C ১৭-১৮]
ক. পূর্বাভাস খ. অভিযান গ. আকাল ঘ. হরতাল

৩৯. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো' অর্থ [ক-১৫-১৬]
ক. ঔদ্ধত্য খ. প্রতিবাদ গ. জাগরণ ঘ. যৌবন

৪০. বাংলা সাহিত্যে 'কিশোর কবি' : [ক ১৬-১৭]
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. আবুল হাসান
গ. রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. আল মাহমুদ

৪১. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি প্রকাশিত হয় : [ক ১৬-১৭; A ১৭-১৮]
ক. ১৯৪৮ সালে খ. ১৯৪৯ সালে গ. ১৯৫০ সালে ঘ. ১৯৫৮ সালে

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৪২. আঠারো বছর বয়সের তরুণের প্রাণ কেমন? [A ১৭-১৮; জবি ক ১৫-১৬]
ক. তীব্র আর প্রখর খ. অভিজ্ঞতাসম্পন্ন
গ. বিদ্রোহী ও প্রতিবাদী ঘ. অসামাজিকতায় পূর্ণ

৪৩. আঠারো বছর বয়সের তরুণেরা কেমন বেগে চলে? [A ১৭-১৮]
ক. হাওয়ার বেগে খ. ঝড়ের বেগে গ. বাষ্পের বেগে ঘ. ট্রেনের বেগে

৪৪. 'ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা? [B ১৭-১৮; ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ ১৭-১৮]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৪৫. সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার প্রধান বিষয় কোনগুলি? [A-১৫-১৬]
ক. প্রেম ও প্রকৃতি খ. বিষণ্ণতা ও ক্লান্তি
গ. নিঃসঙ্গতা ও সৌন্দর্য পিপাসা ঘ. সামাজিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৪৬. সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [C ১৭-১৮]
ক. বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় খ. আর্ত শব্দাবলী
গ. বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা ঘ. পূর্বাভাস

৪৭. কবি সুকান্তের ধারণায় সব অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ করে কোন বয়স? [ছ ০৪-০৫]
ক. ১৬ বছর খ. ১৮ বছর গ. ২০ বছর ঘ. ২২ বছর

৪৮. ত্রিশের কবি নন- [খ ০৫-০৬]
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. জীবনানন্দ দাশ গ. অমিয় চক্রবর্তী ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য

৪৯. 'জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়' কবিতাংশটি কার লেখা? [খ ০৭-০৮; কুবি খ ১৬-১৭]
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ঘ. জীবনানন্দ দাশ

৫০. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটিতে কয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে? [খ ১১-১২]
ক. ৫ মাত্রার খ. ৬ মাত্রার গ. ৭ মাত্রার ঘ. ৮ মাত্রার

৫১. কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের কবি, সুকান্ত ভট্টাচার্য কিশোর কবি- উভয়ের মধ্যে মিল- [B -১৩-১৪]
ক. কাব্যাদর্শে খ. শ্রেণি চেতনায় গ. প্রতিভার ব্যাপ্তিতে ঘ. কোনোটিই নয়

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৫২. 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য' - কী? [D,সেট-1 : ১৪-১৫]
ক. বেদনা খ. দুঃখ গ. ব্যথা ঘ. যন্ত্রণা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

৫৩. 'হরতাল'-সুকান্ত ভট্টাচার্যের কী জাতীয় রচনা? [A -১৩-১৪]
ক. নাটক খ. কাব্য গ. উপন্যাস ঘ. গল্প

৫৪. সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ নয় কোনটি? [B-১৫-১৬]
ক. সারাদুপুর খ. ঘুম নেই গ. পূর্বাভাস ঘ. ছাড়পত্র

১৬.গ	১৭.ক	১৮.গ	১৯.ক	২০.গ	২১.খ	২২.ক	২৩.ঘ	২৪.গ	২৫.গ
২৬.ঘ	২৭.ঘ	২৮.খ	২৯.গ	৩০.ঘ	৩১.ক	৩২.ঘ	৩৩.ঘ	৩৪.ঘ	৩৫.ক
৩৬.ঘ	৩৭.খ	৩৮.গ	৩৯.ঘ	৪০.ক	৪১.ক	৪২.ক	৪৩.গ	৪৪.খ	৪৫.ঘ
৪৬.ঘ	৪৭.খ	৪৮.ঘ	৪৯.খ	৫০.খ	৫১.খ	৫২.ঘ	৫৩.খ	৫৪.ক	

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৫৫. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো' শব্দটি কয়বার উচ্চারিত হয়েছে? [ঘ ১৪-১৫]
ক. ছয়বার খ. নয়বার গ. দশবার ঘ. আঠারোবার

৫৬. নিচের কোন চরণে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার ইতিবাচক বক্তব্যের প্রকাশ ঘটেছে? [C ১৬-১৭]
ক. তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা খ. দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখার ভার
গ. এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য ঘ. ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ

৫৫.খ	৫৬.গ

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. ছোটবেলা থেকেই সুকান্ত কোন বিষয়ে সচেতন ছিলেন?
ক. রাজনীতি খ. অর্থনীতি গ. ধর্ম ঘ. সাহিত্য

০২. মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
ক. দৈনিক আকাল খ. দৈনিক বাংলা গ. দৈনিক স্বাধীনতা ঘ. দৈনিক মুক্তি

০৩. সুকান্ত ভট্টাচার্যের মায়ের নাম কী?
ক. সুরোলা দেবী খ. সুনীতি দেবী গ. কুসুমকুমারী ঘ. সুরবালা দেবী

০৪. সুকান্ত ভট্টাচার্য দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকার কোন অংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন?
ক. কিশোর সভা অংশ খ. শিশু সভা অংশ
গ. রাজনীতি অংশ ঘ. সাহিত্য অংশ

০৫. বাংলা সাহিত্যের ফ্যাসিবিরোধী লেখক হিসেবে পরিচিত কে?
ক. আহসান হাবীব খ. অমিয় চক্রবর্তী গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. বুদ্ধদেব বসু

০৬. 'এ বয়স কালো লম্ফ দীর্ঘশ্বাসে'-এ পঙ্‌ক্তি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. ভীতির বার্তা খ. প্রাণ বিসর্জন গ. ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ঘ. জীবনের ঝুঁকি

০৭. মানবজীবনের উত্তরণকালীন পর্যায় আসে কত বছর বয়সে?
ক. ১৬ খ. ১৮ গ. ২০ ঘ. ২১

০৮. আঠারো বছর বয়সের তরুণেরা পাথর বাধা কিভাবে ভাঙতে চায়?
ক. হস্তাঘাতে খ. পদাঘাতে গ. অস্ত্র দ্বারা ঘ. বুদ্ধি দ্বারা

০৯. কাঁদতে জানে না কোন বয়সের তরুণেরা?
ক. ১৬ খ. ১৮ গ. ২০ ঘ. ২১

১০. কবি সুকান্ত আঠারোকে কালো অধ্যায়ের দীর্ঘশ্বাসকে উপেক্ষা করে কি দিতে শুনেছে?
ক. হুঙ্কার খ. জয়ধ্বনি গ. ঝংকার ঘ. চিৎকার

১১. কোন বয়সের মানুষ দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য সবচেয়ে অগ্রগামী?
ক. ১৭ খ. ১৮ গ. ২০ ঘ. ২১

১২. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে নিচের কোন কবির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. জসীমউদ্‌দীন
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. আহসান হাবীব

১৩. সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন-
ক. সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে খ. বিদ্রোহের পক্ষে
গ. বিপ্লব ও মুক্তির পক্ষে ঘ. উগ্র জঙ্গিবাদের পক্ষে

১৪. সুকান্ত ভট্টাচার্য কী দেখে অত্যন্ত আলোড়িত হয়েছিলেন?
ক. বাংলার প্রকৃতি খ. বাঙালির বিদ্রোহ
গ. বাংলা ঐতিহ্য ঘ. মহাযুদ্ধের ধ্বংস ও তাণ্ডবলীলা

১৫. আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর কেন?
ক. বিপথগামী বলে খ. কানে মন্ত্রণা আসে বলে
গ. দুঃসহ বলে ঘ. মন্ত্রণা সহ্য করতে হয় বলে

১৬. আঠারো বছর বয়স যেমন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার সময় তেমনি তা খুব সহজেই থেমে যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিচের কোনটি গ্রহণযোগ্য?
ক. পড়ালেখা না করা খ. বেশি বেশি খেলাধুলা করা
গ. সদুপদেশ গ্রহণ করা ঘ. মাদকাসক্ত হওয়া

১৭. আঠারো বছর বয়সে মানুষ কিসের ঝুঁকি নিয়ে থাকে?
ক. জীবিকা নির্বাহের খ. স্বাধীন সিদ্ধান্তের গ. স্বাধীনভাবে চলার ঘ. মুক্তিসংগ্রামের

১৮. আঠারো বছর বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয় কেন?
ক. বুদ্ধিমান থাকে বলে খ. দুর্বিনীত যৌবনে পদার্পণ করে বলে
গ. এ বয়সে মানুষ কিশোর থাকে বলে ঘ. বিদ্রোহী হয় বলে

১৯. নব নব অগ্রগতি সাধনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের তরুণদেরকে কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে?
ক. সমষ্টিগতভাবে খ. এককভাবে গ. দৃঢ় পদক্ষেপ ঘ. নমনীয়ভাবে

২০. আঠারো বছর বয়সে সচেতন ও সচেষ্টভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে কী হতে পারে?
ক. অশিক্ষিত খ. দরিদ্র গ. অসামাজিক ঘ. পদস্খলন

২১. কবি আঠারো বছর বয়সকে আহ্বান জানিয়েছেন কেন?
ক. জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি বলে খ. দুঃসাহসী বলে
গ. গম্ভীর বলে ঘ. অসহায় বলে

২২. অদম্য এ বয়সের আছে সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার-
ক. সকল হাতিয়ার খ. প্রয়োজনীয় পেশিশক্তি
গ. প্রয়োজনীয় অর্থ ঘ. অদম্য প্রাণশক্তি

২৩. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়-
ক. কাব্যাদর্শে খ. সাহিত্যাদর্শে গ. পেশায় ঘ. জীবনাদর্শে

২৪. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কী প্রকাশিত হয়েছে?
ক. শুভ ও অশুভর দ্বন্দ্ব খ. সময়ের প্রতিচ্ছবি
গ. তারুণ্যের অমিত সম্ভাবনা ঘ. শোষণ-বঞ্চনার বিদ্রোহ

২৫. আঠারো বছর বয়সে দুঃসাহসেরা উঁকি দেয় কেন?
ক. এ বয়স বাধাহীন বলে খ. কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে বলে
গ. দুঃখবোধ করে বলে ঘ. এ বয়স অবাধ্য বলে

২৬. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তরুণদের তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. জগতের অন্যায়-অত্যাচার দেখে খ. অনুভূতির তীব্রতার কারণে
গ. বয়স কম বলে ঘ. আবেগপ্রবণ বলে

২৭. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার প্রথম স্তবকে কী প্রকাশিত হয়েছে?
ক. তারুণ্যের ভয়াবহ রূপ খ. তারুণ্যের মাতৃরূপ
গ. তারুণ্যের শক্তিময়তা ঘ. তারুণ্যের অসহায়ত্ব

২৮. তরুণরা আত্মাকে কার কাছে সমর্পণ করে?
ক. কবির কাছে খ. ঝড়ের কাছে গ. সত্যের কাছে ঘ. শপথের কোলাহলে

২৯. আঠারো বছর বয়স স্পর্ধায় কীসের ঝুঁকি নেয়?
ক. সমুদ্র পাড়ি দেবার খ. মহাশূন্যে যাত্রায় গ. মাথা তোলবার ঘ. রাজনীতি করার

৩০. আঠারো বছর বয়সে কানে কী আসে?
ক. গুজব খ. মন্ত্রণা গ. সত্যের বাণী ঘ. ভক্তির বাণী

৩১. আঠারো বছর বয়সে কী ক্ষতবিক্ষত হয়?
ক. বুক খ. চরিত্র গ. প্রাণ ঘ. সারা দেহ

৩২. আঠারো বছর বয়সে কিসের ঝুলিটা শূন্য থাকে না?
ক. সাহসের খ. যাযাবরের গ. তরুণের ঘ. প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার

৩৩. কারা ভীরু, কাপুরুষ নয়?
ক. কর্মীরা খ. তরুণেরা গ. শিশুরা ঘ. বৃদ্ধরা

৩৪. কবি কোন দেশে আঠারো নেমে আসার কথা বলেছেন?
ক. এদেশে খ. স্বদেশে গ. ভীনদেশে ঘ. বিদেশে

৩৫. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সব কিছুর পরেও কার জয়ধ্বনি শুনতে পান?
ক. যৌবনের খ. আঠারোর গ. সত্যের ঘ. তরুণের

৩৬. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার প্রথম স্তবকে কী প্রকাশিত হয়েছে?
ক. তারুণ্যের দুঃসাহসী রূপ খ. তারুণ্যের অসহায়ত্ব
গ. তারুণ্যের মাতৃরূপ ঘ. তারুণ্যের শক্তিময়তা

৩৭. তারুণ্য স্বপ্ন দেখে কীসের?
ক. নতুন জীবনের খ. নতুন পৃথিবীর গ. আত্মার প্রশান্তি ঘ. শান্তির

৩৮. আঠারো বছর বয়সের নেতিবাচক দিক কোনটি?
ক. ভয় নেই খ. কাঁদতে জানে না গ. মাথা নোয়ায় না ঘ. পদস্খলন হতে পারে

৩৯. আঠারো বছর বয়সের ধর্ম কী?
ক. আত্মত্যাগ খ. ছুটে চলা
গ. ঘরকুনো হয়ে বসে থাকা ঘ. সাহসিকতা দেখানো

৪০. সহস্র প্রাণ ক্ষত বিক্ষত হয়-
ক. জীবনের লক্ষ্য ঠিক থাকে না বলে খ. সমাজের অনাচার প্রতিকারে অপারগ বলে
গ. অজস্র আঘাত প্রতিরোধে অক্ষম বলে ঘ. নেতিবাচক বিষয়ের প্রতি বেশি ঝোঁকে বলে

০১.ক	০২.গ	০৩.খ	০৪.ক	০৫.গ	০৬.গ	০৭.খ	০৮.খ	০৯.খ	১০.খ
১১.খ	১২.গ	১৩.গ	১৪.ঘ	১৫.খ	১৬.ঘ	১৭.গ	১৮.খ	১৯.গ	২০.ঘ
২১.ক	২২.ঘ	২৩.ক	২৪.ক	২৫.খ	২৬.ক	২৭.ক	২৮.ঘ	২৯.গ	৩০.খ
৩১.গ	৩২.ঘ	৩৩.খ	৩৪.ক	৩৫.খ	৩৬.ক	৩৭.ক	৩৮.ঘ	৩৯.ক	৪০.ক

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

SELF TEST

০১. 'স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি।' এ চরণে প্রকাশ পেয়েছে তারুণ্যের–
ক. আত্মনির্ভরতা খ. দৃঢ়তা গ. ঔদ্ধত্য ঘ. সাহসিকতা

০২. 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা'– এখানে যন্ত্রণাগুলো কী?
ক. অন্যায় খ. অত্যাচার গ. সামাজিক বৈষম্য ঘ. সবগুলো

০৩. ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন কোন কবি?
ক. আহসান হাবীব খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য গ. ফররুখ আহমদ ঘ. বিষ্ণু দে

০৪. সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যে কোন শ্রেণির মানুষের প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়?
ক. সংগ্রামী মানুষ খ. সুবিধাবঞ্চিত মানুষ গ. নির্যাতিত মানুষ ঘ. মৎস্যজীবী মানুষ

০৫. কবির মতে আঠারো বছর বয়স কিসে কালো?
ক. দীর্ঘশ্বাসে খ. যন্ত্রণায় গ. মন্ত্রণায় ঘ. হতাশায়

০৬. 'অজস্র আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও নিঃশেষিত হতে পারে সহস্র প্রাণ।'– নিঃশেষিত হতে পারে কীভাবে?
ক. অসহায়ত্ব খ. ব্যর্থতার যন্ত্রণায় গ. করুণ নিঃসঙ্গতায় ঘ. মূল্যহীন জীবন ভাবনায়

০৭. কোনটি আঠারো বছর বয়সের সঙ্গে মানায় না?
ক. সংগ্রাম খ. প্রতিবাদ গ. উচ্ছ্বাস ঘ. স্থবিরতা

০৮. প্রাণবন্ত তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে কেন?
ক. মৃত্যু দেখে খ. অত্যাচার-শোষণ দেখে গ. পরাজয় দেখে ঘ. হতাশ হয়ে

০৯. আঠারো বছর বয়সে কোনটি থাকে অফুরন্ত?
ক. জীবনের ঝুঁকি খ. প্রাণশক্তি গ. দুঃসাহস ঘ. বিস্তবৈভব

১০. সুকান্তের কৈশোরে কোন ঘটনা ছিল সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ?
ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা খ. ভারতছাড় আন্দোলন
গ. গান্ধীর অহিংস আন্দোলন ঘ. সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

১১. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির বিকল্প নাম দেওয়া যেতো–
ক. সাহসীরা খ. বয়ঃসন্ধিকাল
গ. জেগে উঠা তরুণেরা ঘ. বিদ্রোহের কাল

১২. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় উল্লিখিত তরুণদের দুটি দিক কী কী?
ক. ইতিবাচক-নেতিবাচক খ. ন্যায়-অন্যায়
গ. জয়-পরাজয় ঘ. ভালো-মন্দ

১৩. 'এ বয়স' কথাটি কবি কিসের জন্য বারবার ব্যবহার করেছেন?
ক. বক্তব্যকে জোরালো করার জন্য খ. বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্য
গ. অর্থপ্রাপ্তির জন্য ঘ. ছন্দ ঝঙ্কারের জন্য

১৪. আঠারো বছরের শ্রেষ্ঠ ইতিবাচক দিক কোনটি?
ক. আত্মনির্ভরশীল হওয়া খ. তারুণ্যশক্তির জয়গান করা
গ. আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া ঘ. আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া

১৫. 'আঠারো বছর বয়স' মূলত–
ক. প্রেমের কবিতা খ. বিপ্লবাত্মক কবিতা গ. জীবনের কবিতা ঘ. জাগরণমূলক কবিতা

১৬. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় প্রথম স্তবকে প্রকাশিত হয়েছে–
ক. তারুণ্যের অসহায়ত্ব খ. তারুণ্যের মানবতা
গ. তারুণ্যের শক্তিময়তা ঘ. তারুণ্যের ভয়াবহ রূপ

১৭. 'আঠারো বছর বয়সে' কবিতায় কবির প্রত্যাশা–
ক. তারুণ্য ও যৌবনশক্তি যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়
খ. তারুণ্যের অগ্রগতি
গ. তারুণ্যের নব নব শক্তির উন্মেষ
ঘ. আত্মবলে বলীয়ান

১৮. 'আঠারো বছর বয়সে কী উঁকি দেয়?
ক. তারুণ্য খ. শপথ গ. যৌবন ঘ. দুঃসাহস

১৯. সুকান্ত মূলত কোন ধরনের কবি?
ক. বিপ্লবের কবি খ. বিদ্রোহের কবি গ. শান্তির কবি ঘ. সাম্যের কবি

২০. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন যুগের তরুণ কবি?
ক. নজরুল-জীবনানন্দোত্তর যুগের খ. রবীন্দ্র-নজরুল উত্তর যুগের
গ. মাইকেল-রবীন্দ্রোত্তর যুগের ঘ. জীবননান্দ-শামসুর রাহমানোত্তর যুগের

২১. 'আঠারো বছর বয়স' কী দুঃসহ– কেন?
ক. এ বয়সে নানা জনে নানা কথা বলে।
খ. এ বয়সে অনেক বেশি সাহস দেখা যায় না।
গ. এ বয়সে বড় ধরনের শারীরিক মানসিক পরিবর্তন হয়।
ঘ. এ বয়সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ঝুঁকি নিতে হয়।

২২. জাতীয় জীবনে চালিকা শক্তি কে?
ক. বুদ্ধিজীবীরা খ. সংসদ সদস্যরা
গ. তারুণ্য ও যৌবন শক্তি ঘ. গণমাধ্যমের মানুষের অংশগ্রহণ

২৩. 'এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়' এর আগের চরণটি কী?
ক. পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাঁধা খ. আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
গ. আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা ঘ. আঠারো বছর বয়সে নেই ভয়

২৪. সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' এর মতে কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থ বিদ্রোহের উপাদান সমৃদ্ধ?
ক. দোলন চাঁপা খ. চক্রবাক গ. অগ্নিবীণা ঘ. সিন্ধুহিন্দোল

২৫. 'এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে' এ উক্তিটির ভাবার্থ কী?
ক. বিপর্যয় ও ঝুঁকির মধ্যেও বাঁচার প্রেরণা পায়
খ. দুর্যোগে এ বয়স ভেঙে পড়ে
গ. চরম সুখ ও শান্তিতে বাঁচতে চায়
ঘ. দুর্যোগ না গেলে ভালো লাগে না

২৬. তরুণরা আত্মাকে কীসে সমর্পণ করে?
ক. সত্যের কাছে খ. শপথের কোলাহলে
গ. মৃত্যুর কাছে ঘ. স্বার্থপরতার আঁধারে

২৭. 'অহরহ' সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি গ্রহণযোগ্য?
ক. অহঃ+অহ খ. অহ + রহ গ. অহ + অহ ঘ. অহঃ + রহ

২৮. 'প্রখর' শব্দটির ঠিক উচ্চারণ নির্দেশ কর?
ক. প্রখর্ খ. প্রখখর্ গ. প্রখোর্ ঘ. প্রোখর্

২৯. তারুণ্য ও যৌবনশক্তিকে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য জাতীয় জীবনের কী হিসেবে কামনা করেছেন?
ক. চালিকাশক্তি খ. বিদ্যুৎশক্তি গ. প্রধান সম্পদ ঘ. মেরুদণ্ড

৩০. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. অগ্রনি খ. মন্ত্রনা গ. স্পর্ধা ঘ. ষ্টিমার

৩১. 'এ বয়স কালো' এখানে 'কালো' শব্দটি কোন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে?
ক. নেতিবাচক অধ্যায় খ. ইতিবাচক অধ্যায়
গ. অচল সময় ঘ. যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা

৩২. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার শেষ স্তবকে কী প্রকাশিত হয়েছে?
ক. যৌবনের প্রতি অভিমান খ. যৌবনের প্রতি আহ্বান
গ. যৌবনের বিপর্যস্ত রূপ ঘ. যৌবনের অসহায়ত্ব

৩৩. সাহিত্যক্ষেত্রে সুকান্ত ভট্টাচার্য কী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন?
ক. কবি হিসেবে খ. গল্পকার হিসেবে
গ. নাট্যকার হিসেবে ঘ. ঔপন্যাসিক হিসেবে

৩৪. 'দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে এ বয়সের মানুষই এগিয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি।' এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে কোন পঙ্‌ক্তিতে?
ক. স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি খ. বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি
গ. এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য ঘ. এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর

৩৫. 'আঠারা বছর বয়স দুর্যোগ আর দুর্বিপাকে ভয় পায় না' এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে কোন পঙ্‌ক্তিতে?
ক. দুর্যোগের হাল ঠিক রাখা ভার খ. তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি
গ. বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী ঘ. এ বয়স ভীরু, কাপুরুষ নয়

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.গ	৩৪.গ	৩৩.ক	৩২.খ	৩১.ক	৩০.গ	২৯.ক	২৮.ঘ	২৭.ক
২৬.খ	২৫.ক	২৪.গ	২৩.ক	২২.গ	২১.ঘ	২০.খ	১৯.ক	১৮.ঘ
১৭.ক	১৬.ঘ	১৫.খ	১৪.ঘ	১৩.ক	১২.ক	১১.গ	১০.ক	০৯.খ
০৮.খ	০৭.ঘ	০৬.খ	০৫.ক	০৪.গ	০৩.খ	০২.ঘ	০১.ক	

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ শামসুর রাহমান

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা
একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়-ফুল নয়, ওরা
শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং।
এ- রঙের বিপরীত আছে অন্য রং,
যে-রং লাগে না ভালো চোখে, যে-রং সন্ত্রাস আনে
প্রাত্যহিকতায় আমাদের মনে সকাল-সন্ধ্যায়-
এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ-ঘাট সারা দেশ
ঘাতকের অশুভ আস্তানা।
আমি আর আমার মতোই বহু লোক
রাত্রি-দিন ভূলুণ্ঠিত ঘাতকের আস্তানায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ,
কেউ বা ভীষণ জেদি, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া। চতুর্দিকে
মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।
বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সালামের চোখে আজ আলোচিত ঢাকা,
সালামের মুখে আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।
দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই
জনসাধারণ
দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো
ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা
আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে
এখনো বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়। সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,
শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।

শব্দার্থ ও টীকা

আবার ফুটেছে দ্যাখো...আমাদের চেতনারই রং	প্রতি বছর শহরের পথে পথে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে। কবির মনে হয় যেন ভাষা-শহিদদের রক্তের বুদ্বুদ কৃষ্ণচূড়া ফুল হয়ে ফুটেছে। তাই একুশের কৃষ্ণচূড়াকে কবি আমাদের চেতনার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চান। ভাষার জন্য যাঁরা রক্ত দিয়েছেন, জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের ত্যাগ আর মহিমা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে থরে থরে ফুটে থাকা লাল কৃষ্ণচূড়ার স্তবকে-স্তবকে।
মানবিক বাগান	মানবীয় জগৎ। মনুষ্যত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের জগৎ।
কমলবন	পদ্মবন। কবি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে 'কমলবন' প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন।
বুঝি তাই উনিশশো ...থাবার সম্মুখে	১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ক্রমধারায় ছাত্র-অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন উনিশশো উনসত্তরে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শহর ও গ্রামের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন ছিল অপ্রতিরোধ্য। এ আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মারা যান আসাদুজ্জামান, মতিউর, ড. শামসুজ্জোহা প্রমুখ। এ অংশে কবি শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও আত্মাহুতি দেওয়া বীর জনতাকে ভাষা-শহিদ সালাম ও বরকতের প্রতীকে তাৎপর্যময় করে তুলেছেন।
সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ	ফুল বলতে এখানে বাংলা ভাষা বোঝানো হয়েছে।

কবি পরিচিতি

কবি	শামসুর রাহমান। ডাক নাম : বাচ্চু
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ২৩ অক্টোবর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ, মাহুতটুলী, ঢাকা। পৈতৃক নিবাস : পাড়াতলি, রায়পুর, নরসিংদী। পিতা : মুখলেসুর রহমান চৌধুরী। মাতা : আমেনা খাতুন।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : পোগোজ স্কুল (১৯৪৫), ঢাকা। উচ্চ মাধ্যমিক : ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (১৯৪৭)। উচ্চতর : বি.এ, এম.এ. (ইংরেজি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন/পেশা	সাংবাদিকতা। সম্পাদক-দৈনিক বাংলা। সভাপতি- বাংলা একাডেমি।
পুরস্কার/খেতাব	আদমজী পুরস্কার (১৯৬৩), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯১)।
জীবনাবসান	১৭ আগস্ট ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (প্রথম কাব্য), রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, দুঃসময়ের মুখোমুখি, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, এক ফোঁটা কেমন অনল, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, হোমারের স্বপ্নময় হাত, অবিরল জলভূমি, মাতাল ঋত্বিক, খণ্ডিত গৌরব।
উপন্যাস	অক্টোপাস, নিয়ত মস্তাজ, অদ্ভুত আঁধার এক, এলো সে অবেলায়।
প্রবন্ধ	আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ।
শিশুতোষ	এলাটিং বেলাটিং, ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো, গোলাপ ফোটে খুকীর হাতে, রংধনু সাঁকো, লাল ফুলকির ছড়া।
অনুবাদ	ফ্রস্টের কবিতা, হ্যামলেট, ডেনমার্কের যুবরাজ।
সম্পাদনা	হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা।
গল্প	শামসুর রাহমানের গল্প।
আত্মস্মৃতি	কালের ধুলোয় লেখা, স্মৃতির শহর।

ছন্দে ছন্দে শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ

রৌদ্র করোটিতে নিজ বাসভূমে বসে শামসুর রাহমান শুনতে পান প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে দুঃসময়ের মুখোমুখি হওয়া দেশদ্রোহীরা গৃহযুদ্ধের পর বন্দী শিবির থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু হরিণের হারে নয় এক ফোটা কেমন অনলে বিধ্বস্ত নীলিমা আজও বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে।

কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি যে ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন - **মজলুম আদিব**।
- তাঁর দুটি বিখ্যাত কবিতা - **'স্বাধীনতা তুমি', 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা'**।
- কবি শামসুর রাহমান প্রায় এক দশক সম্পাদক ছিলেন - **দৈনিক বাংলা পত্রিকার**।
- তাঁর স্ত্রীর নাম- **জোহরা রাহমান (বেগম)**।
- তিনি মূলত- **আধুনিক কবি**।
- তিনি রোম্যান্টিকতার সঙ্গে সমাজমনস্কতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন কাব্যধারার জন্ম দিয়েছেন।
- তাঁকে ডি.লিট. উপাধিতে ভূষিত করে - **রবীন্দ্রভারতী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়**।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস** : 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' শীর্ষক কবিতাটি কবি শামসুর রাহমানের 'নিজ বাসভূমে' কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' সংগ্রামী চেতনার কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা, গণজাগরণের কবিতা। কবিতাটিতে একুশের রক্তঝরা দিনগুলোতে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এদেশের সংগ্রামী মানুষের আত্মাহুতির মাহাত্ম্যে প্রগাঢ়তা লাভ করেছে।
- **প্রথম চরণ**– আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে।
- **শেষ চরণ**– শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।
- **ছন্দ** : গদ্যছন্দ ও প্রবহমান ভাষার সুষ্ঠু বিকাশে কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

৩ এখনো বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়।

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- ➲ একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং।
- ➲ এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ-ঘাট, সারা দেশ ঘাতকের অশুভ আস্তানা।
- ➲ কেউ বা ভীষণ জেদি, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া।
- ➲ চতুর্দিকে মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।
- ➲ আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ, বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
- ➲ সালামের মুখে আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।
- ➲ দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা
- ➲ শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র: 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' এর কবি 'শামছুর রহমান' এর নাম শুদ্ধ কর। – **শামসুর রাহমান।**

প্র: ১৯৪৯ সালে কোন পত্রিকায় কবি শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়?- **সাপ্তাহিক সোনার বাংলা।**

প্র: ১৯৫৭ সালে কোন পত্রিকায় যোগ দিয়ে শামসুর রাহমান তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন?– **দৈনিক মর্নিং এজ।**

প্র: ১৯৬৪ সালে তিনি কোন পত্রিকায় যোগ দেন?– **দৈনিক পাকিস্তান।**

প্র: নগর জীবনের যন্ত্রণা ও একাকিত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন কার কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য?– **শামসুর রাহমানের।**

প্র: তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন লেখক শেক্‌সপিয়রের হ্যামলেট বাংলায় অনুবাদ করেন?– **শামসুর রাহমান।**

প্র: কৃষ্ণচূড়া কোথায় ফুটেছে?– **শহরের পথে।**

প্র: কবির কাছে কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলো কী মনে হয়? – **শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ।**

প্র: আমাদের চেতনায় কোন রংয়ের বিস্তার ?– **একুশের কৃষ্ণচূড়ার বিপরীত রং।**

প্র: চারদিকে কিসের বাগান?– **মানবিক বাগান।**

প্র: উনিশশো উনসত্তরে সালাম কী শূন্যে তুলে?– **ফ্ল্যাগ।**

প্র: সালামের 'ফ্ল্যাগ' এর প্রকৃত অর্থ কী?– **হাত।**

প্র: কার চোখে আলোচিত ঢাকা? – **সালাম।**

প্র: কার হাত থেকে নক্ষত্রের মতো অবিনাশী বর্ণমালা ঝরে অবিরত?- **সালাম।**

প্র: কবিতায় শেষোক্ত কথাগুলি কার?– **বরকত।**

প্র: কবিতায় কয়জন ভাষা শহিদের নাম এসেছে?– **২ জন (সালাম, বরকত)।**

প্র: ফুল কোথায় ফোটে?– **হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়।**

প্র: কবি শামসুর রাহমান মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে কোন প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন?– **কমলবন।**

প্র: কিসের ভিত্তিতে '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান হয়?– **শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফা।**

প্র: '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনে কারা মারা যায়?– আসাদুজ্জামান, মতিউর, ড. **শামসুজ্জোহা প্রমুখ।**

প্র: কবিতায় বর্ণমালাকে কিসের প্রতীক হিসেবে তুলনা করা হয়েছে?– **নক্ষত্র।**

প্র: কবিতাটি কোন পটভূমিতে রচিত?– **১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন।**

প্র: 'সারাদেশে'– **দেশময় (নিত্য সমাস)।**

প্র: ভরপুর– **যা ভর তাই পুর (কর্মধারয়)।**

প্র: ভূলুণ্ঠিত– **ভূয়ে লুণ্ঠিত (৭মী তৎপুরুষ)।**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বাস্তবের বিশাল চত্বরে হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়'– কী হয়? [খ ১৭-১৮]
ক. 'বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে'
খ. '... দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে ফোটে ফুল'
গ. 'শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়'
ঘ. 'কেউ বা ভীষণ জেদি, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া'।

০২. কবি শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির থেকে' প্রকাশিত হয় কোন সনে? [গ ০৬-০৭]
ক. ১৯৭১ খ. ১৯৭২ গ. ১৯৭৩
ঘ. ১৯৭৪ ঙ. ১৯৮২

০৩. ২০০৬ সনের আগস্ট মাসের যে তারিখে কবি শামসুর রাহমান মৃত্যুবরণ করে হলো : [গ ০৬-০৭]
ক. ১৪ খ. ১৫ গ. ১৬ ঘ. ১৭ ঙ. ১৮

০৪. 'মাতাল ঋত্বিক' কার গ্রন্থের নাম? [ক ১৪-১৫]
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ খ. সৈয়দ আলী আহসান
গ. অমিয় চক্রবর্তী ঘ. শামসুর রাহমান

০৫. 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' কাব্যগ্রন্থের লেখক কে? [গ ১৪-১৫]
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. জীবনানন্দ দাশ গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য
ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম ঙ. শামসুর রাহমান

০৬. 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' কবিতাটি কার লেখা? [চ ১৪-১৫]
ক. আল মাহমুদ খ. হাসান হাফিজুর রহমান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. মহাদেব সাহা

০৭. 'একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং'- এই চরণটি কোন কবিতাভুক্ত? [ক ১৬-১৭]
ক. আমি কিংবদন্তির কথা বলছি খ. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
গ. লোক-লোকান্তর ঘ. রক্তে আমার অনাদি অস্থি

০৮. 'সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ'-- 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় ফুল বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [গ ১৬-১৭]
ক. কৃষ্ণচূড়া ফুল খ. বাংলা ভাষা গ. মনুষ্যত্ব
ঘ. পদ্মবন ঙ. ভাষা আন্দোলন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০৯. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি শামসুর রাহমানের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [১৭-১৮; চবি ১৬-১৭]
ক. রৌদ্র করোটিতে খ. প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
গ. বন্দিশিবির থেকে ঘ. নিজ বাসভূমে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১০. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বর্ণমালাকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? [A ১৭-১৮; চবি E ১৬-১৭; কুবি খ ১৬-১৭]
ক. নক্ষত্র খ. রক্ত গ. ফুল ঘ. রৌদ্র

১১. কোন কবিতাগুচ্ছ শামসুর রাহমানের? [C ১৭-১৮]
ক. বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে, রূপসী বাংলা
খ. বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, হরিণের হাড়, ঝরা পালক
গ. স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বার বার, খুব বেশি ভালো থাকতে নেই, আমি অনাহারী
ঘ. রূপালি স্নান, আমার মা'কে, কখনো আমার মাকে

১২. কোন কাব্যগুচ্ছ শামসুর রাহমানের? [C ১৭-১৮]
ক. বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে, শিরোনাম মনে পড়ে না
খ. বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, হরিণের হাড়, ঝরা পালক
গ. স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বার বার, খুব বেশি ভালো থাকতে নেই, আলো পৃথিবী
ঘ. মহাপৃথিবী, টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে, ধূলায় গড়া শিরস্ত্রাণ

১৩. কোন কাব্যগুচ্ছ শামসুর রাহমানের? [C ১৭-১৮]
ক. আমি অনাহারী, আমার ক'জন সঙ্গী, মহাপৃথিবী
খ. বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, হরিণের হাড় , ঝরা পালক
গ. স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বার বার, খুব বেশি ভালো থাকতে নেই, আলো পৃথিবী
ঘ. ইকারুসের আকাশ, টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে, ধূলায় গড়া শিরস্ত্রাণ

১৪. কোন কাব্যগুচ্ছ শামসুর রাহমানের? [C ১৭-১৮]
ক. আমি অনাহারী, আমার ক'জন সঙ্গী, গৃহযুদ্ধের আগে
খ. বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, হরিণের হাড়, ঝরা পালক
গ. স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বার বার, খুব বেশি ভালো থাকতে নেই, আলো পৃথিবী
ঘ. ইকারুসের আকাশ, বনলতা সেন, বিধ্বস্ত নীলিমা

১৫. 'এ-রঙের বিপরীত আছে অন্য রং, যে-রং লাগে না ভালো চোখে, যে-রং সন্ত্রাস আনে'- কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [I ১৭-১৮]
ক. নিজ বাসভূমে খ. রৌদ্র করোটিতে
গ. বিধ্বস্ত নীলিমা ঘ. বন্দি শিবির থেকে

১৬. কোনটি শামসুর রাহমানের রচনা? (গ,সেট ৫,৮ : ১১-১২)
ক. নিনাদ খ. কালের পুতুল
গ. রাজা যায় রাজা আসে ঘ. ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা

০১.খ	০২.খ	০৩.ঘ	০৪.ঘ	০৫.ঙ	০৬.গ	০৭.খ	০৮.
০৯.ঘ	১০.ক	১১.গ	১২.ক	১৩.ঘ	১৪.ক	১৫.ক	১৬.

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৭. **শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?** [C ১৭-১৮; চবি ঙ ১৬-১৭, খ ১০-১১; ইবি গ ১৩-১৪; বেরোবি গ ১৩-১৪]
ক. রৌদ্র করোটিতে খ. বিধ্বস্ত নীলিমা
গ. বন্দি শিবির থেকে ঘ. প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে

১৮. **'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় আমাদের চেতনার রং কী?** [E ১৭-১৮; গার্হস্থ্য ১৬-১৭]
ক. ফুল খ. রক্ত গ. কৃষ্ণচূড়া ঘ. বুদবুদ

১৯. **'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?** [০৫-০৬]
ক. প্রথম গান খ. এক ফোঁটা কেমন অনল
গ. নিজ বাসভূমে ঘ. সময়ের মুখোমুখি

২০. **কোনটি শামসুর রাহমানের কাব্য?** [A -১৩-১৪; চবি ঘ ১১-১২, B1 ১৬-১৭; B1 সেট-৩ ১৪-১৪; F1 সেট-১ ১৪-১৫; ইবি গ ১১-১২, গ ১৩-১৪]
ক. বিমুখ প্রান্তর খ. কালের কলস গ. রৌদ্র করোটিতে ঘ. পূর্বাভাস

২১. **'বন্দী শিবির থেকে' কোন অর্থজ্ঞাপক?** [A -১৩-১৪]
ক. অবরুদ্ধ সময়ের জীবন খ. জেলবন্দী গ. গৃহবন্দী ঘ. পলাতক ঘাঁটি

২২. **কোনটি শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ নয়-** [A -১৩-১৪]
ক. পাতালে হাসপাতাল খ. উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ
গ. বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে ঘ. বন্দী শিবির থেকে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২৩. **কোনটি কবি শামসুর রাহমানের কাব্য নয়?** [খ ০৬-০৭; খুবি A&HS ১১-১২; বেরোবি ১১-১২]
ক. অনেক আকাশ খ. রৌদ্র করোটিতে গ. বিধ্বস্ত নীলিমা
ঘ. নিজ বাসভূমে ঙ. দুঃসময়ের মুখোমুখি

২৪. **শামসুর রাহমানের জন্ম কোন সালে?** [খ ০৭-০৮; হাদাবিপ্রবি গ ১৩-১৪]
ক. ১৯১৯ খ. ১৯২১ গ. ১৯২৫ ঘ. ১৯২৯ ঙ. ১৯৩৫

২৫. **কোনটি শামসুর রাহমানের রচনা?** [ঙ ০৭-০৮; কুবি গ ১৬-১৭]
ক. লোক-লোকান্তর খ. সহসা সচকিত গ. উত্তরাধিকার
ঘ. উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ ঙ. বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা

২৬. **কোন কাব্যগ্রন্থ শামসুর রাহমানের লেখা নয়?** [B1 ১২-১৩]
ক. রৌদ্র করোটিতে খ. আমি অনাহারী গ. বিধ্বস্ত নীলিমা
ঘ. নিজ বাসভূমে ঙ. শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি

২৭. **কোন কাব্যগ্রন্থখানি শামসুর রাহমানের?** [C1 ১২-১৩]
ক. লেলিহান পাণ্ডুলিপি খ. না প্রেমিক না বিপ্লবী গ. কী সুন্দর অন্ধ
ঘ. বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে ঙ. আপন যৌবন বৈরী

২৮. **'স্মৃতির শহর' কার রচনা?** [ঘ-১৩-১৪]
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. বিষ্ণু দে গ. শামসুর রাহমান ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

২৯. **'স্মৃতির শহর' কোন শ্রেণির রচনা?** [E -১৩-১৪]
ক. প্যারোডি খ. বায়োগ্রাফি গ. অটোবায়োগ্রাফি
ঘ. স্কেচ ঙ. নভেলা

৩০. **'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কৃষ্ণচূড়ার রং কিসের প্রতীক?** [B ১৬-১৭; B, B2, B3 ১৬-১৭]
ক. স্বাধীনতার চেতনা খ. একুশের চেতনা গ. মনুষ্যত্ববোধ ঘ. বিশ্বভ্রাতৃত্ব

৩১. **'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কার রচনা?** [D3 ১৬-১৭]
ক. আহসান হাবীব খ. শামসুর রাহমান
গ. সুফিয়া কামাল ঘ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

৩২. **'সারা দেশ ঘাতকের অশুভ আস্তানা' - 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় ঘাতক কথাটি দিয়ে কবি কাদের বুঝিয়েছেন?** [C3 ১৬-১৭]
ক. জঙ্গি সন্ত্রাসীদের খ. রাজাকারদের গ. পাকিস্তানি শাসকদের
ঘ. আলবদরদের ঙ. ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীদের

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

৩৩. **'আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে'–চরণটি আমাদের কোন গৌরবান্বিত অধ্যায়কে ধারণ করে?** [B ১৭-১৮]
ক. ভাষা আন্দোলন খ. গণআন্দোলন
গ. অসহযোগ আন্দোলন ঘ. স্বাধীনতা আন্দোলন

৩৪. **'তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,**
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো'–কবিতাংশটি কোন চিত্র বহন করে? [B ১৭-১৮]
ক. স্বাধীনতার সুর খ. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি
গ. গণআন্দোলনের রূপ ঘ. ধ্বংসের ছবি

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩৫. **'নাগরিক কবি' বলা হয় কাকে?** [AL ১৭-১৮; A -১৩-১৪; মাবিপ্রবি D set-I ১৪-১৫; রাবি I ১৭-১৮]
ক. আহসান হাবীব খ. হাসান হাফিজুর রহমান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. আল মাহমুদ

৩৬. **গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল কত সালে?** [AL ১৭-১৮]
ক. ১৯৫২ খ. ১৯৬৯ গ. ১৯৭১ ঘ. ১৯৭৫

৩৭. **'এ রঙের বিপরীত আছে অন্য রং' কোন কবিতার অংশ–** [D ১৭-১৮]
ক. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ খ. নবান্ন
গ. আলো চাই ঘ. ছবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৩৮. **'আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে' চরণটি কোন কবিতার?** [B ১৭-১৮]
ক. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ খ. সেই অস্ত্র
গ. আঠারো বছর বয়স ঘ. লোক-লোকান্তর

৩৯. **কর্মজীবনে কবি শামসুর রাহমান ছিলেন-** [C -১৩-১৪]
ক. শিক্ষক খ. সাহিত্য গবেষক গ. সাংবাদিক ঘ. আইনজীবী

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৪০. **'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কোন কোন ভাষা শহিদদের উল্লেখ আছে?** [A ১৭-১৮]
ক. জব্বার, শফিউর খ. সালাম, জব্বার
গ. বরকত, শফিউর ঘ. সালাম, বরকত

৪১. **'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কৃষ্ণচূড়াকে কবি কীসের সাথে তুলনা করেছেন?** [A ১৭-১৮]
ক. বর্ণমালা খ. গণঅভ্যুত্থান
গ. শহিদদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ ঘ. নক্ষত্র

৪২. **'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় সালামের মুখ কি রকম?** [A ১৭-১৮]
ক. তরুণ শ্যামল পূর্ববাংলা খ. বিমর্ষ
গ. উন্মুখিত মেঘনা ঘ. আলোকিত ঢাকা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

৪৩. **'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কয়জন ভাষাশহিদের নাম এসেছে?** [A ১৬-১৭]
ক. ১ জন খ. ২ জন গ. ৩ জন ঘ. ৫ জন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৪৪. **নগর জীবনের যন্ত্রণা ও একাকিত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি কার কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য?** [F ১৭-১৮]
ক. দিলওয়ার খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. সুফিয়া কামাল ঘ. শামসুর রাহমান

৪৫. **নিম্নের কোনটি শামসুর রাহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ?** [D -১৩-১৪]
ক. অক্টোপাস খ. দুঃসময়ের মুখোমুখি
গ. কালের ধুলোয় লেখা ঘ. অদ্ভুত আঁধার এক

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

৪৬. **শামসুর রাহমান কী ধরনের লেখা লিখতেন?** [ক ১৭-১৮]
ক. নাটক খ. উপন্যাস
গ. প্রবন্ধ ঘ. কবিতা

৪৭. **শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়–** [১৭-১৮]
ক. মর্নিং এজ পত্রিকায় খ. নতুন কবিতা পত্রিকায়
গ. সোনার বাংলা পত্রিকায় ঘ. দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায়

৪৮. **কোন গ্রন্থটি শামসুর রাহমানের?** [১৭-১৮]
ক. ঝরা পালক খ. বিমুখ প্রান্তর
গ. বৈরী বৃষ্টিতে ঘ. নিজ বাসভূমে

১৭.ঘ	১৮.গ	১৯.খ	২০.গ	২১.ক	২২.ক	২৩.ক	২৪.ঘ
২৫.ঘ	২৬.ঙ	২৭.ঘ	২৮.গ	২৯.গ	৩০.খ	৩১.খ	৩২.গ
৩৩.ক	৩৪.খ	৩৫.গ	৩৬.খ	৩৭.ক	৩৮.ক	৩৯.গ	৪০.ঘ
৪১.গ	৪২.ক	৪৩.খ	৪৪.ঘ	৪৫.গ	৪৬.ঘ	৪৭.গ	৪৮.ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. শামসুর রাহমান এর প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম কোনটি?
ক. কাব্য খ. গদ্য গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ

০২. কবি শামসুর রাহমান কীসের পক্ষে ছিলেন?
ক. একনায়কতন্ত্র খ. গণতন্ত্র গ. রাজতন্ত্র ঘ. সমাজতন্ত্র

০৩. শহরের পথে থরে থরে আবার কী ফুটেছে?
ক. শিমুল খ. পলাশ গ. জারুল ঘ. কৃষ্ণচূড়া

০৪. কবি শামসুর রাহমানের মতে সারাদেশে এখন ঘাতকের কেমন আস্তানা?
ক. শুভ খ. অশুভ গ. যুদ্ধাহত ঘ. দুর্নীতিগ্রস্থ

০৫. সালামের চোখে আজ আলোকিত কোন শহর?
ক. ঢাকা খ. নারায়ণগঞ্জ গ. রাজশাহী ঘ. চট্টগ্রাম

০৬. শামসুর রাহমান এর মতে, আজ পূর্ব বাংলার তরুণ মূর্তি দেখা যায় কীসের মধ্যে?
ক. সালামের চোখে খ. সালামের মুখে গ. বরকতের বুকে ঘ. বরকতের হাতে

০৭. ১১ দফা আন্দোলনের ঘোষক ছিল কারা?
ক. মন্ত্রিপরিষদ খ. শেখ মুজিব গ. ছাত্ররা ঘ. শিক্ষকরা

০৮. ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের নিচের কোন ব্যক্তি শহিদ হননি?
ক. আসাদুজ্জামান খ. মতিউর গ. ড. শামসুজ্জোহা ঘ. সালাম

০৯. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কখন অন্য রং মনে সন্ত্রাস আনে?
ক. সকালে খ. বিকেলে গ. রাতে ঘ. সকাল-সন্ধ্যায়

১০. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কোন পটভূমিতে রচিত?
ক. গণঅভ্যুত্থান খ. ভাষা আন্দোলন গ. স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘ. ছাত্র আন্দোলন

১১. শামসুর রাহমান বিচিত্র শ্রেণি-পেশার মানুষের কিসের কথা তাঁর 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় তুলে ধরেছেন?
ক. তাদের দুর্দশার কথা খ. বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অবদানের কথা
গ. স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার কথা ঘ. সহজসরল জীবনের কথা

১২. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটিতে বর্ণিত হয়েছে-
ক. দেশমাতৃকার প্রতি জনতার ভালোবাসা খ. সাধারণ মানুষের বর্ণনা
গ. দারিদ্র্যপীড়িত চিরকালের বাংলার মুখ ঘ. একুশের রক্তঝরা দিনের বর্ণনা

১৩. দারিদ্র্যপীড়িত চিরকালের বাংলা মুখ এখন আর কী নয়?
ক. সবাক নয় খ. সোচ্চার নয় গ. আত্মত্যাগী নয় ঘ. নির্বাক নয়

১৪. চেতনার মধ্যে ফেব্রুয়ারির কোন ধরনের অভিজ্ঞতার কথা প্রবাহিত হচ্ছে?
ক. স্লোগানের খ. গণজাগরণের গ. আত্মাহুতির ঘ. আত্মত্যাগের

১৫. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'কমলবন' প্রতীকটি ব্যবহার করে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. পদ্মফুলের বাগান খ. মনোহর বাগান
গ. আনন্দময় জগৎ ঘ. সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ

১৬. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বর্তমানকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে-
ক. নক্ষত্র খ. রক্ত গ. ফুল ঘ. রৌদ্র

১৭. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'মানবিক বাগান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. মূল্যবোধের জগৎ খ. মনের বাগান গ. মানব বাগান ঘ. মানবীয় জগৎ

১৮. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কৃষ্ণচূড়া শহরের পথে ফুটে আছে-
ক. থরে বিথরে খ. সারি সারি হয়ে গ. বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে ঘ. নিবিড় হয়ে

১৯. 'মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।' চরণটি দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক. মানুষের তৈরি কমলবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে খ. মূল্যবোধের অবক্ষয়
গ. বাগান ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঘ. শত্রুর হিংস্র হামলা

২০. সালামের হাত থেকে অবিরত কী ঝরে পড়ে?
ক. অবিনাশী বর্ণমালা খ. ঝলকিত অস্ত্র গ. অবিমিশ্র রক্ত ঘ. অজস্র ফুল

২১. 'এদেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত, সেই রক্তাক্ত সময়।' উদ্দীপকের সঙ্গে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কোন বিষয়টির মেলবন্ধন রয়েছে?
ক. নির্যাতন খ. বিজয় গ. সংগ্রাম ঘ. মিছিল

২২. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকা' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. পূর্ব বাংলাকে খ. হৃদয়ের অনুভূতিকে
গ. পশ্চিম বাংলাকে ঘ. হৃদয়ের উপত্যকাকে

২৩. 'বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও আবার সালাম নামে রাজপথে'- সালাম রাজপথে নেমে কী করে?
ক. স্লোগান দেয় খ. পতাকা উড়ায় গ. শহিদ হয় ঘ. ভাষণ দেয়

২৪. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কোন কোন ভাষা শহিদের কথা বলা হয়েছে?
ক. সালাম, বরকত খ. সালাম, জব্বার গ. বরকত, শফিউর ঘ. জব্বার, শফিউর

২৫. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় একুশের কৃষ্ণচূড়ার রংকে কবি কিসের রং হিসে উল্লেখ করেছেন?
ক. বাঙালির প্রিয় রং খ. বাঙালির চেতনার রং
গ. বাঙালির ঐতিহ্যের রং ঘ. জাতীয় পতাকার রং

২৬. সালাম আবার কোথায় নামে?
ক. মিছিলে খ. রাস্তায় গ. রাজপথে ঘ. উঠোনে

২৭. নিচের কোনটি শামসুর রাহমান রচিত কাব্য নয়?
ক. নিজ বাসভূমে খ. লোক-লোকান্তর গ. বিধ্বস্ত নীলিমা ঘ. রৌদ্র করোটিতে

২৮. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় উল্লেখকৃত কবি এবং কবির মতোই বহু লোক এ কোথায় আছে?
ক. মিছিলে খ. রাজপথে গ. আন্দোলনে ঘ. ঘাতকের আস্তানা

২৯. কৃষ্ণচূড়ার রং কিসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. একুশের চেতনা খ. স্বাধীনতার চেতনা
গ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ঘ. ছেষট্টির ছয় দফার চেতনা

৩০. 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার তৎকালীন নাম কী ছিল?
ক. দৈনিক প্রথম আলো খ. দৈনিক যুগান্তর
গ. দৈনিক বাংলাদেশ ঘ. দৈনিক পাকিস্তান

৩১. শামসুর রাহমানের মায়ের নাম কী?
ক. আমেনা খাতুন খ. সালেহা বেগম
গ. আয়েশা বেগম ঘ. মালেকা বেগম

৩২. শহিদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ বলা হয়েছে কোন ফুলকে?
ক. রক্তজরা খ. কৃষ্ণচূড়া গ. পলাশ ঘ. শিমুল

৩৩. ১৯৬৯-এর আন্দোলনের কারণ কী?
ক. অর্থনৈতিক শোষণ খ. জাতিগত শোষণ
গ. সামাজিক শোষণ ঘ. ধর্মীয় শোষণ

৩৪. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কোন ধরনের কবিতা?
ক. রোমান্সধর্মী খ. ইতিহাসনির্ভর
গ. রাজনৈতিক ঘ. রোমান্টিক

৩৫. শামসুর রাহমানের রচিত কাব্যগ্রন্থ কোন দুটি?
ক. বিধ্বস্ত নীলিমা ও প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
খ. নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ও রৌদ্র করোটিতে
গ. রৌদ্র করোটিতে ও রূপসী বাংলা
ঘ. বিধ্বস্ত নীলিমা ও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

৩৬. কবি শামসুর রাহমান 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কী তুলে ধরতে চেয়েছেন?
ক. দেশকে ভালোবেসে মানুষের আত্মদান ও আত্মাহুতির চেতনা
খ. আন্দোলন রক্ষার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগে এদেশের মানুষ প্রস্তুত
গ. আন্দোলন ও সংগ্রামে এদেশের মানুষ অগ্রগামী
ঘ. চেতনা ও ঐতিহ্য রক্ষায় এদেশবাসী অদ্বিতীয়

৩৭. 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' কাব্যগ্রন্থের লেখক কে?
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. শামসুর রাহমান

৩৮. "..... কেউ মরা, আধমরা কেউ
কেউ বা ভীষণ জেদী, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া"।
- চরণ দুটির মর্মার্থ হলো-
ক. আপামর জনতার ঐক্য খ. মানুষের অসহায়ত্ব
গ. আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টা ঘ. নাগরিক আন্দোলনের উদ্যোগ

৩৯. 'বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।' এ চরণটির আগের চরণ হলো-
ক. সালামের চোখ আজ আলোকিত ঢাকা খ. আমি আর আমার মতোই বহু লোক
গ. আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ
ঘ. সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা

৪০. কোনটি 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতা থেকে নেওয়া উপমা?
ক. বাহিরকে আমরা করেছি ঘর, ঘরকে বাহির
খ. আমি আর আমার মতোই বহু লোক
গ. দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা
ঘ. রাবিন্দ্রিক ধ্যান জাগে নতুন বিন্যাসে

০১.ক	০২.খ	০৩.ঘ	০৪.খ	০৫.ক	০৬.খ	০৭.গ	০৮.ঘ	০৯.ঘ	১০.গ
১১.গ	১২.ক	১৩.ঘ	১৪.গ	১৫.ঘ	১৬.গ	১৭.ঘ	১৮.ঘ	১৯.খ	২০.গ
২১.ক	২২.ক	২৩.খ	২৪.ক	২৫.খ	২৬.গ	২৭.খ	২৮.ঘ	২৯.ক	৩০.খ
৩১.ক	৩২.খ	৩৩.খ	৩৪.খ	৩৫.ক	৩৬.ক	৩৭.ঘ	৩৮.ক	৩৯.গ	৪০.গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

SELF TEST

০১. কোনটি শামসুর রাহমানের কাব্য?
ক. চক্রবাক খ. দুঃসময়ের মুখোমুখি গ. সোনালী কাবিন ঘ. সারদামঙ্গল

০২. নিচের কোনটি শামসুর রাহমানের কাব্য নয়?
ক. রৌদ্র করোটিতে খ. বিধ্বস্ত নীলিমা
গ. রূপসী বাংলা ঘ. প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে

০৩. কবি শামসুর রাহমান একুশে পদক লাভ করেন কখন?
ক. ১৯২৯ খ. ১৯৪০ গ. ১৯৬৩ ঘ. ১৯৭৭

০৪. শামসুর রাহমান কী দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন?
ক. সাংবাদিকতা খ. শিক্ষকতা গ. অধ্যাপনা ঘ. ব্যবসায়

০৫. প্রাত্যহিকতায় আমাদের মন সারাক্ষণ যে রং দোলা দেয় তা হলো-
ক. যে রং সন্ত্রাস আনে খ. যে রং সুখ আনে
গ. যে রং শিল্পীমন তৈরি করে ঘ. যে রং হতাশা আনে

০৬. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় মোট কয়টি চরণ আছে?
ক. ৯৬টি খ. ৪৫টি গ. ২৮টি ঘ. ৩০টি

০৭. 'বন্দী শিবির থেকে' এবং 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' বিখ্যাত এ কাব্যগ্রন্থ দুটির কবি কে?
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. সৈয়দ আলী আহসান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

০৮. ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্বৈরাচারী এরশাদবিরোধী গণআন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে কবি কোন পত্রিকা থেকে পদত্যাগ করেন?
ক. দৈনিক ইত্তেফাক খ. দৈনিক বাংলা গ. দৈনিক ইনকিলাব ঘ. দৈনিক আজাদ

০৯. একাধারে আদমজি পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কার অর্জন করেন নিচের কোন কবি?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. শামসুর রাহমান

১০. শামসুর রাহমান স্বাধীনতা পুরস্কার পান-
ক. ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে গ. ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে

১১. কোন গ্রন্থটি শামসুর রাহমানের রচনা নয়?
ক. অক্টোপাস খ. এলো সে অবেলায়
গ. বন্দী শিবির থেকে ঘ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

১২. কোনটি শামসুর রাহমান রচিত উপন্যাস নয়?
ক. অদ্ভুত আঁধার এক খ. অক্টোপাস
গ. বন্দী শিবির থেকে ঘ. এলো সে অবেলায়

১৩. কোন কবিকে তাঁরই ইচ্ছানুসারে মায়ের সমাধির মধ্যে সমাহিত করা হয়?
ক. সৈয়দ আলী আহসান খ. আহসান হাবীব
গ. শামসুর রাহমান ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

১৪. 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় কত তারিখে?
ক. ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি খ. ১৯৬৯ সালের ৭ জানুয়ারি
গ. ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি ঘ. ১৯৬৯ সালের ৯ জানুয়ারি

১৫. 'একুশের কৃষ্ণচূড়া' কথাটি আমাদের কী স্মরণ করিয়ে দেয়?
ক. একুশে এপ্রিলের কথা খ. একুশে আগস্টের কথা
গ. একুশে ফেব্রুয়ারির কথা ঘ. একুশে জানুয়ারির কথা

১৬. কোন রং চোখে ভালো লাগে না?
ক. যে রং পাকা নয় খ. যে রং গাঢ় নয়
গ. যে রং হালকা নয় ঘ. যে রং সন্ত্রাস আনে

১৭. 'এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথঘাট, সারাদেশ' এখানে কোন রঙের কথা বলা হয়েছে?
ক. কৃষ্ণচূড়ার রং খ. সন্ত্রাসের রং গ. ভালোবাসার রং ঘ. বিপ্লবের রং

১৮. সকাল সন্ধ্যায় বলতে 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতার কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক. সকাল-সন্ধ্যায় খ. সকাল ও সন্ধ্যায় গ. সারাক্ষণ ঘ. সকাল বা সন্ধ্যায়

১৯. সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয় কত তারিখে?
ক. ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি খ. ১৯৬৯ সালের ৬ জানুয়ারি
গ. ১৯৬৯ সালের ৭ জানুয়ারি ঘ. ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি

২০. 'ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে'
- চরণটির পরের চরণ কোনটি?
ক. হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায় সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ
খ. দেখলাম রাজপথে, যে দেখলাম আমরা সবাই
গ. সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা ঘ. আবার সালাম নামে রাজপথে

২১. নগর জীবনের যন্ত্রণা কার কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে?
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. সুফিয়া কামাল গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. শামসুর রাহমান

২২. কবি শামসুর রাহমান কোন পুরস্কার পাননি?
ক. আদমজী পুরস্কার খ. বাংলা একাডেমি পুরস্কার
গ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পুরস্কার ঘ. একুশে পদক

২৩. কবি শামসুর রাহমানের কাব্য রচনার প্রধান বিষয় কোনটি?
ক. প্রেম খ. প্রকৃতি গ. নগর জীবন ঘ. দমন

২৪. ১৯৬৯-এর আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেওয়ার কারণ কী?
ক. সামাজিক অসন্তোষ খ. রাষ্ট্রীয় অসন্তোষ
গ. ছাত্র অসন্তোষ ঘ. জাতিগত অসন্তোষ

২৫. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কাদের রক্তের বুদ্বুদ ওঠে?
ক. মৃতদের খ. শহিদদের গ. গণ-আন্দোলনকারীদের ঘ. নেতাদের

২৬. দিনরাত্রি বহুলোক কোথায় ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে?
ক. নিজ দেশে খ. নিজ ঘরে গ. ঘাতকের আস্তানায় ঘ. রাজপথে

২৭. 'ফ্ল্যাগ' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?
ক. ইংরেজি খ. উর্দু গ. ফারসি ঘ. বাংলা

২৮. 'রাত্রিদিন ভূলুণ্ঠিত ঘাতকের আস্তানায় কেউ মরা, আধমরা কেউ।' এর পরের চরণটি হলো-
ক. মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ
খ. কেউ বা ভীষণ জেদী, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া
গ. আবার সালাম নামে রাজপথে
ঘ. বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে

২৯. বরকত গাঢ় উচ্চারণে কী বলে?
ক. জয় বাংলা খ. বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
গ. অবিনাশী বর্ণমালা ঘ. বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হউক

৩০. 'এখনো — রক্তে দুঃখিনী — অশ্রুজলে ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে।' খালি ঘরের উপযুক্ত শব্দ হলো-
ক. বীরের, মাতার খ. বীরের, বোনের গ. সন্ত্রাসীর, মায়ের ঘ. সন্ত্রাসীর, বোনের

৩১. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
ক. মাত্রাবৃত্ত খ. স্বরবৃত্ত গ. অক্ষরবৃত্ত ঘ. গদ্যছন্দ

৩২. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় কিসের গন্ধে ভরপুর?
ক. দুর্গন্ধে খ. স্মৃতিগন্ধে গ. সুগন্ধে ঘ. বারুদের গন্ধে

৩৩. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় উল্লেখকৃত উন্মথিত মেঘনার সঙ্গে কার বুকের তুলনা করা হয়েছে?
ক. সালামের খ. বরকতের গ. রফিকের ঘ. শফিকের

৩৪. কোন আন্দোলনের সঙ্গে শামসুর রাহমানের সাহিত্যের সম্পৃক্ততা ছিল না?
ক. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন খ. ভাষা আন্দোলন
গ. স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘ. গণতান্ত্রিক আন্দোলন

৩৫. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় আত্মাহুতি দেওয়া বীর জনতাকে কবি কাদের প্রতীকে তৎপর্যময় করে তুলেছেন?
ক. প্রীতিলতা-ক্ষুদিরাম খ. মতিউর-ড. শামসুজ্জোহা
গ. আসাদুজ্জামান-ক্ষুদিরাম ঘ. সালাম-বরকত

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.ঘ	৩৪.ক	৩৩.ক	৩২.খ	৩১.ঘ	৩০.ক	২৯.গ	২৮.খ	২৭.ক
২৬.গ	২৫.খ	২৪.ঘ	২৩.গ	২২.গ	২১.ঘ	২০.ক	১৯.ক	১৮.গ
১৭.খ	১৬.ঘ	১৫.গ	১৪.গ	১৩.গ	১২.গ	১১.ঘ	১০.গ	০৯.ঘ
০৮.খ	০৭.গ	০৬.গ	০৫.ক	০৪.ক	০৩.ঘ	০২.গ	০১.খ	

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।
তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন
অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা বলতেন
পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।
জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।
আমি উচ্চারিত সত্যের মতো
স্বপ্নের কথা বলছি।
উনোনের আগুনে আলোকিত
একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি।
আমি আমার মায়ের কথা বলছি,
তিনি বলতেন প্রবহমান নদী
যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে নদীতে ভাসতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি
গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।
ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়
যুদ্ধ আসে ভালোবেসে
মায়ের ছেলেরা চলে যায়,
আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল
কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।
যে কর্ষণ করে
শস্যের সম্ভার তাকে সমৃদ্ধ করবে।
যে মৎস্য লালন করে
প্রবহমান নদী তাকে পুরস্কৃত করবে।
যে গাভীর পরিচর্যা করে
জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায়ু করবে।
যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে
ইস্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে।
দীর্ঘদেহ পুত্রগণ
আমি তোমাদের বলছি।
আমি আমার মায়ের কথা বলছি
বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
ভাইয়ের যুদ্ধের কথা বলছি
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।
আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি।
সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা
জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা
রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।
আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারবো
আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

কিংবদন্তি	জনশ্রুতি। লোকপরম্পরায় শ্রুত ও কথিত বিষয় যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী।
শ্বাপদ	হিংস্র মাংসাশী শিকারি জন্তু।
বিচলিত স্নেহ	আপনজনের উৎকণ্ঠা। মুক্তিপ্রত্যাশী মানুষের আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাদের স্বজনরা উদ্বিগ্ন হন। ভালোবাসা আর শঙ্কা একসঙ্গে মিশে যায়।
পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত	মানুষের ওপর অত্যাচারের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সেই অত্যাচারের আঘাত যে এখনও তাজা রয়েছে তা বোঝাতেই রক্তজবার প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আরও লক্ষণীয়, আঘাত রয়েছে পিঠে। অর্থাৎ, শত্রুরা ভীরু কাপুরুষের মতো পিছন থেকে আক্রমণ করেছে কিংবা বন্দি ক্রীতদাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মুক্ত মানুষের সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ের বীরোচিত সাহস দেখায়নি।
উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালা	আগুনে সবকিছু শুচি হয়ে ওঠে। তাই আগুনের উত্তাপে পরিশুদ্ধ হয়ে সকল গ্লানি মুছে ফেলে আলোয় ভরা মুক্তজীবনের প্রত্যাশা জানাতে উজ্জ্বল জানালার অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে।
সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা	সূর্য সকল শক্তির উৎস। তাই এই সর্বশক্তির আধারকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে মুক্তি অনিবার্য। কবির মতে, এই সামর্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হলো কবিতা শোনা; কবিতাকে আত্মস্থ করা। কেননা, কবির কাছে শুধু কবিতাই সত্য আর সত্যই শক্তি।

কবি পরিচিতি

নাম	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ। বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি গ্রাম, বাবুগঞ্জ, বরিশাল। পিতা : আবদুল জব্বার খান
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : ম্যাট্রিক (১৯৪৮), ময়মনসিংহ জিলা স্কুল। উচ্চ মাধ্যমিক : ইন্টারমিডিয়েট (১৯৫০), ঢাকা কলেজ। উচ্চতর শিক্ষা : বিএ অনার্স (১৯৫৩), এমএ (১৯৫৪), ইংরেজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণা : Later Poems of Yeats; The influence of Upanishads. কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য।
কর্মজীবন/পেশা	ডিপ্লোমা : উন্নয়ন অর্থনীতি, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। লেকচারার : ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সচিব : বাংলাদেশ সচিবালয়; মন্ত্রী : কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২); রাষ্ট্রদূত : ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র; মহাপরিচালক : FAO, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল; চেয়ারম্যান : বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ; ফেলো : হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এবং জন এফ কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট।
পুরস্কার ও সম্মাননা	একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯) ইত্যাদি।
জীবনাবসান	১৯ মার্চ ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সাহিত্যকর্ম	
কাব্যগ্রন্থ	সাত নরীর হার (১৯৫৫), কখনো রং কখনো সুর (১৯৭৪), কমলের চোখ, আমি কিংবদন্তির কথা বলছি (১৯৮১), বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা, আমার সময়, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, মসৃণ কৃষ্ণগোলাপ প্রভৃতি।
বিখ্যাত কবিতা	আমি কিংবদন্তির কথা বলছি, কোনো এক মাকে।

কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- তিনি ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (সম্মান) সহ এমএ পাস করে কিছুদিন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন - **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**
- তাঁর কবিতার বিষয়ে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে– **রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ।**
- রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং এ বিষয়ক সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি ভূষিত হন– **একুশে পদকে।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কোন মন্ত্রী ছিলেন? - **কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রী (১৯৮২)।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কোন দেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন? - **যুক্তরাষ্ট্র।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কত সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন? - **১৯৭৯ সালে।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? - **সাত নরীর হার।**
- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর পুরো নাম কী? - **আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ খান।**

'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস :** কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা। রচনাটির বিষয় ও আঙ্গিকগত অভিনবত্ব রয়েছে। আলোচ্য কবিতাটিতে উচ্চারিত হয়েছে ঐতিহ্য সচেতন শিকড়সন্ধানী মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির দৃপ্ত ঘোষণা। প্রকৃতপক্ষে, রচনার প্রেক্ষাপটে আছে বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস।
- **প্রথম লাইন–** আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
- **শেষ লাইন–** আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।
- **ছন্দ :** কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। প্রচলিত ছন্দের বাইরে গিয়ে এটি প্রাকৃতিক তথা স্বাভাবিক ছন্দ।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
- সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
- সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা
- জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা
- জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা
- কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।
- যে কবিতা শুনতে জানে না
সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
- যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।
- আমি আমার মায়ের কথা বলছি,
তিনি বলতেন প্রবহমান নদী
যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে।
- যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না।
- তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল
কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।
- যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে
ইস্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : কবি কার কথা বলেছেন?– **পূর্বপুরুষের কথা।**
প্র : কবির পূর্বপুরুষের করতলে কী ছিল?– **পলিমাটির সৌরভ।**
প্র : কবির পূর্বপুরুষের পিঠের ক্ষত কেমন ছিল?– **রক্তজবার মতো।**
প্র : পলিমাটির সৌরভ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?– **উর্বর মৃত্তিকা।**
প্র : কারা অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন?– **কবির পূর্বপুরুষেরা।**
প্র : কবির পূর্বপুরুষেরা পতিত জমি আবাদের কথা কেন বলতেন?– **তারা প্রতিবাদী ছিলেন বলে।**
প্র : জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কী?– **কবিতা।**
প্র : যে কবিতা শুনতে জানে না সে কী করবে?– **ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।**
প্র : কে দিগন্তের অধিকার হতে বঞ্চিত হবে?– **যে কবিতা শুনতে জানে না।**
প্র : কারা আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে?– **যারা কবিতা শুনতে জানে না।**
প্র : উজ্জ্বল জানালা কীসের আগুনে আলোকিত?– **উনোন।**
প্র : কে প্রবহমান নদীর কথা বলতেন?– **কবির মা।**
প্র : কে নদীতে ভাসতে পারে না?– **যে কবিতা শুনতে জানে না।**
প্র : কে মাছের সাথে খেলা করতে পারে না?– **যে কবিতা শুনতে জানে না।**
প্র : কে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না?– **যে কবিতা শুনতে জানে না।**
প্র : কবি কার মৃত্যুর কথা বলতেন?– **গর্ভবতী বোনের।**
প্র : ভালোবাসা দিলে কে মারা যায়?– **মা।**
প্র : যুদ্ধ আসে কীভাবে?– **ভালোবেসে।**
প্র : মায়ের ছেলেরা ভালোবেসে কোথায় যায়?– **যুদ্ধে।**
প্র : যে কবিতা শুনতে জানে না, সে কোথায় সূর্যকে ধারণ করতে পারে না?– **হৃৎপিণ্ডে।**
প্র : কবির পূর্বপুরুষ কী ছিলেন?– **ক্রীতদাস।**
প্র : শস্যের সম্ভার কাকে সমৃদ্ধ করবে?– **যে কর্ষণ করে।**
প্র : প্রবহমান নদী কাকে পুরস্কৃত করবে?– **যে মৎস্য লালন করে।**
প্র : জননীর আশীর্বাদ কাকে দীর্ঘায়ু করবে?– **যে গাভীর পরিচর্যা করবে।**
প্র : ইস্পাতের তরবারি কাকে সশস্ত্র করবে?– **যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে।**
প্র : সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কী?– **কবিতা।**
প্র : সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কী?– **কবিতা।**

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি ---- কবিতা।' শূন্যস্থানে কী বসবে? [ক ১৬-১৭; D ১৭-১৮]
ক. শব্দমালা খ. সত্য গ. সত্য শব্দ ঘ. শব্দরাশি

০২. 'সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান ---' এ পঙ্‌ক্তির শূন্যস্থানে বসবে যে শব্দ : [খ ১৬-১৭; গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ১৬-১৭]
ক. স্বাধীনতা খ. মুক্তি গ. কবিতা ঘ. সংগীত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [B ১৭-১৮; জবি ক ১৬-১৭]
ক. স্বরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত গ. অক্ষরবৃত্ত ঘ. গদ্য

০৪. 'আমি কবি ও কবিতার কথা বলছি' পাঠ্যবইয়ের কোন কবিতায় পঙ্‌ক্তিটি রয়েছে? [D ১৭-১৮]
ক. নতুন কবিতা খ. আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
গ. রক্তে আমার অনাদি অস্থি ঘ. ব্ল্যাক- আউটের পূর্ণিমায়

০৫. 'তার পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল' পঙ্‌ক্তিটি কোন কবিতার? [G ১৬-১৭]
ক. লোক-লোকান্তর খ. সাম্যবাদী
গ. আমি কিংবদন্তির কথা বলছি ঘ. তাহারেই পড়ে মনে

০৬. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া? [B1 ১৬-১৭]
ক. সাত নরীর হার খ. বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা
গ. আমি কিংবদন্তির কথা বলছি ঘ. খাঁচার ভিতর অচিন পাখি

০৭. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় শুদ্ধতার প্রতীক কোনটি? [D3 ১৬-১৭]
ক. মাটি খ. পর্বত গ. আগুন ঘ. পানি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৮. কবি উচ্চারিত সত্যের মতো কিসের কথা বলেছেন? [B ১৭-১৮]
ক. আকাঙ্ক্ষার খ. কল্পনার গ. প্রত্যাশার ঘ. স্বপ্নের

০৯. 'তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।' লাইনটি কোন কবির? [C ১৭-১৮]
ক. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খ. সিকান্দার আবু জাফর
গ. হাসান হাফিজুর রহমান ঘ. সুফিয়া কামাল

১০. কোন কবি রাষ্ট্রদূত ছিলেন? [I ১৭-১৮; B ১৭-১৮; জাককানইবি AL ১৭-১৮]
ক. আসাদ চৌধুরী খ. সিকদার আমিনুল হক
গ. শহীদ কাদরী ঘ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

১১. যে কর্ষণ করে তাকে কী বলে? [A ১৬-১৭]
ক. কৃষক খ. কামার গ. কাঁসারি ঘ. রাখাল

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

১২. 'যে কবিতা শুনতে জানে না/সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে'– কবিতাংশে 'কবিতা' শব্দটি কীসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে? [B ১৭-১৮]
ক. ঐতিহ্যকথা খ. সত্যবাণী গ. মুক্তির আহ্বান ঘ. শান্তির সুর

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১৩. 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ কী? [A ১৭-১৮; A ১৬-১৭]
ক. বদান্যতা খ. ইতিহাস গ. অতীত ঘ. জনশ্রুতি

১৪. যে কবিতা শুনতে জানে না, সে আজন্ম কী থেকে যাবে? [C ১৬-১৭]
ক. বন্দি খ. মূর্খ গ. ক্রীতদাস ঘ. অভাগা

১৫. কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন? [C ১৬-১৭]
ক. শিক্ষা খ. অর্থনীতি গ. সংস্কৃতি ঘ. কৃষি ও পানিসম্পদ

০১.গ	০২.গ	০৩.ঘ	০৪.খ	০৫.গ	০৬.গ	০৭.গ	০৮.ঘ
০৯.ক	১০.ঘ	১১.ক	১২.গ	১৩.ঘ	১৪.গ	১৫.ঘ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১৬. 'তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল।' চরণটি কোন কবিতার? [B ১৭-১৮]
ক. আমি কিংবদন্তির কথা বলছি খ. রক্তে আমার অনাদি অস্থি
গ. এই পৃথিবীতে একস্থান আছে ঘ. তাহারেই পড়ে মনে

১৭. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কবি 'বিচলিত স্নেহ' বলতে কী বুঝিয়েছেন? [H ১৭-১৮]
ক. স্নেহের অভাব খ. আপনজনের স্নেহ
গ. স্নেহের আশঙ্কা ঘ. আপনজনের উৎকণ্ঠা

১৮. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটিতে নিম্নোক্ত কোন ভাবটি মুখ্য হয়ে উঠেছে? [C ১৬-১৭]
ক. শাসকদের প্রতি সকলের নতজানু হওয়া
খ. শাসক শ্রেণি সম্পর্কে জনমতে ব্যাপক ভীতি
গ. পূর্ব পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও করুণা
ঘ. স্বাধীনতা রক্ষা করতে না পারার আশঙ্কা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৯. কোন কাব্যগ্রন্থটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচিত? [D ১৭-১৮]
ক. সাত নরীর হার খ. আসমানের কান্না গ. বন্দি শিবির থেকে ঘ. মায়া কাজল

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

২০. 'যে কবিতা শুনতে জানে না' সে কীসের আর্তনাদ শুনবে?
ক. সত্যের খ. মিথ্যার গ. আর্তমানুষের ঘ. ঝড়ের

২১. কবির পূর্বপুরুষের দেহে কোথায় রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল?
ক. বুকে খ. গলায় গ. পিঠে ঘ. পায়ে

১৬.ক	১৭.ঘ	১৮.ঘ	১৯.ক	২০.ঘ	২১.গ

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. নিচের কোন গ্রন্থটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক রচিত?
ক. নিয়ত মস্তাজ খ. অক্টোপাস গ. আমার সময় ঘ. কালের কলস

০২. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে কোথায় যোগদান করেন?
ক. সিভিল সার্ভিস খ. বিশ্বব্যাংক গ. নৈশ বিদ্যালয়ে ঘ. জাতিসংঘে

০৩. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির একান্ত প্রত্যাশিত মুক্তির প্রতীক হিসেবে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. পূর্বপুরুষ খ. মা গ. ভাই ঘ. কবিতা

০৪. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'রক্তজবা' ফুলের কথা কয়বার উল্লেখ রয়েছে?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

০৫. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কতকাল ক্রীতদাস থাকবে?
ক. আজন্ম খ. ১০ বছর গ. ২০ বছর ঘ. ৩০ বছর

০৬. সন্তানের জন্য কারা মরতে পারে না?
ক. যে গান গাইতে পারে না খ. যে কবিতা শুনতে জানে না
গ. যে দেশকে ভালোবাসতে জানে না ঘ. যে মাটিকে সম্মান দিতে জানে না

০৭. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' বাক্যটি কয় বার ব্যবহার করা হয়েছে?
ক. ১ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৪

০৮. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'যে কবিতা শুনতে জানে না' বাক্যটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. ৭ খ. ৮ গ. ৯ ঘ. ১০

০৯. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি' বাক্যটি কতবার ব্যবহার হয়েছে?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

১০. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর সৃষ্টিশীল বোধের গভীরতায় বাঙালির কী ধারণ করেছিলেন?
ক. আবেগ ও অনুভূতি খ. ইতিহাস গ. ঐতিহ্য ঘ. যুক্তি

১১. বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য কবি প্রথম কোন পুরস্কার লাভ করেন?
ক. একুশে পদক খ. বাংলা একাডেমি গ. নজরুল একাডেমি ঘ. অগ্রণী ব্যাংক

১২. কবিতায় কিসের আর্তনাদের কথা বলা হয়েছে?
ক. বাতাসের খ. নদীর গ. ঝড়ের ঘ. মেঘের

১৩. যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে ইস্পাতের তরবারি তাকে কী করবে?
ক. শাণিত খ. শক্তিশালী গ. বেপরোয়া ঘ. সশস্ত্র

১৪. কবির পূর্বপুরুষ পিঠে রক্তজবার ক্ষত নিয়েও কী ধ্বনিত করে?
ক. শান্তির গান খ. মুক্তির গান গ. সাফল্যের গান ঘ. বিজয়ের গান

১৫. কবির পূর্বপুরুষ কার সাথে লড়াই করে মৃত্যুঞ্জয়ী বলিষ্ঠতায় অবিরাম এগিয়ে চলে?
ক. প্রকৃতির খ. মৃত্যুর গ. জীবনের ঘ. বিদ্রোহের

১৬. কবির মতে সকল অভ্যুত্থান, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের বাহন কী?
ক. কবিতা খ. যোগ্য নেতা গ. আদর্শ মাতা ঘ. পূর্বপুরুষের আদর্শ

১৭. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার রসোপলব্ধির অবিচ্ছেদ্য অংশ কী?
ক. বিষয় খ. আঙ্গিক বিবেচনা গ. নাটকীয়তা ঘ. সংলাপধর্মিতা

১৮. 'তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন' এখানে তিনি কে?
ক. আমাদের উত্তর পুরুষ খ. আমাদের পূর্বপুরুষ
গ. আমাদের মাতৃপুরুষ ঘ. আমাদের ভবিষ্যৎ পুরুষ

১৯. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার আলোকে মুক্তির সামর্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় কোনটি?
ক. গল্প শোনা খ. গান শোনা গ. কবিতা শোনা ঘ. কবিতা পাঠ

২০. লোকপরম্পরায় শ্রুত বিষয়কে এক কথায় কী বলা হয়?
ক. লোকশ্রুতি খ. কিংবদন্তি গ. শ্রুতিময় ঘ. শ্রুতিমধুর

২১. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
ক. বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
গ. বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ঘ. বাঙালির দুঃসাহস

২২. কবিতাটিতে উনোনের আগুনে আলোকিত উজ্জ্বল জানালা বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
ক. মুক্ত প্রকৃতি খ. গরম বাতাস গ. আলোকিত পৃথিবী ঘ. বিধ্বস্ত পৃথিবী

২৩. 'অরণ্য এবং শ্বাপদ' কিসের প্রতীক?
ক. বিপদের খ. সতর্কতার গ. রোমাঞ্চের ঘ. পরিশ্রমের

২৪. যে কবিতা শুনতে পারে না সে ভালোবেসে কোথায় যেতে পারে না?
ক. যুদ্ধে খ. গ্রামে গ. আন্দোলনে ঘ. বিদেশে

২৫. কে সিভিল সার্ভিস ও সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন?
ক. আবু জাফর শামসুদ্দীন খ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
গ. আবু হেনা মোস্তফা কামাল ঘ. আবদুল গাফফার চৌধুরী

২৬. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতার বিষয় কোনটি?
ক. স্বদেশপ্রেম খ. প্রকৃতিপ্রেম গ. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ ঘ. গণঅভ্যুত্থান

২৭. বাংলা ভাষা ছাড়াও অন্য কোন ভাষায় আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে?
ক. ফারসি খ. হিন্দি গ. ইংরেজি ঘ. আরবি

২৮. নিচের কোনটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচিত কাব্যগ্রন্থ নয়?
ক. বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের প্রার্থনা খ. কমলের চোখে
গ. বিধ্বস্ত নীলিমা ঘ. আমার সময়

২৯. কোন বিষয়ে পুস্তক রচনার জন্য আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ একুশে পদকে ভূষিত হন?
ক. মুক্তিযুদ্ধ খ. গণঅভ্যুত্থান গ. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ঘ. স্বদেশপ্রেম

৩০. 'আমি উচ্চারিত সত্যের মতো স্বপ্নের কথা বলছি।' এখানে 'স্বপ্ন' শব্দটির সর্বোত্তম গ্রহণযোগ্য অর্থ কোনটি?
ক. নিদ্রিত অবস্থায় কোনো বিষয়ের প্রত্যক্ষ অনুভব খ. নিদ্রিত অবস্থায় অনুভব কিন্তু
গ. নিদ্রিত অবস্থায় মনের ক্রিয়া ঘ. স্বপ্ন অথচ মিথ্যে নয়

৩১. কবি উচ্চারিত সত্যের মতো কিসের কথা বলেছেন?
ক. আকাঙ্ক্ষার খ. বাস্তবতার গ. স্বপ্নের ঘ. ইচ্ছায়

৩২. 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা' কোন কবির কাব্যগ্রন্থ?
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. আহসান হাবীব
গ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ঘ. শামসুর রাহমান

৩৩. 'আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারব' - চরণটিতে কবি মনের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. আনন্দ খ. বিস্ময় গ. শঙ্কা ঘ. হতাশা

৩৪. মানুষের উপর অত্যাচারের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে কোন পঙক্তিটিতে?
ক. সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না খ. তাঁর পিঠে, রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল
গ. সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে ঘ. সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে

৩৫. কাকে প্রবহমান নদী পুরস্কৃত করবে?
ক. যে নৌকা চালায় খ. যে কর্ষণ করে
গ. যে গাভীর পরিচর্যা করে ঘ. যে মৎস্য পালন করে

৩৬. 'আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি' - পঙক্তিটিতে 'বিচলিত' শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে?
ক. নিত্যতা খ. উদ্বিগ্ন গ. উচ্চারণযোগ্য ঘ. দিব্য

৩৭. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল বলতে বোঝানো হয়েছে?
ক. বিদ্রোহের আঘাত খ. সংগ্রামের ইতিহাস গ. অত্যাচারের আঘাত ঘ. বাঙালির অহংকার

৩৮. ইস্পাতের তরবারি কাকে সশস্ত্র করবে?
ক. যে কর্ষণ করে খ. যে লৌহ খণ্ডকে প্রজ্বলিত করে
গ. যে যুদ্ধে যায় ঘ. যে মৎস্য পালন করে

০১.গ	০২.ক	০৩.ঘ	০৪.খ	০৫.ক	০৬.খ	০৭.খ	০৮.গ	০৯.খ	১০.ক
১১.ক	১২.গ	১৩.ঘ	১৪.খ	১৫.ক	১৬.ক	১৭.খ	১৮.খ	১৯.গ	২০.ক
২১.ক	২২.গ	২৩.ক	২৪.ক	২৫.খ	২৬.গ	২৭.গ	২৮.গ	২৯.গ	৩০.খ
৩১.গ	৩২.গ	৩৩.গ	৩৪.খ	৩৫.ঘ	৩৬.খ	৩৭.গ	৩৮.খ		

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৩৯. হিংস্র মাংসাশী শিকারি জন্তুকে কী বলা হয়?
ক. দৈত্য খ. দানব গ. শ্বাপদ ঘ. অসুর

৪০. 'চিত্রকল্প' কী?
ক. শব্দের ছবি খ. ছবির দৃশ্য গ. ছন্দের ধারা ঘ. রূপরেখা

৪১. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কী শুনবে?
ক. পাখির কলকাকলি খ. কলের গান গ. ঝড়ের আর্তনাদ ঘ. অস্ত্রের শব্দ

৪২. সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধারণ করলে মুক্তি অনিবার্য, কারণ-
ক. শক্তির আধার হওয়ায় খ. শত্রুদের ভয় হওয়ায়
গ. প্রচণ্ড উত্তাপ থাকায় ঘ. তার আশীর্বাদ থাকায়

৪৩. কে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না?
ক. যে পড়াশোনা করে না খ. যে গান শোনে না
গ. যে গল্প শোনে না ঘ. যে কবিতা শোনে না

৪৪. মায়ের ছেলে মাকে ছেড়ে যুদ্ধে যায় কেন?
ক. বাধ্য হয়ে খ. অভিমান করে গ. মাকে ভালোবেসে ঘ. মায়ের আদর্শে

৪৫. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় আমাদের পূর্বপুরুষদের পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল কেন?
ক. তারা যোদ্ধা ছিলেন বলে খ. তারা ক্রীতদাস ছিলেন বলে
গ. বন্য পশুর আক্রমণে ঘ. তারা অভিশপ্ত ছিলেন বলে

৪৬. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটিতে নিম্নোক্ত কোন ভাবটি মুখ্য হয়ে এসেছে?
ক. নতজানু ভাব খ. শত্রুর ভাব
গ. পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ঘ. স্বাধীনতা রক্ষা করতে না পারা

৪৭. কোন কবিতাটিতে উচ্চারিত হয়েছে ঐতিহ্য সচেতন শিকড়সন্ধানী মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির দৃপ্ত ঘোষণা?
ক. রক্তে আমার অনাদি অস্থি খ. আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
গ. নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় ঘ. সেই অস্ত্র

৪৮. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি কবিতায়' গর্ভবতী বোনের মৃত্যু কিসের প্রতীক?
ক. বাঙালির ত্যাগ খ. অতীত ঐতিহ্য গ. প্রতিশোধের প্রতীক ঘ. নিপীড়নের চিত্র

৪৯. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় মুক্তির পূর্বশর্ত কী?
ক. শান্তি খ. সাহসী গ. যুদ্ধ ঘ. স্বাধীনতা

৫০. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল' বলতে কবি কোনটিকে নির্দেশ করেছেন?
ক. পূর্বপুরুষের শক্তি খ. ভালোবাসার মুহূর্ত গ. কৃষকের জীবন ঘ. কৃষি সভ্যতা

৫১. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় উজ্জ্বল জানালার অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে কেন?
ক. মুক্তজীবনের প্রত্যাশা জানাতে খ. আনন্দের উচ্ছ্বাস বোঝাতে
গ. সকল গ্লানি ঝেড়ে ফেলা ঘ. শুচি হওয়ার জন্য

৫২. 'রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা'-এখানে প্রকাশিত হয়েছে-
ক. অতীতের কষ্ট খ. দৃপ্ত শপথ গ. স্বপ্নের পূরণ ঘ. ঘুরে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার

৫৩. কবি কেন উনোনের আগুনের আলোকে আলোকিত একটি জানালার কথা বলেছেন?
ক. প্রাপ্তির জন্য খ. পবিত্রতার জন্য গ. মুক্তির জন্য ঘ. চেতনার জন্য

৫৪. পূর্বপুরুষের পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল; তা বোঝা যায় যেভাবে-
ক. ক্রীতদাস থাকায় খ. শ্রমিক থাকায় গ. কৃষক থাকায় ঘ. দরিদ্র থাকায়

৫৫. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় যে পুত্রগণের কথা বলা হয়েছে তারা কেমন?
ক. কুৎসিত খ. দীর্ঘদেহী গ. স্থূলদেহী ঘ. খর্বদেহী

৫৬. কবি কেন তার পূর্বপুরুষের কথা বলেছেন?
ক. সাহসী ছিল বলে খ. নিপীড়িত হয়েছে বলে
গ. জমিদার ছিল বলে ঘ. গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে বলে

৫৭. কবি কেন বিচলিত স্নেহের কথা বলেছেন?
ক. ভয়ে খ. শঙ্কায় গ. ভীরুতায় ঘ. কল্পনায়

৫৮. কবি সূর্যের হৃৎপিণ্ড বলতে কোন দিকটি নির্দেশ করেছেন?
ক. আত্মবিশ্বাসের খ. শক্তির গ. লড়াইয়ের ঘ. চেতনার

৫৯. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবি কার মৃত্যুর কথা বলেছেন?
ক. বাবার খ. ভাইয়ের গ. বন্ধুর ঘ. নিজের

৬০. 'পাহাড়' শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় নিচের কোনটি?
ক. অটবি খ. মহীধর গ. গিরি ঘ. শৈল

৬১. কেন মানুষ ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না?
ক. কবিতার ব্যঞ্জনা জানা নেই বলে খ. কবিতার আকুতি জানে না বলে
গ. কবিতার মর্মার্থ জানা নেই বলে ঘ. কবিতার বিপ্লবী ভাব বোঝে না বলে

৬২. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় আঘাতের তীব্রতা বোঝাতে নিচের কোন শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে?
ক. রক্তজবা খ. কর্ষণ গ. আর্তনাদ ঘ. ক্রীতদাসের কান্না

৬৩. কর্ষিতজমির প্রতিটি শস্যদানা কী?
ক. গান খ. স্লোগান গ. কবিতা ঘ. গদ্য

৬৪. চিত্রকল্প নির্মাণের পূর্বশর্ত কী?
ক. প্লট নির্মাণ খ. চরিত্র নির্বাচন গ. কাহিনি বিবরণ ঘ. অভিনবত্ব

৬৫. 'আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারব, আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারব?'-আলোচ্য অংশটিতে তাঁর বলতে কী বোঝায়?
ক. মুক্তিকামী মানুষ খ. কবি গ. ক্রীতদাস ঘ. জন্মভূমি

৬৬. কবির পূর্বপুরুষরা কবিতায় অনুরক্ত ছিলেন কেন?
ক. বিপ্লবী ছিলেন বলে খ. সৃষ্টিশীল ছিলেন বলে
গ. প্রজ্ঞাবাদী ছিলেন বলে ঘ. পরিশ্রমী ছিলেন বলে

৬৭. যে কবিতা শুনতে জানে না, সে কার সঙ্গে খেলা করতে পারে না?
ক. শিশুর সাথে খ. ফড়িংয়ের সাথে গ. পাখির সাথে ঘ. মাছের সাথে

৬৮. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কত সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন?
ক. ১৯৭৮ সালে খ. ১৯৭৯ সালে গ. ১৯৮০ সালে ঘ. ১৯৮৪ সালে

৬৯. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কাব্যগ্রন্থ নিচের কোনটি?
ক. কমলের চোখ খ. সারা দুপুর গ. রাত্রিশেষ ঘ. বিদীর্ণ দর্পণে মুখ

৭০. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কবির পূর্বপুরুষ কীসের কথা বলতেন?
ক. রক্তজবা খ. শস্যদানা গ. পলিমাটি ঘ. অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা

৭১. কবির পূর্বপুরুষের পলিমাটির সৌরভ ছিল কোথায়?
ক. পিঠে খ. করতলে গ. শস্যদানার ঘ. মাটিতে

৭২. পূর্বপুরুষ অরণ্য এবং কিসের কথা বলতেন?
ক. শ্বাপদের খ. হিংস্রজন্তু গ. ঝরণা ঘ. পাহাড়ি পথ

৭৩. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কার কথা বলেছেন?
ক. ঐতিহাসিকদের খ. পর্যটকদের
গ. সাহিত্যিকদের ঘ. পূর্বপুরুষদের

৭৪. কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর মতে, যুদ্ধ কীসের পূর্বশর্ত?
ক. মুক্তির খ. পরিশ্রমের গ. অর্থের ঘ. ধৈর্যের

৭৫. পূর্বপুরুষ কোন জমি আবাদের কথা বলতেন?
ক. দখলি জমি খ. পতিত জমি গ. আবাদি জমি ঘ. ফসলি জমি

৭৬. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় কোন শব্দটি ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে?
ক. কবিতা খ. কিংবদন্তি গ. পূর্বপুরুষ ঘ. ক্রীতদাস

৭৭. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কিসের অধিকার থেকে বঞ্চিত?
ক. মানবিকতার খ. দিগন্তের গ. স্বাধীনতার ঘ. মুক্তির

৭৮. কবি কিসের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলেছেন?
ক. খড়ের খ. দাবানলের গ. উনোনের ঘ. হৃদয়ের

৭৯. প্রবহমান নদীর কথা কে বলেছেন?
ক. কবির মা খ. কবির বাবা গ. স্বয়ং কবি ঘ. কবির পূর্বপুরুষ

৮০. কে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না?
ক. যে নদীতে নামতে জানে না খ. যে সাঁতার কাটতে পারে না
গ. যে কবিতা শুনতে জানে না ঘ. যে নদীর ঢেউয়ে মুগ্ধ হয় না

৮১. কবি কিসের স্নেহের কথা বলেছেন?
ক. বিচলিত খ. উদ্বেলিত গ. তরল ঘ. আকাঙ্ক্ষা

৮২. কোন ধরনের নদী যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে?
ক. উত্তাল খ. গতিহীন গ. প্রবহমান ঘ. উচ্ছল

৮৩. যে কবিতা শুনতে জানে না সে কার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না?
ক. বাবার খ. দাদির গ. মায়ের ঘ. বোনের

৮৪. কারা ভীরু কাপুরুষের মতো পেছন থেকে আক্রমণ করছে?
ক. মিত্ররা খ. শত্রুরা গ. ভণ্ডরা ঘ. শয়তানরা

৮৫. যে কর্ষণ করে কী তাকে সমৃদ্ধ করবে?
ক. উর্বর জমি খ. শস্যসম্ভার গ. মালিক ঘ. মহাজন

৮৬. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় দীর্ঘ দেহ কারা?
ক. বীর সৈনিক খ. আদি মানব গ. পুত্রগণ ঘ. পরাশ্রয়ী

৮৭. কোন ভালবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা?
ক. মা খ. শিল্পী গ. সুপুরুষ ঘ. আগন্তুক

৮৮. সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কী?
ক. চেতনা খ. কবিতা গ. ভালোবাসা ঘ. কামনা

৮৯. রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কী?
ক. কবিতা খ. অধিকার গ. দৃপ্ত শপথ ঘ. স্লোগান

৯০. জননীর আশীর্বাদ কাকে দীর্ঘায়ু করবে?
ক. যে গাভীর পরিচর্যা করবে খ. যে জমি কর্ষণ করবে
গ. যে মৎস চাষ করবে ঘ. যে আলো উজ্জ্বলিত করবে

৩৯.গ	৪০.ক	৪১.গ	৪২.ক	৪৩.ঘ	৪৪.গ	৪৫.খ	৪৬.গ	৪৭.খ
৪৮.ঘ	৪৯.গ	৫০.গ	৫১.ক	৫২.খ	৫৩.গ	৫৪.ক	৫৫.খ	৫৬.ঘ
৫৭.খ	৫৮.খ	৫৯.খ	৬০.ক	৬১.ক	৬২.ক	৬৩.গ	৬৪.ঘ	৬৫.ক
৬৬.খ	৬৭.ঘ	৬৮.খ	৬৯.ক	৭০.ঘ	৭১.খ	৭২.ক	৭৩.ঘ	৭৪.ক
৭৫.খ	৭৬.খ	৭৭.খ	৭৮.গ	৭৯.ক	৮০.গ	৮১.ক	৮২.গ	৮৩.গ
৮৪.খ	৮৫.খ	৮৬.গ	৮৭.গ	৮৮.খ	৮৯.ক	৯০.ক		

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

SELF TEST

০১. 'পলিমাটির সৌরভ' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. উর্বর মৃত্তিকা খ. উর্বর মৃত্তিকা
গ. ধূসর মৃত্তিকা ঘ. বন্ধ্যা জমি

০২. পতিত জমি আবাদের কথা কবির পূর্বপুরুষরা কেন বলতেন?
ক. তারা গরিব ছিলেন বলে খ. তাঁরা সংগ্রামী ছিলেন বলে
গ. তারা কৃষক ছিলেন বলে ঘ. তারা চাষি ছিলেন বলে

০৩. 'তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।' এই পঙ্‌ক্তিটি দ্বারা কবির পূর্বপুরুষের কোন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়?
ক. সৃজনশীল খ. সংগ্রামী গ. সংকীর্ণ ঘ. উদার

০৪. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কী?
ক. কবিতা খ. ঝড়ের আর্তনাদ গ. উনোনের আগুন ঘ. প্রবহমান নদী

০৫. কারা দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে?
ক. যারা কবিতা লিখতে জানে না
খ. যারা কবিতা শুনতে জানে না
গ. যারা পরাধীন থাকতে ভালোবাসে
ঘ. যারা মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না

০৬. কারা আজন্ম ক্রীতদাস থাকবে?
ক. যারা কবিতা শুনতে জানে না খ. যারা কবিতা লিখতে জানে না
গ. যারা পরাধীন থাকতে পছন্দ করে না ঘ. যারা মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না

০৭. 'উচ্চারিত সত্যের মতো স্বপ্ন'কে কী বলা যায়?
ক. গান খ. কবিতা গ. যুদ্ধ ঘ. বিপ্লব

০৮. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কবি কার মৃত্যুর কথা বলেছেন?
ক. যুদ্ধে যাওয়া ভাইয়ের খ. গর্ভবতী বোনের
গ. তাঁর মায়ের ঘ. তাঁর বাবার

০৯. 'আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি' পঙ্‌ক্তিটিতে 'আমার ভালোবাসা' দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক. প্রণয়িনীর প্রতি ভালোবাসা খ. আপনজনদের প্রতি ভালোবাসা
গ. মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা ঘ. প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা

১০. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতার কে সন্তানদের জন্য মরতে পারে না?
ক. যে ছবি আঁকতে পারে না খ. যে গান গাইতে পারে না
গ. যে কবিতা শুনতে জানে না ঘ. যে কবিতায় আবৃত্তি করতে পারে না

১১. সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখার মাধ্যমে কোন চেতনা প্রকাশ পায়?
ক. সদা প্রজ্জ্বলিত চেতনা খ. স্বাধীনতার চেতনা
গ. শোষণের চেতনা ঘ. শাসক হওয়ার চেতনা

১২. 'অরণ্য এবং শ্বাপদ'-এই শব্দযুগল কিসের প্রতীক?
ক. বিপদের খ. সতর্কতার
গ. রোমাঞ্চের ঘ. পরিশ্রমের

১৩. 'সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না' পঙ্‌ক্তিটিতে 'সূর্য' কোন অর্থ বহন করে?
ক. অরুণ খ. কাণ্ড গ. অর্ক ঘ. তেজ

১৪. 'ক্ষণকালের জন্য স্থির ছিল' কথাটির দ্বারা কী বুঝায়?
ক. বাতাসের খামখেয়ালি আচরণ খ. বাতাসের প্রবাহের অনুপস্থিতি
গ. লেখকের মনের ভাববিহ্বলতা ঘ. লেখকের মতিভ্রম

১৫. দুঃখময় স্মৃতিচারণে আমাদের মন কেমন হয়ে ওঠে?
ক. উদাস খ. চঞ্চল গ. ভীরু ঘ. কাতর

১৬. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটিতে 'অতিক্রান্ত পাহাড়' অনুষঙ্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. সংগ্রামের প্রতীক খ. বাধা-বিপত্তির প্রতীক
গ. বিদ্রোহের প্রতীক ঘ. বিপদের প্রতীক

১৭. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় 'বিচলিত স্নেহ' কথাটির মাধ্যমে কাদের আসন্ন বিপদের আশঙ্কার কথা প্রকাশ পেয়েছে?
ক. মুক্তিপ্রত্যাশী মানুষের খ. শোষক শ্রেণির
গ. রাজনীতিবিদদের ঘ. মমতাময়ী নারীদের

১৮. 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটিতে নিম্নোক্ত কোন ভাবটি মুখ্য হয়ে এসেছে?
ক. শাসকদের প্রতি সকলের নতজানু হওয়া
খ. শাসকশ্রেণি সম্পর্কে জনমনে ব্যাপক ভীতি
গ. পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা ও করুণা
ঘ. স্বাধীনতা রক্ষা করতে না পারার আশঙ্কা

১৯. 'আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারব।' পঙ্‌ক্তিটিতে কবির কোন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে?
ক. কল্পনাবিলাসিতার খ. সৃষ্টিশীলতা প্রকাশের সুযোগের
গ. সৃষ্টিশীলতা প্রকাশের ঘ. প্রতিবাদ করতে পারার

২০. 'রক্তজবার মতো ক্ষত' বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বুঝানো হয়েছে?
ক. তাজা রক্তের দাগ খ. রক্তজবার মতো লাল আঘাতের চিহ্ন
গ. মানুষের ওপর অত্যাচারের ইতিহাস ঘ. মানুষের ফুলের মতো মন ভেঙ্গে দেয়া

২১. 'উনোনের আগুনে আলোকিত উজ্জ্বল জানালা'র মাধ্যমে কবি কোনটি বুঝাতে চেয়েছেন
ক. আগুনের উত্তাপে পরিশুদ্ধ মুক্তজীবন খ. জীবনের বাস্তবতা
গ. সূর্যের আলো কাজে লাগানো ঘ. উঠানে আগুন লাগিয়ে উত্তাপ নেওয়া

২২. যে সাঁতার জানে না তাকেও প্রবহমান নদীর ভাসিয়ে রাখা বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন
ক. নদীর ঔদার্য খ. অসহায়কে প্রকৃতির অভয় আশ্রয় দেওয়া
গ. সাঁতার শিখতে নদীর সাহায্য ঘ. প্রকৃতির বিরূপতা

২৩. সর্বশক্তির আধারকে হৃদয়ে ধারণ করার কথা বলতে গিয়ে কবি বলেন-
ক. ইস্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে
খ. যে কবিতা শুনতে জানে না সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না
গ. যে কবিতা শুনতে জানে না সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না
ঘ. যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না

২৪. কবিতা সম্পর্কে কোন কথাটি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতায় বলা হয়নি
ক. সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
খ. সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা
গ. জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্তশব্দ কবিতা
ঘ. সশস্ত্র বিপ্লবীর উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য কবিতা

২৫. কোন কবির নিরলস সাফল্যে 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে?
ক. আবু হেনা মোস্তাফা কামাল খ. আহসান হাবীব
গ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ঘ. জসীমউদ্‌দীন

২৬. লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করা বলতে কী বোঝায়
ক. লোহা উত্তপ্ত করা খ. যুদ্ধ করা
গ. লোহা শান দেওয়া ঘ. লোহা তৈরি করা

২৭. শত্রুরা ভীরু কাপুরুষের মতো কাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?
ক. দুর্বলদের খ. অন্ত্যজদের
গ. বন্দি ক্রীতদাসদের ঘ. বৃদ্ধদের

২৮. কিসে সবকিছু শুচি হয়ে যায়?
ক. জলে খ. বাতাসে
গ. তেলে ঘ. আগুনে

২৯. 'কবির কাছে শুধু কবিতাই --- ।' শূন্যস্থানে কী বসবে?
ক. শক্তি খ. সত্য গ. ক্ষমতা ঘ. স্বপ্ন

৩০. কার রয়েছে সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস?
ক. ফরাসির খ. তুর্কির গ. জাপানির ঘ. বাঙালির

OMR

৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ
২৪. ক খ গ ঘ	২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ
২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ
১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ
১২. ক খ গ ঘ	১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ

Correct Answer

৩০.ঘ	২৯.খ	২৮.ঘ	২৭.গ	২৬.গ	২৫.গ	২৪.ঘ	২৩.ঘ	২২.খ	২১.
২০.গ	১৯.খ	১৮.গ	১৭.ক	১৬.খ	১৫.ঘ	১৪.খ	১৩.ঘ	১২.ক	১১.
১০.গ	০৯.খ	০৮.খ	০৭.খ	০৬.ক	০৫.খ	০৪.ক	০৩.ক	০২.খ	০১.

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

সৈয়দ শামসুল হক

নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর
নিচে গ্রাম, গঞ্জ, হাট, জনপদ, লোকালয় আছে উনসত্তর হাজার।
ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ-পূর্ণিমার।
নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট, বড় নষ্ট যখন সংসার
তখন হঠাৎ কেন দেখা দেয় নিলক্ষার নীলে তীব্র শিস
দিয়ে এত বড় চাঁদ?
অতি অকস্মাৎ
স্তব্ধতার দেহ ছিঁড়ে কোন ধ্বনি? কোন শব্দ? কিসের প্রপাত?
গোল হয়ে আসুন সকলে,
ঘন হয়ে আসুন সকলে,
আমার মিনতি আজ স্থির হয়ে বসুন সকলে।
অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়।
এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায়
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়।
কালঘুম যখন বাংলায়
তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নূরলদীন দেখা দেয় মরা আঙিনায়।
নূরলদীনের বাড়ি রংপুরে যে ছিল,
রংপুরে নূরলদীন একদিন ডাক দিয়েছিল
১১৮৯ সনে।
আবার বাংলার বুঝি পড়ে যায় মনে,
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়
ইতিহাসে, প্রতিটি পৃষ্ঠায়।
আসুন, আসুন তবে, আজ এই প্রশস্ত প্রান্তরে;
যখন স্মৃতির দুধ জ্যোৎস্নার সাথে ঝরে পড়ে,
তখন কে থাকে ঘুমে? কে থাকে ভেতরে?
কে একা নিঃসঙ্গ বসে অশ্রুপাত করে?
সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে।
নূরলদীনেরও কথা যেন সারা দেশে
পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়,
অভাগা মানুষ যেন জেগে ওঠে আবার এ আশায়
যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়,
আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায়
দিবে ডাক, "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?"

শব্দার্থ ও টীকা

নিলক্ষা	দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী।
স্তব্ধতার দেহ	এখানে নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ বোঝানো হয়েছে।
প্রপাত	নির্ঝরের পতনের স্থান। জলপ্রপাত।
হানা দেয়	আক্রমণ করে। আবির্ভূত হয় অর্থে ব্যবহৃত।
কালঘুম	মৃত্যু; চিরনিদ্রা।
মরা আঙিনায়	মৃত্যু নিথর অঙ্গনে।
বাহে	বাপুহে। দিনাজপুর, রংপুর এলাকার সম্বোধন বিশেষ।
কোনঠে	কোথায়।
ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না	সাদা দুধের মতো জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার রঙকে দুধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

কবি পরিচিতি

নাম	সৈয়দ শামসুল হক
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ, কুড়িগ্রাম। পিতা : সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : ম্যাট্রিক (১৯৫০), ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। উচ্চ মাধ্যমিক : ইন্টারমিডিয়েট (১৯৫২), জগন্নাথ কলেজ। উচ্চতর শিক্ষা : স্নাতক (সম্মান) ইংরেজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
পেশা/কর্মজীবন	সাংবাদিকতা ও লেখালেখি। প্রযোজক : বাংলা বিভাগ, বিবিসি। চিত্রনাট্য রচয়িতা ও গীতিকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি পুরস্কার, আদমজি সাহিত্য পুরস্কার, অলক্ত স্বর্ণপদক, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, টেনাশিনাস পদক প্রভৃতি।
জীবনাবসান	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস	এক মহিলার ছবি, অনুপম দিন, সীমানা ছাড়িয়ে, নীল দংশন, স্মৃতিমেঘ, মৃগয়ায় কালক্ষেপ, নির্বাসিতা, নিষিদ্ধ লোবান, খেলারাম খেলে যা প্রভৃতি।
ছোটগল্প	শীত বিকেল, রক্ত গোলাপ, আনন্দের মৃত্যু, প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান প্রভৃতি।
কাব্যগ্রন্থ	বিরতিহীন উৎসব, অপর পুরুষ, পরানের গহীন ভিতর, প্রতিধ্বনিগণ, রজ্জুপথে চলেছি, একদা এক রাজ্যে, বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা, অগ্নি ও জলের কবিতা, রাজনৈতিক কবিতা প্রভৃতি।
কাব্যনাটক	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, গণনায়ক, নূরলদীনের সারাজীবন, এখানে এখন, ঈর্ষা প্রভৃতি।
শিশুসাহিত্য	সীমান্তের সিংহাসন, আনু বড় হয়, হুডসনের বন্দুক প্রভৃতি।

কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন?– **ইংরেজি সাহিত্যের**।
- তিনি বিবিসির কোন বিভাগের প্রযোজক ছিলেন?– **বাংলা**।
- একাধারে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, কাব্যনাট্য ও শিশু সাহিত্যের লেখক হওয়ায় তিনি কী হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন– **সব্যসাচী লেখক**।
- তিনি খ্যাতিমান– **চিত্রনাট্য রচয়িতা ও গীতিকার হিসেবে**।
- সৈয়দ শামসুল হক কোথায় সাংবাদিকতা করেন?– **বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রযোজক**।
- সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্মের মূল প্রবণতা কী?– **মানুষের জটিল জীবনপ্রবাহ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ**।
- সাহিত্যের গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে সৈয়দ শামসুল হক কেমন?– **নিরীক্ষাপ্রিয়**।
- শামসুল হক প্রথমে কোনটিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন?– **সাংবাদিকতা**।
- সৈয়দ শামসুল হকের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থের নাম– **উৎকট তন্দ্রার নিচে**।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস :** 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত কাব্যনাটক 'নূরলদীনের সারাজীবন' শীর্ষক কাব্যনাটক থেকে সংকলিত হয়েছে। এটি এ নাটকের প্রস্তাবনা অংশ।
- **প্রথম লাইন–** নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর
- **শেষ লাইন–** দিবে ডাক, "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?"
- **ছন্দ–** কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- নিচে গ্রাম, গঞ্জ, হাট, জনপদ, লোকালয় আছে উনসত্তর হাজার।
  ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ-পূর্ণিমার।
- তখন হঠাৎ কেন দেখা দেয় নিলক্ষার নীলে তীব্র শিস
  দিয়ে এত বড় চাঁদ?
- গোল হয়ে আসুন সকলে,
  ঘন হয়ে আসুন সকলে,
  আমার মিনতি আজ স্থির হয়ে বসুন সকলে।
- কালঘুম যখন বাংলায়
  তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নূরলদীন দেখা দেয় মরা আঙিনায়।
  নূরলদীনের বাড়ি রংপুরে যে ছিল,
  রংপুরে নূরলদীন একদিন ডাক দিয়েছিল
  ১১৮৯ সনে।

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

➲ যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
➲ যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
➲ যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়
ইতিহাসে, প্রতিটি পৃষ্ঠায়।
➲ সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে।
পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়
নূরলদীনেরও কথা যেন সারা দেশে
অভাগা মানুষ যেন জেগে ওঠে আবার এ আশায়
যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়,

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : নিলক্ষা আকাশ কেমন– **নীল**।
প্র : বিস্তৃত আকাশের নিচে কত লোকালয় আছে?– **উনসত্তর হাজার**।
প্র : পূর্ণিমার চাঁদ কিসের মতো জ্যোৎস্না দিচ্ছে?– **ধবল দুধের মতো**।
প্র : কিসের দেহ ছিঁড়ে ধ্বনি শব্দ শোনা যায়?– **স্তব্ধতার দেহ**।
প্র : অতীত কোথায় হানা দেয়?– **মানুষের বন্ধ দরজায়**।
প্র : নূরলদীন কোথায় দেখা দেয়?– **মরা আঙিনায়**।
প্র : নূরলদীনের বাড়ি কোথায় ছিল?– **রংপুর**।
প্র : নূরলদীন কখন সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল?– **১১৮৯ বঙ্গাব্দে /১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে**।
প্র : দালালের আলখাল্লায় দেশ ছেয়ে যাওয়া, বাংলায় শকুন নেমে আসা, কোন সময়ের সাক্ষী? – **১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ**।
প্র : 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটিতে 'দালাল' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?– **রাজাকার, আলবদর, আলশামস**।
প্র : 'যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়' পঙক্তিটিতে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে?– **১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন**।
প্র : সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে কোথায় মেশে?– **ব্রহ্মপুত্র নদে**।
প্র : বড় নষ্ট কী?– **সংসার**।
প্র : নির্ঝরের পতনের স্থানকে কী বলে?– **প্রপাত**।
প্র : 'বাহে' কোন এলাকার সম্বোধন বিশেষণ?– **দিনাজপুর, রংপুর**।
প্র : স্তব্ধতার দেহ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?– **এখানে নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ বোঝানো হয়েছে**।
প্র : 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি কোথা থেকে সংকলন করা হয়েছে?– **'নূরলদীনের সারাজীবন' শীর্ষক কাব্যনাটক**।
প্র : 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটি নাটকের কোন অংশ?– **প্রস্তাবনা অংশ**।
প্র : অভাগা মানুষ কীসের মতো ভাসিয়ে দিবে সকল অন্যায়?– **পাহাড়ি ঢলের মতো**।
প্র : 'জনপদ' শব্দটি কী যোগে গঠিত হয়েছে?– **সমাস**।
প্র : লোকালয় শব্দের অর্থ কী?– **জনবসতিপূর্ণ স্থান**।
প্র : আকাশের নিচে কী?– **লোকালয়**।
প্র : 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় হঠাৎ কী দেখা যায়?– **বড় চাঁদ**।
প্র : দীর্ঘ কত মাস বাংলা মৃত্যুপুরীতে রূপ নিয়েছিল?– **নয় মাস**।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নূরলদীন দেখা দেয় মরা আঙিনায়'। নূরলদীন দেখা দেয়– [ঘ ১৭-১৮]
ক. তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায় খ. যখন শকুন নেমে আসে
গ. কালঘুম যখন বাংলায় ঘ. একদিন কাল পূর্ণিমায়

০২. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কাব্যনাট্যাংশে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' চরণটি ব্যবহৃত হয়েছে- [ঘ ১৭-১৮]
ক. ছয়বার খ. সাতবার গ. আটবার ঘ. নয়বার

০৩. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কাব্যনাট্যাংশে জ্যোৎস্নার সাথে কী ঝরে পড়ে? [ঘ ১৬-১৭]
ক. নদীর অশ্রু খ. পাহাড়ি ঢল গ. স্মৃতির দুধ ঘ. আমার স্বপ্ন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০৪. নূরলদীনের ডাকে কত সালে বাংলার মানুষ জেগে উঠেছিল? [E ১৭-১৮; জাবি A ১৭-১৮; জাককানইবি AL ১৭-১৮; রাবি A ১৬-১৭]
ক. ১৭৮৭ খ. ১৮৫৭ গ. ১৯৭১ ঘ. ১৭৮২

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৫. বিস্তৃত আকাশের নিচে কত লোকালয় আছে? [B ১৭-১৮]
ক. উনসত্তর হাজার খ. উনষাট হাজার গ. সত্তর হাজার ঘ. একাত্তর হাজার

০৬. সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে কোথায় মেশে? [B ১৭-১৮]
ক. ব্রহ্মপুত্র খ. ধলেশ্বরী গ. কপোতাক্ষ ঘ. গঙ্গা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৭. কোনটি কাব্যনাট্য? [C ১৭-১৮]
ক. শেষের কবিতা খ. শিউলি মালা
গ. দিবারাত্রির কাব্য ঘ. নূরলদীনের সারাজীবন

০৮. নূরলদীন কোন সনে ডাক দিয়েছিল রংপুরের কৃষকদের? [K ১৭-১৮; বেরোবি A ১৬-১৭; ইবি গ ১৬-১৭; গার্হস্থ্য ১৬-১৭]
ক. ১১৮৯ সনে খ. ১১৭৬ সনে গ. ১১৮০ সনে ঘ. ১১৯২ সনে

০৯. 'নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত'-এখানে 'নিলক্ষা আকাশ' অর্থ কী? [E ১৬-১৭; ইবি গ ১৬-১৭]
ক. নীল রঙের আকাশ খ. নীল চোখের মতো আকাশ
গ. দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী আকাশ ঘ. কোনোটিই নয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১০. নূরলদীন কে ছিলেন? [B ১৭-১৮]
ক. কৃষকনেতা খ. শ্রমিকনেতা গ. নীলচাষী ঘ. ফকির-বিদ্রোহী

১১. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার পটভূমি কোনটি? [D1 ১৬-১৭]
ক. নীল বিদ্রোহ খ. কৃষক বিদ্রোহ গ. শ্রমিক বিদ্রোহ ঘ. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

১২. 'নূরলদীনের সারাজীবন' কোন ধরনের গ্রন্থ? [B2-8 ১৬-১৭; B2-8 ১৬-১৭, B1 ১৬-১৭; মাবিপ্রবি ঘ ১৬-১৭; হাদাবিপ্রবি গ ১৫-১৬]
ক. গল্পগ্রন্থ খ. উপন্যাস গ. জীবনকথা ঘ. কাব্যনাটক

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

১৩. 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?' এটি কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত? [B ১৭-১৮]
ক. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় খ. ঈর্ষা
গ. নূরলদীনের সারাজীবন ঘ. গণনায়ক

১৪. 'পরানের গহীন ভিতর' কবিতাটি কার লেখা? [S ১৬-১৭]
ক. নরেন বিশ্বাস খ. নির্মলেন্দু গুণ গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. সোমেন চন্দ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৫. সব্যসাচী লেখক কে? [AP ১৭-১৮; নোবিপ্রবি B ১৭-১৮; যবিপ্রবি E ১৭-১৮; রাবি I ১৬-১৭; বেরোবি C ১৬-১৭; জাককানবি ঘ ১৬-১৭; BSMRSTU D ১৬-১৭]
ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. আল মাহমুদ
গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. মুনীর চৌধুরী

১৬. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' একটি– [AP ১৭-১৮]
ক. নাটক খ. কবিতা গ. গল্প ঘ. উপন্যাস

১৭. 'নূরলদীন' চরিত্রটি কার সৃষ্টি? [ঘ ১৬-১৭]
ক. শামসুর রাহমান খ. সৈয়দ শামসুল হক গ. শহীদ কাদরী ঘ. আবুল হাসান

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১৮. সৈয়দ শামসুল হকের সমাধি কোথায়? [A ১৭-১৮]
ক. রংপুর খ. কুড়িগ্রাম গ. লালমনির হাট ঘ. নীলফামারী

১৯. 'আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়'- কখন? [B ১৭-১৮]
ক. সকালে খ. রাতে গ. কাল পূর্ণিমায় ঘ. অন্ধকারে

২০. সৈয়দ শামসুল হক সাহিত্যের গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে কোন ভাবটি পোষণ করতেন? [C ১৭-১৮]
ক. গবেষণা প্রবেশ মনোভাব খ. নিরীক্ষাপ্রিয় মনোভাব
গ. প্রতীকধর্মী মনোভাব ঘ. প্রচারধর্মী মনোভাব

২১. নূরলদীন কাদের ডাক দিয়েছিল? [A ১৬-১৭]
ক. জমিদার খ. শ্রমজীবী গ. ব্যবসায়ী ঘ. ছাত্র

২২. 'সমস্ত নদীর অশ্রু' কোন নদীতে এসে মেশে? [A ১৬-১৭]
ক. যমুনা খ. তিস্তা গ. ব্রহ্মপুত্র ঘ. মেঘনা

০১.গ	০২.ক	০৩.গ	০৪.ঘ	০৫.ক	০৬.ক	০৭.ঘ	০৮.ক	০৯.গ	১০.ক	১১.[illegible]
১২.ঘ	১৩.গ	১৪.গ	১৫.গ	১৬.ক	১৭.খ	১৮.খ	১৯.গ	২০.খ	২১.খ	২২.গ

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

২৩. কোনটি সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস? [B ১৬-১৭]
ক. নীল দংশন খ. বিচিত্রা
গ. বোবা কাহিনী ঘ. অলৌকিক ইস্টিমার

২৪. সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? [B ১৬-১৭]
ক. চট্টগ্রাম খ. ঢাকা
গ. কুড়িগ্রাম ঘ. রংপুর

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

২৫. 'ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না ঢালিতেছে চাঁদ-পূর্ণিমার' – কোন কবিতার লাইন? [B ১৬-১৭]
ক. একুশ মানে মাথা নত না করা খ. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
গ. নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় ঘ. আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৬. 'প্রতিধ্বনিগণ' এটি কোন কবির রচনা? [D ১৭-১৮]
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. দিলওয়ার

২৭. সৈয়দ শামসুল হক রচিত কাব্যনাটক কোনটি? [E ১৭-১৮; কুবি B ১৬-১৭; B ১৬-১৭; যবিপ্রবি ঙ ১৬-১৭]
ক. ঈর্ষা খ. নূরলদীনের সারাজীবন
গ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় ঘ. গণনায়ক

২৮. 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়'- এখানে কোন জেলার কথা বলা আছে? [G ১৬-১৭; জবি ক ১৬-১৭; পাবিপ্রবি গ ১৬-১৭]
ক. দিনাজপুর খ. কুড়িগ্রাম
গ. রংপুর ঘ. কোনোটিই নয়

২৯. 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়' কথাটিতে প্রকাশ পেয়েছে- [F ১৬-১৭; চবি ঙ ১৬-১৭]
ক. ঘর থেকে বের হওয়ার আহ্বান খ. অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান
গ. মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান ঘ. সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান

৩০. নূরলদীন কিসের প্রতীক? [E ১৬-১৭; বেরোবি B ১৬-১৭]
ক. পূর্বসূরির প্রতীক খ. চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীক
গ. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক ঘ. কৃষক শ্রেণির প্রতীক

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩১. দীর্ঘ দেহ নিয়ে নূরলদীন কোথায় দেখা দেয়?
ক. স্বচ্ছ পূর্ণিমায় খ. দালালের আলখেল্লায়
গ. মরা আঙিনায় ঘ. অভাগা দেশে

২৩.ক	২৪.গ	২৫.গ	২৬.ক	২৭.গ	২৮.গ	২৯.খ	৩০.খ	৩১.গ

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় 'আমার স্বপ্ন' বলতে কার স্বপ্ন বোঝানো হয়েছে?
ক. কবির খ. সমগ্র জাতির
গ. কবির মায়ের ঘ. রংপুরবাসীর

০২. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় জনগণকে কোথায় আসার কথা বলা হয়েছে?
ক. প্রশস্ত প্রান্তরে খ. খেলার মাঠে
গ. রেসকোর্স ময়দানে ঘ. বাড়ির আঙিনায়

০৩. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় প্রশস্ত প্রান্তরে কী জন্য আসতে বলা হয়েছে?
ক. দাবি আদায়ের জন্য খ. খেলার জন্য
গ. প্রার্থনার জন্য ঘ. জনসভার জন্য

০৪. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় উল্লিখিত প্রেক্ষাপট দুটি কী কী?
ক. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন
খ. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও ফরায়েজি আন্দোলন
গ. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশি আন্দোলন
ঘ. ওয়াহাবী আন্দোলন ও ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন

০৫. কবিতায় নূরলদীনের ডাকে কীভাবে জনগণের সাড়া দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে?
ক. বিচ্ছিন্নভাবে খ. ধীরে ধীরে
গ. একে একে ঘ. সর্বসম্মতভাবে

০৬. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার প্রথম অংশে ফুটে উঠেছে-
ক. দারিদ্র্যপীড়িত বাংলার জীবচিত্র
খ. বাংলার মানুষের সুখ-শান্তি ও প্রাচুর্যের বর্ণনার চিত্র
গ. বাংলার গণমানুষের সংগ্রামী জীবনচিত্র
ঘ. কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের করুণ চিত্র

০৭. কবি কেন নূরলদীনের কথা স্মরণ করেছেন?
ক. ব্যবসায়িক প্রয়োজনে খ. চাকরি লাভের জন্য
গ. সময়ের প্রয়োজনে ঘ. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে

০৮. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার মূলভাবের সঙ্গে কোনটি বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ?
ক. বিদ্রোহ-আন্দোলন খ. স্মৃতিকাতরতা
গ. গীতিময়তা ঘ. সমাজ সচেতনতা

০৯. 'আসুন, আসুন তবে আজ এই প্রশস্ত প্রান্তরে'– এটি কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে?
ক. একুশের কবিতা খ. স্বাধীনতা তুমি
গ. নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় ঘ. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

১০. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় উল্লিখিত কয়টি নদীর কথা বলা হয়েছে?
ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

১১. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কাদের জেগে ওঠার কথা বলা হয়েছে?
ক. অভাগা মানুষদের খ. লাঠিয়ালদের
গ. শ্রমিকদের ঘ. শিশুদের

১২. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন কোন সময় আসবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে?
ক. স্বর্ণালি সন্ধ্যায় খ. কাল পূর্ণিমায়
গ. চৈতি রাতে ঘ. সোনালি সকালে

১৩. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন কী বলে সবাইকে ডাক দিবে?
ক. জগো, বাহে, কোনঠে সবায়? খ. জাগো বাহে, ওঠো সবাই
গ. জাগো বাহে, চলো সবাই ঘ. জাগো বাহে, জাগো সবাই

১৪. 'জ্যোৎস্না' বলতে বোঝায়-
ক. পূর্ণিমার রাত খ. অমাবস্যা
গ. চন্দ্রালোক ঘ. নক্ষত্রালোক

১৫. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশের প্রতিরূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে-
ক. নিলক্ষা খ. কালঘুম
গ. স্তব্ধতার দেহ ঘ. তীব্র শিস

১৬. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় জ্যোৎস্নার রংকে দুধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?
ক. উভয়ের রঙে মিল আছে বলে খ. উভয়ের রং সাদা বলে
গ. জ্যোৎস্না রাতে নূরলদীন দুধ খেত বলে ঘ. স্নেহের স্নিগ্ধতা দুধের স্বাদযুক্ত বলে

১৭. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কোন রচনা থেকে সংকলিত হয়েছে?
ক. কালের তীর্থ খ. নূরলদীনের সারাজীবন
গ. জাগো বাহে ঘ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

১৮. কবি নূরলদীনের সাহস আর ক্ষোভকে অসামান্য নৈপুণ্যে কিসের সঙ্গে মিশিয়েছেন?
ক. ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে খ. গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে
গ. মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ঘ. স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে

১৯. ইতিহাসের প্রতিবাদী নূরলদীনকে মনে পড়ার কারণ-
ক. পাকিস্তানিদের শোষণ খ. পাকিস্তানিদের হত্যা আর ধ্বংসলীলা
গ. সোনালি স্মৃতিচারণ ঘ. ব্রিটিশদের শোষণ

২০. ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে নূরলদীন কাদের ভিড়ে মিশে যান?
ক. আন্দোলনকারীদের খ. শ্রমজীবী সাধারণ মানুষদের
গ. কৃষিজীবীদের ঘ. মেহনতি মানুষদের

২১. 'এখানে এখন' ও 'ঈর্ষা' কোন ধরনের রচনা?
ক. কাব্য খ. উপন্যাস
গ. নাটক ঘ. কাব্যনাটক

০১.খ	০২.ক	০৩.ক	০৪.ক	০৫.ঘ	০৬.খ	০৭.গ
০৮.ক	০৯.গ	১০.ক	১১.ক	১২.খ	১৩.ক	১৪.গ
১৫.ক	১৬.ক	১৭.খ	১৮.গ	১৯.খ	২০.খ	২১.ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

২২. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কত লাইন আছে?
ক. ৩২ খ. ৩৮
গ. ৪০ ঘ. ৪২

২৩. 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' এ উক্তিটির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে নিচের কোন উক্তির?
ক. যখন শকুন নেমে আসে এই বাংলায়
খ. যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালের আলখাল্লায়
গ. যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়
ঘ. যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়

২৪. 'যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়'। চরণটি দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. হতাশা খ. বেদনা গ. আশা ঘ. ঘৃণা

২৫. 'এখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়' - চরণের মর্মার্থ কোনটি?
ক. অত্যাচার ও শোষণ খ. অন্যের কৃপা
গ. অন্যের প্রতি অনুরাগ ঘ. শত্রুবাহিনীর আশীর্বাদ

২৬. 'কোনঠে' শব্দের অর্থ কী?
ক. কে খ. কোন গ. কোথায় ঘ. কীভাবে

২৭. 'প্রশস্ত প্রান্তর' বলতে 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?
ক. উন্মুক্ত খোলা মাঠ খ. কলেজ মাঠ
গ. রেসকোর্স ময়দান ঘ. ফসলের মাঠ

২৮. 'সফেদ' কোন ভাষার শব্দ?
ক. ফারসি খ. আরবি
গ. চীনা ঘ. পর্তুগিজ

২৯. সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্মের মূল প্রবণতা-
ক. জটিল জীবনপ্রবাহ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খ. গণমানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল
গ. অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ঘ. নগরমানস উন্মোচন

৩০. অভাগা মানুষদের প্রত্যাশা কোনটি?
ক. নূরলদীনের মুক্তি খ. নূরলদীনের প্রত্যাবর্তন
গ. বিলাসী জীবন ঘ. সমৃদ্ধ জীবন

৩১. নূরলদীন মূলত কাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন?
ক. ফরাসিদের বিরুদ্ধে খ. ইংরেজদের বিরুদ্ধে
গ. পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ঘ. জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে

৩২. নূরলদীনের কথা সারা দেশে কিসের ঢলের মতো নেমে আসে-
ক. নদীর খ. সমুদ্রের
গ. পাহাড়ি ঘ. জোয়ারের

৩৩. সৈয়দ শামসুল হক 'বাংলা একাডেমি', 'একুশে পদক' সহ বিভিন্ন পদক পেয়েছেন কেন?
ক. সাংবাদিকতায় অবদান রাখার জন্য
খ. শিল্প-সাহিত্যে অবদান রাখার জন্য
গ. সব্যসাচী লেখক হিসেবে খ্যাতি পাওয়ায়
ঘ. শিশুসাহিত্য রচনায় বিশেষ পারদর্শিতার জন্য

৩৪. সৈয়দ শামসুল হকের সাংবাদিকতা ছেড়ে সাহিত্যে আত্মনিয়োগের কারণ-
ক. সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা
খ. অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের আশঙ্কা
গ. সাহিত্য-সংস্কৃতিমনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া
ঘ. সাংবাদিকতায় ঝুঁকি থাকা

৩৫. প্রতিবাদী নূরুলদীন ইতিহাসের পাতা থেকে কাদের সঙ্গে মিশে যায়?
ক. শ্রমজীবী খ. চাকুরীজীবী
গ. আমলা ঘ. ছাত্রদের

৩৬. যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়- পরের লাইন কী?
ক. অতি অকস্মাৎ খ. কালঘুম যখন বাংলায়
গ. এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায় ঘ. ইতিহাসে, প্রতিটি পৃষ্ঠায়

৩৭. কত তারিখ থেকে এই বাংলা মৃত্যুপুরীতে রূপ নেয়?
ক. ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ. ২৭ মার্চ ১৯৭১
গ. ২৫ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ. ২৭ এপ্রিল ১৯৭১

৩৮. 'নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, ... নষ্ট, ... নষ্ট, বড় নষ্ট যখন সংসার' পঙক্তিটির শূন্যস্থানে কী হবে?
ক. বীজ, নদী খ. নদী, বীজ
গ. মাঠ ও নদী ঘ. নদী ও মাঠ

৩৯. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীন কীসের বিরোধী ছিলেন?
ক. আধুনিকতার খ. ধর্মীয় অনুশাসন
গ. সাম্রাজ্যবাদ ঘ. পুঁজিবাদ

৪০. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় 'বন্ধ দরজা' কোন অর্থবাহক?
ক. আগলমুক্ত দরজা খ. খিলযুক্ত দরজা
গ. স্মৃতিহীন নির্বিকারত্ব ঘ. মৃত্যুপুরী

৪১. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কেন কবির স্বপ্ন লুট হয়ে যায়?
ক. অহংকারে খ. অভাবে গ. দালালের কারণে ঘ. অত্যাচারে

৪২. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কোন আকাশের রং নীল ছিল?
ক. নিলক্ষা খ. ধূসর গ. পূর্ব ঘ. পশ্চিম

৪৩. নূরলদীনের কথা যখন মনে পড়ে, তখন 'কালঘুম' কোথায়?
ক. বাংলায় খ. ইতালি গ. পাকিস্তানে ঘ. চীনে

৪৪. মরা আঙিনায় আবার কাকে দেখা যায়?
ক. কাজী নজরুল ইসলামকে খ. নূরলদীনকে
গ. সৈয়দ শামসুল হককে ঘ. আল মাহমুদকে

৪৫. হঠাৎ কোথায় তীব্র শিস দিয়ে বড় চাঁদ দেখা দেয়?
ক. মধ্যগগনে খ. নিলক্ষার নীলে গ. রাতের আকাশে ঘ. পূর্ণিমার রাতে

৪৬. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি সকলকে কীভাবে আসতে বলেছেন?
ক. ঘন হয়ে খ. সুসজ্জিত হয়ে
গ. আক্রমণাত্মক হয়ে ঘ. পরিপাটি হয়ে

৪৭. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি সকলের কাছে কী মিনতি করেন?
ক. মনোযোগ দিতে খ. প্রস্তুতি নিতে
গ. স্থির হয়ে বসতে ঘ. চুপ করতে

৪৮. 'নূরলদীনের সারাজীবন' কাব্যনাটকের প্রস্তাবনা অংশে কী রয়েছে?
ক. বিষাদময় কাব্যিক বর্ণনা খ. ঐতিহাসিকময় কাব্যিক বর্ণনা
গ. প্রেমময় কাব্যিক বর্ণনা ঘ. আবেগঘন কাব্যিক বর্ণনা

৪৯. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় শকুন কোথায় নেমে আসে?
ক. সোনার বাংলায় খ. ভারতে
গ. পাকিস্তানে ঘ. চীনে

৫০. নূরলদীন কোন অঞ্চলের সামন্তবাদী সাম্রাজ্যবাদী মানুষের বিরোধিতা করে?
ক. রংপুর খ. দিনাজপুর
গ. জামালপুর ঘ. পিরোজপুর

৫১. কোথা হতে বেরিয়ে এসে নূরলদীন মিশে যায় বাংলার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ভিড়ে?
ক. ঘর থেকে খ. বাজার থেকে
গ. খেলার মাঠ থেকে ঘ. ইতিহাসের পাতা থেকে

৫২. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় আমাদের দেশে কিসে ছেয়ে যায়?
ক. শকুনে খ. দালালের আলখাল্লায়
গ. চোরে ঘ. ডাকাতে

৫৩. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় স্মৃতির দুধ জ্যোৎস্নার সাথে কী হয়?
ক. মিশে যায় খ. ঝরে যায় গ. উড়ে যায় ঘ. বিলুপ্ত হয়

৫৪. এই বাংলায় কী নেমে এলে নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়?
ক. হায়েনা খ. জানোয়ার গ. অন্ধকার ঘ. শকুন

৫৫. কী লুট হয়ে গেলে কবি সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়?
ক. সম্পদ খ. স্বর্ণালঙ্কার গ. টাকা ঘ. স্বপ্ন

৫৬. অভাগা মানুষ আবার কার আশায় জেগে ওঠে?
ক. চেতনার খ. নূরলদীনের গ. ইতিহাসের ঘ. ঐতিহ্যের

৫৭. নূরলদীন কোথায় আসবেন বলে কবি সৈয়দ শামসুল হক প্রতীক্ষা করেন?
ক. বিমুখ প্রান্তরে খ. নদীর কিনারায় গ. বিস্তৃত মাঠে ঘ. বাংলায়

৫৮. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় ইতিহাসের পাতায় কী লেখা আছে?
ক. বীরত্বের কথা খ. ঐতিহ্যের কথা
গ. ঐশ্বর্যের কথা ঘ. রক্তের কথা

৫৯. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কবি তাঁর কী বাজেয়াপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন?
ক. স্বাধীনতা খ. সম্পদ গ. পুরস্কার ঘ. কণ্ঠ

৬০. দিনাজপুর ও রংপুর এলাকার বিশেষ সম্বোধন নিচের কোনটি?
ক. কেরে খ. বাহে গ. বাহি ঘ. ওহে

৬১. ঐতিহাসিক চরিত্র কোনটি?
ক. নূরলদীন খ. নাসিরউদ্দীন গ. বশিরউদ্দীন ঘ. খালেকুদ্দীন

২২.ঘ	২৩.গ	২৪.খ	২৫.ক	২৬.গ	২৭.ক	২৮.ক	২৯.ক	৩০.খ	৩১.খ
৩২.গ	৩৩.খ	৩৪.ক	৩৫.ক	৩৬.ঘ	৩৭.ক	৩৮.খ	৩৯.গ	৪০.গ	৪১.গ
৪২.ক	৪৩.ক	৪৪.খ	৪৫.খ	৪৬.ক	৪৭.গ	৪৮.ঘ	৪৯.ক	৫০.ক	৫১.ঘ
৫২.খ	৫৩.খ	৫৪.ঘ	৫৫.ঘ	৫৬.খ	৫৭.ঘ	৫৮.ঘ	৫৯.ঘ	৬০.খ	৬১.ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

SELF TEST

০১. সৈয়দ শামসুল হককে সব্যসাচী লেখক বলা হয় কেন?
ক. উভয় হাতে লেখক পারদর্শী ছিলেন বলে
খ. তার সাহিত্যে মানবতা প্রাধান্য পেয়েছে বলে
গ. একাধারে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ও শিশু সাহিত্য লিখেছেন বলে
ঘ. কবি হওয়ার পাশাপাশি ভালো মানুষ ছিলেন বলে

০২. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটিতে কী প্রাধান্য পেয়েছে?
ক. জাগরণ সংগ্রাম খ. আনন্দ উচ্ছ্বাস
গ. প্রেম বিরহ ঘ. স্মৃতিকাতরতা

০৩. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার শেষ লাইন কোনটি?
ক. দিবে ডাক, জাগো বাহে; কোনঠে সবায়?.....
খ. নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
গ. সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে
ঘ. যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়

০৪. 'হাট' বলতে কী বোঝায়?
ক. সপ্তাহের বিশেষ দিনে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দিষ্ট স্থান
খ. সপ্তাহব্যাপী পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দিষ্ট স্থান
গ. প্রতিদিন সকালে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দিষ্ট স্থান
ঘ. প্রতিদিন বিকেলে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দিষ্ট স্থান

০৫. নিচের কোনটি 'ধবল' শব্দের সমার্থক?
ক. সফেদ খ. কৃষ্ণ গ. লালচে ঘ. হলুদ

০৬. 'নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট, বড় নষ্ট যখন সংসার'- এ লাইনটির মধ্য কবির কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?
ক. ক্ষোভ খ. হতাশা
গ. অনুরাগ ঘ. আশা

০৭. 'শিস' শব্দের অর্থ কী?
ক. ঠোঁট ও জিহ্বার সাহায্যে উৎপন্ন বাঁশির মতো শব্দ খ. একধরনের পদ্মফুল
গ. ধানের ডগা ঘ. বাঁশের কঞ্চি

০৮. '——— আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ অগণিত আর নিচে গ্রাম, গঞ্জ, হাট, জনপদ' - শূন্যস্থানে নিচের কোন শব্দটি বসবে?
ক. নিলক্ষা খ. ধবল
গ. পশ্চিম ঘ. দিনের

০৯. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় নূরলদীনের কী আকৃতির দেহের বর্ণনা আছে?
ক. শীর্ণ দেহ খ. দীর্ঘ দেহ
গ. মোটা দেহ ঘ. খর্বকায় দেহ

১০. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় কোন কবিতার?
ক. আমার পূর্ব বাংলা খ. তিতাস গ. সোনার তরী ঘ. পাঞ্জেরি

১১. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় দালাল বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
ক. রাজাকারদের খ. হানাদারদের
গ. আমলাদের ঘ. রাজনীতিকদের

১২. 'আলখাল্লা' শব্দের অর্থ কী?
ক. ঢিলেঢালা লম্বা জামাবিশেষ খ. সরু জামাবিশেষ
গ. ছোট কাপড় বিশেষ ঘ. এক ধরনের চাদর

১৩. স্বপ্ন লুট হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে কোন কবিতায়?
ক. নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় খ. রক্তে আমার অনাদি অস্থি
গ. আঠারো বছর বয়স ঘ. আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

১৪. কালঘুম কোন দেশে ছিল?
ক. ভারতে খ. নেপালে
গ. পাকিস্তানে ঘ. বাংলায়

১৫. কার সংগ্রামের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে?
ক. শফিউদ্দীন খ. ফকীর উদ্দীন
গ. কেরামতউদ্দীন ঘ. নূরলদীন

১৬. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটিতে কতবার 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' লাইনটি ব্যবহার করা হয়েছে?
ক. ৪ বার খ. ৫ বার গ. ৬ বার ঘ. ৭ বার

১৭. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় 'তীব্র শিস দেওয়া চাঁদ' কিসের প্রতীক?
ক. প্রতিবাদের খ. মুক্তির
গ. পূর্ণিমার ঘ. শক্তির

১৮. 'যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালের আলখাল্লায়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. দেশের স্বাধীনতাবিরোধী খ. দেশের ভিতর গুপ্তচর
গ. দেশের সাধারণ মানুষ ঘ. দেশের মুক্তিকামী মানুষ

১৯. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় 'শকুন' শব্দটি দ্বারা কাদের বোঝানো হয়েছে?
ক. নিরীহ বাঙালিকে খ. হিংস্র পাখিকে
গ. রংপুরের মানুষকে ঘ. পাকিস্তানি হানাদারকে

২০. রংপুর বিভাগের কথা বলা হয়েছে কোন কবিতায়?
ক. নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় খ. রক্তে আমার অনাদি অস্থি
গ. সেই অস্ত্র ঘ. তাহারেই পড়ে মনে

২১. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কতটি লোকালয়ের কথা উল্লেখ আছে?
ক. ঊনষাট হাজার খ. উনসত্তর হাজার
গ. ঊনআশি হাজার ঘ. ঊননব্বই হাজার

২২. নূরলদীনের কোন বিষয়দ্বয়কে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে মেশানো হয়েছে?
ক. সাহস ও দুর্বলতা খ. সাহস ও সংগ্রামশীলতা
গ. সাহস ও ক্ষোভ ঘ. সাহস ও বাস্তবতা

২৩. নীলাকাশে তারার সংখ্যা-
ক. হাজারে হাজারে খ. লক্ষ লক্ষ
গ. কোটি কোটি ঘ. শত শত

২৪. নূরলদীন চরিত্রটি কোন অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে?
ক. চেতনা খ. আদর্শ
গ. লক্ষ্য ঘ. অহংকার

২৫. কবি নূরলদীনকে কেন প্রত্যাশা করেছেন?
ক. অতীতকে ভুলতে খ. বর্তমানকে জানাতে
গ. সংগ্রামশীলতাকে প্রকাশার্থে ঘ. আলস্যকে তুলে ধরতে

২৬. 'অভাগা মানুষ জেগে উঠে আবার' এখানে অলংকারের কোন রূপটি উপস্থাপিত হয়েছে?
ক. উৎপ্রেক্ষা খ. উপমা
গ. চিত্রকল্প ঘ. মালোপমা

২৭. 'সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে ।' বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে–
ক. বর্ণ-বৈষম্য খ. বাঙালি ঐক্যের
গ. অসাম্প্রদায়িকতা ঘ. বাঙালির সংস্কৃতির

২৮. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় ব্রহ্মপুত্রে কী মেশার কথা বলা হয়েছে?
ক. সমস্ত ডিঙি নৌকা খ. সমস্ত নদীর অশ্রু
গ. সমস্ত ড্রেনের পানি ঘ. সমস্ত নদী-নালা-খাল-বিল

২৯. পূর্ণিমার চাঁদ থেকে কে ধবল দুধের মতো আলো ঢালছে?
ক. বৈদ্যুতিক বাতি খ. জোনাকি
গ. জ্যোৎস্না ঘ. সূর্য

৩০. 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতাটির প্রথম লাইন-
ক. নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর
খ. আসুন, আসুন তবে আজ এই প্রশস্ত প্রান্তরে
গ. নূরলদীনের কথা যেন সারা দেশ
ঘ. নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

OMR

৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ
২৪. ক খ গ ঘ	২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ
২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ
১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ
১২. ক খ গ ঘ	১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ

Correct Answer

৩০.ক	২৯.গ	২৮.খ	২৭.খ	২৬.ক	২৫.গ	২৪.ক	২৩.ক	২২.গ	২১.খ
২০.ক	১৯.ঘ	১৮.ক	১৭.ক	১৬.গ	১৫.ঘ	১৪.ঘ	১৩.ক	১২.ক	১১.ক
১০.ঘ	০৯.খ	০৮.ক	০৭.ক	০৬.খ	০৫.ক	০৪.ক	০৩.ক	০২.ক	০১.গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

লোক-লোকান্তর

আল মাহমুদ

আমার চেতনা যেন একটি সাদা সত্যিকার পাখি,
বসে আছে সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে;
মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাসের তালে
দোলে বন্য পানলতা, সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি
হয়ে আছে ঠোঁট তার। আর দুটি চোখের কোটরে
কাটা সুপারির রং, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল
যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল
চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরে।
তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়
যখনি উজ্জ্বল হয় আমার এ চেতনার মণি,
মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি
সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়।
লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি
আহত কবির গান। কবিতার আসন্ন বিজয়।

শব্দার্থ ও টীকা

আমার চেতনা ... চন্দনের ডালে	কবি তাঁর কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনাকে সাদা এক সত্যিকার পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন। কবির এ চেতনা-পাখি বসে আছে সবুজ অরণ্যের কোনো এক চন্দনের ডালে। এ চন্দন সুগন্ধি কাঠের গাছ। আর এর ফুল ঝাল-মিষ্টি লবঙ্গ। কবির কাব্যসত্তার মধুরতার সঙ্গে চন্দনের সম্পর্ক নিহিত।
মাথার ওপরে নিচে ... হয়ে আছে ঠোঁট তার	চন্দনের ডালে বসে থাকা কবির চেতনা-পাখির ওপরে-নিচে বনচারী বাতাসের সঙ্গে দোল খায় পানলতা। প্রকৃতির এ রহস্যময়-সৌন্দর্যের মধ্যে সুগন্ধি পরাগে মাখামাখি হয়ে ওঠে কবির ঠোঁট, অস্তিত্বের স্বরূপ, কাব্যভাষা।
আর দুটি চোখের ... কোটরে ... ঝোপের ওপরে	কবির অস্তিত্ব জুড়ে চিরায়ত গ্রামবাংলা– দৃষ্টিতে কাটা সুপারির রং। এ যেন চিরায়ত বাংলার রূপ। যতদূর চোখ যায়, কেবল চোখে পড়ে বাংলার অফুরন্ত রং। তার পা সবুজ, নখ তীব্র লাল– এ যেন মাটি আর আকাশে মেলে ধরা কবির এবং নিসর্গ-উপলব্ধিরই এক অনিন্দ্যপ্রকাশ। আর সেই সমবেত সৌন্দর্যের তন্ত্রে মন্ত্রে, রহস্যময়তায় ভরে উঠেছে কবির সৃষ্টি।
তাকাতে পারি না আমি ... কবিতায় আসন্ন বিজয়	সৃষ্টির প্রেরণায় কবি চিরকালই উদ্বুদ্ধ হন, উজ্জ্বল হয় তাঁর চেতনার মণি। পৃথিবীর কোনো বিধিবিধান, কোনো নিয়মকানুন, কোনো ধর্ম , কোনো সমাজ- সংস্কার বা লোকালয়ের অধীন তিনি আর তখন থাকেন না। তখন সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে চেতনার জগৎ, চেতনার রং রূপ-রেখা, শব্দব্রহ্ম। তিনি শব্দ দিয়ে গড়ে তোলেন চেতনার জগৎ, শব্দসৌধ। তাঁর সেই সৃষ্টির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বিচিত্র টানাপোড়েন ও জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাকে উত্তীর্ণ হতে হয় কবিতার সার্বভৌমত্বে; এবং জয় হয় কবিতার।

কবি পরিচিতি

নাম	**প্রকৃত নাম :** মির আবদুস শুকুর আল মাহমুদ **সাহিত্যিক নাম :** আল মাহমুদ
জন্ম পরিচয়	**জন্ম :** ১১ জুলাই ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ; ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌড়াইল গ্রাম। **পিতা :** আবদুর রব মির। **মাতা :** রওশন আরা মির।
শিক্ষাজীবন	**মাধ্যমিক :** ব্রাহ্মণবাড়িয়া জর্জ সিক্সথ হাই স্কুল
কর্মজীবন/পেশা	সাংবাদিকতা ও চাকরি। **পরিচালক-** বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি; **সম্পাদক-** দৈনিক গণকণ্ঠ; দৈনিক কর্ণফুলী।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি পুরস্কার, জয় বাংলা সাহিত্য পুরস্কার, ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ লেখক সংঘ পুরস্কার প্রভৃতি।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	লোক-লোকান্তর, কালের কলস, সোনালী কাবিন, বখতিয়ারের ঘোড়া, মায়াবি পর্দা দুলে উঠো, অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না, মিথ্যেবাদী রাখাল, দ্বিতীয় ভাঙন, নদীর ভিতরে নদী, আরব্য রজনীর রাজহাঁস ইত্যাদি।
উপন্যাস	ডাহুকী, নিশিন্দা নারী, আগুনের মেয়ে, কবি ও কোলাহল, পুরুষ সুন্দর, উপমহাদেশ ইত্যাদি।
প্রবন্ধ	কবির আত্মবিশ্বাস, দিনযাপন, নারী নিগ্রহ ইত্যাদি।
গল্পগ্রন্থ	পানকৌড়ির রক্ত, গন্ধবণিক, সৌরভের কাছে পরাজিত, প্রেমের গল্প ময়ূরীর মুখ ইত্যাদি।
শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ	পাখির কাছে ফুলের কাছে।
জীবনীগ্রন্থ	যেভাবে বেড়ে উঠি।

কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- আল মাহমুদ কবিতায় কোন বিষয়টি ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন - **বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য ও লোকশব্দ**।
- তিনি কোন পত্রিকায় প্রুফ রিডার হিসেবে সাংবাদিকতা জগতে আসেন - **মিল্লাত**।
- আল মাহমুদের সাহিত্য জীবন কি ঘিরে? - **যন্ত্রণাদগ্ধ শহর নিয়ে নয়, স্নিগ্ধ-শ্যামল প্রশান্ত গ্রামজীবন নিয়ে**।
- আল মাহমুদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একমাত্র উপন্যাস কোনটি? - **উপমহাদেশ**।
- আল মাহমুদ কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? - **দৈনিক গণকণ্ঠ, দৈনিক কর্ণফুলী**।
- আল মাহমুদ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে কোন পদ থেকে অবসরে যান? - **পরিচালক**।

'লোক-লোকান্তর' কবিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস :** এ কবিতাটি আল মাহমুদের 'লোক-লোকান্তর' কাব্যের নাম-কবিতা। এটি কবির আত্মপরিচয়মূলক কবিতা। কবির চেতনা যেন সত্যিকারের সপ্রাণ এক অস্তিত্ব পাখিতুল্য সেই কবিসত্তা সুন্দরের ও রহস্যময়তার স্বপ্নসৌধে বিরাজমান। প্রাণের মধ্যে প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টির মধ্যে তার বসবাস।
- **প্রথম লাইন–** আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি,
- **শেষ লাইন–** আহত কবির গান। কবিতার আসন্ন বিজয়।
- **ছন্দ :** কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত; চৌদ্দ পঙ্‌ক্তি ও ১৮ মাত্রার একটি সনেট। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ ৮ + ৪ + ৬ মাত্রার তিন পর্বে বিভক্ত এবং চতুর্থ চরণ ৮ + ৬ + ৪ মাত্রার তিন পর্বে বিভক্ত। সনেটটির মিল বিন্যাস : কখখক, গঘঘগ, ঙচচঙচঙ।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি
- মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাসের তালে
  দোলে বন্য পানলতা,
- চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরে।
  তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়
- আর দুটি চোখের কোটরে
  কাটা সুপারির রং, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল
- সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়।
  লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : কবি স্বীয় অস্তিত্ব কিসের ভেতর খুঁজে পান?– সাদা সত্যিকার পাখির ভেতর।
প্র : কিসের ডালে কবির চেতনা বসে আছে?– চন্দনের ডালে।
প্র : সাদা পাখিটির ঠোঁট কিসে মাখামাখি হয়ে আছে?– সুগন্ধ পরাগে।
প্র : পাখিটির চোখের কোটরে কীসের রং?– কাটা সুপারির রং।
প্র : পাখিটির পা ও নখের রং কী?– পা সবুজ ও নখ তীব্র লাল।
প্র : চন্দনের ফুল কী?– ঝাল–মিষ্টি–লবঙ্গ।
প্র : কবি আল মাহমুদের কাব্যসত্তার মুখরতার সঙ্গে কীসের সম্পর্ক?– চন্দন।
প্র : বনচারী বাতাসে কী দোলা দেয়?– পানলতা।
প্র : কবির চেতনা পাখির ঠোঁট আসলে কীসের উপমা?– কাব্যভাষা।
প্র : কবির অস্তিত্ব জুড়ে কী বিরাজমান?– চিরায়ত গ্রামবাংলা।
প্র : 'সোনার তরী' কবিতার সঙ্গে মিল আছে কোন কবিতার?– লোক–লোকান্তর।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্র : কবি কিসের আনন্দকে উপভোগ করতে আগ্রহী?– সৃষ্টির আনন্দ।
প্র : কবির বিচ্ছিন্নতাবোধকে প্রশমিত করে কী?– সৃষ্টির বিজয় অবশ্যম্ভাবী।
প্র : কবিতায় কয়টি ও কী কী রঙের কথা বলা হয়েছে?– ৩টি। যথা : সবুজ, লাল, কাঁচা সুপারির রং।
প্র : 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় উজ্জ্বল কী?– চেতনার মণি।
প্র : 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় অরণ্য কেমন?– সবুজ।
প্র : 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কয়টি চন্দনের ডাল?– একটি।
প্র : 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কয়টি চরণ আছে?– ১৪টি।
প্র : 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির চেতনা কিসের মতো?– পাখির।
প্র : 'আগুনের মেয়ে' উপন্যাসের রচয়িতা– আল মাহমুদ।
প্র : 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির চেতনার পাখিটির পা কি রঙের?– সবুজ রং।
প্র : কবির কাব্যসত্তার সঙ্গে কার সম্পর্ক বিদ্যমান?– চন্দনের।
প্র : সৃষ্টির প্রেরণায় কবি আল মাহমুদ কী হন?– বিহ্বল।
প্র : যতদূর চোখ যায় কী চোখে পড়ে?– রং।
প্র : সুগন্ধি কাঠের গাছ কোনটি?– চন্দন।
প্র : 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি কিসের মালা গাঁথতে চান?– চিত্রকল্পের।
প্র : চন্দনের কাঠ কী রকম?– সুগন্ধযুক্ত।
প্র : 'লোক-লোকান্তর' কোন সমাস?– নিত্য সমাস
প্র : লোক থেকে লোকান্তরে কবি আল মাহমুদ স্তব্ধ হয়ে কার গান শোনেন?– আহত কবির গান।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'লোক লোকান্তর' কবিতার প্রথম চরণ কোনটি? [B ১৬-১৭]
ক. লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি
খ. আমার চেতনা যেন একটি সাদা সত্যিকার পাখি
গ. দোলে বন্য পানলতা, সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি
ঘ. আহত কবির গান, কবিতার আসন্ন বিজয়

০২. 'বনচারী বাতাসের তালে দোলে বন্য পানলতা' তোমার পঠিত কোন কবিতার অংশ? [B ১৭-১৮]
ক. এই পৃথিবীতে একস্থান আছে   খ. রক্তে আমার অনাদি অস্থি
গ. আমি কিংবদন্তির কথা বলছি   ঘ. লোক-লোকান্তর

০৩. 'সোনালী কাবিন' কাব্যগ্রন্থের লেখক- [I ১৭-১৮; B ১৭-১৮]
ক. সুফিয়া কামাল   খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য   গ. আল মাহমুদ   ঘ. জসীমউদ্দীন

০৪. কবি আল মাহমুদ নিচের কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন? [A ১৭-১৮]
ক. দৈনিক প্রথম আলো   খ. দৈনিক জনকণ্ঠ
গ. দৈনিক গণকণ্ঠ   ঘ. দৈনিক যুগান্তর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৫. 'লোক-লোকান্তর'- রচয়িতার অন্য একটি কাব্যগ্রন্থ হলো- [D ১৭-১৮]
ক. রোদ্র করোটিতে   খ. কালের কলস
গ. রাজা যায় রাজা আসে   ঘ. ঘাসের ঘটনা

০৬. আল মাহমুদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [B2-8 ১৬-১৭, B ১৬-১৭]
ক. কালের কলস   খ. লোক-লোকান্তর   গ. সোনালী কাবিন   ঘ. উড়াল কাব্য

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০৭. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির চেতনার প্রতীক কী? [A ১৬-১৭]
ক. চন্দনের ডাল   খ. পানলতা   গ. সাদাপাখি   ঘ. বনচারী বাতাস

০৮. লোক-লোকান্তর' কবিতায় কল্পিত পাখির পায়ের রং কেমন? [A ১৬-১৭]
ক. লাল   খ. হলুদ   গ. কালচে   ঘ. সবুজ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০৯. 'কালের কলস' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে? [B ১৭-১৮]
ক. শামসুর রাহমান   খ. আল মাহমুদ
গ. আহসান হাবীব   ঘ. জীবনানন্দ দাশ

১০. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির চেতনায় পাখির রং কী? [B ১৭-১৮]
ক. লাল   খ. সবুজ
গ. হলুদ   ঘ. সাদা

১১. 'লোক-লোকান্তর' কবিতাটি হচ্ছে কবির- [H ১৭-১৮; পাবিপ্রবি C ১৭-১৮]
ক. আত্মোপলব্ধিমূলক   খ. আত্মপরিচয়মূলক
গ. আনন্দোল্লাস   ঘ. স্বপ্নবিলাসমূলক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

১২. কোনটি আল মাহমুদের কাব্য নয়? [AL ১৭-১৮]
ক. পানকৌড়ির রক্ত   খ. সোনালী কাবিন
গ. লোক-লোকান্তর   ঘ. মায়াবি পর্দা দুলে ওঠে

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

১৩. আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থ নয় কোনটি? [B ১৬-১৭]
ক. সোনালী কাবিন   খ. লোক-লোকান্তর
গ. উপমহাদেশ   ঘ. কালের কলস

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির চেতনারূপ পাখি কোন ডালে বসে? [১৭-১৮; বেরোবি ১৬-১৭; ঢাবি ক ১৬-১৭]
ক. কৃষ্ণচূড়ার ডালে   খ. অম্রবৃক্ষের ডালে
গ. চন্দনের ডালে   ঘ. কুল গাছের ডালে

০১.খ	০২.ঘ	০৩.গ	০৪.গ	০৫.খ	০৬.খ	০৭.গ
০৮.ঘ	০৯.খ	১০.ঘ	১১.খ	১২.ক	১৩.গ	১৪.গ

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. কবির চেতনারূপ পাখি কোথায় বসে আছে?
ক. তমালের বনে   খ. শালগাছের বনে
গ. সবুজ অরণ্যে   ঘ. কদম গাছের ডালে

০২. 'কাটা সুপারির রং' কোন বিষয়টিকে ইঙ্গিত করে?
ক. রঙের বৈচিত্র্য   খ. জীবনের গভীরতা
গ. গ্রামীণ ঐতিহ্য   ঘ. অভিনব সৌন্দর্য

০৩. কবি আল মাহমুদ কোন আনন্দ উপভোগ করতে আগ্রহী?
ক. সাঁতার কাটা   খ. সৃষ্টি
গ. প্রকৃতির   ঘ. আবহমান বাংলায়

০৪. 'লোক-লোকান্তর' কবিতার চন্দনফুল কী রকম?
ক. তিক্ত   খ. বিষাক্ত
গ. ঝাল-মিষ্টি   ঘ. মিষ্টি

০৫. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় মানুষের সমাজ-সংসার কী হয়ে যাবে?
ক. তুচ্ছ   খ. বৃথা
গ. নিষিদ্ধ   ঘ. উন্মুক্ত

০৬. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে আল মাহমুদ কত সালে অবসর গ্রহণ করেন?
ক. ১৯৯২ সালে   খ. ১৯৯৩ সালে
গ. ১৯৯৪ সালে   ঘ. ১৯৯৫ সালে

০৭. আল-মাহমুদ কোন স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করেন?
ক. মাধ্যমিক   খ. উচ্চ মাধ্যমিক
গ. স্নাতক   ঘ. স্নাতকোত্তর

০৮. 'লোক-লোকান্তর' রচনাটির শিক্ষণীয় বিষয় কী?
ক. প্রকৃতির প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া   খ. সুগন্ধি কাঠের গাছ সম্পর্কে জানা
গ. নারীর সৌন্দর্য সম্পর্কে অবগত হওয়া   ঘ. বিচ্ছিন্নতা বোধের যন্ত্রণা সম্পর্কে জানা

০৯. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির মনে কী জাগ্রত হয়েছে?
ক. কল্যাণ চিন্তা   খ. শুভ কামনা
গ. মৃত্যু চেতনা   ঘ. সমাজ সচেতনতা

১০. লোক থেকে লোকান্তরে কবি কী শোনেন?
ক. আহত পাখির গান   খ. আহত কবির গান
গ. আহত মানুষের গান   ঘ. ব্যথিত মানুষের গান

০১.গ	০২.গ	০৩.গ	০৪.গ	০৫.ক	০৬.ঘ	০৭.ক	০৮.ক	০৯.গ	১০.খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১১. 'আহত কবির গান' কবি আহত হন কেন?
ক. কবি অন্তরে আঘাতপ্রাপ্ত বলে
খ. স্বপ্ন ও বাস্তবতার টানাপড়েনে
গ. কষ্টে কবি গান করেন
ঘ. কবি নিঃসঙ্গ থাকেন বলে

১২. কবি স্তব্ধ হয়ে আহত কবির গান শুনতে চান কেন?
ক. গান পছন্দ করেন বলে
খ. চেতনা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য
গ. মনের ক্লান্তি দূর করার জন্য
ঘ. আঘাত পাওয়ার জন্য

১৩. বাংলা কবিতায় আল-মাহমুদের তৈরি জগৎটি কেমন ছিল?
ক. যন্ত্রণাদগ্ধ শহরজীবন
খ. শান্ত শহরজীবন
গ. যন্ত্রণাদগ্ধ গ্রাম্যজীবন
ঘ. স্নিগ্ধ-শ্যামল গ্রাম্যজীবন

১৪. 'আমার চেতনা যেন একটি সত্যিকার সাদা পাখি' পঙ্ক্তিটিতে কোন বিষয়টি লক্ষণীয়?
ক. গতিবেগ
খ. জড়ত্ব
গ. প্রাণারোপ
ঘ. কোনোটিই নয়

১৫. 'নারি' শব্দ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
ক. নারী
খ. রমণী
গ. না পারি
ঘ. না করি

১৬. কবি তাঁর চেতনাকে পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন?
ক. তাঁর চেতনা পাখির মতো প্রাণবন্ত বলে
খ. চেতনা পাখির মতো ডাকাডাকি করে বলে
গ. চেতনা পাখা পেয়েছে বলে
ঘ. চেতনা উড়ন্ত বলে

১৭. 'মৃত্যুই চিরন্তন সত্য।' কথাটির সঙ্গে 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কোন চরণের মিল রয়েছে?
ক. চোখ যে রাখতে পারি এত বন্য ঝোপের ওপারে
খ. তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়
গ. যখনি উজ্জ্বল হয় আমার এ চেতনার মণি
ঘ. মনে হয় কেটে যাবে ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি

১৮. 'পা সবুজ, নখ তীব্র লাল' পঙ্ক্তিটির অন্তরালে কী আছে?
ক. প্রকৃতির চিত্র
খ. বাংলাদেশের পতাকার রং
গ. বাংলার মানচিত্র
ঘ. পা ও নখের চিত্র

১৯. 'ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি' দ্বারা কী বোঝায়?
ক. সামাজিক ও ধর্মীয় বাঁধন ছেঁড়া
খ. বাঁধ ভেঙে যাওয়া
গ. বাঁধন ছিঁড়ে ফেলা
ঘ. সবকিছু ছিঁড়ে ফেলা

২০. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি কিসের আনন্দকে উপভোগ করতে আগ্রহী?
ক. নব জীবনের
খ. নব সূচনার
গ. সৃষ্টির
ঘ. সৃষ্টি জগতের

২১. নিচের কোনটি আল মাহমুদের ছোটগল্প?
ক. গন্ধবণিক
খ. ডাহুকী
গ. বখতিয়ারের ঘোড়া
ঘ. কবি ও কোলাহল

২২. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির অস্তিত্বের স্বরূপে কী মিশে আছে?
ক. প্রকৃতির রহস্যময় সৌন্দর্য
খ. সুগন্ধি পরাগ
গ. চন্দনের ডাল
ঘ. চিরায়ত গ্রামবাংলা

২৩. আল মাহমুদ কোন পদক লাভ করেন?
ক. জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদক
খ. নাসিরউল্লা স্বর্ণ পদক
গ. একুশে পদক
ঘ. গাঙচিল সাহিত্য পদক

২৪. কোনটি আল মাহমুদের রচিত উপন্যাস?
ক. গন্ধবণিক
খ. আলালের ঘরের দুলাল
গ. ডাহুকী
ঘ. বিষের বাঁশি

২৫. 'লোক-লোকান্তর' কবিতা অনুসারে আসন্ন বিজয় কার?
ক. কবিতার
খ. পাখির
গ. পাঠকের
ঘ. আরণ্যের

২৬. 'লোক-লোকান্তর' কবিতা অনুসারে চেতনার মণি কী হয়ে দেখা দেয়?
ক. বড় হয়ে
খ. উজ্জ্বল হয়ে
গ. লাল হয়ে
ঘ. ছোট হয়ে

২৭. 'লোক-লোকান্তর' কবিতা অনুসারে একটি সাদা সত্যিকার পাখি কী?
ক. কবির চেতনা
খ. কবির কল্পনা
গ. কবির বেদনা
ঘ. কবির আনন্দ

২৮. 'লোক-লোকান্তর' কবিতা অনুসারে সুগন্ধী পরাগে কী মাখামাখি হয়ে আছে?
ক. ঠোঁট
খ. চোখ
গ. চুল
ঘ. হাত

২৯. সনেটের অষ্টকে ফুটে ওঠে—
ক. ভাবের প্রবর্তনা
খ. ভাবের পরিণতি
গ. প্রকৃতি চেতনা
ঘ. মৃত্যু চেতনা

৩০. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় বনচারী বাতাস কোথায় ছিল?
ক. মাথার ওপরে
খ. মাথার নিচে
গ. চন্দনের ডালে
ঘ. মাথার ওপরে ও নিচে

৩১. কবির অস্তিত্ব জুড়ে কী রয়েছে?
ক. প্রকৃতির রহস্যময় সৌন্দর্য
খ. সুগন্ধি পরাগ
গ. চন্দনের ডাল
ঘ. চিরায়ত গ্রামবাংলা

৩২. দূরদৃষ্টিতে কবির চোখে কী পড়ে?
ক. সবুজ অরণ্য
খ. সুপারির রং
গ. বাংলার অফুরন্ত রং
ঘ. বাংলার রূপ

৩৩. কিসের প্রেরণায় কবি আল মাহমুদ উদ্বুদ্ধ হন?
ক. সৃষ্টির প্রেরণায়
খ. নতুন কিছু পাওয়ার
গ. নবজীবনের
ঘ. নবচেতনার প্রেরণায়

৩৪. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কোন সম্পর্কটির প্রকাশ ঘটেছে?
ক. কাব্যবোধের সঙ্গে লবঙ্গ ফুল
খ. কাব্যসত্তার সঙ্গে চন্দন
গ. কাব্যচেতনার সঙ্গে সুপারির রং
ঘ. রহস্যময়তার সঙ্গে অরণ্য

৩৫. কবি আল মাহমুদ কখন পৃথিবীর বিধিবিধান ও সমাজ-সংস্কারের অধীনে থাকেন না?
ক. কাব্যভাষা প্রস্ফুটিত হলে
খ. নিসর্গ আনন্দের উপলব্ধিতে
গ. চেতনার মণি উজ্জ্বল হলে
ঘ. রহস্যময়তা সৃষ্টি হলে

৩৬. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি সার্বভৌমত্ব ও জয়লাভে কোনটি অন্তরায় বলে ইঙ্গিত করেছেন?
ক. বিচিত্র টানাপড়েন ও জীবনসংগ্রাম
খ. চেতনার রূপ ও শব্দব্রহ্ম
গ. বিচ্ছিন্নতাবোধ ও রূঢ় প্রকৃতি
ঘ. অস্তিত্বের স্বরূপ কাব্যভাষা

৩৭. 'আর দুটি চোখের কোটরে কাটা সুপরির রং, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল, যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল।' এখানে কবি কোন ধরনের আত্মপরিচিতি প্রকাশ পায়?
ক. প্রকৃতির নিসর্গ- উপলব্ধির অনিন্দ্যপ্রকাশ ক্ষমতা
খ. প্রকৃতির সুন্দর ও রহস্যময়তার স্বপ্নসৌধ
গ. কাব্যচেতনাবোধ ও সৃষ্টিশীলতা
ঘ. সুগভীর চিন্তা ও সৌন্দর্যবোধ

৩৮. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির প্রকৃতির রহস্যময় সৌন্দর্য প্রকাশ পায় কোন চরণের মাধ্যমে?
ক. আমার চেতনা যেন একটি সাদা সত্যিকার পাখি
খ. মাথার ওপরে নিচে নবচারী বাতাসের তালে দোলে বন্য পানলতা
গ. লোক থেকে লোকান্তেরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি
ঘ. তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়

৩৯. 'লোক-লোকান্তর' কবিতার আঙ্গিক গড়ে উঠেছে কোনটির উপর ভিত্তি করে?
ক. মাত্রাবৃত্ত
খ. স্বরবৃত্ত
গ. গীতিকবিতা
ঘ. সনেট

৪০. 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবির চেতনা কেমন ধরনের অস্তিত্ব বহন করে?
ক. সপ্রাণ
খ. নিষ্প্রাণ
গ. আত্মতৃপ্ত
ঘ. বেদনাময়

৪১. কবি আল মাহমুদ 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কোন বিষয় তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন?
ক. সৃষ্টি অপার রহস্য ঘেরা
খ. সৃষ্টির বিজয় অবশ্যম্ভবী
গ. মানবজীবন বৃথা
ঘ. সবকিছুর লয় অনিবার্য

৪২. 'লোক-লোকান্তর' কবিতার স্তবকে ফুটে উঠেছে-
ক. বাংলার জনগণের কথা
খ. আবহমান বাংলার সংস্কৃতির কথা
গ. বাংলার সৌন্দর্যের কথা
ঘ. কবির আত্ম-পরিচয়ের কথা

৪৩. 'লোক-লোকান্তর' কবিতাটির মাধ্যমে কবি কোন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন?
ক. বাংলার ঐতিহ্য
খ. বাংলার বৈশিষ্ট্য
গ. বাংলার জনগণের বৈশিষ্ট্য
ঘ. কবি-হৃদয়ের সৃষ্টির উন্মাদনা

৪৪. কবি আল মাহমুদ চেতনার মণি বলতে কী বুঝিয়েছেন?
ক. জ্ঞানশক্তি
খ. চৈতন্য
গ. চিন্তর উৎস
ঘ. অনুভব শক্তি

১১.ক	১২.খ	১৩.ঘ	১৪.গ	১৫.গ	১৬.ক	১৭.ঘ	১৮.ক	১৯.ক
২০.গ	২১.ক	২২.ক	২৩.গ	২৪.গ	২৫.ক	২৬.খ	২৭.ক	২৮.ক
২৯.ক	৩০.ঘ	৩১.গ	৩২.গ	৩৩.ক	৩৪.খ	৩৫.গ	৩৬.ক	৩৭.ক
৩৮.খ	৩৯.ঘ	৪০.ক	৪১.খ	৪২.ঘ	৪৩.ঘ	৪৪.ক		

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

SELF TEST

০১. আল-মাহমুদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কোনটি?
ক. নাট্যকার খ. ঔপন্যাসিক গ. কবি ঘ. গল্পকার

০২. কোন বিষয়ে অসাধারণ অবদানের জন্য আল মাহমুদ বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন?
ক. গণিতে খ. জাতীয় চলচ্চিত্রে গ. সাহিত্যে ঘ. পদার্থবিদ্যায়

০৩. 'লোক-লোকান্তর' কবিতার রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. আহসান হাবীব ঘ. আল মাহমুদ

০৪. চেতনা বলতে কী বোঝায়?
ক. বিবেক খ. আত্মসংযম গ. জ্ঞান ঘ. কল্পনাশক্তি

০৫. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি কয়টি চোখের কথা উল্লেখ করেছেন?
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি

০৬. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি কোথায় চোখ রাখতে পারছিলেন না?
ক. চন্দনের ডালে খ. সুপারি ডালে
গ. পানলতার উপর ঘ. বন্য ঝোপে

০৭. বন্য ঝোপ দেখে 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির মনে কী জেগে উঠেছে?
ক. চেতনা খ. কল্পনাশক্তি গ. প্রেম ঘ. ভয়

০৮. 'ছিঁড়ে যাবে সমস্ত' – শূন্যস্থানে কী বসবে?
ক. গাঁথুনি খ. বাঁধুনি গ. সম্পর্ক ঘ. লোকালয়

০৯. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি তাঁর চেতনা দ্বারা চন্দনের ডালে বসেছিলেন কেন?
ক. প্রকৃতি প্রেমে খ. বন্যপ্রকৃতি প্রেমে
গ. চন্দনের সুগন্ধি পাওয়ার জন্য ঘ. চন্দনের সংস্পর্শ পাওয়ার জন্য

১০. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি বন্য সুগন্ধি পরাগে মাখছিলেন কেন?
ক. প্রকৃতি প্রেমে খ. সৌন্দর্যপ্রীতিতে
গ. বন্য হতে ঘ. বনে অবস্থান করতে

১১. আহত কবি আল মাহমুদের বেদনাকে প্রশমিত করে-
ক. সত্যিকার শাদা পাখি খ. সুগন্ধ পরাগের মাখামাখি
গ. কবিতার আসন্ন বিজয় ঘ. সুগন্ধি চন্দনের ডাল

১২. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবি বন্য ঝোপের উপরে চোখ রাখতে পারছিলেন না কেন?
ক. উজ্জ্বলতায় খ. সৌন্দর্যভারে
গ. মৃত্যুচেতনায় ঘ. বন্যপ্রাণীর ভয়ে

১৩. বন্য ঝোপে চোখ রাখতে না পারায় 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবির মধ্যে কোনটি ফুটে উঠেছে?
ক. ভীরুতা খ. হারানোর ভয়
গ. না পাওয়ার বেদনা ঘ. বিষাদময়তা

১৪. রবীন্দ্রনাথ 'মরণ' কবিতায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন- এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে-
ক. পাখির খ. কবির গ. কবিতার ঘ. চন্দনের

১৫. কবির চন্দন গাছ প্রীতি লক্ষ করা যায় কোন বিষয়টির মাধ্যমে?
ক. চন্দনের টিপ মনে করায় খ. পাখিটি চন্দনের ডালে বসায়
গ. বন দর্শনে ঘ. সবুজ অরণ্যে ভেসে বেড়ানোতে

১৬. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির ভয়ের মধ্যে কী লুকায়িত রয়েছে?
ক. সামাজিক চেতনা খ. প্রকৃতি চেতনা
গ. মৃত্যু চেতনা ঘ. সৌন্দর্য চেতনা

১৭. 'তন্ত্রে মন্ত্রে' শব্দ দ্বারা 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?
ক. মন্ত্রমুগ্ধতায় খ. জাদুটোনায়
গ. ধর্মমন্ত্রে ঘ. নাগমন্ত্রে

১৮. 'লোকালয়' বলতে কী বোঝায়?
ক. বসতি আছে এমন খ. কম মানুষের বসতি
গ. ব্যস্ত জনপদ ঘ. মরুদ্যান

১৯. 'লোকান্তর' বলতে কী বোঝ?
ক. ইহলোক খ. পরলোক গ. সমাজ ঘ. পৃথিবী

২০. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় উল্লেখকৃত 'আহত কবির গান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. পথহারা কবির রচনা খ. অজ্ঞাত কবির রচনা
গ. দুর্বল কবির রচনা ঘ. মৃত্যুপথযাত্রী কবির গান

২১. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় উল্লিখিত 'আসন্ন বিজয়' বলতে কী বোঝায়?
ক. দ্রুত জয় খ. নিকটবর্তী জয় গ. সরাসরি জয় ঘ. সংগ্রামী জয়

২২. 'ঠোঁট' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক. নাসিক্য খ. ওষ্ঠ গ. অধরা ঘ. লোচন

২৩. 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবি স্তব্ধ হয়েছিলেন কেন?
ক. ভবনার কারণে খ. মৃত্যু ভয়ে গ. পৃথিবী প্রেমে ঘ. প্রকৃতি প্রেমে

২৪. 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে কোনটি?
ক. কল্পনাপ্রবণতা খ. বাস্তবতা বিমুখ গ. ভীরুতা ঘ. কর্মপ্রিয়তা

২৫. 'লোক-লোকান্তর' কবিতার কবির চেতনায় কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রতিফলিত হয়েছে?
ক. মৃত্যুপ্রীতি খ. সুগন্ধিপ্রীতি গ. পাখিপ্রীতি ঘ. প্রকৃতিপ্রীতি

২৬. কবি সাদা সত্যিকার পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন-
ক. বন্য ও মুক্ত পাখিকে খ. চিন্তনশক্তি ও চিত্রকলাকে
গ. কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনাকে ঘ. কাব্যরস ও নিসর্গ আনন্দকে

২৭. 'মনে হয় কেটে যাবে' এখানে কী কেটে যাওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে?
ক. চেতনা খ. সম্পর্কের বাঁধন
গ. মনের বাঁধন ঘ. প্রকৃতিপ্রেম

২৮. সৃষ্টির প্রেরণায় কবি আল মাহমুদ কী হন?
ক. উদ্বুদ্ধ খ. হতাশ গ. বিহ্বল ঘ. আনন্দিত

২৯. দূরদৃষ্টিতে কবির চোখে কী পড়ে?
ক. সবুজ অরণ্য খ. সুপারির রং
গ. বাংলার অফুরন্ত রং ঘ. বাংলার রূপ

৩০. কবি আল মাহমুদ নিজস্ব কাব্যভাষা ও সংগঠনে কোনটি শিল্পিত করে তোলেন?
ক. গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির চিরায়ত রূপ
খ. যন্ত্রণাদগ্ধ শহরজীবন ও চেতনার রং-রূপ-রেখা
গ. গ্রামীণ ও শহরজীবন সৌন্দর্যের রহস্যময়তা
ঘ. চিরায়ত গ্রামীণ জীবনসংগ্রামের রূপ

৩১. চিরায়ত বাংলার রূপ কবির নিসর্গ উপলব্ধি কোথায় মেলে ধরেছেন?
ক. মাঠে আর নদীতে খ. অরণ্য আর আকাশে
গ. আকাশে আর চন্দনের ডালে ঘ. মাটি আর আকাশে

৩২. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির চেতনার পাখিটির নখ কি রঙের?
ক. সুপারি রং খ. সবুজ রং
গ. খয়েরি রং ঘ. লাল রং

৩৩. কবির জীবনসংগ্রাম আর টানাপড়েন সব ছাপিয়ে যায় কিসের মাধ্যমে?
ক. উপমার অনাবিল পূর্ণতায় খ. চিরায়ত প্রেমের বিশালতায়
গ. অশান্ত যৌবনের উদ্দীপনায় ঘ. প্রকৃতির অনাবিল আকর্ষণে

৩৪. আল মাহমুদ দীর্ঘদিন কোন পেশায় জড়িত ছিলেন?
ক. নাট্যকার খ. শিক্ষকতা
গ. সাংবাদিকতা ঘ. চলচ্চিত্রকার

৩৫. 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় কবির বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনা প্রশমিত হয় কীভাবে?
ক. পাখি তুল্য কবিসত্তা সুন্দর স্বপ্নময়তায় আচ্ছন্ন ভেবে
খ. কবির সৃষ্টির বিজয় অবশ্যম্ভাবী ভেবে
গ. প্রকৃতির রহস্যময় সৌন্দর্য অবলোকনে
ঘ. চিরায়ত গ্রামবাংলা অস্তিত্বকে ধারণ করে

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.খ	৩৪.গ	৩৩.ক	৩২.ঘ	৩১.ঘ	৩০.ক	২৯.গ	২৮.গ	২৭.খ
২৬.গ	২৫.ঘ	২৪.ক	২৩.খ	২২.খ	২১.খ	২০.ঘ	১৯.খ	১৮.ক
১৭.ক	১৬.গ	১৫.খ	১৪.খ	১৩.খ	১২.খ	১১.গ	১০.ক	০৯.খ
০৮.খ	০৭.ঘ	০৬.ঘ	০৫.খ	০৪.গ	০৩.ঘ	০২.গ	০১.গ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

রক্তে আমার অনাদি অস্থি দিলওয়ার

পদ্মা তোমার যৌবন চাই
যমুনা তোমার প্রেম
সুরমা তোমার কাজল বুকের
পলিতে গলিত হেম।
পদ্মা যমুনা সুবমা মেঘনা
গঙ্গা কর্ণফুলী,
তোমাদের বুকে আমি নিরবধি
গণমানবের তুলি!
কত বিচিত্র জীবনের রং
চারদিকে করে খেলা,
মুগ্ধ মরণ বাঁকে বাঁকে ঘুরে
কাটায় মারণ বেলা!

রেখেছি আমার প্রাণ স্বপ্নকে
বঙ্গোপসাগরেই,
ভয়াল ঘূর্ণি সে আমার ক্রোধ
উপমা যে তার নেই!
এই ক্রোধ জ্বলে আমার স্বজন
গণমানবের বুকে-
যখন বোঝাই প্রাণের জাহাজ
নরদানবের মুখে!
পদ্মা সুরমা মেঘনা যমুনা ...
অশেষ নদী ও ঢেউ
রক্তে আমার অনাদি অস্থি,
বিদেশে জানে না কেউ!

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

হেম	সুবর্ণ। সোনা।
পলিতে গলিত হেম	গলিত সোনা মেশানো পলিমাটি।
গণমানব	প্রান্তিক জনগণ।
গণমানবের তুলি	শিল্পী-জনতার তুলি। কবি এখানে গণমানবের শিল্পী হিসেবে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন।
মারণ বেলা	হনন কাল। বিনাশ কাল।
ঘূর্ণি	ঘূর্ণ্যমান জলরাশি। আবর্তিত জলরাশি।
প্রাণের জাহাজ	এখানে জনতা ও জনসম্পদ বোঝাতে 'প্রাণের জাহাজ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।
নরদানব	নরপশু। মানুষরূপী দানব। এখানে বিদেশি নরপিশাচদের বোঝানো হয়েছে।
অশেষ নদী ও ঢেউ	আবহমান ছুটে চলা নদী ও ঢেউ।
রক্তে আমার অনাদি অস্থি	জাতিসত্তার শোণিত এবং অস্থি যে কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে আছেন, এখানে সে-কথাই আলংকারিক ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

কবিপরিচিতি

নাম	প্রকৃত নাম : দিলওয়ার খান; সংক্ষিপ্ত নাম : দিলওয়ার। সাধারণ্যে পরিচিত : গণমানুষের কবি।
জন্ম পরিচয়	জন্ম : পহেলা জানুয়ারি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ; ভার্থখলা, সিলেট। পিতা : মৌলভী মোহাম্মদ হাসান খান; মাতা : রহিমুন্নেসা।
পেশা/কর্মজীবন	শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা [দৈনিক সংবাদ' (১৯৬৭ পর্যন্ত); সহকারী সম্পাদক 'দৈনিক গণকণ্ঠ' (১৯৭৩–১৯৭৪ পর্যন্ত)] লেখক, কবি, ছড়াকার।
কবিতার মূলসুর	দেশ, মাটি, মানুষের প্রতি আস্থা ও দায়বদ্ধতা। গণমানবের মুক্তি ও বিভেদমুক্ত কল্যাণী পৃথিবীর প্রত্যাশা।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক।
জীবনাবসান	১০ অক্টোবর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	জিজ্ঞাসা (১৯৫৩), ঐকতান, উদ্ভিন্ন উল্লাস, স্বনিষ্ঠ সনেট, রক্তে আমার অনাদি অস্থি, সপৃথিবী রইবো সজীব, দুই মেরু দুই ডানা, অনতীত পঙ্‌ক্তিমালা।
প্রবন্ধগ্রন্থ	বাংলাদেশ জন্ম না নিলে।
ছড়াগ্রন্থ	দিলওয়ারের শতছড়া, ছড়ায় অ আ ক খ।

কবি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- 'ঐকতান' কার কাব্যগ্রন্থ? - দিলওয়ারের।
- তোমার পাঠ্যবইয়ের শেষ কবিতাটি কী? - রক্তে আমার অনাদি অস্থি।
- দিলওয়ার কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? - দৈনিক সংবাদ, দৈনিক গণকণ্ঠ।
- দিলওয়ারের লক্ষ্য কী ছিল? - গণমানবের মুক্তি।
- কবি-জীবনের শুরু থেকেই তিনি পারিবারিক 'খান' পদবি বর্জন করেন - জনমনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশে।
- কবি দিলওয়ার কোন নদীর তীরবর্তী ভার্থখলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?– সুরমা।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- **উৎস :** 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কবির একই নামের কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সিলেট থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। সংকলিত কবিতাটি কবীর চৌধুরীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত। 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় দিলওয়ার সাগরদুহিতা ও নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন এবং গণমানবের শিল্পী হিসেবে নিজের প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন।
- **প্রথম লাইন–** পদ্মা তোমার যৌবন চাই
- **শেষ লাইন–** বিদেশে জানে না কেউ!
- **ছন্দ :** কবিতাটি ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতি পঙ্‌ক্তি ৬ + ৬ মাত্রার পূর্ণপর্বে এবং ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্বে বিন্যস্ত।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- সুরমা তোমার কাজল বুকের পলিতে গলিত হেম।
- কত বিচিত্র জীবনের রং চারদিকে করে খেলা,
- মুগ্ধ মরণ বাঁকে বাঁকে ঘুরে কাটায় মারণ বেলা!
- ভয়াল ঘূর্ণি সে আমার ক্রোধ উপমা যে তার নেই!
- রেখেছি আমার প্রাণ স্বপ্নকে বঙ্গোপসাগরেই,
- এই ক্রোধ জ্বলে আমার স্বজন গণমানবের বুকে-
- পদ্মা সুরমা মেঘনা যমুনা ... অশেষ নদী ও ঢেউ রক্তে আমার অনাদি অস্থি, বিদেশে জানে না কেউ!

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : কবি পদ্মার কী চান?– যৌবন।
প্র : কবি যমুনার কী চান?– প্রেম।
প্র : কবির মতে কোন নদীর পলিতে সোনা মেশানো?– সুরমা।
প্র : এ কবিতায় পদ্মা নদীর নাম কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?– ৩ বার
প্র : কবির ক্রোধ কীসের তুল্য?– বঙ্গোপসাগরের ভয়াল ঘূর্ণি।
প্র : কবির গণমানবের বুকে ক্রোধানল কখন জ্বলে উঠে?– যখন বোঝাই প্রাণের জাহাজ নরদানবের মুখে।
প্র : গণমানব বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?– প্রান্তিক জনগণ।
প্র : 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কত সালে ও কোথায় প্রকাশিত হয়?– ১৯৮১ সালে, সিলেট থেকে।
প্র : 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কাকে উৎসর্গ করা হয়েছে?– কবীর চৌধুরীকে।
প্র : কবি স্বীয় অস্তিত্বে কী ধারণ করে আছেন?– জাতিসত্তার শোণিত ও অস্থি।
প্র : 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কয়টি নদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে?– ছয়টি (পদ্মা, যমুনা, সুরমা, মেঘনা, গঙ্গা, কর্ণফুলি)।
প্র : 'নিরবধি' শব্দের অর্থ কী? – সবসময়।
প্র : ভয়াল ঘূর্ণির কী নেই? – উপমা।
প্র : কবি বিদেশি নর পিশাচদের আখ্যায়িত করেছেন কী বলে? – নরদানব।
প্র : আগ্রাসন দ্বারা কী বোঝায়? – লুটতরাজ।
প্র : কবি মতে জীবনের রং কেমন? – রঙিন তুলিতে আঁকা নানা বর্ণের মিশ্রণ।
প্র : দিলওয়ার কবিতায় কার বন্দনা করেছেন?– নদীমাতৃক বাংলার।
প্র : কবি দিলওয়ারের রক্তে কীসের অস্থি?– অনাদি।
প্র : কবি দিলওয়ারের রক্তে অনাদি অস্থির কথা কে জানে না?– বিদেশের কেউ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্র. 'নরদানব' শব্দের অর্থ কী?– নরপশু।
প্র. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় সুরমা নদী কীরূপ?– কাজল কালো।
প্র. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় মুগ্ধ মরণ কোথায় ঘুরে?– বাঁকে বাঁকে।
প্র. কবি দিলওয়ার তাঁর প্রাণস্বপ্নকে কোথায় রেখেছেন?– বঙ্গোপসাগরে।
প্র. 'অনাদি' কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত শব্দ?– সমাস (বহুব্রীহি)।
প্র. দিলওয়ারের 'শতছড়া' কী ধরনের রচনা?– ছড়াগ্রন্থ।
প্র. 'কত বিচিত্র জীবনের রং' বলতে বোঝানো হয়েছে জীবন– বহুমাত্রিক।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনা রয়েছে যে কবিতায়-[A ১৭-১৮]
ক. সেই অস্ত্র
খ. লোক লোকান্তর
গ. রক্তে আমার অনাদি অস্থি
ঘ. ঐকতান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০২. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় নিচের কোন নদীর উল্লেখ নেই? [A ১৭-১৮]
ক. পদ্মা
খ. খোয়াই
গ. সুরমা
ঘ. কর্ণফুলি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত? [B ১৭-১৮; বেরোবি A ১৭-১৮]
ক. শামসুর রাহমান
খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
ঘ. কবীর চৌধুরী

০৪. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি তাঁর স্বপ্নকে কোথায় আমানত রেখেছেন? [E ১৭-১৮]
ক. ভয়াল ঘূর্ণিতে
খ. নরদানবের মুখে
গ. গণমানুষের বুকে
ঘ. বঙ্গোপসাগরে

০৫. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কাব্যটি কত সালে প্রকাশিত হয়? [I ১৬-১৭]
ক. ১৯৮০
খ. ১৯৮১
গ. ১৯৮২
ঘ. ১৯৮৩

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কোন সাগরের নাম আছে? [A ১৭-১৮]
ক. লাল সাগর
খ. বঙ্গোপসাগর
গ. কৃষ্ণ সাগর
ঘ. আরব সাগর

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০৭. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? [I ১৭-১৮; বেরোবি A ১৬-১৭]
ক. মাত্রাবৃত্ত
খ. অক্ষরবৃত্ত
গ. স্বরবৃত্ত
ঘ. সনেট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০৮. নিচের কোনটি কবি দিলওয়ারে কাব্যগ্রন্থ? [I ১৭-১৮]
ক. অভিযান
খ. ঐকতান
গ. বাংলাদেশ জন্ম না নিলে
ঘ. ক্ষণিকা

গার্হস্থ্য অর্থনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০৯. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কয়টি নদীর নাম উল্লেখ আছে? [১৭-১৮; ঢাবি অধি. ৭টি কলেজ ১৭-১৮; ঢাবি ঘ ১৬-১৭; বেরোবি ক ১৬-১৭]
ক. তিনটি
খ. চারটি
গ. পাঁচটি
ঘ. ছয়টি

০১.গ	০২.খ	০৩.ঘ	০৪.ক	০৫.খ	০৬.খ	০৭.ক	০৮.খ	০৯.ঘ

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. গণশিল্পীর তুলি হাতে কবি কোন ছবি আঁকবেন?
ক. গণমানুষের ছবি
খ. জীবনরূপ বাংলার নদীর বয়ে চলার ছবি
গ. প্রিয়ার ছবি
ঘ. নদীর ছবি

০২. কবিতায় উল্লিখিত 'ক্রোধ' কার?
ক. কবির নিজের
খ. কবির স্বজনদের
গ. সমগ্র জাতির
ঘ. বিদেশি নরদানবকে

০৩. 'বিদেশে জানে না কেউ' এখানে 'বিদেশে' বলতে কি বোঝানো হয়েছে?
ক. অন্য দেশে
খ. প্রবাসে
গ. অন্য দেশের মানুষেরা
ঘ. শত্রুরা

০৪. দিলওয়ারের কাব্য নয় কোনটি?
ক. অনতীত পঙ্‌ক্তিমালা
খ. জিজ্ঞাসা
গ. অগ্নি ও জলের কবিতা
ঘ. স্বনিষ্ঠ সনেট

০৫. কবি দিলওয়ারের সম্পূর্ণ নাম কী ছিল?
ক. আবদুল্লাহ আল দিলওয়ার
খ. দিলওয়ার আল বশির
গ. দিলওয়ার আলী
ঘ. দিলওয়ার খান

০৬. 'রক্তের আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কবির মতে মানুষের জীবনের রং কেমন?
ক. ধূসর
খ. উজ্জ্বল
গ. সাদা
ঘ. রঙিন তুলিতে আঁকা নানা বর্ণের

০৭. 'তোমাদের বুকে আমি নিরবধি' চরণে 'তোমাদের' বলতে কবি কাদের বুঝিয়েছেন?
ক. গণমানুষকে
খ. নদীকে
গ. পাঠকদেরকে
ঘ. প্রকৃতিকে

০৮. 'পলিতে গলিত হেম' বাক্যের মর্মার্থ কী?
ক. পলিমাটির রং সোনার মতো
খ. গলিত সোনা মেশানো পলিমাটি
গ. সোনা গলে গলে ভেসে যাওয়া
ঘ. সোনার কারুকার্যময় পলিমাটি

০৯. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি তার স্বপ্নকে বঙ্গোপসাগরের কাছে আমানত রেখেছেন কেন?
ক. তার অস্তিত্ব ধারণের জন্য
খ. আপন ক্রোধকে শক্তিমান করার জন্য
গ. স্বদেশের নদ-নদীকে প্রবহমান রাখার জন্য
ঘ. তার জনগোষ্ঠীর সম্পদকে ধ্বংস করার জন্য

১০. 'গণমানবের তুলি' শব্দের অর্থ কী?
ক. জনগণকে তুলে নেওয়া
খ. শিল্পী-জনতার তুলি
গ. জনগণের সম্পদ
ঘ. রং তুলি

১১. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কোন নদীর উল্লেখ নেই?
ক. পদ্মা
খ. ব্রহ্মপুত্র
গ. কর্ণফুলী
ঘ. সুরমা

১২. কোন সংবাদপত্রে কবি দিলওয়ার প্রথম কাজ করেন?
ক. দৈনিক দেশবাংলা
খ. দৈনিক পূর্বদেশ
গ. দৈনিক সংবাদ
ঘ. দৈনিক জনতা

১৩. কবি দিলওয়ার বাংলাদেশের বন্দনা করেছেন-
ক. দেশের সৌন্দর্যের জন্য
খ. দেশের সম্পদের জন্য
গ. মানুষের সংগ্রামী চেতনার জন্য
ঘ. মানুষের উদারতার জন্য

১৪. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি যৌবনের প্রত্যাশা করেছেন কার কাছে?
ক. পদ্মা
খ. মেঘনা
গ. যমুনা
ঘ. গঙ্গা

১৫. কবি দিলওয়ার কী নামে সমধিক পরিচিত?
ক. প্রকৃতির কবি
খ. মানবতাবাদী কবি
গ. গণমানুষের কবি
ঘ. দুঃখবাদী কবি

১৬. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে-
ক. জাতিসত্তায় শোণিত অস্থি ধারণ করা
খ. জাতিসত্তার দাসত্ব ধারণ করা
গ. হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্য
ঘ. বাংলার সংগ্রাম

১৭. কবির ক্রোধ কোথায় জ্বলে?
ক. কুলি মজুরের বুকে
খ. ধনিক শ্রেণীর বুকে
গ. গণমানবের বুকে
ঘ. ভিনদেশিদের বুকে

০১.খ	০২.গ	০৩.গ	০৪.গ	০৫.ঘ	০৬.ঘ	০৭.খ	০৮.খ	০৯.খ
১০.খ	১১.খ	১২.গ	১৩.গ	১৪.ক	১৫.গ	১৬.ক	১৭.গ	

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

১৮. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি'- কাব্যগ্রন্থ কোথা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. যশোর খ. রাজশাহী
গ. সিলেট ঘ. চট্টগ্রাম

১৯. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় চারদিকে কী খেলা করে?
ক. ঘূর্ণিঝড় খ. মৃত্যুর রং
গ. জীবনের রং ঘ. স্বপ্নের রং

২০. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কবি জাতিসত্তার শোণিত ও অস্থি ধারণ করে আছেন কিসে?
ক. মানসপটে খ. স্মৃতিতে
গ. জীবনে ঘ. অস্তিত্বে

২১. গণশিল্পের তুলিতে কবি দিলওয়ার নিজের কোনটি বর্ণনা করেছেন?
ক. জীবনের বৈচিত্র্য খ. জীবনের স্বপ্ন
গ. জীবনের মাহাত্ম্য ঘ. জীবনের দুঃখ

২২. প্রবহমান নদীর বাঁকে বাঁকে কী পাতা রয়েছে?
ক. স্বপ্ন খ. সুযোগ
গ. মৃত্যুর ফাঁদ ঘ. ভালোবাসা

২৩. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটির ছন্দ বিভাজন কী রকম?
ক. ৬ + ৬ + ২ খ. ৬ + ৫ +২
গ. ৬ +৪ + ২ ঘ. ৬ + ৬ + ১

২৪. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কোন নদীর কাছে কবি প্রেম চেয়েছেন?
ক. পদ্মা খ. মেঘনা
গ. যমুনা ঘ. কর্ণফুলি

২৫. কবি দিলওয়ারের 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার মূলসুর কী?
ক. সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা
খ. দেশ, মাটি ও মানুষের প্রতি আস্থা
গ. স্বাধীনতা মাতৃভাষার প্রতি মৌন ভালোবাসা
ঘ. নগরজীবনের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা

২৬. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কোন নদীর কথা উল্লেখ নেই?
ক. যমুনা খ. শীতলক্ষ্যা
গ. কর্ণফুলী ঘ. মেঘনা

২৭. '– তোমার কাজল বুকের পলিতে গলিত হেম।' শূন্যস্থানে নিচের কোন শব্দটি বসবে?
ক. পদ্মা খ. যমুনা
গ. সুরমা ঘ. মেঘনা

২৮. 'কত বিচিত্র জীবনের রং' বলতে বোঝানো হয়েছে–
ক. বহুমাত্রিক খ. ভিন্নধর্মী
গ. সংগ্রামশালী ঘ. সম্পদশালী

২৯. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি রক্তে কীসের অস্তিত্ব অনুভব করেন?
ক. সময়ের খ. ঐতিহ্যের
গ. স্বদেশের ঘ. সংস্কৃতির

৩০. সার্বক্ষণিক কবি-লেখক-ছড়াকার ছিলেন কে?
ক. দিলওয়ার খ. সুফিয়া কামাল
গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. জীবনানন্দ দাশ

৩১. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটির অপূর্ণ পর্ব কত মাত্রার?
ক. এক খ. দুই
গ. তিন ঘ. চার

৩২. কবি দিলওয়ারের পিতা ও মাতার নাম কী?
ক. মৌলভী মোহাম্মদ হাসান খান, রহিমুন্নেসা
খ. মৌলভী মোহাম্মদ জাহিদ খান, করিমুন্নেছা
গ. মৌলভী মোহাম্মদ রহিম খান, জরিমুন্নেছা
ঘ. মৌলভী মোহাম্মদ ইউসুফ খান, বদরুন্নেছা

৩৩. পেশা জীবনে কবি দিলওয়ার কত মাস শিক্ষকতা করেন?
ক. এক খ. দুই
গ. তিন ঘ. চার

৩৪. 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় কত সালে কবি দিলওয়ার কাজ করেন?
ক. ১৯৬৭ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৭ সালে ঘ. ১৯৭৮ সালে

৩৫. কবি দিলওয়ার 'দৈনিক সংবাদ' ও 'দৈনিক গণকণ্ঠ' পত্রিকায় কী হিসেবে কাজ করেন?
ক. সম্পাদক খ. সহকারী সম্পাদক
গ. লেখক ঘ. সাংবাদিক

৩৬. কবি দিলওয়ারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' কত সালে প্রাকাশিত হয়?
ক. ১৯৫৩ সালে খ. ১৯ ৫৪ সালে
গ. ১৯৫৫ সালে ঘ. ১৯৫৬ সালে

৩৭. 'দুই মেরু দুই ডানা' কবিতার লেখক কে?
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
গ. আল মাহমুদ ঘ. দিলওয়ার

৩৮. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় সুরমার পলিতে কী আছে?
ক. গলিত হেম খ. গলিত রূপা
গ. হীরক খণ্ড ঘ. মণি-মুক্তা

৩৯. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় গঙ্গা কর্ণফুলীর বুকে কবি দিলওয়ার কিসের তুলি?
ক. গণমানবের খ. শিল্পীর
গ. রঙের ঘ. আনন্দের

৪০. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি দিলওয়ারের কাছে জীবনের রং কী?
ক. লাল খ. নীল
গ. বিচিত্র ঘ. বহুরূপী

৪১. কবি তাঁর অস্থিমজ্জায় কেন জাতিসত্তাকে ধারণ করেছেন?
ক. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বর্ণনা করতে খ. জাতীয় অদম্য স্বাধীনতাকে বোঝাতে
গ. জাতির সামাজিক জীবনকে বর্ণনা করতে ঘ. নদীবহুল চিত্র প্রদর্শনার্থে

৪২. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় কবি জাতির সংগ্রামকে কেন হৃদয়ে ধারণ করেছেন?
ক. অর্থনৈতিক অবস্থাকে তুলে ধরতে খ. চিন্তাকে তুলে ধরতে
গ. স্বাধীনতাকামী চেতনাকে তুলে ধরতে ঘ. ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে

৪৩. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
ক. মানবপ্রেম খ. জাতীয় ঐক্য
গ. স্বদেশপ্রেম ঘ. জাতীয় সংগ্রামশীলতা

৪৪. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার নামকরণ কীভাবে করা হয়েছে?
ক. জাতির চিন্তাকে হৃদয়ে ধারণ করে খ. জাতির স্বাধীনতাকে হৃদয়ে ধারণ করে
গ. জাতির সংহতিকে হৃদয়ে ধারণ করে ঘ. জাতির মানবতাকে হৃদয়ে ধারণ করে

৪৫. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটিতে 'তুলি' কিসের প্রতীক?
ক. মাহাত্ম্যের খ. সৌন্দর্যের
গ. ঔদার্যের ঘ. সংগ্রামশীলতার

৪৬. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটিতে কবির কী পরিচয় পাওয়া যায়?
ক. একজন মানবতাপ্রেমীর খ. একজন চিন্তাশীলের
গ. একজন কৃষকের ঘ. একজন সংগ্রামীর

৪৭. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় গণমানব কবির দৃষ্টিতে কী?
ক. প্রাণ খ. হেম
গ. স্বজন ঘ. প্রান্তিক জনগণ

৪৮. কবি দিলওয়ার কিসের উপমা নেই বলেছেন?
ক. রাত্রির খ. ক্রোধের
গ. বিলাসিতার ঘ. ভালবাসার

৪৯. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় নরদানবের মুখে বোঝাই কোন জাহাজ?
ক. স্বর্ণলঙ্কারে খ. প্রাণের
গ. প্রেমের ঘ. শিল্পের

৫০. কবি দিলওয়ার স্বাস্থ্যগত কারণে কোন পেশা পরিত্যাগ করতে হয়?
ক. চিকিৎসা খ. ব্যবসা
গ. সাংবাদিকতা ঘ. আইন

৫১. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা?
ক. রক্তে আমার অনাদি অস্থি খ. ঐকতান
গ. দুই মেরু দুই ডানা ঘ. দিলওয়ারের শতছড়া

১৮.গ	১৯.গ	২০.ঘ	২১.ক	২২.গ	২৩.ক	২৪.গ	২৫.খ	২৬.খ
২৭.গ	২৮.ক	২৯.খ	৩০.ক	৩১.খ	৩২.ক	৩৩.খ	৩৪.ক	৩৫.খ
৩৬.ক	৩৭.ঘ	৩৮.ক	৩৯.ক	৪০.গ	৪১.খ	৪২.গ	৪৩.ঘ	৪৪.খ
৪৫.ঘ	৪৬.ঘ	৪৭.ঘ	৪৮.খ	৪৯.খ	৫০.গ	৫১.ক		

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

SELF TEST

০১. 'এই ক্রোধে জ্বলে আমার স্বজন' এখানে কবি কোন স্বজনের কথা বলেছেন?
ক. কবির পরিবারের খ. কবির প্রিয়জন
গ. কবির জন্মভূমির মানুষেরা ঘ. কবির মানসপ্রিয়া

০২. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটিতে কবি প্রকৃতির কোন উপাদানটিকে আশ্রয় করে রচনা করেছেন?
ক. অরণ্য খ. পাহাড় গ. নদী ঘ. সমুদ্র

০৩. 'পলিতে গলিত হেম' চরণটির পূর্বের চরণ কোনটি?
ক. পদ্মা তোমার কাজল বুকের খ. যমুনা তোমার কাজল বুকের
গ. মেঘনা তোমার কাজল বুকের ঘ. সুরমা তোমার কাজল বুকের

০৪. সুরমা নদীতে জমে থাকা পলি মাটিকে কবি কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
ক. হীরের খণ্ড খ. গলিত স্বর্ণ
গ. ঘাস বন ঘ. রং তুলি

০৫. 'তোমাদের বুকে আমি নিরবধি' চরণে তোমাদের বলতে কবি কাদের বুঝিয়েছেন?
ক. গণমানবকে খ. নদীকে
গ. পাঠকদের ঘ. প্রকৃতিকে

০৬. কবি জীবন নদীর ছবি আঁকতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে কেন প্রাণ স্বপ্ন রেখেছেন?
ক. বঙ্গোপসাগরে সব নদী মিলিত হয় বলে খ. বঙ্গোপসাগর বিস্তৃত পটভূমি কেন্দ্র বলে
গ. জীবন নদীর বিস্তৃত পটভূমি আঁকার অভিলাষে ঘ. বঙ্গোপসাগর সবচেয়ে বড় বলে

০৭. 'উপমা যে তার নেই' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
ক. কবি উপমা খুঁজে পাননি
খ. কবি উপমা দিতে চাননি
গ. বর্ণনা করে এর শেষ করা যাবে না বলে তুলনা/ উপমা নেই বলেছেন
ঘ. উপমা প্রয়োগে বাহুল্য দোষ হবে বলে উপমা দেননি

০৮. কবির পারিবারিক 'খান' পদবি বর্জন করার কারণ কী?
ক. অপছন্দ হওয়ায় খ. ঘৃণার বশে
গ. জনমনের সঙ্গে একাত্মতার ইচ্ছা ঘ. নতুন উপাধি গ্রহণ করায়

০৯. 'যখনই বোঝাই প্রাণের জাহাজ নরদানবের মুখে ।' চরণদ্বয়ের মর্মার্থ কী?
ক. যখন নররাক্ষসেরা আঘাত করে জাহাজে
খ. যখন প্রাণের জাহাজ দানব কর্তৃক বন্দী হয়
গ. যখন অত্যাচারিতেরা জনগণ ও সম্পদের ওপর আগ্রাসীন মানসিকতা প্রকাশ করে
ঘ. যখন মানুষেরা জাহাজ-ডুবি হয়ে মরে

১০. পদ্মা, সুরমা, মেঘনা, যমুনা,...কবি এখানে ...যতিচিহ্নের মাধ্যমে কী বুঝিয়েছেন?
ক. আরো যত নদী রয়েছে খ. নদীর বিস্তারিত বর্ণনা বোঝায়
গ. নদীর শেষ বোঝাতে ব্যবহৃত ঘ. নদীমাতৃক বাংলাকে বোঝায়

১১. বিদেশি নরদানবের আগ্রাসন কেন বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দমাতে পারে না?
ক. বাঙালির ক্রোধে বেশি বলে
খ. ক্রোধে উন্মত্ত বাঙালি ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে বলে
গ. বাঙালি একাই সংগ্রামে জয়ী হয় বলে
ঘ. বাঙালি জনগোষ্ঠীর শক্তি বেশি বলে

১২. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' বলতে কি বুঝায়?
ক. কবির রক্ত অস্থিতে অনাদি
খ. অনাদি অস্থিতে কবি রক্তাক্ত
গ. জাতিসত্তার শোণিত অস্থি যা কবি নিজের অস্তিত্বে ধারণ করেছেন
ঘ. কবি রক্তে আদিমানবের অস্থি

১৩. 'বিদেশে জানে না কেউ' বিদেশিরা কি জানে না?
ক. বাংলাদেশের জাতিসত্তার শোণিত চেতনা খ. বাংলাদেশের নদীর কথা
গ. দেশের প্রাকৃতিক রূপ সৌন্দর্য ঘ. কবির মনোভাবের কথা

১৪. নিচের কোনটি সমার্থক নয়?
ক. নরপশু খ. নরদানব
গ. বিদেশি নরপিশাচ ঘ. নরখাদক

১৫. 'নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে-কলিশন হয়' কবিতাংশের সঙ্গে 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতার কোন চরণের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. কত বিচিত্র রং খ. মুগ্ধ মরণ বাঁকে বাঁকে ঘুরে কাটায় মারণ বেলা
গ. ভয়াল ঘূর্ণি সে আমার ক্রোধ ঘ. পদ্মা যমুনা সুরমা মেঘনা গঙ্গা কর্ণফুলী

১৬. 'যৌবন' শব্দটি কোন অর্থে আলোচ্য কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. তারুণ্য খ. প্রাণ-প্রাচুর্য
গ. ঐশ্বর্য ঘ. সচ্ছলতা

১৭. সমাসনিষ্পন্ন 'প্রাণস্বপ্ন' শব্দটির ব্যাসবাক্য হলো–
ক. প্রাণ স্বপ্নের ন্যায় খ. প্রাণের স্বপ্ন
গ. প্রাণ রূপ স্বপ্ন ঘ. প্রাণ যে স্বপ্ন

১৮. নিচের কোন শব্দটি 'অস্থি' শব্দটির সমার্থক নয়?
ক. চর্ম খ. কঙ্কাল গ. হাড় ঘ. অতিশয় শীর্ণ

১৯. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় 'ক্রোধ' শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. একবার খ. দুইবার গ. তিনবার ঘ. চারবার

২০. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় 'প্রাণের জাহাজ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. বাংলাদেশের নদীসম্পদ খ. জনতা ও জনসম্পদ
গ. মালবোঝাই জাহাজের রূপ ঘ. বাংলাদেশের নৌকার বৈচিত্র্য

২১. কবি দিলওয়ার নিজের অস্তিত্বে কী ধারণ করে আছেন?
ক. জাতিসত্তার শোণিত ও অস্থি খ. ভয়াল ঘূর্ণি
গ. অশেষ নদী ঢেউ ঘ. জীবনের বিচিত্র রং

২২. 'বাধাকে অতিক্রান্ত করে নদী সাগরে পতিত হচ্ছে।' এখানে বাঙালিদের কোন দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে?
ক. জীবনের স্বাভাবিকতা খ. জীবনের কোমলতা
গ. জীবনের অন্তরায় ঘ. জীবনের সংগ্রামশীলতা

২৩. 'ভায়াল জলরাশির মতো তাঁর ক্রোধ ।' এখানে অলংকারের কোন রীতিটি প্রয়োগ হয়েছে?
ক. উৎপ্রেক্ষা খ. চিত্রকল্প
গ. রূপক ঘ. উপমা

২৪. সাগরদুহিতা বলে পরিচিত নিচের কোন দেশ?
ক. বাংলাদেশ খ. ভারত
গ. শ্রীলংকা ঘ. নেপাল

২৫. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় জীবনের বিচিত্র রং কী করে?
ক. চারদিকে খেলা করে খ. আলোকবর্তিকা ছড়ায়
গ. আনন্দের ছবি আঁকে ঘ. গণমানুষের ছবি আঁকে

২৬. 'মারণ বেলা' শব্দের অর্থ কী?
ক. খেলার সময় খ. শেষ মুহূর্ত
গ. নিরন্তর গমন ঘ. বিনাশ কাল

২৭. 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতায় অশেষ নদী ও ঢেউ কীসের?
ক. বঙ্গোপসাগরের খ. নরদানবের
গ. পদ্মা-সুরমার ঘ. প্রাণের জাহাজের

২৮. কবি নিজের প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতিতে কী ঘোষণা করেছেন?
ক. গণমানুষের সম্পাদকে খ. গণমানুষের ভালোবাসাকে
গ. গণমানুষের অদম্য সংগ্রামকে ঘ. গণমানুষের জীবনকে

২৯. 'আবহমান ঢেউ' দ্বারা কোন দেশকে বর্ণনা করা হয়েছে?
ক. ভারত খ. শ্রীলংকা
গ. পাকিস্তান ঘ. বাংলাদেশ

৩০. 'ঘূর্ণি' দ্বারা নিচের কোনটি বোঝায় না?
ক. বদ্ধ জলরাশি খ. আবর্তিত জলারাশি
গ. ঘূর্ণমান জলরাশি ঘ. একীভূত জলারাশি

OMR

৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ
২৪. ক খ গ ঘ	২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ
২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ
১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ
১২. ক খ গ ঘ	১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ

Correct Answer

৩০.ঘ	২৯.ঘ	২৮.গ	২৭.গ	২৬.খ,ঘ	২৫.ক	২৪.ক	২৩.ঘ	২২.ঘ	২১.ক
২০.খ	১৯.খ	১৮.ক	১৭.গ	১৬.খ	১৫.খ	১৪.ঘ	১৩.ক	১২.গ	১১.খ
১০.ক	০৯.গ	০৮.গ	০৭.গ	০৬.গ	০৫.খ	০৪.খ	০৩.ঘ	০২.গ	০১.গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

বাংলা বিচিত্রা

উপন্যাস ও নাটক

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থান বিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে-বিদেশেরও; হয়তো-বা আরও দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখ থোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয় না, দিন-মান-ক্ষণের সবুর ফাঁসির শামিল। তাই তারা ছোটে, ছোটে।

অন্য অঞ্চল থেকে গভীর রাতে যখন ঝিমধরা রেলগাড়ি সর্পিল গতিতে এসে পৌঁছায় এ-দেশে তখন হঠাৎ আগাগোড়া তার দীর্ঘ দেহে ঝাঁকুনি লাগে, ঝনঝন করে ওঠে লোহালক্কড়। রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালানো ঘুমন্ত কত স্টেশন পেরিয়ে এসে এইখানে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা জেগে সজারুকাঁটা হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এদের বর্হিমুখ উন্মত্ততা আগুনের হল্কার মতো পুড়িয়ে দেয় দেহ। রেলগাড়ির খুপরিগুলো থেকে আচমকা জেগে-ওঠা যাত্রীরা কেউ-বা ভয় পেয়ে কেউ বা অপরিসীম কৌতূহলে মুখ বাড়ায়, দেখে আবছা-অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে থাকা লোকদের। কোথায় যাবে তারা? কিসের এত উন্মত্ততা, কিসের এত অধীরতা? এ লাইনে যারা নতুন তারা চেয়ে চেয়ে দেখে। কিন্তু এরা ছোটে। ছোটে আর চিৎকার করে। গাড়ির এ-মাথা থেকে ও-মাথা। এতগুলো খুপরির মধ্যে কোনটাতে চড়লে কপাল ফাটবে-তাই যেন খুঁজে দেখে। ইতোমধ্যে আত্মীয়-স্বজন, জানপছানের লোক হারিয়ে যায়। কারও জামা ছেঁড়ে, কারও টুপিটা অন্যের পায়ের তলায় দুমড়ে যায়। কারও-বা আসল জিনিসটা, অর্থাৎ বদনাটা-যা না হলে বিদেশে এক পা চলে না-কি করে আলগোছে হারিয়ে যায়। হারাবে না কেন? দেহটা গেলেই হয়-এমন একটা মনোভাব নিয়ে ছুটোছুটি করলে হারাবেই তো। অনেকের অনেক সময় গলায় ঝোলানো তাবিজের থোকাটা ছাড়া দেহে বিন্দুমাত্র বস্ত্র থাকে না শেষ পর্যন্ত। তারা অবশ্য বয়সে ছোকড়া। বয়স হলে এরা আর কিছু না হোক শক্ত করে গিরেটা দিতে শেখে।

অজগরের মতো দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্যের সীমা নেই। তার দেহ ঝন্‌ঝন্ করে লোহালক্কড়ের ঝংকারে, উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ ওঠে ছুটে পালায় না। দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট আলোয় ইঞ্জিনটা পানি খায়। পানি খায় ঠিক মানুষের মতোই। আর অপেক্ষা করে। ধৈর্যের কাঁটা নড়ে না।

কেনই বা নড়বে? নিশুতি রাতে যে-দেশে এসে পৌঁছেছে সে দেশ এখন অন্ধকারে ঢাকা থাকলেও সে জানে যে, তাতে শস্য নেই। বিরান মাঠ, সর-ভাঙ্গা পাড় আর বন্যা-ভাসানো ক্ষেত। নদীগহ্বরেও জমি কম নেই।

সত্যি শস্য নেই। যা আছে তা যৎসামান্য। শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোর বেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতা'লার বিশেষ দেশ। ন্যাংটা ছেলেও আমসিপারা পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবীর বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়ে। গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফ্‌জ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন-একটা ভাব জাগে। হাফেজ তারা। বেহেশতে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।

কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা-বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য। সেই হচ্ছে মুশকিল এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্ট ভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন ভাব জাগে। শীর্ণদেহ নরম হয়ে ওঠে, আর স্বাভাবিক সরু গলা কেরাতের সময় মধু ছড়ালেও এদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। তাতে দিন-কে দিন ব্যথা-বেদনা আঁকিবুঁকি কাটে। শীর্ণ চিবুকের আশে-পাশে যে-কটা ফিকে দাঁড়ি অসংযত দৌর্বল্যে ঝুলে থাকে তাতে মাহাত্ম্য ফোটাতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না। কেউ কেউ আরও আশা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ে। বিদেশে গিয়ে পোকায় খাওয়া মস্ত মস্ত কেতাব খতম করে। কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোনো এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই। অতএব কেতাবগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো দুরন্ত কোনো এক অতীত কালের অরণ্যে আর্তনাদ করে।

তবু আশা, কত আশা। খোদাতালার ওপর প্রগাঢ় ভরসা। দিন যায় অন্য এক রঙিন কল্পনায়। কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখ বৈরী ভাবাপন্ন ব্যক্তিসুখ-উদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে চেয়ে আরও ক্ষয়ে আসে। খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে। মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণ পাথরের খণ্ডটার ওপর বসে শীতল পানিতে অজু বানায়, টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে আবার পরে। কিন্তু শান্তি পায় না। মন থেকে থেকে খাবি খায়, দিগন্তে ঝলসানো রোদের পানে চেয়ে চোখ পুড়ে যায়।

এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবদলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার ম্যাশিনম্যান, টেনারীতে চামড়ার লোক: কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। দেশময় কত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলীর মসজিদ-এমন কি গ্রামে গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত আগে থেকে দখল হয়ে আছে। শেষে কেউ কেউ দূরদূরান্তে চলে যায়। হয়ত বাহে মুলুকে, নয়তো মনিদের দেশে। দূর দূর গ্রামে-যে গ্রামে পৌঁছুতে হলে, কত চড়া-পড়া শুষ্ক নদী পেরোতে হয়, মোষের গাড়িতে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয় কত রাত। গারো পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল-সেখানেও।

এক সরকারী কর্মচারী সেখানে হয়ত একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যান। বাইরে বিদেশি পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান কেবল নতুন খোলস পরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।

সে এই দুর্গম অঞ্চলে মিহি কণ্ঠের আজান শুনে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিকারের আশাও কিছু দমে যায়।

পরে মৌলবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বনবাসে দিন কাটানোর ফলে লোকটার চোখেমুখে নিঃসঙ্গতার বন্য শূন্যতা।

– আপনার দৌলতখানা?

– শিকারি বলে।

– আপনার নাম?

নাম শুনে মৌলবির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া মুহূর্তে খোদার দুনিয়া চোখের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে!

শিকারিও পাল্টা প্রশ্ন করে। বাড়ির কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মৌলবির মনে স্মৃতি জাগে। কিন্তু সংযত হয়ে বলে, এধারের লোকদের মধ্যে খোদাতালার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই। দেশে নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা।

দূর জঙ্গলে বাঘ ডাকে। কুচিৎ কখনো হাতিও দাবড়ে কুঁদে নেমে আসে। কিন্তু দিনে পাঁচ-সাতবার দীর্ঘ শালগাছ ছাড়িয়ে একটা ক্ষীণগলা জাগে- মৌলবির গলা। বুনো ভারী হাওয়ায় তার হাল্কা ক-গাছি দাড়ি ওড়ে এবং গভীর রাতে হয়ত চোখের কোণটা চকচক করে ওঠে বাড়ির ভিটেটার জন্যে।

কিন্তু সেটা শিকারির কল্পনা। আস্তানায় ফিরে এসে বন্দুকের নল সাফ করতে করতে শিকারি কল্পনা করে সে-কথা। তবে নতুন এক আলোর ঝলকে মৌলবির চোখ যে দীপ্ত হয়ে ওঠে সে কথা জানে না; ভাবতেও পারে না হয়ত।

একদিন শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে। হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায়-মাঠপ্রান্তর আর-বিস্তৃত ধানক্ষেত নিথর, কোথাও একটু কম্পন নেই। আকাশে মেঘ নেই। তামাটে নীলাভ রং দিগন্ত পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে।

এমনি দিনে লোকেরা ধানক্ষেতে নৌকা নিয়ে বেরোয়। ডিঙ্গিতে দু-দু'জন করে, সঙ্গে কোঁচ-জুতি। নিস্পন্দ ধান ক্ষেতে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। কোথাও একটা কাক আর্তনাদ করে উঠলে মনে হয় আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেল। অতি সন্তর্পণে ধানের ফাঁকে ফাঁকে তারা নৌকা চালায়; ঢেউ হয় না, শব্দ হয় না। গলুই-এ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে একজন- চোখে ধারালো দৃষ্টি। ধানের ফাঁকে ফাঁকে সাপের সর্পিল সূক্ষ্মগতিতে সে-দৃষ্টি এঁকেবেঁকে চলে।

বিস্তৃত ধানক্ষেতের এক প্রান্তে তাহের-কাদেরও আছে। তাহের দাঁড়িয়ে সামনে- চোখে তার তেমনি শিকারির সূচাগ্র একাগ্রতা। পেছনে তেমনি মূর্তির মতো বসে কাদের ভাইয়ের ইশারার অপেক্ষায় থাকে। দাঁড় বাইছে, কিন্তু এমন কৌশলে যে, মনে হয় নীচে পানি নয়, তুলো।

হঠাৎ তাহের ঈষৎ কেঁপে ওঠে মুহূর্তে শক্ত হয়ে যায়। সামনের পানে চেয়ে থেকেই পেছনে আঙুল দিয়ে ইশারা করে। সামনে, বাঁয়ে। একটু বাঁয়ে ক-টা শিষ নড়ছে-নিরাকপড়া বিস্তৃত ধানক্ষেতে কেমন স্পষ্ট দেখায় সে-নড়া। আরো বাঁয়ে। সাবধান, আস্তে। তাহেরের আঙুল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় এসব নির্দেশই দেয়।

ততক্ষণে সে পাশ থেকে আলগোছে কোঁচটা তুলে নিয়েছে। নিতে একটু শব্দ হয়নি। হয়নি তার প্রমাণ, ধানের শিষ এখনো ওখানে নড়ছে। তারপর কয়েকটা নিঃশ্বাসরুদ্ধ করা মুহূর্ত। দূরে যে কটা নৌকা ধান-ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে এমনি নিঃশব্দে ভাসছিল, সেগুলো থেমে যায়। লোকেরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ধনুকের মতো টান-হয়ে-ওঠা তাহেরের কালো দেহটির পানে। তারপর দেখে, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো সেই কালো দেহের ঊর্ধ্বাংশ কেঁপে উঠল, তীরের মতো বেরিয়ে গেল একটা কোঁচ। স-ঝাক।

একটু পরে একটা বৃহৎ রুই মুখ হাঁ করে ভেসে ওঠে।

আবার নৌকা চলে। ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে।

একসময় ঘুরতে ঘুরতে তাহেরদের নৌকা মতিগঞ্জের সড়কটার কাছে এসে পড়ে। কাদের পেছনে বসে তেমনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাহেরের পানে তার আঙুলের ইশারার জন্যে। হঠাৎ এক সময়ে দেখে, তাহের সড়কের পানে চেয়ে কী দেখছে, চোখে বিস্ময়ের ভাব। সেও সেদিকে তাকায়। দেখে, মতিগঞ্জের সড়কের ওপরেই একটি অপরিচিত লোক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ণ মুখে ক-গাছি দাড়ি, চোখ নিমীলিত। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে, লোকটির চেতনা নেই। নিরাকপড়া আকাশ যেন তাকে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

কাদের আর তাহের অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। মাছকে সতর্ক করে দেবার ভয়ে কথা হয় না, কিন্তু পাশেই একবার ধানের শিষ স্পষ্টভাবে নড়ে ওঠে, ঈষৎ আওয়াজও হয় - সেদিকে দৃষ্টি নেই।

একসময়ে লোকটি মোনাজাত শেষ করে। কিছুক্ষণ কী ভেবে ঝট করে পাশে নামিয়ে রাখা পুঁটুলিটা তুলে নেয়। তারপর বড় বড় পা ফেলে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে। উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে মহব্বতনগর গ্রাম। তাহের ও কাদেরের বাড়ি সেখানে।

অপরাহ্ণের দিকে মাছ নিয়ে দু-ভাই বাড়ি ফিরে দেখে খালেক ব্যাপারীর ঘরে কেমন একটা জটলা। সেখানে গ্রামের লোকেরা আছে, তাদের বাপও আছে। সকলের কেমন গম্ভীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, একটু আলগা হয়ে বসে আছে সেই লোকটা- নৌকা থেকে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর তখন তাকে মোনাজাত করতে দেখেছিল। রোগা লোক, বয়সের ধারে যেন চোয়াল দুটো উজ্জ্বল। চোখ বুজে আছে। কোটরাগত নিমীলিত সেই চোখে একটুও কম্পন নেই।

এভাবেই মজিদের প্রবেশ হলো মহব্বতনগর গ্রামে। প্রবেশটা নাটকীয় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রামের লোকেরা পক্ষপাতি। সরাসরি মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে যে গ্রামে এসে ঢুকবে তার চেয়ে বেশি পছন্দ হবে তাকে, যে বিলটার বড় অশ্বত্থ গাছ থেকে নেমে আসবে। মজিদের আগমনটা তেমনি চমকপ্রদ। চমকপ্রদ এই জন্যে যে, তার আগমন মুহূর্তে সমগ্র গ্রামকে চমকে দেয়। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসী নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দেয়, অনুশোচনায় জর্জরিত করে দেয় তাদের অন্তর।

শীর্ণ লোকটি চিৎকার করে গালাগাল করে লোকদের। খালেক ব্যাপারী ও মাতব্বর রেহান আলি ছিল। জোয়ান মদ্দ কালু, মতি, তারাও ছিল। কিন্তু লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট। নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আগুন।

– আপনারা জাহেল, বে- এলেম,আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?

গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বৃহৎ বাঁশঝাড়। মোটাসোটা হলদে তার গুঁড়ি। সেই বাঁশঝাড়ের ক-গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে গাছপালা। যেন একদিন কার বাগান ছিল সেখানে। তারই একধারে টালখাওয়া ভাঙ্গা এক প্রাচীন কবর। ছোট ছোট ইটগুলো বিবর্ণ শ্যাওলায় সবুজ, যুগযুগের হাওয়ায় কালচে। ভেতরে সুড়ঙ্গের মতো। শেয়ালের বাসা হয়ত। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পিরের মাজার?

সভায় অশীতিপর বৃদ্ধ সলেমনের বাপও ছিল। হাঁপানির রোগী। সে দম খিঁচে লজ্জায় নত করে রাখে চোখ।

– আমি ছিলাম গারো পাহাড়ে, মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ।

– মজিদ বলে। বলে যে, সেখানে সুখে শান্তিতেই ছিল। গোলাভরা ধান, গরু-ছাগল। তবে সেখানকার মানুষরা কিন্তু অশিক্ষিত বর্বর। তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জন্যেই অমন বিদেশ-বিভুঁইয়ে সে বসবাস করছিল। তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাঁটি সোনার মতো। খোদা-রাসুলের ডাক একবার দিলে পৌঁছে দিতে পারলে তারা বেচাইন হয়ে যায়। তা ছাড়া তাদের খাতির-যত্ন ও স্নেহ-মমতার মধ্যে বেশ দিন কাটছিল; কিন্তু সে একদিন স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে। মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ সে দুর্গম অঞ্চলে মজিদ যে বাড়ি গড়ে তুলেছিল তা নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে ছুটে চলে এসেছে।

লোকেরা ইতিমধ্যে বার-কয়েক শুনেছে সে -কথা, তবু আবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

– উনি একদিন স্বপ্নে ডাকি বললেন ...

বলতে বলতে মজিদের কোটরাগত ক্ষুদ্র চোখ দুটো পানিতে ছাপিয়ে ওঠে।

গ্রামের লোকগুলি ইদানীং অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছে। জোতজমি করেছে, বাড়ি ঘর করে গরুছাগল আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই-উতরাই ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে উঠেছে, মুখে চিকনাই হয়েছে। কিন্তু খোদার দিকে তাদের নজর কম। এখানে ধানক্ষেতে হাওয়া গান তোলে বটে কিন্তু মুসল্লিদের গলা আকাশে ভাসে না। গ্রামের প্রান্তে সেই জঙ্গলের মধ্যে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বুকে ঝোলানো তামার দাঁত-খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর খোঁচাতে খোঁচাতে মজিদ সেদিন সে-কথা স্পষ্ট বুঝেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝেছিল যে, দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দুবেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা সাংঘাতিক। মনে সন্দেহ ছিল, ভয়ও ছিল। কিন্তু জমায়েতের আধোবদন চেহারা দেখে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল অন্তর। হাঁপানি-রোগগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধের চোখের পানে চেয়েও তাতে লজ্জা ছাড়া কিছু দেখেনি।

জঙ্গল সাফ হয়ে গেল। ইট-সুরকি নিয়ে সেই প্রাচীন কবর সদ্যমৃত কোনো মানুষের কবরের মতো নতুন দেহ ধারণ করল। ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত হলো মাছের পিঠের মতো সে কবর। আগরবাতি গন্ধ ছড়াতে লাগল, মোমবাতি জ্বলতে লাগল রাতদিন। গাছপালা ঘেরা স্থানটি আগে স্যাঁতসেঁতে ছিল, এখন রোদ পড়ে খটখটে হয়ে উঠল; হাওয়ারও ঝাঁপটে খড়ের মতো শুষ্ক হয়ে উঠল।

এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে লোকরা আসতে লাগল। তাদের মর্মভেদ কান্না, অশ্রুসজল কৃতজ্ঞ আশার কথা, ব্যর্থতার কথা সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মতো অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কোলে ব্যক্ত হতে লাগল দিনের পর দিন। তার সঙ্গে পয়সা-ঝকঝকে পয়সা, ঘষা সিকি-দুয়ানি-আধুলি, সাচ্চা টাকা, নকল টাকা ছড়াছড়ি যেতে লাগল।

ক্রমে ক্রমে মজিদের ঘরবাড়ি উঠল। বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা ঘর হলো, গৃহস্থালি হলো। নিরাকপড়া শ্রাবণের সেই হাওয়া-শূন্য স্তব্ধ দিনে তার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল, মাছের পিঠের মতো সালু কাপড়ে আবৃত নশ্বর জীবনের প্রতীকটির পাশে সে জীবন পদে পদে এগিয়ে চললো। হয়ত সামনের দিকে, হয়ত নয়। সে-কথা ভেবে দেখবার লোক সে নয়। বতোর দিনে মগরা-মগরা ধান আসে, তাই যথেষ্ট। তথাকথিত মাজারের পানে চেয়ে কৃচিৎ কখনো সে যে ভাবিত না তা নয়। তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সেই কথাটাই সে সাময়িক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। তা ছাড়া গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত হাড় বের করা দিনের কথা স্মরণ হলে সে শিউরে ওঠে। ভাবে, খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্যে অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন। তাঁর করুণা অপার, সীমাহীন।

একদিন মজিদ বিয়েও করে। অনেকদিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়ে দেখছিল।

শেষে সেই মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এল। নাম তার রহিমা। সত্যি সে লম্বা-চওড়া মানুষ! হাড়-চওড়া মাংসল দেহ। শীঘ্র দেখা গেল, তার শক্তিও কম নয়। বড় বড় হাঁড়ি অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তুলে নিয়ে যায়, গোঁয়ার ধামড়া গাইকেও একা গোয়াল থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। হাঁটে যখন, মাটিতে আওয়াজ হয়, কথা যখন, মাঠ থেকে শোনা যায় গলা।

তবে তার শক্তি, তার চওড়া দেহ বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ। কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই। মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়। শীর্ণ মানুষটির পেছনে মাছের পিঠের মতো মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে।

ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর মধুর হেসে আস্তে মাথা নেড়ে বলে,

– অমন করি হাঁটতে নাই।

থমকে গিয়ে রহিমা তার দিকে তাকায়।

মজিদ বলে,

– অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে। এই মাটিতেই তো একদিন ফিরা যাইবা- থেমে আবার বলে মাটিরে কষ্ট দেওন গুনাহ।

এ-কথা আগেও শুনেছে রহিমা। মুরুব্বিরা বলেছে, বাড়ির আত্মীয়রা বলেছে। মজিদের কথায় বাইরে সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়।

মজিদ নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখে। রহিমার চোখে ভয়।

মধুরভাবে হেসে আবার বলে,

– অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইবে।

শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়। তারপর বাইরে গিয়ে কোরান তেলাওয়াত শুরু করে। গলা ভালো তার, পড়বার ঢঙ মধুর। একটা চমৎকার সুরে সারা বাড়ি ভরে যায়। যেন হাস্নাহেনার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়। কাজ করতে করতে রহিমা থমকে যায়; কান পেতে শোনে। খোদাতা'আলার রহমানিয়াত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মতো থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটি অব্যক্ত আনন্দ ঘনিয়ে আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়।

গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ। তাগড়া-তাগড়া দেহ-চেনে জমি আর চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে, নচেৎ ভুল মেরে থাকে। জমির জন্যে প্রাণ। সে জমিতে বর্ষণহীন খরার দিনে ফাটল ধরলে তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে।

কিন্তু জমি এধারে উর্বর, চারা ছড়িয়েছে কি সোনা ফলবে। মানুষরাও পরিশ্রম করে, সে শ্রমের সম্মান দেয়। দেয় তো বুক উজাড় করে দেয়। মাঠে গিয়ে মানুষ মেঠো হয়ে ওঠে। ভুয়ো ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা জমিকে দাবার ছকের মতো ভাগ করে ফেলে। জমিকেই আবার রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে দ্বিধা করে না। হয়ত দুনিয়ার দুষিত আবহাওয়ার মধ্যে তারা বর্বরতার নীচতায় নেমে আসে, কিন্তু যখন জমির গন্ধ নাকে লাগে, মাটির খাবড়া দলাগুলোর পানে চেয়ে আপন রক্তমাংসের কথা স্মরণ হয়, তখন ভুলে যায় হিংসা-বিদ্বেষ। সিপাইর খণ্ডিত ছিন্ন দেহের একতাল অর্থহীন মাংসের মতো জমি প্রাণের চাইতে বড় হয়ে ওঠে। খাবলা খাবলা রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি-ফসল

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

জ্যৈষ্ঠের জমি-সব জমি একান্ত আপন; কোনটার প্রতি অবহেলা নেই। যেমন সুস্থ মুমূর্ষু বা জরাজর্জর আত্মীয় জনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা খাটে। হয়ত কাঠফাটা রোদ, হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি- তারা পরিশ্রম করে চলে। অগ্রহায়ণের শীত খোলা মাঠে হাড় কাঁপায়, রোদ পানি-খাওয়া মোটা কর্কশ ত্বকের ডাসা লোমগুলো পর্যন্ত জলো শীতল হাওয়ায় খাড়া হয়ে ওঠে-তবু কোমর পরিমাণ পানিতে ডুবে থাকা মাঠ সাফ করে। সযত্নে, সস্নেহে সাফ করে যত জঞ্জাল। কিন্তু জঞ্জালের আবার শেষ নেই। কার্তিকের পানি সরে এলেও কচুরিপানা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে জমিতে। তখন আবার দল বেঁধে লেগে যায় তারা। ভাগ্যকে ঘষে সাফ করবার উপায় নেই, কিন্তু যে-জমি জীবন, সে-জমিকে জঞ্জালমুক্ত করে ফসলের জন্য তৈরি করে। তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমকে ভয় নেই। এদিকে সূর্য ক্রমশ দূরপথ ভ্রমণে বেরোয়, ঝিমিয়ে আসে তাপ, মেঘশূন্য আকাশের জমাট ঢালা নীলিমার মধ্যে শুকিয়ে ওঠে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তখন শুরু হয় আরেক দফা পরিশ্রম। রাত নেই দিন নেই হাল দেয়। তারপর ছড়ায় চারা-ছড়াবার সময়-না তাকায় দিগন্তের পানে, না স্মরণ করে খোদাকে। এবং খোদাকে স্মরণ করে না বলেই হয়ত চারা ছড়ানো জমি শুকিয়ে কঠিন হতে থাকে। রোদ চড়া হয়ে আসে, শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে জ্বলে পুড়ে মরে। নধর নধর হয়ে ওঠা কচি কচি ধানের ডগার পানে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে তাদের। তারা দল বেঁধে আবার ছোটে। তারপর রাত নেই দিন নেই বিল থেকে কোঁদে কোঁদে পানি তোলে। সামান্য ছুতোয় প্রতিবেশীর মাথায় দা বসাতে যাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না, তাদেরই বুক বিমর্ষ আকাশের তলে কচি-নধর ধান দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, মাটির তৃষ্ণায় তাদেরও অন্তর খাঁ খাঁ করে। রাত নেই দিন নেই, কোঁদে করে পানি তোলে-মন-কে -মন।

এত শ্রম এত কষ্ট,তবু ভাগ্যের ঠিকঠিকানা নেই। চৈত্রের শেষ দিক বা বৈশাখের শুরু। ধান ওঠে-ওঠে, এমন সময়ে কোনো এক দুপুরে কালো মেঘের সঙ্গে আসে ঝড়, আসে শিলাবৃষ্টি, হয়ত না বলে না কয়ে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়ে যায় মাঠ। কোচবিদ্ধ হয়ে নিহত ছমিরুদ্দিনের রক্তাপ্লুত দেহের পানে চেয়ে আবেদ-জাবেদের মনে দানবীয় উল্লাস হতে পারে, কিন্তু এখন তারা পাথর হয়ে যায়। যার একরত্তি জমিও নেই, তারও চোখ ছলছল করে ওঠে এবং হয়ত তখন খোদাকে স্মরণ করে, হয়ত করে না।

মাঠের প্রান্তে একাকী দাঁড়িয়ে মজিদ দাঁত খেলাল করে আর সে কথাই ভাবে। কাতারে কাতারে সারবন্দী হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। গলায় তামার খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর গুতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে। রহিমার শরীরেতো এদেরই রক্ত, আর তার মতোই এরা তাগড়া, গাঁট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত। রহিমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শিষে এদের আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে। ওদের খোদার ভয় নেই। মজিদও চায়, তার গোলা ভরে উঠুক ধানে। কিন্তু সে তো জমিকে ধন মনে করে না, আপন রক্তমাংসের শামিল খেয়াল করে না? শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে ধানকাটা; কিন্তু তাদের মতো লোম-জাগানো পুলক লাগে না তার অন্তরে। হাসি তাদের প্রাণ, এ-কথা মজিদের ভালো লাগে না। তাদের গীত ও হাসিও ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন।

জমায়েতকে মজিদ বলে, খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা।

শুনে, সালুকাপড়ের ঢাকা রহস্যময়, চিরনীরব মাজারের পাশে তারা স্তব্ধ হয়ে যায়।

মজিদ বলে, মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা ভূত-পূজারী। তারা গুনাগার।

জমায়েত মাথা হেঁট করে থাকে!

বতোর দিন ঘুরে আসে, আবার পেরিয়ে যায়। মজিদের জমিজোত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সম্মানও বাড়ে। গাঁয়ের মাতব্বর ওর কথা ছাড়া কথা কয় না; সলাপরামর্শ, আদেশ-উপদেশ, নছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীরব সালুকাপড়ে আবৃত মাজারের মুখপাত্র হিসেবে তার কথা সাগ্রহে শোনে, খরা পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়াবার জন্যে। খোদা রিজিক দেনেওয়ালা-এ কথা তারা আজ বোঝে। মাঠের বুকে গান গেয়ে গজব কাটানো যায় না, বোঝে। মজিদ আত্মবিশ্বাস পায়।

মজিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে প্রশ্ন করে,

– কলমা জানো মিঞা?

ঘাড় গুঁজে আধাপাকা মাথা চুলকায় দুদু মিঞা। মুখে লজ্জার হাসি।

গর্জে উঠে মজিদ বলে,

– হাসিও না মিঞা!

থতমত খেয়ে হাসি বন্ধ করে দুদু মিঞা।

সাত ছেলের এক ছেলে সঙ্গে এসেছিল। সে বাপের অবস্থা দেখে খিলখিল করে হাসে। বাপের মাথা নত করে থাকার ভঙ্গিটা যেন গাধার ভঙ্গির মতো হয়ে উঠেছে।

চোখ কিন্তু তার পিটপিট করে। বলে,

– আমি গরীব মুরুক্ষ মানুষ।

খোদাকে হয়তো সে জানে। কিন্তু জ্বলন্ত পেটের মধ্যে সব কিছু যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়। ভেতরে গনগনে আগুন, সব উড়ে যায়, পুড়ে যায়। আজ লজ্জায় মাথা নত করে রাখে-গাধার মতো পিঠে ঘাড়ে সমান।

এবার খালেক ব্যাপারী ধমকে ওঠে।

– কলমা জানস্ না ব্যাটা?

সে আর মাথা তোলে না। ছেলেটা হাসে।

খালেক ব্যাপারী একটি মক্তব দিয়েছে। এরই মধ্যে একপাল ছেলে-মেয়ে জুটে গেছে। ভোরে যখন কলতান করে আমসিপারা পড়ে তখন কখনো মজিদের মনে স্মৃতি জাগে। শৈশবের স্মৃতি-যে-দেশ ছেড়ে এসেছে, যে-শস্যহীন দেশ তার জন্মস্থান-সেখানে একদা এক মক্তবে এই রকম করে সে আমসিপারা পড়ত।

অবশেষে মজিদ আদেশ দেয়।

– ব্যাপারীর মক্তবে তুমি কলমা শিখবা।

ঘাড় নেড়ে তখুনি রাজি হয়ে যায় লোকটি। শেষে মুখ তুলে বোকার মতো বলে,

– গরীব মানুষ, খাইবার পাই না।

লোকটির মাথায় যেন ছিট। যত্রতত্র কারণে-অকারণে না খেতে পাওয়ার কথাটি কথা শোনানো অভ্যাস তার। শুনিয়ে হয়ত মানুষের সমবেদনা আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকে খেতে পায়, পায় না; এতে সমবেদনার কী আছে? প্রশ্ন থাকলে তো সমবেদনা থাকবে। ও কী করে অমন গাধার মতো ঘাট-পিঠ সমান করতে পারে সে-কথা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। দৃশ্যটি অবশ্য উপভোগ করে।

মজিদের পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারী ধমকে বলে,

– হইছে হইছে, ভাগ।

সে-রাতে দোয়া-দরুদ সেরে মাজারঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাঁ পাশের খোলা মাঠের পানে তাকিয়ে মজিদ কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিগন্ত-বিস্তৃত হয়ে যে মাঠ দূরে আবছাভাবে মিলিয়ে গেছে সেখানে থেকে তারার রাজ্য। ওধারের গ্রাম নিস্তব্ধ। দু-একটা পাড়ায় কেবল কুত্তা ঘেউ ঘেউ করে।

নীরবতার মধ্যে মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে। মহব্বতনগর গ্রামে সে শক্তির শিকড় গেড়েছে। আর সে শক্তি শাখাপ্রশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে সবলভাবে। প্রতিপত্তিশালী খালেক ব্যাপারী আছে বটে, কিন্তু তার শক্তিতে আর মজিদের শক্তিতে প্রভেদ আছে। আজ সেই লোকদেরই খালেক ব্যাপারী চাবুক মারুক; প্রতিপত্তির ভয়ে তারা মুখে রা না করলেও অন্তরে ঘনিয়ে উঠবে দ্বেষ, প্রতিহিংসার আগুন। মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ওই সালুকাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল।

মজিদের সে-শক্তি প্রতিফলিত হয় রহিমার ওপর। মেয়েমানুষরা আসে তার কাছে। এ গ্রামেরই মেয়ে রহিমা। ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ী পেঁচিয়ে পরে ছুটোছুটি করত-সবার মনে সে-ছবি এখনো স্পষ্ট। প্রথম বিয়ের সময় তারা তাকে দেখেছে, স্বামীর মৃত্যুর পরও তাকে দেখেছে। কিন্তু ওরাই আজ এসে চেনে না। কথা কয় অন্যভাবে, গলা নরম করে সুপারিশের জন্যে ধরে। খিড়কির দরজা দিয়ে আসে তারা, এসে সর্ন্তপণে কথা কয়। কাঁদলে চেপে চেপে কাঁদে। বাইরে মাজার যেমন রহস্যময় তাদের কাছে, মজিদ ও তেমনি রহস্যময়।

মজিদ ধরা-ছোঁয়ায় বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহিমা।

রহিমা শোনে তাদের কথা। কখনো হৃদয় গলে আসে অপরের দুঃখের কথা শুনে, কখনো ছলছল করে উঠে চোখ। গভীর রাতে কখনো মাজারের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে মাছের পিঠের মতো স্তব্ধ, বিচিত্র সেই মাজারের পানে। মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা, দেহ নিশ্চল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে, মহাশক্তির কাছে পাছে কোনো বেয়াদবি করে বসে সে -ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে কখনো। তবু মুহূর্তের পর মুহূর্ত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে কোন মারুফ ওখানে ঘুমিয়ে আছেন-যাঁর রুহ্ এখনো মানুষের দুঃখ-যাতনায় কাঁদে, তাদের মঙ্গলের জন্যে আকুল হয়ে থাকে সদাসর্বদা?

কখনো কখনো অতি সঙ্গোপনে রহিমা একটা আর্জি জানায়। বলে তার সন্তান নেই; সন্তানশূন্য কোলটি খাঁ-খাঁ করে। তিনি তাকে যেন একটি সন্তান দেন। আর্জি জানায় চোখের আকুলতায়, এদিকে ঠোঁট পর্যন্ত কাঁপে না। অতি গোপন মনের কথা শিশুর সরলতায়, সালুকাপড়ে ঢাকা রহস্যময় মাজারের পানে চেয়ে বলে– না-হয় লজ্জা, না-হয় দ্বিধা। একদিন হঠাৎ এই সময় দমকা হাওয়া ছোটে, জঙ্গলের যে-কটা গাছ আজো অকর্তিত অবস্থায় বিরাজমান তাতে আচমকা গোঙানি ধরে। হাওয়া এসে এখানে সালুকাপড়ের প্রান্ত নাড়ে; কেঁপে ওঠা মোমবাতির আলোয় ঝলমল করে ওঠে রুপালি ঝালর। রহিমাও কেঁপে ওঠে, কী একটা মহাভয় তার রক্ত শীতল করে দেয়। মনে হয়, কে যেন কথা কইবে আকাশের মহা-তমসার বুক থেকে বিচিত্র এক কণ্ঠ সহসা জেগে উঠবে। আবার স্থির হয়ে যায়, মোমবাতির শিখাও নিষ্কম্প, স্থির হয়ে ওঠে! ওপরে আকাশভরা তারা তেমনি নীরব।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কোনোদিন রহিমা সারা মানবজাতির জন্যে দোয়া করে। ও পাড়ার ছুনুর বাপ মরণ রোগ যন্ত্রণা পাচ্ছে; তাকে শান্তি দাও। খেতানির মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে–তার ওপর করুণা কর, রহমত কর। চার গ্রাম পরে বড় নদী। ক-দিন আগে সে নদীতে ঝড়ের মুখে ডুবে মারা গেছে ক-টি লোক। তাদের কথা স্মরণ করে বলে, ঘরে স্ত্রী-পুত্র রেখে নৌকা নিয়ে যারা নদীতে যায় তাদের ওপর যেন তোমার রহমত হয়।

অনেক সময় অদ্ভুত আর্জি নিয়ে মেয়েলোকেরা আসে রহিমার কাছে। যেমন আসে ধান-ভানুনি হাসুনির মা। বহুদিন আগে নিরাকপড়া এক শ্রাবণের দুপুরে মাছ ধরতে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর যারা প্রথম মজিদকে দেখেছিল, সেই তাহের আর কাদেরের বোন হাসুনির মা। সে এসে বলে,

– আমার এক আর্জি।

এমন এক ভঙ্গিতে বলে যে রহিমার হাসি পায়। কিন্তু মনে মনেই হাসে, গম্ভীর হয়ে থাকে বাইরে। হাসুনির মা বলে,

– আমার আর্জি -ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়।

এবার ঈষৎ হেসে রহিমা বলে;

– ক্যান গো বিটি?

– জ্বালা আর সইহ্য হয় না বুবু। আল্লায় যেন সত্বর দুনিয়া থিকা লইয়া যায়।

সকৌতুকে রহিমা প্রশ্ন করে,

– তোমার হাসুনির কী হইব তুমি মরলে?

সেদিন তার ভাবনা নেই আপনা থেকেই যেন উত্তর যোগায় মুখে।

– তুমি নিবা বুবু। তোমারই হাতে সোপর্দ কইরা আমি খালাস হমু।

রহিমা হাসে। হাতে কাঁথার কাজ। হাসে আর মাথা নত করে কাঁথা সেলাই করে। একদিন হাসুনির মা এসে বলে,

– আমার এক আর্জি বুবু।

– কও?

– ওনারে কইবেন– বুড়াবুড়ি দুইগারে যানি দুনিয়ার থন লইয়া যায় খোদাতা'লা।

কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলে চেয়ে রহিমা প্রশ্ন করে,

– ওইটা আবার কেমন কথা হইল?

– হ, খাঁটি কথা কইলাম বুবু। দুইটার লাঠালাঠি চুলাচুলি আর ভাল্ লাগে না।

বুড়ো বাপ তার ঢেঙ্গা দীর্ঘ মানুষ; মা ছোটখাটো, কোঁকড়ানো। কিন্তু দু'জনের মুখে বিষ; ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই আছে। তবে এক-একদিন এমন লাগা লাগে যে, খুনাখুনি হবার জোগাড়। ঢেঙা লোকটি তেড়ে আসে বারবার, ঘুণ ধরা হাড় কড়কড় করে। বুড়ি ওদিকে নড়েচড়ে না। এক জায়গায় বসে থেকে মাথা ঝাঁপিয়ে-ঝাঁপিয়ে রাজ্যের গালাগাল জুড়ে দেয়।

শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, আর আঁচলে মুখ লুকিয়ে হাসে।

তাহের-কাদের, আর কনিষ্ঠ ভাই রতন-তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেও তা আবার স্বার্থের ঘোরে ঢাকা। সামান্য হলেও বাপের জমি আছে, ঘর আছে, লাঙ্গল-গরু আছে। তার দিনও ঘনিয়ে এসেছে-আর বর্ষায় টেকে কিনা সন্দেহ। তারা চুপ করে শোনে।

অন্ধ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বাপ এগিয়ে আসে। ছেলেদের পানে চেয়ে বলে,

– হুনছস কথা, হুনছস?

ছেলেরা সমস্বরে বলে,

– ঠ্যাঙা বেটিরে, ঠ্যাঙা।

সমর্থন পেয়ে বুড়ো চেলা নিয়ে দৌড়ে আসে। তাহের শেষে জমিজোতের মায়া ছেড়ে বাপের হাত ধরে ফেলে। কাদের বোঝায়,

– থাক, কইবার দেও। খোদাই তার শাস্তি করবো।

জন্মের কথা নিয়ে মায়ের উত্তর শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরে বুকে যন্ত্রণা হয়। তাই রহিমাকে এসে বলে কথাটা।

– হয় বুড়াবুড়ি দুইটাই মরুক– নয় ওনারে কন, এর একটা বিহিত করবার।

হঠাৎ সমবেদনায় রহিমার চোখ ছল ছল করে ওঠে। বলে,

– তুমি দুঃখ করিও না বিটি। আমি কমুনে।

মেয়েটাকে তার ভালোই লাগে। দুস্থা মেয়ে। স্বামী মারা যাবার পর থেকে বাপের বাড়িতে আছে। বাড়িতে তিন-তিনটে মর্দ ছেলে, বসে-বসে খায়। এক মুঠোর মতো যে-জমি, সে-জমিতে ওদের পেট ভরে না। তাই টানাটানি, আধ- পেটা খেয়ে দিন গুজরান। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা লাগে হাসুনির মায়ের। সে তো একা নয়, তার হাসুনিও আছে। তাই বাড়িতে-বাড়িতে ধান ভানে। কিন্তু কিছু একটা মুখ ফুটে চাইতে আবার লজ্জায় মরে যায়।

রহিমা বলে,

– শ্বশুর বাড়িতে যাও না ক্যান?

– অরা মনুষ্যি না।

– নিকা কর না ক্যান?

কয়েক মুহূর্ত থেকে হাসুনির মা বলে, দিলে চায় না বুবু।

জীবনে তার আর সখ নেই। তবে গাঁয়ের আর মানুষের রক্ত তারও দেহে বয় বলে মাঠ ভরা ধান ফললে অন্তরে তার রং ধরে। বতোর দিনে বাড়ি বাড়ি কাজ করে হাসুনির মায়ের ক্লান্তি নেই। মুখে বরঞ্চ চিকনাই-ই দেখা দেয়। এমনি কোনো দিনে তাহের খোশ মেজাজে বলে,

– শরীলে রং ধরছে ক্যান, নিকা করবি নাকি?

বুড়ি আমের আঁটির মতো মুখটা বাড়িয়ে বলে,

– খানকির বেটি নিকা করবো বলাই তো মানুষটারে খাইছে!

মানুষটা মানে তার মৃত স্বামী। তাহের কৌতুক বোধ করে। বলে ক্যামনে খাইছস্?

হাসুনির মায়ের অন্তর তখন খুশিতে টলমল। কথা গায়ে মাখে না। হেসে বলে,- গিলা খাইছি! মা-বুড়ী আছে সামনে, নইলে গিলে খাওয়ার ভঙ্গিটাও একবার দেখিয়ে দিত।

দূরে ধানক্ষেতে ঝড় ওঠে, বন্যা আসে পথভোলা অন্ধ হাওয়ায়, দিগন্ত থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসে অফুরন্ত ঢেউ। ধানক্ষেতের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে। আপন মনকেই ঠাট্টা করে বারবার শুধায়; নিকা করবি মাগি, নিকা করবি?

কিন্তু কাকে করে? ওই বাড়ির মানুষকে পেলে করে কি? তেল–চকচকে জোয়ান কালো ছেলে। গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষেতে যেন ঢেউ ওঠে।

পরদিন তাহেরের বুড়ো বাপকে মজিদ ডেকে পাঠায়। এলে বলে- তোমার বিবি কী কয়?

বুড়ো ইতস্তত করে, ঘাড় চুলকে এধার-ওধার চেয়ে আমতা-আমতা করে।

মজিদ ধম্‌কে ওঠে।

– কও না ক্যান?

ধমক খেয়ে ঢোক গিলে বুড়ো বলে,

– তা হুজুর ঘরের কথা আপনারে ক্যাম্‌নে কই?

কতক্ষণ চুপ থেকে মজিদ ভারী গলায় বলে,

– আমি জানি কী কয়। কিন্তু তুমি কেমন মর্দ, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোন হেই কথা?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে এ কথা ঠিক নয়। তখন রাগে সে চোখে অন্ধকার দেখে। চেলা কাঠ নিয়ে ছুটে যায় বুড়িকে শেষ করবার জন্য। এর মধ্যে একদিন হয়ত সে শেষই হয়ে যেত, যদি না ছেলেরা এসে বাধা দিত। কিন্তু সে কথাও বলতে পারে না মজিদের সামনে। কেবল আস্তে বলে,

– বুড়ির দেমাক খারাপ হইছে হুজুর। আপনে যদি দোয়া পানি দ্যান-

আবার কতক্ষণ নীরব থেকে মজিদ বলে,

– বিবিরে কইয়া দিয়ো, অমন কথা যদি আর কোনোদিন কয় তাইলে মছিবত হইব।

মাথা নেড়ে বুড়ো চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। কয়েক পা গিয়ে থামে, থেকে মাথা চুলকে বলে,

– হুজুর, কোত্থিকা হুনলেন বেটির কথা?

– তা দিয়ে তোমার দরকার কী? কিন্তু এই কথা জাইনো-কোনো কথা আমার অজানা থাকে না।

সারাপথ ভাবে বুড়ো। কে বলল কথাটা? বাড়ির গায়ে আর কোনো বাড়ি নেই যে, কেউ আড়ি পেতে শুনবে।

এককালে বুড়ো বুদ্ধিমান লোকই ছিল। সারাজীবন দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় এক ভাই-এর সাথে জায়গাজমির সম্পত্তি নিয়ে মারামারি মামলা-মকদ্দমা করে আজ সব দিক দিয়ে সে নিঃস্ব। জায়গাজমি মধ্যে আছে একমুঠো পরিমাণ জমি–যা দিয়ে একজনের পেট ভরে না। আর এদিকে পেয়েছে খিটখিটে মেজাজ। সবাইকে দুচোখের বিষ মনে হয়। বুড়িটার হয়ত তার ছোঁয়াচ লেগেই অমন হয়েছে। নইলে বহুদিন আগে যৌবনে কেমন হাসিখুশি ছটফটে মেয়ে ছিলো সে। স্থির থাকতো না এক মুহূর্ত, নাচতো কেবল নাচতো, আর খই-এর মতো কথা ফুটত মুখ দিয়ে। আজ তার সুন্দর দেহমন পচে গিয়ে এই হাল হয়েছে।

বুড়ি যে ছেলেদের জন্ম নিয়ে কথাটা বলতে শুরু করেছে তা বেশিদিন নয়। সাধারণ গালাগালি দিয়ে আর স্বাদ হয় না; তাই এমন এক কথা বের করেছে যা বুড়োর আত্মায় গিয়ে খচ করে ধরে। কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠে অন্তরটা।

বুড়ো ভাবে, ছেলেরা বলতে পারে না কথাটা। সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তবে কি হাসুনির মা বলছে? তার তো ও বাড়িতে যাতায়াত আছে।

একটা বিষয়ে কিন্তু গোলমাল নেই তার মনে। অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে সে কথা সে বিশ্বাস করে না।

যত ভাবে কথাটা, তত জ্বলে ওঠে বুড়ো। যে বলেছে সেকি কথাটার গুরুত্ব বোঝে না? কথাটা কী বাইরে ছড়াবার মতো? এর বিহিত ঘরেই হয়, বাইরে হয় না-তা যতই আলেম খোদাবন্দ মানুষ তার বিহিত করতে আসুক না কেন? তাছাড়া, কথাটায় যে বিন্দুমাত্র সত্য নেই কে বলতে পারে? এককালে বুড়ি উড়ুনি মেয়ে ছিল, তার হাসি আর নাচন দেখে পাগল হত কত লোক। বৈমাত্রেয় ভাইটির সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের শুরুতে একবার একটা লোক ঘরে ঢোকার জনরব উঠেছিল।

একদিন তার অনুপস্থিতিতে সে কাণ্ডটি নাকি ঘটেছিল। কিন্তু ঘরের বউ অনেক ঠ্যাঙানি খেয়েও কথাটা যখন স্বীকার করেনি তখন সে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, তা দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় ভাইটির সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়।

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অন্দরে ঢুকেই সামনে দেখলো হাসুনির মাকে। দেখেই চড়চড় করে মেজাজ গরম হয়ে উঠে, ঘৃণি খেয়ে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। বকের মতো গলা বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এক আছাড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর শুরু হয় প্রহার। প্রহার করতে করতে বুড়োর মুখে ফেনা ছুটে যায়। আর বলে কেবল একটি কথা-ওরে ভাতার-খাইকা জারুনি, তোর বাপরে গিয়া কইলি ক্যামনে ওই কথা?

প্রাণের আশ মিটিয়ে বুড়ো তার মেয়েকে মারে। ছেলেরা তখন ঘরে ছিল না বলে তাকে রক্ষা করবার কেউ ছিল না। বুড়ি অবশ্য ওধারে পা ছড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিলাপ জুড়ে দেয়, কিন্তু বিলাপ শুনে দমবার পাত্র বুড়ো নয়।

সে দিন দুপুরে মুখে আঘাতের চিহ্ন ও সারা দেহে ব্যথা নিয়ে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে হাসুনির মা সোজা চলে গেল মজিদের বাড়ি। মজিদ তখন জিরুচ্ছে, আর সে ঘরেই নিচে পাটিতে বসে রহিমা কাঁথায় শেষ কটা ফুরন দিচ্ছে।

হাসুনির মা মজিদের সামনে আসে না। কিন্তু আজ সটান ঘরে ঢুকে তার সামনেই রহিমার পাশে বসে মরাকান্না জুড়ে দিল। প্রথমে কিছু বোঝা গেল না। কথা স্পষ্টতর হয়ে এলে এইটুকু বোঝা গেলো যে, সে রহিমাকে বলছে ওনারে কন্, আমার মওতের জন্য জানি দোয়া করে।

মজিদ হুঁকা টানে আর চেয়ে দেখে। ক্রন্দনরতা মেয়ে তার ভালোই লাগে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলাবে, লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে-এমন একটা বৌ-এর স্বপ্ন দেখতো প্রথম যৌবনে। রহিমার না আছে অভিমান, না আছে চপলতা। অপরাধ না করে থাকলেও মজিদ বলছে বলে যে-কোন কথা নির্বিবাদে মেনে নেয়। অমন মানুষ ভালো লাগে না তার।

পরে সব কথা শুনে মজিদের মুখ কিন্তু হঠাৎ কঠিন হয়ে যায়। বুড়ো গিয়ে তার মেয়েকে মেরেছে। মেরেছে এই জন্য যে, সে এসে তাকে কথাটা বলে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে মজিদ গম্ভীর কণ্ঠে রহিমাকে বলে,

– অরে যাইতে কও। আর কও আমি দেখুম নি।

একটু পরে রহিমা বলে,

– ও যাইবার চায় না। ডরায়।

মজিদ আড়চোখে একবার তাকায় হাসুনির মায়ের দিকে। কান্না থামিয়ে মজিদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে, আর ঘোমটা টানা মাথা নত করে নখ দিয়ে পাটি খুঁটছে। ওধারে ফেরানো মুখটি দেখবার জন্যে এক মূহুর্ত কৌতূহল বোধ করে মজিদ। তারপর তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলে- থাক তাইলে এইখানে।

অপরাহ্নে জমায়েত হয়। একা বিচার করতে ভরসা হয় না যেন মজিদের। ঢেড়া বুড়ো লোকটা শয়তানের খাম্বা, অন্তরে তার কুটিলতা আর অবিশ্বাস।

খালেক ব্যাপারীও এসেছে। মাতব্বর না হলে শাস্তি বিধান হয় না, বিচার চলে না। রায় অবশ্য মজিদেই দেয়, কিন্তু সেটা মাতব্বরের মুখ দিয়ে বেরুলে ভালো দেখায়।

একটু তফাতে পাছার ওপর বসে চুপচাপ হয়ে আছে তাহেরের বাপ, মুখটি একদিকে সরানো। খালেক ব্যাপারী বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করে,

– তোমার বিবি কী বলে?

মুখ না তুলে বুড়ো বলে,

– হেই কথা আপনারা ব্যাক্তই জানেন।

কে একজন গলা উঠিয়ে বলে, কথা ঠিক কইরা কও মিঞা।

বুড়ো ওদিকে একবার ফিরেও তাকায় না।

খালেক ব্যাপারী আবার প্রশ্ন করে,

– এহন কও, হেই কথা তুমি ঢাকবার চাও ক্যান?

কথাটা যেন বুঝলে না ঠিকমতো- এমন একটা ভঙ্গি করে বুড়ো তাকায় সকলের পানে। তারপর বলে,

– এইটা কি কওনের কথা? বুড়িমাগি ঝুটমুট একখান কথা কয়- তা বইলা আমি কি পাড়ায় ঢোল-সোহরত দিমু?

ওর কথা বলার ভঙ্গি ব্যাপারীর মোটেই ভালো লাগে না। মজিদ নীরব হয়ে থাকে, কিন্তু উত্তর শুনে তারও চোখ জ্বলে ধিকিধিকি।

লোকটির উত্তরে কিন্তু ভুল নেই। তাই প্রত্যুত্তরের জন্য সহসা কিছু না পেয়ে খালেক ব্যাপারী ধমকে উঠে বলে,

– কথা ঠিক কইরা কইবার পারো না?

জমায়েতের মধ্যে কয়েকটা গলা আবার চেঁচিয়ে ওঠে,- কথা ঠিক কইরা কও মিঞা, কথা ঠিক কইরা কও।

বৈঠক শান্ত হলে খালেক ব্যাপারী আবার বলে,

– তুমি তোমার মাইয়ারে ঠ্যাঙাইছ ক্যান!

– আমার মাইয়া আমি ঠ্যাঙাইছি!–লম্বামুখ খাড়া করে নির্বিকারভাবে উত্তর দেয় তাহেরের বাপ, যেন ভয় নেই ডর নেই। অবশ্য হাতের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, আঙুলগুলো কাঁপছে। ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে- বাইরে যত ঠাণ্ডা থাকুক না কেন?

ব্যাপারী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এবার হাত নেড়ে মজিদ তাকে থামিয়ে নিজে বলবার জন্য তৈরি হয়। ব্যাপারটা আগে গোড়া থেকে ব্যাপারীকে বুঝিয়ে বলেছিল সে, এবং ভেবেছিল তার পক্ষে থেকে খালেক ব্যাপারীই কাজটা ঠিকমতো চালিয়ে নেবে। কিন্তু তার প্রশ্নগুলো তেমন জুতসই হচ্ছে না। বলছে আর যেন ঠাস করে মুখের ওপর চড় খাচ্ছে।

মজিদ গম্ভীর গলায় বলে, - ভাই সকল! বলে থেমে তাকায় সবার পানে।

পিঠ সোজা করে বসেছে, কোলের ওপর হাত। আসল কথা শুরু করার আগে সে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে সে, মনে হয় ছুরা ফাতেহা পড়ে তার বক্তব্য শুরু করবে। কিন্তু আরেকবার 'ভাই সকল' বলে সে কথা শুরু করে। বলে, খোদাতা'লার কুদরত মানুষের বুঝবার ক্ষমতা নাই। দোষগুণ সৃষ্ট মানুষ। মানুষের মধ্যে তাই শয়তান আছে, ফেরেস্তাও আছে। তাদের মধ্যে গুনাগার আছে, নেকবন্দ আছে। কুৎসা রটনাটা বড় গর্হিত কাজ। কিন্তু যারা শয়তানের চাতুরি বুজতে পারে না, যারা তাদের লোভনীয় ফাঁদে ধরা দেয় এবং খোদার ভয়কে দিল থেকে মুছে ফেলে- তারা এইসব গর্হিত কাজে নিজেদের লিপ্ত করে। মানুষের রসনা বড় ভয়ানক বস্তু, সে-রসনা বিষাক্ত সাপের রসনার চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে। প্রক্ষিপ্ত সে-রসনা তার বিষে পরিবারকে-পরিবার ধ্বংস করে দিতে পারে, নিমেষে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে সমগ্র পৃথিবীতে।

ঋজুভঙ্গিতে বসে গম্ভীর কণ্ঠে ঢালাসুরে মজিদ বলে চলে। কথায় তার মধু। স্তব্ধ ঘরে তার কণ্ঠে একটা সুর তোলে, যে সুরে মোহিত হয়ে পড়ে শ্রোতারা।

একবার মজিদ থামে। শান্ত চোখ; কারো দিকে তাকায় না সে। দাড়িতে আলগোছে হাত বুলিয়ে তারপর আবার শুরু করে,

– পৃথিবীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধেও মানুষের সে-রসনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। পঞ্চম হিজরিতে প্রিয় পয়গম্বর নিকট বাণী এল; মুস্তালিখ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রত্যাবর্তন করবার সময় তাঁর ছোট বিবি আয়েশা কি করে দলচ্যুত হয়ে পড়েন। তারপর তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। এক নওজোয়ান সিপাই তাঁকে খুঁজে পায়। পেয়ে তাঁকে সসম্মানে নিজেরই উটে বসিয়ে আর নিজে পায়দল হেঁটে প্রিয় পয়গম্বরের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়। যাদের অন্তরে শয়তানের একচ্ছত্র প্রভুত্ব-যারা তারই চক্রান্তে খোদার রোশনাই থেকে নিজের হৃদয়কে বঞ্চিত করে রাখে; তাদেরই বিষাক্ত রসনা সেদিন কর্মতৎপর হয়ে উঠল। হজরতের এত পেয়ারা বিবির নামেও তারা কুৎসা রটাতে লাগল। বড় ব্যথা পেলেন পয়গম্বর। খোদার কাছে কেঁদে বললেন, এয়া খোদা পরবদ্দেগার, নির্দোষ আমার বিবি কেন এত লাঞ্ছনা ভোগ করবে, কেন এ অকথ্য বদনাম সহ্য করবে? উত্তরে খোদাতলা মানবজাতিকে বললেন-

থেমে বিসমিল্লাহ পড়ে মজিদ ছুরায়ে আন-নূর থেকে খানিকটা কেরাত পরে শোনায়। তার গম্ভীর কণ্ঠ হঠাৎ মিহি সুরে ভেঙে পড়ে। স্তব্ধ ঘরে বিচিত্র সুরঝংকার ওঠে। শুনে জমায়েতের অনেকের চোখ ছলছল করে ওঠে।

হঠাৎ এক সময়ে মজিদ কেরাত বন্ধ করে সরাসরি তাহেরের বাপের পানে তাকায়। যে-লোকটা এতক্ষণ একটা বিদ্রোহী ভাব নিয়ে কঠিন হয়েছিল, তারও চোখ এখন নরম। বসে থাকার মধ্যে উদ্ধত ভাবটাও যেন নেই। চোখাচোখি হতে সে চোখ নামায়

কয়েক মুহূর্ত তার পানে তাকিয়ে থেকে গলা উঠিয়ে মজিদ বলে যে, খোদাতা'লার ভেদ তাঁরই সৃষ্ট বান্দার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে তিনি বিষময় রসনা দিয়েছেন, মধুময় রসনাও দিয়েছেন। উদ্ধত করেও সৃষ্টি করেছেন তাকে, মাটির মতো করেও সৃষ্টি করেছেন। সে যাই হোক, মানুষের কাছে আপন সংসার, আপন বালবাচ্চা দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয়। তাদের সুখ-শান্তির জন্যে সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জীবনের সঙ্গে লড়াই করে। আপন সংসারের ভালো ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না সে। কিন্তু যে-মেয়েলোক আপন সংসার আপন হাতে ভাঙতে চায় এবং আপন সন্তানের জন্ম সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে, সে নিজের বিরুদ্ধে কাজ করে, খোদার বিরুদ্ধে আঙুল ওঠায়-তার গুনাহ বড় মস্ত গুণাহ্, তার শাস্তি বড় কঠিন শাস্তি।

হঠাৎ মজিদের গলা ঝনঝন করে ওঠে।

– তুমি কী মনে করো মিঞা? তুমি কি মনে করো তোমার বিবি মিছা বদনাম করে? তুমি কী হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে ময়লা নাই?

যে-লোক কিছুক্ষণ আগে খালেক ব্যাপারীর মতো লোকের মুখের ওপর ঠাস ঠাস জবাব দিচ্ছিল, মজিদের প্রশ্নে সে এখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কোথা দিয়ে কোথায় তাকে আনে মজিদ, সে বোঝে না। মন ঘাটতে গিয়ে দেখে সেখানে সন্দেহ-এতদিন পর আজ সন্দেহ! বহুদিন আগে তার বউ যখন চড়ুই পাখির মতো নাচত, হাসিখুশি উচ্ছলতায় চারিদিকে আলো ছড়াতো, তখন যে-জনরব উঠেছিল সে কথাই তার স্মরণ হয়। কোনোদিন সে-কথা সে বিশ্বাস করেনি। তখন কথাটা যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হতোও, সে তাকে তালাক দিতে পারত। গলা টিপে খুন করে ফেললেও বেমানান দেখাত না। কিন্তু আজ এতদিন পরে যদি দেখে সেদিন তারই ভুল হয়েছিল, তবে সে কী করতে পারে? বউ আজ শুধু কঙ্কাল, পচনধরা মাংসের রদ্দি খোলস-তাকে নিয়ে সে কী করবে? অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে যে ভীতির সৃষ্টি হবে সে-ভীতি দূর করবে কী করে?

মজিদ গলা চড়িয়ে ধমকের সুরে আবার বলে,

– কী মিঞা? তোমার দিলে কী ময়লা আছে? তুমি কী ঢাকবার চাও কিছু, লুকাইবার চাও কোনো কথা?

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মজিদ থামলে ঘরময় রুদ্ধ স্তব্ধতা নামে, এবং সে স্তব্ধতার মধ্যে তার কেরাতের সুরব্যঞ্জনা আবার যেন আপনা থেকেই ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। সে-ঝঙ্কার মানুষের কানে লাগে, প্রাণে লাগে। তাহেরের বাপ এধার-ওধার তাকায়, অস্থির-অস্থির করে। একবার ভাবে বলে, না, তার দিলে কিছুই নাই, তার দিল সাফ। বুড়ি বেটির দেমাক খারাপ হয়েছে, তাকে কষ্ট দেবার জন্যেই অমন ঝুটমুট কথা বানিয়ে বলে। কিন্তু কথাটা আসে না মুখ দিয়ে।

অবশেষে অসহায়ের মতো তাহেরের বাপ বলে,

– কী কমু? আমার দিলের কথা আমি জানি না। ক্যামনে কমু দিলের কথা?

– কিছু তুমি ঢাকবার চাও, লুকাইবার চাও?

অস্থির হয়ে ওঠা চোখে বুড়ো আবার তাকায় মজিদের পানে। তার মুখ ঝুলে পড়েছে, থই পাচ্ছে না কোথাও।

– তুমি কিছু লুকাইবার চাও, কিছু ছাপাইবার চাও? তুমি তোমার মাইয়ারে তাইলে ঠ্যাঙাইছ ক্যান? তার গায়ে দড়া পড়ছে ক্যান? তার গা নীল-নীল হইছে ক্যান?

সভা নিশ্বাস রুদ্ধ করে রাখে। লোকেরাও বোঝে না ঠিক কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ব্যাপারটা। তবে বিভ্রান্ত বুড়োটির পানে চেয়ে সমবেদনা হয় না। বরঞ্চ তাকে দেখে মনে এখন বিদ্বেষ আর ঘৃণা আসে। ও যেন ঘোর পাপী। পাপের জ্বালায় এখন ছটফট করছে। দোজখের লেলিহান শিখা যেন স্পর্শ করেছে তাকে।

হঠাৎ ঋজু হয়ে বসে মজিদ চোখ বোজে। তারপর সে বিসমিল্লাহ পড়ে আবার কেরাত শুরু করে। মুহূর্তে মিহি মধুর হয়ে ওঠে তার গলা, শান্তির ঝরনার মতো বেয়ে বেয়ে আসে, ঝরে ঝরে পড়ে অবিশ্রান্ত করুণায়।

তারপর সর্বসমক্ষে ঢেঙা বদমেজাজী বৃদ্ধ লোকটি কাঁদতে শুরু করে। সে কাঁদে, কাঁদে ব্যাঘাত করে না তার কান্নায়। অবশেষে কান্না থামলে মজিদ শান্ত গলায় বলে,

– তুমি কিংবা তোমার বিবি গুনাহ্ কইরা থাকলে খোদা বিচার করবেন। কিন্তু তুমি তোমার মাইয়ার কাছে মাফ চাইবা, তারে ঘরে নিয়া যত্নে রাখবা। আর মাজারে সিন্নি দিবা পাঁচ পইসার।

মজিদ নিজে তার মাফ দাবি করে না। কারণ মেয়ের কাছে চাইলে তারই কাছে চাওয়া হবে। নির্দেশ তো তারই। তারই হুকুম তালিম করবে সে।

বুড়ো বাড়ি গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। তারপর চোখ বুজে চুপচাপ ভাবে। মাথাটা যেন খোলাসা হয়ে এসেছে। হঠাৎ তার মনে হয়, সারা গ্রামের জমায়েতের সামনে দাঁড়িয়ে সে নির্লজ্জভাবে সায় দিয়ে এসেছে বুড়ির কথায়। সেকথার সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি, বরঞ্চ পরিষ্কারভাবে বলে এসেছে সে-কথা সত্যিই। এবং লোককে এ-কথাও জানিয়ে এসেছে যে, সে একটা দুর্বল মানুষ, এত বড় একটা অন্যায়ের কথা দোষিণীর আপন মুখ থেকে শুনেও চুপ করে আছে। কারণ তার মেরুদণ্ড নেই। সে-কথা সর্বসমক্ষে কেঁদে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে।

হঠাৎ রক্ত চড়চড় করে ওঠে। ভাবে, উঠে গিয়ে চেলাকাঠ দিয়ে এ মুহূর্তেই বুড়ির আমসিপানা মুখখানা ফাটিয়ে উড়িয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু কেমন একটা অবসাদে দেহ ছেয়ে থাকে। চুপচাপ শুয়ে কেবল ভাবে। পৌরুষের গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে আছে যেন।

আর সে ওঠেই না। বুড়ি মাঝে মাঝে শান্ত গলায় ছেলেদের প্রশ্ন করে,

– দেখত, ব্যাটা কি মরলো নাকি?

ছেলেরা ধমকে ওঠে মায়ের ওপর। বলে, কী যে কও! মুখে লাগাম নাই তোমার? হতাশ হয়ে বুড়ি বলে,

– তাই ক? আমার কি তেমন কপালডা!

আর মারবে না প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বড় ভয়ে ভয়ে হাসুনির মা ঘরে ফিরে এসেছিল। ভয় যে, সেখানে যা বলেছে, কিন্তু একবার হাতে-নাতে পেলে তাকে ঠিক খুন করে ফেলবে বুড়ো। সে এখন অবাক হয়ে ঘুরঘুর করে, উঁকি মেরে বাপের শায়িত নিশ্চল দেহটি চেয়ে দেখে কখনো কখনো। কখনো-বা আড়াল থেকে শুষ্ক গলায় প্রশ্ন করে,

– বাপজান, খাইবা না?

বাপ কথা কয় না।

দুদিন পরে ঝড় ওঠে। আকাশে দুরন্ত হাওয়া আর দলে-ভারী কালো কালো মেঘে লড়াই লাগে; মহব্বতনগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দি পাখির মতো আছড়াতে থাকে। হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসে, তির্যক ভঙ্গিতে বাজপাখির মতো শোঁ করে নেমে আসে, কখনো ভোঁতা প্রশস্ততায় হাতির মতো ঠেলে এগিয়ে যায়।

ঝড় এলে হাসুনির মার হই হই করা অভ্যাস। হাসুনি কোথায় গেলো রে, ছাগলটা কোথায় গেলো রে, লাল ঝুঁটিওয়ালা মুরগিটা কোথায় গেলো রে। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচামেচি করে, আথালি-পাথালি ছুটোছুটি করে, আর কী একটা আদিম উল্লাসে তার দেহ নাচে।

ঝড় আসছে হু-হু করে, কিন্তু হাসুনির মা মুরগিটা খুঁজে পায় না। পেছনে ঝোপজাড়ে দেখে, বাইরে যায়, ওধারে আমগাছে আশ্রয় নিয়েছে কিনা দেখে, বৃষ্টির ঝাপটায় বুজে আসা চোখে পিট-পিট করে তাকিয়ে কুরকুর আওয়াজ করে ডাকে, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায় না। শেষে ভাবে, কী জানি, হয়তো বাপের মাচার তলেই মুরগিটা গিয়ে লুকিয়েছে। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে মাচার তলে উঁকি মারতেই তার বাপ হঠাৎ কথা বলে। গলা দুর্বল, শূন্য শূন্য ঠেকে। বলে,

– আমারে চাইরডা চিড়া আইনা দে।

মেয়ে ছুটে গিয়ে কিছু চিড়াগুড় এনে দেয়।

বাপ গবগব করে খায়। ক্ষিধে রাক্ষসের মতো হয়ে উঠেছে।

চিড়ে কটা গলাধঃকরণ করে বলে,

– পানি দে

মেয়ে ছুটে পানি আনে। সর্বাঙ্গ তার ভিজে সপসপ করছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। অনুতাপ আর মায়া মমতায় বাপের কাছে সে গলে গেছে। বাপের ব্যথায় তার বুক চিনচিন করে।

বুড়ো ঢকঢক করে পানি খায়। তারপর একটু ভাবে। শেষে বলে,

– আর চাইরডা চিড়া দিবি মা?

মেয়ে আবার ছোটে। চিড়া আনে আরো, সঙ্গে আরেক লোটা পানিও আনে। দু'দিনের রোগা ভেঙে বুড়ো ধনুকের মতো পিঠ বেঁকিয়ে মাচার ওপর অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবে, কোণের অন্ধকারের মধ্যে নিবদ্ধ।

বাইরে হাওয়া গোঙিয়ে গোঙিয়ে ওঠে, ঘরের চাল হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটায় গুমরায়। সিঁ কাপড়ে দূরে দাঁড়িয়ে মেয়ে নীরব হয়ে থাকে। হঠাৎ কেন তার চোখ ছলছল করে। ঘরের অন্ধকার আর বৃষ্টির পানিতে ভেজা মুখের মধ্যে সে-অশ্রু ধরা পড়বার কথা নয়।

অবশেষে বাপ বলে, -মাইয়া, তোর কাছে মাফ চাই। বুড়া মানুষ, মতিগতির আর ঠিক নাই তোরে না বুইঝা কষ্ট দিছি হে-দিন।

মেয়ে কী বলবে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মুরগি খোঁজার অজুহাতে বাইরে ঝড়ের মধ্যে দাঁড়াতেই চোখে আরো পানি আসে হু-হু করে, অর্থহীনভাবে, আর বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় সে-পানি।

সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো চলে গেল। কেউ বলতে পারল না গেল কোথায়। ছেলেরা অনে খোঁজে। আশেপাশে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, মতিগঞ্জের সড়ক ধরে ত্রিশ ক্রো দূরে গঞ্জে গিয়েও অনেক তালাশ করে। কেউ বলে, নদীতে ডুবছে। তাই যদি হয় তবে সন্ধান পাবার জো নেই। খরস্রোতা বিশাল নদী, সে নদী কোথায় কতদূরের তার কে ভাসিয়ে তুলেছে কে জানে।

ঘরে বুড়ি স্তব্ধ হয়ে থাকে। যে তার মৃত্যুর জন্যে এত আগ্রহ দেখাতো, সে আর কথা ব না। হাসুনির মা দূর থেকে মজিদের মিষ্টি মধুর কোরান তেলাওয়াত শুনেছে অনেকদিন। আল্লার কথা স্মরণ করে বলে,

-আল্লা-আল্লা কও মা।

বুড়ি তখন জেগে উঠে কয়েকবার শিশুর মতো বলে, আল্লা, আল্লা–।

মজিদের শিক্ষায় গ্রামবাসীরা এ-কথা ভালোভাবে বুঝেছে যে, পৃথিবীতে যাই ঘটুক জন্ম-মৃ শোক-দুঃখ-যার অর্থ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে-সব খোদা ভালোর জন্যে করেন। তাঁর সৃষ্টির মর্ম যেমন সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা দুষ্কর তেমন নিত্যনিয়ত তি যা করেন তার গূঢ়তত্ত্ব বোঝাও দুষ্কর। তবে এটা ঠিক, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। ঘটনার রূপ অসহনীয় হতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত মানু মঙ্গল, তার ভালাই। অতএব যে জিনিস বোঝার জন্যে নয়, তার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ ক অর্থহীন।

ঠিক সে কারণেই বুড়ো কোথায় পালিয়েছে বা তার মৃতদেহ কোথাও ভেসে উঠেছে কি জানবার জন্যে কৌতূহল হতে পারে, কিন্তু কেন পালিয়েছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূ হবার কথা নয়। যারা মজিদের শিক্ষার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি, তাদের ম অবশ্য প্রশ্নটি যে একেবারে জাগে না এমন নয়। কিন্তু সে-প্রশ্ন দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষী উঠেই ডুবে যায়, ব্যাখ্যাতীত অজানা বিশাল আকাশের মধ্যে থই পায় না। যেখানে জ মৃত্যু, ফসল হওয়া -না-হওয়া বা খেতে পাওয়া না-পাওয়া একটা অদৃশ্য শক্তির নিয়ন্ত্রিত, সেখানে একটি লোকের নিরুদ্দেশ হবার ঘটনা কতখানি আর কৌতূহল জাগা পারে! যা মানুষের স্মরণে জাগ্রত হয়ে থাকে বহুদিন, তা সে-অপরাধের ঘটনা। মজি সামনে সেদিন লোকটি কেমন ছটফট করেছিল, পাপের জ্বালায় কেমন অস্থির করেছিল- দোজখের আগুনের লেলিহান শিখা তাকে স্পর্শ করেছে। তারপর তার কান্না। শয়তা শক্তি ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল সে-কান্নার মধ্যে।

এ-বিচিত্র দুনিয়ায় যারা আবার আর দশজনের চাইতে বেশি জানে ও বোঝে, বিশাল রহ প্রান্তটুকু অন্তত ধরতে পারে বলে দাবি করে, তাদের কদর প্রচুর। সালুতে ঢাকা মা পিঠের মতো চিরনীরব মাজারটি একটি দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘনীয় রহস্যে আবৃত। তারই ঘনিষ্ঠ মধ্যে যে-মানুষ বসবাস করে তার দ্বারাই সম্ভব মহাসত্যকে ভেদ করা, অনাবৃত ক মজিদের ক্ষুদ্র চোখদুটি যখন ক্ষুদ্রতর হয়ে ওঠে আর দিগন্তের ধূসরতায় আবছা হয়ে আ তখনই তার সামনে সে-সৃষ্টি-রহস্য নিরাবরণ স্পষ্টতায় প্রতিভাত হয়-সে-কথা এরা বোঝে হাসুনির মা'র মনেও প্রশ্ন নেই। মাসগুলো ঘুরে এলে বরঞ্চ বাপের নিরুদ্দেশ হবার ঘ একটা অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পায়।

– খোদার জিনিস খোদা তুইলা লইয়া গেছে।

তারপর মা'র প্রতি অগ্নি দৃষ্টি হানে।

– বাপ আমাগো নেকবন্দ মানুষ আছিল।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

বুড়ি কিছু বলে না। খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে। তাই যেন চুপচাপ থাকে।

প্রথম প্রথম হাসুনির মা মজিদের বাসায় আসত না। লজ্জা হতো। মা লজ্জা নেই বলে তার লজ্জা। তারপর ক্রমে ক্রমে আসতে লাগল। কখনো ক্বচিৎ মজিদের সামনাসামনি হয়ে গেলে মাথায় আধহাত ঘোমটা টেনে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াত, আর বুকটা দুরুদুরু কাঁপত ভয়ে। বতোর দিনে এ-বাড়িতে যাতায়াত যখন বেড়ে গেলো তখন একদিন উঠানে একেবারে সামনাসামনি হয়ে গেল। মজিদের হাতে হুঁকা। হাসুনির মা ফিরে দাঁড়িয়েছে এমন সময়ে মজিদ বলে,

– হুকায় এক ছিলিম তামাক ভইরা দেও গো বিটি।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হুঁকাটা নেয়। বুক কাঁপতে থাকে ধপধপ করে, আর লজ্জায় চোখ বুজে আসতে চায়।

হুঁকাটা দিতে গিয়ে মজিদ কয়েক মুহূর্ত সেটা ধরে রাখে। তারপর হঠাৎ বলে, আহা!

তার গলা বেদনায় ছলছল করে।

তারপর থেকে সংকোচ আর ভয় কাটে। ক্রমে ক্রমে সে খোলা মুখে সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া শুরু করে। না করে উপায় কী! বতোর দিনে কাজের অন্ত নেই। মানুষ তো রহিমা আর সে। ধান এলানো মাড়ানো, সিদ্ধ করা, ভানা-কত কাজ।

একদিন উঠানে ধান ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ বহুদিন পর হাসুনির মা তার পুরোনো আর্জি জানায়। রহিমাকে বলে,

– ওনারে কন, খোদায় যানি আমার মওত দেয়।

হঠাৎ রহিমা রুষ্ট স্বরে বলে,

– অমন কথা কইওনা, ঘরে বালা আইসে।

পরদিন মজিদ একটা শাড়ি আনিয়ে দেয়। বেগুনি রঙ, কালো পাড়। খুশি হয়ে হাসুনির মা মুখ গম্ভীর করে। বলে,

– আমার শাড়ির দরকার কী বুবু? হাসুনির একটা জামা দিলে ও পরত খন।

হঠাৎ কী হয়, রহিমা কিছু বলে না। অন্যদিন হলে, কথা না বলুক অন্তত হাসত। আজ হাসেও না।

পৌষের শীত। প্রান্তর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে হাড় কাঁপায়। গভীর রাতে রহিমা আর হাসুনির মা ধান সিদ্ধ করে। খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে, আলোকিত হয়ে উঠেছে সারা উঠানটা। ওপরে আকাশ অন্ধকার। গনগনে আগুনের শিখা যেন সে কালো আকাশ গিয়ে ছোঁয়। ওধারে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয় ভাপের। যেন শতসহস্র সাপ শিস দেয়।

শেষ-রাতের দিকে মজিদ ঘর থেকে একবার বেরিয়ে আসে। খড়ের আগুনের উজ্জ্বল আলো লেপাজোকা সাদা উঠানটায় ঈষৎ লালচে হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করে। সে ঈষৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসুনির মাকে, তার পরনে বেগুনি শাড়িটা। যে-আলো সাদা মসৃণ উঠানটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা-কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে।

কিছুক্ষণ পর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে মজিদ আশ-পাশ করে। উঠান থেকে শিসের আওয়াজ এসে বেড়ার গায়ে শিরশির করে। তাই শোনে আর আশ-পাশ করে মজিদ। তারই মধ্যে কখন দ্রুততর, ঘনতর হয়ে ওঠে মুহূর্তগুলো।

এক সময়ে মজিদ আবার বেরিয়ে আসে। এসে কিছুক্ষণ আগে হাসুনির মায়ের উজ্জ্বল বাহু-কাঁধ গলার জন্য যে-রহিমাকে সে লক্ষ্য করেনি, সে-রহিমাকেই ডাকে। ডাকের স্বরে প্রভুত্ব! দুনিয়ায় তার চাইতে এই মুহূর্তে অধিকতর শক্তিশালী, অধিকতর ক্ষমতাবান আর কেউ নেই যেন। খড়কুটোর আলোর জন্য ওপরে আকাশ তেমনি অন্ধকার। সীমাহীন সে-আকাশ এখন কালো আবরণে সীমাবদ্ধ। মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে।

রহিমা ঘরে এলে মজিদ বলে,

– পা-টা একটু টিপা দিবা?

এ-গলার স্বর রহিমা চেনে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে মূর্তির মতো কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে বলে,

ওইধারে এত কাম, ফজরের আগে শেষ করন লাগবো।

থোও তোমার কাজ! মজিদ গর্জে ওঠে। গর্জাবে না কেন। যে-ধান সিদ্ধ হচ্ছে সে-ধান তো তারই। এখানে সে মালিক। যে মালিকানায় এক আনারও অংশীদার নেই কেউ।

রহিমার দেহভরা ধানের গন্ধ। যেন জমি ফসল ধরেছে। ঝুঁকে ঝুঁকে সে পা টেপে। ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মজিদ, আর ধানের গন্ধ শোকে। শীতের রাতে ভারী হয়ে নাকে লাগে সে-গন্ধ।

অন্ধকারে সাপের মতো চকচক করে তার চোখ। মনের অস্থিরতা কাটে না। কাউকে সে জানাতে চায় কি কোনো কথা? তবে জানানোর পথে বৃহৎ বাধার দেয়াল বলে রাত্রির এই মুহূর্তে অন্ধকার আকাশের তলে অসীম ক্ষমতাশীল প্রভু ও অস্থির-অস্থির করে, দেয়াল ভেদ করার সূক্ষ্ম, ঘোরালো পন্থার সন্ধান করতে গিয়ে অধীর হয়ে পড়ে।

তখন পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। উঠানে আগুন নিভে এসেছে, উত্তর থেকে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রহিমা ফিরে এসে মুখ তুলে চায় না। হাসুনির মা

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

দাঁতে চিবিয়ে দেখছিল, ধান সিদ্ধ হয়েছে কি-না। সেও তাকায় না রহিমার পানে। কথা বলতে গিয়ে মুখে কথা বাধে।

তারপর পুব আকাশ হতে স্বপ্নের মতো ক্ষীণ, শ্লথগতি আলো এসে রাতের অন্ধকার যখন কাটিয়ে দেয় তখন হঠাৎ ওরা দু'জনে চমকে উঠে। মজিদ কখন উঠে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়তে শুরু করেছে। হালকা মধুর কণ্ঠ গ্রীষ্ম প্রত্যুষের ঝিরঝির হাওয়ার মতো ভেসে আসে! ওরা তাকায় পরস্পরের পানে। নতুন এক দিন শুরু হয়েছে খোদার নাম নিয়ে। তাঁর নামোচ্চারণে সংকোচ কাটে।

লোকদের যে যাই বলুক, বতোর দিনে মজিদ কিন্তু ভুলে যায় গ্রামের অভিনয়ে তার কোন পালা। মাজারের পাশে গত বছরে ওঠানো টিন আর বেড়ার ঘর মগড়ার পর মগড়া ধানে ভরে উঠে। মাজার জেয়ারত করতে এসে লোকেরা চেয়ে চেয়ে দেখে তার ধান। গভীর বিস্ময়ে তারা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, মজিদকে অভিনন্দিত করে। শুনে মজিদ মুখ গম্ভীর করে। দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে আকাশের পানে তাকায়। বলে, খোদার রহমত। খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা। তারপর ইঙ্গিতে মাজারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বলে আর তানার দোয়া।

শুনে কারও কারও চোখ ছলছল করে ওঠে, আর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ। কেন আসবে না। ধান হয়েছে এবার। মজিদের ঘরে যেমন মগড়াগুলো উপচে পড়ছে ধানের প্রাচুর্যে, তেমনি ঘরে ঘরে ধানের বন্যা। তবে জীবনে যারা অনেক দেখেছে, যারা সমঝদার, তারা অহংকার দাবিয়ে রাখে। ধানের প্রাচুর্যে কারও কারও বুকে আশঙ্কাও জাগে।

বস্তুত, মজিদকে দেখে তাদের আসল কথা স্মরণ হয়। খোদার রহমত না হলে মাঠে মাঠে ধান হতে পারে না। তাঁর রহমত যদি শুকিয়ে যায়-বর্ষিত না হয় তবে খামার শূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করে। বিশেষ দিনে সে-কথাটা স্মরণ করবার জন্য মজিদের মতো লোকের সাহায্য নেয়। তার কাছেই শোকর গুজার করবার ভাষা শিখতে আসে।

অপূর্ব দীনতায় চোখ তুলে মজিদ বলে, দুনিয়াদারি কি তার কাজ? খোদাতা'লা অবশ্য দুনিয়ার কাজকামকে অবহেলা করতে বলেননি, কিন্তু যার অন্তরে খোদা-রসুলের স্পর্শ লাগে, তার কী আর দুনিয়াদারি ভালো লাগে?

– বলে মজিদ চোখ পিট পিট করে-যেন তার চোখ ছলছল করে উঠেছে।

যে শোনে সে মাথা নাড়ে ঘন ঘন। অস্পষ্ট গলায় সে আবার বলে,

– খোদার রহমত সব।

আরো বলে যে, সে-রহমতের জন্যে সে খোদার কাছে হাজারবার শোকর গুজারি করে। কিন্তু আবার দু-মুঠো ভাত খেতে না পেলেও তার চিন্তা নেই। খোদার ওপর যার প্রাণ-মন-দেহ ন্যস্ত এবং খোদার ওপর যে তোয়াক্কল করে, তার আবার এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে ভাবনা! বলতে বলতে এবার একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে মজিদের মুখে, কোটরাগত চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে।

তার যে-চোখে দিগন্তে প্রসারী দূরত্ব জেগে ওঠে, সে-চোখ ক্রমশ সূক্ষ্ম ও সূচাগ্র তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ সচেতন হয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

– তোমার কেমন ধান হইল মিঞা?

তুমি বলুক আপনি বলুক সকলকে মিঞা বলে সম্বোধন করার অভ্যাস মজিদের। লোকটি ঘাড় চুলকে নিতিবিতি করে বলে, যা-ই হইছে তাই যথেষ্ট। ছেলেপুলে লইয়া দুই বেলা খাইবার পারুম।

আসলে এদের বড়াই করাই অভ্যাস। পঞ্চাশ মণ ধান হলে অন্তত একশো মণ বলা চাই। বতোর দিন উঁচিয়ে-উঁচিয়ে রাখা ধানের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করানো চাই। লোকটির ধান ভালোই হয়েছে, বলতে গেলে গত দশ বছরে এমন ফসল হয়নি। কিন্তু মজিদের সামনে বড়াই করা তো দূরের কথা, ন্যায্য কথাটা বলতেই তার মুখে কেমন বাধে। তাছাড়া, খোদার কালাম জানা লোকের সামনে ভাবনা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। কী কথা বললে কী হবে বুঝে না ওঠে সতর্কতা অবলম্বন করে।

কথার কথা কয় মজিদ, তাই উত্তরের প্রতি লক্ষ থাকে না। তার অন্তরে ক্রমশ যে-আগুন জ্বলে উঠছে, তারই শিখার উত্তাপ অনুভব করে। সে উত্তাপ ভালোই লাগে।

লোকটি অবশেষে উঠে দাঁড়ায়। তবে যাবার আগে হঠাৎ এমন একটা কথা বলে যে, মজিদ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ এবং যে-আগুন জ্বলে উঠেছিল অন্তরে, তা মুহূর্তে নির্বাপিত হয়।

সংক্ষেপে ব্যাপারটি হলো এই। গৃহস্থদের গোলায় গোলায় যখন ধান ভরে ওঠে তখন দেশময় আবার পিরদের সফর শুরু হয়। এই সময় খাতির-যত্নটা হয়, মানুষের মেজাজটাও খোলসা থাকে। যেবার আকাল পড়ে সেবার অতি ভক্ত মুরিদের ঘরেও দু'দিন গা ঢেলে থাকতে ভরসা হয় না পির সাহেবদের।

দিন কয়েক হলো, তিন গ্রাম পরে এক পির সাহেব এসেছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁ তার পুরানো মুরিদ। তিনি সেখানেই উঠেছেন।

পির সাহেবের যথেষ্ট বয়স। লোকে বলে, এক কালে আগুন ছিল তাঁর চোখে, আর কণ্ঠে বজ্রনিনাদ। একদা তাঁর পূর্বপুরুষ মধ্য-প্রাচ্যের কোনো এক স্থান থেকে নাকি খোদার বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড পথশ্রম স্বীকার করে এই দূর দেশে আসেন। সে কতদিন আগে

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

তা পির সাহেবও সঠিকভাবে জানেন না। কিন্তু এ-অজ্ঞাত স্বীকার্য নয় বলে কোনো এক স্থান থেকে পাঠান বাদশার মৃত্যুর সঙ্গে হিসাব মিলিয়ে সে- স্মরণীয় আগমনকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ণীত করা হয়।

যে দেশ ছেড়ে এসেছেন, সে-দেশের সঙ্গে আজ অবশ্য কোনো সম্বন্ধ নেই-কেবল বৃহৎ খড়্গনাসা গৌরবর্ণ চেহারাটি ছাড়া। ময়মনসিংহ জেলার কোনো এক অঞ্চলে বংশানুক্রমে বসবাস করেছেন বলে তাঁদের ভাষাটাও এমন বিশুদ্ধভাবে স্থানীয় রূপ লাভ করেছে যে, মুরিদানির কাজ করবার প্রাক্কালে উত্তর ভারতে কোনো এক স্থানে গিয়ে তাঁকে উর্দু জবান এস্তেমাল করে আসতে হয়েছিল।

পির সাহেবের খ্যাতির শেষ নেই, তাঁর সম্বন্ধে গল্পেরও শেষ নেই। সে-গল্প তাঁর রুহানি তাকত ও কাশফ নিয়ে। মাজারের ছায়ার তলে আছে বলে সমাজে জানাজা-পড়ানো খোনকার মোল্লার চেয়ে মজিদের স্থান অনেক উঁচুতে, কিন্তু রুহানি তা'কত তার নেই বলে অন্তরে অন্তরে দীনতা বোধ করে। কখনো কখনো খোলাখুলিভাবে লোকসমক্ষে সে দীনতা ব্যক্ত করে। কিন্তু এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে যে তা মহৎ ব্যক্তির দীনতা প্রকাশের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে মজিদ নিশ্চিন্ত থাকে।

কিন্তু জাঁদরেল পিররা যখন আশেপাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন কিন্তু মজিদ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে একে জড়িয়ে পড়বে।

অন্যের আত্মার শক্তিতে অবশ্য মজিদের খাঁটি বিশ্বাস নেই। আপন হাতে সৃষ্ট মাজারের পাশে বসে দুনিয়ার অনেক কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না। তবে এসব তার অন্তরের কথা, প্রকাশের কথা নয়। অতএব কিছুমাত্র বিশ্বাস ছাড়াও সে আশ্চর্য ধৈর্য-সহকারে অন্যের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে। বলে, খোদাতা'লার ভেদ বোঝা কী সহজ কথা? কার মধ্যে তিনি কী বস্তু দিয়েছেন সে কেবল তিনিই বলতে পারেন।

এবার মজিদের মন কিন্তু কদিন ধরে থমথম করে। সব সময়েই হাওয়ায় ভেসে আসে পির সাহেবের কার্যকলাপের কথা। এ-দিকে মাজারে লোকদের আসা-যাওয়াও প্রায় থেমে যায়। বতোর দিনে মানুষের কাজের অন্ত নেই ঠিক। কিন্তু যে-টুকু অবসর পায় তা তারা ব্যয় করতে থাকে পির সাহেবের বাতরস-স্ফীত পদযুগলে একবার চুমু দেবার আশায়। পদচুম্বন অবশ্য সবার ভাগ্যে ঘটে না। দিনের পর দিন ভিড় ঠেলে অতি নিকটে পৌঁছেও অনেক সময় বাসনা চরিতার্থ হয় না। সন্নিকটে গিয়ে তার নূরানি চেহারার দীপ্তি দেখে কারও চোখ ঝলসে যায় কারো এমন চোখ-ভাসানো কান্না পায় যে, তার এগোবার আশা ত্যাগ করতে হয়। ভাগ্যবান যারা, তারা পির সাহেবের হাতের স্পর্শ হতে শুরু করে দু-এক শব্দ আদেশ-উপদেশ বা তামাক-গন্ধ-ভারী বুকের হাওয়াও লাভ করে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মজিদ গম্ভীর হয়ে থাকে। রহিমা গা টেপে, কিন্তু টেপে যেন আস্ত পাথর। অবশেষে মজিদকে সে প্রশ্ন করে, – আপনার কী হইছে?

মজিদ কিছু বলে না।

উত্তরের জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করে রহিমা হঠাৎ বলে,

– এক পির সাহেব আইছেন না হেই গেরামে, তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইরা দেন?

পাথর এবার হঠাৎ নড়ে। আবছা অন্ধকারে মজিদের চোখ জ্বলে ওঠে। ক্ষণকাল নীরব থেকে হঠাৎ কটমট করে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে, -মরা মানুষ জিন্দা হয় ক্যামনে?

প্রশ্নটা কৌতূহলের নয় দেখে রহিমা দমে গেল। তারপর আর কোনো কথা হয় না। এক সময় রহিমা পাশে শুয়ে আলগোছে ঘুমিয়ে পড়ে।

মজিদ ঘুমোয় না। সে বুঝেছে ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, এবার কিছু একটা না করলে নয়। আজও অপরাহ্নে সে দেখেছে, মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে দলে লোক চলছে উত্তর দিকে।

মজিদ ভাবে আর ভাবে। রাত যত গভীর হয় তত আগুন হয়ে ওঠে মাথা। মানুষের নির্বোধ বোকামির জন্য আর তার অকৃতজ্ঞতার জন্য একটা মারাত্মক ক্রোধ ও ঘৃণা উষ্ণ রক্তের মধ্যে টগবগ করতে থাকে। সে ছটফট করে একটা নিষ্ফল ক্রোধে।

একসময় ভাবে, ঝালর-দেয়া সালুকাপড়ে আবৃত নকল মাজারটিই এদের উপযুক্ত শিক্ষা, তাদের নিমকহারামির যথার্থ প্রতিদান। ভাবে, একদিন মাথায় খুন চড়ে গেলে সে তাদের বলে দেবে আসল কথা। বলে দিয়ে হাসবে হা-হা করে গগন বিদীর্ণ করে। শুনে যদি তাদের বুক ভেঙে যায় তবেই তৃপ্ত হবে তার রিক্ত মন। মজিদ তার ঘরবাড়ি বিক্রি করে সরে পড়বে দুনিয়ার অন্য পথে-ঘাটে। এ-বিচিত্র বিশাল দুনিয়ায় কী যাবার জায়গার কোনো অভাব আছে।

অবশ্য এ-ভাবনা গভীর রাতে নিজের বিছানায় শুয়েই সে ভাবে। যখন মাথা শীতল হয়, নিষ্ফল ক্রোধ হতাশায় গলে যায়, তখন সে আবার গুম হয়ে থাকে। তারপর শ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ মনে হঠাৎ একটি চিকন বুদ্ধিরশ্মি প্রতিফলিত হয়।

শীঘ্র তার চোখ দুটি চকচক করে ওঠে, শ্বাস দ্রুততর হয়। উত্তেজনায় আধা ওঠে বসে অন্ধকার ভেদ করে রহিমার পানে তাকায়। পাশে যে অঘোর ঘুমে বেচাইন। তাকেই অকারণে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে চেয়ে দেখে মজিদ, তারপর আবার চিত হয়ে শুয়ে চোখখোলা মৃতের মতো পড়ে থাকে।

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

মজিদ যখন আওয়ালপুর গ্রামে পৌঁছলো তখন সূর্য হেলে পড়েছে। মতলুব মিঞার সামনেকার মাঠে লোকে-লোকারণ্য। তারই মধ্যে কোথায় যে পির সাহেব বসে বোঝা মুশকিল। মজিদ বেঁটে মানুষ। পায়ের আঙুলে দাঁড়িয়ে বকের মতো গলা বাড়িয়ে পির সাহেবকে একবার দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালো মাথার সমুদ্রে দৃষ্টি কেবল হয়ে ফিরে আসে।

একজন বললে যে, বটগাছটার তলে তিনি বসে আছেন। তখন মাঘের শেষাশেষি। তবু সমুদ্রের উত্তাপে পির সাহেবের গরম লেগেছে বলে তাঁর গায়ে হাতির কানের মতো মস্ত ঝালর পাখা নিয়ে হাওয়া করছে একটি লোক। কেবল সেই পাখাটা থেকে থেকে নজরে পড়ে।

মুখ তুলে রেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগল মজিদ। সামনে শত শত লোক সব হয়ে বসে আছে, কেউ কাউকে লক্ষ করবার কথা নয়। মজিদকে চেনে এমন লোক মধ্যে অনেক আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ আজ তাকে চেনে না। যেন বিশাল সূর্য হয়েছে, আর সে-আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পির সাহেব আজ দফায় ওয়াজ করেছেন। যখন ওয়াজ শেষ করে তিনি বসে পড়েন তখন অনেকক্ষণ বিশাল বপু দ্রুত শ্বসনের তালে তালে ওঠা-নাবা করে, আর শুভ্র চওড়া কপালে জমে বিন্দু-বিন্দু ঘাম খোলা মাঠের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করে। পাখা হাতে দাঁড়িয়ে লোকটি জোরে হাত চালায়।

এ-সময় পির সাহেবের প্রধান মুরিদ মতলুব মিঞা হুজুরের গুণাগুণ সহজ ভাষায় করে বলে। এ-কথা সর্বজনবিদিত যে, সে বলে, পির সাহেব সূর্যকে ধরে রাখার রাখেন। উদাহরণ দিয়ে বলে, হয়তো তিনি এমন এক জরুরি কাজে আটকে আছেন ওধারে জোহরের নামাজের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হলে কী হবে, তিনি যতক্ষণ না হুকুম দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য এক আঙুল নড়তে পারে না। শুনে কেউ আহা-বলে, কার ও বা আবার ডুকরে কান্না আসে।

কেবল মজিদের চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে। সজোরে নড়তে থাকা পাখাটার পানে তাকিয়ে মূর্তিবৎ বসে থাকে। আধ ঘণ্টা পরে শীতল দ্বিপ্রাহরিক আমেজে জনতা ঈষৎ ঝিমি এসেছে, এমনি সময়ে হঠাৎ জমায়েতের নানাস্থানে থেকে রব উঠল। একটা ঘোষণা মুখে সারা ময়দানে ছড়িয়ে পড়ল। পির সাহেব আবার ওয়াজ করবেন।

পির সাহেবের আর সে-গলা নেই। সূক্ষ্ম তারের কম্পনের মতো হাওয়ায় বাজে তাঁর জমায়েতের কেউ প্রতি মুহূর্তে হা-হা করে উঠেছে বলে সে-ক্ষীণ আওয়াজও সব প্রান্তে শোনা না। কিন্তু মজিদ কান খাড়া করে শোনে, এবং শোনবার প্রচেষ্টার ফলে চোখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে পির সাহেবের গলায় কম্পমান সূক্ষ্ম তারের মতো ক্ষীণ আওয়াজই আধ ঘণ্টা ধরে বয়ে তারপর বিচিত্র সুর করে তিনি একটা ফারসি বয়েত বলে ওয়াজ ক্ষান্ত করেন।

বলেন, সোহবতে সো'য়ালে তুরা সো'য়ালে কুনাদ (সুসঙ্গ মানুষকে ভালো করে)। জমায়েতের অর্ধেক লোক কেঁদে ওঠে। তারপর তিনি যখন বাকিটা বলেন- সোহ তো'য়ালে তুরা তো'য়ালে কুনাদ (কুসঙ্গ তেমনি তাকে আবার খারাপ করে)- তখন জমায়েতেরই সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়, সকলে হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে।

বসে পড়ে পির সাহেব পাখাওয়ালার পানে লাল হয়ে ওঠা চোখে তাকিয়ে পাখা-সঞ্চ দ্রুততর করবার জন্য ইশারা করছেন এমন সময়ে সামনের লোকের সব ছুটে গিয়ে সাহেবকে ঘেরাও করে ফেলল। হঠাৎ পাগল হয়ে উঠেছে তারা। যে যা পারল, ধরল পা, কেউ হাত, কেউ আস্তিনের অংশ।

তারপর এক কাণ্ড ঘটল। মানুষের ভাবমত্ততা দেখে পির সাহেব অভ্যস্ত। কিন্তু আজ ক্রন্দনরত জমায়েতের নিকটবর্তী লোকগুলোর সহসা এই আক্রমণ তাঁর বোধ হয় সহ্য না। তিনি হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যুবকের সাবলীল সহজ ভঙ্গিতে মাথার গাছটার ডালে উঠে গেলেন। দেখে হায় হায় করে উঠল পির সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা, শুনে জমায়েতও হায় হায় করে উঠল। সাঙ্গ-পাঙ্গরা তখন সুর করে গীত ধরলে তাদের পির সাহেব তো শূন্যে উঠে গেছেন, এবার কী উপায়?

পির সাহেব অবশ্য ডালে বসে তখন দিব্যি বাতরস-ভারী পা দোলাচ্ছেন। ফাগুনের আগুনে দ্রুত বিস্তারের মতো পির সাহেবের শূন্যে ওঠার কথা দেখতে- না- ছড়িয়ে গেল। যারা তখন ফারসি বয়েতের অর্থ না বুঝে কেবল সুর শুনেই কেঁদে এবার তারা মড়া-কান্না জুড়ে বসল। পির সাহেব কী তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছেন? গেলে, অজ্ঞ-মূর্খ তারা পথ দেখবে কী করে?

জোয়ারি ঢেউয়ের মতো সম্মুখে ভেঙে এল জনস্রোত। অনেক মড়া-কান্না আকুতি-বিকুতির পর পির সাহেব বৃক্ষডাল হতে অবশেষে অবতরণ করলেন। বেলা তখন বেশ গড়িয়ে এসেছে, আর মাঠের ধারে গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে, এমন সময় পির সাহেবের নির্দেশে একজন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, – ভাই সকল, আপনার কাতারে দাঁড়াইয়া যান।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নামাজ শুরু হয়ে গেল।

নামাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এমন সময় হঠাৎ মাঠটা যেন কেঁপে উঠল। শতশত রত মানুষের নীরবতার মধ্যে খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণতায় নিঃসঙ্গ একটা গলা আর্তনাদ করে সে-কণ্ঠ মজিদের।

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

– যতসব শয়তানি, বে'দাতি কাজকারবার। খোদার সঙ্গে মস্করা! নামাজে ভেঙে কেউ কথা কইতে পারে না তাই তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নীরবে মজিদের অশ্রাব্য গালাগালি শুনলে।

মোনাজাত হয়ে গেলে সাঙ্গ-পাঙ্গদের তিনজন এগিয়ে এল। একজন কঠিন গলায় প্রশ্ন করল,

– চেচামিচি করতা কিছকা ওয়াস্তে?

লোকটি আবার পশ্চিমে এলেম শিখে এসে অবধি বাংলা জবানে কথা কয় না। মজিদ বললে,

– কোন নামাজ হইলো এটা?

– কাহে? জোহরকা নামাজ হুয়া।

উত্তর শুনে আবার চীৎকার করে গালাগাল শুরু করল মজিদ। বললে, এ কেমন বেশরিয়তি কারবার, আছরের সময় জোহরের নামাজ পড়া?

সাঙ্গ-পাঙ্গরা প্রথমে ভালোভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা। তারা বললে যে, মজিদ তো জানেই পির সাহেবের হুকুম ব্যতীত জোহরের নামাজের সময় যেতে পারে না। পশ্চিম থেকে যে এলেম শিখে এসেছে সে বোঝানোর পন্থটা প্রায় বৈজ্ঞানিক করে তোলে। সে বলে যে, যেহেতু ভাদ্রমাস থেকে ছায়া আছলি এক-এক কদম করে বেড়ে যায়, সেহেতু, দু'কদমের ওপর দুই লাঠি হিসেব করে চমৎকার জোহরের নামাজের সময় আছে।

মজিদ বলে, মাপো। এবং পির সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা যতদূর সম্ভব দীর্ঘ দীর্ঘ ছয় কদম ফেলে তার সঙ্গে দুই লাঠি যোগ করেও যখন ছায়ার নাগাল পেল না তখন বললে, তর্ক যখন শুরু হয়েছিল তখন ছায়া ঠিক নাগালের মধ্যেই ছিল।

শুনে মজিদ কুৎসিততমভাবে মুখ বিকৃত করে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার মুখ খিস্তি করে বললে,

– কেন, তখন তোগো পির ধইরা রাখবার পারল না সুরুযটারে? তারপর সরে গিয়ে সে বজ্রকণ্ঠে ডাকলে,

মহব্বতনগর যাইবেন কে কে?

– মহব্বতনগর গ্রামের লোকেরা এতক্ষণ বিমূঢ় হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কারও কারও মনে ভয়ও হয়েছিল-এই বুঝি পির সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা ঠেঙিয়ে দেয় মজিদকে! এবার তার ডাক শুনে একে একে তারা ভিড় থেকে খসে এল।

মতিগঞ্জের সড়কে উঠে ফিরতিমুখো পথ ধরে মজিদ একবার পেছনে ফিরে তাকিয়ে থুথু ফেলে, তওবা কেটে, নিশ্বাসের নীচে শয়তানকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করল, তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল। সঙ্গের লোকেরা কিন্তু কিছু বললে না। তারা যদিও মজিদকে অনুসরণ করে বাড়ি ফিরে চলেছে কিন্তু মন তাদের দোটানার দ্বন্দ্বে দোল খায়। চোখে তাদের এখনো অশ্রুর শুষ্ক রেখা।

সে-রাত্রে ব্যাপারীকে নিয়ে এক জরুরি বৈঠক বসল। সবাই এসে জমলে, মজিদ সকলের পানে কয়েকবার তাকাল। তার চোখ জ্বলছে একটা জ্বালাময়ী অথচ পবিত্র ক্রোধে। শয়তানকে ধ্বংস করে মূর্খ, বিপথচালিত মানুষদের রক্ষা করার কল্যাণকর বাসনায় সমস্ত সত্তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মজিদ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সংক্ষেপে তার বক্তব্য পেশ করল- ভাই সকলরা, সকলে অবগত আছেন যে, বে'দাতি কোনো কিছু খোদাতা'লার অপ্রিয়, এবং সেই থেকে সত্যিকার মানুষ যারা তাদেরকে তিনি দূরে থাকতে বলেছেন। এ-কথাও তারা জানে যে, শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করবার জন্যে মনোমুগ্ধকর রূপ ধারণ করে তাঁর সামনে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত কৌশল সহকারে তাকে বিপথে চালিত করবার প্রয়াস পায়। শয়তানের সে-রূপ যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, খোদার পথে যারা চলাচল করে তাদের পক্ষে সে-মুখোশ চিনে ফেলতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না। তাছাড়া শয়তানের প্রচেষ্টা যতই নিপুণ হোক না কেন, একটি দুর্বলতার জন্যে তার সমস্ত কারসাজি ভণ্ডুল হয়ে যায়। তা হলো বেদাতি কাজকারবারের প্রতি শয়তানের প্রচণ্ড লোভ। এখানে এ-কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, শয়তান যদি মানুষকে খোদার পথেই নিয়ে গেলো, তাহলে তার শয়তানি রইল কোথায়।

ভণিতার পর মজিদ আসল কথায় আসে। একটু দম নিয়ে সে আবার তার বক্তব্য শুরু করে। -আওয়ালপুরে তথাকথিত যে-পির সাহেবের আগমন ঘটেছে তার কার্যকলাপ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। মুখোশ তাঁর ঠিকই আছে-যে মুখোশকে ভুল করে মানুষ তার কবলে গিয়ে পড়বে। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য মানুষকে বিপথে নেয়া, খোদার পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে চালিত করা। সেই উদ্দেশ্যে তথাকথিত পিরটি কৌশলে চরিতার্থ করবার চেষ্টায় আছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য খোদা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু একটু ভুয়ো কথা বলে তিনি এতগুলো ভালো মানুষের নামাজ প্রতিদিন মকরুহ্ করে দিচ্ছেন। তাঁর চক্রান্তে পড়ে কত মুসল্লি ঈমানদার মানুষ-যাঁরা জীবনে একটি বার নামাজ কাজা করেননি–তাঁরা খোদার কাছে গুনাহ্ করছেন।

এই পর্যন্ত বলে বিস্ময়াহত স্তব্ধ লোকগুলোর পানে মজিদ কতক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর আরো কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাড়িতে হাত বুলায়।

গলা কেশে এবার খালেক ব্যাপারী বৈঠকের পানে তাকিয়ে বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করে, হুনলেন তো ভাই সকল?

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সাব্যস্ত হলো, অন্তত, এ-গ্রামের কোনো মানুষ পির সাহেবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না। এরপর মহব্বতনগরের লোক আওয়ালপুরে একেবারে গেল যে না, তা নয়। কিন্তু গেল অন্য মতলবে। পরদিন দুপুরেই একদল যুবক মজিদকে না জানিয়ে একটা জেহাদি জোশে বলীয়ান হয়ে পির সাহেবের সভায় গিয়ে উপস্থিত হলো। এবং পরে তারা বড় সড়কটার উত্তর দিকে না গিয়ে গেল দক্ষিণ দিকে করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জে একটি হাসপাতাল আছে।

অপরাহ্নে সংবাদ পেয়ে মজিদ ক্যানভাসের জুতো পরে ছাতা বগলে করিমগঞ্জ গেল। হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে শয়তান ও খোদার কাজের তারতম্য আরো বিশদভাবে বুঝিয়ে বলল, বেহেশত ও দোজখের জলজ্যান্ত বর্ণনাও করল কতক্ষণ।

কালু মিয়া গোঙায়। চোখে তার বেদনার পানি। সে বলে শয়তানের চেলারা তার মাথাটা ফাটিয়ে দু'ফাঁক করে দিয়েছে। মজিদ তাকিয়ে দেখে, মস্ত ব্যান্ডেজ তার মাথায়। দেখে সে মাথা নাড়ে, দাড়িতে হাত বুলায়, তারপর দুনিয়া যে মস্ত বড় পরীক্ষাক্ষেত্র তার মধুর সুললিত কণ্ঠে বুঝিয়ে বলে। কালু মিয়া শোনে কি-না কে জানে, একঘেয়ে সুরে গোঙাতে থাকে।

রাতে এশার নামাজ পড়ে বিদায় নিতে মজিদ হঠাৎ অন্তরে কেমন বিস্ময়কর ভাব বোধ করে। কম্পাউন্ডারকে ডাক্তার মনে করে বলে,- পোলাগুলিরে একটু দেখবেন। ওরা বড় ছোয়াবের কাম করছে! ওদের যত্ন নিলে আপনারও ছোয়াব হইব।

ভাং-গাঁজা খাওয়া রসকসশূন্য হাড়গিলে চেহারা কম্পাউন্ডারের। প্রথমে দুটো পয়সার লোভে তার চোখ চকচক করে উঠেছিল, কিন্তু ছোয়াবের কথা শুনে একবার আপাদমস্তক মজিদকে দেখে নেয়। তারপর নিরুত্তরে হাতের শিশিটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অন্যত্র চলে যায়।

গ্রামে ফিরে মজিদ কালু মিয়ার বাপের সঙ্গে দু'চারটা কথা কয়। বুড়ো এক ছিলিম তামাক এনে দেয়। মজিদ নিজে গিয়ে ছেলেকে দেখে এসেছে বলে কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করে। হুঁকা তুলে নেবার আগে মজিদ বলে,

– কোনো চিন্তা করবানা মিয়া। খোদা ভরসা। তারপরে বলে যে, হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে সে নিজেই বলে এসেছে, ওদের যেন আদর যত্ন হয়। ডাক্তারকে অবশ্য কথাটা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ, গিয়ে দেখে, এমনিতেই শাহি কাণ্ডকারখানা। ওষুধপত্র বা সেবা শুশ্রূষার শেষ নেই।

খুব জোরে দম কষে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে আরও শোনায় যে, তবু তার কথা শুনে ডাক্তার বলেন, তিনি দেখবেন ওদের যেন অযত্ন বা তকলিফ না হয়। তারপর আরেকটা কথার লেজুড় লাগায়। কথাটা অবশ্য মিথ্যে; এবং সজ্ঞানে সুস্থ দেহে মিথ্যে কথা কয় বলে মনে মনে তওবা কাটে। কিন্তু কী করা যায়। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা। সময়-অসময়ে মিথ্যে কথা না বললে নয়।

বলে, ডাক্তার সাহেব তার মুরিদ কি-না তাই সেখানে মজিদের বড় খাতির।

বাইরে নিরুদ্বিগ্ন ও স্বচ্ছন্দ থাকলেও ভেতরে ভেতরে মজিদের মন ক-দিন ধরে চিন্তায় ঘুরপাক খায়। আওয়ালপুরে যে-পির সাহেব আস্তানা গেড়েছে তিনি সোজা লোক নন। বহু পুরুষ আগে দীর্ঘ পথ শ্রম স্বীকার করে আবক্ষ দাড়ি নিয়ে শানদার জোব্বাজুব্বা পরে যে লোকটি এ-দেশে আসেন, তাঁর রক্ত ভাটির দেশের মেঘ পানিতেও একেবারে আ-নোনা হয়ে যায়নি। পানসা হয়ে গিয়ে থাকলেও পির সাহেবের শরীরে সে ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী ব্যক্তিরই রক্ত। কাজেই একটা পাল্টা জবাবের অস্বস্তিকর প্রত্যাশায় থাকে মজিদ। মহব্বতনগরের লোকেরা আর ওদিকে যায় না। কাজেই, আক্রমণ যদি একান্ত আসেই আগে-ভাগে তার হদিশ পাবার জো নেই। সে জন্যে মজিদের মনে অস্বস্তিটা রাতদিন আরও খচখচ করে।

মজিদ ও-তরফ থেকে কিছু একটা আশা করলে কী হবে, তিনগ্রাম ডিঙিয়ে মহব্বতনগরে এসে হামলা করার কোনো খেয়াল পির সাহেবের মনে ছিল না। তার প্রধান কারণ তাঁর জইফ অবস্থা। এ বয়সে দাঙ্গাবাজি হৈ হাঙ্গামা আর ভালো লাগে না। সাকরেদদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে প্রধান মুরিদ মতলুব খাঁ, একটা জঙ্গী ভাব দেখালেও হুজুরের নিস্পৃহতা দেখে শেষ পর্যন্ত তারা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পির সাহেব অপরিসীম উদারতা দেখিয়ে বলেন, কুত্তা তোমাকে কামড়ালে তুমিও কি উলটে তাকে কামড়ে দেবে? যুক্তি উপলব্ধি করে সাকরেদরা নিরস্ত হয়। তবু স্থির করে যে, মজিদ কিংবা তার চেলারা যদি কেউ এধারে আসে তবে একহাত দেখে নেওয়া যাবে। সে-দিন কালুদের কল্লা যে ধড় থেকে আলাদা করতে পারেনি, সে-জন্যে মনে প্রবল আফসোস হয়।

গ্রামের একটি ব্যক্তি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করে না। সে অন্দরের লোক, আর তার তাগিদটা প্রায় বাঁচা-মরার মতো জোরালো। পির সাহেবের সাহায্যের তার একান্ত প্রয়োজন। না হলে জীবন শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়।

সে হলো খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের বিবি আমেনা। নিঃসন্তান মানুষ। তেরো বছর বয়সে বিয়ে করেছিল, আজ তিরিশ পেরিয়ে গেছে। শূন্য কোল নিয়ে হা-হুতাশের সঙ্গে বুক বেঁধে তবু থাকা যেত, কিন্তু চোখের সামনে সতীন তানু বিবিকে ফি বৎসর আস্ত আস্ত সন্তানের জন্ম দিতে দেখে বড় বিবির আর সহ্য হয় না। দেখা সওয়ার একটা সীমা আছে, যা পেরিয়ে গেলে তার একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আওয়ালপুরে পির সাহেবের আগমন সংবাদ পাওয়া অবধি আমেনা বিবি মনে একটা আশা পোষণ করছিল যে, এবার হয়তো বা একটা বিহিত করা যাবে। আগামী বছর তানু বিবির কোলে যখন নতুন এক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

আগন্তুক ট্যাঁ-ট্যাঁ করে উঠবে তখন তার জন্যও নানি-বুড়ির ডাক পড়বে। শেষে নানি-বুড়ি মাথা নেড়ে হেসে রসিকতা বলবে, ওস্তাদের মার শেষ কাটালে।

কিন্তু মুশকিল হলো কথাটা পাড়া নিয়ে। প্রথমত, ব্যাপারীকে নিরালে পাওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয়ত, চোখের পলকের জন্যে পেলেও তখন আবার জিহ্বা নড়ে না। ফিকিরফন্দি করতে করতে এ-দিকে মজিদ কাণ্ডটা করে বসল। কিন্তু আমেনা বিবি মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুযোগটা ছাড়া যায় না। সারা জীবন যে মেয়েলোকের সন্তান হয়নি, পির সাহেবের পানিপড়া খেয়ে সেও কোলে ছেলে পেয়েছে।

একদিন লজ্জা-শরমের বালাই ছেড়ে আমেনা বিবি বলেই বসে, পির সাহেবের থিকা একটু পানিপড়া আইনা দেন না।

শুনে অবাক হয় ব্যাপারী। নিটোল স্বাস্থ্য বিবির, কোনোদিন জ্বরজ্বারি, পেট-কামড়ানি পর্যন্ত হয় না।

– পানিপড়া ক্যান?

আমেনা বিবি লজ্জা পেয়ে আলগোছে ঘোমটা টেনে সেটি আরো দীর্ঘতর করে, আর তার মনের কথা ব্যাপারটা যেন বিনা উত্তরেই বোঝে, তাই দোয়া করে মনে মনে।

উত্তর পায় না বলে ব্যাপারী বোঝে। তারপর বলে, আইচ্ছা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যে, পির সাহেবের ত্রিসীমায় আর তো ঘেঁষা যায় না, অবশ্য পির সাহেবকে মজিদ খোদ ইবলিশ শয়তান বলে ঘোষণা করলেও তবু বউ এর খাতিরে পানিপড়ার জন্য তার কাছে যেতে বাধতো না, কারণ পির নামের এমন মাহাত্ম্য যে, শয়তান ডেকেও সে নামকে অন্তরে অন্তরে লেবাস মুক্ত করা যায় না। গাভুর-চাষা-মাঠাইলরা পারলেও অন্তত বিস্তর জমিজমার মালিক খালেক ব্যাপারী তা পারে না। কিন্তু সাধারণ লোকে যেটা স্বচ্ছন্দে করতে পারে সেটা আবার তার দ্বারা সম্ভব নয়। তা হলো শয়তানকে শয়তান ডেকে সমাজের সামনে ভরদুপুরে তাকে আবার পির ডাকা। এবং সমাজের মূল হলো একটি লোক–যার আঙুলের ইশারায় গ্রাম ওঠে–বসে, সাদাকে কালো বলে, আসমানকে জমিন বলে। সে হলো মজিদ। জীবনস্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারী কি করে এমন খাপে খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দু'জনের পক্ষে উলটো পথে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেকজনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।

সে-জন্যে সে ভাবিত হয়, দু'দিন আমেনা বিবির কান্নাসজল কণ্ঠের আকুতি মিনতি উপেক্ষা। করে অবশেষে বিবির কাতর দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরেই হয়তো একটা উপায় ঠাহর করে ব্যাপারী।

ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর এক ভাই থাকে। নাম ধলা মিয়া। বোকা কিছিমের মানুষ, পরের বাড়াতে নির্বিবাদে খায় দায় ঘুমায়, আর বোন জামাইয়ের ভাত এতই মিঠা লাগে যে, নড়ার নাম করে না বছরান্তেও। আড়ালে আড়ালে থাকে। কৃচিৎ কখনো দেখা হয়ে গেলে দুটি কথা হয় কি হয় না, কোনোদিন মেজাজ ভালো থাকলে ব্যাপারী হয়তো বা শালার সঙ্গে খানিক মস্করাও করে।

তাকে ডেকে ব্যাপারী বললে: একটা কাম করেন ধলা মিয়া?

ব্যাপারীর সামনে বসে কথা কইতে হলে চরম অস্বস্তি বোধ করে সে। কেমন একটা পালাই-পালাই ভাব তাকে অস্থির করে রাখে। কোনোমতে বলে,

– কী কাম দুলামিয়া?

কী তার কাজ ব্যাপারী আগাগোড়া বুঝিয়ে বলে। আগে প্রথমে বিবির দিলের খায়েশের কথা দীর্ঘ ভণিতা সহকারে বর্ণনা করে। তারপর বলে, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয় এবং আওয়ালপুর তাকে রওয়ানা হতে হবে শেষরাতের অন্ধকারে, যাতে কাকপক্ষীও খবর না পায়। আর সেখানে গিয়ে তাকে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এ গ্রাম থেকে গেছে এ কথা ঘুণাক্ষরেও বলতে পারবে না। বলবে যে, করিমগঞ্জের ওপারে তার বাড়ি। বড় বিপদে পড়ে এসেছে পির সাহেবের দোয়াপানির জন্য। তার এক নিকটতম নিঃসন্তান আত্মীয়ার একটা ছেলের জন্য বড় সখ হয়েছে। সখের চেয়েও যেটা বড় কথা, সেটা হলো এই যে শেষ, পর্যন্ত কোনো ছেলেপুলে যদি না-ই হয় তবে বংশে বাতি জ্বালাবার আর কেউ থাকবে না। মোট কথা, ব্যাপারটা এমন করুণভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, শুনে পির সাহেবের মন গলে যেন পানি হয়ে যায়।

বিবির বড় ভাই, কাজেই রেস্তায় মুরুব্বি। তবু ধমকে-ধামকে কথা বলে ব্যাপারী। পরগাছা মুরুব্বিকে আবার সম্মান, তার সঙ্গে আবার কেতাদুরস্ত কথা।

– কি গো ধলা মিয়া, বুঝলান নি আমার কথাডা?

– জি, বুঝছি। কাঁধ পর্যন্ত ঘাড় কাত করে ধলা মিয়া জবাব দেয়। প্রস্তাব শুনে মনে মনে কিন্তু ভাবিত হয়। ভাবনার মধ্যে এই যে, আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথে একটা মস্ত তেঁতুল গাছ পড়ে এবং সবাই জানে যে, সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তুরমতো দেবংশি।

কাকপক্ষী যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন অনেক রাত। অত রাতে কী একাকী ঐ তেঁতুল গাছের সন্নিকটে ঘেঁষা যায়? ভাবনার মধ্যে এও ছিল যে, যে-সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা শুনেছে, তারপর কোন সাহসে পা দেয় মতলুব খাঁর গ্রামে। তেঁতুল গাছের ফাড়াটা কাটলেও ওইখানে গিয়ে পির সাহেবের দজ্জাল সাঙ্গপাঙ্গদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া নেহাত সহজ হবে না। নিজের পরিচয় নিশ্চয়ই সে লুকোবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ধরা পড়ে যাবে না, বিশ্বাস! কে কখন চিনে ফেলে কিছু ঠিক নেই। যে ঢেঙা লম্বা ধলা মিয়া।

– ভাবেন কী? হুমকি দিয়ে ব্যাপারী প্রশ্ন করে।

– জি, কিছু না!

তবু কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে ব্যাপারী বলে,

– আরেক কথা। কথাডা জানি আপনার বইনে না হুনে। আপনারে আমি বিশ্বাস করলাম।

– তা করবার পারেন।

সারাদিন ধলামিয়া ভাবে, ভাবে! ভাবতে ভাবতে ধলা মিঞার কালা মিঞা বনে যাওয়ার যোগাড়। বিকেলের দিকে কিন্তু একটা বুদ্ধি গজায়। ব্যাপারীর অনুপস্থিতির সুযোগে বাইরে ঘরে বসে নলের হুঁকায় টান দিচ্ছিল, হঠাৎ সেটা নামিয়ে রেখে সে সরাসরি বাইরে চলে যায়। তারপর দীর্ঘ দীর্ঘ পা ফেলে হাঁটতে থাকে মোদাচ্ছের পীরের মাজারের দিকে। হাঁটু ঢং দেখে পথে দু-চারজন লোক থ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়– তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাইরেই দেখা হয় মজিদের সঙ্গে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছে। কাছে গিয়ে গলা নিচু করে সে বললে,

– আপনার লগে একটু কথা আছিল

গলাটা বিনয়ে নম্র হলেও উত্তেজনায় কাঁপছে।

খালেক ব্যাপারী তখন যে দীর্ঘ ভণিতা সহকারে আমেনা বিবির মনে ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিল, তারই ওপর রং ফুলিয়ে, এখানে সেখানে দরদের ফোঁটা ছিটিয়ে, এ ফেনিয়ে ফুলিয়ে দীর্ঘতর করে ধলা মিয়া কথা পাড়ে। বলে, মেয়েমানুষের মন, বড় অবুঝ নইলে সাক্ষাৎ ইবলিশ শয়তান জেনেও তারই পানিপড়া খাবার সাধ জাগবে কেন আজে বিবির? কিন্তু মেয়েমানুষ যখন পুরুষের গলা জড়িয়ে ধরে তখন আর নিস্তার থাকে না খালেক ব্যাপারী আর কী করে। ধলা মিয়াকে ডেকে বলে দিল, আওয়ালপুরে গিয়ে পি সাহেবটির কাছ থেকে সে যেন পানিপড়া নিয়ে আসে।

মজিদ নীরবে শোনে। হঠাৎ তার মুখে ছায়া পড়ে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যে। তারপ সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

– তা কখন যাইবেন, আওয়ালপুর?

ধলা মিয়া হঠাৎ ফিচকি দিয়ে হাসে।

– আওয়ালপুর গেলে কি আর আপনার কাছে আহি? কী কেলা পানি-পড়াডা দিব লোকটা? বেচারীর মনে মনে যখন একটা ইচ্ছা ধরছে তখন ফাঁকির কাম কি ঠিক হইব?

– আমি কই, আপনেই দেন পানিপড়াডা আর কথাডা একদম চাইপা যান। অনেকক্ষণ মজিদ চুপ হয়ে থাকে। এর মধ্যে মুখে ছায়া আসে, যায়। তার পানে চেয়ে আর দীর্ঘ নীরবতা দেখে ধলা মিঞার সব উত্তেজনা শীতল হয়ে আসে। অবশেষে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে,

– কী কন?

– কী আর কমু। এইসব কাম কি চাপাচাপি দিয়া হয়। এ কি আইন-আদালত না মামলা মকদ্দমা? দলিল দস্তাবেজ জাল হয়, কিন্তু খোদাতা'লার কালাম জাল হয় না। আপনে আওয়ালপুরেই যান।

মুহূর্তে ধলা মিয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে ভয়ে। রাতের অন্ধকারে দেবংশি তেঁতুল গাছটা কী যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, ভাবতেই বুকের রক্ত শীতল হয়ে আসে। তাছাড়া পির সাহেবের ডাণ্ডাবাজ চেলাদের কথা ভাবলেও গলা শুকিয়ে আসে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হয়ত ভয়টাকে হজম করে নিয়ে ভগ্নগলায় ধলা মিয়া বলে,

– আপনে না দিলে না দিলেন। কিন্তু হেই পীরের কাছে আমি যামু না।

– যাইবেন না ক্যান? এবার একটু রুষ্ট স্বরে মজিদ বলে, ব্যাপারী মিয়া যখন পাঠাইছে তখন যাইবেন না ক্যান?

উক্তিটা দুইদিকে কাটে। কোনটা নিয়ে কোনটা ফেলে ঠিক করতে না পেরে ধলা মিঞা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অবশেষে কথাটার সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা ছেড়ে সরাসরি বলে,

– হেই কথা আমি বুঝি না। কাইল সকালে এক বোতল পানি দিয়া যামু নে, আপনি পইড়া দিবেন।

ধলা মিয়ার মতলব, শেষ রাতে উঠে গ্রামের বাইরে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। দুপুরের দিকে ফিরে এসে মজিদের কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে যাবে। আর পির সাহেবের খেদমতে পৌঁছে দেবার জন্যে ব্যাপারী যে টাকা দেবে তার অর্ধেক বেমালুম পকেটস্থ করে বাকিটা মজিদকে দেবে। মজিদ প্রায় ঘরের লোক। ব্যাপারীর কাছে তার দাবি দাওয়া নেই। দিলেও চলে, না দিলেও চলে। তবু কথাটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে হলে মজিদের মুখবন্ধ চাপা দিতে হয়।

– তাইলে পাকাপাকি কথা হইল। ভরদুপুরে আমি আসুম নে পানিপড়া নিবার জন্য।

তারপর তাড়াতাড়ি বলে, ঠগের পিছনে বেহুদা টাকা ঢালন কি বিবেক-বিবেচনার কাম। টাকার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট এবং লোভনীয় বটে। কিন্তু তবু মজিদ তার কথায় অটল থাকে। নিমরাজিও হয় না। কঠিন গলায় বলে।

– না, আপনে আওয়ালপুরেই যান।

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

এতক্ষণ পর ধলা মিয়া বোঝে যে, মজিদের কথাটা রাগের। খাতিরে ব্যাপারীর মজিদের নির্দেশের বরখেলাফ করে সেই ঠক-পীরের কাছেই লোক পাঠাবে পড়াপানি আনবার জন্যে সেটা তার পছন্দসই নয়। না হবারই কথা। ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার মতো।

ধলা মিয়া ভারীমুখ নিয়ে প্রস্থান করে। ঘরে ফিরে আবার ভাবতে শুরু করে। কিন্তু কোনো বুদ্ধি ঠাহর করবার আগেই মজিদ এসে উপস্থিত হয় ব্যাপারীর বৈঠকখানায়।

যতক্ষণ নতুন এক ছিলিম তামাক সাজানো হয় কল্কিতে, ততক্ষণ দু'জনে গরু ছাগলের কথা কয়। দুয়েক বাড়িতে গরুর ব্যারামের কথা শোনা যাচ্ছে। মজিদের ধামড়া গাইটা পেট ফুলে ঢোল হয়ে আছে। রহিমা কত চেষ্টা করছে কিন্তু গাইটা দানা-পানি নিচ্ছে না মুখে। খাচ্ছেও না কিছু, দুধও দিচ্ছে না এক ফোঁটা।

তামাক এলে কতক্ষণ নীরবে ধূমপান করে মজিদ। তারপর একসময় মুখ তুলে প্রশ্ন করে,

– হেই পিরের বাচ্চা পির শয়তানের খবর কী? এহনো ইমানদার মানুষের সর্বনাশ করতাছে না সট্‌কাইছে?

প্রশ্ন শুনে খালেক ব্যাপারী ঈষৎ চমকে ওঠে, তারপর তার চোখের পাতায় নাচুনি ধরে। চোখ অনেক কারণেই নাচে। তাই শুধু নাচলেই ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ব্যাপারীর মনে হয়, তামাক-ধোঁয়ার পশ্চাতে মজিদের চোখ হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে এবং সে চোখ দিয়ে সে তার মনের কথা কেতাবের অক্ষরগুলোর মতো আগাগোড়া অনায়াসে পড়ে ফেলছে।

– কী জানি, কইবার পারি না। অবশেষে ব্যাপারী উত্তর দেয়। কিন্তু আওয়াজ শুনে মনে হয় গলাটা যেন ধসে গেছে হঠাৎ। সজোরে একবার কেশে নিয়ে বলে, হয়ত গেছে গিয়া। মজিদ আস্তে বলে,

– তাইলে আর তানার কাছে লোক পাঠাইয়া কী করবেন?

– লোক পাঠামু তানার কাছে! বিস্ময়ে ব্যাপারী ফেটে পড়ে। কিন্তু মজিদের শীতল চোখ দুটোর পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে বোঝে যে, মিথ্যা কথা বলা বৃথা। শুধু বৃথা নয়, চেষ্টা করলে ব্যাপারটা বড় বিসদৃশও দেখাবে। যে করেই হোক, মজিদ খবরটা জেনেছে।

একবার সজোরে কেশে ধসে যাওয়া গলাকে অপেক্ষাকৃত চাঙ্গা করে তুলে ব্যাপারী বলে,

– হেই কথা আমিও ভাবতাছি। আছে কি না আছে-হুদা-হুদি পাঠান। তবু মেয়েমানুষের মন। সতীন আছে ঘরে। ক্যামনে কখন দিলে চোট পায় ডর লাগে। তা যাক। পাইলে পাইল, না পাইলে নাই। আসলে মন বোঝান আর কী। ঠগ পীরের পানি পড়ায় কী কোনো কাম হয়?

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ব্যাপারী ধীরে ধীরে সব বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে। বলে, মজিদকে সে বলে-বলে করেও বলতে পারেনি। আসল কথা তার সাহস হয়নি, পাছে মজিদ মনে ধরে কিছু।

কথাটা মজিদের যে পছন্দ হয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সে হুঁকায় জোর টান দিয়ে একগালা ধোঁয়া ছেড়ে চোখ গম্ভীর করে তোলে। ব্যাপারীর মতো বিস্তর জমিজমার মালিক ও প্রতিপত্তিশালী লোক তাকে ভয় পায়-শুনে পুলকিত হবারই কথা। ব্যাপারী আরও বলে যে, ধলা মিয়াকে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন বুঝতে না পারে সে মহব্বতনগরের লোক। তাছাড়া, এ গ্রামে কেউ যেন তাকে আওয়ালপুর যেতে না দেখে। কারণ, তাহলে মজিদের নির্দেশের বরখেলাপ করা হয় খোলাখুলিভাবে।

ধলা মিয়ারে যতটা বেকুফ ভাবছিলাম, ব্যাপারী বলে, ততটা বেকুফ হে না। হে ভাবছে ছয়া পানি আইনা ফায়দা কী। তানার যখন একটা ছেলের সখ হইছেই...

মজিদ বাধা দেয়। ধলা মিয়ার গুণচর্চায় তার আকর্ষণ নেই। হঠাৎ মধুর হাসি হেসে বলে,

– খালি আমার দুঃখডা এই যে, আপনার বিবি আমারে একবার কইয়াও দেখলেন না। আমার থিকা ঠগ-পির বেশী হইল? আমার মুখে কী জোর নাই?

– আহা-হা, মনে নিবেন না কিছু। মেয়েমানুষের মন। দূর থিকা যা হোনে তাতেই ঢলে।

– কথাডা ঠিক কইছেন। মজিদ মাথা নেড়ে স্বীকার করে। তারপর বলে, তয় কথা কি, তাগো কথা হুনলে পুরুষমানুষ আর পুরুষ থাকে না, মেয়েমানুষেরও অধম হয়। তাগো কথা হুনলে কি দুনিয়া চলে?

ব্যাপারীর মস্ত গোঁফে আর ঘন দাঁড়িতে পাক ধরেছে। মজিদের কথা সে গভীরভাবে লজ্জা পায়। তখনকার মতো মজিদের ভঙ্গিতেই বলে,

– ঠিকই কইছেন কথাডা। কিন্তু কি করি এহন। কাইন্দাকাইটা ধরছে বিবি।

– তানারে কন, পেটে যে বেড়ি পড়ছে হে বেড়ি না খোলন পর্যন্ত পোলাপাইনের আশা নাই। শয়তানের পানিপড়া খাইয়া কি হে বেড়ি খুলবো?

পেটে বেড়ি পড়ার কথা সম্পূর্ণ নতুন শোনায়। শুনে ব্যাপারীর চোখ হঠাৎ কৌতূহলে ভরে ওঠে। সে ভাবে, বেড়ি, কিসের বেড়ি?

মজিদ হাসে। ব্যাপারীর অজ্ঞতা দেখেই তার হাসি পায়। তারপর বলে,-পেটে বেড়ি পড়ে বইলাই তো স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয় না। কারও পড়ে সাত প্যাঁচ, কারও চোদ্দো। একুশ বেড়িও দেখছি একটা। তয় সাতের উপর হইলে ছাড়ান যায় না। আমার বিবির তো চোদ্দো প্যাঁচ।

ব্যাপারী উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

– আমার বিবিরডা ছাড়ান যায় না?

– ক্যান যায় না। তয় কথা হইতেছে, আগে দেখন লাগবো কয় প্যাঁচ তানার। কথাটা শুনে ব্যাপারী আবার না ভাবে যে, মজিদ তার স্ত্রীর উদরাঞ্চল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে-তাই তাড়াতাড়ি বলে এর একটা উপায় আছে।

উপায়টা কী, বলে মজিদ। একদিন সেহরি না খেয়ে আমেনা বিবিকে রোজা রাখতে হবে। সেদিন কারও সঙ্গে কথা কইতে পারবে না এবং শুদ্ধচিত্তে সারাদিন কোরান শরিফ পড়তে হবে। সন্ধ্যায় দিকে এফতার না করে মাজার শরীফে আসতে হবে। সেখানে মজিদ বিশেষ ধরনের দোয়া দরুদ পড়ে একটা পড়াপানি তৈরি করে তাকে পান করতে দেবে। তারপর আমেনা বিবিকে মাজারের চারপাশে সাতবার ঘুরতে হবে।

যদি সাত প্যাঁচ হয় তবে সাত পাক দেবার পরই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় টনটন করে উঠবে। ব্যথাটা এমন হবে যে, মনে হবে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে।

ব্যাপারী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

– আর সাত পাকে যদি ব্যথা না উঠে?

– তয় বুঝতে হইবে যে, তানার চোদ্দা প্যাঁচ কি আরও বেশি। সাত প্যাঁচ হইলে দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

তারপর মজিদ আবার গরুছাগলের কথা পাড়ে। একসময় আড়চোখে ব্যাপারীর পানে তাকিয়ে দেখে, গৃহপালিত জীবজন্তুর ব্যারামের কথায় তেমন মনোযোগ যেন নেই তার। আরও দু'চারটে অসংলগ্ন কথার পর মজিদ ওঠে পড়ে।

– ফেরবার পথে মোল্লা শেখের কাছে কাঁঠাল গাছের তলে একটা মূর্তি নজরে পড়ে। মূর্তি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল না, তাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়েছে। মগরেবের কিছু দেরি আছে, কিন্তু শীতসন্ধ্যা ধোঁয়াটে বলে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখায় সে মূর্তি। তবু তাকে চিনতে মজিদের এক পলক দেরি হয় না। সে হাসুনির মা। মুখটা ওপাশে ঘুরিয়ে আলতোভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

নিকটবর্তী হতেই হাসুনির মা কেমন এক কান্নার ভঙ্গিতে মুখ হাতে ঢাকে। আরও কাছে গিয়ে মজিদ থমকে দাঁড়ায়, দাঁড়িতে হাত সঞ্চালন করে কয়েক মুহূর্ত তাকে চেয়ে দেখে। তারপর বলে,

– কী গো হাসুনির মা?

যে-কান্নার ভঙ্গিতে তখন হাতে মুখ ঢেকেছিল সে এবার মজিদের প্রশ্নে আস্তে নাকিসুরে কেঁদে ওঠে। কান্নাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য এই বলা যে, যা ঘটছে তা হাসবার নয়, কান্নার ব্যাপার।

আকস্মিক উদ্বেগ বোধ করে মজিদ। মেয়েটার চলন-বলন কেমন যেন নম্র। বয়স হলেও আনাড়ি বেঠিকপানা ভাব। হাতে নিলে যেন গলে যাবে। মাসখানেক আগে একদিন শেষরাতে খড়কুটোর উজ্জ্বল আলোয় যার নগ্ন বাহু-পিঠ-কাঁধ দেখেছিল মজিদ, সে যেন ভিন্ন কোনো মানুষ। এখন তাকে দেখে শ্বসন দ্রুততর হয় না।

কণ্ঠে দরদ মাখিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

– কী হইছে তোমার বিটি?

এবার নাক ফ্যাৎ ফ্যাৎ করে হাসুনির মা অস্পষ্ট বলে,

– মা মরছে!

বজ্জাহত হবার ভান করে মজিদ। আর তার মুখ দিয়ে অভ্যাসবশত সে কথাটাই নিঃসৃত হয়, যা আজ কতশত বছর যাবৎ কোটি কোটি খোদার বান্দারা অন্যের মৃত্যু সংবাদ শুনে উচ্চারণ করে আসছে। তারপর বলে,

– আহা, ক্যামনে মরলো গো বেটি?

– অ্যামনে।

এমনি মারা গেছে কথাটা কেমন যেন শোনায়। পলকের মধ্যে মজিদের স্মরণ হয় তাহেরের বৃদ্ধ ঢেঙা বাপের বিচারের দৃশ্য। তার জন্য অবশ্য অনুতাপ বোধ করে না মজিদ। কেবল মনে হয় কথাটা। থেমে আবার প্রশ্ন করে,

– ছ্যাম রারা কই?

– আছে। ধান বিক্রি কইরা ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে। ছোটডি কয় কেরায়া নায়ের মাঝি হইব।

– দাফন-কাফনের যোগাড়যন্ত্র করতাছেনি?

– করতাছে। মোল্লা শেখে জানাজা পড়াব।

খেলাল তুলে হঠাৎ দাঁত খোঁচাতে থাকে মজিদ, কপালে ক-টা রেখা ফোটে। তারপর চিন্তিত গলায় বলে,

– মওতের আগে খোদার কাছে মাফ চাইছিলনি তহুর মা?

ধাঁ করে হাসুনির মা মুখ ঘুরিয়ে তাকায় মজিদের পানে। দেখতে না দেখতে চোখে ভয় ঘনিয়ে ওঠে।

– মাফ চাইছিল কি না কইবার পারি না!

কয়েক মুহূর্ত মজিদ নীরব থাকে। এ সময় কপালে আরো কয়েকটি রেখা ফুটে ওঠে। কিছু না বললেও হাসুনির মা বোঝে, মজিদ তার মায়ের কবরের আজাবের কথা ভাবে। মায়ের মৃত্যুতে সে তেমন কিছু শোক পেয়েছে বলা যায় না। বার্ধক্যের শেষ স্তরে কারও মৃত্যু ঘটলে দুঃখটা তেমন জোরালোভাবে বুকে লাগে না। তবে মায়ের কোঁকড়ানো রগ ঝোলা যে মৃত দেহটি এখনো ঘরের কোণে নিস্পন্দভাবে পড়ে আছে সে দেহটিকে নিয়ে যখন পেছনের জঙ্গলের ধারে কদম গাছের তলে কবর দেওয়া হবে, তখন হয়ত দমকা হওয়ার মতো বুকে সহসা হাহাকার জাগবে। তারপর শীঘ্র আবার মিলিয়ে যাবে সে হাহাকার। কিন্তু তার মা নিঃসঙ্গ সে কবরে লোক চোখের অন্তরালে অকথ্য যন্ত্রণাভোগ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

করবে-একথা ভাবতেই মেয়ের মন ভয়ে ও বেদনায় নীল হয়ে ওঠে। কলাপাতার মতো কেঁপে উঠে সে প্রশ্ন করে,

– মায়ের কবরে আজাব হইব?

সরাসরি কথাটার উত্তর দিতে মজিদের মুখে বাঁধে। থেমে বলে,

– খোদা তারে বেহেস্তে-নসিব কর, আহা!

একবার আড়চোখে তাকায় হাসুনির মা-র দিকে। চোখে মরণ-ভীতির মতো গাঢ় ছায়া দেখে হয়ত বা একটু দুঃখও হয়। ভাবে, তার জন্যে লোকটি নিজেই দায়ী। আর যাই হোক, মজিদের কথাকে যে অবহেলা করে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চায় তাকে সে মাফ করতে পারে না।

তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করে মজিদ। বাঁ ধারে মাঠ। দিগন্তের কাছে ধূসর ছায়া দেখে মনে ভয় হয়। নামাজ ক্বাজা হবে না তো?

পরের শুক্রবার আমেনা বিবি রোজা রাখে। পির সাহেবের পানি পড়া পাবে না জেনে প্রথমে নিরাশ হয়েছিল, কিন্তু পেটে বেড়ির কথা শুনে এবং প্যাঁচ যদি সাতটির বেশি না হয় তবে মজিদ তার একটা বিহিত করতে পারবে শুনে শীঘ্র মন থেকে নিরাশা কেটে গিয়ে আশার সঞ্চার হলো। আস্তে আস্তে একটা ভয়ও এল মনে। প্যাঁচ যদি সাতের বেশি হয়, চোদ্দো কিংবা একুশ? মজিদের নিজের বউয়ের তো সাতের বেশি। সে নাকি একুশও দেখেছে।

ব্যাপারটা গোপন রাখবে স্থির করেছিল আমেনা বিবি কিন্তু এ-সব কথা হলে বাতাসে কথা হতে শুরু করে। তানু বিবিই গল্প ছড়ায় এবং শুক্রবার সকাল থেকে নানা মেয়েলোক আসতে থাকে দেখা করতে। আমেনা বিবি কারও সঙ্গে কথা কয় না। ঘরের কোণে আবছায়ার মধ্যে মাদুরে বসে গুনগুনিয়ে কোরান শরীফ পড়ে।

মাথায় ঘোমটা, মুখটা ইতিমধ্যে দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে উঠেছে। পাড়াপড়শিরা এসে দেখে-দেখে যায়, তারপর আড়ালে তানু বিবির সঙ্গে নিচু গলায় কথা কয়। তানু বিবি অবিশ্রান্ত পান বানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়।

দুপুরের কিছু আগে মজিদের বাড়ি থেকে রহিমা আসে। হাতে ঘষা-মাজা তামার গ্লাসে পানি। এমনি পানি নয়-পড়াপানি। মজিদ বলে পাঠিয়েছে গোসল করার আগে আমেনা বিবি পেটে পানিটা যেন ঘষে। দোয়া-দরুদ পড়া পানি, তার প্রতিটি ফোঁটা পবিত্র। কাজেই মাখবার সময় পুকুরের পানিতে দাঁড়িয়েই যেন মাখে।

রহিমা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যায় না। পান-সাদা খায়, তানু বিবির সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কয়। একসময় তানু বিবি প্রশ্ন করে,

– বইন, আপনেও তো মাজারের পাশে সাত পাক দিছেন, না?

– আমি দেই নাই।

– দেন নাই? বিস্মিত হয়ে তানু বিবি বলে। – তয় তানি ক্যামনে জানলেন আপনার চোদ্দ প্যাঁচ?

রহিমা লজ্জার হাসি হেসে বলে,

– তানি যে আমার স্বামী। স্বামী হইলে এমনিই বোঝো

তয় তানি বোঝেন না ক্যান? তানু বিবির তানি মানে খালেক ব্যাপারী।

রহিমা মুশকিল পড়ে। দুই তানিতে যে প্রচুর তফাৎ আছে সে কথা কী করে বোঝায়! তানু বিবি একটু বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ। স্বামী বিস্তর জমিজমার মালিক বলে ভাবে, তার তুলনায় আর কেউ নেই। শেষে রহিমা আস্তে বলে,

– তানি যে খোদার মানুষ।

আমেনা বিবিকে গোসল করিয়ে ফেরে রহিমা। মজিদ উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে,

– পড়া পানিডা নাপাক জাগায় পড়ে নাই তো?

– না! যা পড়েছে তালাবের মধ্যেই পড়েছে।

সূর্য যখন দিগন্ত সীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন জোয়ান মদ্দ দু'জন বেহারা পালকি এনে লাগাল অন্দর ঘরের বেড়ার পাশে।

এক ঢিলের পথ, কিন্তু ব্যাপারীর বউ হেঁটে যেতে পারে না।

ব্যাপারী হাঁকে, -কই তৈয়ার হইছেননি?

আমেনা বিবি আবছায়ার মধ্যে তখনো গুনগুনিয়ে কোরান শরীফ পড়ছে। দুপুরের দিকে চেহারায় তবু কিছু জৌলুস ছিল, এখন বেলাশেষের ম্লান আলোয় একেবারে ফ্যাকাশে ঠেকে। তার চোখের সামনে আঁকাবাঁকা প্যাঁচানোর অক্ষরগুলো নাচে, আবছা হয়ে গিয়ে আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ছোট হয়ে আবার হঠাৎ বড় হয়ে যায়। আর শুষ্ক ঠোঁট দুটো থেকে থেকে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে।

তানু বিবি গিয়ে ডাকে,

– ওঠ বুবু, সময় হইছে।

ডাক শুনে ফাঁসির আসামির মতো আমেনা বিবি চমকে উঠে ভীত-বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার তাকায় সতীনের পানে। তারপর ছুরা শেষ করে কোরান শরীফ বন্ধ করে, গেলাফে ভরে, শেষে পালকস্পর্শের মতো আলগোছে তাতে চুমু খায়। সেটা ও রেহেল নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ তার মাথা ঘুরে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়, আর শরীরটা টাল খেয়ে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম করে। তানু বিবি ধরে ফেলে তাকে। তারপর একটু আদা-নুন মুখে দিয়ে ঘরের কোণেই মগরেবের নামাজটা আমেনা বিবি সেরে নেয়।

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

উঠানের পথটুকু অতিক্রম করতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করে আমেনা বিবি। পুরা দিন রোজা রেখেও যে বিন্দুমাত্র কাহিল হয় না সে একদিনের রোজাতেই একেবারে ভেঙে গেছে। গায়ে মাথায় বুটিদার হলুদ রঙের একটা চাদর দিয়েছে। সেটা বুকের চেপে ধরে গুটি গুটি পায়ে হাঁটে। কিসের এত ভয় তাকে পিষে ধরেছে ক-ঘন্টায় যে রোগভোগ করা মানুষের মতো তাকে দুর্বল করে ফেলেছে? এক যুগেরও ওপরে যে নিঃসন্তান থাকতে পারল সে যদি জানে যে, ভবিষ্যতেও সে তেমনি নিঃসন্তান থাকবে, তবে মুষড়ে যাবার কী আছে? এ প্রশ্ন আমেনা বিবি তার নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করে।

তবে কথা হচ্ছে কী, তেরো বছরের কথা একদিনে জানেনি, জেনেছে ধাপে ধাপে, ধীরে, প্রতি বৎসরের শূন্যতা থেকে। সে শূন্যতাও আবার পরবর্তী বছরের আশায় শীষ তেজশূন্য হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ জীবনের শূন্যতার কথা তেমনি বছরে-বছরে যদি জানে আঘাতটা দীর্ঘকালব্যাপী সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে তীব্রতায় হ্রাস পাবে, মনে কিছু লাগলেও গায়ে লাগবে না। কিন্তু এক মুহূর্তে সে কথা জানলে বুক ভেঙে যাবে না, থাকবার তাগিদ কি হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে না?

সে ভয়েই দু'কদমের পথ ঘাসশূন্য মসৃণ ক্ষুদ্র উঠানটা পেরুতে গিয়ে আমেনা বি পা চলে না; সে ভয়ের জন্যেই জোর পায় না কোমরে, চোখে ঝাপসা দেখে। একবার ফিরে যায় ঘরে। কাজ কী জেনে ভবিষ্যতের কথা। যাই হোক, দয়ালুদের মধ্যে সেরা সে খোদার ইচ্ছাই তো অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

কিন্তু গুটি গুটি করে চললেও পা এগিয়ে চলে। মনের ইচ্ছায় না হলেও চলে লোক খাতিরে। ঢাকঢোল বাজিয়ে যোগাড়যন্ত্র করিয়ে এখন পিছিয়ে যেতে পারে না। পুরুষ হয়তো বা পারত, মেয়ে-লোক হয়ে পারে না। সমাজ যাকেই ক্ষমা করুক না কেন, ইচ্ছা দ্বারা চালিত, দো-মনা খুশির বশের মানুষের আয়োজন ভঙ্গ করা নারীকে ক্ষমা না। এ সমাজে কোনো মেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে একবার ঘোষণা করে, সে মনের আবার বিপরীত কথা বলতে পারে না।

সমাজই আত্মহত্যার মাল-মশলা জুগিয়ে দেবে, সর্বতোভাবে সাহায্যে করবে যাতে নিয়ত হাসিল হয়, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে তাকে আবার বাঁচতে দেবে না। মেয়ে লোকের মু মস্করা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ। এখানে তাদের বেহুদাপনার জায়গা নেই।

মজিদ অপেক্ষা করছিল। বেহারারা পালকিটা মাজার ঘরের দরজার কাছে আ নামিয়ে রাখল।

ব্যাপারী মজিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে বলে, – নাববো?

মজিদ আজ লম্বা কোর্তা পরেছে, মাথায় ছোটখাটো একটা পাগড়িও বেঁধেছে। গম্ভীর। বলে,

– তানারে নামাইয়া মাজার ঘরের ভিতরে নিয়া যান। থেমে বলে, -তানার ওজু আছেনি?

ব্যাপারী ছুটে যায় পালকির কাছে। পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে নিচু গলায় প্রশ্ন করে, -আ নি ওজু?

অস্পষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আমেনা বিবি জানায়, আছে?

-তয় নামেন।

মজিদ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ চিকন সুরে দোয়া দরুদ পড়তে শুরু ক গলায় বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্যের খেলা হতে থাকে। কিন্তু তাতে চোখের তীক্ষ্ণতা কাটে চোখ হঠাৎ তার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। পালকির পর্দা ফাঁক করে নামবার জন্যে আমেনা বি যখন এক পা বাড়ায় তখন সূচের তীক্ষ্ণতায় তার দৃষ্টি বিদ্ধ হয় সে পায়ে। সাদা মসৃণ রোদ, পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করেনি। মজিদের গলার কারুকার্য সূক্ষ্ম হয়।

হলুদ রঙের বুটিদার চাদরটা আমেনা বিবি ঘোমটার ওপরে টান করে ধরে রেখে তবু পালকি থেকে নেমে সে যখন মাজার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আড়চোখে তার পা তাকিয়ে মজিদ কিছুটা বিস্মিত হয়। নতুন বউ এর মতো চোখ তার বোজা। তবে লজ্জায় নয় তা দ্বিতীয়বার তাকালেই বোঝা যায়। লজ্জায় ম্রিয়মাণ নতুন বউ এর আত্মসচে রক্তাভা তাতে নেই। সে-মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য, এবং সে মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই।

আমেনা বিবি কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখটা আধাআধি খোলে। ঘরে ইতোমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। দুটো মোমবাতি ম্লানভাবে আলো ছড়ায়। সে আলোর সামনে দেখে ঝালরওয়ালা সালু কাপড়ে আবৃত চিরনীরব মাজারটি। সে নীরবতা বিস্ময়করভাবে শক্তিমান। আর সে শক্তি বিদ্যুৎ চমকের মতো শতফলায় বিচ্ছুরিত হয় প্রতি মুহূর্তে। মানুষের রক্তস্রোত যদি থেমেও থাকে তবে তার আঘাতে আশা ও বিশ্বাসের জোর আসে ধমনিতে। তথাপি মহা আকাশের মতোই সে মাজার প্রগাঢ় নীরব, আর মহা আকাশের মতোই বিশাল ও অন্তহীন সে নীরবতা। যে আমেনা বিবি চোখ আধা খুলে তাকায় সেদিকে সে আর পলক ফেলে না।

মজিদ আবার আড়চোখে তাকায় তার পানে। কী দেখে আমেনা বিবি? মাজারের অমন করে কাউকে সে দেখতে দেখেনি। তার ঠোঁট বিড়বিড় করে, গলায় তেমনি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লহরি খেলে। কিন্তু এবার সে থামে, জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে গলা কাশে।

– তানারে বইবার কন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ব্যাপারী বিবিকে বলে,

– বহেন।

মাজারের ধারটিতে আমেনা বিবি আস্তে বসে। তাকায় না কারো পানে। মাজারের নীরবতা যেন তার বুক ভরিয়ে দিয়েছে। সে আবার চোখ বুজে থাকে। মনে হয় তার শান্তি হয়েছে, আর আশা নেই। সন্তানের কামনা এক বৃহৎ সত্যের উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, লোভ বাসনার অবসান হয়েছে। তাই হয়ত মজিদের ভয় হয়। সে আর তাকায় না এদিকে। তবু বিড়বিড় করে। নিজের ক্ষুদ্র কোটরাগত চোখে চমক জাগে থেকে থেকে।

ঘরের কোণে একটি পাত্রে পানি ছিল। এবার সেটি তুলে নিয়ে মজিদ অন্য ধারে গিয়ে বসে। পানি পড়বে, যে পড়াপানি খেয়ে আমেনা বিবি পাক দেবে। তার ঠোঁট তেমনি বিড়বিড় করে, হাতে পানির পাত্রটা তুলে নেওয়ায় হয়ত-বা ঈষৎ দ্রুততর হয়। ঘরের মধ্যে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। এ নিঃশব্দতার মধ্যে গলার অস্পষ্ট মিহি আওয়াজ কোনো আদিম সাপের গতির মতো জীবন্ত হয়ে থাকে। তার কণ্ঠে যদি সাপের গতি থাকে তবে তার মনেও এক উদ্যত সাপ ফণা তুলে আছে ছোবল মারবার জন্য। আমেনা বিবির বোজা চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পালকি থেকে নামবার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিল, সে-পা-ই তার মনের সাপকে জাগিয়ে তুলেছে। সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য। স্নেহ-মমতাই যদি গলগলিয়ে, গদগদ হয়ে জেগে উঠতো তবে মজিদ রূপালি ঝালরওয়ালা চমৎকার সালু কাপড়টাই ছিঁড়ে এখানকার ঘরবাড়ি ভেঙে অনেক আগে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যেত। এবং যেত সেখানেই যেখানে নির্মল আলো হাওয়া রোগ-জীবাণু-ভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মধ্যে দিয়ে নিঃসৃত হয়ে আসে না, আসে উন্মুক্ত বিশাল আকাশ পথে সেখানে কাদামাটি লাগেনি এমন পা দেখে অন্তরে বিষাক্ত সাপ জেগে উঠে ফণা ধরে না।

থেকে থেকে মজিদ পানিতে ফুঁ দেয়। আর আবছা আলোয় তার ক্ষুদ্র চোখ চক্কর খায়। কখনো তার দৃষ্টি খালেক ব্যাপারীর ওপরও নিবদ্ধ হয়। আজ তার পানে তাকিয়ে মজিদের মনে হয়, ব্যাপারীর মেদবহুল স্ফীত উদরসম্বলিত দেহটি কেমন যেন অসহায়। একটু তফাতে সে যে মাথা নিচু করে বসে আছে, সে বসে থাকার মধ্যে শক্তি নেই। সে কেমন ধসে আছে, বিস্তর জমিজমাও ঠেস দিয়ে ধরে রাখতে পারে নি তার স্থূল দেহটা। চোখ আবার ঘোরে, চক্কর খায়। হলুদ রঙের বুটিদার চাদরে ঢাকা মুখটা এখান থেকে নজরে পড়ে না। তবু থেকে থেকে সেখানেই চক্কর খায় মজিদের ঘূর্ণমান দৃষ্টি।

এক সময় মজিদ উঠে দাঁড়ায়। গলা কেশে আস্তে বলে,

– পানিটা দেন।

ব্যাপারীও তার স্থূল দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে পানিটা নেয়, তারপর আমেনা বিবির মৃত মানুষের মতো স্তব্ধ মুখের সামনে সেটা ধরে আমেনা বিবি চোখ খুলে তাকায়, আস্তে, পাপড়ি খোলার মতো। তারপর চাদরের তলে একটা হাত নড়ে সে হাতটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে পাত্রটি যখন নেয় তখন একবার তার চুড়িতে অতি মৃদু ঝংকার ওঠে।

আমেনা বিবি পাত্রটি কয়েক মুহূর্ত মুখের সামনে ধরে থাকে, তারপর তুলে ঠোঁটের কাছে ধরে। একটু পরে প্রগাঢ় নীরবতায় মজিদের সজাগ কানে সাবধানী বেড়ালের দুধ খাওয়ার মতো চুকচুক আওয়াজ এসে বাজে। পান করায় অধীরতা নেই। খোদার নামছোঁয়া পানি। তালাবের সাধারণ পানি নয়। তাছাড়া তৃষ্ণার পানিও নয় যে, শুষ্ক গলা নিমেষে শুষে নেবে সবটা। ধীরে ধীরে পান করে সে, বুকটা শীতল হয়। তারপর মুখ না ফিরিয়ে আস্তে শূন্য পাত্রটা বাড়িয়ে ধরে। পায়ের মতো সুন্দর হাত। মোমবাতির ম্লান আলোয় মনে হয়, সে-হাত শুধু সাদা নয় অদ্ভুতভাবে কোমল।

হাতটি যখন আবার চাদরের তলে অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন মজিদ বলে, -তানারে উঠবার কন। এহন পাক দেওন লাগব।

আমেনা বিবি উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই মনে হয় বসে পড়বে, কিন্তু সামান্য দুলেই স্থির হয়ে যায়।

– আমি দোয়া-দরুদ পড়তাছি। তানারে পাক দিবার কন। ডাইন দিক থিকা পাক দিবেন, আগে ডাইন পা বাড়াইবেন। বাড়ানের আগে বিসমিল্লাহ কইবেন।

মজিদ কোণে বসে। একবার সামনে দিয়ে যখন আমেনা বিবি ঘুরে যায় তখন তার চোখ চকচক করে ওঠে আবছা অন্ধকারে। কালো রঙের পাড়ের তল থেকে আমেনা বিবির পা নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে; একবার ডান পা, আরেকবার বাঁ। শব্দ হয় না। কাছাকাছি যখন আসে তখন মজিদ একবার ঢোক গেলে, তারপর কণ্ঠের সুর আরো মিহি করে তোলে।

একপাক, দুইপাক। আমেনা বিবি স্বপ্নের ঘোরে যেন হাঁটে। যে স্তব্ধতায় তার মুখ জমে আছে, সে স্তব্ধতায় বিন্দুমাত্র প্রাণ নেই। অতীতের স্মৃতির মতো মনে পড়ে কী একটা বাসনার কথা বছরে বছরে যে বাসনা অপূর্ণ থেকে আরও তীব্রতর হয়েছে কী একটা অভাবের কথা, কী একটা শূন্যতার কথা। কিন্তু সে সব অতীতের স্মৃতির মতো অস্পষ্ট। একটি মহাশক্তির সন্নিকটে এসে মানুষ আমেনা বিবির আর সুখ-দুঃখ অভাব অভিযোগ নেই। একটা প্রখর অত্যুজ্জ্বল আলো তার ভেতরটা কানা করে দিয়েছে। সেখানে তার নিজের কথা আর চোখে পড়ে না।

একপাক, দুইপাক, তারপর তিনপাকে অর্ধেক। ক-পা এগুলেই মজিদকে পেরিয়ে যাবে। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ বৈশাখী মেঘের আকস্মিক আর্বিভাবের মতো কী একটা বৃহৎ ছায়া এসে আমেনা বিবিকে অন্ধকার করে দিল। অর্থ না বুঝে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর পানে তাকাবার চেষ্টা করল, হয়ত-বা-তাকে আলিঝালি দেখলও। কিন্তু তারপর আর কিছু দেখল না, জানল না ক-প্যাঁচ পড়েছে তার পেটে, জানল না মাজারের মধ্যে শায়িত শক্তিশালী লোকটির কী বলবার আছে, ক'পাক দিলে তাঁর অন্তরে দয়া উথলে উঠতো।

ব্যাপারী বিদ্যুৎগতিতে উঠে পড়ে অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে বলে, -কী হইল?

চোখের সামনে আমেনা বিবি মূর্ছা গেছে। বুটিদার চাদরটা আর হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারেনি বলে তার মুখটা খোলা। সে মুখে দাঁত লেগে আছে।

বাইরে মাজারে রহিমা আসে না। আজ আমেনা বিবি এসেছে বলে হয়ত আসত যদি না সঙ্গে থাকত ব্যাপারী। মাজার ঘরের বেড়ার ফুটোতে চোখ পেতে সে ব্যাপারটা দেখছিল। সঙ্গে হাসুনির মা-ও ছিল। রহিমা মনে মনে স্থির করেছিল, পাক দেওয়া চুকে গেলে আমেনা বিবিকে ভেতরে নিয়ে যাবে, সখ করে যে ফিরনিটা করেছে তা দেবে খেতে, তারপর দুয়েক খিলি পান চিবোতে চিবোতে দু'দণ্ড সুখ-দুঃখের গল্পও করবে। নিজে সে স্বল্প-ভাষী মানুষ, কিন্তু আমেনা বিবির হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের কোথায় যেন সমতা, যা-ই কথা হোক না কেন দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে। কিন্তু ফুটো দিয়ে রহিমা যে-দৃশ্য দেখল তারপর গল্পগুজবের আশা তাকে ত্যাগ করতে হলো। ব্যাপারীর লজ্জা কাটিয়ে বাইরে এসে সে আর হাসুনির মা অতিথিকে ভেতরে নিয়ে গেলো। নিয়ে গেলো পাঁজাকোলে করে, মুখে কথা ফোটাবার উদ্দেশ্যে। সখ করে তৈরি করা ফিরনির কথা বা পান খেয়ে দু'দণ্ড গল্প করার কথা ভুলে গেলো।

মজিদ আর ব্যাপারী মাজার ঘরেই চুপ হয়ে বসে রইল, দু'জনের মুখে চিন্তার রেখা। তারপর মজিদ আস্তে উঠে অন্দর ঘরের বেড়ার পাশে বৈঠকখানায় গিয়ে হুঁকা ধরিয়ে আবার ফিরে এসে ব্যাপারীকে ডেকে নিয়ে গেল। দু'জনেই এক এক করে হুঁকা টানে, কথা নেই কারো মুখে।

মজিদ ভাবে এক কথা। যে-আমেনা বিবির পীরের পানিপড়া খাবার সখ হয়েছিল সে আমেনা বিবির ওপর, আকার ইঙ্গিত বা মুখের ভাবে প্রকাশ না করলেও মজিদের মনে একটা নিষ্ঠুর রাগ দেখা দিয়েছিলো। তবে একটা নিষ্ঠুর শাস্তিও সে স্থির করেছিল। আজ সন্ধ্যার আবছা অস্পষ্ট আলোয় আমেনা বিবির সাদা কোমল পা দেখে শাস্তি বিধানের সে প্রবল ইচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত না হয়ে বরঞ্চ আরো নিষ্ঠুরতমভাবে শাণিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অসময়ে আমেনা বিবির মূর্ছা যাওয়া সমস্ত কিছু যেন গোলমাল করে দিলো। মুঠোর মধ্যে এসেও সে যেন ফস্কে গেল, যে মজিদের ক্ষমতাকে সে এতদিন উপেক্ষা করেছে তার প্রতি আজও অবজ্ঞা দেখালো, তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে সুযোগ দিয়েও দিলো না। দিয়েও দিলো না বলে মেয়েলোকটি যেন চরম বাহাদুরি দেখাল, সমস্ত আস্ফালনের মুখে চুন দিলো।

হুঁকাটা রেখে হঠাৎ এবার ব্যাপারী কথা বলে। বলে,

– দিনভর রোজা রাখনে বড় দুর্বল হইছিল তানি

মজিদ কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, -রোজা রাখনে দুর্বল হইয়াছিল কথাডা ঠিক, কিন্তু আমি যে পানি-পড়াডা দিলাম তা কিসের জন্য? শরীলে তাকত হইবার জন্য না? এমন তাছির হেই পানিপড়ার যে পেটে গেলে একমাসের ভুখা মানুষও লগে লগে চাঙ্গা হইয়া ওঠে। শরীলের দুর্বলতার জন্য তিনি অজ্ঞান হন নাই।

মজিদ থামে। কী একটা কথা বলেও বলে না। ব্যাপারী মুখ ফিরিয়ে তাকায় মজিদের পানে, কতক্ষণ তার চিন্তিত-ব্যথিত চোখ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর প্রশ্ন করে,

-তয় ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন?

আপনে তানার স্বামী ক্যামনে কই মুখের উপরে?

হঠাৎ ব্যাপারীর চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এবং তা একবার কানিয়ে চেয়ে লক্ষ্য করে দেখে মজিদ। ব্যাপারীর চোখে সন্দেহের জোয়ার আসুক, আসুক ক্রোধের অনলকলা। মজিদ আস্তে হুঁকাটা তুলে নেয়। তাকে ভাবতে সময় দিতে হবে। বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় জ্যোৎস্না। তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় এক বিন্দু রক্ত টাটকা লাল টকটকে। খোলা দরজা দিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান জ্যোৎস্নার পানেই চেয়ে থাকে মজিদ, দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার বোঝা। তাতে বিদ্বেষ নেই, পতিতের প্রতি ক্রোধ-ঘৃণা নেই, আছে শুধু অপরিসীম ব্যথাহত প্রশ্নের নিষ্পুপতা।

আচমকা ব্যাপারী মজিদের একটি হাত ধরে বসে। তার বয়স্ক গলায় শিশুর আকুলতা জাগে বলে,

– কন, ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন? ভিতরে কী কোনো কথা আছে?

একবার বলে বলে ভাব করে মজিদ, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে রসনা সংযত করে মাথা নেড়ে বলে,

– না কওন যায় না। থেমে আবার বলে, তয় একটা কথা আমার কওন দরকার। তানারে তালাক দেন।

আমেনা বিবিকে সে তালাক দেবে! তেরো বছর বয়সে ফুটফুটে যে মেয়েটি এসে তার সংসারে ঢোকে এবং যে এত বছর যাবৎ তার ঘরকন্না করছে, তাকে তালাক দেবে সে? সত্যি কথা, বড় বিবির প্রতি তার তেমন মায়া মহব্বত নাই। কিছু থাকলেও তানু বিবি আসার পর

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

থেকে তা ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু তবু বহুদিনের বসবাসের পর একটা সম্বন্ধ আড়ালে-আবডালে গজিয়ে না উঠেছে এমন নয়। তাই হঠাৎ তালাক দেবার কথা শুনে ব্যাপারী হকচকিয়ে ওঠে, তারপর কতক্ষণ সে বজ্রাহতের মতো বসে থাকে।

মজিদ কিছুই বলে না। বাইরের ম্লান জ্যোৎস্নার পানে বেদনাভারী চোখে চেয়ে তেমনি স্থিরভাবে বসে থাকে। আর অপেক্ষা করে অনেকক্ষণ সময় কাটলেও ব্যাপারী যখন কিছু বলে না তখন সে আলগোছে বলে,

– কথাডা কইতাম, কিন্তু এক কারণে এখন না কওনই স্থির করছি। তহুর বাপের কথা মনে আছে নি?

ব্যাপারী ভারী আস্তে বলে,

– আছে

– হে তহুর বাপের কথা মাইনষেরা ভুইলা গেছে। এমন কী তার রক্তের পোলা-মাইয়ারাও ভুইলা গেছে। কিন্তু আমি ভুলবার পারি নাই। ক্যান জানেন? যন্ত্রচালিতের মতো ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

– ক্যান?

– কারণ হেই ব্যাপার থিকা একটা সোনার মতো মূল্যবান কথা শিখছি আমি। কথাডা হইল এই: পাক দিল আর গুণাগার দিল এক সুতায় বাঁধা থাকে আর কেউ যদি গুণাগার দিলের শাস্তি দিবার চায় তখন পাক দিলই শাস্তি পায়। তহুর বাপের দিল সাফ আছিল, তার শাস্তি পাইল হেই। এদিকে তারে কষ্ট দিয়া আমি গুণাগার হইলাম।

বর্তমানে মনটা বিক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপারী কথাটা বোঝে। তার ও আমেনা বিবির দিল এক সুতায় বাঁধা। আমেনা বিবিকে শাস্তি দিতে হলে আগে সে-বন্ধন ছিন্ন করা চাই। অতএব তাকে তালাক দেওয়া প্রয়োজন। মজিদ একবার ভুল করে একজন নিষ্পাপ লোককে এমন নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে যে, সে-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্যে অবশেষে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। তাকে কষ্ট দিয়ে মজিদ নিজেও গুণাগার হয়েছে, পাপীও ভালো মানুষের ওপর দুষ্ট আত্মার মতো ভর করে শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে। এমন ভুল মজিদ আর কখনো করবে না।

মজিদের হাত তখনো ব্যাপারী ছাড়েনি। সে-হাতে একটা টান দিয়ে ব্যাপারী অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

-আপনে কী কিছু সন্দেহ করেন?

সন্দেহের কোনো কথা নাই। পানিপড়াডা খাইয়া তানি যখন সাত পাক দিবার পারলেন না, মূর্ছা গেলেন, তখন তাতে সন্দেহের আর কোনো কথা নাই খোদার কালামের সাহায্যে যে-কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইয়ের মতো সাফ। আর বেশি আমি কিছু কমু না তানারে তালাক দেন।

এই সময়ে হাসুনির মা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোমটা টেনে তেরছাভাবে দাঁড়াল। ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

– কী গো বিটি?

– তানার হুস হইছে। বাড়িতে যাইবার চাইতাছেন।

মজিদের হাত ছেড়ে ব্যাপারী উঠে দাঁড়াল। মুখ কঠিন। বেহারাদের ডেকে পালকিটা অন্দরে পাঠিয়ে দিলো।

আমেনা বিবিকে নিয়ে সে পাল্কি যখন কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় চাঁদের আলোর মধ্যে দিয়ে চলে কিছুক্ষণ পরে গাছগাছলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মজিদ বৈঠকখানা ঘরের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যমনস্কভাবে খেলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে, দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। কোনো কথা না কয়ে হঠাৎ ব্যাপারী চলে গেল। তার মনের কথা জানা গেল না।

হঠাৎ এক সময়ে একটা কথা স্মরণ হয় মজিদের। কথা কিছু না, একটা দৃশ্য- আবছা আলোয় দেখা কালো পাড়ের নিচে একটা সাদা কোমল পা। সে- পা দ্বিতীয়বার দেখল না বলে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন আফসোস বোধ করে মজিদ। তারপর মনে মনেই সে হাসে। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র। যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে। কিন্তু সে ফুল শয়তানের চক্রান্ত। মজিদ শক্ত লোক। সাত জন্মের চেষ্টায়ও শয়তান তাকে কোনো দুর্বল মুহূর্তে আচম্বিতে আক্রমণ করতে পারবে না। সে সদা হুঁশিয়ার।

কণ্ঠে দোয়া-দুরুদের মিহি সুর তুলে মজিদ ভেতরে যায়। এতবড় সমস্যা ব্যাপারীর জীবনে কখনো দেখা দেয়নি। নিজের চোখে কোনো গুরুতর অন্যায় দেখে যদি শরীরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠত তাহলে ব্যাপারটা সমস্যাই হতো না। আসল কথা জানে না, আবার একটা কিছু গোলযোগ যে আছে এ- বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মানুষ মজিদের কথা না হয় অবিশ্বাস করা যেত, কিন্তু যে-কথা জেনেছে মজিদ তা তার নিজের বুদ্ধির জোরে জানেনি। খোদার কালামের সাহায্যেই সে-কথা জেনেছে এবং মানুষ মজিদ তার অন্তরের বিবেচনার জন্যই তা খুলে বলতে পারেনি। হাজার হলেও তারা বন্ধু মানুষ। ব্যাপারী কষ্ট পাবে এমন কথা কী করে বলে।

বৈঠকখানা হুঁকার নীলাভ ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে ওঠে। ব্যাপারীর চোখে ধোঁয়া ভাসে, মগজেও কিছু গলিয়ে ঢুকে তার অন্তরদৃষ্টি আবছা করে দেয়। ব্যাপারী ভাবে আর ভাবে মানুষের সঙ্গে

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

হুঁ-হাঁ করে কথা কয়, দশ প্রশ্নে এক জবাব দেয়। একটা কথাই মনে ঘোরে এক সময়ে সোজা মনে হয়, এক সময়ে কঠিন। একবার মনে হয় ব্যাপারটা হেস্তনেস্ত হয় একটি শব্দের তিনবার উচ্চারণেই, আরেকবার মনে হয় সে শব্দটা উচ্চারণ করাই দুরূহ ব্যাপার জিহ্বা খসে আসবে তবু সেটা বেরিয়ে আসবে না মুখ থেকে।

তেরো বছর বয়স থেকে যে তার ঘরে বসবাস করছে, তার জীবনের অলি-গলির সন্ধান করে। যদি কিছু নজরে পড়ে যায় হঠাৎ। দীর্ঘ বসবাসের সরল ও জানা পথ ছেড়ে ঝোপঝাড় খোঁজে, ডালপালা সরিয়ে অন্ধকার স্থানে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আপত্তিকর কিছুই নজরে পড়ে না। আমেনা বিবি রূপবতী, কিন্তু কোনোদিন তার রূপের ঠাট ছিল না, সৌন্দর্যের চেতনা ছিল না; চলনে বলনে বেহায়াপনাও ছিল না। ঠাণ্ডা, শীতল, ধর্মভীরু ও স্বামীভীরু মানুষ সে এমন কী অন্যায় করতে পারে?

প্রশ্নটা মনে জাগতেই মজিদের একটা কথা হুঙ্কার দিয়ে যেন তাকে সাবধান করে দেয়। কথাটা মজিদ প্রায়ই বলে মানুষের চেহারা বা স্বভাব দেখে কিছু বিচার করা যায় না। তাকে দিয়ে কিছু বিশ্বাসও নেই। এমন কাজ নেই দুনিয়াতে যা সে না করতে পারে এবং করলে সব সময়ে যে সমাজের কাছে ধরা পড়বে এমন নয়। কিন্তু খোদার কাছে কোনো ফাঁকি নেই। তিনি সব দেখেন, সব জানেন। কথাটা ভাবতেই ব্যাপারীর কান দুটোতে রঙ ধরে। পশুপক্ষীকেও না জানতে দিয়ে কোনো গর্হিত কাজ ব্যাপারী কী কখনো করেনি? ব্যাপারীর মতো লোকও করেছে, যদিও আজ বললে হয়ত অনেকে তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সে-কথা খোদাতা'লা ঠিক জানেন। তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না।

না মজিদের কথায় ভুল নেই। সহসা খালেক ব্যাপারী মনস্থির করে ফেলে। এবং এর তিন দিন পর যে-আমেনা বিবি হঠাৎ সন্তান কামনায় অধীর হয়ে উঠেছিল সে-ই সমস্ত কামনা-বাসনা বিবর্জিত একটা স্তব্ধ, বজ্রাহত মন নিয়ে সে-দিনের পাল্কিতে চড়ে বাপের বাড়ি রওয়ানা হয়। বহুদিন বাপের বাড়ি যায় নি। তবু সেখানে যাচ্ছে বলে মনে কিছু আনন্দ নেই। পাল্কির ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় চোখ মেলে নাক বরাবর তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু তাতে অশ্রুও দেখা দেয় না।

তবে পথে একটা জিনিস দেখলে হয়তো হঠাৎ তার বুক ভাসিয়ে কান্না আসত। সেটা হলো থোতামুখের তালগাছটা। বহুদিনের গাছ, ঝড়েপানিতে আরো লোহা হয়ে উঠেছে যেন। প্রথম যৌবনে নাইয়র থেকে ফিরবার সময় পাল্কির ফাঁক দিয়ে এ-গাছটা দেখেই সে বুঝত যে, স্বামীর বাড়ি পৌঁছেছে। ওটা ছিল নিশানা, আনন্দের আর সুখের।

সেদিন রাতে কে যেন একটা মস্ত মোমবাতি এনে জ্বালিয়ে দিয়েছে মাজারের পাদদেশে। ঘরটা রোশনাই হয়ে উঠেছে। সে-আলোয় রূপালি ঝালরটা আজ অত্যাধিক উজ্জ্বল দেখায়। মজিদ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সেদিকে। কিন্তু হঠাৎ তার নজরে পড়ে একটা জিনিস। ঝালরের একদিকে ঔজ্জ্বল্য যেন কম; উজ্জ্বলতার দীর্ঘ পাতের মধ্যে ওইখানে কেমন একটা অন্ধকার! কাছে গিয়ে হাত তুলে দেখে ঝালরটার রূপালি ঔজ্জ্বল্য সেখানে বিবর্ণ হয়ে গেছে, সুতাগুলো খসে এসেছে। দেখে মুহূর্তে মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে। তার ভুরু কুঁচকে যায়, ঝালরের বিবর্ণ অংশটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার জীবনে শৌখিনতা কিছু যদি থাকে তবে তা এই কয়েক গজ রূপালি চাকচিক্য। এর ঔজ্জ্বল্যই তার মনকে উজ্জ্বল রাখে, এর বিবর্ণতা তার মনকে অন্ধকার করে দেয়।

অবশ্য দু'বছর তিন বছর অন্তর মাজারের গাত্রাবরণ বদলানো হয়, এবং বদলাবার খরচ বহন করে খালেক ব্যাপারীই। খরচ করে তার আফসোস হয় না। বরঞ্চ সুযোগটা পেয়ে নিজেকে শতবার ধন্য মনে করে। এদিকে মজিদও লাভবান হয়, কারণ পুরনো গাত্রাবরণটি কেনবার জন্য এ-গ্রামে সে-গ্রামে অনেক প্রার্থী গজিয়ে ওঠে এবং প্রার্থীদের মধ্যে উপযুক্ততা বিচার করে দেখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে সেটা। কাজেই ঝালরটার কোনোখানে যদি রং চটে যায়, বা সালু-কাপড়ের কোনো স্থানে ফাট ধরে তবে মজিদের চিন্তা করার কারণ নেই। কিন্তু তবু জিনিসটার প্রতি কী যে মায়া-তার সামান্য ক্ষতি নজরে পড়লেও বুকটা কেমন করে ওঠে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদের সামনেই রহিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমেনা বিবির জন্য সারাদিন আজ মনটা ভারী হয়ে আছে। একটা প্রশ্ন কেবল ঘুরে ফিরে মনে আসে। কেউ যদি হঠাৎ কিছু অন্যায় করে ফেলেও, তার কী ক্ষমা নেই? কী অন্যায়ের জন্যে আমেনা বিবির এত বড় শাস্তিটা হলো তা অবশ্য জানে না, তবু সে ভাবতে পারে না আমেনা বিবি কিছু গর্হিত কাজ করতে পারে আবার করেনি এ-কথাও বা ভাবে কী করে? কারণ খোদাই তো জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে সে অন্যায়ের কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহিমা বিড়বিড় করে বলে,- তুমি এত দয়ালু খোদা, তবু তুমি কী কঠিন।

সে বিড়বিড় করে আর আওয়াজটা এমন শোনায় যেন মাজারের সালু-কাপড়টা ফড়ফড় করে। মুহূর্তের জন্যে চমকে ওঠে মজিদ। মন তার ভারী। রূপালি ঝালরের বিবর্ণ অংশটা কালো করে রেখেছে সে-মন।

হাওয়ায় ক-দিন ধরে একটা কথা ভাসে। মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস নাকি গ্রামে একটি ইস্কুল বসাবে। আক্কাস বিদেশে ছিল বহুদিন। তার আগে করিমগঞ্জের ইস্কুলে নিজে

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

নাকি পড়াশুনা করেছে কিছু। তারপর কোথায় পাটের আড়তে না তামাকের আড়তে চাকরি করে কিছু পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরেছে কেমন একটা লাটবেলাটের ভাব নিয়ে। মোদাব্বের মিঞা ছেলের প্রত্যাবর্তনে খুশিই হয়েছিল। ভেবেছিল, এবার ছেলের একটা ভালো দেখে বিয়ে দিলে বাকি জীবনটা নিশ্চিন্ত মনে তসবি টিপতে পারবে। বিয়ে দেবার তাগিদটা এই জন্যে আরো বেশি বোধ করল যে, ছেলেটির রকম-সকম মোটেই তার পছন্দ হচ্ছিল না। ছোটবেলা থেকে আক্কাস কিছুটা উচক্কা ধরনের ছেলে। কিন্তু আজকাল মুরুব্বিদের বুদ্ধি সম্পর্কে পর্যন্ত ঘোরতর সন্দেহ নাকি প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তবে তাকে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে দেখে মুবুব্বিরা একেবারে নিরাশ হবার কোনো কারণ দেখল না। ভাবলে, বিদেশি হাওয়ায় মাথাটা একটু গরম ধরেছে। তা দু'দিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কিন্তু নিজে ঠাণ্ডা হবার লক্ষণ না দেখিয়ে আক্কাস অন্যের মাথা গরম করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গেলো। বলে, ইস্কুল দেবে। কোত্থেকে শিখে এসেছে ইস্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিত্রাণ নেই। হ্যাঁ, মুরুব্বিরা স্বীকার করে, শিক্ষা ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু গ্রামে দু-দুটো মক্তব বসানো হয়নি? সে-কি বলতে পারবে এ-কথা যে, গ্রামবাসীদের শিক্ষার কোনোখানে দিয়ে কিছুমাত্র অবহেলা হচ্ছে?

আক্কাস যুক্তি তর্কের ধার ধারে না। সে ঘুরতে লাগল চরকির মতো। ইস্কুলের জন্যে দস্তর মতো চাঁদা তোলার চেষ্টা চলতে লাগল, এবং করিমগঞ্জে গিয়ে কাউকে দিয়ে একটা জোরালো গোছের আবেদন-পত্র লিখিয়ে এনে সেটা সিধা সে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিল। কথা এই যে, ইস্কুলের জন্যে সরকারের সাহায্য চাই।

বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। কাজেই একদিন মজিদ ব্যাপারীর বাড়িতে গিয়ে উঠল। কোনো প্রকার ভণিতার প্রয়োজন নেই বলে সরাসরি প্রশ্ন করল,

– কী হুনি ব্যাপারী মিঞা,

ব্যাপারী বলে-কথাডা ঠিকই ।

অতএব সন্ধ্যার পর বৈঠক ডাকা হলো। আক্কাস এলো, আক্কাসের বাপ মোদাব্বের এলো। আসল কথা শুরু করার আগে মজিদ আক্কাসকে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল। দৃষ্টিটা নিরীহ আর তাতে আপন ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা। সভা নীরব দেখে আক্কাস কী একটা কথা বলবার জন্যে মুখ খুলেছে-এমন সময় মজিদ যেন হঠাৎ চেতনায় ফিরে এল। তারপর মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল তার মুখ, খাড়া হয়ে উঠল কপালের রগ। ঠাস করে চড় মারার ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করলে,

– তোমার দাড়ি কই মিয়া?

আক্কাস সর্বপ্রকার প্রশ্নের জন্য তৈরি হয়ে এসেছিল, কিন্তু এমন একটা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ইস্কুল হবে কী হবে না- সে আলোচনাই তো হবার কথা। তার সঙ্গে দাড়ির কী সম্বন্ধ?

সভায় উপস্থিত সকলের দিকে তাকাল আক্কাস। দাড়ি নেই এমন একটি লোক নেই। কারও ছাঁটা, কারও স্বভাবত হাল্কা ও ক্ষীণ; কারও বা প্রচুর বৃষ্টি পানিসিঞ্চিত জঙ্গলের মতো একরাশ দাড়ি। মজিদ আসার আগে গ্রামের পথে-ঘাটে দাড়িবিহীন মানুষ নাকি দেখা যেত। কিন্তু সেদিন গেছে।

– পূর্বোক্ত সুরে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

– তুমি না মুসলমানের ছেলে-দাড়ি কই তোমার?

একবার আক্কাস ভাবে যে বলে, দাড়ির কথা তো বলতে আসেনি এখানে। কিন্তু মুরুব্বির সামনে আর যাই হোক, বেয়াদপিটা চলে না। কাজেই মাথা নত করে চুপ করে থাকে সে। দেখে মোদাব্বের মিঞা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গা ঢিলা করে। এতক্ষণ সে নিশ্বাস রুদ্ধ করে ছিল এই ভয়ে যে, উত্তরে বেয়াড়া ছেলেটা কী না জানি বলে বসে। মোদাব্বের মিঞা বলে,

-আমি কই দাড়ি রাখ ছ্যামড়া দাড়ি রাখ-তা হের কানে দিয়াই যায় না কথা। খালেক ব্যাপারী বলে,

– হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। তা পড়লে মাথা কী আর ঠাণ্ডা থাকে।

ইংরেজি শব্দটার সূত্র ধরে এবার মজিদ আসল কথা পাড়ে। বলে যে, সে শুনেছে আক্কাস নাকি একটা ইস্কুল বসাবার চেষ্টা করছে। সে-কথা কী সত্যি?

আক্কাস অম্লান বদনে উত্তর দেয়,

-আপনি যা হুনছেন তা সত্য। মজিদ দাড়িতে হাত বুলাতে শুরু করে তারপর সভার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে,

তা এই বদ মতলব কেন হইল?

-বদ মতলব আর কী? দিনকাল আপনারা দেখবেন না? আইজ-কাইল ইংরেজি না পড়লে চলবো ক্যামনে?

শুনে মজিদ হঠাৎ হাসে। হেসে এধার ওধার তাকায়। দেখে আক্কাস ছাড়া সভার সকলে হেসে ওঠে। এমন বেকুবির কথা কেউ কী কখনো শুনেছে। শোনো শোনো, ছেলের কথা শোনো একবার-এই এরকম একটা ভাব নিয়ে ওরা হো-হো করে হাসে।

হাসির পর মজিদ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তারপর বলে, আক্কাস মিঞা যে- দিনকালের কথা কইল তা সত্য। দিনকাল বড়ই খারাপ। মাইনষের মতিগতির ঠিক নাই, খোদার প্রতি মন নাই, তবু যাহোক আমি থাকনে লোকদের একটু চেতনা হইছে! সকলে একবাক্যে সে-কথা স্বীকার করে মানুষের আজ যথেষ্ট চেতনা হয়েছে বই কি? সাধারণ চাষাভুষা পর্যন্ত আজ কলমা জানে। তাছাড়া লোকেরা নামাজ পরে পাঁচ-ওক্ত, রোজার দিনে রোজা রাখে। আগে শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালিকে ডাকত আর শিরালি জপতপ পড়ে নগ্ন হয়ে নাচত; কিন্তু আজ তারা একত্র হয়ে খোদার কাছে দোয়া করে,-মাজারে শিরনি দেয়, মজিদকে দিয়ে খতম পড়ায়। আগে ধান ভানতে ভানতে মেয়েরা সুর করে গান গাইত, বিয়ের আসরে সমস্বরে গীত ধরত-আজকাল তাদের মধ্যে নারীসুলভ লজ্জাশরম দেখা দিয়েছে। আগে ঘরে ঢোকা নিত্যকার ব্যাপার ছিল, কিন্তু মজিদের এক'শ দোরদার ভয়ে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মজিদ হাঁক ছাড়ে,-ভাই সকল! পোলা-মাইনষের মাথায় একটা বদ খেয়াল ঢুকছে- তা নিয়া আর কী কমু। দোয়া করি তার হেদায়ত হোক। কিন্তু একটা বড় জরুরী ব্যাপারে আপনাদের আমি আইজ ডাকছি। খোদার ফজলে বড় সমৃদ্ধশালী গেরাম আমাগো। বড় আফসোসের কথা, এমন গেরামে একটা পাকা মসজিদ নাই। খোদার মর্জি এইবার আমাগো ভালো ধান-চাইল হইছে, সকলের হাতেই দুই-চারটা পয়সা হইছে। এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না।

সভার সকলে প্রথমে বিস্মিত হয়। আক্কাসের বিচার হবে, তার একটা শাস্তি বিধান হবে-এই আশা নিয়েই তো তারা এসেছে। কিন্তু তবু তারা মজিদের নতুন কথায় মুহূর্তে চমৎকৃত হয়ে গেল। ব্যাপারীর নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলে,

– বাহবা, বড় ঠিক কথা কইছেন!

মজিদ খুশিতে গদগদ। দাড়িতে হাত বুলায় পরম পুলকে। আর বলে, আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই। আর সে-মসজিদে নামাজ পইড়া মুসল্লিদের বুক জানি শীতল হয়।

শুনে সভার সকলে চেঁচিয়ে ওঠে, বড় ঠিক কথা কইছেন-আমাগো মনের কথাডাই কইছেন।

এই সময় আক্কাস ক্ষীণ গলায় বলে,

– তয় ইস্কুলের কথাডা?

শুনে সকলে এমন চমকে উঠে তার দিকে তাকায় যে, এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, সভায় তার উপস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার বাপ তো রেগে ওঠে। রাগলে লোকটি কেমন তোতলায়। ধমকে তো তো করে বলে,

-চুপ কর ছ্যামড়া, বেত্তমিজের মতো কথা কইস না। মনে মনে সে খুশি হয় এই ভেবে যে, মসজিদের প্রস্তাবের তলে তার অপরাধের কথাটা যাহোক ঢাকা পড়ে গেছে।

মসজিদের আকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ে আক্কাস আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেউ দেখে কেউ দেখে না, কিন্তু তার চলে যাওয়াটা কারও মনে প্রশ্ন জাগায় না। যে গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তাতে আক্কাসের মতো খামখেয়ালী বুদ্ধিহীন যুবকের উপস্থিতি একান্ত নিষ্প্রয়োজনীয়।

মজিদের কথা চলতে থাকে। এক সময়ে খরচের কথা ওঠে। মজিদ প্রস্তাব করে, গ্রামবাসী সকলেরই মসজিদটিতে কিছু যেন দান থাকে, প্রতিটি ইট বড়গা হুড়কায় কারও না কারও যেন যৎকিঞ্চিৎ হাত থাকে। সেটা অবশ্য বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ একটা কানাকড়িও নেই এমন গ্রামবাসীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা অর্থ দিয়ে সাহায্য না করলেও গতর খাটিয়ে সাহায্য করতে পারে। তারা এই ভেবে তৃপ্তি পাবে যে, পয়সা দিয়ে না হলেও শ্রম দিয়ে খোদার ঘরটা নির্মাণ করেছে।

এমন সময় খালেক ব্যাপারী তার এক সকাতর আর্জি পেশ করে। বলে যে, সকলেরই কিছু না কিছু দান থাক মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে, কিন্তু খরচের বারো আনা তাকে যেন বহন করতে দেওয়া হয়। তার জীবন আর-কদিন আর খায়েশ-খোয়াব বা আশাভরসা নেই, এবার দুনিয়ার পাট গুটাতে পারলেই হয়। যা সামান্য টাকা পয়সা আছে তা ধর্মের কাজে ব্যয় করতে পারলে দিলে কিছু শান্তি আসবে।

দিলের শান্তির কথা কেমন যেন শোনায়। আমেনা বিবির ঘটনা সে-দিন মাত্র ঘটল। কানা-ঘুষায় কথাটা এখনো জীবন্ত হয়ে আছে। শুধু জবীন্ত হয়ে নেই, ডালপালা শাখা-প্রশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই থেকে যেন একটা নতুন চেতনাও এসেছে। যাদের ঘরে বাঁজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই। অবশ্য ধর্মের ঘরে গিয়ে কষ্টিপাথরে ঘষলে জানা যায় আসল কথা, কিন্তু সে তো সব সময়ে করা সম্ভব নয়। তাই একটা হিড়িক এসেছে, সংসার থেকে বাঁজা বউদের দূর করার, আর গণ্ডায় গণ্ডায় তারা চালান যাচ্ছে বাপের বাড়ি।

তবু যাহোক, মানুষের দিল বলে একটা বস্তু আছে। দীর্ঘ বসবাসের ফলে মানুষে মানুষে মায়া হয়। তাই পরমাত্মীয়ের কোনো অন্যায় বুকে কঠিনতম আঘাত লাগে। ব্যাপারী আঘাত পেয়েছে। সে আঘাত এখনো শুকায়নি। তাই হয়ত দিলে শান্তি চায়।

মজিদ সভাকে প্রশ্ন করে,

-ভাই সকল, আপনাদের কী মত?

ব্যাপারীকে নিরাশ করবে-এমন কথা কেউ ভাবতে পারে না। কাজেই তার আবেদন মঞ্জুর হয়। মজিদ সুবিচারক। অতএব স্থির হলো, এমনভাবে চাঁদা তোলা হবে যে আধখানা আর আস্তই হোক-একজন লোক অন্তত একটা খরচ যেন বহন করে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সভা ক্ষান্ত হবার আগে একবার আক্কাসের বদখেয়ালের কথা ওঠে। কিন্তু মোদাব্বের মিঞার তখন জোশ এসে গেছে। রেগে উঠে সে বলে যে, ছেলে যদি অমন কথা ফের তোলে তবে সে নিজেই তাকে কেটে দু-টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে।

যতটা সুদৃশ্য করা হবে বলে কল্পনা হয়েছিল ততটা সুদৃশ্য না হলেও একটা পাকা গম্বুজওয়ালা মসজিদ তৈরি হতে থাকে। শহর থেকে মিস্ত্রি কারিগর এসেছে, আর গতর খাটাবার জন্য তৈরি গ্রামের যত দুস্থ লোক। মজিদ সকাল-বিকাল তদারক করে, আর দিন গোনে কবে শেষ হবে।

একদিন সকালে সে মসজিদের দিকে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ মাঠের ধারে ফাল্গুনের পাগলা হাওয়া ছোটে। এত আকস্মিক তার আবির্ভাব যে, ঝকঝকে রোদভাসা আকাশের তলে সে দমকা হাওয়া কেমন বিচিত্র ঠেকে। তা ছাড়া শীতের হাওয়া শূন্য জমাট ভাবের পরে আচমকা এই দমকা হাওয়া হঠাৎ মনের কোনো এক অতল অঞ্চলকে মথিত করে জাগিয়ে তোলে। ধুলো-ওড়ানো মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদের স্মরণ হয় তার জীবনের অতিক্রান্ত দিনগুলোর কথা। কত বছর ধরে সে বসবাস করছে এ-দেশে? দশ, বারো? ঠিক হিসাব নেই। কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট মনে আছে যে, এক নিরাক-পড়া শ্রাবণের দুপুরে সে এসে প্রবেশ করেছিল এই মহব্বতনগর গ্রামে। সে-দিন ছিল ভাগ্যান্বেষী দুস্থ মানুষ, কিন্তু আজ সে জোতজমি সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক। বছরগুলো ভালোই কেটেছে এবং হয়ত ভবিষ্যতেও এমনি কাটবে। এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে-চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।

আজ দমকা হাওয়ার আকস্মিক আগমনে তার মনে ভবিষ্যতের কথাই জাগে এবং তাই সারাদিন মনটা কেমন কেমন করে। লোকদের সঙ্গে আলাপ করে ভাসা-ভাসাভাবে, কইতে কইতে সে সহসা কেমন আনমনা হয়ে যায়।

সারাদিন হাওয়া ছোটে। সন্ধ্যার পরে সে হাওয়া থামে। যেমনি আচমকা তার আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি আচমকা থেমে যায়। দোয়া দুরুদ পড়ছিল মজিদ, এবার নিস্তব্ধতার মধ্যে গলাটা চড়া ও কেমন বিসদৃশ শোনাতে থাকে। একবার কেশে নিয়ে গলা নামিয়ে এধারে ওধারে দেখে অকারণে, তারপর মাছের পিঠের মতো মাজারটার দিকে তাকায়। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে চমকে ওঠে।

রুপালি ঝালরওয়ালা সালু-কাপড়টা এক কোণে উল্টে আছে।

সত্যিই সে চমকে ওঠে। ভেতরটা কিসের ঠক্কর খেয়ে নড়ে ওঠে, স্রোতে ভাসমান নৌকার চড়ে ধাক্কা খাওয়ার মতো ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খায়। কারণ, ঘরের ম্লান আলোয় কবরে সে-অনাবৃত অংশটা মৃত মানুষের খোলা চোখের মতো দেখায়।

কার কবর এটা? যদিও মজিদের সমৃদ্ধির যশ-মান ও আর্থিক সচ্ছলতার মূল কারণ এই কবরটা; কিন্তু সে জানে না কে চির শায়িত এর তলে। যে-কবরের পাশে আজ তার একযুগ ধরে বসবাস এবং যে-কবরের সত্তা সম্পর্কে সে প্রায় অচেতন হয়ে উঠেছিল, সে কবরই ভীত করে তোলে তার মনকে। কবরের কাপড় উল্টানো নগ্ন অংশই হঠাৎ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মৃত লোকটিকে সে চেনে না। এবং চেনে না বলে আজ তার পাশে নিজেকে বিস্ময়করভাবে নিঃসঙ্গ বোধ করে। এ-নিঃসঙ্গতা কালের মতো আদিঅন্তহীন -যার কাছে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ অর্থহীন অপলাপ মাত্র।

সে রাতে রহিমা স্বামীর পা টিপতে টিপতে মজিদের দীর্ঘশ্বাস শোনে। চিরকালের স্বল্পভাষিণী রহিমা কোনো প্রশ্ন করে না, কিন্তু মনে মনে ভাবে।

এক সময়ে মজিদই বলে,

-বিবি, আমাগো যদি পোলাপাইন থাকত!

এমন কথা মজিদ কখনো বলে না তাই সহসা রহিমা কথাটার উত্তর খুঁজে পায় না। তারপর পা টেপা ক্ষণকালের জন্য থামিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘোমটাটা কানের ওপর চড়িয়ে সে আস্তে বলে, - আমার বড় সখ হাসুনিরে পুষ্যি রাখি।

কেমন মোটা-তাজা পোলা।

প্রথমে মজিদ কিছুই বলে না। তারপর বলে,

– নিজের রক্তের না হইলে কী মন ভরে? কথাটা বলে আর মনে মনে একটা কথার মহড়া দেয়। মহড়া দেয়া কথাটা শেষে বলেই ফেলে। বলে, তাছাড়া তার মায়ের জন্মের নাই ঠিক! তারপর তারা অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকে। মজিদের নীরবতা পাথরের মত ভারি। যে-নিঃশব্দতা আজ তার মনে ঘন হয়ে উঠেছে সে-নিঃশব্দতা সত্যিকার, জীবনের মতো তা নিছক বাস্তব এবং বাস্তব কথা হচ্ছে, পুষ্যি ছেলে তো দূরের কথা, রহিমাও সে- নিঃশব্দতাকে দূর করতে পারে না। দূর হবে যদি মনে নেশা ধরে। মজিদের নেশার প্রয়োজন।

ব্যথাবিদীর্ণ কণ্ঠে মজিদ আবার হাহাকার করে ওঠে,

আহা, খোদা যদি আমাগো পোলাপাইন দিত!

মজিদের মনে কিন্তু অন্য কথা ঘোরে। তখন মাজারের অনাবৃত কোণটা মৃত মানুষের চোখের মতো দেখাচ্ছিল। তা দেখে হয়তো তার মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্মরণ হয়েছিল যে, জীবনকে সে উপভোগ করেনি। জীবন উপভোগ না করতে পারলে কিসের ছাই মান-যশ-সম্পত্তি? কার জন্যে শরীরের রক্ত পানি করা, আয়েশ-আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা?

পরদিন সকালে মজিদ যখন কোরান শরীফ পড়ে তখন তার অশান্ত আত্মা সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে। মিহি চিকণ কণ্ঠের ঢালা সুরে। পড়তে পড়তে তার ঠোঁট পিচ্ছিল ও পাতলা হয়ে ওঠে, চোখে আসে এলোমেলো হাওয়ার মতো অস্থিরতা।

বেলা চড়লে তার কোরান পাঠ খতম হয়। উঠানে সে যখন বেরিয়ে আসে তখনো কিন্তু তার ঠোঁট বিড়বিড় করে-তাতে যেন কোরান পাঠের রেশ লেগে আছে।

উঠানের কোণে আওলাঘরের নিচু চালের ওপর রহিমা কদুর বিচি শুকাবার জন্যে বিছিয়ে দিচ্ছিল। সে পেছন ফিরে আছে বলে মজিদ আড়চোখে চেয়ে তাকে দেখে কতক্ষণ। যেন অপরিচিতা কাউকে দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু চোখে আগুন জ্বলে না।

রাতে মজিদ রহিমাকে বলে,

– বিবি, একটা কথা।

শুনবার জন্যে রহিমা পা টেপা বন্ধ করে। তারপর মুখটা তেরছাভাবে ঘুরিয়ে তাকায় স্বামীর পানে।

– বিবি, আমাগো বাড়িটা বড়ই নিরানন্দ। তোমার একটা সাথী আনুম? সাথী মানে সতীন।

সে-কথা বুঝতে রহিমার এক মুহূর্ত দেরি হয় না এবং পলকের মধ্যে কথাটা বোঝে বলে সহসা কোনো উত্তর আসে না মুখে।

রহিমা কে নিরুত্তর দেখে মজিদ প্রশ্ন করে,

– কী কও?

– আপনে যেমুন বোঝেন।

তারপর আর কথা হয় না। রহিমা আবার পা টিপতে থাকে বটে কিন্তু থেকে থেকে তার হাত থেমে যায়। সমস্ত জীবনের নিস্ফলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা এই মুহূর্তে তার কাছে হঠাৎ মস্ত বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু বলবার তার কিছুই নেই।

জ্যৈষ্ঠের কড়া রোদে মাঠ ফাটছে আর লোকদের দেহ দানা-দানা হয়ে গেছে ঘামাচিতে, এমন সময় মসজিদের কাজ শেষ হয় এবং তার কিছু দিনের মধ্যেই মজিদের দ্বিতীয় বিয়ে সম্পন্ন হয় অনাড়ম্বর দ্রুততায়। ঢাকঢোল বাজে না, খানাপিনা মেহমান অতিথির হৈহল্লা হয় না, অত্যন্ত সহজে ব্যাপারটা চুকে যায়।

বউ হয়ে যে মেয়েটি ঘরে আসে সে যেন ঠিক বেড়ালছানা। বিয়ের আগে মজিদ ব্যাপারীকে সংগোপনে বলেছিল যে, ঘরে এমন একটি বউ আনবে যে খোদাকে ভয় করবে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয়, সে খোদাকে কেন সব কিছুকেই ভয় করবে, মানুষ হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।

নতুন বউ-এর নাম জমিলা। জমিলাকে পেয়ে রহিমার মনে শাশুড়ির ভাব জাগে। স্নেহ কোমল চোখে সারাক্ষণ তাকে চেয়ে দেখে, আর যত দেখে তত ভালো লাগে তাকে। আদর যত্ন করে খাওয়ায় দাওয়ায় তাকে। ওদিকে মজিদ ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলায়, আর তার আশপাশ আতরের গন্ধে ভুর ভুর করে।

এক সময় গলায় পুলক জাগিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

– হে নামাজ জানে নি?

রহিমা জমিলার সঙ্গে একবার গোপনে আলাপ করে নেয়। তারপর গলা চড়িয়ে বলে,

– জানে।

– জানলে পড়ে না ক্যান?

জমিলার সঙ্গে আলাপ না করেই রহিমা সরাসরি উত্তর দেয়,

– পড়বো আর কী ধীরে-সুস্থে।

আড়ালে রহিমাকে মজিদ প্রশ্ন করে,

– তোমারে হে মানসম্মান করে নি?

– করে না? খুব করে। একরত্তি মাইয়া, কিন্তু বড় ভালো। চোখ পর্যন্ত তোলে না।

তারা দু'জনেই কিন্তু ভুল করে। কারণ দিন কয়েকের মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে সে ঘোমটা খোলে তারপর মুখ আড়াল করে হাসতে শুরু করে। অবশেষে ধীরে ধীরে তার মুখে কথা ফুটতে থাকে এবং একবার যখন ফোটে তখন দেখা যায় যে, অনেক কথাই সে জানে ও বলতে পারে -এতদিন কেবল তা ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিল।

একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ হঠাৎ শোনে সোনালি মিহি সুন্দর হাসির ঝংকার। শুনে মজিদ চমকিত হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন হাসি সে কখনো শোনেনি। রহিমা জোরে হাসে না। সালু-আবৃত মাজারের আশেপাশে যারা আসে তারাও কোনো দিন হাসে না। অনেক সময় কান্নার রোল ওঠে, কত জীবনের দুঃখ বেদনা বরফ-গলা নদীর মতো হু হু করে ভেসে আসে আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের দমকা হাওয়া জাগে, কিন্তু এখানে হাসির ঝংকার ওঠে না কখনো। গোয়ালঘরের মতো মক্তবে খিটখিটে মেজাজের মৌলবীর সামনে প্রাণহীন তারস্বরে আমসিপারা পড়া হতে শুরু করে অন্ন সংস্থানের জন্য তিক্ততম সংগ্রামের দিনগুলির মধ্যে কোথাও হাসির লেশমাত্র আভাস নেই। তাই কয়েক মুহূর্ত বিমুগ্ধ মানুষের মতো মজিদ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর সামনের লোকটির পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে শক্ত হয়ে যায়। মুখের পেশি টান হয়ে ওঠে, আর কুঁচকে যায় ভুরু

পরে ভেতরে এসে মজিদ বলে,

– কে হাসে অমন কইরা?

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

জমিলা আসার পর আজ প্রথম মজিদের কণ্ঠে রুষ্টতা শোনা যায়। তাই যে-জমিলা মজিদকে ভেতরে আসতে দেখে ওপারে মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছিল লজ্জায়, সে আড়ষ্ট হয়ে যায় ভয়ে। কেউ উত্তর দেয় না।

মজিদ আবার বলে,

– মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না। তোমার হাসিও যানি কেউ হুনে না।

রহিমা এবার ফিসফিস করে বলে, হুনলা নি? আওয়াজ কইরা হাসন নাই।

জমিলা আস্তে মাথা নাড়ে। সে শুনেছে।

একদিন দুপুরে জমিলাকে নিয়ে রহিমা পাটি বুনতে বসে। বাইরে আকাশে শঙ্খচিল ওড়ে, আর অদূরে বেড়ার ওপরে বসে দুটো কাক ডাকাডাকি করে অবিশ্রান্তভাবে।

বুনতে বুনতে জমিলা হঠাৎ হাসতে শুরু করে। মজিদ বাড়িতে নেই, পাশের গ্রামে গেছে এক মরণাপন্ন গৃহস্থকে ঝাড়তে। তবু সভয়ে চমকে উঠে রহিমা বলে,

– জোরে হাইস না বইন, মাইনষে হুনবো।

ওর হাসি কিন্তু থামে না। বরঞ্চ হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বিচিত্রভাবে জীবন্ত সে হাসি, ঝরনার অনাবিল গতির মতো ছন্দময় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা।

আপনা থেকে হাসি যখন থামে তখন জমিলা বলে,

– একটা মজার কথা মনে পড়ল বইলাই হাসলাম বুবু।

হাসি থেমেছে দেখে রহিমা নিশ্চিন্ত হয়। তাই এবার সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

– কী কথা বইন?

– কমু? বলে চোখ তুলে তাকায় জমিলা। সে- চোখ কৌতুকে নাচে।

– কও না।

বলবার আগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে কী যেন ভাবে। তারপর বলে,

– তানি যখন আমারে বিয়া করবার যায় তখন খোদেজা বুবু বেড়ার ফাঁক দিয়া তানারে দেখাইছিল।

– কারে দেখাইছিল?

– আমারে। তয় দেইখা আমি কই, দ্যুত, তুমি আমার লগে মস্করা কর খোদেজা বুবু। কারণ কী আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ। আর-হঠাৎ আবার হাসির একটা গমক আসে, তবু নিজেকে সংযত করে সে বলে-আর, এইখানে তোমারে দেইখা ভাবলাম তুমি বুঝি শাশুড়ি।

কথা শেষ করেছে কী অমনি জমিলা আবার হাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু সে-হাসি থামতে দেরি হলো না। রহিমার হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে সে আচমকা থেমে গেলো।

সারা দুপুর পাটি বোনে, কেউ কোনো কথা কয় না। নীরবতার মধ্যে এক সময়ে জমিলার চোখ ছলছল করে ওঠে, কিসের একটা নিদারুণ অভিমান গলা পর্যন্ত ওঠে ভারী হয়ে থাকে। রহিমার অলক্ষ্যে ছাপিয়ে ওঠা অশ্রুর সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করে জমিলা তারপর কেঁদে ফেলে।

হাসি শুনে রহিমা যেন চমকে উঠেছিল তেমনি চমকে ওঠে তার কান্না শুনে। বিস্মিত হয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে জমিলার পানে। জমিলা কাঁদে আর পাটি বোনে, থেকে থেকে মাথা বেঁকে চোখ-নাক মোছে।

রহিমা আস্তে বলে,

– কাঁদো ক্যান বইন?

জমিলা কিছুই বলে না। পশলাটি কেটে গেলে সে চোখ তুলে তাকায় রহিমার পানে, তারপর হাসে। হেসে সে একটি মিথ্যা কথা বলে।

বলে যে, বাড়ির জন্যে তার প্রাণ জ্বলে। সেখানে একটা নুলা ভাইকে ফেলে এসেছে, তার জন্যে মনটা কাঁদে। বলে না যে, রহিমাকে হঠাৎ গম্ভীর হতে দেখে বুকে অভিমান ঠেলে এসেছিল এবং একবার অভিমান ঠেলে এলে কান্নাটা কী করে আসে সব সময়ে বোঝা যায় না। রহিমা উত্তরে হঠাৎ তাকে বুকে টেনে নেয়, কপালে আস্তে চুমা খায়।

জমিলাই কিন্তু দু'দিনের মধ্যে ভাবিয়ে তোলে মজিদকে। মেয়েটি যেন কেমন! তার মনের হদিশ পাওয়া যায় না। কখন তাতে মেঘ আসে, কখন উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে-পূর্বাহ্নে তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া দুষ্কর। তার মুখ খুলেছে বটে কিন্তু তা রহিমার কাছেই। মজিদের সঙ্গে এখনো সে দুটি কথা মুখ তুলে কয় না। কাজেই তাকে ভালোভাবে জানবারও উপায় নেই।

একদিন সকালে কোত্থেকে মাথায় শনের মতো চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ী মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে দিল। কী তার বিলাপ, কী ধারাল তার অভিযোগ। তার সাতকুলে কেউ নেই, এখন নাকি তার চোখের মণি একমাত্র ছেলে জাদুও মরেছে। তাই সে মাজারে এসেছে খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে।

তার তীক্ষ্ণ বিলাপে সকালটা যেন কাঁচের মতো ভেঙে খানখান হয়ে গেলো মজিদ তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ওর বিলাপ শেষ হয় না, গলার তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র কোমল হয় না। উত্তরে এবার সে কোমরে গোঁজা আনা পাঁচেক পয়সা বের করে মজিদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, -সব দিলাম আমি, সব দিলাম। পোলাটার এইবার জান ফিরাইয়া দেন।

মজিদ আরো বোঝায় তাকে। ছেলে মরেছে, তার জন্য শোক করা উচিত নয়। খোদার যে বেশি পেয়ারের হয় সে আরো জলদি দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে। এবার তার উচিত মৃত ছেলের রূহ-এর জন্যে দোয়া করা; সে যেন বেহেশতে স্থান পায়, তার গুনাহ যেন মাফ হয়ে যায় তার জন্যে দোয়া করা।

কিন্তু এ-সব ভালো নছিহতে কান নেই বুড়ির; শোক আগুন হয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে, তাতে দাউ-দাউ করে পুড়ে মরছে। মজিদ আর কী করে। পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসে। অন্দরে আসতে দেখে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জমিলা, পাথরের মতো মুখ-চোখ। মজিদ থমকে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ তার পানে চেয়ে থাকে, কিন্তু তার হুঁস নেই।

সেই থেকে মেয়েটির কী যেন হয়ে গেলো। দুপুরের আগে মজিদকে নিকটে কোনো এক স্থানে যেতে হয়েছিল, ফিরে এসে দেখে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে গালে হাত চেপে জমিলা মূর্তির মতো বসে আছে, ঝুরে আসা চোখে আশপাশের দিশা নাই।

রহিমা বদনা করে পানি আনে, খড়ম জোড়া রাখে পায়ের কাছে। মুখ ধুতে-ধুতে সজোরে গলা সাফ করে মজিদ তারপর আবার আড়চোখে চেয়ে দেখে জমিলাকে। জমিলার নড়চড় নেই। তার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদ দরজার কাছাকাছি একটা পিঁড়িতে এসে বসে। রহিমার হাত থেকে হুঁকাটা নিয়ে প্রশ্ন করে,

– ওইটার হইছে কী?

রহিমা একবার তাকায় জমিলার পানে। তারপর আঁচল দিয়ে গালের ঘাম মুছে আস্তে বলে,

– মন খারাপ করছে।

ঘন ঘন বার কয়েক হুঁকায় টান দিয়ে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

– কিন্তু... ক্যান খারাপ করছে?

রহিমা সে-কথার জবাব দেয় না। হঠাৎ জমিলার দিকে তাকিয়ে ধমকে ওঠে,

– ওঠ ছেমড়ি, চৌকাঠে ঐ রকম কইরা বসে না।

মজিদ হুঁকা টানে আর নীলাভ ধোঁয়ার হাল্কা পর্দা ভেদ করে তাকায় জমিলার পানে। জমিলা যখন নড়বার কোনো লক্ষণ দেখায় না তখন মজিদের মাথায় ধীরে ধীরে একটা চিনচিনে রাগ চড়তে থাকে। মন খারাপ হয়েছে? সে যদি হতো নানারকম দায়িত্ব ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটানো মস্ত সংসারের কর্ত্রী-তবে না হয় বুঝত মন খারাপের অর্থ। কিন্তু বিবাহিতা একরত্তি মেয়ের আবার ওটা কী ঢং? তাছাড়া মানুষের মন খারাপ হয় এবং তাই নিয়ে ঘর সংসারের কাজ করে, কথা কয়, হাঁটে-চলে। জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুষের মতো হয়ে গেছে।

হঠাৎ মজিদ গর্জন করে ওঠে। বলে, আমার দরজার থিকা উঠবার কও তারে। ও কী ঘরে বালা আনবার চায় নাকি? চায় নাকি আমার সংসার উচ্ছন্নে যাক, মড়ক লাগুক ঘরে?

গর্জন শুনে রহিমার বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। জমিলাও এবার নড়ে। হঠাৎ কেমন অবসন্ন দৃষ্টিতে তাকায় এদিকে, তারপর হঠাৎ উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গোয়াল ঘরের দিকে চলে যায়।

সে-রাতে দূরে ডোমপাড়ায় কিসের উৎসব। সেই সন্ধ্যা থেকে একটানা ভোঁতা উত্তেজনায় ঢোলক বেজে চলেছে। বিছানায় শুয়ে জমিলা এমন আলগোছে নিঃশব্দ হয়ে থাকে, যেন সে বিচিত্র ঢোলকের আওয়াজ শোনে কান পেতে। মজিদও অনেকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে পড়ে থাকে। একবার ভাবে, তাকে জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার, কিন্তু একটু কূল-কিনারাহীন অর্থই প্রশ্নের মধ্যে নিমজ্জিত মনের আভাস পেয়ে মজিদের ভেতরটা এখনো খিটখিটে হয়ে আছে। প্রশ্ন করলে কী একটা অতলতার প্রমাণ পাবে-এই ভয় মনে। মাজারের সান্নিধ্যে বসবাস করার ফলে মজিদ এই দীর্ঘ এক যুগকাল সময়ের মধ্যে বহু ভগ্ন, নির্মমভাবে আঘাত-পাওয়া হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে। তাই আজ সকালে ঐ সাতকুল খাওয়া শনের মতো চুল মাথায় বুড়িটার ছুরির মতো ধারাল তীক্ষ্ণ বিলাপ মজিদের মনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। কিন্তু সে-বিলাপ শোনার পর থেকেই জমিলা যেন কেমন হয়ে গেছে। কেন?

মনে মনে ক্রোধে বিড়বিড় করে মজিদ বলে, যেন তার ভাতার মরছে।

ডোমপাড়ায় অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে; পৃথিবীর মাটিতে অন্ধকারের তলানি গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়। মজিদের ঘুম আসে না। ঘুমের আগে জমিলার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে খানিক আদর করা প্রায় তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়ালেও আজ তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। হয়ত এই মুহূর্তে দুনিয়ার নির্মমতার মধ্যে হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠা জমিলার অন্তর একটু আদরের জন্য, একটু স্নেহ-কোমল সান্ত্বনার জন্য বা মিষ্টি-মধুর আশার কথার জন্য খাঁ-খাঁ করে, কিন্তু মজিদের আজ আদর শুকিয়ে আছে। তার সে-শুষ্ক হৃদয় ঢোলকের একটানা আওয়াজের নিরন্তর খোঁচায় ধিকি ধিকি করে জ্বলে, মানে অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের ছটা জাগে। সে ভাবে, নেশার লোভে কাকে সে ঘরে আনল? যার কচি-কোমল লতার মতো হাল্কা দেহ দেখে আর এক ফালি চাঁদের মতো ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিল-তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে ধীরে?

তারপর কখন মজিদ ঘুমিয়ে পড়েছিল। মধ্যরাতে ঢোলকের আওয়াজ থামলে হঠাৎ নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ভারী হয়ে এল। তারই ভারিত্বে হয়ত চিন্তাক্ষত মজিদের অস্পষ্ট ঘুম ছুটে গেল। ঘুম ভাঙলেই তার একবার আল্লাহু আকবর বলার অভ্যাস। তাই অভ্যাসবশত সে শব্দ দুটো উচ্চারণ করে পাশে ফিরে তাকিয়ে দেখে জমিলা নেই। কয়েক মুহূর্ত সে কিছু বুঝল না, তারপর ধাঁ করে ওঠে বসল। তারপর নিজেকে অপেক্ষাকৃত সংযত করে অকম্পিত হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে কুপিটা ধরালো।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
Download More Book From www.admissionwar.com

পাশের বারান্দার মতো ঘরটায় রহিমা শোয়। সেখানেই রহিমার প্রশস্ত বুকে মুখ গুঁজে জমিলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

পরদিন জমিলার মুখের অন্ধকারটা কেটে যায়। কিন্তু মজিদের কাটে না। সে সারাদিন ভাবে। রাতে রহিমা যখন গোয়াল ঘরে গামলাতে হাত ডুবিয়ে নুনপানি মেশানো ভুষি গোলায় তখন বাইরের ঘর থেকে ফিরবার মুখে মজিদ সেখানে এসে দাঁড়ায়। রহিমার মুখ ঘামে চকচক করে আর ভনভন করে মশায় কাটে তার সারা দেহ। পায়ের আওয়াজে চমকে ওঠে রহিমা দেখে, মজিদ। তারপর আবার মুখ নিচু করে ভুসি গোলায়।

মজিদ একবার কাশে। তারপর বলে,

– জমিলা কই?

ঘুমাইছে বোধ হয়।

জমিলার সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমোবার অভ্যাস। মজিদ বলা-কওয়াতে সে নামাজ পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু প্রায়ই এশার নামাজ পড়া তার হয়ে ওঠে না, এই নিদারুণ ঘুমের জন্য। নামাজ তো দূরের কথা, খাওয়াই হয়ে ওঠে না। যে-রাতে অভুক্ত থাকে তার পরদিন অতি ভোরে ওঠে ঢাকাঢোকা যা বাসি খাবার পায় তাই খায় গবগব করে।

মজিদ এবার চাপা গলায় গর্জে ওঠে,

-ঘুমাইছে? তুমি কাম করবা, হে লাটবিবির মতো খাটে চইড়া ঘুমাইব বুঝি? ক্যান, এত ক্যান? থেমে আবার বলে, নামাজ পড়ছেনি?

নামাজ সে আজ পড়েছে। মগরেবের নামাজের পরেই ঢুলতে শুরু করেছিল, তবু টান হয়ে বসেছিল আধ ঘণ্টার মতো। তারপর কোনো প্রকারে এশার নামাজ সেরেই সোজা বিছানায় গিয়ে ঘুম দিয়েছে। কিন্তু তখন রহিমা পেছনে ছাপড়া দেওয়া ঘরটিতে বসে রান্না করছিল বলে সে-কথা সে জানে না।

-কী জানি, বোধ হয় পড়েছে।

-বোধ হয় বুধ হয় জানি না। খোদার কামে ওইসব ফাইজলামি চলে না।

যাও, গিয়া তারে ঘুম থিকা তোল, তারপর নামাজ পড়বার কও।

রহিমা নিরুত্তরে ভুসি গোলানো শেষ করে। গাইটা নাসারন্ধ্র ডুবিয়ে সোঁ-সোঁ আওয়াজ করে। ভুসি খেতে শুরু করে। কুপির আলোয় চকচক করে তার মস্ত কালো চোখজোড়া। সে-চোখের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রহিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, পেছনে পেছনে যায় মজিদ।

হাত ধুয়ে এসে ঠাণ্ডা সে-হাত দিয়ে জমিলার দেহ স্পর্শ করে। রহিমা যখন ধীরে ধীরে ডাকে তখনো মজিদ পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা অধীরতায় তার চোখ চকচক করে। কিন্তু সে অধীর হলে কী হবে, জমিলার ঘুম কাঠের মতো। সে-ঘুম ভাঙে না। রহিমার গলা চলে, ধাক্কানি জোরালো হয়, কিন্তু সে যেন মরে আছে। এই সময়ে এক কাণ্ড করে মজিদ। হঠাৎ এগিয়ে এসে একহাত দিয়ে রহিমাকে সরিয়ে একটানে জমিলাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেয়। তার শক্ত মুঠির পেষণে মেয়েটির কব্জার কচি হাড় হয়ত মড়মড় করে ওঠে।

আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘরে ডাকাত পড়েছে ভেবে জমিলার চোখ ভীতবিহ্বল হয়ে ওঠে প্রথমে। কিন্তু ক্রমশ শ্রবণশক্তি পরিষ্কার হতে [illegible] এবং সঙ্গে সঙ্গে মজিদের রুষ্ট কথাগুলোর অর্থও পরিষ্কার হতে থাকে কেন তাকে উঠিয়েছে সে-কথা এখন বুঝলেও জমিলা বসেই থাকে, ওঠার নামটি করে না।

সে ল্যাট মেরে বসেই থাকে। হঠাৎ তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে। সে উঠবেও না, কিছু বলবেও না। কোনো কথাই সে বলে না। নামাজ যে পড়েছে, এ-কথাও না।

ক্ষণকালের জন্য মজিদ বুঝতে পারে না কী করবে। মহব্বতনগরে তার দীর্ঘ রাজত্বকালে আপন হোক পর হোক কেউ তার হুকুম এমনভাবে অমান্য করেনি কোনোদিন। আজ তার ঘরের এক রত্তি বউ-যাকে সে সেদিনমাত্র ঘরে এনেছে একটু নেশার ঝোঁক জেগেছিল বলে-সে কিনা তার কথায় কান না দিয়ে অমন নির্বিকারভাবে বসে আছে।

সত্যিই সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। অন্তরে সে-ক্রোধ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে সে-ক্রোধ ফেটে পড়বার পথ না পেয়ে অন্ধ সাপের মতো ঘুরতে থাকে, ফুঁসতে থাকে। তার চেহারা দেখে রহিমার বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে। দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে স্বামীকে সে অনেকবার রাগতে দেখেছে, কিন্তু তার এমন চেহারা সে কখনো দেখেনি। কারণ সচরাচর সে যখন রাগে তখন তার রাগান্বিত মুখে কেমন একটা সমবেদনার, সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের সদিচ্ছার কোমল আভা ছড়িয়ে থাকে। আজ সেখানে নির্ভেজাল নিষ্ঠুর হিংস্রতা।

– ওঠ বইন ওঠ, বহুত হইছে। নামাজ লইয়া কি রাগ করা যায়?

– রাগ? কিসের রাগ? মজিদ আবার গর্জে ওঠে। এই বাড়িতে আহ্লাদের জায়গা নেই। এই বাড়ি তার বাপের বাড়ি না।

তবু জমিলা ঠায় বসে থাকে। সে যেন মূর্তি।

অবশেষে আগ্নেয়গিরির মুখে ছিপি দিয়ে মজিদ সরে যায়। আসলে সে বুঝতে পারে না এরপর কী করবে। হঠাৎ এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, দীর্ঘকাল অন্দরে-বাইরে রাজত্ব করেও যে-সতর্কতার গুণটা হারায়নি, সে-সতর্কতাও সে অবলম্বন করে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত সে ভেবে দেখতে চায়।

যাবার সময় একটি কথা বলে মজিদ,

– ওই দিলে খোদার ভয় নেই। এইটা বড়ই আফসোসের কথা।

অর্থাৎ তার মনে পর্বতপ্রমাণ খোদার ভীতি জাগাতে হবে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত ভে দেখবার সময় সে-লাইনেই মজিদ ভাববে।

পরদিন সকালে কোরান পাঠ খতম করে মজিদ অন্দরে এসে দেখে, দরজার চৌকাঠের ওপর ক্ষুদ্র ঘোলাটে আয়নাটি বসিয়ে জমিলা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সিঁথি কাটছে তেল-জবজবে পাট করা মাথাটি বাইরের কড়া রোদের ঝলক লেগে জ্বলজ্বল করে। মজি যখন পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে তখন জমিলা পিঠটা কেবল টান করে যাবার পথ করে দে তাকায় না তার দিকে।

এ-সময় মজিদ নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক করে। মেছোয়াক করতে করতে ঘরময় ঘোরে, উঠানে পায়চারি করে, পেছনে গাছগাছলার দিকে চেয়ে কী দেখে। দীর্ঘ সম নিয়ে সযত্নে মেছোয়াক করে-দাঁতের আশে-পাশে, ওপরে-নীচে। ঘষতে ঘষতে ঠো পাশে ফেনার মতো থুথু জমে ওঠে। মেছোয়াকের পালা শেষ হলে গামছাটা নিয়ে পুকু গিয়ে দেহ রগড়ে গোসল করে আসে।

একটু পরে একটা নিমের ডাল দাঁতে কামড়ে ধরে জমিলার দেহ ঘেঁষে আবার বেরি আসে মজিদ। আড়চোখে একবার তাকায় বউ-এর পানে। মনে হয়, ঘোলাটে আয়ন নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখে চকচক করে মেয়েটির চোখ। সে-চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভ নেই-মানুষের ভয় তো দূরের কথা।

মেছোয়াক করতে করতে উঠানে চক্কর খায় মজিদ। একসময়ে সশব্দে থুথু ফেলে দ দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজায় পাকা সিঁড়ি নেই। পুকুরঘাটের যেমন থাক থাক ক কাটা নারকেল গাছের গুঁড়ি থাকে, তেমনি একটা গুঁড়ি বসানো। তারই নিচের ধাপে পা রে মজিদ আবার থুথু ফেলে, তারপর বলে,

– রূপ দিয়া কী হইব? মাইনাষের রূপ ক-দিনের? ক-দিনেরই বা জীবন তার?

ক্ষীপ্রগতিতে জমিলা স্বামীর পানে তাকায়। শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণের চোখে মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।

মজিদ বলে চলে,

– তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ। তোমারে কিছু শিক্ষা দেয় নাই অবশ্য তার জন্যে হাশরের দিনে তারাই জবাবদিহি দিব। তোমার দোষ কী?

জমিলা শোনে, কিছু বলে না। মজিদ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলে, কাইল কামটি করছ, তা কী শক্ত গুনার কাম জানোনি, ক্যামনে করলা কামটা? খোদারে কি ড না, দোজখের আগুনরে কী ডরাও না?

জমিলা পূর্ববৎ নীরব। কেবল ধীরে-ধীরে কাঠের মতো শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা।

– তাছাড়া, এই কথা সর্বদা খেয়াল রাখিও যে, যার-তার ঘরে আসো নাই তুমি! এই মাজারপাকের ছায়ায় শীতল, এইখানে তাঁনার রুহের দোয়া মানুষের শান্তি দেয়, সুখ দে তাঁনার দিলে গোসা আসে এমন কাম কোনো দিন করিও না।

তারপর আরেকবার সশব্দে থুথু ফেলে মজিদ পুকুর ঘাটের দিকে রওনা হয়।

জমিলা তেমনি বসে থাকে। ভঙ্গিতে তেমনি সতর্ক, কান খাড়া করে রাখা সশঙ্ক হরিণের মতো। তারপর হঠাৎ একটা কথা সে বোঝে। কাঁচা গোস্তে মুখ দিতে গিয়ে খট করে একটা আওয়াজ শুনে ইঁদুর যা বোঝে, হয়ত তেমনি কিছু একটা বোঝে সে। সে যে খাঁচায় ধরা পড়েছে।

তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। দপ করে জমিলার চোখ জ্বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তা ঠোঁট কেঁপে ওঠে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়, দাউ দাউ করা শিখার মতো সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই শান্ত হয়ে অধিকতর মনোযোগ সহকারে জমিলা সিঁথি কাটতে থাকে।

সেদিন বাদ-মগরেব শিরনি চড়ানো হবে। যে-দিন শিরনি চড়ানো হবে বলে মজিদ ঘোষণা করে সে-দিন সকাল থেকে লোকেরা চাল-ডাল-মসলা পাঠাতে শুরু করে। সে চা ডাল মজিদ ছুঁয়ে দিলে রহিমা তা দিয়ে খিচুড়ি রাঁধে। অন্দরের উঠানে সে-দিন কাটা চুলা ব্যাপারীর বড় বড় ডেকচিতে রান্না হতে থাকে। ওদিকে বাইরে জিকির হয়। জিকিরের প খাওয়া-দাওয়া।

মজিদ পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলে প্রথম চাল-ডাল-মসলা এল ব্যাপারীর বাড়ি থেকে সেই শুরু। তারপর একসের-আধাসের করে নানা বাড়ি থেকে তেমনি চাল-ডাল-মসলা আসতে থাকে। অপরাহ্নের দিকে অন্দরে উঠানে চুলা কাটা হলো। শীঘ্র সে-চুলা গনগনে উঠবে আগুনে।

মগরেবের পর লোকেরা এসে বাইরের ঘরে জমতে লাগল। কে একজন মোমবাতি এনেছে কটা, তাছাড়া আগরবাতিও এনেছে এক গোছা। বিছানো সাদা চাদরের ওপর মজিদ বসলে তার দু'পাশে রাখা হলো দুটো দীর্ঘ মোমবাতি, আর সামনে এক গোছা আগরবাতির জ্বলন্ত কাঠি। কাঠিগুলো এক ভাণ্ড চালের মধ্যে বসানো।

মজিদ আজ লম্বা সাদা আলখেল্লা পরেছে। পিঠ টান করে হাঁটু গেড়ে বসে সেটা গুঁজে দিয়েছে পায়ের নিচে পর্যন্ত। আর মাথায় পড়েছে আধা পাগড়ি, পেছন দিকটায় তার বিঘত খানেক লেজ।

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

যথেষ্ট দোয়া-দরুদ পাঠের পর জিকির শুরু হয়। প্রথমে অতি ধীরে ধীরে প্রশান্ত সমুদ্রের বিলম্বিত ঢেউয়ের মতো। কারণ লোকেরা তখন পরস্পরের নিকট হতে দূরে-দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে। কিন্তু এই যোগশূন্যতার মধ্যে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই তারা ভাসতে শুরু করেছে, উঠতে-নামতে শুরু করেছে।

ঢিমেতেতালা ঢেউয়ের মতো ভাসতে-ভাসতে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে পরস্পরের সন্নিকটে। এ-ধীরগতিশীল অগ্রসর হবার মধ্যে চাঞ্চল্য নেই এখনো, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বও নেই। খোদার অস্তিত্বের মতো তাদের লক্ষ্যের অবস্থান সম্পর্কে একটা নিরুদ্বিগ্ন বিশ্বাস।

সন্ধ্যাটি হাওয়াশূন্য। মোমবাতির শিখা স্থির ও নিষ্কম্প। অদূরে সালুকাপড়ে আবৃত মাছের পিঠের মতো মাজারটি মহাসত্যের প্রতীক স্বরূপ অটুট জমাট পাথরে নীরব, নিশ্চল।

কিন্তু ধীরে-ধীরে এদের গলা চড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে দুনে চলে জিকির। প্রত্যেকে পরস্পরের সন্নিকটে আসতে থাকে, এবং যে-মহাঅগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হবে শীঘ্র তারই ছিটেফোঁটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে ঘনিষ্ঠতার সংঘর্ষণে।

মজিদের চোখ ঝিমিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বারবার দেহ ঝুঁকে আসে। মুখের কথা আধা বুকে বিঁধে যায় আর তার অন্তরখনন গভীরতর হতে থাকে। ভেতর থেকে ক্রমশ বলকে-বলকে একটা অস্পষ্ট বিচিত্র আওয়াজ বেরোয় শুধু। আর কতক্ষণ? পরস্পরের দাহ্য-চেতনা এবার মিলিত হবে-হচ্ছে করছে। একবার হলে মুহূর্তে সমস্ত কিছু মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, দুনিয়ার মোহ আর ঘরবসতির মায়া-মমতা জ্বলে ছারখার হয়ে যাবে।

আওয়াজ বিচিত্রতর হতে থাকে। হু হু হু। আবার: হু হু হু। আবার–

অন্দরে উঠানে মজিদ নিজের হাতে যে-শিরনি চড়িয়ে এসেছে, তার তদারক করার ভার রহিমা-জমিলার ওপর। চাঁদহীন রাতে ঘন অন্ধকারের গায়ে বিরাট চুলা গনগন করে, আর কালো হাওয়া ভালো চালের মিহি-মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করে।

কাজের মধ্যে জমিলা উবু হয়ে বসে হাঁটুতে থুতনি রেখে বড় ডেকচিটাতে বলক-ওঠা চেয়ে চেয়ে দেখে। সাহায্য করতে পাড়ার মেয়েরা যারা এসেছে তারা অশরীরীর মতো নিঃশব্দে ঘুরে-ঘুরে কাজ করে। ধোয়া-পাকলা করে, লাকড়ি ফাড়ে, কিন্তু কথা কয় না কেউ।

বাইরে থেকে ঢেউ আসে জিকিরের। ডেকচিতে বলক-আসা দেখে জমিলা, আর সে-ঢেউয়ের গর্জন কান পেতে শোনে। সে-ঢেউ যখন ক্রমশ একটা অবক্তব্য উত্তাল ঝড়ে পরিণত হয় তখন একসময়ে হঠাৎ কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে জমিলা। সে-ঢেউ তাকে আচম্বিতে এবং অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে। তারপর আঘাতের পর আঘাত আসতে থাকে। একটা সামলিয়ে উঠতে না উঠতে আরেকটা। সে আর কত সহ্য করবে। বালু তীরে যুগযুগ আঘাত পাওয়া শক্ত-কঠিন পাথর তো সে নয়। হঠাৎ দিশেহারা হয়ে সে পিঠ সোজা করে বসে, তারপর বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে এধার-ওধার চেয়ে শেষে রহিমার পানে তাকায়। গনগনে আগুনের পাশে কেমন চওড়া দেখায় তাকে কিন্তু কানের পাশে গোঁজা ঘোমটায় আবৃত মাথাটি নিশ্চল; চোখ তার বাষ্পের মতো ভাসে।

পানিতে ডুবতে থাকা মানুষের মতো মুখ তুলে আবার শরীর দীর্ঘ করে জমিলা থই পায় না কোথাও। শেষে সে রহিমাকে ডাকে,

-বুবু!

রহিমা শোনে কি শোনে না। সে ফিরে তাকায়ও না, উত্তরও দেয় না। এ-দিকে ঢেউয়ের পর আরও ঢেউ আসে, উত্তাল উত্তুঙ্গ ঢেউ। হু হু হু। আবার: হু হু হু। দুনিয়া যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে আছে, আকাশে যেন তারা নেই।

তারপর একটু পরে চিৎকার ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কর দ্রুততায় আসতে থাকা পর্বতপ্রমাণ অজস্র ঢেউ ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়। মুহূর্তে কী যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, মারাত্মক বন্যাকে যেন অবশেষে কারা রুখতে পারে না। এবার ভেসে যাবে জনমানব-ঘরবসতি, মানুষের আশা-ভরসা।

বিদ্যুৎগতিতে জমিলা উঠে দাঁড়ায়। ক্ষীণদেহে বৃদ্ধ বৃক্ষের মতো কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট কণ্ঠে আবার ডাকে।

– বুবু!

এবার রহিমা মুখ তুলে তাকায়। তার চওড়া দেহটি শান্ত দিনের নদীর মতো বিস্তৃত আর নিস্তরঙ্গ। উজ্জ্বল চোখ ঝলমল করছে বটে কিন্তু তাও শান্ত, স্পষ্ট। সে-চোখের দিকে জমিলা তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু অবশেষে কিছু বলে না। তারপর সে দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে উঠান পেরিয়ে বাইরের দিকে।

জিকির করতে করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এ হয়েই থাকে। তবু লোকেরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ হাওয়া করে, কেউ বুকফাটা আওয়াজে হা-হা করে আফসোস করে, কেউ-বা এ-হট্টগোলের সুযোগে মজিদের অবশ পদযুগল মত্ত চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়। কেবল ক্ষয়ে-আসা মোমবাতি দুটো তখনো নিষ্কম্প স্থিরতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

হঠাৎ একটি লোকের নজর বাইরের দিকে যায়। কেন যায় কে জানে, কিন্তু বাইরে গাছতলার দিকে তাকিয়ে সে মুহূর্তে স্থির হয়ে যায়। কে ওখানে? আলিঝালি দেখা যায়, পাতলা একটি মেয়ে, মাথায় ঘোমটা নেই। সে আর দৃষ্টি ফেরায় না। তারপর একে একে অনেকেই দেখে। তবু মেয়েটি নড়ে না। অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘোমটাশূন্য তার মুখটা ঢাকা চাঁদের মতো রহস্যময় মনে হয়।

শীঘ্র মজিদের জ্ঞান হয়। ধীরে ধীরে সে উঠে বসে তারপর চোখে অর্থহীন অবসাদ নিয়ে ঘুরে ঘুরে সবার দিকে তাকায়। একসময়ে সেও দেখে মেয়েটিকে। সে তাকায়, তারপর বিমূঢ় হয়ে যায়। বিমূঢ়তা কাটলে দপ্ করে জ্বলে ওঠে চোখ।

অবশেষে কী করে যেন সরল কণ্ঠে হাসে। সকল দিকে চেয়ে বলে,

– পাগলি ঝিটা। একটু থেমে আবার বলে, নতুন বিবির বাড়ির লোক, তার সঙ্গে আসছে।

তারপর হাততালি দিয়ে উঁচু গলায় মজিদ হাঁকে, এই বিটি ভাগ! ঠোঁটে তখনো হাসির রেখা, কিন্তু সে-দিকে তাকিয়ে চোখ তার দপদপ করে জ্বলে।

হয়ত তার চোখের আগুনের হল্কা লেগেই ঘোর ভাঙে জমিলার। হঠাৎ সে ভেতরের দিকে চলতে থাকে, তারপর শীঘ্র বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আবার জিকির শুরু হয়। কিন্তু কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে, জিকির আর জমে না। লোকেরা মাথা দোলায় বটে কিন্তু থেকে থেকে তাদের দৃষ্টি বিদ্যুৎ-ক্ষিপ্রতায় নিক্ষিপ্ত হয় গাছতলার দিকে। কাঙালের মতো তাদের দৃষ্টি কী যেন হাতড়ায়। মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।

অবশেষে মজিদ মুখ তুলে তাকায়। জিকিরের ধ্বনিও সেই সঙ্গে থামে। ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি দুটো নিষ্কম্পভাবে জ্বলে কিন্তু আগরবাতির কাঠিগুলো চালের মধ্যে কখন গুঁড়িয়ে ভস্ম হয়ে আছে।

কিছু বলার আগে মজিদ একবার কাশে। কেশে একে একে সকলের পানে তাকায়। তারপর বলে,

– ভাই সকল, আমার মালুম হইতেছে কোনো কারণে আপনারা বেচইন আছেন। কী তার কারণ?

কেউ উত্তর দেয় না। কেবল উত্তর শোনার জন্য তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে। কতক্ষণ অপেক্ষা করে মজিদ তারপর বলে,

– আইজ জিকির ক্ষান্ত হইল।

খাওয়া দাওয়া শুরু হয়। অন্যান্য দিন জিকিরের পর লোকেরা প্রচণ্ড ক্ষিধে নিয়ে গোগ্রাসে খিচুড়ি গেলে, আজ কিন্তু তেমন হাত চলে না তাদের। কিসের লজ্জায় সবাই মাথা নিচু করে রেখেছে, আর কেমন বিসদৃশভাবে চুপচাপ।

নিবন্ত চুলার পাশে রহিমা তখনো বসে আছে, পাশে নামিয়ে রাখা খিচুড়ির ডেকচি। বুড়ো আওলাদ আন্দরে-বাইরে আসা-যাওয়া করে। এবার খালি বর্তন নিয়ে আসে ভেতরে।

একটু পরে মজিদও আসে। রহিমা আলগোছে ঘোমটা টেনে সিধা হয়ে বসে। ভাবে, রান্না ভালো হলো কী খারাপ হলো এইবার মতামত জানাবে মজিদ। কাছে এসে মজিদ কিন্তু রান্না সম্পর্কে কোনো কথাই বলে না। কেমন চাপা কর্কশ গলায় প্রশ্ন করে,

– হে কই?

রহিমা চারধারে তাকায়। কোথাও জমিলা নেই। মনে পড়ে, তখন সে যে হঠাৎ ওঠে চলে গেল তারপর আর সে এ-দিকে আসেনি। আস্তে রহিমা বলে,-বোধ হয় ঘুমাইছে।

দাঁত কিড়মিড় করে এবার মজিদ বলে,

– ও যে একদম বাইরে চইলা গেলো, দেখলা না তুমি?

মুহূর্তে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় রহিমা। জমিলা বাইরে গিয়েছিল? কতক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করে,

– হে বাইরে গেছিল?

তখনো দাঁত কিড়মিড় করে মজিদের। উত্তরে শুধু বলে,

– হ!

তারপর হনহনিয়ে ভেতরে চলে যায়।

রহিমা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকে। তার হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে।

পরে সেদিনকার মতো জমিলাকে ডাকতে সাহস হয় না। নিয়ন্ত হুঁকাটা পাশে নামিয়ে রেখে সিঁড়ির কাছাকাছি গুম হয়ে বসে ছিল মজিদ। তার দিকে চেয়ে ভয় হয় যে, ডাকার আওয়াজে সহসা সে জেগে উঠবে, চাপা ক্রোধে হঠাৎ ফেটে পড়বে, নিঃশ্বাসরুদ্ধ করা আশঙ্কার মধ্যে তবু যে-নীরবতা এখনো অক্ষুণ্ণ আছে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তাই উঠানটা পেরুতে গিয়ে সতর্কভাবে হাঁটে রহিমা, নিঃশব্দে আর আলগোছে। কিন্তু এদিকে তার মাথা ঝিমঝিম করে। জমিলার বাইরে যাওয়ার কথা যখনই ভাবে তখনই তার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। মনে মনে কেমন ভীতিও বোধ করে। লতার মতো মেয়েটি যেন এ-সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে। ঘরে সে যেন বালা ডেকে আনবে আর মাজার-পাকের দোয়ায় যে-সংসার গড়ে উঠেছে সে-সংসার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

ওদিক থেকে ফিরে রহিমা সিঁড়ির দিকে এলে মজিদ হঠাৎ ডাকে- বিবি শোনো। তোমার লগে কথা আছে।

সে নিরুত্তর পাশে এসে দাঁড়ালে মজিদ মুখ তুলে তাকায় তার পানে। সংকীর্ণ দাওয়ার ওপর একটি কুপি বসানো। তার আবছা আলো কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রহিমার মুখকে অস্পষ্ট করে তোলে। সে-দিকে তাকিয়ে মজিদের ঠোঁট যেন কেমন থর থর করে কেঁপে ওঠে।

– বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কী বদদোয়া দিছিলানি?

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

শেষোক্ত কথাটা তড়িৎবেগে আহত করে রহিমাকে। তৎক্ষণাৎ সে ক্ষুণ্ন কণ্ঠে উত্তর দেয়,

– তওবা-তওবা, কী যে কন। কিন্তু তারপর তার কথা গুলিয়ে যায়। মুখ তুলে তাকিয়েই থাকে মজিদ। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রহিমা। মুখের একপাশে গাঢ় ছায়া, চোখ দুটো ভেজা মাটির মতো নরম। মুহূর্তের মধ্যে মজিদ উপলব্ধি করে যে, চওড়া ও রঙ-শূন্য নিস্পৃহ মানুষ রহিমা মনে নেশা না জাগালেও তারই ওপর সে নির্ভর করতে পারে। তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল। সে তার ঘরের খুঁটি।

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো নিঃশ্বাস ফেলে জীবনে প্রথম হয়ত কোমল হয়ে এবং নিজের সত্তার কথা ভুলে গিয়ে সে রহিমাকে বলে,

– কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে জানি কুলায় না। তোমারে জিগাই, তুমি কও।

কখনো এমন সহজ সরল পরমাত্মীয়ের মতো কথা মজিদ বলে না। তাই ঝট্ করে রহিমা তার অর্থ বোঝে না। অকারণে মাথায় ঘোমটা টানে, তারপর ঈষৎ চমকে উঠে তাকায় স্বামীর পানে। তাকিয়ে নতুন এক মজিদকে দেখে। তার শীর্ণ মুখের একটি পেশিও এখন সচেতনভাবে টান হয়ে নেই। এতদিনের ঘনিষ্ঠতার ফলেও যে-চোখের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি সে-চোখ এই মুহূর্তে কেমন অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে নির্ভেজাল হৃদয় নিয়ে যেন তাকিয়ে আছে। দেখে একটা অভূতপূর্ব ব্যথাবিদীর্ণ আনন্দভাব ছেয়ে আসে রহিমার মনে, তারপর পুলক শিহরণে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। সে পুলক শিহরণের অজস্র ঢেউয়ের মধ্যে জমিলার মুখ তলিয়ে যায়, তারপর ডুবে যায় চোখের আড়ালে।

হঠাৎ ঝাপটা দিয়ে রহিমা বলে,

– কী কমু? মাইয়াডা জানি কেমুন। পাগলি। তা আপনে এলেমদার মানুষ। দোয়াপানি দিলে ঠিক হইয়া যাইবনি সব।

পরদিন থেকে শিক্ষা শুরু হয় জমিলার। ঘুম থেকে উঠে বাসি খিচুড়ি গোগ্রাসে গিলে খেয়ে সে উঠানে নেমেছে এমন সময় মজিদ ফিরে আসে বাইরে থেকে। এ-সময়ে সে বাইরেই থাকে। ফজরের নামাজ পড়েই সোজা ভেতরে চলে এসেছে।

মজিদের মুখ গম্ভীর। ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে জমিলাকে ডেকে বলে, কাইল তুমি আমার বে-ইজ্জত করছ! খালি তা না, তুমি তাঁনারে নারাজ করছ। আমার দিলে বড় ডর উপস্থিত হইছে। আমার উপর তাঁনার এৎবার না থাকলে আমার সর্বনাশ হইব। একটু থেমে মজিদ আবার বলে, -আমার দয়ার শরীল। অন্য কেউ হইলে তোমারে দুই লাথি দিয়ে বাপের বাড়িত পাঠাইয়া দিত। আমি দেখলাম, তোমার শিক্ষা হয় নাই, তোমারে শিক্ষা দেওন দরকার। তুমি আমার বিবি হইলে কী হইবো, তুমি নাজুক শিশু।

জমিলা আগাগোড়া মাথা নিচু করে শোনে। তাঁর চোখের পাতাটি পর্যন্ত একবার নড়ে না। তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মজিদ একটু রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করে,

-হুনছ নি কী কইলাম?

কোনো উত্তর আসে না জমিলার কাছ থেকে। তাঁর নির্বাক মুখের পানে কতক্ষণ চেয়ে থেকে মজিদের মাথায় সেই চিনচিনে রাগটা চড়তে থাকে। কণ্ঠস্বর আরও রুক্ষ করে সে বলে,

-দেখ বিবি, আমারে রাগাইও না। কাইল যে কামটা করছ তার পরেও আমি চুপচাপ আছি এই কারণে যে, আমার শরীলটা বড়ই দয়ার। কিন্তু বাড়াবাড়ি করিও না কইয়া দিলাম।

কোনো উত্তর পাবে না জেনেও আবার কতক্ষণ চুপ করে থাকে মজিদ। তারপর ক্রোধ সংযত করে বলে,

-তুমি আইজ রাইতে তারাবি নামাজ পড়বা। তারপর মাজারে গিয়া তানার কাছে মাফ চাইবা। তানার নাম মোদাচ্ছের। কাপড়ে ঢাকা মানুষেরে কোরানের ভাষায় কয় মোদাচ্ছের। সালুকাপড়ে ঢাকা মাজারের তলে কিন্তু তানি ঘুমাইয়া নাই। তিনি সব জানেন, সব দেখেন।

তারপর মজিদ একটা গল্প বলে। বলে যে, একবার রাতে এশার নামাজের পর সে গেছে মাজার-ঘরে। কখন তার অজু ভেঙে গিয়েছিল খেয়াল করেনি। মাজার-ঘরে পা দিতেই হঠাৎ কেমন একটি আওয়াজ কানে এল তার, যেন দূর জঙ্গলে শত-সহস্র সিংহ একযোগে গর্জন করছে। বাইরে কী একটা আওয়াজ হচ্ছে ভেবে সে ঘর ছেড়ে সে বেরুতেই মুহূর্তে সে-আওয়াজ থেমে গেল। বড় বিস্মিত হলো সে, ব্যাপারটার আগামাথা না বুঝে কতক্ষণ হতভম্বের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলো। একটু পরে সে যখন ফের প্রবেশ করল মাজার-ঘরে তখন শোনে আবার সেই শত-সহস্র সিংহের ভয়াবহ গর্জন। কী গর্জন, শুনে রক্ত তার পানি হয়ে গেল ভয়ে। আবার বাইরে গেল, আবার এল ভেতরে। প্রত্যেকবারই একই ব্যাপার। শেষে কী করে খেয়াল হলো যে, অজু নেই তার, নাপাক শরীরে পাক মাজার-ঘরে সে ঢুকেছে। ছুটে গিয়ে মজিদ তালাবে অজু বানিয়ে এল। এবার যখন সে মাজার-ঘরে এল তখন আর কোনো আওয়াজ নেই। সে-রাতে দরগার কোলে বসে অনেক অশ্রু বিসর্জন করল মজিদ।

গল্পটা মিথ্যা। এবং সজ্ঞানে ও সুস্থদেহে মিথ্যা কথা বলেছে বলে মনে-মনে তওবা কাটে মজিদ। যা-হোক, জমিলার মুখের দিকে চেয়ে মজিদের মনের আফসোস ঘোচে। যে অত কথাতেও একবার মুখ তুলে তাকায়নি সে মাজার-পাকের গল্পটা শুনে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তার পানে। চোখে কেমন ভীতির ছায়া। বাইরে অটুট গাম্ভীর্য বজায় রাখলেও মনে মনে মজিদ কিছুটা খুশি না হয়ে পারে না। সে বোঝে, তার শ্রম সার্থক হবে, তার ... ব্যর্থ হবে না।

– তয় তুমি আইজ রাইতে নামাজ পড়বা তারাবির, আর পরে তানার কাছে মাফ চাইবা।

জমিলা ততক্ষণে চোখ নামিয়ে ফেলেছে। কথার কোনো উত্তর দেয় না।

তারাবিই হোক আর যাই হোক, সে-রাতে দীর্ঘকাল সময় জমিলা জায়নামাজে ... বসা করে। ঘরসংসারের কাজ শেষ করে রহিমা যখন ভেতরে আসে তখনো তার না... শেষ হয়নি দেখে মন তার খুশিতে ভরে ওঠে। ওঘরে মজিদ হুঁকায় দম দেয়। আওয়াজ ... মনে হয় তার ভেতরটাও কেমন তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। রহিমা অজু বানিয়ে এসেছে, ... এবার নামাজটা সেরে নেয়। তারপর পা টিপতে হবে কিনা এ-কথা জানার অজুহাতে মজিদের কাছে গিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে মনের খুশির কথা প্রকাশ করে। উত্তরে মজিদ ঘন ঘন হুঁকায় টান মারে আর চোখটা পিটপিট করে আত্মসচেতনতায়।

রহিমা কিছুক্ষণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর পা টেপে। হাড়সম্বল কালো কঠিন পা... মৃতের মতো শীতল শুষ্ক তার চামড়া। কিন্তু গভীর ভক্তিভরে সে-পা টেপে রহিমা, ... হাড়ের মধ্যে যে-ব্যথার রস টনটন করে, তার আরাম করে।

সুখভোগ নীরবেই করে মজিদ। হুঁকায় তেজ কমে এসেছে, তবু টেনে চলে। ... ওধারে। নীরবতার মধ্যে ওঘর হতে থেকে থেকে কাঁচের চুড়ির মৃদু ঝঙ্কার ভেসে আসে। ... কান পেতে শোনে সে ঝংকার।

সময় কাটে। রাত গভীর হয়ে ওঠে বাঁশঝাড়ে, গাছের পাতায় আর মাঠে-ঘাটে। একসময়ে রহিমা আস্তে উঠে চলে যায়। মজিদের চোখেও একটু তন্দ্রার মতো ভাব নামে। একটু পরে সহসা জেগে উঠে সে কান খাড়া করে। ওধারে পরিপূর্ণ নীরবতা : সে-নীরবতার গায়ে আর চুড়ির চিকন আওয়াজ নেই।

ধীরে ধীরে মজিদ ওঠে। ওঘরে গিয়ে দেখে, জায়নামাজের ওপর জমিলা সেজদা দি... আছে। এখুনি উঠবে-এই অপেক্ষায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ। জমিলা কিন্তু ওঠে না।

ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না মজিদের। নামাজ পড়তে পড়তে সেজদা... গিয়ে হঠাৎ সে ঘুমিয়ে পড়েছে। দস্যুর মতো আচমকা এসেছে সে-ঘুম, এক পলকের মধ্যে কাবু করে ফেলেছে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ, বোঝে না কী করবে। তারপর সহসা আবার সে-চিনচিনে ক্রোধ তার মাথাকে উত্তপ্ত করতে থাকে। নামাজ পড়তে পড়তে যার ঘু... এসেছে তার মনে ভয় নেই এ-কথা স্পষ্ট। মনে নিদারুণ ভয় থাকলে মানুষের ঘুম আসতে পারে... কখনো। এবং এত করেও যার মনে ভয় হয় নাই, তাকেই এবার ভয় হয় মজিদের।

হঠাৎ দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে সেদিনকার মতো এক হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মে... বসিয়ে দেয় জমিলাকে। জমিলা চমকে উঠে তাকায় মজিদের পানে। প্রথমে চোখে ... ভীতি, তারপর সে-চোখ কালো হয়ে আসে।

মজিদ গোঁ গোঁ করে ক্রোধে। রাতের নীরবতা এত ভারী যে, গলা ছেড়ে চিৎকার করতে সাহস হয় না, কিন্তু একটা চাপা গর্জন নিঃসৃত হয় তার মুখ দিয়ে। যেন দূর আকা... মেঘ গর্জন করে গড়ায়, গড়ায়।

– তোমার এত দুঃসাহস? তুমি জায়নামাজে ঘুমাইছ? তোমার দিলে একটু ভয়ডর হইব না?

জমিলা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। ভয়ে নয়, ক্রোধে। গোলমাল ... রহিমা পাশের বিছানা থেকে উঠে এসেছিল, সে জমিলার কাঁপুনি দেখে ভাবলে দুরন্ত ... বুঝি পেয়েছে মেয়েটার। কিন্তু গর্জন করছে মজিদ, গর্জন করছে খোদা তা'লার ন্যায়... তার নাখোশ দিল। মজিদের ক্রোধ তো তাঁরই বিদ্যুৎছটা, তাঁরই ক্রোধের ইঙ্গিত। কী ... বলবে রহিমা। নিদারুণ ভয়ে সেও অসাড় হয়ে যায়। তবে জমিলার মতো কাঁপে না।

বাক্যবাণ নিষ্ফল দেখে আরেকটা হ্যাঁচকা টান দেয় মজিদ। শোয়া থেকে আচম... একটা টানে যে উঠে বসেছিল, তাকে তেমনি একটা টান দিয়ে দাঁড় করাতে বেগ পেতে হ... না। বরঞ্চ কিছু বুঝে উঠবার আগেই জমিলা সুস্থির হয়ে দাঁড়াল, এবং কাঁপতে থাকা ঠোঁট... উপেক্ষা করে শান্ত দৃষ্টিতে একবার নিজের ডান হাতের কব্জির পানে তাকাল। হয়ত ব্য... পেয়েছে। কিন্তু ব্যথার স্থান শুধু দেখল। তাতে হাত বুলাল না। বুলাবার ইচ্ছে থাকলে... অবসর পেল না। কারণ আরেকটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মজিদ তাকে নিয়ে চললে বাইরের দিকে।

উঠানটা তখনো পেরোয়নি, বিভ্রান্ত জমিলা হঠাৎ বুঝলে, কোথায় সে যাচ্ছে। মজি... তাকে মাজারে নিয়ে যাচ্ছে। তারাবির নামাজ পড়ে মাজারে গিয়ে মাফ চাইতে হবে সে-কথা মজিদ আগেই বলেছিল, এবং সেই থেকে একটা ভয়ও উঠেছিল জমিলার মনে। মাজারের ত্রিসীমানায় আজ পর্যন্ত ঘেঁষেনি সে। সকালে আজ মজিদ যে-গল্পটা বলেছিল, তারপর থেকে মাজারের প্রতি ভয়টা আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

মাঝ-উঠানে হঠাৎ বেঁকে বসল জমিলা। মজিদের টানে স্রোতে-ভাসা তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যাচ্ছিল, এখন সে সমস্ত শক্তি সংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্টি হতে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও হাত যখন ছাড়াতে পারল না তখন সে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ সিধা হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করল।

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পেছনে পেছনে রহিমা আসছিল কম্পিত বুক নিয়ে। আবছা অন্ধকারে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারল না; এও বুঝল না মজিদ অমন বজ্রাহত মানুষের মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন। কিছু না বুঝে সে বুকের কাছে আঁচল শক্ত করে ধরে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মজিদ সত্যি বজ্রাহত হয়েছে। জমিলা এমন একটি কাজ করেছে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কেউ করতে পারে। যার কথায় গ্রাম ওঠে-বসে, যার নির্দেশে খালেক ব্যাপারীর মতো প্রতিপত্তিশালী লোকও বউ তালাক দেয় দ্বিরুক্তি মাত্র না করে, যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, তার প্রতি এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ দেখাতে পারে সে-কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে মজিদ রহিমার পানে তাকাল। তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় বলল,

– হে আমার মুখে থুথু দিল!

একটু পরে অন্ধকার থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল রহিমা,

– কী করলা বইন তুমি, কী করলা!

তার আর্তনাদে কী ছিল কে জানে, কিন্তু ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকা জমিলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো মনে-প্রাণে। কী একটা গভীর অন্যায়ের তীব্রতায় খোদার আরশ পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠেছে।

মজিদ রহিমার চিৎকার শুনলো কী শুনলো না, কিন্তু ওধারে তাকালো না, কোনো কথাও বলল না। আরও কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ হাতকাটা ফতুয়ার নিম্নাংশ দিয়ে মুখটা মুছে ফেলল। ইতিমধ্যে তার ডান হাতের বজ্রকঠিন মুঠোর মধ্যে জমিলার হাতটি ঢিলা হয়ে গেছে; সে-হাত ছাড়িয়ে নেবার আর চেষ্টা নেই, বন্দি হয়ে আছে বলে প্রতিবাদ নেই। তার হাতের লইট্টা মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম ভাব দেখে মজিদ অসতর্ক হবার কোনো কারণ দেখলে না; সে নিজের বজ্রমুষ্টিকে আরও কঠিনতর করে তুলল। তারপর হঠাৎ দু-পা এগিয়ে এসে এক নিমেষে তাকে পাঁজাকোল করে শূন্যে তুলে আবার দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল বাইরের দিকে। ভেবেছিল, হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি করবে জমিলা, কিন্তু তার ক্ষুদ্র অপরিণত দেহটা নেতিয়ে পড়ে থাকল মজিদের অর্ধচক্রাকারে প্রসারিত দুই বাহুতে। এত নরম তার দেহের ঘনিষ্ঠতা যে তারার ঝলকানির মতো এক মুহূর্তের জন্য মজিদের মনে ঝলকে ওঠে একটা আকুলতা; তা তাকে তার বুকের মধ্যে ফুলের মতো নিষ্পেষিত করে ফেলবার। কিন্তু সে-ক্ষুদ্র লতার মতো মেয়েটির প্রতিই ভয়টা দুর্দান্ত হয়ে উঠল। এবারেও সে অসতর্ক হলো না। এখন গা-ঢেলে নিস্তেজ হয়ে থাকলে কী হবে বিষাক্ত সাপকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।

জমিলাকে সোজা মাজার-ঘরে নিয়ে ধপাস করে তার পাদপ্রান্তে বসিয়ে দিলো মজিদ। ঘর অন্ধকার। বাইরে থেকে আকাশের যে অতি ম্লান আলো আসে তা মাজার-ঘরের দরজাটিকেই কেবল রেখায়িত করে রাখে, এখানে সে আলো পৌঁছায় না। এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অন্ধকার; সে-অন্ধকারে সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই, মানুষের কুপি-লণ্ঠন বা চকমকির পাথর নেই। খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটা ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে। কিন্তু সে দেখে না কিছু। কেবল মনে হয়, চোখের সামনে অন্ধকারই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়েছে।

তারপর হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ও দুরন্ত বাতাসের মতো বিভিন্ন সুরে মজিদ দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে। বাইরে আকাশ নীরব, কিন্তু ওর কণ্ঠে জেগে ওঠে দুনিয়ার যত অশান্তি আর মরণভীতি, সর্বনাশা ধ্বংস থেকে বাঁচবার তীব্র ব্যাকুলতা।

মজিদের কণ্ঠের ঝড় থামে না। জমিলা স্তব্ধ হয়ে বসে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে, মাছের পিঠের মতো একটা ঘনবর্ণ স্তূপ রেখায়িত হয়ে ওঠে সামনে। মাজারের অস্পষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে জমিলার ভীত-চঞ্চল মনটা কিছু স্থির হয়ে এসেছে– এমনি সময়ে বুক ফাটা কণ্ঠে মজিদ হো হো করে উঠল। তার দুঃখের তীক্ষ্ণতার সে কী ধার। অন্ধকারকে যেন চিড়চিড় করে দুফাঁক করে দিল। সভয়ে চমকে উঠে জমিলা তাকাল স্বামীর পানে। মজিদের কণ্ঠে তখন আবার দোয়া-দরুদের ঝড় জেগেছে, আর ঝড়ের মুখে পড়া ক্ষুদ্রপল্লবের মতো ঘূর্ণায়মান, তার অশান্ত উদ্ভ্রান্ত চোখ।

একটু পরে হঠাৎ জমিলা আর্তনাদ করে উঠল। আওয়াজটা জোরাল নয়, কারণ একটা প্রচণ্ড ভীতি তার গলা দিয়ে যেন আস্ত হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর সে চুপ করে গেলো। কিন্তু ঝড়ের শেষ নেই। ওঠা-নামা আছে, দিক পরিবর্তন আছে, শেষ নেই। এবং শেষ নেই বলে মানুষের আশ্বাসের ভরসা নেই।

ধাঁ করে জমিলা উঠে দাঁড়াল। কিন্তু মজিদও ক্ষিপ্রভাবে উঠে দাঁড়াল। জমিলা দেখল পথ বন্ধ। যে-ঝড়ের উদ্দামতার জন্য নিঃশ্বাস ফেলবার যো নেই; সে-ঝড়ের আঘাতেই ডালপালা ভেঙে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। একটু দূরে খোলা দরজা, তারপর অন্ধকার আর তারাময় আকাশের অসীমতা। এইটুকুন পথ পেরোবার উপায় নেই।

জমিলাকে বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দোয়া-দরুদ পড়া বন্ধ করে মজিদ। এই সময় সে বলে,

– দেখ আমি যেইভাবে বলি সেইভাবে কর। আমার হাত হইতে দুষ্ট আত্মা, ভূত-প্রেতও রক্ষা পায় নাই। এই দুনিয়ার মানুষরা যেমন আমারে ভয় করে শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয় করে, শ্রদ্ধা করে অন্য দুনিয়ার জিন-পরীরা। আমার মনে হইতেছে, তোমার ওপর কারও আছর আছে। না নইলে মাজারপাকের কোলে বইসাও তোমার চোখে এখনো পানি আইল না কেন, কেন তোমার দিলে একটু পাশোনির ভাব জাগল না? কেনই-বা মাজারপাক তোমার কাছে আগুনের মতো অসহ্য লাগতাছে?

এই বলে সে একটা দড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা খুঁটির সঙ্গে জমিলার কোমড় বাঁধল। মাঝখানের দড়িটা ঢিলা রাখল, যাতে সে মাজারের পাশেই বসে থাকতে পারে। তারপর ভয়ে অসাড় হয়ে যাওয়া জমিলার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,

– তোমার জন্য আমার মায়া হয়। তোমারে কষ্ট দিতেছি তার জন্য দিলে কষ্ট হইতেছে। কিন্তু মানুষের ফোঁড়া হইলে সে-ফোঁড়া ধারাল ছুরি দিয়া কাটতে হয়, জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়, চোখে মরিচ দিতে হয়। কিন্তু তোমারে আমি এই সব করুম না। কারণ মাজারপাকের কাছে রাতের এক প্রহর থাকলে যতই নাছোড়বান্দা দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পালাইব। কাইল তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে, মনে আর শয়তানি নাই।

মনে মনে মজিদ আশঙ্কা করেছিল, জমিলা হঠাৎ তারস্বরে কাঁদতে শুরু করবে। কিন্তু আশ্চর্য, জমিলা কাঁদলও না, কিছু বললও না, দরজার পানে তাকিয়ে মূর্তির মতো বসে রইল। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে গলা উঁচিয়ে বলল,

– ঝাঁপটা দিয়া গেলাম। কিন্তু তুমি চুপ কইরা থাইক না। দোয়া-দরুদ পড়, খোদার কাছে আর তানার কাছে মাফ চাও।

তারপর সে ঝাঁপ দিয়ে চলে গেল।

ভেতরে বেড়ার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে রহিমা। মজিদকে দেখে সে অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

– হে কই?

– মাজারে। ওর ওপর আছর আছে। মাজারে কিছুক্ষণ থাকলে বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পালাইবো হে-জিন।

– ও ভয় পাইবো না?

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মজিদ। বিস্মিত হয়ে বললে,

– কি যে কও তুমি বিবি? মাজারপাকের কাছে থাকলে কিসের ভয়? ভয় যদি কেউ পায় তা ওই দুষ্ট জিনটাই পাইব, যে আমার মুখে পর্যন্ত থুথু দিছে।

কথাটা মনে হতেই দাঁত কড়মড় করে উঠল মজিদের। দম খিঁচে ক্রোধ সংবরণ করে সে আবার বললে,

– তুমি ঘরে গিয়া শোও বিবি।

রহিমা ঘরে চলে গেলো। গিয়ে ঘুমাল কী জেগে রইল তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন বোধ করল না মজিদ। মধ্যরাতের স্তব্ধতার মধ্যে সে ভেতরের ঘরের দাওয়ার ওপর চুপচাপ বসে রইল। যে-কোনো মুহূর্তে বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা যাবে -এই আশায় সে নিজের শ্বসনকে নিঃশব্দ-প্রায় করে তুলল। কিন্তু ওধারে কোনো আওয়াজ নেই। থেকে থেকে দূরে প্যাঁচা ডেকে উঠছে, আরও দূরে কোথাও একটা দীর্ঘ গাছের আশ্রয়ে শকুনের বাচ্চা নবজাত মানবশিশুর মতো অবিশ্রান্ত কেঁদে চলেছে, অন্ধকারের মধ্যে একটা বাদুর থেকে থেকে পাক খেয়ে যাচ্ছে। রাতটা গুমোট মেরে আছে, গাছের পাতার নড়চড় নেই। বাইরে বসেও মজিদের কপালে ঘাম জমছে বিন্দু বিন্দু।

সময় কাটে, ওধারে তবু কোনো আওয়াজ নেই। মুমূর্ষু রোগীর পাশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় অনাত্মীয় সুহৃদ লোক যেমন নিশ্চল হয়ে বসে থাকে, তেমনি বসে থাকে মজিদ, গাছের পাতার মতো তারও নড়চড় নাই।

আরও সময় কাটে। এক সময় মজিদ বয়সের দোষে বসে থেকেই একটু আলগোছে ঝিমিয়ে নেয়, তারপর দূর আকাশে মেঘগর্জন শুনে চমকে উঠে চোখ মেলে তাকায় দিগন্তের দিকে। যে-রাত সেখানে এখন অপেক্ষাকৃত তরল হয়ে আসার কথা সেখানে ঘনীভূত মেঘস্তূপ। থেকে থেকে বিজলি চমকায়, আর শীঘ্র ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া বয়ে আসতে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। দেহের আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসে মজিদ, মুখে পালকস্পর্শের মতো সে-শিরশিরে শীতল হাওয়া বেশ লাগে এবং সেই আরামে কয়েক মুহূর্ত চোখও বোজে সে। কিন্তু কান খাড়া হয়ে ওঠার সাথে সাথে চোখটাও তার খুলে যায়। সে দেখে না কিছু, শোনেও না কিছু। মেঘ দেখা সারা, এবার সে শুনতে চায়। কিন্তু ওধারে এখনো প্রগাঢ় নীরবতা।

আর কতক্ষণ! নড়েচড়ে ভাবে মজিদ, তারপর নিরলস দৃষ্টি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে থাকা ঘনকালো মেঘের পানে তাকিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে রহিমা একবার ছায়ার মতো এসে ঘুরে যায়। ওর দিকে মজিদ তাকায়ও না একবার, না ঘুমিয়ে অত রাতে সে কেন ঘুরছে-ফিরছে এ-কথা জিজ্ঞাসা করবারও কোনো তাগিদ বোধ করে না। তার মনে যেন কোনো প্রশ্ন নেই, নেই অস্থিরতা, অপেক্ষা থাকলেও এবং সে অপেক্ষা যুগ ব্যাপী দীর্ঘ হলেও কোনো উদ্বেগ আসবে না। কিছু দেখবার নেই বলেই যেন সে বসে বসে মেঘ দেখে।

মেঘগর্জন নিকটতর হয়। এবার যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন সারা দুনিয়া ঝলসে উঠে সাদা হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত অত্যুজ্জ্বল আলোর মধ্যে নিজেকে উলঙ্গ বোধ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

হলেও মজিদ চিরে দু'ফাঁক হয়ে যাওয়া আকাশ দেখে এ-মাথা থেকে সে-মাথা, তারপর প্যাঁচার মতো মুখ গোমড়া করে তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের পানে। সে অন্ধকারেও তবু চোখ পিটপিট করে, আশায় আর আকাঙ্ক্ষায়। সে-আশা-আকাঙ্ক্ষা অবসর উপভোগীর অলস বিলাস মাত্র। চোখ তার পিটপিট করে আর পুনর্বার বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় থাকে। খোদার কুদরত, প্রকৃতির লীলা দেখবার জন্যই যেন সে বসে আছে ঘুম না গিয়ে, আরাম না করে। হয়-ত-বা সে এবাদত করে। এবাদতের রকমের শেষ নেই। প্রকৃতির লীলা চেয়ে চেয়ে দেখাও একরকম এবাদত।

আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় আকাশ অনেকক্ষণ থমথম করে। রাতও কাটি-কাটি করে কাটে না, পাড়াগাঁয়ের থিয়েটারের যবনিকার মতো সময় পেরিয়ে গেলেও রাত্রির যবনিকা ওঠে না। প্রকৃতি-অবলোকনের এবাদতই যদি করে থাকে মজিদ তবে ঈষৎ বিরক্তি ধরে যেন, কারণ ভ্রূর কাছটা একটু কুঁচকে যায়।

তারপর হঠাৎ ঝড় আসে। দেখতে না দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে যায় ঘনকালো মেঘে, তীব্র হাওয়ার ঝাঁপটায় গাছপালা গোঙায়, থরথর করে কাঁপে মানুষের বাড়িঘর। মজিদ ওঠে আসে ভেতরে। ভাবে, ঝড় থামুক। কারণ আর দেরি নয়, ওধারে মেঘের আড়ালে প্রভাত হয়েছে। সুবেহ্ সাদেক। নির্মল, অতি পবিত্র তার বিকাশ। যে রাতে অসংখ্য দুষ্ট আত্মারা ঘুরে বেড়ায় সে-রাতের শেষ; নতুন দিনের শুরু। মজিদের কণ্ঠে গানের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে পাঁচ পদের ছুরা আল-ফালাক। সন্ধ্যার আকাশে অস্তগামী সূর্য দ্বারা ছড়ানো লাল আভাকে যে কুৎসিত ভয়াবহ অন্ধকার মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সে-অন্ধকারের শয়তানি থেকে আমি আশ্রয় চাই, চাই তোমারই কাছে হে খোদা, হে প্রভাতের মালিক। আমি বাঁচতে চাই যত অন্যায় থেকে, শয়তানের মায়াজাল থেকে আর যত দুর্বলতা থেকে, হে দিনাদির অধিকারী।

এদিকে প্রভাতের বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না। ঝড়ের পরে আসে জোরালো বৃষ্টি। অসংখ্য তীরের ফলার মতো সে–বৃষ্টি বিদ্ধ করে মাটিকে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আসে শিলাবৃষ্টি। মজিদের ঢেউ-তোলা টিনের ছাদে যখন পথভ্রষ্ট উল্কার মতো প্রথম শিলাটি এসে পড়ে তখন হঠাৎ মজিদ সোজা হয়ে উঠে বসে, কান তার খাড়া হয়ে ওঠে বিপদসঙ্কেত শুনে। শীঘ্র অজস্র শিলাবৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

তড়িৎবেগে মজিদ উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে তার মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে। দু'পা এগিয়ে ওধারে তাকিয়ে সে বলে, বিবি, শিলা বৃষ্টি শুরু হইছে!

পরিষ্কার প্রভাতের অপেক্ষায় রহিমা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে ছিল। সে কোনো উত্তর দেয় না। মজিদ আরেকটু এগিয়ে যায়, তারপর আবার উৎকণ্ঠিত গলায় বলে,

– বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে!

রহিমা এবারও উত্তর দেয় না। তার আবছা চোখের পানে চেয়ে মনে হয়, সে-চোখ যেন জমিলার সে-দিনকার চোখের মতো হয়ে উঠেছে-যে-দিন সাতকুল খাওয়া খ্যাংটা বুড়ি এসে আর্তনাদ করেছিল।

এদিকে আকাশ থেকে ঝরতে থাকে পাথরের মতো খণ্ডখণ্ড বরফের অজস্র টুকরো, হয় জমা বৃষ্টিপাত। দিনের বেলা হলে বাছুরগুলো দিশেহারা হয়ে ছুটত, এক-আধটা হয়ত আঘাত খেয়ে শুয়েও পড়ত, কাদের মিঞার পেটওয়ালা ছাগলটা ডাকতে ডাকতে হয়রান হতো। বউরা আসত বেরিয়ে, ছেলেরা ছুটত বাইরে, লুফে লুফে খেত খোদার ঢিল। কারণ শয়তানকে তাড়াবার জন্যই তো শিলা ছোঁড়ে খোদা।

ছেলে-ছোকরারা আনন্দ করলেও বয়স্ক মানুষের মুখ কালো হয়ে আসে- তা দিন-রাতের যখনই শিলাবৃষ্টি হোক না কেন। কারণ মাঠে–মাঠে নধর–কচি ধান ধ্বংস হয়ে যায়, শিলার আঘাতে তার শিষ ঝরে–ঝরে পড়ে মাটিতে। যারা দোয়া-দরুদ জানে তারা তখন ঝড়ের মুখে পড়া নৌকোর যাত্রীদের মতো আকুলকণ্ঠে খোদাকে ডাকে; যারা জানে না তারা পাথর হয়ে বসে থাকে।

রহিমার কাছে উত্তর না পেয়ে এলেমদার মানুষ মজিদ খোদাকে ডাকতে শুরু করে। একবার ছুটে দরজার কাছে যায়, সর্ষের মতো উঠানে ছেয়ে যাওয়া শিলা দেখে, তারপর আবার দোয়া-দরুদ পড়ে পায়চারি করে দ্রুতপদে। এক সময়ে রহিমার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বলে,

– কী হইল তোমার? দেখো না শিলাবৃষ্টি পড়ে!

একবার নড়বার ভঙ্গি করে রহিমা, কিন্তু তবু কিছু বলে না। পোষা জীবজন্তু একদিন আহার মুখে না দিলে যে-রহিমা অস্থির হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তায়, দুটো ভাত অযথা নষ্ট হলে যে আফসোস করে বাঁচে না, সে-ই মাঠে কচি-নধর ধান নষ্ট হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকে এবং যে-রহিমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল, যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, সে-ই যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না।

মজিদ আবার ওর সামনে গিয়ে ধমকে দাঁড়ায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে,

– কী হইল তোমার বিবি?

রহিমা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে,

– ধান দিয়া কী হইব, মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

কী একটা কথা বলতে গিয়েও মজিদ বলে না। তারপর শিলাবৃষ্টি থামলে সে যায়। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনো, আকাশ এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত মেঘাবৃত। তা ভেদ করে একটা ধূসর আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে।

ঝাঁপটা খুলে মজিদ দেখলো লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চি পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলে সে বালকের বুকের মতো সমান মনে হয়। আর মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ে লেগে আছে। পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না। এমনকি তার মুখের পেশিও স্থানান্তরিত হয় না। সে নত হয়ে ধীরে ধীরে দড়িটা খোলে, তারপর তাকে করে ভেতরে নিয়ে আসে। বিছানায় শুইয়ে দিতেই রহিমা স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

– মরছে নাকি?

প্রশ্নটি এই রকম যে, মজিদের ইচ্ছে হয় একটা হুঙ্কার ছাড়ে। কিন্তু কেন কে জানে কোনো উত্তর দিতে পারে না! শেষে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে বলে,

– না। একটু থেমে আস্তে বলে, ওর ঘোর এখনো কাটে নাই। আছর ছাড়লে এই রকমটা হয়।

সে-কথায় কান না দিয়ে জমিলার কাছে দাঁড়িয়ে রহিমা তাকে চেয়ে চেয়ে দে তারপর কী একটা প্রবল আবেগের বশে সে তার দেহে ঘনঘন হাত বুলাতে শুরু করে। যেন ছলছল করে জেগে উঠে হঠাৎ বন্যার মতো দুর্বার হয়ে ওঠে, তার কম্পমান আঙুলে বন্যার উচ্ছ্বাস জাগে; তারই আবেগে বার বার বুজে আসে চোখ।

মজিদ অদূরে বিমূঢ় হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে।

মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যাবার উপ করে, একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চো সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে মনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।

গলা কেশে মজিদ বলে,

– দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। দয়া-মায়া সকলেরই আছে। কিন্তু তা তোমারে আঁধা না করে।

তারপর সে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ক্ষে প্রান্তে লোক জমা হয়েছে অনেক। কারও মুখে কথা নেই। মজিদকে দেখে কে এক হাহাকার করে উঠে বলে-সব তো গেল! এইবার নিজেই বা খামু কী, পোলাপানদেরই বা কী?

মজিদের বিনিদ্র মুখটা বৃষ্টিঝরা প্রভাতের ম্লান আলোয় বিবর্ণ কাঠের মতো দেখায়। সে কঠিনভাবে বলে,

– নাফারমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াক্কল রাখ।

– এরপর আর কারও মুখে কথা জোগায় না। সামনে ক্ষেতে ক্ষেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ব পড়া ধানের ধ্বংসস্তূপ। তাই দেখে চেয়ে চেয়ে। চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে খোদাই সে-চোখ।

সমাপ্ত

শব্দার্থ ও টীকা

নলি	জাহাজে চড়ার অনুমতিপত্র।
হা শূন্য	অভাবগ্রস্ত। দারিদ্র্য।
ঝিমধরা	অবসন্ন। স্থির।
জানপছানের লোক	আত্মীয়স্বজন। প্রিয়জন।
সরভাঙা পাড়	প্রবল স্রোতে ভেঙে যাওয়া নদীর পাড়।
হেফজ	মুখস্থ। কণ্ঠস্থ।
সরগলা কেরাত	চিকন সুরে কোরান পাঠ।
ফিকে দাড়ি	পাতলা বা হালকা দাড়ি।
বাহে মুলুকে	উত্তরবঙ্গ এলাকায়।
নিরাক পড়া	বাতাসহীন নিস্তব্ধ গুমোট আবহাওয়া। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।
গলুই	নৌকার সামনের বা পেছনের শক্ত ও সরু অংশ।
চোখে ধারালো দৃষ্টি চোখে তার তেমনি	চোখের সূক্ষ্ম, কৌতূহলী ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।
শিকারির সূচাগ্র একাগ্রতা	তাহের-কাদের মাছ ধরছে। কাদের সন্তর্পণে নৌকা চালাচ্ছে। তাহের নৌকার সম্মুখভাগে-তার দৃষ্টি যেন সূচের অগ্রভাগের মতো তীক্ষ্ণতাসম্পন্ন। যেখানেই মাছ থাকুক না কেন-দৃষ্টির সূক্ষ্মতায় তা চোখে ধরা পড়বেই।
কোঁচ	মাছ ধরার জন্য নিক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র। মাথায় তীক্ষ্ণ শলাকাগুচ্ছ যুক্ত বর্শা বিশেষ।

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

জাহেল	অজ্ঞ। মূর্খ। নির্বোধ।
বেএলেম	বিদ্যাহীন। লেখাপড়া জানে না এমন লোক।
আনপাড়হ্	যাদের পড়াশোনা জ্ঞান নেই এমন লোক।
বেচাইন	অস্থির। উতলা।
চিকনাই	উজ্জ্বল। লাবণ্যময় চেহারা।
বতোর দিনে	জমিতে বীজ বপন বা ফসল বোনার এবং ফসল কাটার উপযুক্ত সময়।
মগরা মগরা ধান	প্রচুর ধান। গোলা বা মোড়া ভর্তি ধান।
বেওয়া	বিধবা।
বেগানা	অনাত্মীয়।
গলা সীসার মতো অবশেষে লজ্জা আসে রহিমার সারা দেহে	সীসা একটি কঠিন ধাতব পদার্থ। আগুনে পোড়ালে তা গলে যায় এবং যে পাত্রে রাখা যায় তাতে ছড়িয়ে পড়ে সমান্তরালভাবে। মজিদের উপদেশ বাণী শোনার পর লজ্জা রহিমার সমস্ত শরীরে ওই রূপ ছড়িয়ে পড়ে। এটি একটি উপমা।
গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ	রহিমা মজিদের স্ত্রী। তার অনুগত ও বাধ্য। মজিদের ভয়ে সে ভীতও। মজিদের চোখের ভাষা বোঝে সে। তাছাড়া সে ধর্মভীরু। গ্রামের মানুষগুলোও তারই মতো একই রকম ধর্মভীরু ও মজিদের প্রতি অনুগত।
রুঠাজমি	অনুর্বর ভূমি, নিষ্ফলা জমি।
শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে জ্বলেপুড়ে মরে	মেঘ বৃষ্টিবিহীন নীল আকাশকে কেমন উন্মুক্ত– ন্যাংটো মনে হয়। রোদের তাপদাহে মাঠ-প্রান্তরের মাটি ফেটে চৌচির। বৃষ্টি আর মেঘ শূন্যতায় আকাশকেই মনে হয় শূন্য। তার নীলের ভেতর মৃত্যু যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু নেই যেন।
নধর নধর	কমনীয়, সরস ও নবীন।
দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে	অমাবস্যার দুইদিন পরের চাঁদ– দ্বিতীয়ার চাঁদ। নতুন ওঠা এই চাঁদের আকৃতি বাঁকা কাস্তের মতো। যে কাস্তে হাতে কৃষক মাঠের ধান কাটে আর মনের আনন্দে গান ধরে।
তাগড়া	বলিষ্ঠ লম্বা-চওড়া।
গাঁট্টাগোট্টা	খর্ব ও স্থূল অথচ বলিষ্ঠ দৃঢ় অস্থি গ্রন্থিযুক্ত; আঁটসাঁট দেহবিশিষ্ট।
শ্যেন দৃষ্টি	বাজপাখি বা শিকারি পাখির মতো দৃষ্টি।
বুত পূজারী	যারা মূর্তি পূজা করে।
নছিহত	উপদেশ। পরামর্শ।
আমসিপারা	আরবি বর্ণমালার উচ্চারণসহ সুরা সংকলন। পবিত্র কোরান শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ।
তারস্বর	অতি উচ্চ শব্দের চিৎকার।
ধামড়া	বয়স্ক। পাকা।
মারুফ	মহান পুরুষ। মহাপুরুষ।
রুহ	আত্মা। অন্তরাত্মা।
মহা তমিস্রা	গভীর অন্ধকার। ঘোর অমানিশা।
মওত	মৃত্যু। মরণ।
ঢেঙ্গা	লম্বা। পাতলা শরীর।
শয়তানের খাম্বা	খাম্বা অর্থ খুঁটি বা স্তম্ভ। এখানে হাসুনির মার বাপ তথা তাহের কাদেরের বাপকে মজিদের দৃষ্টিতে শয়তানের খুঁটি বলা হয়েছে। তাহেরের বাপ বুড়ো, তার সঙ্গে স্ত্রীর সর্বদা ঝগড়া লেগে থাকে। এ দিকে বুড়োর মেয়ে হাসুনির মা মজিদের কাছে এসে বাপের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। তাহেরের বাপ কিছুটা বোকা ও একরোখা। এটি মজিদের মোটেই পছন্দ নয়। মজিদ ভাবে এই বুড়োই শয়তানের খাম্বা।
বাজখাঁই গলায়	গম্ভীর ও কর্কশ স্বরে।
ঢোল-সোহরত	কোনো বিষয় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রচার করা, প্রচারের ব্যাপকতা অর্থে।
নেকবন্দ	পুণ্যবান। মহাপুরুষ।
ছুরায়ে আল-নূর	পবিত্র কোরান-শরিফের একটি সুরা– যেখানে মানব জাতিকে আলোর পথ দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি মূলত নারীদের বিভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে।
কেরাত	পবিত্র কোরান-শরিফের বিশুদ্ধ পাঠ।
হলফ	সত্য কথা বলার জন্য যে শপথ করা হয়। শপথ। প্রতিজ্ঞা।
রদ্দি	পচা। বাসি।
আমসিপানা মুখ	শুকিয়ে যাওয়া মুখ।
বালা	আপদ-বিপদ।
শোকর গুজার	কৃতজ্ঞতা। প্রশংসা। তৃপ্তি বা তুষ্টি প্রকাশ।
তোয়াক্কল	ভরসা। নির্ভর।
রুহানি তাকত ও কাশফ	আত্মিক শক্তি উন্মোচন করা।
বয়েত	কবিতাংশ; আরবি, ফারসি বা উর্দু কবিতার শ্লোক।
বেদাতি	ইসলাম ধর্মের প্রচলিত রীতির বাইরের কিছু।
জঈফ	অতি বৃদ্ধ।
কেরায়া নায়ের মাঝি	ভাড়াখাটা নৌকার মাঝি।
রেহেল	কোরান শরিফ রাখার জন্য কাঠের কাঠামো।
উচক্কা	অবাধ্য। ডানপিঠে। দুরন্ত।
শিরালি	শিলাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যারা মন্ত্র বা দোয়া পড়ে।
বরগা	ছাদের ভর ধরে রাখার কাঠ বা লোহা।
হুড়কা	দরজার খিল।
বাজা মেয়ে	বন্ধ্যা নারী। যে নারীর সন্তান হয় না।
খোদার ঢিল	শয়তানকে তাড়ানোর জন্য বৃষ্টিরূপী শিলা।
নফরমানি	অবাধ্য।
বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ	চোখের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা বোঝাতে উৎপ্রেক্ষা হিসেবে ব্যবহৃত।
শস্যের চেয়ে টুপি বেশি	ঔপন্যাসিক যে এলাকার বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে প্রচণ্ড অভাবের পাশাপাশি মানুষগুলো ধর্মভীরু। খাদ্য না থাকলেও মানুষের মধ্যে ধর্মচর্চার কার্পণ্য নেই –এটাই বোঝানো হয়েছে।
লেলিহান শিখা	দাউদাউ করা আগুনের শিখা।
ঠাটাপড়া	অকস্মাৎ বজ্রপাত হওয়া।
নিতিবিতি করা	সংকোচে ইতস্তত করা।
তোয়াক্কল	বিশ্বাস/আস্থা।
রেস্তায়	সম্পর্কে। আত্মীয়তার।

লেখক পরিচিতি

লেখক	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ১৫ আগস্ট ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ; ষোলশহর, চট্টগ্রাম। আদি নিবাস : নোয়াখালী। পিতা : সৈয়দ আহমদউল্লাহ (অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন)। মাতা : নাসিম আরা খাতুন।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : ম্যাট্রিকুলেশন (এসএসসি), ১৯৩৯, কুড়িগ্রাম হাই স্কুল। উচ্চ মাধ্যমিক : আই এ (এইচ এসসি), ১৯৪১, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। উচ্চতর শিক্ষা : বিএ (১৯৪৩), আনন্দমোহন কলেজ; এম.এ (অসমাপ্ত), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন/ পেশা	সহ-সম্পাদক : দি স্টেটস্‌ম্যান; সম্পাদক-; সহকারী বার্তা সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক- রেডিও পাকিস্তান; প্রেস-অ্যাটাসে-পাকিস্তান দূতাবাস; তথ্য অফিসার- ঢাকা আঞ্চলিক তথ্য অফিস; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তথ্য পরিচালক; ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট- প্যারিস।
খেতাব ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১); আদমজী পুরস্কার (১৯৬৫) একুশে পদক (১৯৮৩)।
জীবনাবসান	১০ অক্টোবর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ; প্যারিস, ফ্রান্স।
সাহিত্যকর্ম	
ছোটগল্প	নয়নচারা, দুই তীর ও অন্যান্য গল্প।
উপন্যাস	লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো, দি আগলি এশিয়ান (ইংরেজি ভাষায়; রচনা ১৯৬৩)।
নাটক	বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ, সুড়ঙ্গ, উজানে মৃত্যু।

ছন্দে ছন্দে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র রচনাসমূহ

- ☐ উপন্যাস : চাঁদের অমাবস্যায় কাঁদো (নদী) কাঁদো লালসালু ফুলে উঠল।
- ☐ নাটক : তরঙ্গভঙ্গ করে সুড়ঙ্গ করায় উজানে মৃত্যু হয় বহিপীরের।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসটি কত সালে প্রকাশিত হয়?– **১৯৬৮ সালে।**
- 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?– **১৯৪৬ সালে।**
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কী হিসেবে পরিচিত?– **কথাসাহিত্যিক।**
- হাতে লেখা কোন পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন, কখন?– **ফেনী স্কুলের ছাত্রাবস্থায় (১৯৩৬) 'ভোরের আলো' নামের পত্রিকা।**
- তাঁর প্রকাশিত প্রথম গল্পের নাম কী? কোথা থেকে বের হয়?– **'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'। ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে।**
- ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত তিনি কোন ইংরেজি পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন– **কলকাতার দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান; সহকারী সম্পাদক পদে।**
- মুক্তিযুদ্ধকালে প্রবাসে ইউনেস্কোতে কর্মরত থাকার সময় তিনি– **স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ার কাজ করেন।**
- তাঁর স্ত্রীর নাম– **ফরাসি নাগরিক এ্যান মেরি (বিয়ে: ১৯৫৬)।**
- ওয়ালীউল্লাহ্‌র বড় মামী ছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফ পরিবারের মেয়ে, উর্দু ভাষার লেখিকা ও রবীন্দ্রনাথের গল্প-নাটকের উর্দু অনুবাদক।
- ১৯৭০সালের ৩১ ডিসেম্বর ইউনেস্কোয় তাঁর চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছিল।
- পি. ই. এন. পুরস্কার পান– **'বহিপীর' নাটকের জন্য।**
- ১৯৬৫-তে আদমজী পুরস্কার লাভ করেন– **'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের জন্য।**
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন?- সাংবাদিক।
- বাংলাদেশের কথাসাহিত্যকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পথিকৃৎ কে?– **সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্।**

'লালসালু' উপন্যাস সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- 'লালসালু' উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন নিমতলির বাসায়। পরের বছরই (১৯৪৮) উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে– **কমরেড পাবলিশার্স।**
- 'লালসালু' উপন্যাসের উর্দু অনুবাদ (Lal Shalu) করেন– **কলিমুল্লাহ।**
- 'লালসালু'র উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয়– **করাচি থেকে (১৯৬০ খ্রি.)।**
- 'লালসালু'র ফরাসি অনুবাদের নাম– **L'arbre sans racines (১৯৬১, অনুবাদক– ওয়ালীউল্লাহ্‌র পত্নী অ্যান মেরি)।**
- 'লালসালু'র ইংরেজি অনুবাদের নাম– **Tree without Roots (১৯৬৭, অনুবাদক নিজেই)।**

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে।
- জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখ-থোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা।
- যখন ঝিমধরা রেলগাড়ি সর্পিল গতিতে এসে পৌছায় এ-দেশে তখন হঠাৎ আগাগোড়া তার দীর্ঘ দেহে ঝাঁকুনি লাগে, ঝনঝন করে ওঠে লোহালক্কড়।
- কোথায় যাবে তারা? কিসের এত উন্মত্ততা, কিসের এত অধীরতা?
- অজগরের মতো দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্যের সীমা নেই।
- শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।
- কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য।
- ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না।
- আসলে সে ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ। দশ কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই।
- অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে।
- শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়।
- গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ।
- মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়।
- মাটির তৃষ্ণায় তাদেরও অন্তর খাঁ খাঁ করে। রাত নেই দিন নেই, কোঁদে করে পানি তোলে-মন-কে -মন।
- কাতারে কাতারে সারবন্দী হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে।
- ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শীষে এদের আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে।
- শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে ধানকাটা; কিন্তু তাদের মতো লোম-জাগানো পুলক লাগে না তার অন্তরে।
- নীরবতার মধ্যে মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে।
- মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালুকাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল।
- জীবনে তার আর সখ নেই। তবে গাঁয়ের আর মানুষের রক্ত তারও দেহে বয় বলে ...
ভরে ধান ফললে অন্তরে তার রঙ ধরে।
- তেল– চকচকে জোয়ান কালো ছেলে। গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষে...
যেন ঢেউ ওঠে।
- ক্রন্দনরতা মেয়ে তার ভালোই লাগে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলাবে, লুটিয়ে পড়ে কাঁদ...
–এমন একটা বউ-এর স্বপ্ন দেখে প্রথম যৌবনে।
- ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে- বাইরে যত ঠাণ্ডা থাকুক না কেন?
- প্রক্ষিপ্ত সে-রসনা তার বিষে পরিবারকে-পরিবার ধ্বংস করে দিতে পারে, নিমেষে আ...
ধরিয়ে দিতে পারে সমগ্র পৃথিবীতে।
- তার বউ যখন চড়ুই পাখীর মতো নাচত, হাসিখুশি উজ্জ্বলতায় চারিদিকে আ...
ছড়াতো, তখন যে– জনরব উঠেছিল সে কথাই তার স্মরণ হয়।
- আমার দিলের কথা আমি জানি না। ক্যামনে কমু দিলের কথা?
- পাপের জ্বালায় এখন ছট্‌ফট্ করছে। দোজখের লেলিহান শিখা যেন স্পর্শ করেছে তারে...
- খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে।
- শান্তির ঝরনার মতো বেয়ে বেয়ে আসে, ঝরে ঝরে পড়ে অবিশ্রান্ত করুণায়!
- এত বড় একটা অন্যায়ের কথা দোষিণীর আপন মুখ থেকে শুনেও চুপ করে আছে কা...
তার মেরুদণ্ড নেই।
- মহব্বতনগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দী পাখীর মতো আছড়াতে থাকে।
- তবে ঘরের অন্ধকার আর বৃষ্টির পানিতে ভেজা মুখের মধ্যে সে-অশ্রু ধরা পড়বার কথা নয়...
- মতিগঞ্জের সড়ক ধরে ত্রিশ ক্রোশ দূরে গঞ্জে গিয়েও অনেক তালাশ করে।
- সালুতে ঢাকা মাছের পিঠের মতো চির নীরব মাজারটি একটি দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘনীয় রহস্যে আবৃত।
- যার অন্তরে খোদা-রসুলের স্পর্শ লাগে, তার কী আর দুনিয়াদারি ভালো লাগে?
- কোটরাগত চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে।
- ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যি...
এসে যে বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে একে জড়িয়ে পড়বে।
- এক পির সাহেব আইছেন না হেই গেরামে, তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইরা দেন...
- রাত যত গভীর হয় তত আগুন হয়ে ওঠে মাথা। মানুষের নির্বোধ বোকামির জন্য অ...
তার অকৃতজ্ঞতার জন্য একটা মারাত্মক ক্রোধ ও ঘৃণা উষ্ণ রক্তের মধ্যে টগবগ করে...
থাকে সে ছটফট করে একটা নিষ্ফল ক্রোধে।
- এ-বিচিত্র বিশাল দুনিয়ায় কী যাবার জায়গার কোনো অভাব আছে।
- মজিদ যখন আওয়ালপুর গ্রামে পৌছলো তখন সূর্য হেলে পড়েছে। মতলুব মিঞার...
বাড়ির সামনেকার মাঠে লোকে-লোকারণ্য।
- তিনি হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যুবকের সাবলীল সহজ ভঙ্গিতে মাথার ওপর...
গাছটার ডালে উঠে গেলেন।
- একজনের আছে মাজার, আরেকজনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও...
তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।
- আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথে একটা মস্ত তেঁতুল গাছ পড়ে এবং সবাই জানে...
যে, সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তুরমতো দেবংশি।
- ভরদুপুরে আমি আসুম নে পানিপড়া নিবার জন্য।
- যতক্ষণ নতুন এক ছিলিম তামাক সাজানো হয় কল্কিতে, ততক্ষণ দু'জনে গরু ছাগলের কথা ক...
- তাগো কথা হুনলে পুরুষমানুষ আর পুরুষ থাকে না, মেয়েমানুষেরও অধম হয়।
- তানারে কন, পেটে যে বেড়ি পড়ছে হে বেড়ি না খোলন পর্যন্ত পোলাপাইনের আশা নাই।
- কারও পড়ে সাত প্যাঁচ, কারও চোদ্দো। একুশ বেড়িও দেখেছি একটা। তয় সাতের...
উপর হইলে ছাড়ান যায় না। আমার বিবির তো চোদ্দো প্যাঁচ।
- যদি সাত প্যাঁচ হয় তবে সাত পাক দেবার পরই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় টনটন ক...
উঠবে। ব্যথাটা এমন যে, মনে হবে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে।
- আছে? ধান বিক্রি কইরা ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে। ছোটডি কয় কেরায়া নায়ের...
মাঝি হইবো।
- পরের শুক্রবার আমেনা বিবি রোজা রাখে।
- প্যাঁচ যদি সাতের বেশি হয়, চোদ্দো কিংবা একুশ? মজিদের নিজের বউয়ের তো...
সাতের বেশি। সে নাকি একুশও দেখেছে।
- তানু বিবি একটু বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ।
- সূর্য যখন দিগন্ত সীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন জোয়ান মদ্দ দু'জন বেহারা পা...
এনে লাগাল অন্দর ঘরের বেড়ার পাশে।

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

ডাক শুনে ফাঁসির আসামির মতো আমেনা বিবি চমকে উঠে ভীত-বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার তাকায় সতীনের পানে। উঠানের পথটুকু অতিক্রম করতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করে আমেনা বিবি পুরা ত্রিশ দিন রোজা রেখেও যে বিন্দুমাত্র কাহিল হয় না সে একদিনের রোজাতেই একেবারে যেন ভেঙে গেছে।

তেরো বছরের কথা একদিনে জানেনি, জেনেছে ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে, প্রতি বৎসরের শূন্যতা থেকে। এ সমাজে কোনো মেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে একবার ঘোষণা করে, সে মনের ভয়ে আবার বিপরীত কথা বলতে পারে না।

মেয়ে লোকের মনের মস্করা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ।

পালকির পর্দা ফাঁক করে নামবার জন্যে আমেনা বিবি যখন এক পা বাড়ায় তখন সূচের তীক্ষ্ণতায় তার দৃষ্টি বিদ্ধ হয় সে পায়ে। সাদা মসৃণ পা, রোদ-পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করেনি।

হলুদ রঙের বুটিদার চাদরটা আমেনা বিবি ঘোমটার ওপরে টান করে ধরে রেখেছে।

সে মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য এবং সে মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই।

মহা আকাশের মতোই বিশাল ও অন্তহীন সে নীরবতা।

তার কণ্ঠে যদি সাপের গতি থাকে তবে তার মনেও এক উদ্যত সাপ ফণা তুলে আছে ছোবল মারবার জন্য।

সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য।

আজ সন্ধ্যার আবছা অস্পষ্ট আলোয় আমেনা বিবির সাদা কোমল পা দেখে শাস্তি বিধানের সে প্রবল ইচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত না হয়ে বরঞ্চ আরো নিষ্ঠুরতমভাবে শাণিত হয়ে উঠেছিল।

তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় এক বিন্দু রক্ত টাটকা লাল টকটকে।

পাক দিল আর গুনাগার দিল এক সুতায় বাঁধা থাকে।

সে- পা দ্বিতীয়বার দেখল না বলে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন আফসোস বোধ করে মজিদ।

আমেনা বিবি রূপবতী, কিন্তু কোনোদিন তার রূপের ঠাট ছিল না, সৌন্দর্যের চেতনা ছিল না; চলনে বলনে বেহায়াপনাও ছিল না। ঠাণ্ডা, শীতল, ধর্মভীরু ও স্বামীভীরু মানুষ।

মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস নাকি গ্রামে একটি ইস্কুল বসাবে। আক্কাস বিদেশে ছিল বহুদিন তার আগে করিমগঞ্জের ইস্কুলে নিজে নাকি পড়াশুনা করেছে কিছু।

করিমগঞ্জে গিয়ে কাউকে দিয়ে একটা জোরালো গোছের আবেদন-পত্র লিখিয়ে এনে সেটা সিধা সে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিল। কথা এই যে ইস্কুলের জন্যে সরকারের সাহায্য চাই।

হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। তা পড়লে মাথা কী আর ঠাণ্ডা থাকে।

কিন্তু মজিদের এক'শ দোররার ভয়ে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না।

আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই।

তারা এই ভেবে তৃপ্তি পাবে যে, পয়সা দিয়ে না হলেও শ্রম দিয়ে খোদার ঘরটা নির্মাণ করেছে।

সেই থেকে মানুষের মনে যেন একটা নতুন চেতনাও এসেছে। যাদের ঘরে বাঁজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই।

তাই একটা হিড়িক এসেছে, সংসার থেকে বাঁজা বউদের দূর করার, আর গণ্ডায় গণ্ডায় তারা চালান যাচ্ছে বাপের বাড়ি।

এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে-চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।

ঘরের ম্লান আলোয় কবরে সে-অনাবৃত অংশটা মৃত মানুষের খোলা চোখের মতো দেখায়।

সে জানে না কে চির শায়িত এর তলে। যে-কবরের পাশে আজ তার একযুগ ধরে বসবাস এবং যে-কবরে সত্তা সম্পর্কে সে প্রায় অচেতন হয়ে উঠেছিল,

এ-নিসঙ্গতা কালের মতো আদিঅন্তহীন -যার কাছে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ অর্থহীন অপলাপ মাত্র।

আমার বড় সখ হাসুনিরে পুষ্যি রাখি।

যে- নিঃশব্দতা আজ তার মনে ঘন হয়ে উঠেছে সে-নিঃশব্দতা সত্যিকার, জীবনের মতো তা নিছক বাস্তব এবং বাস্তব কথা হচ্ছে, পুষ্যি ছেলে তো দূরের কথা, রহিমাও সে-নিঃশব্দতাকে দূর করতে পারে না।

সমস্ত জীবনের নিস্ফলতা ও অন্তসারশূন্যতা এই মুহূর্তে তার কাছে হঠাৎ মস্ত বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু বলবার তার কিছুই নেই।

জ্যৈষ্ঠের কড়া রোদে মাঠ কাটছে আর লোকদের দেহ দানা-দানা হয়ে গেছে ঘামাচিতে, এমন সময় মসজিদের কাজ শেষ হয় এবং তার কিছু দিনের মধ্যেই মজিদের দ্বিতীয় বিয়েও সম্পন্ন হয় অনাড়ম্বর দ্রুততায়।

স্নেহ-কোমল চোখে সারাক্ষণ তাকে চেয়ে দেখে, আর যত দেখে তত ভালো লাগে তাকে।

তানি বুঝি দুলার বাপ।

নীরবতার মধ্যে এক সময়ে জমিলার চোখ ছলছল করে ওঠে, কিসের একটা নিদারুণ অভিমান গলা পর্যন্ত ওঠে ভারী হয়ে থাকে।

মাথায় শনের মতো চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ী মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে দিল।

ওঠ ছেমড়ি, চৌকাঠে ঐ রকম কইরা বসে না।

যার কচি-কোমল লতার মতো হাল্কা দেহ দেখে আর এক ফালি চাঁদের মতো ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিল-তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে ধীরে?

ঘুম ভাঙলেই তার একবার আল্লাহু আকবর বলার অভ্যাস।

জমিলার সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমোবার অভ্যাস।

কুপির আলোয় চকচক করে তার মস্ত কালো চোখজোড়া।

জমিলার ঘুম কাঠের মতো।

অন্তরে সে-ক্রোধ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে সে-ক্রোধ ফেটে পড়বার পথ না পেয়ে অন্ধ সাপের মতো ঘুরতে থাকে, ফুঁসতে থাকে।

হঠাৎ এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে।

তেল-জবজবে পাট করা মাথাটি বাইরের কড়া রোদের ঝলক লেগে জ্বলজ্বল করে। সে-চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই-মানুষের ভয় তো দূরের কথা।

শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।

সজ্ঞানে ও সুস্থদেহে মিথ্যা কথা বলেছে বলে মনে-মনে তওবা কাটে মজিদ। সে বোঝে, তার শ্রম সার্থক হবে, তার শিক্ষা ব্যর্থ হবে না।

দস্যুর মতো আচমকা এসেছে সে- ঘুম, এক পলকের মধ্যে কাবু করে ফেলেছে তাকে।

সুস্থির হয়ে দাঁড়াল এবং কাঁপতে থাকা ঠোঁটকে উপেক্ষা করে শান্ত দৃষ্টিতে একবার নিজের ডান হাতের কব্জির পানে তাকাল।

হঠাৎ সিধা হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করল।

কিছু না বুঝে সে বুকের কাছে আঁচল শক্ত করে ধরে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তার হাতের লইট্টা মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম ভাব দেখে মজিদ অসতর্ক হবার কোনো কারণ দেখল না; সে নিজের বজ্রমুষ্টিকে আরও কঠিনতর করে তুলল।

এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অন্ধকার; সে-অন্ধকারে সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই, মানুষের কুপি-লণ্ঠন বা চকমকির পাথর নেই।

খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে। কিন্তু সে দেখে না কিছু।

কেবল মনে হয়, চোখের সামনে অন্ধকারই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়েছে। বাইরে আকাশ নীরব, কিন্তু ওর কণ্ঠে জেগে ওঠে দুনিয়ার যত অশান্তি আর মরণভীতি, সর্বনাশা ধ্বংস থেকে বাঁচবার তীব্র ব্যাকুলতা।

কিন্তু মানুষের ফোঁড়া হইলে সে-ফোঁড়া ধারাল ছুরি দিয়া কাটতে হয়, জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়, চোখে মরিচ দিতে হয়।

কিন্তু তোমারে আমি এই সব করুম না। কারণ মাজার পাকের কাছে রাতের এক প্রহর থাকলে যতই নাছোড়বান্দা দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পালাইব।

গাছের পাতার মতো তারও নড়চড় নেই।

মেঘ দেখা সারা, এবার সে শুনতে চায়। কিন্তু ওধারে এখনো প্রগাঢ় নীরবতা। মেঘগর্জন নিকটতর হয়।

এবার যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন সারা দুনিয়া ঝলসে উঠে সাদা হয়ে যায়।

অসংখ্য তীরের ফলার মতো সে-বৃষ্টি বিদ্ধ করে মাটিকে।

একবার ছুটে দরজার কাছে যায়, সর্ষের মতো উঠানে ছেয়ে যাওয়া শিলা দেখে, তারপর আবার দোয়া-দরুদ পড়ে পায়চারি করে দ্রুতপদে।

ধান দিয়া কী হইব, মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

আর মেহেদি দেওয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে।

দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। দয়া-মায়া সকলেরই আছে। কিন্তু তা যেন তোমারে আঁধা না করে।

তাই দেখে চেয়ে চেয়ে। চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : 'লালসালু' উপন্যাস অনুযায়ী কী না হলে বিদেশে এক পাও চলে না?– বদনা।
প্র : নোয়াখালি অঞ্চলে শস্যের চেয়ে কী বেশি?- টুপি।
প্র : 'কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ'- কেন?– শস্যহীন বলে।
প্র : মজিদের শারীরিক গড়ন কেমন?– শীর্ণকায়।
প্র : মোদাচ্ছের পীরের কবর আবিষ্কার করায় মজিদ চরিত্রের কোন দিকটি উন্মোচিত হয়েছে?– মিথ্যাচার।
প্র : বিভিন্ন গ্রাম থেকে মহব্বতনগরে মানুষ আসতে লাগে কেন?– মাজারে মানত করতে।
প্র : মজিদ কার চোখে ভয় দেখেছে?– রহিমার।
প্র : দুদু মিঞার মুখে লজ্জার হাসি আসে কেন?– কলমা জানে না তাই।
প্র : মজিদের শক্তির মূল উৎস কী?– মাজার।
প্র : মজিদের সঙ্গে গ্রামবাসীর যোগসূত্রকারী চরিত্র হিসেবে নিচের কোন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ?– রহিমার।
প্র : ঢেঙা বুড়োর হাতে মার খেয়ে হাসুনির মা কার বাড়িতে গিয়েছিল?– মজিদের।
প্র : ঝড় এলে হাসুনির মায়ের কী করার অভ্যাস?– হৈ চৈ করা।
প্র : মজিদ হাসুনির মার কাছ থেকে কী চেয়েছিল?– তামাক।
প্র : মজিদ হাসুনির মাকে কী রঙের শাড়ি কিনে দিয়েছিল?– বেগুনি।
প্র : মজিদের গড়া মাজারে লোকজনের আসা কমে যায় কেন?– অন্য পিরদের আধিপত্যে।
প্র : 'পাথর এবার হঠাৎ নড়ে'।– এখানে পাথর বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?- মজিদ।
প্র : আমেনা বিবি তার স্বামীকে পানিপড়া আনতে বলেছিল কেন?– মা হওয়ার আশায়।
প্র : জমিলা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কোন অসংগতির শিকার?– বাল্যবিবাহ।
প্র : রহিমা জমিলাকে কী বলে সম্বোধন করে?– বোন।
প্র : জামিলা পাটি বুনতে বুনতে কেঁদে উঠেছিল কেন?– রহিমার গম্ভীর স্বর শুনে।
প্র : খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাজারে খ্যাংটা বুড়ি নালিশ করেছিল কেন?– ছেলের মৃত্যুতে।
প্র : 'লালসালু' উপন্যাসে কোন পাড়ার উৎসবের কথা বর্ণিত আছে?– ডোমপাড়া।
প্র : কার বিলাপ শুনে জমিলার মন খারাপ হয়েছিল?– খ্যাংটা বুড়ির।
প্র : 'লালসালু' উপন্যাসে জমিলার কোন পরিচয় পাওয়া যায়?– স্বাধীনচেতা।
প্র : মজিদের বাড়িতে জিকিরের জন্য যে শিরনি রান্না চলছিল তার তদারকির দায়িত্ব ছিল কার?– রহিমা ও জমিলার।
প্র : জিকির করতে করতে কে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল?– মজিদ।
প্র : এশার নামাজ পড়ে মজিদ মাজারে কিসের আওয়াজ শুনেছিল বলে প্রকাশ করে– সিংহের।
প্র : মজিদের মুখে থুথু ফেলেছিল কে?– জমিলা।
প্র : 'লালসালু' উপন্যাসে চৌকাঠে বসলে ঘরে কী আসে বলে উল্লেখ রয়েছে?– বালা।
প্র : কার পা দেখে মজিদের মনে সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য?– আমেনা বিবির।
প্র : সমাজ কার মনের মস্করা সহ্য করার মতো দুর্বল নয়?– মেয়েলোকের।
প্র : আমেনা বিবি কত বছর বয়সে খালেক ব্যাপারীর সংসারে এসেছিল?– ১৩ বছর বয়সে।
প্র : 'ওটা ছিল নিশানা', আনন্দের আর সুখের।' ওটা কী?– থোতামুখের তালগাছ।
প্র : কী দেখে মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে?– ঝালরের বিবর্ণ অংশ।
প্র : 'লালসালু' উপন্যাসে কে বহুদিন বিদেশে ছিল?– মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস।
প্র : ব্যথাবিদীর্ণ কণ্ঠে মজিদ হাহাকার করে ওঠে কেন?– নিঃসন্তান বলে।
প্র : খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে মজিদের দিকে কত পয়সা ছুঁড়ে দিয়েছিল?– পাঁচ আনা পয়সা
প্র : 'তার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে'- কার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে?– জমিলা।
প্র : 'হঠাৎ এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে।' মজিদের এই প্রতিদ্বন্দ্বীটি কে?– জমিলা
প্র : 'তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ এখানে 'জাহেল' শব্দের অর্থ কী?– মূর্খ বা নির্বোধ
প্র : কার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়– রহিমার।
প্র : মজিদের মতে মাজারে শুয়ে থাকা ব্যক্তির নাম কী?– মোদাচ্ছের।
প্র : 'মোদাচ্ছের' শব্দের অর্থ কী?– কাপড়ে ঢাকা মানুষ, অজ্ঞাত নামা।
প্র : জমিলা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করে কেন?– ক্রোধে।
প্র : 'মজিদ সত্যি বজ্রাহত হয়েছে।' কেন?– জমিলার থুথু নিক্ষেপের ঘটনায়।
প্র : ঝড়ের রাতে সুবেহে সাদেকের সময় মজিদের কণ্ঠে কোন ছুরা গানের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে– সূরা আল-ফালাক।

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

প্র : 'ছেলেরা ছুটত বাইরে, লুফে লুফে খেত খোদার ঢিল।' এখানে 'খোদার ঢিল' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?– শিলাবৃষ্টিকে।
প্র : 'প্রশ্নটি এই রকম যে মজিদের ইচ্ছা হয় একটা হুঙ্কার ছাড়ে।' কার প্রশ্ন শুনে মজিদের হুঙ্কার ছাড়ার ইচ্ছা হয়?– রহিমার
প্র : জমিলাকে দেখে রহিমার মধ্যে কী জেগে ওঠেছিল?– মাতৃস্নেহ।
প্র : রহিমার পেটে কত প্যাঁচের বেড়ি রয়েছে?– চৌদ্দ।
প্র : আমেনাকে তালাক দেওয়ার পরামর্শ দেয় কে?– মজিদ।
প্র : আক্কাস কোথায় কাজ করত?– পাটের আড়তে।
প্র : 'নিরাক' শব্দের অর্থ হচ্ছে– স্তব্ধতা।
প্র : কোন মাসের রাতে রহিমা ধান সিদ্ধ করছিল?– পৌষ।
প্র : বয়স হলেও কার মধ্যে আনাড়িপনা ভাব রয়েছে?– হাসুনির মা।
প্র : তানু বিবির ডাক শুনে ফাঁসির আসামির মতো চমকে ওঠে কে?– আমেনা।
প্র : মজিদের প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ হয়েছে কে?– আমেনা বিবি।
প্র : 'আমার দয়ার শীল' এখানে কার কথা বলা হয়েছে?– মজিদের।
প্র : সহজ প্রাণধর্মের উজ্জ্বল প্রতীক কে?– জমিলা।
প্র : রেলগাড়ির কিসের কাঁটা নড়ে না?– ধৈর্যের কাঁটা।
প্র : গ্রামবাসীর অন্তর কিসে জর্জরিত হয়ে ওঠে?– অনুশোচনায়।
প্র : কাদের আর তাহের কীভাবে লোকটিকে চেয়ে দেখে?– অবাক দৃষ্টিতে।
প্র : 'পুলক' শব্দের অর্থ কী?– আনন্দ।
প্র : মহব্বতনগর গ্রামে মসজিদ নির্মাণে তদারকিতে কে ছিল?– মজিদ।
প্র : সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ কে?– মজিদ।
প্র : মজিদের যশ, খ্যাতির উৎস কী?– পুরনো কবরটি।
প্র : মজিদের নিঃসঙ্গবোধের কারণ কী?– নিঃসন্তান হওয়ায়।
প্র : রহিমা কাকে পোষ্য রাখতে চায়?– হাসুনিকে।
প্র : 'তোমার একটা সাথী আনুম?' এখানে 'সাথি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?– সতিন।
প্র : মসজিদ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছিল কোন মাসে?– জ্যৈষ্ঠ।
প্র : রহিমা জমিলাকে হাসি থামাতে বলে কেন?– মজিদের ভয়ে।
প্র : 'আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ'-এখানে 'তানি' কে?– মজিদ।
প্র : পশ্চিম আকাশে শুকতারা কখন জ্বলে?– শেষরাতে।
প্র : হাসপাতাল কোথায়?– করিমগঞ্জ।
প্র : 'ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে, বাইরে যত ঠাণ্ডা থাকুক না কেন?'- কার ভেতরে ক্রোধের আগুন জ্বলছে?– মজিদের।
প্র : মজিদের বাড়িতে প্রথম এসে জমিলা–রহিমাকে কী ভেবেছিল?– শাশুড়ি।
প্র : 'নামহীন জনবহুল এ অঞ্চল' কোন অঞ্চল?– নোয়াখালী।
প্র : মজিদ জমিলাকে কোথায় বেঁধে রেখেছিল? – মাজারে।
প্র : মজিদের মতে দুনিয়ার মানুষের মতো কারা তাকে ভয় পায়?– জিন-পরীরা।
প্র : 'ও যেন ঘোর পাপী।' এখানে কার কথা বলা হয়েছে?– তাহেরের বাপ।
প্র : মহব্বতনগর গ্রামে কে শিকড় গেড়েছে?– মজিদ।
প্র : আওয়ালপুরের পির কোথায় বাস করে?– ময়মনসিংহে।
প্র : গ্রামের লোকেরা কী চেনে?– জমি আর ধান।
প্র : আমেনা বিবি কী বারে রোজা রাখে?– শুক্র।
প্র : এককালে উড়নি মেয়ে ছিল কে?– বুড়ি।
প্র : ধলা মিয়া মজিদের কাছে গিয়েছিল কেন?– পানিপড়া আনতে।
প্র : মজিদ কখন মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ করে?– শ্রাবণের দুপুরে।
প্র : মাজারের অনাবৃত কোণটা দেখে মজিদের কোন কথা স্মরণ হয়?– মৃত্যুর।
প্র : গ্রামবাসীর অন্তর খাঁ খাঁ করে কেন?– মাটির তৃষ্ণায়।
প্র : দুদু মিঞার কয় ছেলে?– সাত।
প্র : ষোলশহর কোথায় অবস্থিত?– চট্টগ্রাম।
প্র : 'লালসালু' কোন ধরনের উপন্যাস?– সামাজিক।
প্র : 'কলমা জানস না ব্যাটা?' কার উক্তি?– খালেক ব্যাপারীর।
প্র : মতলুব খাঁ কে?– ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।
প্র : কার দেহ ভরা ধানের গন্ধ?– রহিমার।
প্র : বুড়ি কেমনভাবে আল্লা, আল্লা বলে?– শিশুর মতো।

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১. 'প্রশ্নটি এই রকম যে মজিদের ইচ্ছা হয় একটা হুঙ্কার ছাড়ে।' মজিদের এই ক্ষোভ যার আচরণের প্রতিক্রিয়ায়– [খ ১৭-১৮]
ক. জমিলা খ. পির সাহেব গ. ধলা মিয়া ঘ. ব্যাপারী

২. 'তরঙ্গভঙ্গ' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র একটি - [গ-১৩-১৪]
ক. গল্পগ্রন্থ খ. উপন্যাস গ. প্রবন্ধগ্রন্থ ঘ. নাটক ঙ. প্রহসন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

৩. চলিত রীতিতে লেখা রচনা- [গ ০৯-১০]
ক. অর্ধাঙ্গী খ. একটি তুলসী গাছের কাহিনী গ. যৌবনের গান ঘ. বিলাসী

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

৪. 'লালসালু' উপন্যাসে গ্রামে স্কুল স্থাপনের জন্য কে চেষ্টা করেছিল? [C, ১৭-১৮; D ১৭-১৮]
ক. মোদাব্বের খ. তাহের গ. ধলা ঘ. আক্কাস

৫. 'তুমি কী মনে করো মিয়া? তুমি কী মনে করো তোমার বিবি মিছা বদনাম করে? তুমি হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে ময়লা নাই?' উক্তিটি কার? [C, ১৭-১৮]
ক. খালেক খ. মজিদ গ. তাহেরের বাপ ঘ. রহিমা

৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনা নয় —— [C, ১৭-১৮]
ক. কাঁদো নদী কাঁদো খ. উজানে মৃত্যু
গ. চাঁদের অমাবস্যা ঘ. চার অধ্যায়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৭. 'লালসালু' উপন্যাস কত সালে প্রকাশিত হয়? [C ১৭-১৮; হামুদাবিপ্রবি G ১৫-১৬]
ক. ১৯৪৭ খ. ১৯৪৮ গ. ১৯৪৯ ঘ. ১৯৫০

৮. কোনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনা নয়? [I ১৭-১৮]
ক. লালসালু খ. চাঁদের অমাবস্যা গ. বরফ গলা নদী ঘ. কাঁদো নদী কাঁদো

৯. 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটি কার রচনা? [K ১৭-১৮; E ১৫-১৬]
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ. সৈয়দ মুজতবা আলী
গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. শওকত ওসমান

১০. সহজ প্রাণ ধর্মের উজ্জ্বল প্রতীক কে? [B ১৭-১৮]
ক. রহিমা খ. জমিলা গ. তানুবিবি ঘ. আমেনা

১১. 'সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারার জন্য' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [B ১৭-১৮]
ক. মজিদের ক্ষোভ খ. মজিদের হিংসা
গ. মজিদের লালসা ঘ. মজিদের প্রতিশোধের নেশা

১২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ বিরচিত 'সুড়ঙ্গ' একটি- [০৮-০৯]
ক. নাটক খ. উপন্যাস গ. প্রবন্ধ ঘ. কাব্যগ্রন্থ

১৩. কোনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ রচিত উপন্যাস? [A, Even, সেট A: ১৪-১৫; G ১৬-১৭]
ক. পদ্মা মেঘনা যমুনা খ. কাঁদো নদী কাঁদো
গ. ঢোঁড়াই চরিত মানস ঘ. পুতুল নাচের ইতিকথা

১৪. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটি- [B, Even, সেট ৪: ১৪-১৫]
ক. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক খ. ভাষা আন্দোলন বিষয়ক
গ. দুর্ভিক্ষ বিষয়ক ঘ. দেশভাগ পরবর্তী মানবিক বিপর্যয় বিষয়ক

১৫. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'র মূল বিষয়বস্তু- [D, অবাণিজ্য, সেট ২: ১৪-১৫]
ক. দরিদ্রতা খ. সংখ্যালঘু সমস্যা গ. বৃক্ষবন্দনা ঘ. প্রতিবাদ

১৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্মমৃত্যু সাল কোনটি? [A-১৫-১৬]
ক. ১৯২২-১৯৭১ খ. ১৯২১-১৯৭০ গ. ১৯২০-১৯৭২ ঘ. ১৯২২- ১৯৭২

১৭. মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে রহিমা কার জন্য শক্তি প্রার্থনা করে? [A ১৬-১৭]
ক. ছলুর বাপের জন্য খ. হাসুনির মার জন্য
গ. দুদু মিঞার জন্য ঘ. খালেক বেপারীর জন্য

১৮. 'ধান দিয়া কী হইব, মানুষের জান যদি না থাকে।' উক্তিটি কার? [B ১৬-১৭]
ক. মজিদ খ. রহিমা গ. জামিলা ঘ. হাসুনির মা

১৯. মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশটা কেমন ছিল? [B ১৬-১৭]
ক. অবধারিত খ. নাটকীয় গ. কাব্যিক ঘ. স্বাভাবিক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২০. 'চাঁদের অমাবস্যা' কোন ধরনের রচনা? [ঙ ০৩-০৪]
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. প্রবন্ধগ্রন্থ গ. ছোটগল্প ঘ. উপন্যাস

২১. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'র মূল সুর কী? [খ ০৯-১০]
ক. মানবিকতা খ. রাজনীতি গ. ধর্মপ্রাণতা ঘ. চরিত্র-প্রাধান্য ঙ. সমাজ-সংস্কার

২২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? [E -১৩-১৪; H ১৬-১৭]
ক. চট্টগ্রাম খ. নোয়াখালী গ. কুমিল্লা ঘ. ঢাকা ঙ. রাজশাহী

২৩. 'বহিপীর' কার রচনা? [B -১৩-১৪; ইবি ছ ০৪-০৫]
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ খ. কাজী আবদুল ওদুদ
গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. শওকত ওসমান

২৪. কোন ঔপন্যাসিক ফ্রান্সে অবস্থাকালীন বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনা করেছিলেন? [C-১৫-১৬]
ক. হ্যানা ক্যাথারিন মলেন্স খ. বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. নীরদ মজুমদার
ঘ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ঙ. সৈয়দ শামসুল হক

২৫. 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [D-১৫-১৬]
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ. হুমায়ূন আহমেদ
গ. জহির রায়হান ঘ. আবু জাফর শামসুদ্দীন

২৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ কত বছর বেঁচেছিলেন? [B, B2,B3 ১৬-১৭]
ক. ৭১ বছর খ. ৪৯ বছর গ. ২২ বছর ঘ. ৪৭ বছর

২৭. 'লালসালু' উপন্যাসের চরিত্র কোন্‌টি? [D1 ১৬-১৭]
ক. জাহেদা খ. রাহেলা গ. কালু মিয়া ঘ. ধলা মিয়া

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

২৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ রচিত কোন সাহিত্যকর্মটি অন্য তিনটি থেকে আলাদা? [ক. মা. ১০-১১]
ক. লালসালু খ. চাঁদের অমাবস্যা গ. কাঁদো নদী কাঁদো ঘ. দুই তীর

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

২৯. কোনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌'র নাটক? [AL ১৭-১৮]
ক. নয়নচারা খ. কাঁদো নদী কাঁদো
গ. উজানে মৃত্যু ঘ. কালবেলা

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৩০. 'তোমার দাড়ি কই মিঞা?'– উক্তিটি কার? [A ১৭-১৮]
ক. মোদাব্বেরের খ. মজিদের গ. খালেক ব্যাপারীর ঘ. আক্কাসের

৩১. মজিদ কার চোখে ভয় দেখেছে? [A ১৭-১৮]
ক. আমেনার খ. হাসুনির মা গ. রহিমার ঘ. জমিলার

৩২. 'লালসালু' উপন্যাসে 'নিরাক পড়া' অর্থে কি বোঝানো হয়েছে? [A ১৭-১৮]
ক. গ্রীষ্মের গরম আবহাওয়া খ. অস্পষ্ট বিবর্ণ দিন
গ. নিস্তব্ধ গুমোট আবহাওয়া ঘ. ঝিমধরা দুপুর

৩৩. 'লালসালু' উপন্যাসে প্রতিবাদের প্রতীক কে? [C ১৭-১৮]
ক. মজিদ খ. জমিলা গ. রহিমা ঘ. মাতব্বর

৩৪. মহব্বতনগর গ্রামে মজিদকে প্রথম দেখেছিল কে? [C ১৬-১৭]
ক. তাহের ও কাদের খ. খালেক ও আক্কাস
গ. রহিমা ও জমিলা ঘ. খালেক ও আমেনা

৩৫. আক্কাসের বাবার নাম কী? [A ১৬-১৭]
ক. তাহের খ. কাদের গ. মোদাব্বের ঘ. খালেদ

৩৬. 'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ'– কার? [A ১৬-১৭]
ক. জমিলা খ. আমেনা গ. মজিদ ঘ. আক্কাস

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৩৭. 'ওনারে কন, আমার মওতের জন্য জানি দোয়া করে' উক্তিটি কার? [B ১৭-১৮]
ক. রহিমা খ. জমিলা গ. আমেনা ঘ. হাসুনির মা

৩৮. 'ঢেঙা বুড়া' কার কথায় বিভ্রান্ত হয়? [B ১৭-১৮]
ক. মজিদ খ. খালেক ব্যাপারী গ. বুড়ি ঘ. হাসুনির মা

০১.ক	০২.ঘ	০৩.খ	০৪.ঘ	০৫.খ	০৬.ঘ	০৭.খ	০৮.গ	০৯.ক	১০.খ
১১.গ	১২.ক	১৩.খ	১৪.ঘ	১৫.খ	১৬.ক	১৭.খ	১৮.খ	১৯.খ	২০.ঘ
২১.ক	২২.ক	২৩.ক	২৪.ঘ	২৫.ক	২৬.খ	২৭.ঘ	২৮.ঘ	২৯.গ	৩০.খ
৩১.গ	৩২.গ	৩৩.খ	৩৪.ক	৩৫.গ	৩৬.গ	৩৭.ঘ	৩৮.ক		

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

৩৯. 'সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে' - লালসালু উপন্যাসে কার ধরা পড়ার কথা বলা হয়েছে? [B ১৭-১৮]
ক. রহিমা খ. হাসুনির মা গ. জমিলা ঘ. আমেনা বিবি

৪০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কর্মসূত্রে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন- [B -১৩-১৪]
ক. কলকাতা খ. প্যারিস গ. কাঠমুণ্ডু ঘ. জাকার্তা

৪১. করাচির বেতার কেন্দ্রের বার্তা বিভাগে চাকরি করেন- [C -১৩-১৪]
ক. সৈয়দ আলী আহ্সান খ. জহির রায়হান গ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ঘ. আবু জাফর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৪২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? [G ১৭-১৮]
ক. দৈনিক খাদেম খ. স্টেটসম্যান গ. ইত্তেফাক ঘ. নবদূত

৪৩. 'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ 'Tree without Roots'- নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল কোন প্রকাশনী কর্তৃক? [G ১৭-১৮]
ক. Editions du Seuil খ. Lynne Rienner Publishers
গ. Pluto Press ঘ. Chatto and Windus Ltd.

৪৪. 'লালসালু' কোন ধরনের উপন্যাস? [D ১৬-১৭]
ক. সামাজিক খ. ঐতিহাসিক গ. আধ্যাত্মমূলক ঘ. আঞ্চলিক

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৪৫. 'নয়নচারা' গল্প গ্রন্থটির কার রচনা? [D -১৩-১৪]
ক. বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
গ. আবু জাফর শামসুদ্দীন ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৪৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি কোনটি? [C-১৫-১৬; চবি D ১২-১৩]
ক. লালসালু খ. দুইতীর গ. কাঁদো নদী কাঁদো ঘ. তরঙ্গভঙ্গ

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

৪৭. 'ও যখন হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে দেখে।' এখানে 'ও' হলো– [বেরোবি A ১৭-১৮]
ক. জমিলা খ. হাসুনির মা গ. রহিমা ঘ. আমেনা বিবি

৪৮. 'এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়' ... কে?
ক. রহিমা খ. আমেনা গ. মজিদ ঘ. খালেক

৪৯. 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামটির নাম কী?
ক. শিমুলতলি খ. কেতুপুর গ. মহব্বতনগর ঘ. দামপাড়া

৩৯.খ	৪০.খ	৪১.গ	৪২.খ	৪৩.ঘ	৪৪.ক	৪৫.খ	৪৬.ক	৪৭.গ	৪৮.গ	৪৯.গ

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদের মুখে জমিলার থুথু নিক্ষেপে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. ক্ষোভ খ. ক্রোধ গ. গর্ব ঘ. হিংসা

০২. মজিদ পূর্বে কোথায় বাস করত?
ক. গারো পাহাড়ে খ. মধুপুর গড়ে গ. পাহাড়পুরে ঘ. সোনারগাঁয়ে

০৩. মজিদের দুদু মিয়াকে শাসনের মধ্যে কোন বিষয়টি নিহিত?
ক. ধর্মরক্ষা খ. আধিপত্য বিস্তার
গ. নির্বিঘ্নে বিয়ে করতে পারা ঘ. কল্যাণের পথে আনা

০৪. রহিমার কাছে নিজের মৃত্যু কামনা করে কে?
ক. আমেনা খ. হাসুনির মা গ. জমিলা ঘ. বুড়ি

০৫. প্রথম যৌবনে মজিদ কেমন বৌ-এর স্বপ্ন দেখত?
ক. রহিমার মতো খ. হাসুনির মায়ের মতো
গ. জমিলার মতো ঘ. আমেনার মতো

০৬. 'আমার বুদ্ধিতে জানি কুলায় না' মজিদের এই উক্তিতে তার চরিত্রের কোন দিকটি উন্মোচিত হয়েছে?
ক. অস্তিত্ববোধ খ. অসহায়ত্ব গ. ভীরুতা ঘ. ধর্মবোধ

০৭. গ্রামের মহিলারা কার মাধ্যমে মজিদের কাছে আর্জি পাঠায়?
ক. রহিমার খ. হাসুনির মার গ. হাসিনার ঘ. খালেক ব্যাপারীর

০৮. মজিদ মানুষের রসনাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছে?
ক. ভয়ংকর সাপের রসনার খ. হিংস্র বাঘের থাবার
গ. সিংহের গর্জনের ঘ. কুমিরের শিকারের

০৯. মজিদ হাসুনির মার জন্য কী রঙের শাড়ি এনে দেয়?
ক. বেগুনি রং, কালো পাড় খ. বেগুনি রং, লাল পাড়
গ. কালো রং, বেগুনি পাড় ঘ. লাল রং, বেগুনি পাড়

১০. 'সোহবতে সোয়ালে তুরা সোয়ালে কুনাদ' এর অর্থ কী?
ক. অসৎসঙ্গ মানুষকে খারাপ করে খ. সৎসঙ্গ মানুষকে সরল করে
গ. অসৎসঙ্গ মানুষকে ভালো করে ঘ. সৎসঙ্গ মানুষকে ভালো করে

১১. আওয়ালপুরে পীরের চেলারা কার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে?
ক. মজিদের খ. কালুর গ. তাহেরের ঘ. কাদেরের

১২. 'তোমার দাড়ি কই মিঞা' মজিদ কার উদ্দেশ্য উক্তিটি করেছে?
ক. মোদাব্বের মিঞার খ. তাহেরের গ. খালেদ ব্যাপারী ঘ. আক্কাসের

১৩. আওয়ালপুরের পিরের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?
ক. মৌসুমি পির খ. ভ্রাম্যমাণ পির গ. স্থায়ী পির ঘ. ভণ্ডপির

১৪. 'তোমার দিলে কি ময়লা আছে?' 'লালসালু' উপন্যাসে কার দিলের কথা বলা হয়েছে?
ক. দুদু মিঞা খ. তাহেরের বাপ গ. কাদেরের চাচা ঘ. মতলুব খাঁ

১৫. মজিদ সূরা আল ফালাকের কয় আয়াত তেলাওয়াত করে?
ক. পাঁচ খ. নয় গ. সাত ঘ. তিন

১৬. মহব্বতনগর গ্রামের ক্ষমতাধর ব্যক্তির নাম কী?
ক. দুদু মিঞা খ. আক্কাস গ. মোদাব্বের মিঞা ঘ. খালেক ব্যাপারী

১৭. মজিদের সামাজিক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে কে?
ক. রহিমা খ. জমিলা গ. হাসুনির মা ঘ. আমেনা

১৮. 'ঢেঙা বদমেজাজি বৃদ্ধ লোকটি'- কে?
ক. মজিদ খ. খালেক ব্যাপারী গ. ধলা মিয়া ঘ. হাসুনির মায়ের

১৯. মজিদ গ্রামবাসীদের কী বলে গালি দেয়?
ক. বেইমান খ. নাস্তিক গ. জাহেল ঘ. অধার্মিক

২০. মজিদের বয়স নিয়ে কটাক্ষ করে কে?
ক. আমেনা খ. জমিলা গ. ফাতেমা ঘ. রহিমা

২১. রহিমার কয়টি বিয়ে হয়েছে?
ক. একটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. দুটি

২২. 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত সকল ঘটনার নিয়ন্ত্রক কে?
ক. খালেক ব্যাপারী খ. আমেনা গ. আক্কাস ঘ. মজিদ

২৩. 'লালসালু' উপন্যাসে উল্লিখিত 'খোদার এলমে বুক ভরে না' কেন?
ক. তলায় পেট শূন্য বলে খ. কুসংস্কারের জন্য
গ. স্বার্থপরতার জন্য ঘ. শিক্ষাহীনতার ফলে

২৪. 'খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে' এখানে খেলোয়াড় কে?
ক. আওয়ালপুরের পির খ. দুদু মিঞা
গ. জমিলা ঘ. তাহেরের বাপ

২৫. মজিদের শক্তি প্রতিফলিত হয় কার ওপর?
ক. গ্রামবাসীর ওপর খ. রহিমার ওপর গ. আমেনার ওপর ঘ. জমিলার ওপর

২৬. বুড়ো, হাসুনির মাকে বেধড়ক প্রহার করে কেন?
ক. বুড়োর আদেশ অমান্য করায় খ. মজিদকে অপমান করায়
গ. ঘরের কথা মজিদকে বলায় ঘ. ঘরের বাইরে যাওয়ায়

২৭. মজিদ সমাজে শিকড় গাড়তে কোনটিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে?
ক. মিথ্যাচার খ. লোভ গ. ধর্ম ঘ. প্রতিপত্তি

২৮. মজিদ কোন সড়কের উপর মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল?
ক. মহব্বতনগরের খ. মতিগঞ্জের গ. আওয়ালপুরের ঘ. গারো পাহাড়ের

২৯. আমেনা বিবির প্রতি মজিদের কোন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পেয়েছে?
ক. দয়া খ. স্নেহ গ. লালসা ঘ. ভালোবাসা

৩০. খালেক ব্যাপারীর সামনে বসে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করে কে?
ক. মজিদ খ. ধলা মিয়া গ. জমিলা ঘ. আমেনা

৩১. 'শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।' কার চোখ?
ক. আমেনার খ. জমিলার গ. মজিদের ঘ. রহিমার

৩২. ঢেঙা বুড়োর বিচারে মজিদ কোন সূরা পাঠ করেছিলেন?
ক. আল ইমরান খ. আল বাকারা গ. আন-নহর ঘ. আন-নূর

৩৩. 'ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়' এই আর্জি কার?
ক. আমেনা বিবি খ. হাসুনির মায়ের গ. রহিমার ঘ. জমিলার

৩৪. মাঠের ধান নষ্ট হয়ে যায় কেন?
ক. ঝড়ো বৃষ্টি হলে খ. ঘন বৃষ্টি হলে গ. শিলা বৃষ্টি হলে ঘ. কালবৈশাখীতে

০১.খ	০২.ক	০৩.খ	০৪.খ	০৫.খ	০৬.খ	০৭.ক	০৮.ক	০৯.গ
১০.ঘ	১১.খ	১২.ঘ	১৩.ক	১৪.খ	১৫.ক	১৬.ঘ	১৭.ক	১৮.গ
১৯.গ	২০.খ	২১.ঘ	২২.ঘ	২৩.ক	২৪.ঘ	২৫.ক	২৬.গ	২৭.গ
২৮.খ	২৯.গ	৩০.খ	৩১.খ	৩২.ঘ	৩৩.খ	৩৪.গ		

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৩৫. উপন্যাস মূলত কী নির্ভর?
ক. কাহিনি খ. সংলাপ গ. বর্ণনা ঘ. চরিত্র

৩৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' উপন্যাসের বিস্তৃত ধানখেতের এক প্রান্তে কারা ছিল?
ক. মজিদ, রহিমা খ. রহিমা, জমিলা
গ. তাহের, কাদের ঘ. মজিদ, খালেক ব্যাপারী

৩৭. মোনাজাত শেষে মজিদ কোন দিকে পা ফেলেছিল?
ক. পূর্ব খ. উত্তর গ. পশ্চিম ঘ. দক্ষিণ

৩৮. আমেনা বিবি ও রহিমার মধ্যে কোন বিষয়টিতে মিল রয়েছে?
ক. শারীরিক সৌন্দর্যে খ. চালচলনে গ. মানসিকতায় ঘ. নিঃসন্তান হওয়ার

৩৯. আমেনাকে কিভাবে মাজার ঘরে আনা হয়?
ক. ঘোড়ার গাড়িতে খ. মহিষের গাড়িতে গ. গরুর গাড়িতে ঘ. পালকিতে

৪০. কে দেশান্তর হয়?
ক. মজিদ খ. খালেক ব্যাপারী গ. মোদাব্বের মিয়া ঘ. তাহেরের বাপ

৪১. ঘুমকাতুরে কে?
ক. জমিলা খ. রহিমা গ. আমেনা ঘ. তানু বিবি

৪২. কে হাঁটলে মাটিতে আওয়াজ হয়?
ক. জমিলা খ. রহিমা গ. হাসুনির মা ঘ. আমেনা বিবি

৪৩. খালেক ব্যাপারীর মতে আক্কাস দাড়ি রাখেনি কেন?
ক. ধর্মবিদ্বেষী বলে খ. ইংরেজি পড়েছে বলে
গ. আধুনিক বলে ঘ. বিদেশে ছিল বলে

৪৪. একদিন মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করেছিল কে?
ক. হাসুনির মা খ. তানু বিবি গ. খ্যাংটা বুড়ি ঘ. জমিলা

৪৫. নামাজের সময় সিজদায় গিয়ে কে আর উঠেনি?
ক. রহিমা খ. আমেনা গ. জমিলা ঘ. হাসুনির মা

৪৬. 'পাক দিল আর গুনাগার দিল, যদি এক সুতায় বাঁধা থাকে আর কেউ যদি গুনাগার দিলের শাস্তি দিবার চায়, তখন পাক দিলই শাস্তি পায়।' কার সম্পর্কে এ উক্তিটি করা হয়েছে?
ক. তাহেরের বাপ খ. খালেক ব্যাপারী গ. আক্কাসের বাবা ঘ. মতলুব খাঁ

৪৭. গ্রামে কিসের হিড়িক পড়েছে?
ক. মসজিদ স্থাপনের খ. স্কুল তৈরির গ. মাজার নির্মাণের ঘ. কবর বাঁধাইয়ের

৪৮. তাদের দিল সাচ্চা, খাঁটি সোনার মতো- কাদের?
ক. মতিগঞ্জের মানুষদের খ. গারো পাহাড়ের লোকদের
গ. মহব্বতনগরের লোকদের ঘ. মধুপুরের অধিবাসীদের

৪৯. আমেনা বিবির আনন্দ আর সুখের নিশানা কী?
ক. থোতা মুখের তালগাছ খ. তেঁতুলগাছ গ. মাজার ঘ. বড় নদী

৫০. 'তাছির' শব্দের অর্থ কী?
ক. তোয়াজ করা খ. পরিচর্যা করা গ. প্রতিবাদ করা ঘ. প্রভাব

৫১. আক্কাসের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
ক. ধর্মান্ধ খ. প্রগতিশীল গ. মানবতাবাদী ঘ. জনসেবক

৫২. 'শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি' উক্তিটির তাৎপর্য কী?
ক. মানুষের মনে ধর্মীয় কুসংস্কার বেশি খ. ধর্মব্যবসায়ীরা মানুষকে বোকা বানায়
গ. ফসলের চেয়ে আগাছা বেশি ঘ. ধর্মের প্রতি মানুষের বিশ্বাস

৫৩. 'মাজারটি তার শক্তির মূল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. বিশ্বাস খ. আনুগত্য গ. ভীতি ঘ. অনুরাগ

৫৪. কার বাড়ির উঠান লোকে-লোকারণ্যে ছিল?
ক. খালেক ব্যাপারীর খ. মজিদের গ. মতলুব মিয়ার ঘ. ঢেঙা বুড়োর

৫৫. আওয়ালপুরের পীরের মধ্যে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. হিংসা খ. ধর্মান্ধতা গ. ধর্মব্যবসা ঘ. সাধুতা

৫৬. আওয়ালপুরের পির আছরের সময় কোন নামাজ পড়েছিল?
ক. ফজর খ. জোহর গ. মাগরিব ঘ. এশা

৫৭. মজিদ হাসপাতালে গিয়েছিল কেন?
ক. সমবেদনা প্রকাশ করতে খ. রোগীর সেবা দিতে
গ. ডাক্তার দেখাতে ঘ. রোগীর সঙ্গে আলাপ করতে

৫৮. আওয়ালপুরের পিরের প্রতি আমেনার কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. ক্রোধ খ. অবিশ্বাস গ. ক্ষোভ ঘ. অন্ধবিশ্বাস

৫৯. খালেক ব্যাপারীর সঙ্গে ধলা মিয়ার কী সম্পর্ক?
ক. শ্যালক খ. ভাই গ. চাচা ঘ. মামা

৬০. ধলা মিয়াকে ব্যাপারী আওয়ালপুরে যেতে বলেছিল কেন?
ক. আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে খ. পীরের সাথে দেখা করতে
গ. ব্যবসায়ের কাজে ঘ. পানিপড়া আনতে

৬১. ধলা মিয়ার দেবংশি তেঁতুল গাছকে ভয় পাওয়ার মধ্যে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. কুসংস্কারে বিশ্বাস খ. সংস্কারে বিশ্বাস গ. পুরনো ধ্যানধারণা ঘ. অসতর্ক অবস্থান

৬২. মজিদ বার বার ধলা মিয়াকে আওয়ালপুরে যেতে বলায় কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. দৃঢ়তা খ. কঠোরতা গ. হিংসা ঘ. ক্ষোভ

৬৩. আওয়ালপুরের পিরকে মজিদ কী হিসেবে আখ্যা দিয়েছে?
ক. ঠগবাজ খ. মিথ্যাবাদী গ. ইবলিশ ঘ. ভণ্ড

৬৪. খালেক ব্যাপারী মজিদকে ভয় পায় কেন?
ক. মাজারের কারণে খ. ধর্মভীতির কারণে গ. টাকা-পয়সা বেশি ঘ. ক্ষমতাধর বলে

৬৫. 'আমেনা'র ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?
ক. সুখী খ. নিঃসন্তান গ. দরিদ্র ঘ. কুৎসিত

৬৬. ঢেঙা বুড়োর স্ত্রীর জানাজা পড়ানোর কথা ছিল কার?
ক. মজিদের খ. মতলুব খাঁর গ. মোল্লা শেখের ঘ. আওয়ালপুরের পীরের

৬৭. 'তানি যে খোদার মানুষ' কে?
ক. মজিদ খ. খালেক ব্যাপারী গ. মতলুব খাঁ ঘ. আওয়ালপুরে পির

৬৮. উঠানের পথটুকু পাড়ি দিতে আমেনা বিবি পরিশ্রান্ত বোধ করে কেন?
ক. শারীরিক দুর্বলতায় খ. অসুস্থতায় গ. মাজারের ভয়ে ঘ. তানুবিবির কারণে

৬৯. আমেনা বিবি কিসে চড়ে মজিদের কাছে গিয়েছিল?
ক. পালকি খ. ভ্যান গ. রিকশা ঘ. ঘোড়ার গাড়ি

৭০. আমেনা বিবিকে পালকি থেকে নামিয়ে মজিদ কোথায় নিতে বলেছিলেন?
ক. ঘরে খ. উঠানে গ. বারান্দায় ঘ. মাজারে

৭১. মজিদ বার বার আমেনা বিবির দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল কেন?
ক. মনোভাব বুঝতে খ. কড়া শাসনে রাখতে গ. ভীতি সৃষ্টিতে ঘ. রূপের মোহে

৭২. মজিদের সামনে খালেক ব্যাপারী অসহায় কেন?
ক. ক্ষমতার দুর্বলতায় খ. ভক্তি-শ্রদ্ধায় গ. ধর্মভীতির কারণে ঘ. অভিশাপের ভয়ে

৭৩. আমেনা বিবি মাজারে পাক কোন দিক থেকে শুরু করেছিল?
ক. ডান দিকে খ. বাঁ দিক গ. পূর্ব দিক ঘ. উত্তর দিক

৭৪. আমেনা বিবিকে তালাক দেওয়ানোর মূল কারণ কী ছিল?
ক. মজিদের আত্মঅহমিকায় আঘাত খ. খালেক ব্যাপরীরর মানসিক যন্ত্রণা
গ. আমেনার চারিত্রিক ত্রুটি ঘ. সন্তান দানে অক্ষমতা

৭৫. 'খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা' উক্তিটি কার?
ক. কাদেরের খ. মজিদের গ. তাহেরের ঘ. মোদাচ্ছের পীরের

৭৬. 'কলমা জানো মিঞা?' 'লালসালু' উপন্যাসে প্রশ্নটি কাকে করা হয়েছে?
ক. আক্কাসকে খ. দুদু মিঞাকে গ. সোলেমানকে ঘ. মোদাব্বের মিঞাকে

৭৭. রহিমা মাজারে আমেনা বিবির দৃশ্যগুলো কীভাবে দেখেছিল?
ক. অপলক দৃষ্টিতে খ. ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে
গ. বেড়ার ফুটো দিয়ে ঘ. জানালা দিয়ে

৭৮. আমেনা বিবি মাজারের মধ্যে মূর্ছা গিয়েছিল কেন?
ক. ভয়ে খ. মজিদের অলৌকিক ক্ষমতায়
গ. মাজারের ক্ষমতায় ঘ. শারীরিক দুর্বলতায়

৭৯. খালেক ব্যাপারীর গলায় শিশুর ভাব আসে কেন?
ক. ভয়ে খ. ক্রোধে গ. সন্দেহে ঘ. বিশ্বাসে

৮০. আমেনা বিবির ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
ক. অশান্ত খ. স্বামীভীরু গ. শক্তিশালী ঘ. সমাজ-বিদ্বেষী

৮১. মজিদ আক্কাসকে দমাতে চাওয়ায় তার চরিত্রের কোন বিষয়টি উন্মোচিত হয়েছে?
ক. হিংসা খ. অজ্ঞতা গ. শোষণ ঘ. বিদ্বেষ

৮২. 'বেত্তমিজের মতো কথা কইস না' উক্তিটি কার সম্পর্কে করা হয়েছিল?
ক. আক্কাস খ. তাহের গ. কাদের ঘ. ধলা মিঞা

৮৩. মহব্বতনগর গ্রামের বড় মসজিদ নির্মাণে বারো আনা ব্যয় বহন করতে চেয়েছিল–
ক. মজিদ খ. খালেক ব্যাপারী গ. মোদাব্বের আলী ঘ. মতলুব খাঁ

৮৪. 'মজিদের মনে কিন্তু অন্য কথা ঘোরে' এখানে অন্য কথা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. দ্বিতীয় বিয়ে খ. সম্পত্তির লোভ গ. বদ মতলব ঘ. হীনস্বার্থ

৮৫. একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ সোনালি মিহির সুন্দর কিসের ঝংকার শুনতে পায়?
ক. নূপুরের খ. হাসির গ. সুরের ঘ. গানের

৮৬. মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে-দলে লোক চলেছে কোন দিকে?
ক. পূর্ব দিকে খ. পশ্চিম দিকে গ. উত্তর দিকে ঘ. দক্ষিণ দিকে

৮৭. মহব্বতনগর গ্রামের কয় গ্রাম পরে নতুন পির সাহেব এসেছে?
ক. তিন গ্রাম খ. চার গ্রাম গ. পাঁচ গ্রাম ঘ. ছয় গ্রাম

৩৫.ক	৩৬.গ	৩৭.খ	৩৮.ঘ	৩৯.ঘ	৪০.ঘ	৪১.ক	৪২.খ	৪৩.খ
৪৪.গ	৪৫.গ	৪৬.খ	৪৭.ক	৪৮.খ	৪৯.ক	৫০.ঘ	৫১.খ	৫২.ক
৫৩.ক	৫৪.গ	৫৫.গ	৫৬.খ	৫৭.ক	৫৮.ঘ	৫৯.ক	৬০.ঘ	৬১.ক
৬২.ক	৬৩.গ	৬৪.খ	৬৫.খ	৬৬.গ	৬৭.ক	৬৮.ক	৬৯.ক	৭০.ঘ
৭১.ঘ	৭২.গ	৭৩.ক	৭৪.ক	৭৫.খ	৭৬.খ	৭৭.গ	৭৮.ঘ	৭৯.গ
৮০.খ	৮১.গ	৮২.ক	৮৩.খ	৮৪.ক	৮৫.খ	৮৬.গ	৮৭.ক	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

৮৮. ঝড়ের সময় ঢেঙা বুড়ো কী খেতে চেয়েছিল?
ক. গুড় খ. চিনি গ. মুড়ি ঘ. চিড়া

৮৯. আওয়ালপুরের পীরের পূর্বপুরুষেরা কোন এলাকা থেকে এসেছেন?
ক. এশিয়া খ. মধ্যপ্রাচ্য গ. দক্ষিণ আমেরিকা ঘ. আফ্রিকা

৯০. 'লালসালু' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশক কে?
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ খ. সৈয়দ হাবিবুল্লাহ
গ. মুহাম্মদ আতাউল্লাহ ঘ. নওরোজ কিতাবিস্তান

৯১. 'লালসালু' উপন্যাসে মেয়েলোকের মস্করা বলতে বোঝানো হয়েছে-
ক. নারীর অধিকার চেতনা খ. নারী স্বাধীনতা
গ. নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ঘ. নারীর হাসি-তামাশা

৯২. আমেনা বিবির সতিন কে?
ক. রহিমা বিবি খ. জমিলা গ. তানু বিবি ঘ. হাসুনির মা

৯৩. মজিদের জমি-জায়গার সাথে সাথে আরও কী বাড়ে?
ক. অর্থ খ. পরিচিতি গ. খ্যাতি ঘ. সম্মান

৯৪. আগত পির সাহেব সম্পর্কে লোকে কী বলে?
ক. তার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল খ. মরা মানুষ জিন্দা করতে পারত
গ. এককালে তার চোখে আগুন ছিল ঘ. সহি পীরের খাঁটি ক্ষমতা ছিল

৯৫. 'কী মিয়া, তোমার দিলে কি ময়লা আছে? এখানে 'ময়লা' শব্দটি কী অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে?
ক. কুমতলব খ. সন্দেহ গ. অপবিশ্বাস ঘ. শয়তানি

৯৬. 'আপনারা জাহেল, বে-এলেম, আনপাড়হ' কারা?
ক. নোয়াখালিবাসী খ. আওয়ালপুরবাসী গ. মতিগঞ্জবাসী ঘ. মহব্বতনগরবাসী

৯৭. মজিদ যখন জমিলাকে বিয়ে করতে যায়, তখন জমিলা তাকে দেখে কী ভেবেছিল?
ক. দুলার বাপ খ. দুলার বড় ভাই গ. দুলার চাচা ঘ. দুলার দাদা

৯৮. 'তাই তারা ছোটে, ছোটে'- কেন?
ক. ধর্মের জন্য খ. জীবিকার জন্য গ. কল্যাণের জন্য ঘ. সুবিধার জন্য

৯৯. কাদের স্থান বেহেস্তে সুনির্দিষ্ট?
ক. আলেম খ. মৌলবি গ. মাওলানা ঘ. হাফেজ

১০০. 'লালসালু' উপন্যাসে কোন অঞ্চলের জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে?
ক. নোয়াখালী খ. সিলেট গ. চট্টগ্রাম ঘ. বান্দরবান

১০১. 'অন্ধকারে সাপের মতো চকচক করে তার চোখ' এখানে 'সাপের মতো' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. নীরবতা খ. হিংস্রতা গ. বিষাক্ততা ঘ. উপকারিতা

১০২. আক্কাস স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায় কেন?
ক. মজিদকে গ্রামছাড়া করতে খ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে
গ. গোঁড়ামি দূর করতে ঘ. গ্রামবাসীকে শিক্ষিত করতে

১০৩. 'শীতের রাতে ভারি হয়ে নাকে লাগে যে গন্ধ'- এখানে কোন গন্ধের কথা বলা হয়েছে?
ক. ধোঁয়ার গন্ধ খ. আবর্জনার গন্ধ গ. ধানের গন্ধ ঘ. পিঠার গন্ধ

১০৪. রেলগাড়ির খুপরিতে অনেকের দেহে শেষ পর্যন্ত কী থাকে না?
ক. কাপড় খ. বল গ. চেতনা ঘ. তাবিজ

১০৫. দশ কথায় রাও নেই কার?
ক. রহিমার খ. বুড়ির গ. হাসুনির মার ঘ. তাহেরের বাপের

১০৬. পীরের মাজারকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
ক. লালসালুর খ. মাঠের সঙ্গে গ. মাছের পিঠের সঙ্গে ঘ. উটের পিঠের সঙ্গে

১০৭. 'এককালে বুড়ো বুদ্ধিমান লোক ছিল।' 'লালসালু' উপন্যাসে উল্লিখিত বুড়ো কে?
ক. মজিদ খ. খালেক ব্যাপারী গ. আওয়ালপুরের পির ঘ. ঢেঙা বুড়ো

১০৮. মানুষের রসনা কার রসনার চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে মজিদ মনে করে?
ক. আগুনের খ. সাপের গ. বাঘের ঘ. জন্তু-জানোয়ারের

১০৯. মাজারে রহিমা কাদের জন্য দোয়া করে থাকে?
ক. মহব্বতনগরবাসীর জন্য খ. মানবজাতির জন্য
গ. বাপের বাড়ির মানুষের জন্য ঘ. শ্বশুরবাড়ির জন্য

১১০. 'লালসালু' উপন্যাসে নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে কী ছিল?
ক. রাগ খ. ক্ষোভ গ. প্রতিহিংসা ঘ. আগুন

১১১. 'তাকিয়ে থাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে' কোথায়?
ক. জমিতে খ. মাজারে গ. হাট-বাজার ঘ. সড়কে

১১২. মজিদ আমেনা বিবির চিকিৎসার ভার নিয়েছিল কেন?
ক. স্ত্রীর ক্ষমতা বোঝাতে খ. ব্যাপারীর অনুরোধে
গ. প্রতিশোধের মোহে ঘ. রহিমার অনুরোধে

১১৩. আওয়ালপুরের পির কোন ভাষায় বয়ান করেন?
ক. আরবি খ. ফারসি গ. উর্দু ঘ. হিন্দি

১১৪. 'অগো কথা হুনলে পুরুষ মানুষ আর পুরুষ থাকে না, মেয়ে মানুষের অধম হ...' উক্তিটি কার?
ক. মজিদের খ. খালেক ব্যাপারীর
গ. আওয়ালপুরের পির সাহেবের ঘ. মোদাচ্ছের পীরের

১১৫. উপন্যাসের কোন চরিত্রটি মজিদকে ভীত, উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করেছে?
ক. রহিমা খ. জমিলা গ. আমেনা ঘ. হাসুনির মা

১১৬. সারিবদ্ধ হয়ে মজুররা কিসের মতো কাস্তে নিয়ে ধান কাটে?
ক. দ্বিতীয়ার তারার মতো খ. দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো
গ. ধনুকের মতো ঘ. তীরের মতো

১১৭. মহব্বতনগর গ্রামের লোকগুলো ইদানীং কেমন হয়ে উঠেছে?
ক. পরহেজগার খ. দরিদ্র গ. অবস্থাপন্ন ঘ. কবর ব্যবসায়ী

১১৮. ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ি পেঁচিয়ে ছোটাছুটি করত কে?
ক. জমিলা খ. রহিমা গ. হাসুনির মা ঘ. আমেনা

১১৯. মজিদ বুড়োকে মাজারে পাঁচ পয়সার শিরনি দিতে বলে কেন?
ক. দান হিসেবে খ. মানত হিসেবে গ. শাস্তি হিসেবে ঘ. মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায়

১২০. 'হা-শূন্য' কথাটির অর্থ কী?
ক. ঋণগ্রস্ত খ. রোগগ্রস্ত গ. অভাবগ্রস্ত ঘ. মানসিক বিকারগ্রস্ত

১২১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল কোনটি?
ক. ঢাকা খ. কলকাতা গ. প্যারিস ঘ. করাচি

১২২. মজিদ কীভাবে তার ক্ষমতা ও প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে?
ক. মানুষকে অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন করে খ. মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে
গ. নিজের অঢেল অর্থের জোরে ঘ. অলৌকিক ক্ষমতা বলে

১২৩. মজিদ কাকে ভয় পায়?
ক. জমিলাকে খ. আওয়ালপুরের পিরকে গ. আক্কাসকে ঘ. ব্যাপারীকে

১২৪. হাসুনির মা মজিদের কাছে যায় কেন?
ক. নালিশ করতে খ. সাহায্য চাইতে
গ. কাজ চাইতে ঘ. বাবার জন্য ক্ষমা চাইতে

১২৫. 'থাক কইবার দাও। খোদাই তার শাস্তি করিবে।' উক্তিটি কার?
ক. তাহেরের খ. কাদেরের গ. রতনের ঘ. হাসুনির মার

১২৬. 'হুকায় এক ছিলিম তামাক ভইরা দেওগো বিটি' মজিদ এ কথা কাকে বলে?
ক. রহিমাকে খ. জমিলাকে গ. হাসুনির মাকে ঘ. হাসুনিকে

১২৭. 'লালসালু' উপন্যাসে 'বাহে মুলুক' বলতে কোন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে?
ক. পূর্ববঙ্গ খ. পশ্চিমবঙ্গ গ. উত্তরবঙ্গ ঘ. দক্ষিণবঙ্গ

১২৮. 'লালসালু' উপন্যাসে গ্রামের মানুষ জাঁদরেল পিরের কাছে যায় কেন?
ক. ধর্ম শিক্ষার জন্য খ. ঝাড়ফুঁকের জন্য
গ. জান্নাত লাভের জন্য ঘ. মনোবাসনা পূরণের জন্য

১২৯. 'কথাডা জানি আপনার বইনে না হুনে' 'লালসালু' উপন্যাসে উক্তিটি কার?
ক. মজিদের খ. রহিমার গ. খালেক ব্যাপারীর ঘ. জমিলার

১৩০. 'গরিব মানুষ, খাইবার পাই না।' উক্তিটির মর্মকথা কী?
ক. ক্ষুধা-তৃষ্ণার কাছে সব ম্লান খ. নির্যাতিতদের আর্তনাদ
গ. প্রতিবাদী চেতনা ঘ. ক্ষুধা দারিদ্র্যপীড়িত জীবন

১৩১. এক সময় মজিদ কার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়?
ক. মাজারের খ. রহিমার গ. জমিলার ঘ. খালেক ব্যাপারী

১৩২. 'মেয়েটাকে তার ভালোই লাগে'- 'মেয়েটাকে' বলতে বোঝানো হয়েছে-
ক. রহিমাকে খ. জমিলাকে গ. হাসুনির মাকে ঘ. হাসুনিকে

১৩৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিষয়ে এম.এ ভর্তি হন?
ক. দর্শন খ. সাহিত্য গ. ইতিহাস ঘ. অর্থনীতি

১৩৪. 'লালসালু' উপন্যাসের শেষ বাক্য কোনটি?
ক. বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে- চোখ খ. নাফরমানি করিও না
গ. ধান দিয়ে কী হইবো, মানুষের জান যদি না থাকে? ঘ. দেখো না শিলাবৃষ্টি পড়ে

১৩৫. পৌরুষের ধর্ম ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। 'লালসালু' উপন্যাসে এই মনোভাবটি কার?
ক. তাহেরের খ. খালেক ব্যাপারীর গ. মজিদের ঘ. ঢেঙা বুড়োর

১৩৬. পানিপড়ায় বিশ্বাস স্থাপন আধুনিক বিজ্ঞানে কী হিসেবে বিবেচ্য?
ক. সংস্কার খ. কুসংস্কার গ. নেক কাজ ঘ. পবিত্র কাজ

১৩৭. নিদারুণ ভয়ে কে অসাড় হয়ে যায়?
ক. রহিমা খ. জমিলা গ. আমেনা বিবি ঘ. ধলা মিঞা

৮৮.ঘ	৮৯.খ	৯০.গ	৯১.ঘ	৯২.গ	৯৩.ঘ	৯৪.খ	৯৫.ক	৯৬.[illegible]
৯৭.ক	৯৮.খ	৯৯.ঘ	১০০.ক	১০১.খ	১০২.ঘ	১০৩.গ	১০৪.ক	১০৫.[illegible]
১০৬.গ	১০৭.ঘ	১০৮.খ	১০৯.খ	১১০.ঘ	১১১.খ	১১২.গ	১১৩.গ	১১৪.[illegible]
১১৫.খ	১১৬.খ	১১৭.গ	১১৮.খ	১১৯.ক	১২০.গ	১২১.গ	১২২.ক	১২৩.[illegible]
১২৪.ক	১২৫.খ	১২৬.গ	১২৭.গ	১২৮.ঘ	১২৯.গ	১৩০.ক	১৩১.খ	১৩২.[illegible]
১৩৩.ঘ	১৩৪.ক	১৩৫.ঘ	১৩৬.খ	১৩৭.গ				

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

SELF TEST

০১. মজিদ কোন দৃষ্টিতে ধানকাটা দেখে?
ক. সাবধানী দৃষ্টিতে খ. শ্যেন দৃষ্টিতে
গ. কৌতূহলী দৃষ্টিতে ঘ. প্রসন্ন দৃষ্টিতে

০২. 'লালসালু' উপন্যাসে বুড়ি চুপ থাকে কেন?
ক. সবাই তাকে দোষ দেয় বলে খ. স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলায়
গ. খেলোয়াড় না থাকায় খেলা জমে না বলে ঘ. কথা বলার দোসর নেই বলে

০৩. 'লালসালু' উপন্যাসে মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে কীভাবে?
ক. সীমাহীন আকাশ কালো আবরণে সীমাবদ্ধ বলে
খ. মাজারে আলো জ্বলে কিন্তু গ্রামে অন্ধকার বলে
গ. খড়কুটোর আলোয় প্রাঙ্গণ আলোকিত হলেও আকাশ অন্ধকার তাই
ঘ. মানুষ দুনিয়াকে আলোকিত করে আর খোদা আকাশ আলোকিত করে

০৪. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' (১৯৬৫) গল্পটি লেখকের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত?
ক. দুই তীর ও অন্যান্য গল্প খ. নয়নচারা
গ. চাঁদের অমাবস্যা ঘ. তরঙ্গভঙ্গ

০৫. মজিদ শঙ্কিত হয়ে ওঠে কেন?
ক. পাশের গ্রামের পীরের কথা শুনে
খ. ঝালর দেওয়া সালু কাপড়ে আবৃত নকল মাজারটি দেখে
গ. মতলুব মিয়ার বাড়ির সামনের নকল মাজারটি দেখে
ঘ. জাঁদরেল পিররা যখন আশেপাশে এসে আস্তানা গাড়েন

০৬. দেশে দেশে পিরদের সফর শুরু হয় কখন?
ক. যখন গোলায় গোলায় ধান ওঠে খ. যখন দুর্ভিক্ষ হয়
গ. যখন গ্রামে উৎসব হয় ঘ. যখন রোগের প্রকোপ হয়

০৭. বেপারীর অসহায়ত্বের মধ্যে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক. অলৌকিক শক্তির কাছে দীন খ. প্রতারণার ফাঁদে নিরুপায়
গ. কূটকৌশলের কাছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঘ. অন্ধবিশ্বাসে বলীয়ান

০৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পাকিস্তান সরকারের কোন বিভাগে কর্মরত ছিলেন?
ক. শিক্ষা বিভাগ খ. বৈদেশিক বিভাগ
গ. সংস্কৃতি বিভাগ ঘ. অর্থনৈতিক বিভাগ

০৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অবিস্মরণীয় সৃষ্টি কোনটি?
ক. দুই তীর খ. কাঁদো নদী কাঁদো
গ. লালসালু ঘ. তরঙ্গভঙ্গ

১০. 'লালসালু' উপন্যাসের মূল বক্তব্য হলো–
ক. সামাজিক অনাচার রোধ খ. সামাজিক কুসংস্কার
গ. ধর্মীয় গোঁড়ামির নিঃশেষ ঘ. অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ

১১. 'লালসালু' উপন্যাসে কার অন্তরে কুটিলতা আর অবিশ্বাস?
ক. মজিদের খ. খালেক ব্যাপারীর
গ. তাহের-কাদেরের বাপের ঘ. রহিমার

১২. 'সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।' উক্তিটির তারা হলো–
ক. নতুন পির ও মজিদ খ. খালেক ব্যাপারী ও মজিদ
গ. নতুন পির ও খালেক ব্যাপারী ঘ. খালেক ব্যাপারী ও ধলা মিয়া

১৩. 'তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে।' উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে মজিদের–
ক. মনের সংশয় খ. মনের ভয় গ. মনের ক্রোধ ঘ. মনের হতাশা

১৪. 'তোমার দাড়ি কই মিঞা?' এ কথার উদ্দেশ্য–
ক. ধর্মপরায়ণতা খ. প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করা
গ. ধর্মে অনুপ্রাণিত করা ঘ. বাৎসল্য

১৫. রহিমা ও হাসুনির মা ধান সিদ্ধ করার সময় মজিদ বারবার ঘরের বাইরে আসছিল কারণ–
ক. অসুস্থতা খ. সমবেদনা
গ. সাহায্য করা ঘ. আদিম লালসা

১৬. 'শয়তানকে তাড়াবার জন্যই শিলা ছোড়ে খোদা' কথাটি–
ক. আংশিক সত্য খ. আংশিক মিথ্যা গ. অসত্য ঘ. সামান্য সত্য

১৭. মাজারে তাহেরের বাপকে মজিদ কয় পয়সার শিরনি দিতে বলে?
ক. চার খ. পাঁচ গ. ছয় ঘ. সাত

১৮. হাসি কাদের প্রাণ?
ক. শিশুদের খ. গাঁয়ের মানুষদের গ. মজিদের ভক্তদের ঘ. মজুরদের

১৯. আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথে কী গাছ পড়ে?
ক. তেঁতুলগাছ খ. অশ্বত্থগাছ গ. বটগাছ ঘ. ছাতিমগাছ

২০. মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে কেন?
ক. প্রখর রোদে খ. প্রচণ্ড রাগে
গ. মজুরদের গীত শুনে ঘ. প্রতিহিংসার কারণে

২১. ধূর্ত, প্রতারক, ধর্মব্যবসায়ী-এ বৈশিষ্ট্যগুলো 'লালসালু' উপন্যাসে কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
ক. মজিদ খ. তাহের গ. কাদের ঘ. ব্যাপারী

২২. 'লালসালু' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু কোনটি?
ক. প্রগতিশীলতা খ. গ্রামীণ জীবন
গ. নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবন ঘ. কুসংস্কার ও গোঁড়ামি

২৩. কবরের গায়ে কী লেগে ছিল?
ক. জমিলার হাত খ. জমিলার পা
গ. জমিলার মাথা ঘ. জমিলার মুখ

২৪. কার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়?
ক. ব্যাপারীর খ. মজিদের গ. আক্কাসের ঘ. রহিমার

২৫. হাসুনির মা প্রথম প্রথম মজিদের বাড়ি আসত না কেন?
ক. অভিমান ছিল বলে খ. রাগ ছিল বলে
গ. লজ্জার কারণে ঘ. ঘৃণা লাগত বলে

২৬. ঘরের ম্লান আলোয় কবরের অনাবৃত অংশটা কিসের সাথে তুলনীয়?
ক. মৃত মানুষের খোলা চোখের খ. উজ্জ্বল রূপালি
গ. মাছের পিঠের মতো ঘ. ঘোড়ার চোখের মতো

২৭. সভায় স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ঢাকা পড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে নিচের কোনটি সমর্থনযোগ্য?
ক. হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা খ. মসজিদ নির্মাণের কথা
গ. রাস্তা নির্মাণের কথা ঘ. গ্রামোন্নয়নের কথা

২৮. 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ কোন সময় আওয়ালপুর গ্রামে গিয়েছিল?
ক. ভোরে খ. দুপুরের পূর্বে গ. সূর্য হেলে পড়লে ঘ. বিকালে

২৯. কোঁচ কী?
ক. হরিণ শিকারের যন্ত্রবিশেষ খ. কুমির শিকারের যন্ত্রবিশেষ
গ. মাছ ধরার যন্ত্রবিশেষ ঘ. পাখি শিকারের যন্ত্রবিশেষ

৩০. 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ গ্রামের সভায় কী নির্মাণের কথা বলেছে?
ক. মাদ্রাসা খ. মসজিদ গ. সরাইখানা ঘ. মাজার

৩১. 'ও কি ঘরে বালা আনবার চায়? কাকে উদ্দেশ্য করে মজিদ একথা বলেছে?
ক. রহিমাকে খ. জমিলাকে গ. আক্কাসকে ঘ. চুলওয়ালা বুড়িকে

৩২. 'কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠে অন্তরটা'-
ক. খালেক ব্যাপারীর খ. আমেনার গ. তাহেরের বাপের ঘ. আক্কাসের

৩৩. মজিদের পাগড়ির পেছনটাই কতখানি লেজ ছিল?
ক. হাত খানেক খ. বিঘত খানেক
গ. দেড় হাত ঘ. চার আঙুল

৩৪. মজিদের কী খাওয়া অভ্যাস ছিল?
ক. পান খ. তামাক গ. বিড়ি ঘ. হুঁকা

৩৫. 'সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারার জন্য' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. মজিদের ক্ষোভ খ. মজিদের হিংসা
গ. মজিদের লালসা ঘ. মজিদের প্রতিশোধের নেশা

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.ঘ	৩৪.ঘ	৩৩.খ	৩২.গ	৩১.খ	৩০.খ	২৯.গ	২৮.গ	২৭.খ
২৬.ক	২৫.গ	২৪.ঘ	২৩.খ	২২.ঘ	২১.ক	২০.গ	১৯.ক	১৮.খ
১৭.খ	১৬.গ	১৫.ঘ	১৪.খ	১৩.গ	১২.খ	১১.গ	১০.খ	০৯.গ
০৮.খ	০৭.গ	০৬.ক	০৫.ঘ	০৪.ক	০৩.ঘ	০২.গ	০১.খ	

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সিরাজউদ্দৌলা

সিকান্দার আবু জাফর

প্রথম অঙ্ক

যবনিকা উত্তোলনের অব্যবহিত পূর্বে আবহ সংগীতের পটভূমিতে নেপথ্যে ঘোষণা :

ঘোষণা : এক স্বাধীন বাংলা থেকে আর এক স্বাধীন বাংলায় আসতে বহু দুর্যোগের পথ আমরা পাড়ি দিয়েছি; বহু লাঞ্ছনা বহু পীড়নের গ্লানি আমরা সহ্য করেছি। দুই স্বাধীন বাংলার ভেতরে আমাদের সম্পর্ক তাই অত্যন্ত গভীর। আজ এই নতুন দিনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিস্মৃত অতীতের পানে দৃষ্টি ফেরালে বাংলার শেষ সূর্যালোকিত দিনের সীমান্ত রেখায় আমরা দেখতে পাই নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে।

নবাব সিরাজের দুর্বহ জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনি আমরা স্মরণ করি গভীর বেদনায়, গভীর সহানুভূতিতে। সে কাহিনি আমাদের ঐতিহ্য। আজ তাই অতীতের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য আমরা বিস্মৃতির যবনিকা উত্তোলন করছি।

১৭৫৬ সাল : ১৯এ জুন।

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৬ সাল, ১৯এ জুন। স্থান : ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-ক্যাপ্টেন ক্লেটন, ওয়ালি খান, জর্জ, হলওয়েল, উমিচাঁদ, মিরমর্দান, মানিকচাঁদ, সিরাজ, রায়দুর্লভ, ওয়াটস]

(নবাব সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করছে। দুর্গের ভেতরে ইংরেজদের অবস্থা শোচনীয়। তবু যুদ্ধ না করে উপায় নেই। তাই ক্যাপ্টেন ক্লেটন দুর্গ প্রাচীরের এক অংশ থেকে মুষ্টিমেয় গোলন্দাজ নিয়ে কামান চালাচ্ছেন। ইংরেজ সৈন্যের মনে কোনো উৎসাহ নেই, তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।)

ক্লেটন : প্রাণপণে যুদ্ধ করো সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক। যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা। ভিক্টরি অর ডেথ, ভিক্টরি অর ডেথ।

(গোলাগুলির শব্দ প্রবল হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্লেটন একজন বাঙালি গোলন্দাজের দিকে এগিয়ে গেলেন)

ক্লেটন : তোমরা, তোমরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করো বাঙালি বীর। বিপদ আসন্ন দেখে কাপুরুষের মতো হাল ছেড়ে দিও না। যুদ্ধ করো, প্রাণপণে যুদ্ধ করো। ভিক্টরি অর ডেথ।

(একজন প্রহরীর প্রবেশ)

ওয়ালি খান : যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিন, ক্যাপ্টেন ক্লেটন। নবাব সৈন্য দুর্গের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

ক্লেটন : না, না।

ওয়ালি খান : এখুনি যুদ্ধ বন্ধ করুন। নবাব সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে দুর্গের একটি প্রাণীকেও তারা রেহাই দেবে না।

ক্লেটন : চুপ বেইমান। কাপুরুষ বাঙালির কাছে যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

ওয়ালি খান : ও সব কথা বলবেন না সাহেব। ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করছি কোম্পানির টাকার জন্যে। তা বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়। যুদ্ধ বন্ধ না করলে নবাব সৈন্য এখুনি তার প্রাণ নেবে।

ক্লেটন : হোয়াট? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

(ওয়ালি খানকে চড় মারার জন্যে এগিয়ে গেল। অপর একজন রক্ষীর দ্রুত প্রবেশ)

জর্জ : ক্যাপ্টেন ক্লেটন, অধিনায়ক এনসাইন পিকার্ডের পতন হয়েছে। পেরিন্স পয়েন্টের সমস্ত ছাউনি ছারখার করে দিয়ে ভারী ভারী কামান নিয়ে নবাব সৈন্য দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে।

ক্লেটন : কী করে তারা এখানে আসবার রাস্তা খুঁজে পেলো?

জর্জ : উমিচাঁদের গুপ্তচর নবাব ছাউনিতে খবর পাঠিয়েছে। নবাবের পদাতিক বাহিনী দমদমের সরু রাস্তা দিয়ে চলে এসেছে, আর গোলন্দাজ বাহিনী শিয়ালদহের মারাঠা খাল পেরিয়ে বন্যাস্রোতের মতো ছুটে আসছে।

ক্লেটন : বাধা দেবার কেউ নেই। (ক্ষিপ্তস্বরে) ক্যাপ্টেন মিনচিন দমদমের রাস্তাটা উড়িয়ে দিতে পারেননি?

জর্জ : ক্যাপ্টেন মিনচিন, কাউন্সিলার ফকল্যান্ড আর ম্যানিংহাম নৌকোয় করে দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন।

ক্লেটন : কাপুরুষ, বেইমান। জলন্ত আগুনের মুখে বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে চালাও, গুলি চালাও। নবাব সৈন্যদের দেখিয়ে দাও যে, বিপদে ইংল্যান্ডের বীর সন্তান কতখানি দুর্জয় হয়ে ওঠে।

(জন হলওয়েলের প্রবেশ এবং জর্জের

হলওয়েল : এখন গুলি চালিয়ে বিশেষ ফল হবে কি, ক্যাপ্টেন ক্লেটন?

ক্লেটন : যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি, সার্জন হলওয়েল?

হলওয়েল : আমার মনে হয় গভর্নর রজার ড্রেকের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে কাছে আত্মসমর্পণ করাই এখন যুক্তিসঙ্গত।

ক্লেটন : তাতে কি নবাবের অত্যাচারের হাত থেকে আমরা রেহাই পাবো ভেবে

হলওয়েল : তবু কিছুটা আশা থাকবে। কিন্তু যুদ্ধ করে টিকে থাকবার কোনো নেই। গোলাগুলি যা আছে তা দিয়ে আজ সন্ধে পর্যন্তও যুদ্ধ করা যা ডাচদের কাছে, ফরাসিদের কাছে, সবার কাছে আমরা সাহায্য চেয়েছি কিন্তু সৈন্য তো দূরের কথা এক ছটাক বারুদ পাঠিয়েও কেউ সাহায্য করল না।

(বাইরে গোলার আওয়াজ প্রবলতর হয়ে

ক্লেটন : তা হলে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি গভর্নর ড্রেকের সঙ্গে আলাপ করে আসি।

(ক্লেটনের প্রস্থান। বাইরে থেকে যথারীতি গোলাগুলির আওয়াজ হলওয়েল চিন্তিতভাবে এদিক-ওদিক পায়চারি

হলওয়েল : (পায়চারি থামিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে) এই কে আছ?

(রক্ষীর

জর্জ : ইয়েস, স্যার।

হলওয়েল : উমিচাঁদকে বন্দি করে কোথায় রাখা হয়েছে?

জর্জ : পাশেই একটা ঘরে।

হলওয়েল : তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।

জর্জ : রাইট, স্যার।

(জর্জ দ্রুত বেরিয়ে চলে যায় এবং প্রায় পর মুহূর্তেই উমিচাঁদকে নিয়ে প্রবে

উমিচাঁদ : (প্রবেশ করতে করতে) সুপ্রভাত, সার্জন হলওয়েল।

হলওয়েল : সুপ্রভাত। তাই না উমিচাঁদ? (গোলাগুলির আওয়াজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে হলওয়েল বিস্মিতভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেন) নবাব গোলাগুলি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন বলুন তো?

উমিচাঁদ : (কান পেতে শুনল) বোধহয় দুপুরের আহারের জন্যে সাময়িক বিরতি হয়েছে।

হলওয়েল : এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে উমিচাঁদ। আপনি নবাবের রাজা মানিকচাঁদের কাছে একখানা পত্র লিখে পাঠান। তাঁকে অনুরো নবাব সৈন্য যেন আর যুদ্ধ না করে।

উমিচাঁদ : বন্দির কাছে এ প্রার্থনা কেন সার্জন হলওয়েল? (কঠিন স্বরে) আমি ড্রেকের ধ্বংস দেখতে চাই।

(জর্জের

জর্জ : সার্জন হলওয়েল, গভর্নর রজার ড্রেক আর ক্যাপ্টেন ক্লেটন নৌকা পালিয়ে গেছেন।

হলওয়েল : দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন?

জর্জ : গভর্নরকে পালাতে দেখে একজন রক্ষী তাঁর দিকে গুলি ছুড়েছিল, কি আহত হননি।

উমিচাঁদ : দুর্ভাগ্য, পরম দুর্ভাগ্য।

হলওয়েল : যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবেন বলে আধ ঘন্টা আগেও প্রতিজ্ঞা ক ক্যাপ্টেন ক্লেটন। শেষে তিনিও পালিয়ে গেলেন।

উমিচাঁদ : ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।

হলওয়েল : উমিচাঁদ, এখন উপায়?

উমিচাঁদ : আবার কি? ক্যাপ্টেন কর্নেলরা সব পালিয়ে গেছেন, এখন ফর্টন গাইস হাসপাতালের হাতুড়ে সার্জন জন জেফানিয়া হলওয়েল সর্বাধি আপনিই এখন কমান্ডার-ইন-চিফ।

(আবার প্রচণ্ড গোলার আওয়াজ

হলওয়েল : (হতাশার স্বরে) উমিচাঁদ।

উমিচাঁদ : আচ্ছা, আমি রাজা মানিকচাঁদের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনি দুর্গ সাদা নিশান উড়িয়ে দিন।

(উমিচাঁদের প্রস্থান। হঠাৎ বাইরে গোলমালের শব্দ শোনা গেল। জর্জের প্রবেশ)

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

জর্জ : সর্বনাশ হয়েছে। একদল ডাচ সৈন্য গঙ্গার দিককার ফটক ভেঙে পালিয়ে গেছে। সেই পথ দিয়ে নবাবের সশস্ত্র পদাতিক বাহিনী হুড় হুড় করে কেল্লার ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

হলওয়েল : সাদা নিশান ওড়াও। দুর্গ তোরণে সাদা নিশান উড়িয়ে দাও।

(জর্জ ছুটে গিয়ে একটি নিশান উড়িয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নবাব সৈন্যের অধিনায়ক রাজা মানিকচাঁদ ও মিরমর্দানের প্রবেশ)

মিরমর্দান : এই যে দুশমনরা এখানে থেকেই গুলি চালাচ্ছে।

হলওয়েল : আমরা সন্ধির সাদা নিশান উড়িয়ে দিয়েছি। যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে-

মিরমর্দান : সন্ধি না আত্মসমর্পণ?

মানিকচাঁদ : সবাই অস্ত্র ত্যাগ কর।

মিরমর্দান : মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।

মানিকচাঁদ : তুমিও হলওয়েল, তুমিও মাথার ওপর দুহাত তুলে দাঁড়াও। কেউ একচুল নড়লে প্রাণ যাবে।

(দ্রুতগতিতে নবাব সিরাজের প্রবেশ। সঙ্গে সসৈন্যে সেনাপতি রায়দুর্লভ। বন্দিরা কুর্নিশ করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। সিরাজ চারদিকে একবারে ভালো করে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে হলওয়েলের দিকে এগিয়ে গেলেন।)

সিরাজ : কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছ। তোমার কৃতকার্যের উপযুক্ত প্রতিফল নেবার জন্যে তৈরি হও হলওয়েল।

হলওয়েল : আশা করি নবাব আমাদের ওপরে অন্যায় জুলুম করবেন না।

সিরাজ : জুলুম? এ পর্যন্ত তোমরা যে আচরণ করে এসেছ তাতে তোমাদের ওপর সত্যিকার জুলুম করতে পারলে আমি খুশি হতুম। গভর্নর ড্রেক কোথায়?

হলওয়েল : তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন।

সিরাজ : কলকাতার বাইরে গেছেন, না প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন? আমি সব খবর রাখি, হলওয়েল। নবাব সৈন্য কলকাতা আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গে রজার ড্রেক প্রাণভয়ে কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু কৈফিয়ত তবু কাউকে দিতেই হবে? বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার স্পর্ধা ইংরেজ পেলো কোথা থেকে আমি তার কৈফিয়ত চাই।

হলওয়েল : আমরা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইনি। শুধু আত্মরক্ষার জন্য-

সিরাজ : শুধু আত্মরক্ষার জন্যেই কাশিমবাজার কুঠিতে তোমরা গোপনে অস্ত্র আমদানি করছিলে, তাই না? খবর পেয়ে আমার হুকুমে কাশিমবাজার কুঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্দি করা হয়েছে ওয়াটস আর কলেটকে। রায়দুর্লভ।

রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা।

সিরাজ : বন্দি ওয়াটসকে এখানে হাজির করুন।

(কুর্নিশ করে রায়দুর্লভের প্রস্থান)

সিরাজ : তোমরা ভেবেছ তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমি রাখি না।

(ওয়াটসসহ রায়দুর্লভের প্রবেশ)

ওয়াটস : ইওর এক্সিলেন্সি!

সিরাজ : আমি জানতে চাই তোমাদের অশিষ্ট আচরণের জবাবদিহি কে করবে? কাশিমবাজারে তোমরা গোলাগুলি আমদানি করছ, কলকাতার আশেপাশে গ্রামের পর গ্রাম তোমরা নিজেদের দখলে আনছ, দুর্গ সংস্কার করে তোমরা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছ, আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণবল্লভকে তোমরা আশ্রয় দিয়েছ, বাংলার মসনদে বসবার পর আমাকে তোমরা নজরানা পর্যন্ত পাঠাওনি। তোমরা কি ভেবেছ এইসব অনাচার আমি সহ্য করব?

ওয়াটস : আমরা আপনার অভিযোগের কথা কাউন্সিলের কাছে পেশ করব।

সিরাজ : তোমাদের ধৃষ্টতার জবাবদিহি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে তোমাদের বাণিজ্য করবার অধিকার আমি প্রত্যাহার করছি।

ওয়াটস : কিন্তু বাংলাদেশে বাণিজ্য করবার অনুমতি দিল্লির বাদশাহ আমাদের দিয়েছেন।

সিরাজ : বাদশাকে তোমরা ঘুষের টাকায় বশীভূত করেছ। তিনি তোমাদের অনাচার দেখতে আসেন না।

হলওয়েল : ইওর এক্সিলেন্সি নবাব আলিবর্দি আমাদের বাণিজ্য করবার অনুমতি দিয়েছেন।

সিরাজ : আর আমাকে তিনি যে অনুমতি দান করে গেছেন তা তোমাদের অজানা থাকবার কথা নয়। সে খবর অ্যাডমিরাল ওয়াটসন কিলপ্যাট্রিক, ক্লাইভ সকলেরই জানা আছে। মাদ্রাজে বসে ক্লাইভ লন্ডনের সিক্রেট কমিটির সঙ্গে যে পত্রালাপ করে তা আমার জানা নেই ভেবেছ? আমি সব জানি। তবু তোমাদের অবাধ বাণিজ্যে এ পর্যন্ত কোনো বিঘ্ন ঘটাইনি। কিন্তু সদ্ব্যবহার তো দূরের কথা তোমাদের জন্যে করুণা প্রকাশ করাও অন্যায়।

ওয়াটস : ইওর এক্সিলেন্সি আমাদের সম্বন্ধে ভুল খবর শুনেছেন। আমরা এ দেশে বাণিজ্য করতে এসেছি। উই হ্যাভ কাম টু আর্ন মানি অ্যান্ড নট টু গেট ইনটু পলিটিক্স। রাজনীতি আমরা কেন করব।

সিরাজ : তোমরা বাণিজ্য কর? তোমরা কর লুট। আর তাতে বাধা দিতে গেলেই তোমরা শাসন ব্যবস্থায় ওলটপালট আনতে চাও। কর্ণাটকে, দাক্ষিণাত্যে তোমরা কী করেছ? শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে অবাধ লুটতরাজের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছ। বাংলাতেও তোমরা সেই ব্যবস্থাই করতে চাও। তা না হলে আমার নিষেধ সত্ত্বেও কলকাতার দুর্গ-সংস্কার তোমরা বন্ধ করনি। কেন?

হলওয়েল : ফরাসি ডাকাতদের হাত থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে চাই।

সিরাজ : ফরাসিরা ডাকাত আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?

ওয়াটস : আমরা অশান্তি চাই না, ইওর এক্সিলেন্সি

সিরাজ : চাও কি না চাও সে বিচার পরে হবে। রায়দুর্লভ।

রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা!

সিরাজ : গভর্নর ড্রেকের বাড়িটা কামানের গোলায় উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিন। গোটা ফিরিঙ্গি পাড়ায় আগুন ধরিয়ে ঘোষণা করে দিন সমস্ত ইংরেজ যেন অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। আশপাশের গ্রামবাসীদের জানিয়ে দিন তারা যেন কোনো ইংরেজের কাছে কোনো প্রকারের সওদা না বেচে। এই নিষেধ কেউ অগ্রাহ্য করলে তাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

রায়দুর্লভ : হুকুম, জাঁহাপনা।

সিরাজ : আজ থেকে কলকাতার নাম হলো আলিনগর। রাজা মানিকচাঁদ, আপনাকে আমি আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করলাম।

মানিকচাঁদ : জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

সিরাজ : আপনি অবিলম্বে কোম্পানির যাবতীয় সম্পত্তি আর প্রত্যেকটি ইংরেজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নবাব তহবিলে বাজেয়াপ্ত করুন। কলকাতা অভিযানের সমস্ত খরচ বহন করবে কোম্পানির প্রতিনিধিরা আর কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এখানকার প্রত্যেকটি ইংরেজ।

মানিকচাঁদ : হুকুম, জাঁহাপনা।

সিরাজ : (উমিচাঁদের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে) আপনাকে মুক্তি দেওয়া হলো, উমিচাঁদ (উমিচাঁদ কৃতজ্ঞতায় নতশির) আর (মীরমর্দানকে) হ্যাঁ, রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে আমার একটা মিটমাট হয়ে গেছে। কাজেই কৃষ্ণবল্লভকেও মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করুন।

মিরমর্দান : হুকুম, জাঁহাপনা।

সিরাজ : হলওয়েল।

হলওয়েল : ইওর এক্সিলেন্সি।

সিরাজ : তোমার সৈন্যদের মুক্তি দিচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার বন্দি। (রায়দুর্লভকে) কয়েদি হলওয়েল, ওয়াটস আর কলেটকে আমার সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আমি তাদের বিচার করব।

রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা!

(সিরাজ বেরিয়ে যাবার জন্যে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবাই মাথা নুইয়ে তাঁকে কুর্নিশ করল)

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৬ সাল, তেসরা জুলাই। স্থান : কলকাতার ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে ড্রেক, হ্যারি, মার্টিন, কিলপ্যাট্রিক, ইংরেজ মহিলা, সৈনিক, হলওয়েল, ওয়াটস, আর্দালি।]

(কলকাতা থেকে তাড়া খেয়ে ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং তাদের দলবল এই জাহাজে আশ্রয় নিয়েছে। সকলের চরম দুরাবস্থা। আহার্য দ্রব্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গোপনে যৎ-সামান্য চোরাচালান আসে। পরিধেয় বস্ত্র প্রায় নেই বললেই চলে। সকলেরই এক কাপড় সম্বল। এর ভেতরেও নিয়মিত পরামর্শ চলছে কী করে উদ্ধার পাওয়া যায়। জাহাজ থেকে নদীর একদিক দেখা যাবে ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ। জাহাজের ডেকে পরামর্শরত ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং আরও দুজন তরুণ ইংরেজ।)

ড্রেক : এই তো কিলপ্যাট্রিক ফিরে এসছেন মাদ্রাজ থেকে। ওঁর কাছেই শোন, প্রয়োজনীয় সাহায্য-

হ্যারি : এসে পড়ল বলে, এই তো বলতে চাইছেন? কিন্তু সে সাহায্য এসে পৌঁছোবার আগেই আমাদের দফা শেষ হবে মি. ড্রেক।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মার্টিন : কিলপ্যাট্রিক সাহেবের সুখবর নিয়ে আসাটা আপাতত আমাদের কাছে মোটেই সুখবর নয়। তিনি মাত্র শ-আড়াই সৈন্য নিয়ে হাজির হয়েছেন। এই ভরসায় একটা দাঙ্গাও করা যাবে না। যুদ্ধ করে কলকাতা জয় তো দূরের কথা।

ড্রেক : তবুও তো লোকবল কিছুটা বাড়ল।

হ্যারি : লোকবল বাড়ুক আর না বাড়ুক আমাদের অংশীদার বাড়ল তা অবশ্য ঠিক।

ড্রেক : আহার্য কোনো রকমে জোগাড় হবেই।

মার্টিন : কী করে হবে তাই বলুন না.মি. ড্রেক। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎটাই তো জানতে চাইছি। এ পর্যন্ত দুবেলা আহার্যের বন্দোবস্ত হয়েছে? ধারেকাছে হাটবাজার নেই। নবাবের হুকুমে প্রকাশ্যে কেউ কোনো জিনিস আমাদের কাছে বেচেও না। চারগুণ দাম দিয়ে কতদিন গোপনে সওদাপাতি কিনতে হয়। এই অবস্থা কতদিন চলবে সেটা আমাদের জানা দরকার।

কিলপ্যাট্রিক : এত অল্পে অধৈর্য হলে চলবে কেন?

হ্যারি : ধৈর্য ধরব আমরা কীসের আশায় সেটাও তো জানতে হবে।

ড্রেক : যা হয়েছে তা নিয়ে বিবাদ করে কোনো লাভ নেই। দোষ কারো একার নয়।

মার্টিন : যারা এ পর্যন্ত হুকুম দেবার মালিক তাদের দোষেই আজ আমরা কলকাতা থেকে বিতাড়িত। বিশেষ করে আপনার হঠকারিতার জন্যেই আজ আমাদের এই দুর্ভোগ।

ড্রেক : আমার হঠকারিতা?

মার্টিন : তা নয়ত কি? অমন উদ্ধত ভাষায় নবাবকে চিঠি দেবার কী প্রয়োজন ছিল? তা ছাড়া নবাবের আদেশ অমান্য করে কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেবারই বা কী কারণ?

ড্রেক : সব ব্যাপারে সকলের মাথা গলানো সাজে না।

হ্যারি : তা তো বটেই। কৃষ্ণবল্লভের কাছ থেকে কী পরিমাণ টাকা উৎকোচ নেবেন মি. ড্রেক, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো কেন? কিন্তু এটা বলতে আমাদের কোনো বাধা নেই যে, ঘুষের অঙ্ক বড় বেশি মোটা হবার ফলেই নবাবের ধমকানি সত্ত্বেও কৃষ্ণবল্লভকে ত্যাগ করতে পারেননি মি. ড্রেক।

ড্রেক : আমার রিপোর্ট আমি কাউন্সিলের কাছে দাখিল করেছি।

মার্টিন : রিপোর্টের কথা রেখে দিন। তাতে আর যাই থাক সত্যি কথা বলা হয়নি। (টেবিলের ওপর এক বান্ডিল কাগজ দেখিয়ে) ওইতো রিপোর্ট তৈরি করেছেন কলকাতা যে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছেন তার। ওর ভেতরে একটি বর্ণ সত্যি কথা খুঁজে পাওয়া যাবে?

ড্রেক : (টেবিলে ঘুষি মেরে) দ্যাটস নান অব ইওর বিজনেস।

মার্টিন : অব কোর্স ইট ইজ।

কিলপ্যাট্রিক : তোমরাই বা হঠাৎ এমন সাধুত্বের দাবিদার হলে কীসে?

ড্রেক : তোমাদের দুজনের ব্যাংক ব্যালানস বিশ হাজারের কম নয় কারোরই। অথচ তোমরা কোম্পানির সত্তর টাকা বেতনের কর্মচারী।

হ্যারি : ব্যক্তিগত উপার্জনের ছাড়পত্র কোম্পানি সকলকেই দিয়েছে। সবাই উপার্জন করছে, আমরাও করছি। কিন্তু আমরা ঘুষ খাইনি।

ড্রেক : আমিও ঘুষ খাইনে।

মার্টিন : অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটার অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে।

ড্রেক : তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি করছ। ভুলে যেও না এখনো ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃত্ব আমার হাতে।

হ্যারি : ফোর্ট উইলিয়াম?

ড্রেক : ইংরেজের আধিপত্য অত সহজেই মুছে যাবে নাকি? এই জাহাজটাই এখন আমাদের কলকাতার দুর্গ। আর দুর্গ শাসনের ক্ষমতা এখনো আমার অধিকারে। বিপদের সময়ে সকলে একযোগে কাজ করার জন্যেই মন্ত্রণা সভায় তোমাদের ডেকেছিলাম। কিন্তু দেখছি তোমরা এই মর্যাদার উপযুক্ত নও।

মার্টিন : বড়াই করে কোনো লাভ হবে না, মি. ড্রেক। আমরা আপনার কর্তৃত্ব মানব না।

ড্রেক : এত বড় স্পর্ধা? উইথড্র। হোয়াট ইউ হ্যাভ সেইড, মাফ চাও দ্বিতীয় কথা না বলে। নাথিং শর্ট অফ অ্যান আনকন্ডিশনাল অ্যাপোলজি উইল সেইভ ইউ। মাফ চাও তা না হলে এই মুহূর্তে তোমাদের কয়েদ করবার হুকুম দিয়ে দেব।

(জনৈক ইংরেজ মহিলা দড়ির ওপর একটা ছেঁড়া গাউন মেলতে আসছিলেন। তিনি হঠাৎ ড্রেকের কথায় রুখে উঠলেন। ছুটে গেলেন বচসারত পুরুষদের কাছে।)

ইংরেজ মহিলা : তবু যদি মেয়েদের নৌকোয় করে কলকাতা থেকে না পালাতেন তা হলেও না হয় এই দম্ভ সহ্য করা যেত।

ড্রেক : উই আর ইন দ্যা কাউন্সিল সেশন, ম্যাডাম, এখানে মহিলাদের কোনো কাজ নেই।

ইংরেজ মহিলা : ড্যাম ইওর কাউন্সিল, প্রাণ বাঁচাবে কী করে তার ব্যবস্থা নেই, কাউন্সিল ফলাচ্ছেন সব।

ড্রেক : সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছে।

ইংরেজ মহিলা : ছাই হচ্ছে। রোজই শুনছি কিছু একটা হচ্ছে। যা হচ্ছে সে তো নিজেদের ভেতরে ঝগড়া। এদিকে দিনের পর দিন এক বেলা খেয়ে, প্রায়ই না খেয়ে, অহোরাত্র এক কাপড় পড়ে মানুষের মনুষ্যত্ব ঘুচে যাবার জোগাড়।

ড্রেক : বাট ইউ সি-

ইংরেজ মহিলা : আই ডু নট সি অ্যালোন, ইউ ক্যান অলসো সি এভরি নাইট। এক প্রস্থ জামা-কাপড় সম্বল। ছেলে-বুড়ো সকলকেই তা খুলে রেখে রাত্রে ঘুমোতে হয়। কোনো আড়াল নেই আব্রু নেই। এনিবডি ক্যান সি দ্যাট পিটিফুল অ্যানাটমিক এক্সিবিশন। এর চেয়ে বেশি আর কী দেখতে চান?

(হাতের ভিজে গাউনটা ড্রেকের মুখে ছুড়ে দিতে যাচ্ছিলেন মহিলাটি, এমন সময় জনৈক গোরা সৈনিকের দ্রুত প্রবেশ।)

সৈনিক : মি. হলওয়েল আর মি. ওয়াটস।

(প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে হলওয়েল আর ওয়াটস ঢুকলেন।)

কিলপ্যাট্রিক : গড গ্র্যাসিয়াস

হলওয়েল : (সকলের উদ্দেশে) গুড মর্নিং টু ইউ।

(সকলের সঙ্গে করমর্দন। ওয়াটস কোনো কথা না বলে সকলের সঙ্গে করমর্দন করল। মহিলাটি একটু ইতস্তত করে অন্য দিকে চলে গেলেন)

ড্রেক : বল, খবর বল হলওয়েল। উৎকণ্ঠায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল যে।

হলওয়েল : মুর্শিদাবাদে ফিরেই নবাব আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। অবশ্য নানা রকম ওয়াদা করতে হয়েছে, নাকে-কানে খৎ দিতে হয়েছে এই যা।

ড্রেক : কলকাতায় ফেরা যাবে?

হলওয়েল : না।

ওয়াটস : আপাতত নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে হয়ত একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কিলপ্যাট্রিক : কী রকম ব্যবস্থা?

ওয়াটস : অর্থাৎ মেজাজ বুঝে যথাসময়ে কিছু উপঢৌকনসহ হাজির হয়ে আবার একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ড্রেক : তার জন্যে কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কে জানে?

হলওয়েল : একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নবাব ইংরেজের ব্যবসা সমূলে উচ্ছেদ করতে চান না। তা চাইলে এভাবে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারতেন না।

ড্রেক : তাহলে নবাবের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাটা করে ফেলতে হয়।

হলওয়েল : কিছুটা করেই এসেছি। তা ছাড়া উমিচাঁদ নিজের থেকেই আমাদের সাহায্য করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

ড্রেক : হুররে।

ওয়াটস : মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ এঁরাও আস্তে আস্তে নবাবের কানে কথাটা তুলবেন।

ড্রেক : (হ্যারি ও মার্টিনকে) আশা করি তোমাদের মেজাজ এখন কিছুটা ঠান্ডা হয়েছে। আমাদের মিলেমিশে থাকতে হবে, একযোগে কাজ করতে হবে।

হ্যারি : আমরা তো ঝগড়া করতে চাইনে। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জানতে চাই।

মার্টিন : যেমন হোক একটা নিশ্চিত ফল দেখতে চাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

ড্রেক : (উচ্চকণ্ঠে) পেশেন্স ইজ দ্যা কি ওয়ার্ল্ড, ইয়াংম্যান।

হলওয়েল : (পায়ে চাপড় মেরে) উঃ, কী মশা। সিরাজউদ্দৌলা মসকিউটো ব্রিগেড মবিলাইজ করে দিয়েছে নাকি?

ড্রেক : যা বলছ ম্যালেরিয়া আর ডিসেন্ট্রিতে ভুগে কয়েকজন এর ভেতরে মারাও গেছে।

ওয়াটস : বড় ভয়ানক জায়গায় আস্তানা গেড়েছেন আপনারা।

ড্রেক : বাট ইট ইজ ইমপরট্যান্ট ফ্রম মিলিটারি পয়েন্ট অব ভিউ। সমুদ্র কাছেই, কলকাতাও চল্লিশ মাইলের ভেতরে। প্রয়োজন হলে যে কোনো দিকে ধাওয়া করা যাবে।

কিলপ্যাট্রিক : দ্যাটস ট্রু। কলকাতায় ফেরার আশায় বসে থাকতে হলে এই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। নদীর দুপাশে ঘন জঙ্গল। সেদিক দিয়ে বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই। বিপদ যদি আসেই তাহলে তা আসবে কলকাতার দিক থেকে গঙ্গার স্রোতে ভেসে। কাজেই সতর্ক হবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

হলওয়েল : কলকাতার দিক থেকে আপাতত কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। উমিচাঁদ কলকাতার দেওয়ান মানিকচাঁদকে হাত করেছে। তার অনুমতি পেলেই জঙ্গল কেটে আমরা এখানে হাট-বাজার বসিয়ে দেব।

ড্রেক : অফকোর্স নেটিভরা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়। কিন্তু ফৌজদারের ভয়েই তা পারছে না।

(প্রহরী সৈনিকের প্রবেশ। সে ড্রেকের হাতে এক টুকরো কাগজ দিল। ড্রেক কাগজ পড়ে চেঁচিয়ে উঠল) উমিচাঁদের লোক এই চিঠি এনেছে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সকলে : হোয়াট? এত তাড়াতাড়ি। (চরসহ প্রহরীর প্রবেশ। অভিবাদনান্তে ড্রেকের হাতে পত্র দিল আগন্তুক। ড্রেক ইঙ্গিত করতেই তারা আবার বেরিয়ে গেল।)

ড্রেক : (মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে পত্র পড়তে লাগল)- আমি চিরকালই ইংরেজের বন্ধু। মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব আমি বজায় রাখিব। -মানিকচাঁদকে অনেক কষ্টে রাজি করানো হইয়াছে, সে কলকাতায় ইংরেজদের ব্যবসা করিবার অনুমতি দিয়াছে। এর জন্যে তাহাকে বারো হাজার টাকা নজরানা দিতে হইয়াছে। টাকাটা নিজের তহবিল হইতে দিয়া দেওয়ানের স্বাক্ষরিত হুকুমনামা হাতে হাতে সংগ্রহ করিয়া পত্রবাহক মারফত পাঠাইলাম। এই টাকা এবং আমার পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ যাহা ন্যায্য বিবেচিত হয় তাহা পত্রবাহকের হাতে পাঠাইলেই আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। বলা বাহুল্য, পারিশ্রমিক বাবদ আমি পাঁচ হাজার টাকা পাইবার আশা করি। অবশ্য ড্রেক সাহেবের বিবেচনায় তাহা গ্রাহ্য না হইলে দুই চারি শত টাকা কম লইতেও আমার আপত্তি নাই। কোম্পানি আমার উপর ষোলো আনা বিশ্বাস রাখিতে পারেন। সুদূর লাহোর হইতে আমি বাংলাদেশে আসিয়াছি অর্থ উপার্জনের জন্য, যেমন আসিয়াছেন কোম্পানির লোকেরা। কাজেই উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে আমি আপনাদেরই সমগোত্রীয়।'

(চিঠি ভাঁজ করতে করতে)

এ পারফেক্ট স্কাউন্ড্রেল ইজ দিস ওঁমিচাদ।

হলওয়েল : কিন্তু উর্মিচাঁদের সাহায্য তো হাতছাড়া করা যাচ্ছে না।

ওয়াটস : ইভেন হোয়েন ইট ইজ টু কস্টলি।

ড্রেক : সেই তো মুস্কিল। ওর লোভের অন্ত নেই। মানিকচাঁদের হুকুমনামার জন্যে সতেরো হাজার টাকা দাবি করেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি দুইহাজারের বেশি মানিকচাঁদের পকেটে যাবে না। বাকিটা যাবে উমিচাঁদের তহবিলে।

হলওয়েল : কিন্তু কিছুই করবার নেই। উপযুক্ত অবস্থার সুযোগ পেয়ে সে ছাড়বে কেন?

ড্রেক : দেখি, টাকাটা দিয়ে ওর লোকটাকে বিদায় করি।

(বেরিয়ে গেল)

ওয়াটস : শুধু উমিচাঁদের দোষ দিয়ে কী লাভ? মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মানিকচাঁদ কে হাত পেতে নেই?

কিলপ্যাট্রিক : দশদিকের দশটি খালি হাত ভর্তি করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ইংরেজ, ডাচ আর ফরাসিরা।

হলওয়েল : কিছু না, কিছু না। হাজার হাতে হাজার হাজার হাত থেকে নিয়ে দশ হাত বোঝাই করতে আর কতটুকু সময় লাগে? বিপদ সেখানে নয়। বিপদ হলো বখরা নিয়ে মতান্তর ঘটলে।

(ড্রেকের প্রবেশ)

ড্রেক : (উমিচাঁদের চিঠি বার করে) আর একটা জরুরি খবর আছে উমিচাঁদের চিঠিতে। শওকতজঙ্গের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার লেগে গেল বলে। এই সুযোগ নেবে মিরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠের দল। তারা শওকত জঙ্গকে সমর্থন করবে।

ওয়াটস : খুব স্বাভাবিক। শওকতজঙ্গ নবাব হলে সকলের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে। ভাং খেয়ে নাচওয়ালিদের নিয়ে সারাক্ষণ সে পড়ে থাকবে আর উজির ফৌজদাররা যার যা খুশি তাই করতে পারবে।

ড্রেক : আগেভাগেই তার কাছে আমাদের ভেট পাঠানো উচিত বলে আমার মনে হয়।

কিলপ্যাট্রিক : আই সেকেন্ড ইউ।

ওয়াটস : তা পাঠান। কিন্তু সন্ধে হয়ে গেল যে। এখানে একটা বাতি দেবে না?

ড্রেক : অর্ডারলি, বাত্তি লে আও।

হলওয়েল : নবাবের কয়েদখানায় থেকে এ দুদিনে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছি। আপনাদের অবস্থা কি ততটাই খারাপ?

ড্রেক : নট সো ব্যাড আই হোপ।

(আর্দালি একটা বাতি রাখল)

ড্রেক : পেগ লাগাও।

(দূরে থেকে কণ্ঠস্বর)

নেপথ্যে : জাহাজ-জাহাজ আসছে।

চারজনে

সমস্বরে : কোথায়? ফ্রম হুইচ সাইড?

নেপথ্যে : সমুদ্রের দিক থেকে জাহাজ আসছে। দুখানা, তিনখানা, চারখানা, পাঁচখানা। পাঁচখানা জাহাজ। কোম্পানির জাহাজ!

(আর্দালি বোতল আর গ্লাস রাখল টেবিলে)

ড্রেক : কোম্পানির জাহাজ? মাস্ট বি ফ্রম ম্যাড্রাস। লেট আস সেলিব্রেট। হিপ হিপ হুররে।

সমস্বরে : হুররে।

(সবাই গ্লাসে মদ ঢেলে নিল) [দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৬ সাল, ১০ই অক্টোবর। স্থান : ঘসেটি বেগমের বাড়ি।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- ঘসেটি বেগম, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রাইসুল জুহালা, রায়দুর্লভ, প্রহরী, সিরাজ, মোহনলাল, নর্তকী, বাদকগণ।]

(প্রৌঢ়া বেগম জাঁকজমকপূর্ণ জলসার সাজে সজ্জিতা। আসরে উপস্থিত রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, বাদক এবং নর্তকী। সুসজ্জিত খানসামা তাম্বুল এবং তাম্রকূট পরিবেশন করছে। একজন বিচিত্রবেশি অতিথির সঙ্গে আসরে প্রবেশ করল উমিচাঁদ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক পর্যায়ের নাচ শেষ হলো। সকলের হাততালি।)

ঘসেটি : বসুন, উমিচাঁদজি। সঙ্গের মেহমানটি আমাদের অচেনা বলেই মনে হচ্ছে।

উমিচাঁদ : (যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে) মাফ করবেন বেগম সাহেবা, ইনি একজন জবরদস্ত শিল্পী। আমার সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় কিন্তু তাতেই আমি এঁর কেরামতিতে একেবারে মুগ্ধ। আজকের জলসা সরগরম করে তুলতে পারবেন আশা করে এঁকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

রাজবল্লভ : তাহলেও এখানে একজন অপরিচিত মেহমান-

উমিচাঁদ : না, না, সে সব কিছু ভাবতে হবে না। দরিদ্র শিল্পী, পেটের ধান্দায় আসরে জলসায় কেরামতি দেখিয়ে বেড়ান।

জগৎশেঠ : তাহলে আরম্ভ করুন ওস্তাদজি। দেখি নাচওয়ালিদের ঘুঙুর এবং ঘাগরা বাদ দিয়ে আপনার কাজের তারিফ করা যায় কিনা।

(ঘসেটি রাজবল্লভের দৃষ্টি বিনিময়। আগন্তুক আসরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল)

রাজবল্লভ : ওস্তাদজির নামটা-

আগন্তুক : রাইসুল জুহালা।

(সকলের উচ্চহাসি)

রায়দুর্লভ : জাহেলদের রইস। এই নামের গৌরবেই আপনি উমিচাঁদজিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন নাকি?

(আবার সকলের হাসি)

উমিচাঁদ : (ঈষৎ রুষ্ট) আমি তো বেশক জাহেল। তা না হলে আপনারা সরশুদ্ধ দুধ খেয়েও গোঁফ শুকনো রাখেন, আর আমি দুধের হাড়ির কাছে যেতে না যেতেই কালি মেখে গুলবাঘা বনে যাই।

ঘসেটি : আপনারা বড় বেশি কথা কাটাকাটি করেন। শুরু করুন, ওস্তাদজি।

রাইসুল জুহালা : য়্যায়সা হুকুম। আমি নানা রকমের জন্তু জানোয়ারের আদবকায়দা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল। আপাতত আমি আপনাদের একটা নাচ দেখাব। পক্ষীকুলের একটি বিশেষ শ্রেণী, ধার্মিক হিসেবে যার জবরদস্ত নাম, সেই পাখির নৃত্যকলা আপনারা দেখবেন। দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এই বিশেষ নৃত্যটি আমি জনপ্রিয় করতে চাই। (তবলচিকে) একটু ঠেকা দিয়ে দিন। (তাল বলে দিল। নৃত্য চলাকালে ঘসেটি এবং রাজবল্লভ নিচুস্বরে পরামর্শ করলেন। পরে উমিচাঁদ এবং রাজবল্লভও কিছু আলোচনা করলেন। নাচ শেষ হলে সকলের হর্ষ প্রকাশ।)

রাজবল্লভ : ওস্তাদজি জবরদস্ত লোক মনে হচ্ছে। ওঁকে আরও কিছু কেরামতি দেখাবার দায়িত্ব দিলে কেমন হয়?

(উমিচাঁদ রাইসুল জুহালাকে একপাশে ডেকে নিয়ে কিছু বলল। তারপর নিজের আসনে ফিরে এল)

উমিচাঁদ : উনি রাজি আছেন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে কলাকৌশল দেখাবার ফাঁকে ফাঁকে দু-চারখানা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করতে ওঁর আপত্তি নেই।

রাজবল্লভ : তাহলে এখন ওঁকে বিদায় দিন। পরে দরকার মতো কাজে লাগানো হবে।

রাইসুল জুহালা : বহোত আচ্ছা, হুজুর।

(সবাইকে সালাম করে কালোয়াতি করতে করতে বেরিয়ে গেল)

ঘসেটি : তাহলে আবার নাচ শুরু হোক?

রাজবল্লভ : আমার মনে হয় নাচওয়ালিদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে কাজের কথা সেরে নেওয়াই ভালো।

ঘসেটি : তাই হোক।

(ইঙ্গিত করতেই দলবলসহ নাচওয়ালিদের প্রস্থান)

রায়দুর্লভ : বেগম সাহেবাই আরম্ভ করুন।

ঘসেটি : আপনারা তো সব জানেন। এখন খোলাখুলিভাবে যার যা বলার আছে বলুন।

জগৎশেঠ : সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে শওকতজঙ্গকে আমরা পরোক্ষ সমর্থন দিয়েই দিয়েছি। কিন্তু শওকতজঙ্গ নবাব হলে আমি কি পাব তা আমাকে পরিষ্কার করে বলুন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ঘসেটি : শওকতজঙ্গ আপনাদেরই ছেলে। সে নবাবি পেলে প্রকারান্তরে আপনারাই তো দেশের মালিক হয়ে বসবেন।

রায়দুর্লভ : এটা কোনো কথা হলো না । যিনি নবাব হবেন-

জগৎশেঠ : আমার কথা আগে শেষ হোক দুর্লভরাম।

রায়দুর্লভ : বেশ, আপনার কথাই শেষ করুন। কিন্তু মনে রাখবেন কথা শেষ হবার পর আর কোনো কথা উঠবে না।

জগৎশেঠ : সে আবার কী কথা?

রাজবল্লভ : আপনারা তর্কের ভেতর যাচ্ছেন আলোচনা শুরু করার আগেই। খুব সংক্ষেপে কথা শেষ করা দরকার। বর্তমান অবস্থায় এই ধরনের আলোচনা দীর্ঘ করা বিপজ্জনক।

জগৎশেঠ : কথা ঠিক। কিন্তু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে যাওয়াটাও তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মাফ করবেন বেগম সাহেবা, আমি খোলাখুলি বলছি। অঙ্গীকার করে লাভ নেই যে, শওকতজঙ্গ নিতান্তই অকর্মণ্য। ভাংয়ের গেলাস এবং নাচওয়ালি ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। কাজেই শওকতজঙ্গ নবাব হবে নামমাত্র। আসল কর্তৃত্ব থাকবে বেগম সাহেবার এবং পরোক্ষে তাঁর নামে দেশ শাসন করবেন রাজবল্লভ।

রায়দুর্লভ : ঠিক এই ধরনের একটা সম্ভাবনার উল্লেখ করার ফলেই হোসেন কুলি খাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

জগৎশেঠ : আমি তা বলছিনে। তা ছাড়া এখানে সে কথা অবান্তর। আমি বলতে চাইছি যে, শওকতজঙ্গ নবাবি পেলে বেগম সাহেবা এবং রাজা রাজবল্লভের স্বার্থ যেমন নির্বিঘ্ন হবে আমাদের তেমন আশা নেই। কাজেই আমাদের পক্ষে নগদ কারবারই ভালো।

ঘসেটি : ধনকুবের জগৎশেঠকে নগদ অর্থ দিতে হলে শওকতজঙ্গের যুদ্ধের খরচ চলবে কী করে?

জগৎশেঠ : না, না, আমি নগদ টাকা চাইছিনে। যুদ্ধের খরচ বাবদ টাকা আমি দেব, অবশ্য আমার যা সাধ্য। কিন্তু আসল এবং লাভ মিলিয়ে আমাকে একটা কর্জনামা সই করে দিলেই আমি নিশ্চিত হতে পারি।

রায়দুর্লভ : আমাকেও পদাধিকারের একটা একরারনামা সই করে দিতে হবে।

(প্রহরীর প্রবেশে। ঘসেটি বেগমের হাতে পত্র দান)

ঘসেটি : (চিঠি খুলতে খুলতে) সিপাহসালার মিরজাফরের পত্র। (পড়তে পড়তে) তিনি শওকতজঙ্গকে পূর্ণসমর্থন জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দিয়েছেন।

রাজবল্লভ : বহোত খুব।

উমিচাঁদ : আমার তো কোনো বিষয়ে কোনো দাবি দাওয়া নেই, আমি সকলের খাদেম। খুশি হয়ে যে যা দেয় তাই নিই। কাজেই এতক্ষণ আমি চুপ করেই আছি।

ঘসেটি : আপনারও যদি কিছু বলার থাকে এখুনি বলে ফেলুন।

উমিচাঁদ : নিজের সম্বন্ধে কিছু নয়। তবে সিপাহসালারের প্রস্তুতি আমার পছন্দ হয়েছে তাই বলছি। ইংরেজরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। সিরাজউদ্দৌলার পতনই তাদের কাম্য। শওকতজঙ্গ এখুনি যদি আঘাত হানতে পারেন, তিনি ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাবেন। ফলে জয় তাঁর অবধারিত।

ঘসেটি : সিরাজের পতন কে না চায়?

উমিচাঁদ : অন্তত আমরা চাই। কারণ সিরাজউদ্দৌলা নবাবিতে নির্বিঘ্ন হতে পারলে আমাদের সকলের স্বার্থই রাহুগ্রস্ত হবে।

ঘসেটি : সিরাজ সম্বন্ধে উর্মিচাঁদের বড় বেশি আশঙ্কা।

উমিচাঁদ : কিছুমাত্র নয় বেগম সাহেবা। দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়। আমি দওলতের পূজারী। তা না হলে সিরাজউদ্দৌলাকে বাতিল করে শওকতজঙ্গকে চাইব কেন? আমি কাজ কতদূর এগিয়ে এসেছি এই দেখুন তার প্রমাণ।

(পকেট থেকে চিঠি বার করে ঘসেটি বেগমের হাতে দিল)

ঘসেটি : (চিঠির নিচে স্বাক্ষর দেখে উল্লসিত হয়ে) এ যে ড্রেক সাহেবের চিঠি!

উমিচাঁদ : আমার প্রস্তাব অনুমোদন করে তিনি জবাব দিয়েছেন।

ঘসেটি : (পত্র পড়তে পড়তে) লিখেছেন শওকতজঙ্গ যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের সেনাপতিদের অধীনস্থ ফৌজ যেন রাজধানী আক্রমণ করে। তাহলে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

রাজবল্লভ : আমাদের বন্ধু সিপাহসালার মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খান ইচ্ছে করলেই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

(হঠাৎ বাইরে তুমুল কোলাহল। সকলেই সচকিত। ঘসেটি বেগম কোলাহলের কারণ জানবার জন্যে যেতেই রাজবল্লভ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নাচওয়ালিদের ডেকে পাঠালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারা সদলবলে কামরায় এল।)

রাজবল্লভ : আরম্ভ কর জলদি। (ঘুঙুরের আওয়াজ উঠবার পর পরই সবেগে কা... ঢুকলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। পেছনে মোহনলাল। সবাই তড়িৎ-... দাঁড়ালো। নাচওয়ালিদের নাচ থেমে গেল।)

ঘসেটি : (ভীতিরুদ্ধ কণ্ঠে) নবাব!

সিরাজ : কী ব্যাপার খালাআম্মা, বড়ো ভারী জলসা বসিয়েছেন?

ঘসেটি : (আত্মস্থ হয়ে) এ রকম জলসা এই নতুন নয়।

সিরাজ : তা নয়, তবে বাংলাদেশের সেরা লোকেরাই শুধু শামিল হয়েছেন ... জলসার রোশনাই আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

ঘসেটি : নবাব কি নাচগানের মজলিস মানা করে দিয়েছেন?

সিরাজ : নাচগানের মহফিলের জন্যে দেউড়িতে কড়া পাহারা বসিয়ে রেখে... খালাআম্মা। তারা তো আমার ওপরে গুলিই চালিয়ে দিয়েছিল প্রায়। ... ফৌজ সঙ্গে না থাকলে এই জলসায় এতক্ষণে মর্সিয়া শুরু করতে হতো।

(হঠাৎ কণ্ঠস্বরে অবিচল তীব্রতা ...)

রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, আপনারা এখন যেতে পারেন। মতিঝি... জলসা আমি চিরকালের মতো ভেঙে দিলাম। (ঘসেটি বেগমকে) তৈরি হ... নিন, খালাআম্মার পক্ষে প্রাসাদের বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।

ঘসেটি : (রোষে চিৎকার করে) তুমি আমাকে বন্দি করে নিয়ে যেতে এসেছ? তো... এতখানি স্পর্ধা?

সিরাজ : এতে ক্রুদ্ধ হবার কি আছে? আম্মা আছেন, আপনিও তাঁর সঙ্গেই প্রা... থাকবেন।

ঘসেটি : মতিঝিল ছেড়ে আমি এক পা নড়ব না। তোমার প্রাসাদে যাব? তো... প্রাসাদ বাজ পড়ে খান খান হয়ে যাবে। (সহসা কাঁদতে আরম্ভ করলেন)

সিরাজ : (অবিচলিত) তৈরি হয়ে নিন, খালাআম্মা। আপনাকে আমি নিয়ে যাব।

ঘসেটি : (মাতম করতে করতে) রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, বিধবার ওপরে ... অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনারা কিছুই করতে পারছেন না?

রাজবল্লভ : (একটু ইতস্তত করে) জাঁহাপনা কি সত্যিই-

সিরাজ : (উত্তপ্ত) আপনাদের চলে যেতে বলেছি রাজা রাজবল্লভ। নবাবের হু... অমান্য করা রাজদ্রোহিতার শামিল। আশা করি অপ্রিয় ঘটনার ভেতর দি... তা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না।

(রাজবল্লভ প্রভৃতি প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ, শুনুন রায়দুর্লভ, শওকতজঙ্গকে আ... বিদ্রোহী ঘোষণা করেছি। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে মোহনলা... অধীনে সেনাবাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। আপনি তৈরি থাক... প্রয়োজন হলে আপনাকেও মোহনলালের অনুগামী হতে হবে।

রায়দুর্লভ : হুকুম, জাঁহাপনা। (তারা নিষ্ক্রান্ত হলো)। ঘসেটি বেগম হাহাকার করে কেঁ... উঠলেন।)

সিরাজ : মোহনলাল আপনাকে নিয়ে আসবে, খালাআম্মা। আপনার কোনো র... অমর্যাদা হবে না। (বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন)

ঘসেটি : তোমার ক্ষমতা ধ্বংস হবে, সিরাজ। নবাবি? নবাবি করতে হবে ... বেশিদিন। কেয়ামত নাজেল হবে। আমি তা দেখব-দেখব।

[দৃশ্যা...

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১০ই মার্চ। স্থান : নবাবের দরবার।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-নকিব, সিরাজ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উৎপীড়িত ব্যক্তি, প্রহরী, ওয়াটস, মোহনলাল]

(দরবারে উপস্থিত- মিরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ এবং ইং... কোম্পানির প্রতিনিধি ওয়াটস। মোহনলাল, মিরমর্দান, সাঁফ্রে অস্ত্রসজ্জিত বেশে দণ্ডায়... নকিবের কণ্ঠে দরবারে নবাবের আগমন ঘোষিত হলো।)

নকিব : নবাব মনসুর-উল-মুলুক সিরাজউদ্দৌলা শাহকুলি খাঁ মির্জা মুহ... হায়বতজঙ্গ বাহাদুর। বা- আদাব আগাহ বাশেদ।

(সবাই আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল দৃঢ় পদক্ষেপে নবাব ঢুকলেন। স... নতশিরে শ্রদ্ধা জানালো।)

সিরাজ : (সিংহাসনে আসীন হয়ে) আজকের এই দরবারে আপনাদের বিশেষ... আমন্ত্রণ করা হয়েছে কয়েকটি জরুরি বিষয়ের মীমাংসার জন্যে।

রাজবল্লভ : বে-আদবি মাফ করবেন জাঁহাপনা। দরবারে এ পর্যন্ত তেমন কোনো জ... বিষয়ের মীমাংসা হয়নি। তাই আমরা তেমন-

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

সিরাজ : গুরুতর কোনো বিষয়ের মীমাংসা হয়নি এই জন্যে যে, গুরুতর কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে এমন আশঙ্কা আমার ছিল না। আমার বিশ্বাস ছিল যে, সিপাহসালার মিরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন। আমার পথ বিঘ্নসঙ্কুল হয়ে উঠবে না। অন্তত নবাব আলিবর্দির অনুরাগভাজনদের কাছ থেকে আমি তাই আশা করেছিলাম।

মিরজাফর : জাঁহাপনা কি আমাদের আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করছেন?

সিরাজ : আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার বাসনা আমার নেই। আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। বিচারক আপনারা। বাংলার প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারিনি বলে আমি তাদের কাছে অপরাধী। আজ সেই অপরাধের জন্যে আপনাদের কাছে আমি বিচারপ্রার্থী।

জগৎশেঠ : আপনার অপরাধ!

সিরাজ : পরিহাস বলে মনে হচ্ছে শেঠজি? চেয়ে দেখুন এই লোকটার দিকে (ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী একজন হতশ্রী ব্যক্তিকে দরবারে হাজির করল। সে ডুকরে কেঁদে উঠল।)

রায়দুর্লভ : একি! এর এই অবস্থা কে করলে? (তরবারি নিষ্কাশন)

সিরাজ : তরবারি কোষাবদ্ধ করুন রায়দুর্লভ! এর এই অবস্থার জন্যে দায়ী সিরাজের দুর্বল শাসন।

উৎপীড়িত ব্যক্তি : আমাকে শেষ করে দিয়েছে হুজুর।

মিরজাফর : আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না, জাঁহাপনা।

উৎপীড়িত ব্যক্তি : লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে।

(ক্রন্দন)

সিরাজ : (সিংহাসনের হাতলে ঘুষি মেরে) কেঁদোনা। শুকনো খটখটে গলায় বলো আর কি হয়েছে। আমি দেখতে চাই, আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিমের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠছে।

উৎপীড়িত ব্যক্তি : লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। ষণ্ডা ষণ্ডা পাঁচজনে মিলে আমার পোয়াতি বউটাকে-ওহ্ হো হো (কান্না)- আমি দেখতে চাইনি। কিন্তু চোখ বুজলেই- ওদের আর একজন আমার নখের ভেতরে খেজুরকাঁটা ফুটিয়েছে। আমার বউকে ওরা খুন করে ফেলেছে হুজুর। (কান্নায় ভেঙে পড়ল)

সিরাজ : (হঠাৎ আসন ত্যাগ করে ওয়াটসের কাছে গিয়ে প্রবল কণ্ঠে) ওয়াটস!

ওয়াটস : (ভয়ে বিবর্ণ) ইউর এক্সিলেন্সি।

সিরাজ : আমার নিরীহ প্রজাটির এই দুরাবস্থার জন্যে কে দায়ী?

ওয়াটস : হাউ ক্যান আই নো দ্যাট, ইওর এক্সিলেন্সি?

সিরাজ : তুমি কী করে জানবে? তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমার কাছে পৌঁছায় না ভেবেছ? কুঠিয়াল ইংরেজরা এমনি করে দৈনিক কতগুলো নিরীহ প্রজার ওপর অত্যাচার করে তার হিসেব দাও।

ওয়াটস : আপনি আমায় অপমান করছেন ইওর এক্সিলেন্সি। দেশের কোথায় কী হচ্ছে সে কৈফিয়ত আমি দেবো কী করে? আমি তো আপনার দরবারে কোম্পানির প্রতিনিধি।

সিরাজ : তুমি প্রতিনিধি? ড্রেক এবং তোমার পরিচয় আমি জানিনে ভেবেছ? দুশ্চরিত্রতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে দেশ থেকে নির্বাসিত না করে ভারতে বাণিজ্যের জন্যে তোমাদের পাঠানো হয়েছে। তাই এ দেশে বাণিজ্য করতে এসে দুর্নীতি এবং অনাচারের পথ তোমরা ত্যাগ করতে পারনি। কৈফিয়ত দাও আমার নিরীহ প্রজাদের ওপর এই জুলুম কেন?

ওয়াটস : আপনার প্রজাদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক। আমরা ট্যাক্স দিয়ে শান্তিতে বাণিজ্য করি।

সিরাজ : ট্যাক্স দিয়ে বাণিজ্য কর বলে আমার নিরীহ প্রজার ওপরে অত্যাচার করবার অধিকার তোমরা পাওনি।

(সমবেত সকলকে উদ্দেশ করে)

এই লোকটি লবণ প্রস্তুতকারক। লবণের ইজারাদার কুঠিয়াল ইংরেজ। স্থানীয় লোকদের তৈরি যাবতীয় লবণ তারা তিন চার আনা মণ ধরে পাইকারি হিসেবে কিনে নেয়। তারপর এখানে বসেই এখানকার লোকের কাছে সেই লবণ বিক্রি করে দুটাকা আড়াই টাকা মণ দরে।

মিরজাফর : এ তো ডাকাতি।

সিরাজ : আপনাদের পরামর্শেই আমি কোম্পানিকে লবণের ইজারাদারি দিয়েছি। আপনারা আমাকে বুঝিয়েছিলেন রাজস্বের পরিমাণ বাড়লে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড মজবুত হয়ে উঠবে। কিন্তু এই কি তার প্রমাণ? এই লোকটি কুঠিয়াল ইংরেজদের কাছে পাইকারি দরে লবণ বিক্রি করতে চায়নি বলে তার এই অবস্থা। বলুন শেঠজি, বলুন রাজবল্লভ, ব্যক্তিগত অর্থলালসায় বিচারবুদ্ধি হারিয়ে আমি এই কুঠিয়ালদের প্রশ্রয় দিয়েছি কি-না? বলুন সিপাহসালার, বলুন রায়দুর্লভ, আমি এই অনাচারীদের বিরুদ্ধে শাসন-শক্তি প্রয়োগ করবার সদিচ্ছা দেখিয়েছি কি-না? বিচার করুন। আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাধের বিচারপ্রার্থী।

(প্রহরী উৎপীড়িত লোকটিকে বাইরে নিয়ে গেল)

রাজবল্লভ : জাঁহাপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে এমন সুচিন্তিত পরিকল্পনায় আমাদের অপমান না করলেও চলত।

জগৎশেঠ : নবাবের কাছে আমাদের পদমর্যাদার কোনো মূল্যই নেই। তাই-

সিরাজ : আপনারাও সবাই মিলে নবাবের মর্যাদা যে কোনো মূল্যে বিক্রি করে দিতে চান, এই তো?

মিরজাফর : একথা বলে নবাব আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনতে চাইছেন। এই অযথা দুর্ব্যবহার আমরা হৃষ্ট মনে গ্রহণ করতে পারব কি না সন্দেহ।

সিরাজ : বাংলার নবাবকে ভয় দেখাচ্ছেন সিপাহসালার? দরবারে বসে নবাবের সঙ্গে কী রকম আচরণ করা বিধেয় তা-ও আপনার স্মরণ নেই? এই মুহূর্তে আপনাকে বরখাস্ত করে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আমি নিজে গ্রহণ করতে পারি। আপনি, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ সবাইকে কয়েদখানায় আটক রাখতে পারি। হ্যাঁ, কোনো দুর্বলতা নয়। শত্রুর কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে আমাকে তাই করতে হবে। মোহনলাল!

(মোহনলাল তরবারি নিষ্কাশন করল)

সিরাজ : (হাতের ইঙ্গিতে মোহনলালকে নিরস্ত করে শান্তভাবে) না, আমি তা করব না। ধৈর্য ধরে থাকব। অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য ছলনা এবং শাঠ্যের ওপর আমাদের মৌলিক সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ সন্দেহেরও কোনো অবকাশ রাখব না।

মিরজাফর : আমাদের প্রতি নবাবের সন্দিগ্ধ মনোভাবের পরিবর্তন না হলে দেশের কল্যাণের কথা ভেবে আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠব।

সিরাজ : ওই একটি পথ সিপাহসালার-দেশের কল্যাণ, দেশবাসীর কল্যাণ। শুধু ওই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি। আমি জানতে চাই, সেই পথে আপনারা আমার সহযাত্রী হবেন কি না?

রাজবল্লভ : জাঁহাপনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট জানা দরকার।

সিরাজ : আমার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। কলকাতায় ওয়াটস এবং ক্লাইভ আলিনগরের সন্ধি খেলাপ করে, আমার আদেশের বিরুদ্ধে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করেছে। তাদের ঔদ্ধত্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখুনি এর প্রতিবিধান করতে না পারলে ওরা একদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়, হস্তক্ষেপ করবে।

মিরজাফর : জাঁহাপনা, আমাদের হুকুম করুন।

সিরাজ : আমি অন্তহীন সন্দেহ-বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে ভরসা নিয়েই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। তবু বলছি- আপনারা ইচ্ছে করলে আমাকে ত্যাগ করতে পারেন। বোঝা যতই দুর্বহ হোক একাই তা বইবার চেষ্টা করব। শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ যে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।

মিরজাফর : দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

সিরাজ : আমি জানতাম দেশের প্রয়োজনকে আপনারা কখনো তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না। (সিরাজের ইঙ্গিতে প্রহরী তাঁর হাতে কোরান শরিফ দিল। সিরাজ দুহাতে সেটা নিয়ে চুমু খেয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মিরজাফরের দিকে এগিয়ে দিলেন। মিরজাফর নতজানু হয়ে দুহাতে কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন।)

মিরজাফর : আমি আল্লাহর পাক কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করছি, আজীবন নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

(সিরাজ প্রহরীর হাতে কোরান শরিফ সমর্পণ করলেন এবং অপর প্রহরীর হাত থেকে তামা, তুলসী, গঙ্গাজলের পাত্র গ্রহণ করলেন। তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে একে একে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ নিজের নিজের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে গেলেন।)

রাজবল্লভ : আমি রাজবল্লভ, তামাতুলসী, গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমার জীবন নবাবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICA

রায়দুর্লভ : ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্যে আমি নবাবের অনুগামী।

উমিচাঁদ : রামজিকি কসম, ম্যায় কোরবান হুঁ নওয়াবকে লিয়ে।

(প্রহরী গঙ্গাজলের পাত্র নিয়ে চলে গেল।)

সিরাজ : (ওয়াটসকে) ওয়াটস।

ওয়াটস : ইওর এক্সিলেন্সি।

সিরাজ : আলিনগরের সন্ধির শর্ত অনুসারে কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে দরবারে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সেই সম্মানের অপব্যবহার করে এখানে বসে তুমি গুপ্তচরের কাজ করছ। তোমাকে সাজা না দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি। বেরিয়ে যাও দরবার থেকে। ক্লাইভ আর ওয়াটসকে গিয়ে সংবাদ দাও যে, তাদের আমি উপযুক্ত শিক্ষা দেব। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বেইমান নন্দকুমারকে ঘুষ খাইয়ে তারা চন্দননগর ধ্বংস করেছে। এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি তাদের যথাযোগ্য ভাবেই দেওয়া হবে।

ওয়াটস : ইওর এক্সিলেন্সি।

(কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল)

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১৯-এ মে। স্থান : মিরজাফারের আবাস।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-জগৎশেঠ, মিরজাফর, রাজবল্লভ, রাইসুল, প্রহরী।] (মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত-মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ)

জগৎশেঠ : সিপাহসালার বড় বেশি হতাশ হয়েছেন।

মিরজাফর : না শেঠজি, হতাশ হবার প্রশ্ন নয়। আমি নিস্তব্ধ হয়েছি অগ্নিগিরির মতো প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পরবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষার আর অধিকারের লাভা টগবগ করে ফুটে উঠছে ঘৃণা আর বিদ্বেষের অসহ্য উত্তাপে। এবার আমি আঘাত হানবই।

রাজবল্লভ : শুধু অপমান! প্রাণের আশঙ্কায় সে আমাদের আতঙ্কিত করে তোলেনি? পদস্থ কেউ হলে মানীর মর্যাদা বুঝত। কিন্তু মোহনলালের মতো সামান্য একটা সিপাই যখন তলোয়ার খুলে সামনে দাঁড়াল তখন আমার চোখে কেয়ামতের ছবি ভেসে উঠেছিল।

রায়দুর্লভ : সিপাহসালারের অপমানটাই আমার বেশি বেজেছে।

মিরজাফর : এখন আপনারা সবাই আশা করি বুঝতে পারছেন যে, সিরাজ আমাদের শান্তি দেবে না।

জগৎশেঠ : তা দেবে না। চতুর্দিকে বিপদ, তা সত্ত্বেও সে আমাদের বন্দি করতে চায়। এরপর সিংহাসনে স্থির হতে পারলে তো কথাই নেই।

রাজবল্লভ : আমাদের অস্তিত্বই সে লোপ করে দেবে। আমাদের সম্বন্ধে যতটুকু সন্দেহ নবাবের বাইরের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পায়নি তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। শওকতজঙ্গের ব্যাপারে নবাব আমাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু মোহনলালের অধীনে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে বিনাশ করেছে। এতে আমাদের নিশ্চিত হবার কিছুই নেই।

জগৎশেঠ : তার প্রমাণ তো রয়েছে হাতের কাছে। আমাদের গ্রেফতার করতে গিয়েও করেনি। কিন্তু রাজা মানিকচাঁদকে তো ছাড়ল না। তাকে কয়েদখানায় যেতে হলো। শেষ পর্যন্ত দশ লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে তবে তার মুক্তি। আমি দেখতে পাচ্ছি নন্দকুমারের অদৃষ্টেও বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

মিরজাফর : আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি।

রাজবল্লভ : আমি ভাবছি তেমন দুঃসময় যদি আসে, আর মূল্য দিয়ে মুক্তি কিনবার পথটাও যদি খোলা থাকে, তা হলেও সে মূল্যের পরিমাণ এত বিপুল হবে যে আমরা তা বইতে পারব কিনা সন্দেহ। মানিকচাঁদের মুক্তিমূল্য পঞ্চাশ কোটি টাকার কম হবে না।

জগৎশেঠ : ওরে বাবা! তার চেয়ে গলায় পা দিয়ে বুকের ভেতর থেকে কলজেটাই টেনে বার করে আনুক। পঞ্চাশ কোটি? আমার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করলেও এক কোটি টাকা হবে না। ধরতে গেলে মাসের খরচটাই তো ওঠে না। নবাবের হাত থেকে ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্যে মাসে মাসে অজস্র টাকা খরচ করে সেনাপতি ইয়ার লুৎফ খাঁয়ের অধীনে দুহাজার অশ্বারোহী পুষতে হচ্ছে।

মিরজাফর : কাজেই আর কালক্ষেপ নয়।

রাজবল্লভ : আমরা প্রস্তুত। কর্মপন্থা আপনিই নির্দেশ করুন। আমরা একবাক্যে আপনাকেই নেতৃত্ব দিলাম।

মিরজাফর : আমার ওপরে আপনাদের আন্তরিক ভরসা আছে তা আমি জানি। তবু আজ একটা বিষয় খোলাসা করে নেওয়া উচিত। আজ আমরা সবাই সন্দেহ-দোলায় দুলছি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিনে। তাই আমাদে… সিদ্ধান্ত কাগজে-কলমে পাকাপাকি করে নেওয়াই আমার প্রস্তাব।

জগৎশেঠ : আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

রায়দুর্লভ : এতে আপত্তির কি থাকতে পারে?

নেপথ্যে : ওরে বাবা কতবার দেখতে হবে? দেউড়ি থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত … একুশবার দেখিয়েছি। এই দেখ বাবা, আর একটিবার দেখ। হলো তো?

(রাইসুল জুহালা কামরায় ঢুক…)

কী গেরোরে বাবা।

মিরজাফর : কী হয়েছে?

রাইস : সালাম হুজুর। ওই পাহারাওয়ালা হুজুর। সবাই হাত বাড়িয়ে আঙুল নাচি… বলে, দেখলাও। দেরি করলে তলোয়ারে হাত দেয়। আমি বলি, আছে বা… আছে। খোদ নবাবের পাঞ্জা-

মিরজাফর : (সন্ত্রস্ত) নবাবের পাঞ্জা?

রাইস : আলবত হুজুর। কেন নয়? (আবার কুর্নিশ করে) হুজুরের নবাব হতে আ… বাকি কি?

মিরজাফর : (প্রসন্ন হাসি হেসে) সে যাক! খবর কি তাই বলো!

রাইস : প্রায় শেষ খবর নিয়ে এসেছিলাম হুজুর। তলোয়ারের খাড়া এক কোপ… একেবারে গর্দান সমেত-

রাজবল্লভ : (বিরক্ত) আবোল তাবোল বকে বড় বেশি সময় নষ্ট করছ রাইস মিয়া।

রাইস : (ক্ষুব্ধ) আবোল তাবোল কি হুজুর, বলছি তো তলোয়ারের খাড়া এক কোপ… লাফিয়ে সরে দাঁড়িয়ে তাই রক্ষে। তবু এই দেখুন (পকেট থেকে দ্বিখণ্ডি… মূলার নিম্নাংশ বার করল।) একটু নুন জোগাড় হলেই কাঁচা খাব ব… মুলোটা হাতে নিয়েই ঘুরছিলাম। ক্লাইভ সাহেবের তলোয়ারের কোপে… সেটাই দুখণ্ড।

জগৎশেঠ : এ যে দেখি ব্যাপারটা ক্রমশ ঘোরালো করে তুলছে। ক্লাইভ সাহেব তোমারে… তলোয়ারের কোপ মারতে গেল কেন?

রাইস : গেরো হুজুর। কপালের গেরো। উমিচাঁদজির চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম… তিনি চিঠি না পড়ে কটমট করে আমার দিকে চাইতে লাগলেন। তারপর ও… কামানের মতো গলা দিয়ে একতাল কথার গোলা ছুটে বার হলো : আর ইউ… এ স্পাই? এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রশ্নই বাংলায়-তুমি গুপ্তচর? এমন এক অদ্ভু… উচ্চারণ করলেন, আমি শুনলাম তুমি ঘুফুৎচোর? চোর কথাটা শুনেই মাথা… গরম হয়ে উঠল। তা ছাড়া ঘুফুৎচোর? গামছা চোর, বদনা চোর, জুতো… চোর, গরু চোর, সিঁধেল চোর, কাফন চোর আমাদের আপনাদের ভেতরে… হুজুর কত রকমারি চোরের নাম যে শুনেছি আর তাদের চেহারা চিনেছি তা… আর হিসাব নেই। কিন্তু ঘুফুৎচোর আর আমি স্বয়ং। হিতাহিত বিচার না… করেই হুজুর মুখের ওপরেই বলে ফেললাম, -(মৃদু হাসি) একটু ইংরেজিও… তো জানি, ইংরেজিতেই বললাম, ইউ শাট আপ। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের… এক কোপ। (হেসে উঠে) অহংকার করব না হুজুর, লাফটা যা দিয়েছিলাম… একবারে মাপা। তাই আমার গর্দানের বদলে ক্লাইভ সাহেবের ভাগ্যে জুটে… মুলোর মাথাটা।

মিরজাফর : কথা থামাবে রাইস মিয়া।

রাইস : হুজুর।

মিরজাফর : এখন তুমি কার কাছ থেকে আসছ?

রাইস : উমিচাঁদজির কাছ থেকে। এই যে চিঠি। (পত্র দিল)

মিরজাফর : (পত্র পড়ে রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিলেন) ক্লাইভ সাহেবের ওখানে কাকে… দেখলে?

রাইস : অনেকগুলো সাহেব মেমসাহেব হুজুর। ভূত ভূত চেহারা সব।

মিরজাফর : কারো নাম জানো না?

রাইস : সবতো বিদেশি নাম। এদেশি হলে পুরুষগুলোকে বলা যেত- বেম্মোদত্যি, জটাধারী, মামদো, পেঁচো, চোয়ালে পেঁচো, গলায় দড়ে, এক ঠেঙে… কন্দকাটা ইত্যাদি। মেয়েগুলোকে বলতে পারতাম : শাঁকচুন্নি, উলকামুখী… আঁষটেপেতি, কানি পিশাচী এই সব আর কি।

জগৎশেঠ : রাইস মিয়ার মুখে কথার খই ফুটছে।

রাইস : রাত-বেরাতে চলাফেরা করি ভূত পেত্নীর সঙ্গেও যোগ রাখতে হয় হুজুর… (চিঠিখানা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ এবং রায়দুর্লভের হাত ঘুরে আবার… মিরজাফরের হাতে এল)

মিরজাফর : একে তাহলে বিদায় দেওয়া যাক?

রাজবল্লভ : চিঠির জবাব দেবেন না?

মিরজাফর : চিঠিপত্র যত কম দেওয়া যায় ততই ভালো কে জানে কোথায় সিরাজের… গুপ্তচর ওৎ পেতে বসে আছে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY
Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

জগৎশেঠ : তাছাড়া আমাদের গুপ্তচরদেরই বা বিশ্বাস কি? তারা মূল চিঠি হয়ত আসল জায়গায় পৌঁছচ্ছে; কিন্তু একখানা করে তার নকল যথাসময়ে নবাবের লোকের হাতে পাচার করে দিচ্ছে।

রাইস : সন্দেহ করাটা অবশ্য বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু বেশি সন্দেহে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যেতে পারে। একটা কথা মনে রাখবেন হুজুর, গুপ্তচররাও যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। তাদের বিপদের ঝুঁকিও কম নয়।

জগৎশেঠ : কিছু মনে কোরো না। তোমার সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করিনি।

মিরজাফর : তুমি তাহলে এখন এস। উমিচাঁদজিকে আমার এই সাংকেতিক মোহরটা দিও। তাহলেই তিনি তোমার কথা বিশ্বাস করবেন। তাঁকে বোলো, দুই নম্বর জায়গায় আগামী মাসের ৮ তারিখে সব কিছু লেখাপড়া হবে।

রাইস : হুজুর। (সাংকেতিক মোহরটা নিয়ে বেরিয়ে গেল)

মিরজাফর : রাইসুল জুহালা খুবই চালাক। সে উমিচাঁদের বিশ্বাসী লোক। ওর সামনে শেঠজির ওকথা বলা ঠিক হয়নি।

জগৎশেঠ : আমি শুধু বলেছি কি হতে পারে।

মিরজাফর : কত কিছুই হতে পারে শেঠজি। আমরাই কি দিনকে রাত করে তুলছিনে? নবাবের মির মুন্সি আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানির কাছে। তাতেই তো ওদের এত সহজে ক্ষেপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধিটা অবশ্য রাজবল্লভের; কিন্তু ভাবুন তো কতখানি দায়িত্ব এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে নবাবের বিশ্বাসী মির মুন্সি।

জগৎশেঠ : তা তো বটেই। গুপ্তচরের সহায়তা ছাড়া আমরা এক পা-ও এগোতে পারতাম না।

মিরজাফর : প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন আমি ভাবছি ইংরেজদের ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে কি-না?

রাজবল্লভ : তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওরা বেনিয়ার জাত। পয়সা ছাড়া কিছু বোঝে না। ওরা জানে সিরাজউদ্দৌলার কাছ থেকে কোনো রকম সুবিধার আশা নেই। কাজেই সিপাহসালারকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে ওরা সব রকমের সাহায্য দেবে।

জগৎশেঠ : অবশ্য টাকা ছাড়া। কারণ সিরাজকে গদিচ্যুত করা ওদের প্রয়োজন হলেও সিপাহসালারকে ওরা সাহায্য দেবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে।

রাজবল্লভ : সেটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে কি না তা তো বুঝতে পারছিনে। আমি যতদূর শুনেছি ওদের দাবি দুকোটি টাকার ওপরে যাবে। কিন্তু এত টাকা সিরাজউদ্দৌলার তহবিল থেকে কোনোক্রমেই পাওয়া যাবে না।

মিরজাফর : আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি রাজা রাজবল্লভ। ও কথা আর এখন ভাবলে চলবে না। সকলের স্বার্থের খাতিরে ক্লাইভের দাবি মেটাবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। (বিভোর কণ্ঠে) সফল করতে হবে আমার স্বপ্ন। বাংলার মসনদ-নবাব আলিবর্দীর আমলে, উদ্ধত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই শুধু ভেবেছি, একটা দিন, মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।

[দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ৯ই জুন। স্থান : মিরনের আবাস।

[কুশীলববৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে -নর্তকীগণ, বাদকগণ, মিরন, পরিচারিকা, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, ওয়াটস, ক্লাইভ, রক্ষী, মোহনলাল।]

(ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত মিরন। পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকীর হাতে ডান হাত সমর্পিত। অপর নর্তকী নৃত্যরতা। নৃত্যের মাঝে মাঝে সুরামত্ত মিরনের উল্লাসধ্বনি।)

মিরন : সাবাস। বহোত খুব। তোমরা আছ বলেই বেঁচে থাকতে ভালো লাগে। (নর্তকী নাচের ফাঁকে এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিল মিরনের দিকে। পরিচারিকা কামরায় এসে চিঠি দিল মিরনের হাতে। সেটা পড়ে বিরক্ত হলো মিরন। তবু পরিচারিকাকে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করতেই সে বেরিয়ে গেল। পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকী মিরনের ইঙ্গিতে কামরার অন্যদিকে চলে গেল। অল্প পরেই ছদ্মবেশধারী এক ব্যক্তিকে কামরায় পৌঁছিয়ে দিয়ে পরিচারিকা চলে গেল।)

মিরন : সেনাপতি রায়দুর্লভ এ সময়ে এখানে আসবেন তা ভাবিনি।

(নর্তকীদের চলে যেতে ইঙ্গিত করল)

রায়দুর্লভ : আমাকে আপনি নৃত্যগীতের সুধারসে একেবারে নিরাসক্ত বলেই ধরে নিয়েছেন।

মিরন : তা নয়, তবে আপনি যখন ছদ্মবেশে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়েছেন তখনি বুঝেছি প্রয়োজন জরুরি। তাই সময় নষ্ট করতে চাইলুম না।

রায়দুর্লভ : দুদণ্ড সময় নষ্ট করে একটু আমোদ-প্রমোদই না হয় হতো। অহরহ অশান্তি আর অব্যবস্থার মধ্য থেকে জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু (একজনকে দেখিয়ে) এ নর্তকীকে আপনি পেলেন কোথায়? একে যেন এর আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। সে যাক। হঠাৎ আপনার এখানে বৈঠকের আয়োজন? তা-ও খবর পেলাম কিছুক্ষণ আগে।

মিরন : আমার এখানে না করে উপায় কি? মোহনলালের গুপ্তচর জীবন অসম্ভব করে তুলেছে। আমার বাসগৃহ অনেকটা নিরাপদ। কারণ মোহনলাল জানে যে, আমি নাচ-গানে মশগুল থাকতেই ভালোবাসি।

রায়দুর্লভ : কে কে আসছেন এখানে?

মিরন : প্রয়োজনীয় সবাই। তাছাড়া বাইরে থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আসবেন কোম্পানির প্রতিনিধি কেউ একজন।

রায়দুর্লভ : কোম্পানির প্রতিনিধি কলকাতা থেকে এখানে আসছেন?

মিরন : তিনি আসবেন কাশিমবাজার থেকে।

রায়দুর্লভ : সে যা হোক। আলোচনায় আমি থাকতে পারব না। কারণ আমার পক্ষে বেশিক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। কখন কি কাজে নবাব তলব করে বসবেন তার ঠিক নেই। তলবের সঙ্গে সঙ্গে হাজির না পেলে তখুনি সন্দেহ জমে উঠবে। আপনার কাছে তাই আগেভাগে এলাম শুধু আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হলো জানবার জন্যে।

মিরন : আপনার ব্যবস্থা তো পাকা। সিরাজের পতন হলে আব্বা হবেন মসনদের মালিক। কাজেই সিপাহসালার-এর পদ আপনার জন্যে একেবারে নির্দিষ্ট।

রায়দুর্লভ : আমার দাবিও তাই। তবে আর একটা কথা। চারিদিককার অবস্থা দেখে যদি বুঝি যে, আপনাদের সাফল্যের কোনো আশা নেই, তাহলে কিন্তু আমার সহায়তা আপনারা আশা করবেন না?

মিরন : (ঈষৎ বিস্মিত) কি ব্যাপার? আপনাকে যেন কিছুটা আতঙ্কিত মনে হচ্ছে।

রায়দুর্লভ : আতঙ্কিত নই। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র। এর ভেতর কর্তব্য স্থির করাই দায় হয়ে উঠেছে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : মেহমান।

রায়দুর্লভ : আমি সরে পড়ি।

মিরন : বসেই যান না। মেহমানরা এসে পড়েছেন। কিছুক্ষণের ভেতরেই বৈঠক শুরু হয়ে যাবে।

রায়দুর্লভ : না। আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। আমি পালাই। কিন্তু আমার সঙ্গে যে ওয়াদা তার যেন খেলাপ না হয়। (প্রস্থান)

(পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করে মিরন কিছুটা প্রস্তুত হয়ে বসল। মিরন সমাদর করে তাদের বসাল।)

মিরন : একটু আগে রায়দুর্লভ এসেছিলেন ব্যক্তিগত কারণে তিনি আলোচনায় থাকতে পারবেন না বললেন। কিন্তু তাঁর দাবির কথাটা আমার কাছে তিনি খোলাখুলিই জানিয়ে গেছেন।

জগৎশেঠ : তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদ দিতে হবে এই তো?

রাজবল্লভ : সবাই উচ্চাভিলাষী। সবাই সুযোগ খুঁজছে। তা না হলে রায়দুর্লভ মাসে মাসে আমার কাছে থেকে যে বেতন পাচ্ছে তাতেই তার স্বর্গ হাতে পাবার কথা।

মিরজাফর : ও সব কথা থাক রাজা। সবাই একজোটে কাজ করতে হবে। সকলের দাবিই মানতে হবে। রায়দুর্লভ ক্ষুদ্র শক্তিধর। তার সাহায্যেই আমরা জিতব এমন কথা নয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নবাবের সঙ্গে তার বিশ্বাসঘাতকতার গুরুত্ব আছে বৈ কি!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : জানানা সওয়ারি।

(সবাই একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। মিরজাফর হঠাৎ পকেট থেকে কয়েক টুকরো কাগজ বের করে তাতে মন দিলেন। মিরন লজ্জিত। হঠাৎ আত্মসংবরণ করে ধমকে উঠল)।

মিরন : ভাগো হিঁয়াসে, কমবখৎ।

(পরিচারিকার দ্রুত প্রস্থান)

রাজবল্লভ : (ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে) চট করে দেখে এস। আত্মীয়রাই কেউ হবে হয়ত। (সুযোগটুকু পেয়ে মিরন তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। অভাবিত পরিবেশ এড়াবার জন্যে জগৎশেঠ নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন)।

জগৎশেঠ : আজকের আলোচনায় উমিচাঁদ অনুপস্থিত। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে তো আর কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব নয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মিরজাফর : (হঠাৎ যেন পরিবেশের খেই ধরতে পেরেছেন) আরে বাপরে একেবারে কালকেউটে। তার দাবিই তো সকলের আগে। তা না হলে দণ্ড না পেরোতেই সমস্ত পৌছে যাবে নবাবের দরবারে। মনে হয় কলকাতায় বসেই সে চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবে।

(দুজন মহিলাসহ উল্লসিত মিরন কামরায় ঢুকলো)

মিরন : এঁরাই জানানা সওয়ারি।

(রমণীর ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন ওয়াটস এবং ক্লাইভ। মিরন বেরিয়ে গেল।)

ওয়াটস : সরি টু ডিজাপয়েন্ট ইউ জেন্টেলমেন। আর ইউ সারপ্রাইজড? ইনি রবার্ট ক্লাইভ।

মিরজাফর : (সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে) কর্নেল ক্লাইভ?

ক্লাইভ : আর ইউ সারপ্রাইজড? অবাক হলেন?

মিরজাফর : অবাক হবারই কথা। এ সময়ে এভাবে এখানে আসা খুবই বিপজ্জনক।

ক্লাইভ : বিপদ? কার বিপদ জাফর আলি খান? আপনার না আমার?

মিরজাফর : দুজনেরই। তবে আপনার কিছুটা বেশি।

ক্লাইভ : আমার কোনো বিপদ নেই। তা ছাড়া বিপদ ঘটাবে কে?

জগৎশেঠ : নবাবের গুপ্তচরের হাতে তো পড়নি?

ক্লাইভ : নবাবকে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।

রাজবল্লভ : কেন পারবে না? গাল ফুলিয়ে বড় বড় কথা বললেই সব হয়ে গেল নাকি! তুমি এখানে একা এসেছে। তোমাকে ধরে বস্তাবন্দি হুলো-বেড়ালের মতো পানাপুকুরে দুচারটে চুবনি দিতে বাদশাহের ফরমান জোগাড় করতে হবে নাকি?

ক্লাইভ : আই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর হুলো বিজনেজ, বাট আই অ্যাম সিউর নবাব ক্যান কজ নো হার্ম টু আস।

জগৎশেঠ : ভগবানের দিব্যি কর্নেল সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া। এই সেদিন কলকাতায় যা মার খেয়েছো এখনো তার ব্যথা ভোলার কথা নয় এরি ভেতরে -

ক্লাইভ : দেখো শেঠজি, এক আধবার অমন হয়েই থাকে। তা ছাড়া রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে এখনো যুদ্ধ হয়নি। যখন হবে তোমরাই তার ফল দেখবে।

রাজবল্লভ : সেটা দেখবার আগেই গলাবাজি করছ কেন?

ক্লাইভ : এই জন্যে যে নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই। যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, যার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের ক্ষতি করতে পারেন।

রাজবল্লভ : আমরা?

ক্লাইভ : হোয়াই নট? আপনারা সব পারেন। আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়? আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু-

মিরজাফর : এইসব কথার জন্যেই আমরা এখানে হাজির হয়েছি নাকি?

ক্লাইভ : সরি মিস্টার জাফর আলি খান। হ্যাঁ একটা জরুরি কথা আগেই সেরে নেওয়া যাক। উমিচাঁদ এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক। আমাদের প্ল্যানের কথা সে নবাবকে জানিয়ে দিয়েছে! কলকাতা অ্যাটাক-এর সময়ে তার যা ক্ষতি হয়েছিল নবাব তা কমপেনসেট করতে চেয়েছেন। স্কাউন্ড্রেলটা আবার এক নতুন অফার নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে।

মিরজাফর : আমি শুনেছি সে আরও ত্রিশ লক্ষ টাকা চায়।

ক্লাইভ : এবং তাকে অত টাকা দেবার মতো পজিশন আমাদের নয়। থাকলেও আমরা তা দেবো না। কেন দেবো? হোয়াই? থার্টি লাকস অফ রুপিস ইজ নো জোক।

রাজবল্লভ : কিন্তু উমিচাঁদ যে রকম ধড়িবাজ তাতে সে অন্যরকম কিছু ষড়যন্ত্র করতে পারে। আমাদের যাবতীয় গুপ্ত খবর তার জানা।

ক্লাইভ : ডোনট ওরি, রাজা! উমিচাঁদ অনেক বুদ্ধি রাখে। বাট ক্লাইভ ইজ নো লেস। আমি উমিচাঁদকে ঠকাবার ব্যবস্থা করেছি।

মিরজাফর : কী রকম?

ক্লাইভ : দুটো দলিল হবে। আসল দলিলে উমিচাঁদের কোনো রেফারেন্স থাকবে না। নকল দলিলে লেখা থাকবে যে নবাব হেরে গেলে কোম্পানি উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেবে।

রাজবল্লভ : কিন্তু সে যদি কোন রকমে এ কথা জানতে পারে?

ক্লাইভ : আপনারা না জানালে জানবে না। আর জানলে কারও বুঝতে বাকি থাকবে না যে, আপনারাই তা জানিয়েছেন।

জগৎশেঠ : আমাদের সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।

মিরজাফর : দলিলে সই করবে কে?

ক্লাইভ : কমিটির সকলেই করেছেন। এখানে আপনি সই করবেন এবং রাজ- রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ থাকবেন উইটনেস। নকল দলিলটায় অ্যাডমিরাল ওয়াটসন সই করতে রাজি হননি।

মিরজাফর : উমিচাঁদ মানবে কেন তাহলে?

ক্লাইভ : সে ব্যবস্থা হয়েছে। ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন।

জগৎশেঠ : তাহলে আর দেরি কেন? আমাদের আবার এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।

ক্লাইভ : অফকোরস। দলিল দুটোই তৈরি আছে। শুধু সই হয়ে গেলেই কাজ মিটে যায়।

(দলিলের কপি মিরজাফরের দিকে এগিয়ে দিল)

মিরজাফর : একটু পড়ে দেখব না?

ক্লাইভ : ড্রাফট তো আগেই পড়েছেন।

রাজবল্লভ : তাহলেও একবার পড়ে দেখা দরকার।

ক্লাইভ : ইফ ইউ ওয়ান্ট গো অ্যাহেড। পড়ে দেখুন উমিচাঁদের মতো আপনাদের ঠকানো হয়েছে কি-না। (দলিলটা রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিয়ে) নিন আপনিই পড়ুন।

রাজবল্লভ : (পড়তে পড়তে) যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে কোম্পানি পাবেন এক কোটি টাকা, কলকাতার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন সত্তর লক্ষ টাকা, ক্লাইভ সাহেব পাবেন দশ লক্ষ টাকা, অ্যাডমিরাল ওয়াটসন পাবেন -

মিরজাফর : এগুলো দেখে আর লাভ কি?

রাজবল্লভ : এখন আর কিছু লাভ নেই, কিন্তু ভাবছি নবাবের তহবিল দুবার করে শূন্য করলেও তিন কোটি টাকা পাওয়া যাবে কিনা।

মিরজাফর : বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। আসুন দস্তখত নিয়ে কাজ শেষ করে ফেলি।

রাজবল্লভ : এই দলিল অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবেন কিন্তু রাজ্য চালাবে কোম্পানি।

ক্লাইভ : (বিরক্ত) ইউ আর থিংকিং লাইক এ ফুল। আমরা কেন রাজ্য চালাব। আমরা শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য করবার প্রিভিলেজটুকু সিকিউরড করে নিচ্ছি। তা আমাদের করতেই হবে।

জগৎশেঠ : আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করুন। কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতায়, আপনারা হাত দেবেন এ তো ভালো কথা নয়।

ক্লাইভ : (রীতিমতো ক্রুদ্ধ) দেন হোয়াই ইউ আর গোয়িং টু ডু অ্যাবাউট ইট? দলিল দুটো তাহলে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আপনাদের শর্তাদি জানিয়ে দেবেন সেইভাবে আবার একটা খসড়া তৈরি করা যাবে।

মিরজাফর : না না, সেকি কথা? এমনিতেই বাজারে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কোনদিন সিরাজউদ্দৌলা সবাইকে গারদে পুরে দেবে তার ঠিক নেই। দিন, আমি দলিল সই করে দিই। শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

(রাজবল্লভের হাত থেকে দলিল নিয়ে সই করতে বসল। কিন্তু একটু ইতস্তত করে)

মিরজাফর : বুকের ভেতর হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল। বাইরে কোথাও মড়াকান্না শুনতে পাচ্ছেন শেঠজি? আমি যেন শুনলাম ।

ক্লাইভ : (উচ্চহাসি) বিদ্রোহী সেনাপতি, অথচ সো কাউয়ার্ড।

রাজবল্লভ : নানা প্রকারের দুশ্চিন্তায় আপনার শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়েছে। ও কিছু নয়।

মিরজাফর : তাই হয়ত।

(কলম নিয়ে স্বাক্ষর দিতে গিয়ে আবার ইতস্তত করে)

মিরজাফর : কিন্তু রাজবল্লভ যেমন বললেন, সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?

ক্লাইভ : ওহ্ হোয়াট ননসেন্স! আমি জানতাম কাউয়ার্ডদের ওপর কোনো কাজের জন্যেই ভরসা করা যায় না। তাই বিপদে ঝুঁকি নিয়ে দলিল সই করাতে নিজেই এসেছি। একা ওয়াটসকে পাঠিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারিনি। এখন দেখছি আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। (মিরজাফরকে) আরে বাংলা আপনাদেরই থাকবে। রাজা হয়ে আমরা কী করব? আমরা চাই টাকা। আপনাদের কোনো ভয় নেই। ইউ আর স্যাক্রিফাইসিং দ্যা নবাব অ্যান্ড নট দ্যা কান্ট্রি, দেশের জন্যে দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ সে অত্যাচারী। সে থাকলে দেশের কল্যাণ হবে না।

মিরজাফর : আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা নবাবকে সরিয়ে দিচ্ছি। সে আমাদের সম্মান দেয় না।

(দলিলে সই করল। নেপথ্যে করুণ সংগীত চলতে থাকবে। জগৎশেঠ এবং রাজবল্লভও সই করল।)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ক্লাইভ : দ্যাটস অল রাইট। (দলিল ভাঁজ করতে করতে) আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে। ইউ হ্যাভ ডান এ গ্রেট থিং- এ গ্রেড থিং। (ক্লাইভ এবং ওয়াটস আবার নারীর ছদ্মবেশ নিল, তারপর সবাই বেরিয়ে গেল। অন্যদিক দিয়ে মিরনের প্রবেশ।)

মিরন : হা হা হা। আর দেরি নেই।
(হাততালি দিতেই পরিচারিকার প্রবেশ) আগামীকাল যুদ্ধ। জানিস আগামী পরশু কী হবে? আগামী পরশু আমি শাহজাদা মিরন। শাহাজাদা হা হা হা। তারপর একদিন বাংলার নবাব। দ্রুত জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)।

রক্ষী : হুজুর, সেনাপতি মোহনলাল।

মিরন : (আতঙ্কিত) মোহনলাল।

মোহনলাল : শুনলাম আজ এখানে ভারী জলসা হচ্ছে। বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত আছেন। তাই খোঁজ নিতে এলাম।

মিরন : সেনাপতি মোহনলাল, আপনার দুঃসাহসের সীমা নেই। আমার প্রাসাদে কার অনুমতিতে আপনি প্রবেশ করেছেন।

মোহনলাল : প্রয়োজন মতো যে কোন জায়গায় যাবার অনুমতি আমার আছে। সত্য বলুন এখানে গুপ্ত ষড়যন্ত্র হচ্ছিল কি না?

মিরন : মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন সেনাপতি। জানেন এর ফল কী ভয়ানক হতে পারে? নবাবের সঙ্গে আব্বার সমস্ত গোলমাল সেদিন প্রকাশ্যে মিটমাট হয়ে গেল? নবাব তাঁকে বিশ্বাস করে সৈন্য পরিচালনার ভার দিয়েছেন। আর আপনি এসেছেন আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপবাদ নিয়ে। আমি এখুনি আব্বাকে নিয়ে নবাবের প্রাসাদে যাব। (উঠে দাঁড়াল) এই অপমানের বিচার হওয়া দরকার।

মোহনলাল : প্রতারণার চেষ্টা করবেন না। (তরবারি কোষমুক্ত করল) আমার গুপ্তচর ভুল সংবাদ দেয় না। সত্য বলুন, কী হচ্ছিল এখানে? কে কে ছিল মন্ত্রণাসভায়?

মিরন : মন্ত্রণাসভা হচ্ছিল কিনা, এবং হলে কোথায় হচ্ছিল আমি তার কিছুই জানিনে। ওসব বাজে জিনিসে সময় কাটানো আমার স্বভাব নয়। (পরিচারিকাকে ডেকে মিরন কিছু ইঙ্গিত করল) যখন না-ছোড় হয়েছেন তখন বেআদবি না করে আর উপায় কি?

(নর্তকীর প্রবেশ)

এখানে কী হচ্ছিল আশা করি সেনাপতি বুঝতে পেরেছেন?
(একটি মালা নিয়ে নাচের ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে নর্তকী মোহনলালের দিকে এগিয়ে গেল। মোহনলাল তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে মালাটি গ্রহণ করে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে তরবারির দ্বিতীয় আঘাতে শূন্যেই তা দ্বিখণ্ডিত করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল)

মিরন : মূর্তিমান বেরসিক হা হা হা ...

[দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১০ই জুন থেকে ২১ এ জুনের মধ্যে যেকোনো একদিন।
স্থান : লুৎফুন্নিসার কক্ষ।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- ঘসেটি, লুৎফা, আমিনা, সিরাজ, পরিচারিকা]
(নবাব-জননী আমিনা বেগম ও লুৎফুন্নিসা উপবিষ্টা। ঘসেটি বেগমের প্রবেশ)

ঘসেটি : বড় সুখে আছ রাজমাতা আমিনা বেগম।

লুৎফা : আসুন খালাআম্মা। (সালাম করল)

ঘসেটি : বেঁচে থাক। সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। তাই সে দোয়া করতে পারলুম না।

আমিনা : ছিঃ বড় আপা। এস কাছে এসে বস।

ঘসেটি : বসতে আসিনি। দেখতে এলাম কত সুখে আছ তুমি। পুত্র নবাব, পুত্রবধূ নবাব বেগম, পৌত্রী শাহজাদি-

আমিনা : সিরাজ তোমারও তো পুত্র। তুমিও তো কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছো।

ঘসেটি : অদৃষ্টের পরিহাস-তাই ভুল করেছিলাম। যদি জানতাম বড় হয়ে সে একদিন আমার সৌভাগ্যের অন্তরায় হবে, যদি জানতাম অহরহ সে আমার দুশ্চিন্তার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে, জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি সে গ্রাস করবে রাহুর মতো, তাহলে দুধের শিশু সিরাজকে প্রাসাদ-চত্বরে আছড়ে মেরে ফেলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতাম না।

লুৎফা : আপনাকে আমরা মায়ের মতো ভালোবাসি। মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করি।

ঘসেটি : থাক। যে সত্যিকার মা তার মহলেই তো চাঁদের হাট বসিয়েছ। আমাকে আবার পরিহাস করা কেন? দরিদ্র নারী আমি। নিজের সামান্য বিত্তের অধিকারিণী হয়ে এক কোণে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী নবাব সে অধিকারটুকুও আমাকে দিলেন না।

আমিনা : কী হয়েছে তোমার? পুত্রবধুর সামনে এরকম রূঢ় ব্যবহার করছ কেন?

ঘসেটি : কে পুত্র আর কে পুত্রবধূ? সিরাজ আমার কেউ নয়। সিরাজ বাংলার নবাব- আমি তার প্রজা। ক্ষমতার অহংকারে উন্মত্ত না হলে আমার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে সে সাহস করত না। মতিঝিল থেকে আমাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারত না।

লুৎফা : শুনেছি আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা তিনি ধার নিয়েছেন। কলকাতা অভিযানের সময়ে টাকার প্রয়োজন হয়েছিল তাই। কিন্তু গোলমাল মিটে গেলে সে টাকা তো আবার আপনি ফেরত পাবেন।

ঘসেটি : নবাব টাকা ফেরত দেবেন!

লুৎফা : কেন দেবেন না ? তা ছাড়া সে তো তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করেননি। দেশের জন্যে -

ঘসেটি : থাম। লম্বা লম্বা বক্তৃতা কোরো না। সিরাজের বক্তৃতা তবু সহ্য হয়। তাকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছি। কিন্তু তোমার মুখে বড় বড় বুলি শুনলে গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়।

আমিনা : সিরাজ তোমার কোনো ক্ষতি করেনি বড় আপা।

ঘসেটি : তার নবাব হওয়াটাই তো আমার মস্ত ক্ষতি।

আমিনা : নবাবি সে কারো কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি। ভূতপূর্ব নবাবই তাকে সিংহাসন দিয়ে গেছেন।

ঘসেটি : বৃদ্ধ নবাবকে ছলনায় ভুলিয়ে তোমরা সিংহাসন দখল করেছ।

আমিনা : আমরা।

ঘসেটি : ভাবছো যে বিস্মিত হবার ভঙ্গি করলেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করব- কেমন? তোমাকে আমি চিনি। তুমি কম সাপিনী নও।

আমিনা : তুমি অনর্থক বিষ উদগার করছ বড় আপা। তোমার এই ব্যবহারের অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।

ঘসেটি : বুঝবে। সে দিন আসছে। আর বেশিদিন এমন সুখে তোমার ছেলেকে নবাবি করতে হবে না।

(সিরাজের প্রবেশ)

সিরাজ : সিরাজউদ্দৌলা একটি দিনের জন্যেও সুখে নবাবি করেনি খালাআম্মা।

ঘসেটি : এসেছে শয়তান। ধাওয়া করেছ আমার পিছু?

সিরাজ : আপনার সঙ্গে প্রয়োজন আছে।

ঘসেটি : কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

সিরাজ : আমার প্রয়োজন আপনার সম্মতির অপেক্ষা রাখছে না খালাআম্মা।

ঘসেটি : তাই বুঝি সেনাপতি পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছ যে, তোমার আরও কিছু টাকার দরকার।

সিরাজ : খবর আপনার অজানা থাকার কথা নয়।

ঘসেটি : অর্থাৎ?

সিরাজ : অর্থাৎ আমি জানি যে, বাংলার ভাগ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার সমস্ত খবরই আপনি রাখেন। আরও স্পষ্ট করে শুনতে চান? আমি জানি যে সিরাজের বিরুদ্ধে আপনার আক্রোশের কারণ আপনার সম্পত্তিতে সে হস্তক্ষেপ করেছে বলে নয়, রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের আশায় আপনি উন্মাদ। আমি অনুরোধ করছি আপনার সঙ্গে যেন কোনো প্রকারের দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য করা না হয়।

ঘসেটি : তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

সিরাজ : আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।

ঘসেটি : তোমার এই চোখ রাঙাবার স্পর্ধা বেশিদিন থাকবে না নবাব। আমিও তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

সিরাজ : আপনার ভবিষ্যৎ ভেবে আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন না খালাআম্মা। আপনার নিজের সম্বন্ধেই আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। নবাবের মাতৃস্থানীয়া হয়ে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। অন্তত আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই।

ঘসেটি : তোমার মতলব বুঝতে পারছি না।

সিরাজ : রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোলাযোগের সময়ে কোনো ক্ষমতাভিলাষী, স্বার্থপরায়ণ নারীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর। আমি তাই আপনার গতিবিধির ওপরে লক্ষ রাখবার ব্যবস্থা করেছি। আমার প্রাসাদে আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না। তবে লক্ষ রাখা হবে যাতে দেশের বর্তমান অশান্তি দূর হবার আগে বাইরের কারো সঙ্গে আপনি কোনো যোগাযোগ রাখতে না পারেন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ঘসেটি : (ক্ষিপ্ত) ওর অর্থ আমি বুঝি মহামান্য নবাব। (দ্রুত আমিনার দিকে এগিয়ে এসে) শুনলে তো রাজমাতা, আমাকে বন্দিনী করে রাখা হলো। এইবার বল তো আমি তার মা, সে আমার পুত্র-তাই না ? হা হা হা।

(অসহায় ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন)

আমিনা : এসব লক্ষণ ভালো নয়। (উঠে দরজার দিকে এগোতে এগোতে) বড় আপা শুনে যাও, বড় আপা–

(বেরিয়ে গেলেন)

লুৎফা : খালাআম্মা বড় বেশি অপমান বোধ করেছেন। ওঁর সঙ্গে অমন ব্যবহার করাটা হয়ত উচিত হয়নি।

সিরাজ : আমার ব্যবহারে সবাই অপমান বোধ করছে লুৎফা। শুধু অপমান নেই আমার।

লুৎফা : ও কথা কেন বলছেন জাঁহাপনা।

সিরাজ : তুমিও অন্ধ হলে আর কার কাছে আমি আশ্রয় পাব বল তো লুৎফা। দেখতে পাচ্ছ না, শুধু অপমান নয় আমাকে ধ্বংস করবার আয়োজনে সবাই কী রকম মেতে উঠেছে।

লুৎফা : কিন্তু খালাআম্মা -

সিরাজ : আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলে খালাআম্মা খুশি হবেন সবচেয়ে বেশি।

লুৎফা : অতটা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে ওঁর মন আপনার ওপরে যথেষ্ট বিষিয়ে উঠেছে তা ঠিক। কিন্তু -

সিরাজ : থামলে কেন ? বল।

লুৎফা : বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

সিরাজ : বল।

লুৎফা : বিধবা মেয়েমানুষ, ওঁর সম্পত্তিতে বারবার এমন হস্তক্ষেপ করতে থাকলে ভরসা নষ্ট হবারই কথা।

সিরাজ : লুৎফা, তুমিও আমার বিচার করতে বসলে। কর, আমি আপত্তি করব না। দাদু মরবার পর থেকে এই ক-মাসের ভেতরে আমি এত বদলে গেছি যে তুমিও তা বুঝতে পারবে না।

লুৎফা : জাঁহাপনা।

সিরাজ : মনে পড়ে লুৎফা, দাদুর মৃত্যুশয্যায় আমি কসম খেয়েছিলাম শরাব স্পর্শ করব না। আমি তা করিনি। তুমিও জান লুৎফা আমি তা করিনি।

লুৎফা : আমি ও-সব কোনো কথাই তুলছিনে জাঁহাপনা।

সিরাজ : আমি জানি। সেই জন্যেই বলছি সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার কর।

লুৎফা : আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার জন্যে কোনো কথা বলিনি, জাঁহাপনা। খালাআম্মা রাগে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন তাই -

সিরাজ : তাই তোমার মনে হলো ওঁর টাকা-পয়সায় হাত দিয়েছি বলেই উনি আমার ওপর অতখানি বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু তুমি জান না, কতখানি, উৎসাহ নিয়ে উনি অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন শওকতজঙ্গের কামিয়াবির জন্যে। শুধু শওকতজঙ্গ কেন, আমার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যেও ওঁর দান কম নয়।

লুৎফা : আমি মাপ চাইছি জাঁহাপনা, আমার অন্যায় হয়েছে।

সিরাজ : লুৎফা, এত দেয়াল কেন বল তো?

লুৎফা : দেয়াল? কোথায় দেয়াল জাঁহাপনা ?

সিরাজ : আমার চারপাশে লুৎফা। আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়। উজির, অমাত্য, সেনাপতিদের এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, দেশের নিশ্চিত শাসন ব্যবস্থা এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, খালাআম্মা আর আমার মাঝখানে, আমার চিন্তা আর কাজের মাঝখানে, আমার স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানে, আমার অদৃষ্ট আর কল্যাণের মাঝখানে শুধু দেয়াল আর দেয়াল।

লুৎফা : জাঁহাপনা।

সিরাজ : আমি এর কোনোটি ডিঙিয়ে যাচ্ছি, কোনোটি ভেঙে ফেলছি, কিন্তু তবু তো দেয়ালের শেষ হচ্ছে না, লুৎফা।

লুৎফা : আপনি ক্লান্ত হয়েছেন জাঁহাপনা।

সিরাজ : মসনদে বসবার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত যেন দুপায়ের দশ আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ক্লান্তি আসাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। সমস্ত প্রাণশক্তি যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে লুৎফা।

লুৎফা : সমস্ত দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে আমার কাছে দুইএকদিন বিশ্রাম করুন।

সিরাজ : কবে যে দুদণ্ড বিশ্রাম পাব তার ঠিক নেই। আবার তো যুদ্ধে যেতে হচ্ছে।

লুৎফা : সে কি!

সিরাজ : আমার বিরুদ্ধে কোম্পানির ইংরেজদের আয়োজন সম্পূর্ণ। আমি এগিয়ে গিয়ে বাধা না দিলে তারা সরাসরি রাজধানী আক্রমণ করবে।

লুৎফা : ইংরেজদের সঙ্গে তো আপনার মিটমাট হয়ে গেল।

সিরাজ : হ্যাঁ, আলিনগরের সন্ধি। কিন্তু সে সন্ধির মর্যাদা একমাস না যেতেই তারা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।

লুৎফা : কজন বিদেশি বেনিয়ার এত স্পর্ধা কী করে সম্ভব?

সিরাজ : ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব, লুৎফা। একটা জিনিস বুঝে উঠতে পারিনি, ধর্মের নামে ওয়াদা করে মানুষ কী করে খেলাপ করে কী করে? নিজের স্বার্থ কি এতই বড়?

লুৎফা : কোনো প্রতিকার করতে পারেননি জাঁহাপনা?

সিরাজ : পারিনি। চেয়েছি, চেষ্টাও করেছি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভরসা পাইনি। রাজবল্লভ, জগৎশেঠকে কয়েদ করলে, মিরজাফরকে ফাঁসি দিলে হয়ত প্রতিকার হতো, কিন্তু সেনাবাহিনী তা বরদাস্ত করত কিনা কে জানে?

লুৎফা : থাক ওসব কথা। আজ আপনি বিশ্রাম করুন।

সিরাজ : আর কাল সকালেই দেশের পথে-ঘাটে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে, যুদ্ধের আয়োজন ফেলে রেখে হারেমের কয়েকশ বেগমের সঙ্গে নবাবের উদ্দাম রাসলীলার কাহিনী।

লুৎফা : মহলে বেগমের তো সত্যিই কোনো অভাব নেই।

সিরাজ : ঠাট্টা করছ লুৎফা? তুমি তো জানোই, মরহুম শওকতজঙ্গের বিশাল হারেম বাধ্য হয়েই আমাকে প্রতিপালন করতে হচ্ছে।

লুৎফা : সে যাক। আজ আপনার বিশ্রাম। শুধু আমার কাছে থাকবেন আপনি। শুধু আমরা দুজন।

সিরাজ : অনেক সময়ে সত্যিই তা ভেবেছি, লুৎফা। তোমার খুব কাছাকাছি বহুদিন আসতে পারিনি। আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল। মাঝে মাঝে ভেবেছি, এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত। নিশ্চিত সাধারণ গৃহস্থে ছোট সাজানো সংসার আমরা পেতাম।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : বেগম সাহেবা।

লুৎফা : (তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে) জাঁহাপনা এখন বিশ্রাম করছেন। যাও।

পরিচারিকা : সেনাপতি মোহনলালের কাছ থেকে খবর এসেছে। (পেছোতে লাগল)

লুৎফা : না।

সিরাজ : (এগিয়ে আসতে আসতে) মোহনলালের জরুরি খবরটা শুনতেই দাও, লুৎফা। (আবেগজড়িত কণ্ঠে) না। (লুৎফা সিরাজের গতিরোধ করল)।

লুৎফা : (সিরাজ থামল ক্ষণকালের জন্যে। লুৎফার দিকে মেলে রাখা নীরব দৃষ্টি ধীরে ধীরে স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তেই লুৎফার প্রসারিত বাহু ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেল। লুৎফা চেয়ে রইল সিরাজের চলে যাওয়া পথের দিকে -দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর দুইগাল বেয়ে)

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২২এ জুন। স্থান : পলাশিতে সিরাজের শিবির

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-সিরাজ, মোহনলাল, মিরমর্দান, প্রহরী, বন্দি কর্মচারী (গভীর রাত্রি। শিবিরের ভেতরে নবাব চিন্তাগ্রস্তভাবে পায়চারি করছেন। দূর থেকে শৃগালের প্রহর ঘোষণার শব্দ ভেসে আসবে।)

সিরাজ : দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হলো। শুধু ঘুম নেই শেয়াল আর সিরাজউদ্দৌলার চোখে। (আবার নীরব পায়চারি) ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই-

(মোহনলালের প্রবেশ। কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই)

সিরাজ : সত্যি অবাক হয়ে যাই মোহনলাল, ইংরেজ সভ্য জাতি বলেই শুনেছি। তারা শৃঙ্খলা জানে, শাসন মেনে চলে। কিন্তু এখানে ইংরেজরা যা করছে সে তো স্পষ্ট রাজদ্রোহ। একটি দেশের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র ধরেছে। আশ্চর্য!

মোহনলাল : জাঁহাপনা!

সিরাজ : হ্যাঁ, বলো মোহনলাল, কী খবর।

মোহনলাল : ইংরেজের পক্ষে মোট সৈন্য তিন হাজারের বেশি হবে না। অবশ্য তারা অস্ত্র চালনায় সুশিক্ষিত। নবাবের পক্ষে সৈন্যসংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি। ছোট বড় মিলিয়ে ওদের কামান হবে গোটা দশেক। আমাদের কামান পঞ্চাশটার বেশি।

সিরাজ : এখন প্রশ্ন হলো আমাদের সব সিপাই লড়বে কিনা এবং সব কামান থেকে গোলা ছুটবে কি না।

মোহনলাল : জাঁহাপনা!

সিরাজ : এমন আশঙ্কা কেন করছি তাই জানতে চাইছ তো? মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, ওরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

মোহনলাল : সিপাহসালারের আরও একখানা গোপন চিঠি ধরা পড়েছে।
(নবাবের হাতে পত্র দান। নবাব সেটা পড়ে হাতের মুঠোয় মুচড়ে ফেললেন)

সিরাজ : বেইমান।

মোহনলাল : ক্লাইভের আরও তিনখানা চিঠি ধরা পড়েছে। সে সিপাহসালার-এর জবাবের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে মনে হয়।

সিরাজ : সাংঘাতিক লোক এই ক্লাইভ। মতলব হাসিল করার জন্যে যে কোনো অবস্থার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর কাছে সব কিছুই যেন বড় রকমের জুয়ো খেলা।

(মিরমর্দানের প্রবেশ। যথারীতি কুর্নিশ করে একদিকে দাঁড়াল)

সিরাজ : বল মিরমর্দান।

মিরমর্দান : ইংরেজ সৈন্য লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। ক্লাইভ এবং তার সেনাপতিরা উঠেছে গঙ্গাতীরের ছোট বাড়িটায়। এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে।

সিরাজ : তোমাদের ফৌজ সাজাবার আয়োজন শেষ হয়েছে তো?

মিরমর্দান : (একটা প্রকাণ্ড নকশা নবাবের সামনে মেলে ধরে) আমরা সব গুছিয়ে ফেলেছি। (নকশা দেখাতে দেখাতে) আপনার ছাউনির সামনে গড়বন্দি হয়েছে। ছাউনির সামনে মোহনলাল, সাঁফ্রে আর আমি। আরও ডানদিকে গঙ্গার ধারে এই টিপিটার উপরে একদল পদাতিক আমার জামাই বদ্রিআলি খাঁর অধীনে যুদ্ধ করবে। তাদের ডান পাশের গঙ্গার দিকে একটু এগিয়ে নৌবে সিং হাজারির বাহিনী। বাঁ দিক দিয়ে লক্ষবাগ পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকারে সেনাবাহিনী সাজিয়েছেন সিপাহসালার রায়দুর্লভরাম আর ইয়ার লুৎফ খাঁ।

সিরাজ : (নকশার কাছ থেকে সরে এসে একটু পায়চারি করলেন) কত বড় শক্তি, তবু কত তুচ্ছ মিরমর্দান।

মিরমর্দান : জাঁহাপনা!

সিরাজ : আমি কি দেখছি জান? কেমন যেন অঙ্কের হিসেবে ওদের সুবিধের পাল্লা ভারী হয়ে উঠেছে।

মিরমর্দান : ইংরেজদের ঘায়েল করতে সেনাপতি মোহনলাল, সাঁফ্রে আর আমার বাহিনীই যথেষ্ট।

সিরাজ : ঠিক তা নয়, মিরমর্দান। আমি জানি তোমাদের বাহিনীতে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার আর আট হাজার পদাতিক সেনা রয়েছে। তারা জান দিয়ে লড়বে। কিন্তু সমস্ত অবস্থাটা কী দাঁড়াচ্ছে, এস তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করি।

মোহনলাল : জাঁহাপনা!

সিরাজ : মিরজাফরের বাহিনী সাজিয়েছে দূরে লক্ষবাগের অর্ধেকটা ঘিরে। যুদ্ধে তোমরা হারতে থাকলে ওরা দুকদম এগিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে মিলবে বিনা বাধায়। যেন নিশ্চিন্তে আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছে।

মিরমর্দান : কিন্তু আমরা হারব কেন?

সিরাজ : না হারলে ওরা যে তোমাদের ওপরেই গুলি চালাবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যাক, শিবিরের কাছে ওদের ফৌজ রাখবার কথা আমরাও ভাবি না। কারণ, সামনে তোমরা যুদ্ধ করতে থাকলে, ওরা পেছনে নবাবের শিবির দখল করতে এক মুহূর্ত দেরি করবে না।

মোহনলাল : ওদের সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে না আনলেই বোধ হয় -

সিরাজ : এনেছি চোখে রাখার জন্যে। পেছনে রেখে এলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী দখল করত।

মিরমর্দান : এত চিন্তিত হবার কারণ নেই, জাঁহাপনা। আমাদের প্রাণ থাকতে নবাবের কোনো ক্ষতি হবে না।

সিরাজ : আমি জানি, তাই আরও বেশি ভরসা হারিয়ে ফেলছি। তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না, এই চিন্তাটাই আজ বেশি করে পীড়া দিচ্ছে।

মোহনলাল : আমরা জয়ী হব, জাঁহাপনা!

সিরাজ : পরাজিত হবে, আমি কি তা ভাবছি। আমি শুধু অশুভ সম্ভাবনাগুলো শেষবারের মতো খুঁটিয়ে বিচার করে দেখছি। আগামীকাল তোমরা যুদ্ধ করবে কিন্তু হুকুম দেবে মিরজাফর। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এড়াবার জন্যে যুদ্ধের সর্বময় কর্তৃত্ব সিপাহসালারকে দিতেই হবে। ফল কি হবে কে জানে। আমি কর্তব্য স্থির করতে পারছিনে, কিন্তু কেন যে পারছিনে আশা করি তোমরা বুঝেছ।

মিরমর্দান : জাঁহাপনা!

সিরাজ : আজ আমার ভরসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তিতে নয়, মোহনলাল। আমার একমাত্র ভরসা আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু।

(কিছুটা কোলাহল শোনা গেল বাইরে। দুজন প্রহরী এক ব্যক্তিকে নিয়ে হাজির হলো)

প্রহরী : হুজুর, একই লোকটা নবাবের ছাউনির দিকে এগোবার চেষ্টা করছিল।
(সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল বন্দির কাছে এগিয়ে এসে নবাবকে একটু যেন আড়াল করে দাঁড়াল।
নবাব দুপা এগিয়ে এলেন। অপর দিক দিয়ে মিরমর্দান বন্দির আর এক পাশে দাঁড়াল)।

বন্দি : (সকাতর ক্রন্দনে) আমি পলাশি গ্রামের লোক, হুজুর। রৌশনি দেখতে এখানে এসেছি।

মোহনলাল : (প্রহরীকে) তল্লাশি কর।

(প্রহরী তল্লাশি করে কিছুই পেল না)

কিন্তু একে সাধারণ গ্রামবাসী বলে মনে হচ্ছে না, জাঁহাপনা।

মিরমর্দান : (প্রহরীকে) বাইরে নিয়ে যাও। কথা আদায় কর। (হঠাৎ) দেখি দেখি। এ তো কমর বেগ জমাদার। মিরজাফরের গুপ্তচর উমর বেগের ভাই। এও গুপ্তচর।

কমর : (সহসা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে) জাঁহাপনার কাছে বিচারের জন্যে এসেছি। আমাকে আসতে দেয় না, তাই চুরি করে হুজুরের কদম মোবারকে ফরিয়াদ জানাতে আসছিলাম।

সিরাজ : (কাছে এগিয়ে এসে) কি হয়েছে তোমার?

কমর : আমার ভাইকে সেনাপতি মোহনলালের হুকুমে খুন করা হয়েছে, হুজুর।

সিরাজ : মোহনলাল!

মোহনলাল : গুপ্তচর উমর বেগ জমাদার হাতেনাতে ধরা পড়েছিল জাঁহাপনা। ক্লাইভের চিঠি ছিল তার কাছে। প্রহরীদের হাতে ধরা পড়বার পর সে পালাবার চেষ্টা করে। ফলে প্রহরীদের তলোয়ারের ঘায়ে সে মারা পড়েছে।

(সিরাজ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মোহনলালের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন)

মোহনলাল : (যেন দোষ ঢাকবার চেষ্টায়) সে চিঠি জাঁহাপনার কাছে আগেই দাখিল করা হয়েছে।

সিরাজ : মোহনলালের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটু পায়চারি করে চিন্তিত ভাবে) কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কি না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই, মোহনলাল।

কমর : জাঁহাপনা মেহেরবান।

সিরাজ : (প্রহরীদের) একে নিয়ে যাও। কাল যুদ্ধ শেষ হবার পর একে মুক্তি দেবে।

কমর : (রুদ্ধস্বরে) এই কি জাঁহাপনার বিচার?

সিরাজ : আমি জানি, এখানে এ অবস্থায় শুধু ফরিয়াদ জানাতেই আসবে এতটা নির্বোধ তুমি নও।
(কঠোর স্বরে প্রহরীদের) নিয়ে যাও।
(বন্দিকে নিয়ে প্রহরীদের প্রস্থান। শৃগালের প্রহর ঘোষণা)

সিরাজ : তোমরাও এখন যেতে পার। আজ রাতে তোমাদের কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল।
(মোহনলাল ও মিরমর্দান বেরিয়ে গেল। সিরাজ পায়চারি করতে লাগলেন। সোরাহি থেকে পানি ঢেলে খেলেন। কোথায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। সিরাজ উৎকর্ণ হয়ে তা শুনলেন। কি যেন ভেবে রেহেলে রাখা কোরান শরিফের কাছে গিয়ে জায়নামাজে বসলেন। কোরান শরিফ তুলে ওষ্ঠে ঠেকিয়ে রেহেলের ওপর রেখে পড়তে লাগলেন। দূর থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এল। সিরাজ কোরান শরিফ মুড়ে রাখলেন। 'আসসালাতু খায়রুম মিনান্ নাওম'-এর পর মোনাজাত করলেন। আস্তে আস্তে পাখির ডাক জেগে উঠতে লাগল। হঠাৎ সুতীব্র তূর্যনাদ স্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান করে দিল।)

[দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় দৃশ্য

সময় :১৭৫৭ সাল, ২৩এ জুন। স্থান : পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- সিরাজ, প্রহরী, সৈনিক, দ্বিতীয় সৈনিক, তৃতীয় সৈনিক, সাঁফ্রে, মোহনলাল, রাইসুল জুহালা, ক্লাইভ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, ইংরেজ সৈনিকগণ]

(গোলাগুলির শব্দ, যুদ্ধ, কোলাহল। সিরাজ নিজের তাঁবুতে অস্থিরভাবে পায়চারি ক[illegible]ন। সৈনিকের প্রবেশ)

সিরাজ : (উৎকণ্ঠিত) কী খবর সৈনিক?

সৈনিক : যুদ্ধের প্রথম মহড়ায় কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে গিয়ে লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। সিপাহসালার, সেনাপতি রায়দুর্লভ এবং ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্য যুদ্ধে যোগ দেয়নি।

সিরাজ : মিরমর্দান, মোহনলাল?

সৈনিক : ওরা শত্রুদের পিছু হটিয়ে লক্ষবাগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সিরাজ : আচ্ছা,যাও।

(সৈনিকের প্রস্থান। কোলাহল প্রবল হয়ে উঠল। দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ।)

দ্বিতীয় সৈনিক : দুঃসংবাদ, জাঁহাপনা। সেনাপতি নৌবে সিং হাজারি ঘায়েল হয়েছেন।

সিরাজ : (কঠোর স্বরে) যাও।

(প্রস্থান। একটু পরে তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

তৃতীয় সৈনিক : কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হলো তাতে ভিজে আমাদের বারুদ অকেজো হয়েছে, জাঁহাপনা।

সিরাজ : (ভীত স্বরে) বারুদ ভিজে গেছে?

তৃতীয় সৈনিক : সেনাপতি মিরমর্দান তাই কামানের অপেক্ষা না করে হাতাহাতি লড়বার জন্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।

সিরাজ : আর কোম্পানির ফৌজ যখন কামান ছুঁড়বে?

তৃতীয় সৈনিক : শত্রুদের সময় দিতে চান না বলেই সেনাপতি মিরমর্দান শুধু তলোয়ার নিয়েই সামনে এগোচ্ছেন।

(দ্রুত প্রথম সৈনিকের প্রবেশ)

প্রথম সৈনিক : সেনাপতি বদ্রিআলি খাঁ নিহত, জাঁহাপনা। যুদ্ধের অবস্থা খারাপ।

সিরাজ : না। যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয় না বদ্রিআলি ঘায়েল হলে। মিরমর্দান, মোহনলাল আছে। কোনো ভয় নেই, যাও।

(প্রথম ও তৃতীয় সৈনিকের প্রস্থান। হঠাৎ যুদ্ধ কোলাহল কেমন যেন আর্ত চিৎকারে পরিণত হলো)

সিরাজ : কি হলো? (টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দূরবিন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখবার চেষ্টা।) (ফরাসি সেনাপতি সাঁফ্রের প্রবেশ)

সিরাজ : (দ্রুত এগিয়ে এসে) কি খবর সাঁফ্রে? আমাদের পরাজয় হয়েছে?

সাঁফ্রে : (কুর্নিশ করে) এখনো হয়নি, ইওর একসেলেন্সি। কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠেছে।

সিরাজ : শক্তিমান বীর সেনাপতি, তোমরা থাকতে যুদ্ধে হার হবে কেন? যাও, যুদ্ধে যাও, সাঁফ্রে। জয়লাভ কর।

সাঁফ্রে : আমি তো ফ্রান্সের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ছি জাঁহাপনা। দরকার হলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি প্রাণ দেব। কিন্তু আপনার বিরাট সেনাবাহিনী চুপ দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যান্ডিং লাইক পিলার্স।

সিরাজ : মিরজাফর,রায়দুর্লভকে বাদ দিয়েও তোমরা লড়াইয়ে জিতবে। আমি জানি তোমার জিতবেই।

সাঁফ্রে : আমাদের গোলার আঘাতে কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে লক্ষবাগে আশ্রয় নিচ্ছিল। এমন সময়ে এল বৃষ্টি। হঠাৎ জাফর আলি খান আদেশ দিলেন এখন যুদ্ধ হবে না। মোহনলাল যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলেন না। কিন্তু সিপাহসালারের আদেশ পেয়ে টায়ার্ড সোলজারস যুদ্ধ বন্ধ করে শিবিরে ফিরতে লাগল। সুযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিলপ্যাট্রিক আমাদের আক্রমণ করছে। মিরমর্দান তাদের বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে বারুদ অকেজো হয়ে গেছে। তাঁকে এগোতে হচ্ছে কামান ছাড়া। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডেনজারস।

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ। কিছু না বলে চুপ করে)

সিরাজ : কী সংবাদ?

(কিছু বলবার চেষ্টা করেও পারল না)

সিরাজ : (অধৈর্য হয়ে এসে প্রহরীকে ঝাঁকুনি দিয়ে) কী খবর, বল কী খবর?

দ্বিতীয় সৈনিক : সেনাপতি মিরমর্দানের পতন হয়েছে, জাঁহাপনা।

সাঁফ্রে : হোয়াট? মিরমর্দান কিল্ড?

সিরাজ : (যেন আচ্ছন্ন) মিরমর্দান শহিদ হয়েছেন?

সাঁফ্রে : দি ব্রেভেস্ট সোলজার ইজ ডেড।

আমি যাই, ইওর একসেলেন্সি। আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, ফরাসিরা প্রাণপণে লড়বে। [প্রস্থান]

সিরাজ : ঠিক বলেছ সাঁফ্রে, শ্রেষ্ঠ বাঙালি বীর যুদ্ধে শহিদ হয়েছে। এখন তাহলে কি করতে হবে? সাঁফ্রে, মোহনলাল-

দ্বিতীয় সৈনিক : সেনাপতি মোহনলালকে খবর দিতে হবে, জাঁহাপনা?

সিরাজ : মোহনলাল? না। নৌবে সিং, বদ্রিআলি, মিরমর্দান সবাই নিহত। এখন কী করতে হবে। (পায়চারি করতে করতে হঠাৎ) হ্যাঁ, আলিবর্দির সঙ্গে যুদ্ধ থেকে যুদ্ধে আমিই তো ঘুরেছি। বাংলার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে তো আমি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি উপস্থিত নেই বলেই পরাজয় গুটিগুটি এগিয়ে আসছে। (সৈনিককে উদ্দেশ্য করে) আমার হাতিয়ার নিয়ে এস।

আমি যুদ্ধে যাব। আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সু... আমাকে নিতে হবে। (মোহনলালের প্রবেশ)

মোহনলাল : না জাঁহাপনা। (সৈনিক বেরিয়ে গেল)

সিরাজ : মোহনলাল!

মোহনলাল : পলাশিতে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, জাঁহাপনা। এখন আর আত্মাভিমানের স... নেই। আপনাকে অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে।

সিরাজ : মিরজাফরের কাছে একবার কৈফিয়ত চাইব না?

মোহনলাল : মিরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিল বলে। আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করবে... না জাঁহাপনা। মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আপনাকে নতুন করে আত্মরক্ষা... প্রস্তুতি নিতে হবে।

সিরাজ : আমি একাই ফিরে যাব?

মোহনলাল : আমার শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই। আমি যাই, জাঁহাপনা। সাঁফ্রে আর আমার যু... এখনো শেষ হয়নি।

(নতজানু হয়ে নবাবের পদস্পর্শ করল। তারপর দ্বিতীয় কথা না ব... বেরিয়ে গেল)

সিরাজ : (আত্মগতভাবে) যাও, মোহনলাল। আর দেখা হবে না। আর কেউ রই... না। শুধু আমি রইলাম-নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে, মোহনলাল বলে গে...

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবে...)

সৈনিক : দেহরক্ষী অশ্বারোহীরা প্রস্তুত, জাঁহাপনা। আপনার হাতিও তৈরি।

সিরাজ : চল।

(যেতে যেতে কী যেন মনে করে দাঁড়া...)

সিরাজ : সেনাপতি মোহনলালকে খবর পাঠাও। কয়েকজন ঘোড়সওয়ারের হেফাজ... মিরমর্দানের লাশ যেন এক্ষুণি মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়। উপযুক্ত মর্যা... মিরমর্দানের লাশ দাফন করতে হবে।

(বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন প্রহরী নবাব শিবিরের জিনিসপ... গোছাতে লাগল। রাইসুল জুহালার প্রবেশ)

রাইস : জাঁহাপনা তাহলে চলে গেছেন? রক্ষা।

প্রহরী : আমরা সবাই চলে যাচ্ছি।

রাইস : মিরজাফর-ক্লাইভের দলবল এসে পড়ল বলে।

প্রহরী : তা হলে আর দেরি নয়, চল সরে পড়া যাক।

(বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই সশস্ত্র সৈন্যদের হাতে তারা বন্দি হ... সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে এল ক্লাইভ, মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ।)

ক্লাইভ : হি হ্যাজ ফ্লেড অ্যাওয়ে, আগেই পালিয়েছে। (বন্দিদের কাছে এসে) কোথা... গেছে নবাব?

(বন্দিরা নিরুত্ত...)

ক্লাইভ : (রাইসুল জুহালাকে বুটের লাথি মারল) কোথায় গেছে নবাব? সে কুইক... ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লাইভ। বাঁচতে হলে জলদি করে বল।

রাইস : (হেসে উঠে মিরজাফরকে দেখিয়ে) ইনি বুঝি বাংলার সিপাহসালার? হু... বাংলাদেশের জয় হয়েছে তো হুজুর?

রাজবল্লভ : যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে লোকটাকে?

ক্লাইভ : নো টাইম ফর ফান, কাম অন সে, হোয়ার ইজ সিরাজ?

(আবার লাথি মার...)

রাইস : নবাব সিরাজউদ্দৌলা এখনো জীবিত। এর বেশি আর কিছু জানিনে।

রাজবল্লভ : চিনেছি, এ তো সেই রাইসুল জুহালা।

ক্লাইভ : হি মাস্ট বি এ স্পাই।

(টান মেরে পরচুলা খুলে ফেল...)

মিরজাফর : নারান সিং। সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর।

ক্লাইভ : গুলি কর ওকে-হোয়ার অ্যান্ড নাও।

(দুজন গোরা সৈন্য নবাবের পরিত্যক্ত আসনের সঙ্গে পিঠমোড়া করে না... সিংকে বাঁধতে লাগল।)

ক্লাইভ : (মিরজাফরকে) এখনই মুর্শিদাবাদের দিকে মার্চ করুন। বিশ্রাম করা চল... না। সিরাজউদ্দৌলা যেন শক্তি সঞ্চয়ের সময় না পায়।

(ক্লাইভ কথা বলছে, পিছনে গোরা সৈন্য দুজন নারান সিংকে গুলি করল... মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, নিদারুণ শঙ্কিত। ক্লাইভ অবিচল... গুলিবিদ্ধ নারান সিংয়ের দিকে তাকিয়ে সহজ কণ্ঠে বললো)

ক্লাইভ : গুপ্তচরকে এইভাবেই সাজা দিতে হয়।

নারান : (মৃত্যুভিমিত কণ্ঠে) এ দেশে থেকে এ দেশকে ভালোবেসেছি। গুপ্তচরে... কাজ করেছি দেশের স্বাধীনতার খাতিরে। সে কি বেইমানির চেয়ে খারাপ... মোনাফেকির চেয়ে খারাপ? ঝিমিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ একটু সতেজ হ... তবু ভয় নেই; সিরাজউদ্দৌলা বেঁচে আছে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ক্লাইভ : (গোরা সৈন্য দুটিকে) হাউ ডু ইউ কিল? ইডিয়টস। যখন মারবে শুট স্ট্রেইট ইনটু হার্ট, এমন করে মারবে যেন সঙ্গে সঙ্গে মরে।

(পিস্তল বার করল)

নারান : ভগবান সিরাজউদ্দৌলাকে রক্ষা-

(ক্লাইভ নিজে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে নারান সিংয়ের মৃত্যু হলো)

[দৃশ্যান্তর]

চতুর্থ দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২৫এ জুন। স্থান : মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- সিরাজ, জনৈক ব্যক্তি, সৈনিক, অপর সৈনিক, বার্তাবাহক, দ্বিতীয় বার্তা বাহক, জনতা ও লুৎফা।]

(দরবারে গণ্যমান্য লোকের সংখ্যা কম। বিভিন্ন শ্রেণির সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশি। স্তিমিত আলোয় সিরাজ বক্তৃতা করছেন। ধীরে ধীরে আলো উজ্জ্বল হবে।)

সিরাজ : পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে, সে-কথা গোপন করে এখন আর কোনো লাভ নেই। কিন্তু-

ব্যক্তি : প্রাণের ভয়ে কে না পালায় হুজুর?

সিরাজ : আপনাদের কি তাই বিশ্বাস যে প্রাণের ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি?

(জনতা নীরব)

সিরাজ : না, প্রাণের ভয়ে আমি পালাইনি। সেনাপতিদের পরামর্শে যুদ্ধের বিধি অনুসারেই আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বিজয়ী শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করিনি। ফিরে এসেছি রাজধানীতে স্বাধীনতা বজায় রাখবার শেষ চেষ্টা করব বলে।

ব্যক্তি : কিন্তু রাজধানী খালি করে তো সবাই পালাচ্ছে জাঁহাপনা।

সিরাজ : আমি অনুরোধ করছি, কেউ যেন তা না করেন। এখনো আশা আছে। এখনো আমরা একত্রে রুখে দাঁড়াতে পারলে শত্রু মুর্শিদাবাদে ঢুকতে পারবে না।

ব্যক্তি : তা কী করে হবে হুজুর? অত বড় সেনাবাহিনী যখন ছারখার হয়ে গেল।

সিরাজ : তারা যুদ্ধ করেনি। তারা দেশবাসীর সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কিন্তু যারা নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় করে দেখতে শিখেছিল, মুষ্টিমেয় সেই কজনই শুধু যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে গেছে। এই প্রাণদান আমরা ব্যর্থ হতে দেব না।

ব্যক্তি : পরাজয়ের খবর বাতাসের বেগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, জাঁহাপনা। ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। বিজয়ী সৈন্যের অত্যাচার এবং লুটতরাজের ভয়ে নগরের অধিকাংশ লোকজন তাদের দামি জিনিসপত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে যে কোনো দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

সিরাজ : আপনারা ওদের বাধা দিন। ওদের অভয় দিন। শত্রুসৈন্যদের হাতে পড়বার আগেই সাধারণ চোর-ডাকাত ওদের সর্বস্ব কেড়ে নেবে।

ব্যক্তি : কেউ শোনে না, হুজুর। সবাই প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে।

সিরাজ : কোথায় পালাবে? পেছন থেকে আক্রমণ করবার সুযোগ দিলে মৃত্যুর হাত থেকে পালানো যায় না। আপনারা কেউ অধৈর্য হবেন না। সবাইকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলুন। এই আমাদের শেষ সুযোগ, এ কথা বারবার করে বলছি। ক্লাইভের হাতে রাজধানীর পতন হলে এ দেশের স্বাধীনতা চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে।

ব্যক্তি : জাঁহাপনা, কোথায় বা পাওয়া যাবে তত বেশি সৈন্য আর কোথায় বা তার ব্যয়-ব্যবস্থা।

সিরাজ : দু-এক দিনের ভেতরেই বিভিন্ন জমিদারের কাছ থেকে যথেষ্ট সৈন্য সাহায্য আসবে। অর্থের অভাব নেই। সেনাবাহিনীর খরচের জন্যে রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা বলুন কার কী প্রয়োজন।

সৈনিক : ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্যদলে রোজ বেতনে আমি জমাদারের কাজ করি জাঁহাপনা। আমার অধীনে ২০০ সিপাই। আমরা হুজুরের জন্যে প্রাণপণে লড়তে প্রস্তুত।

সিরাজ : বেশ, খাজাঞ্চির কাছ থেকে টাকা নিয়ে যান। আপনার সিপাইদের তৈরি হতে আদেশ দিন। মুর্শিদাবাদে এই মুহূর্তে অন্তত দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ হবে। জমিদারের কাছ থেকে সাহায্য আসবার আগে এই বাহিনী নিয়েই আমরা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারব।

অপর সৈনিক : আমি রাজা রাজবল্লভের অশ্বারোহী বাহিনীতে ঠিকা হারে কাজ করি। আমার মতো এমন আরও শতাধিক লোক রাজবল্লভের বাহিনীতে কাজ করে। জাঁহাপনার হুকুম হলে আমরা একটা ফৌজ অল্প সময়ের ভেতরেই খাড়া করতে পারি।

সিরাজ : এখুনি চলে যান। খাজাঞ্চির কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিন যত দরকার।

(বার্তাবাহকের প্রবেশ)

বার্তাবাহক : শহরে আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, জাঁহাপনা। মুহম্মদ ইরিচ খাঁ সাহেব এই মাত্র সপরিবারে শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

সিরাজ : (বিস্ময়ের বিমূঢ়) ইরিচ খাঁ পালিয়ে গেলেন! সিরাজউদ্দৌলার শ্বশুর ইরিচ খাঁ?

বার্তাবাহক : জাঁহাপনা!

সিরাজ : আশ্চর্য! এই কিছুক্ষণ আগে তিনি আমার কাছ থেকে অজস্র টাকা নিয়ে গেলেন সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্যে।

ব্যক্তি : তাহলে আর আশা কোথায়?

সিরাজ : তাহলেও আশা আছে।

(দ্বিতীয় বার্তাবাহকের প্রবেশ)

দ্বিতীয় বার্তা : জাঁহাপনার কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্যে যারা টাকা নিয়েছে তাদের অনেকেই নিজেদের লোকজন নিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

সিরাজ : তাহলেও আশা! ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয় না। এমনি করে পালাতে পারতেন মিরমর্দান, মোহনলাল, বদ্রিআলি, নৌবে সিং। তার বদলে তাঁরা পেতেন শত্রুর অনুগ্রহ, প্রভূত সম্পদ এবং সম্মান। কিন্তু তা তাঁরা করেননি। দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশবাসীর মর্যাদার জন্যে, তাঁরা জীবন দিয়ে গেছেন। স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি। এই আদর্শ যেন লাঞ্ছিত না হয়। দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তূপে চাপা না পড়ে।

(জনতা নীরব। সিরাজের অস্থির পদচারণা)

সিরাজ : সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আপনারা ভেবে দেখুন, কে বেশি শক্তিমান? একদিকে দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষ-অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্রোহী। তাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর আছে ছলনা এবং শাঠ্য। অস্ত্র আমাদেরও আছে, কিন্তু তার চেয়ে যা বড়, সবচেয়ে যা বড় আমাদের আছে সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প। এই অস্ত্র নিয়ে আমরা কাপুরুষ দেশদ্রোহীদের অবশ্যই দমন করতে পারব।

ব্যক্তি : সাধারণ মানুষ তো যুদ্ধ কৌশল জানে না, হুজুর।

সিরাজ : তবু তাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে। হাজার হাজার মানুষ একযোগে রুখে দাঁড়াতে পারলে কৌশলের প্রয়োজন হবে না। বিক্রম দিয়েই আমরা শত্রুকে হতবল করতে পারব। তা না হলে, ভবিষ্যতে বছরের পর বছর, দেশের সাধারণ মানুষ দেশদ্রোহী এবং বিদেশি দস্যুর হাতে যে ভাবে উৎপীড়িত হবে তা অনুমান করাও কষ্টকর। আপনারা ভেবে দেখুন, কেন এই যুদ্ধ? মুসলমান মিরজাফর, ব্রাহ্মণ রাজবল্লভ, কায়স্থ রায়দুর্লভ, জৈন মহাতাব চাঁদ শেঠ, শিখ উমিচাঁদ, ফিরিঙ্গি খ্রিষ্টান ওয়াটস ক্লাইভ আজ একজোট হয়েছে কিসের জন্যে? সিরাজউদ্দৌলাকে ধ্বংস করবার প্রয়োজন তাদের কেন এত বেশি? তারা চায় মসনদের অধিকার। কারণ, তা না হলে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা হয় না। দেশের উপরে অবাধ লুণ্ঠতরাজের একচেটিয়া অধিকার তারা পেতে পারে না সিরাজউদ্দৌলা বর্তমান থাকতে। একবার সে সুযোগ পেলে তাদের আসল চেহারা আপনারা দেখতে পাবেন। বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকারের বন্যা বইয়ে দেবে মিরজাফর-ক্লাইভের লুণ্ঠন অত্যাচার। কিন্তু তখন আর কোনো উপায় থাকবে না। তাই সময় থাকতে একযোগে মাথা তুলে দাঁড়ান। আপনারা অবশ্যই জয়লাভ করবেন।

ব্যক্তি : কিন্তু জাঁহাপনা, সৈন্য পরিচালনার যোগ্য সেনাপতিও তো আমাদের নেই।

সিরাজ : আছে। সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হননি। তিনি অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। তাছাড়া আমি আছি। মরহুম আলিবর্দীর আমল থেকে এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধে আমি শরিক হইনি? পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশিতে। কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়। আবার যুদ্ধ হবে, আর সৈন্য পরিচালনা করব আমি নিজে। আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বিহার থেকে রামনারায়ণ, পাটনা থেকে ফরাসি বীর মসিয়ে ল।

(বার্তাবাহকের প্রবেশ)

বার্তা : সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হয়েছেন, জাঁহাপনা।

সিরাজ : (কিছুটা হতাশ) মোহনলাল বন্দি হয়েছে?

জনতা : তাহলে আর কোনো আশা নেই। কোনো আশা নেই।

(জনতা দরবার কক্ষ ত্যাগ করতে লাগল)

সিরাজ : মোহনলাল বন্দি? (কতকটা যেন আত্ম-সংবরণ করে) তাহলেও কোনো ভয় নেই। আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন না।

(সিরাজ হাত তুলে পলায়নপর জনতাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। জনতা তাতে কান না দিয়ে পালাতেই লাগল।)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সিরাজ : আমার পাশে এসে দাঁড়ান। আমরা শত্রুকে অবশ্যই রুখব।
(সবাই বেরিয়ে গেল। অবসন্ন সিরাজ আসনে বসে পড়লেন। দুহাতে মুখ ঢাকলেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল। লুৎফার প্রবেশ। মাথায় হাত রেখে ডাকলেন)

লুৎফা : নবাব।

সিরাজ : (চমকে উঠে) লুৎফা! তুমি এই প্রকাশ্য দরবারে কেন, লুৎফা?

লুৎফা : অন্ধকারের ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব।

সিরাজ : (রুদ্ধ কণ্ঠে)। কেউ নেই, কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়াল না, লুৎফা। দরবার ফাঁকা হয়ে গেল।

লুৎফা : (কাঁধে হাত রেখে) তবু ভেঙে পড়া চলবে না, জাঁহাপনা। এখান থেকে যখন হলো না তখন যেখানে আপনার বন্ধুরা আছেন, সেখানে থেকেই বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার আয়োজন করতে হবে।

সিরাজ : যেখানে আমার বন্ধুরা আছেন? হ্যাঁ আপাতত পাটনায় যেতে পারলে একটা কিছু করা যাবে।

লুৎফা : তাহলে আর বিলম্ব নয়, জাঁহাপনা। এখুনি প্রাসাদ ত্যাগ করা দরকার।

সিরাজ : হ্যাঁ, তাই যাই।

লুৎফা : আমি তার আয়োজন করে ফেলেছি।

সিরাজ : কী আর আয়োজন লুৎফা। দু তিন জন বিশ্বাসী খাদেম সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট। তোমরা প্রাসাদেই থাক। আবার যদি ফিরি, দেখা হবে।

লুৎফা : না, আমি যাব আপনার সঙ্গে।

সিরাজ : মানুষের দৃষ্টি থেকে চোরের মতো পালিয়ে পালিয়ে আমাকে পথ চলতে হবে। সে-কষ্ট তুমি সইতে পারবে না লুৎফা।

লুৎফা : পারব। আমাকে পারতেই হবে। বাংলার নবাব যখন পরের সাহায্যের আশায় লালায়িত তখন আমার কিসের অহংকার? মৃত্যু যখন আমার স্বামীকে কুকুরের মতো তাড়া করে ফিরছে তখন আমার কিসের কষ্ট? আমি যাব আমি সঙ্গে যাব।

(কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সিরাজ তাঁকে দুহাতে গ্রহণ করলেন।)

[দৃশ্যান্তর]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২৯এ জুন। স্থান : মিরজাফরের দরবার।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, নকিব, মিরজাফর, ক্লাইভ, ওয়াটস, কিলপ্যাট্রিক, উমিচাঁদ, প্রহরী, মিরন, মোহাম্মদি বেগ।]

(রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভসহ অন্যান্য আমির ওমরাহরা দরবারে আসীন। দরবার কক্ষ এমন আনন্দ-কোলাহলে মুখর যে সেটাকে রাজদরবারের পরিবর্তে নাচ-গানের মজলিস বলেও ভেবে নেওয়া যেতে পারে।)

রাজবল্লভ : কই আসর জুড়িয়ে গেল যে। নতুন নবাব সাহেবের দরবারে আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

জগৎশেঠ : ঢাল-তলোয়ার ছেড়ে নবাবি লেবাস নিচ্ছেন খাঁ সাহেব, একটু দেরি তো হবেই। তাছাড়া চুলের নতুন খেজাব, চোখে সুর্মা, দাড়িতে আতর এ সব তাড়াহুড়ার কাজ নয়।

রাজবল্লভ : দর্জি নতুন পোশাকটা নিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছেছে কি না কে জানে।

জগৎশেঠ : না না, সে ভাবনা নেই। নবাব আলিবর্দী ইন্তেকাল করার আগের দিন থেকেই পোশাকটি তৈরি। আমি ভাবছি সিংহাসনে বসবার আগেই খাঁ সাহেব সিরাজউদ্দৌলার হারেমে ঢুকে পড়লেন কি না।

রাজবল্লভ : তবেই হয়েছে। বে-শুমার হুর-গেলমানদের বিচিত্র ওড়নার গোলকধাঁধা এড়িয়ে বার হয়ে আসতে খাঁ সাহেবের বাকি জীবনটাই না খতম হয়ে যায়।

(নকিবের ঘোষণা)

নকীব : সুবে বাংলার নবাব, দেশবাসীর ধন-দৌলত, জান-সালামতের জিম্মাদার মির মুহম্মদ জাফর আলি খান দরবারে তসরিফ আনছেন। হুঁশিয়ার...
(মিরজাফরের প্রবেশ, সঙ্গে মিরন। সবাই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। মিরজাফর ধীরে ধীরে সিংহাসনের কাছে গেলেন। একবার আড়াআড়িভাবে সিংহাসনটা প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর একপাশে গিয়ে একটা হাতল ধরে দাঁড়ালেন। দরবারের সবাই কিছুটা বিস্মিত।)

রাজবল্লভ : (সিংহাসনের দিকে ইঙ্গিত করে) আসন গ্রহণ করুন সুবে বাংলার নবাব। দরবার আপনাকে কুর্নিশ করবার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে।

মিরজাফর : (চারিদিক তাকিয়ে) কর্নেল সাহেব এসে পড়লেন বলে।

জগৎশেঠ : কর্নেল সাহেব এসে কোম্পানির পক্ষ থেকে নজরানা দেবে দরবারের নিয়ম।

মিরজাফর : হ্যাঁ, উনি এখুনি আসবেন।

রাজবল্লভ : (ঈষৎ অসহিষ্ণু) কর্নেল ক্লাইভ আসা অবধি দেশের নবাব সিংহাসন ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?

(নকিবের

নকীব : মহামান্য কোম্পানির প্রতিনিধি কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ বাহাদুর, হুঁশিয়ার...
(ক্লাইভের প্রবেশ। সঙ্গে ওয়াটস কিলপ্যাট্রিক। গোটা দরবার মিরজাফরের মুখ আনন্দে ভরে উঠল।)

ক্লাইভ : লং লিভ জাফর আলি খান। বাট হোয়াট ইজ দিস? নবাব মসনদে দাঁড়িয়ে আছেন। ইনি কি নবাব না ফকির?

মিরজাফর : (বিনয়ের সঙ্গে) কর্নেল সাহেব হাত ধরে তুলে না দিলে আমি মসনদে না।

ক্লাইভ : (প্রচণ্ড বিস্ময়ে) হোয়াট? দিস ইজ ফ্যান্টাসটিক আই মাস্ট সে। নবাব, এ মসনদ আপনার। আমি তো আপনার রাইয়াৎ আপনাকে দেব।

মিরজাফর : মিরজাফর বেইমান নয়, কর্নেল ক্লাইভ। বাংলার মসনদের জন্য আপনার কাছে ঋণী। সে মসনদে বসতে হলে আপনার হাত ধরেই তা না হলে নয়।

ক্লাইভ : (ওয়াটসকে নিচু স্বরে) নো ক্লাউন উইল এভার বিট হিম। (দর উদ্দেশে) আমাকে লজ্জায় ফেলেছেন নবাব জাফর আলি খান। আই কমপ্লিটলি ওভারহোয়েলমড। বুঝতে পারছিনে কী করা দরকার। (গিয়ে মিরজাফরের হাত ধরল। তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে দি জেন্টেলমেন, আই প্রেজেন্ট ইউ দ্যা নিউ নবাব, হিজ এক্সিলেন্সি জা আলি খান। আপনাদের নতুন নবাব জাফর আলি খানকে আমি মস বসিয়ে দিলাম। মে গড হেল্প হিম অ্যান্ড হেল্প ইউ অ্যান্ড ওয়েল।

ওয়াটস ও কিলপ্যাট্রিক : হিপ হিপ হুররে।
(মিরজাফর মসনদে বসলেন। দরবারের সবাই কুর্নিশ করল।)

ক্লাইভ : আপনাদের দেশে আবার শান্তি আসল।
(কিলপ্যাট্রিকের কাছ থেকে একটি সুদৃশ্য তোড়া নিয়ে নবাবের পায়ের কা রাখল)

ক্লাইভ : কোম্পানির তরফ থেকে আমি নবাবের নজরানা দিলাম।

ওয়াটস ও কিলপ্যাট্রিক : লং লিভ জাফর আলি খান।
(একে একে অন্যেরা নজরানা দিয়ে কুর্নিশ করতে লাগল। হঠাৎ পাগলের ম চিৎকার করতে করতে উমিচাঁদের প্রবেশ। দৌড়ে ক্লাইভের কাছে গিয়ে)

উমিচাঁদ : আমাকে খুন করে ফেলো- আমাকে খুন করে ফেল। (ক্লাইভের তলোয় খাপ টেনে নিয়ে নিজের বুকে ঠুকতে ঠুকতে) খুন কর, আমাকে খুন কর।

মিরজাফর : কী হয়েছে? ব্যাপার কী?

উমিচাঁদ : ওহ সব বেইমান-বেইমান! না, আমি আত্মহত্যা করব। (নিজের গলা সজো চেপে ধরল। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুতে লাগল। ক্লাইভ সজো তার হাত ছাড়িয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে)

ক্লাইভ : হাউ ইউ গন ম্যাড?

উমিচাঁদ : ম্যাড বানিয়েছ। এখন খুন করে ফেল। দয়া করে খুন কর কর্নেল সাহেব

ক্লাইভ : ডোন্ট বি সিলি। কী হয়েছে তা তো বলবে?

উমিচাঁদ : আমার টাকা কোথায়?

ক্লাইভ : কিসের টাকা?

উমিচাঁদ : দলিলে সই করে দিয়েছিলে, সিরাজউদ্দৌলা হেরে গেলে আমাকে বিশ টাকা দেওয়া হবে।

ক্লাইভ : কোথায় সে দলিল?

উমিচাঁদ : তোমরা জাল করেছ। (দৌড়ে সিংহাসনের কাছে গিয়ে) আপনি বিচার করুন। আপনি নবাব, সুবিচার করুন।

ক্লাইভ : আমি এর কিছুই জানিনে।

উমিচাঁদ : তা জানবে কেন সাহেব। নবাবের রাজকোষ বাঁটোয়ারা করে তোমার ভা পড়েছে একুশ লাখ টাকা। সকলের ভাগেই অংশ মতো কিছু না কিছু পড়েছে। শুধু আমার বেলাতে .... (ক্রন্দন)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

: (সবলে উমিচাঁদের বাহু আকর্ষণ করে) ইউ আর ড্রিমিং ওমিচান্দ, তুমি খোয়াব দেখছ।

: খোয়াব দেখছি? দলিলে পরিষ্কার লেখা বিশ লক্ষ টাকা পাব। তুমি নিজে সই করেছ।

: আমি সই করলে আমার মনে থাকত। তোমার বয়স হয়েছে-মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। এখন তুমি কিছুদিন তীর্থ কর-ঈশ্বরকে ডাক। মন ভালো হবে। (উমিচাঁদকে কিলপ্যাট্রিকের হাতে দিয়ে দিল। সে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেল। উমিচাঁদ চিৎকার করতে লাগল : আমার টাকা, আমার টাকা।)

: উমিচাঁদের মাথা খারাপ হয়েছে। ইওর এক্সিলেন্সি, মে ফরগিভ আস।

: এমন শুভ দিনটা থমথমে করে দিয়ে গেল।

: ভুলে যান ও কিছু নয়। (নবাবের দিকে ফিরে) আমার মনে হয় আজ প্রথম দরবারে নবাবের কিছু বলা উচিত।

: নিশ্চয়ই। প্রজাসাধারণ আশ্বাসে আবার নতুন করে বুক বাঁধবে। রাজকার্য পরিচালনায় কাকে কি দায়িত্ব দেওয়া হবে তা-ও মোটামুটি তাদেরকে জানানো দরকার।

: (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে-পাগড়ি ঠিক করে) আজকের এই দরবারে আমরা সরকারি কাজ আরম্ভ করার আগে কর্নেল ক্লাইভকে শুকরিয়া জানাচ্ছি তাঁর আন্তরিক সহায়তার জন্যে। বিনিময়ে আমি তাকে ইনাম দিচ্ছি বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি চব্বিশ পরগণার স্থায়ী মালিকানা।
(ওয়াটস ও কিলপ্যাট্রিক এক সঙ্গে : হুররে। ক্লাইভ হাসিমুখে মাথা নোয়ালো।)

: দেশবাসীকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাঁদের দুর্ভোগের অবসান হয়েছে। সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারের হাত থেকে তাঁরা নিষ্কৃতি পেয়েছেন। এখন থেকে কারও শান্তিতে আর কোনো রকম বিঘ্ন ঘটবে না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

: সেনাপতি মিরকাশেমের দূত।

: হাজির কর।

(বসলেন। দূতের প্রবেশ। মিরন দ্রুত তার কাছে এগিয়ে এল। মিরনের হাতে পত্র প্রদান। মিরন পত্র খুলেই উল্লসিত হয়ে উঠল।)

: পলাতক সিরাজউদ্দৌলা মিরকাশেমের সৈন্যদের হাতে ভগবানগোলায় বন্দি হয়েছে। তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হচ্ছে।

(মিরজাফরের হাতে পত্র প্রদান)

: ভালো খবর। ইউ ক্যান রিয়েলি সেফ নাও।

: কিন্তু তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসবার কী দরকার? বাইরে যে কোনো জায়গায় আটকে রাখলেই তো চলত।

: (রুখে উঠল) নো, ইওর অনার। এখন আপনাকে শক্ত হতে হবে। শাসন চালাতে হলে মনে দুর্বলতা রাখলে চলবে না। আপনি যে শাসন করতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, দেশের লোকের মনে সে কথা জাগিয়ে রাখতে হবে এভরি মোমেন্ট। কাজেই সিরাজউদ্দৌলা শিকল-বাঁধা অবস্থায় পায়ে হেঁটে সবার চোখের সামনে দিয়ে আসবে জাফরগঞ্জের কয়েদখানায়। কোনো লোক তার জন্যে এতটুকু দয়া দেখালে তার গর্দান যাবে। এখন মসনদের মালিক নবাব জাফর আলি খান। সিরাজউদ্দৌলা এখন কয়েদি, ওয়ার ক্রিমিন্যাল। তার জন্যে যে সিমপ্যাথি দেখাবে সে ট্রেটার। আর আইনে ট্রেটারের শাস্তি মৃত্যু। অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ ইউ মাস্ট রুল।

: আপনারা সবাই শুনেছেন আশা করি। সিরাজকে বন্দি করা হয়েছে। যথাসময়ে তার বিচার হবে। আমি আশা করি কেউ তার জন্যে সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের বিপদ টেনে আনবেন না।

: ইয়েস। তাছাড়া মুর্শিদাবাদের রাজপথ দিয়ে যখন তাকে সোলজাররা টানতে টানতে নিয়ে যাবে তখন রাস্তার দুধার থেকে অর্ডিনারি পাবলিক তার মুখে থুতু দেবে - দে মাস্ট স্পিট অন হিজ ফেস।

: অতটা কেন?

: আমি জানি হি ইজ এ ডেড্ হর্স। কিন্তু এটা না করলে লোকে আপনার ক্ষমতা দেখে ভয় পাবে কেন? পাবলিকের মনে টেরর জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার গ্রানাইট ফাউন্ডেশন।

(মিরজাফর মসনদ থেকে নেমে দাঁড়াতেই দরবারে কাজ শেষ হলো। নবাব দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অমাত্যরা এবং তার পেছনে অন্য সকলে। মঞ্চের আলো আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে গেল; কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার। ধীরে ধীরে মঞ্চে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। কথা বলতে বলতে ক্লাইভ এবং মিরনের প্রবেশ।)

ক্লাইভ : আজ রাত্রেই কাজ সারতে হবে। এসব ব্যাপারে চান্স নেওয়া চলে না।

মিরন : কিন্তু হুকুম দেবে কে? আব্বা রাজি হলেন না।

ক্লাইভ : রাজবল্লভকে বল।

মিরন : তিনি নাকি অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখাই করা গেল না।

ক্লাইভ : দেন?

মিরন : রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ-ওঁরাও রাজি হলেন না।

ক্লাইভ : তাহলে তোমাকে সেটা করতে হবে।

মিরন : প্রহরীরা আমার হুকুম শুনবে কেন?

ক্লাইভ : তোমার নিজের হাতেই সিরাজউদ্দৌলাকে মারতে হবে ইন ইওর ওন ইনটারেস্ট। সে বেঁচে থাকতে তোমার কোনো আশা নেই। নবাবি মসনদ তো পরের কথা, আপাতত হোয়াট অ্যাবাউট দ্যা লাভলি প্রিন্সেস? লুৎফুন্নিসা তোমার কাছে ধরা দেবে কেন সিরাউদ্দৌলা জীবিত থাকতে?

মিরন : আমি একজন লোক ব্যবস্থা করেছি। সে কাজ করবে, কিন্তু তোমার হুকুম চাই।

ক্লাইভ : হোয়াট এ পিটি, হায়ার্ড কিলাররা পর্যন্ত তোমার কথায় বিশ্বাস করে না। এনি ওয়ে, ডাক তাকে।

(মিরন বেরিয়ে গেল এবং মোহাম্মদি বেগকে নিয়ে ফিরে এল।)

মিরন : মোহাম্মদি বেগ।

ক্লাইভ : তুমি রাজি আছ?

মোহাম্মদি বেগ : দশ হাজার টাকা দিতে হবে। পাঁচ হাজার অগ্রিম।

ক্লাইভ : এগ্রিড (মিরনকে) ওকে টাকাটা এখুনি দিয়ে দাও।

(মিরন এবং মোহাম্মদি বেগ বেরুবার উপক্রম করল)

ক্লাইভ : দেয়ার মে বি ট্রাবল, অবস্থা বুঝে কাজ কর, বি কেয়ারফুল। কাজ ফতে হলেই আমাকে খবর দেবে, যাও।

(ওরা বেরিয়ে গেল। ক্লাইভের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের মুঠো দিয়ে আঘাত করে বললো)

ইট ইজ এ মাস্ট।

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : দোসরা জুলাই। স্থান : জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা।

[শিল্পীবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে-কারা-প্রহরী, সিরাজ, মিরন, মোহাম্মদি বেগ]

(প্রায়-অন্ধকার কারা কক্ষে সিরাজউদ্দৌলা। এক কোণে একটি নিরাবরণ দড়ির খাটিয়া, অন্য প্রান্তে একটি সোরাহি এবং পাত্র। সিরাজ অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন আর বসছেন। কারাকক্ষের বাইরে প্রহরারত শান্ত্রী। মিরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদি বেগের প্রবেশ। তার দুহাত বুকে বাঁধা। ডান হাতে নাতিদীর্ঘ মোটা লাঠি। প্রহরী দরজা খুলতেই কামরায় একটুখানি আলো প্রতিফলিত হলো।)

সিরাজ : (খাটিয়ার উপবিষ্ট-আলো দেখে চমকে উঠে) কোথা থেকে আলো আসছে। বুঝি প্রভাত হয়ে এল।

(খাটিয়া থেকে উঠে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এল। মঞ্চের মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল মিরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদি বেগ।)

সিরাজ : (মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত তুলে) এ প্রভাত শুভ হোক তোমার জন্যে, লুৎফা। শুভ হোক আমার বাংলার জন্যে। নিশ্চিত হোক বাংলার প্রত্যেকটি নরনারী। আলহামদুলিল্লাহ।

মিরন : আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নাও শয়তান।

সিরাজ : (চমকে উঠে) মিরন! তুমি এ সময়ে এখানে? আমাকে অনুগ্রহ দেখাতে এসেছ, না পীড়ন করতে?

মিরন : তোমার অপরাধের জন্য নবাবের দণ্ডাজ্ঞা শোনাতে এসেছি।

সিরাজ : নবাবের দণ্ডাজ্ঞা?

মিরন : বাংলার প্রজাসাধারণকে পীড়নের জন্যে, দরবারের পদস্থ আমির ওমরাহদের মর্যাদাহানির জন্যে, বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আইনসঙ্গত বাণিজ্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করবার জন্যে, অশান্তি এবং বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে তুমি অপরাধী। নবাব জাফর আলি খান এই অপরাধের জন্যে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

সিরাজ : মৃত্যুদণ্ড? জাফর আলি খান স্বাক্ষর করেছেন? কই দেখি।

মিরন : আসামির সে অধিকার থাকে নাকি? (পেছনে ফিরে) মোহাম্মদি বেগ।

মোহাম্মদি

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বেগ : জনাব।

মিরন : নবাবের হুকুম তামিল কর।
(সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মোহাম্মদি বেগ লাঠিটা মুঠো করে ধরে সিরাজের দিকে এগোতে লাগল)

সিরাজ : প্রথমে মিরন, তারপর মোহাম্মদি বেগ। মিরন তবু মিরজাফরের পুত্র, কিন্তু তুমি মোহাম্মদি বেগ, তুমি আসছ আমাকে খুন করতে?
(মোহাম্মদি বেগ তেমনি এগোতে লাগল। সিরাজ হঠাৎ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে।)

সিরাজ : আমি মৃত্যুর জন্যে তৈরি। কিন্তু তুমি এ কাজ করো না মোহাম্মদি বেগ।
(মোহাম্মদি বেগ তবু এগোচ্ছে। সিরাজ আরও ভীত)

সিরাজ : তুমি এ কাজ করো না মোহাম্মদি বেগ। অতীতের দিকে চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ। আমার আব্বা-আম্মা পুত্রস্নেহে তোমাকে পালন করেছেন। তাঁদেরই সন্তানের রক্তে সে স্নেহের ঋণ-আঃ ...
(লাঠি দিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল। সিরাজ লুটিয়ে পড়ল। মোহাম্মদি বেগ স্থির দৃষ্টিতে দেখতে লাগল মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে। ডান হাতের কনুই এবং বাঁ হাতের তালুতে ভর দিয়ে সিরাজ কিছুটা মাথা তুললেন।)

সিরাজ : (স্খলিত কণ্ঠে) লুৎফা, খোদার কাছে শুকরিয়া, এ পীড়ন তুমি দেখলে না।
(মোহাম্মদি বেগ লাঠি ফেলে খাপ থেকে ছোরা খুলে সিরাজের লুণ্ঠিত দেহের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার পিঠে পর পর কয়েকবার ছোরার আঘাত করল। সিরাজের দেহে মৃত্যুর আকুঞ্চন। মোহাম্মদি বেগ উঠে দাঁড়াল)

সিরাজ : (ঈষৎ মাথা নাড়বার চেষ্টা করতে করতে মৃত্যু-নিস্তেজ কণ্ঠে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...
(মোহাম্মদি বেগ লাথি মারল। সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের জীবন শেষ হলো। শুধু মৃত্যুর আক্ষেপে তার হাত দুটো মাটি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় মুষ্টিবদ্ধ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিরকালের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল।)

মোহাম্মদি বেগ : (উল্লাসের সঙ্গে) হা হা হা.

<u>সমাপ্ত</u>

লেখক পরিচিতি

নাম	সিকান্দার আবু জাফর
জন্ম পরিচয়	জন্ম : ১৯ মার্চ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ; তেঁতুলিয়া, তালা, সাতক্ষীরা। পিতা : সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেমী। পিতৃব্য : সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী (কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও অবিভক্ত বঙ্গের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির ডেপুটি স্পিকার)।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক : ম্যাট্রিক (১৯৩৬), তালা বি. দে ইন্সটিটিউশন, খুলনা। উচ্চ মাধ্যমিক : রিপন কলেজ, কলকাতা।
কর্মজীবন/পেশা	চাকরি : রেডিও পাকিস্তান। সাংবাদিক : 'দৈনিক নবযুগ', সহযোগী সম্পাদক 'দৈনিক ইত্তেফাক'; প্রধান সম্পাদক 'দৈনিক মিল্লাত'; প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক 'মাসিক সমকাল'।
পুরস্কার	বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৬)।
জীবনাবসান	৫ আগস্ট ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ।
সাহিত্যকর্ম	
কাব্যগ্রন্থ	প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), বৈরী বৃষ্টিতে (১৯৬৫), তিমিরান্তিক (১৯৬৫), কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮), বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১)।
নাটক	শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮), সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫), মহাকবি আলাওল (১৯৬৫), নতুন সকাল (১৯৪৫)।
উপন্যাস	মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), পূরবী (১৯৪৪)।
গল্পগ্রন্থ	মতি আর অশু (১৯৪১)।
কিশোর উপন্যাস	জয়ের পথে (১৯৪২), নবী কাহিনী (১৯৫১)।
অনুবাদ	রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম (১৯৬৬), সেন্ট লুইয়ের সেতু (১৯৬১), বারনাড মালামুডের যাদুর কলস (১৯৫৯)।
গান	মালব কৌশিক (১৯৬৬)।
আত্মজীবনী	তৃণাঙ্কুর।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সিকান্দার আবু জাফর ১৯১৯ সালে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার তেঁ... গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি বরাবরই অগ্রবর্তী ছিলেন।
- তাঁর সম্পাদনায় দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সমকাল' হয়ে উঠ... তরুণ সাহিত্যিকদের মিলনক্ষেত্র; পাকিস্তানি অপশাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক প্র... ও প্রতিরোধের এক বলিষ্ঠ প্লাটফর্ম।
- দেশভাগের পর তিনি পূর্ব বাংলায় চলে আসেন এবং ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত রে... পাকিস্তানের স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- তিনি ছিলেন মুখ্যত একজন সাংবাদিক।
- কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'নবযুগ' পত্রিকায় কাজ করার অভিজ্ঞতাও তাঁর ছি...
- মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে 'সাপ্তাহিক অভিযান' পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশে... গুরুদায়িত্ব পালন করেন তিনি।
- 'সিরাজউদ্দৌলা' ছাড়াও তাঁর আরও যেসব বিখ্যাত নাটক রয়েছে তাদের ম... 'মাকড়সা' (১৯৬০), 'শকুন্ত উপাখ্যান' (১৯৬২) এবং 'মহাকবি আলাওল' (১৯... বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই', 'বাংলা ছাড়ো' প্রভৃতি বিখ্যাত রচনার স্রষ্টা সিকান্দার আ... জাফর নাট্যকার হিসেবেও বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন।
- ১৯৭৫ সালের ৫ই আগস্ট তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হয় ১৭৯৫ সালের ২৭ে নভেম্বর তারিখে। হেরাসিম লেবেদেফ, তার ভাষা-শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সাহায্যে 'ছদ্মবেশ' (The disguise) নামক ইংরেজি থেকে অনূদিত নাটকের পাশ্চাত্য ধাঁচে মঞ্চায়ন করেন।
- ১৮৫৭ সালে জানুয়ারি মাসে অনুবাদ নাটকের পরিবর্তে নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' প্রথম বাংলা নাটক হিসাবে অভিনীত হয়।
- বাংলা নাটকের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়া বাগান বাড়িতে স্থাপিত নাট্যশালায়। ১৮৫৮ সা... 'রত্নাবলী' নাটক দেখতে এসে সদ্য মাদ্রাজফেরত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এর মান দে... অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তার ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্য তাঁর হাত থেকে পেয়ে যায় প্রথম সার্থক বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা'।
- এরই ধারাবাহিকতায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে বাংলা নাটকের অঙ্গনে; বিকশিত হতে থাকে বাংলা নাট্যধারা। মধুসূদন, দীনবন্ধু এই নব নাটককে করে তুললেন অনেক বেশি রুচিসম্মত ও নান্দনিক।
- এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব ও আঙ্গিককে-নিরীক্ষার প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলা নাটকে যোগ করেন বিশ্বমানের স্বাতন্ত্র্য।
- বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত প্রমুখ নাট্যকার এই নতুন ধারার নাটক নিয়ে জনমানুষের কাছে পৌঁছাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।
- উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বাংলা নাটকের নাম নিম্নরূপ : রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী', মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার-দর্পণ', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান', বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার', উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' প্রভৃতি।
- বাংলা নাটকের এই সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার বহন করে বাংলাদেশেরও একটি নিজস্ব নাট্যধারা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। যেমন : নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'বহিপীর', মুনীর চৌধুরীর 'চিঠি', আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র', সাঈদ আহ্‌মদের 'কালবেলা', মমতাজ উদ্দীন আহমদের 'কি চাহ শঙ্খচিল', সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নূরলদীনের সারাজীবন', জিয়া হায়দারের 'শুভ্র সুন্দর কল্যাণী আনন্দ', আবদুল্লাহ আল মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে', মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী', সেলিম আল দীনের 'কীত্তনখোলা' প্রভৃতি।

পলাশির যুদ্ধের পটভূমি সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- বাণিজ্যের আকর্ষণেই ইউরোপীয়রা দীর্ঘকাল পূর্বে ভারতে আসে এবং ক্রমশ এদেশের রাজনীতিতে তারা তাদের আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়।
- কলম্বাস এদেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যেই এককালে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করে ফেলেন আমেরিকা।
- ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় যে, পর্তুগিজ নাবিক ও বেনিয়া ভাস্কো দা গামা ভারতে পৌঁছেছিলেন ১৪৯৮ সালে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

১ এই পর্তুগিজদের সূত্র ধরেই একের পর এক বাণিজ্য কুঠি পূর্ব ভারতসহ ভারতের বিভিন্ন অংশে স্থাপিত হতে থাকে। এরা দস্যুবৃত্তিতেও লিপ্ত ছিল।

১ ১৬৩২ সালে বাংলার সুবাদার যুবরাজ শাহ সুজার সম্মতি পেয়ে ইংরেজরা হুগলিতে কারখানা স্থাপনের অনুমতি পায়।

১ এর ধারাবাহিকতায় ১৬৯৮ সালে ইংরেজরা সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রাম ক্রয় করে এবং উল্লিখিত এই তিনটি গ্রাম নিয়েই পরে কলকাতা নগরী গড়ে ওঠে।

১ মরণাপন্ন মোগল সম্রাট ফররুখ শিয়রকে শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন ইংরেজ ডাক্তার হ্যামিলটন। আর এরই পুরস্কার হিসেবে ডাক্তারের অনুরোধে ইংরেজদের এদেশে অবাধ বাণিজ্যের ফরমান প্রদান করেন সম্রাট; যা ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য, জমিদারি লাভ, নিজস্ব টাকশাল স্থাপন এমনকি দেশীয় কর্মচারীদের বিচার করবার ক্ষমতাও প্রদান করে।

১ দিল্লি থেকে এমন ফরমান জারি হলেও বাংলার শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন খাঁ, সরফরাজ খাঁ এবং আলিবর্দি খাঁ তাদের নিজ নিজ এলাকায় এতটাই শক্তিশালী ছিলেন যে, তাঁরা কেউই বাদশার এই অন্যায় ফরমান মানেননি। আর এ থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার নবাবদের ঘনঘন সংঘর্ষ, লড়াই চলতে থাকে। এই সকল লড়াইয়ে ইংরেজরা বারংবার পরাভূত হয়েছে।

১ পরিস্থিতির প্রয়োজনে অতি অল্প বয়সে সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই ইংরেজরা সিরাজের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে একের পর এক লড়াই ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

১ এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩এ জুন পলাশির প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাব যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ইংরেজদের তুলনায় নবাবের অস্ত্র, গোলা-বারুদ, সৈন্য সবই বেশি ছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ পক্ষে ছিল তিন হাজার সৈন্য এবং দশটি কামান; এর বিপরীতে নবাব পক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার এবং কামানের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশটি। এত বিপুল সমর-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নবাবের পরাজয় হলো, কেননা তাঁর অধিকাংশ সেনাপতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। এভাবে এক অন্যায় যুদ্ধে বাংলা ইংরেজদের অধীন হলো। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বিশ্বাসঘাতক পুঁজিপতি আর সেনাপতিরা বাংলার স্বাধীনতা বিসর্জন দিল।

টীকা ও চরিত্র পরিচিতি

আলিবর্দি (মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দি খাঁ) : (১৬৭৬-১০.০৪.১৭৫৬ খ্রি.)। প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলি। তিনি ১৭৪০ সাল থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। আলিবর্দি খাঁর বাবা ছিলেন আরব দেশীয় এবং মা তুর্কি। ইরানের (পারস্য) এই সামান্য সৈনিক ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। চাকরির উদ্দেশে দিল্লিতে এসে সুবিধা করতে না পেরে তিনি বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা সুজাউদ্দিনের দরবারের পারিষদ ও পরে একটি জেলার ফৌজদার নিযুক্ত হন। আলিবর্দি খাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তিন কন্যা ঘসেটি বেগম (মেহেরউননেসা), শাহ বেগম ও আমিনা বেগমকে তিনি তাঁর ভাই হাজি মুহম্মদের তিন পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন। আশি বছর বয়সে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি ১০ই এপ্রিল ১৭৫৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ছোট মেয়ে আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নিযুক্ত হন। সিরাজ ছিলেন আলিবর্দির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। আলিবর্দির ইচ্ছা অনুযায়ী সিরাজ নবাব হিসেবে অধিষ্ঠিত হন।

মিরজাফর : মিরজাফর আলি খাঁন পারস্য (ইরান) থেকে নিঃস্ব অবস্থায় ভারতবর্ষে আসেন। উচ্চ বংশীয় যুবক হওয়ায় নবাব আলিবর্দি খাঁন তাকে স্নেহ করতেন এবং বৈমাত্রেয় ভগ্নী শাহ খানমের সঙ্গে মিরজাফরের বিয়ে দেন। আলিবর্দি তাকে সরকারের উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। তিনি কূটকৌশল ও চাতুর্যের মাধ্যমে নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন এবং সেনাপতি ও বকশির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু তার মেধা, বুদ্ধি ও কৌশলের মূলে ছিল ক্ষমতালিপ্সা। ফলে আলিবর্দিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র থেকে শুরু করে দুর্নীতির অভিযোগে তাকে একাধিক বার ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন নবাব। বার বার ক্ষমা পাওয়া সত্ত্বেও তার চরিত্রের বিশ্বাসঘাতকতার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজের পতনের পর ক্লাইভের গাধা বলে পরিচিত মিরজাফর ১৭৫৭ সালের ২৯এ জুন ক্লাইভের হাত ধরে বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু ইংরেজদের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনায় তাকে গদিচ্যুত করে তার জামাতা মিরকাসিমকে বাংলার মসনদে বসান। ১৭৬৪ সালে পুনরায় তাকে সিংহাসনে বসানো হয়। ইংরেজদের কাছে বাংলার স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়া এই বিশ্বাসঘাতক মানুষটি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ সালে মারা যান। বাংলার ইতিহাসে মিরজাফর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক, নিকৃষ্ট মানুষের প্রতীক।

ক্লাইভ : পিতা-মাতার অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল সন্তান ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। তার দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে বাবা মা তাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেন।

ফরাসিরা এদেশে বাণিজ্য বিস্তার ও রাজ্যজয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। বাজার দখল ও রাজ্য জয়কে কেন্দ্র করে তখন ফরাসিদের বিরুদ্ধে চলছিল ইংরেজ বণিকদের যুদ্ধ। সেইসব ছোটখাটো যুদ্ধে সৈনিক ক্লাইভ একটার পর একটা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বোম্বাই এর মারাঠা জলদস্যুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে কর্নেল পদবি লাভ করেন এবং মাদ্রাজের ডেপুটি গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন।

সে সময় সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করে নেন। ইংরেজ পক্ষের গভর্নর ড্রেক পালিয়ে যান। কিন্তু কর্নেল ক্লাইভ অধিক সংখ্যক সৈন্যসামন্ত নিয়ে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে দুর্গ দখল করে নেন।

তারপর চলল মুর্শিদাবাদে নবাবের সঙ্গে দরকষাকষি। ক্লাইভ ছিলেন যেমন ধূর্ত তেমনি সাহসী; আবার যেমন মিথ্যাবাদী তেমনি কৌশলী। চারদিক থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে তিনি তরুণ নবাবকে বিভ্রান্ত ও বিব্রত করার চেষ্টা করেন। নবাবের অধিকাংশ লোভী, স্বার্থপর, শঠ বিশ্বাসঘাতক অমাত্য ও সেনাপতিদের উৎকোচ ও প্রলোভন দিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেন। অবশেষে তার নেতৃত্বে চন্দননগরে ফরাসি কুঠি আক্রমণ করা হয়। ফরাসিরা পালিয়ে যান। এবার ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩এ জুন পলাশি প্রান্তরে ক্লাইভের নেতৃত্বে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধ শঠতার ও বিশ্বাসঘাতকতার। সিরাজউদ্দৌলার অধিকাংশ সেনাপতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। ফলে খুব সহজেই ক্লাইভের সৈন্য জয়লাভ করে।

উমিচাঁদ : উমিচাঁদ লাহোরের অধিবাসী শিখ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। কলকাতায় এসে প্রথমে তিনি গোমস্তার কাজ করতেন। পরে ইংরেজদের ব্যবসার দালালি করতে শুরু করেন। দালালি ব্যবসা করে উমিচাঁদ কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন। কখনো কখনো নবাবের প্রয়োজনে উচ্চ সুদে টাকা ধার দিয়ে নবাবের দরবারে যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। প্রচুর টাকার অধিকারী হয়ে উমিচাঁদ দেশের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ শুরু করেন। উমিচাঁদ বড় ধুরন্ধর ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজদের কথা নবাবের কাছে এবং নবাবের কথা ইংরেজদের কাছে বলে দু পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতেন।

ওয়াটস : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাশিম বাজার কুঠির পরিচালক ছিলেন উইলিয়াম ওয়াটসন। ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে নবাবের দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি হিসেবে প্রবেশাধিকার ছিল তার।

ওয়াটসন (অ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন) : ইংরেজ পক্ষের নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন। ওয়াটসন ছিলেন ব্রিটিশ রাজের কমিশন পাওয়া অ্যাডমিরাল। ১৭৫৬ সালের অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখে মাদ্রাজ থেকে সৈন্যসামন্তসহ পাঁচখানি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে তিনি কলকাতার দিকে রওনা হন। কলকাতা তখন ছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলার দখলে।

হলওয়েল : লন্ডনের গাইস হাসপাতাল থেকে ডাক্তারি পাস করে হলওয়েল কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। পাটনা ও ঢাকার অফিসে কিছুকাল চাকরি করে ১৭৩২ সালে তিনি সার্জন হয়ে কলকাতায় আসেন। তখন তার মাইনে ছিল পঞ্চাশ টাকা মাত্র। সুতরাং অবৈধভাবে বিপুল অর্থ-ঐশ্বর্য লাভের আশায় তিনি সিভিল সার্ভিসে চাকরি নেন। ১৭৫২ সালে তিনি চব্বিশ পরগনার জমিদারের দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধের সময় তিনি ফোর্টের অস্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত হন।

মিথ্যা বলে অতিরঞ্জিত করে অসত্য ও অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে এবং তাঁর শাসনামলকে কলঙ্কিত করা ছিল হলওয়েলের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি অন্ধকূপ হত্যা কাহিনি (Black Hole Tragedy) বানিয়েছিলেন। তার বানানো গল্পটি হলো : নবাব দুর্গ জয় করে ১৮ ফুট লম্বা এবং ১৫ ফুট চওড়া একটি ঘরে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে রাখেন-যে ঘরের চারদিক ছিল বন্ধ। সকালে দেখা গেল ১২৩ জন ইংরেজ মারা গেছেন। অথচ দুর্গে তখন ১৪৬ জন ইংরেজ ছিলেনই না। আর এমন ছোট একটি ঘরে ১৪৬ জন মানুষ কিছুতেই সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়। অথচ তার হিসাব-নিকাশ বোধ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছিল। আর এই মিথ্যাকে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য তিনি কলকাতায় ব্লাক হোল মনুমেন্ট নির্মাণ করেছিলেন। পরে গর্ভনর ওয়ারেন হেস্টিংস এই মনুমেন্ট সরিয়ে দেন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ঘসেটি বেগম : নবাব আলিবর্দি খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগম তথা মেহেরুন্নেসা। আলিবর্দি খানের বড় ভাই হাজি আহমদের বড় ছেলে নওয়াজিস মোহাম্মদ শাহমৎ জঙ্গের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাদের কোনো সন্তান ছিল না। তাই তিনি ছোট বোন আমিনা বেগমের ছেলে অর্থাৎ সিরাজউদ্দৌলার ভাই একরামউদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রত্যাশা ছিল যে, একরামউদ্দৌলা নবাব হলে নবাব মাতা হিসেবে রাজকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু একরামউদ্দৌলা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করলে ঘসেটি বেগম নৈরাশ্যে আক্রান্ত হন।
ঘসেটি বেগমের স্বামী নওয়াজিস মোহাম্মদ ছিলেন ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী। তিনি নিজে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন না। শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তার সেনাপতি হোসেন কুলি খাঁ। এই হোসেন কুলি খাঁয়ের সঙ্গে ঘসেটি বেগমের অনৈতিক সম্পর্ক ছিল বলে অনুমান করা হয়। ফলে আলিবর্দি খানের নির্দেশে সিরাজউদ্দৌলা হোসেন কুলী খাঁকে হত্যা করেন। ঘসেটি বেগম এই হত্যাকে কখনই মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি সিরাজউদ্দৌলার প্রতি সর্বদাই ছিলেন প্রতিশোধ-পরায়ণ।
তিনি নানা কৌশলে নবাব সিরাজের বিশ্বাসঘাতক অমাত্য ও ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছিলেন। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ঘসেটি বেগম ও তার দলবলের বিজয় হলেও আর দশজন বিশ্বাসঘাতকের মতো তার পরিণতিও ছিল বেদনাবহ। প্রথমে তাকে ঢাকায় অন্তরীণ করা হয়। পরে মিরনের চক্রান্তে বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষার সন্ধিস্থলে ফেলে দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।

ড্রেক : রোজার ড্রেক ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতার গভর্নর। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করেন। নবাবের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে প্রাণভয়ে সঙ্গী-সাথিদের ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ফেলে তিনি নৌকায় চড়ে কলকাতা ছেড়ে ফলতায় পালিয়ে যান।
পুনরায় ক্লাইভ কলকাতা অধিকার করলে ড্রেক গভর্নর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর কোম্পানি ড্রেকের পরিবর্তে রবার্ট ক্লাইভকে কলকাতার গভর্নর নিযুক্ত করে। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর গভর্নর ড্রেককে মিরজাফর তার রাজকোষ থেকে দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

মানিকচাঁদ : রাজা মানিকচাঁদ ছিলেন নবাবের অন্যতম সেনাপতি। তিনি বাঙালি কায়স্থ, ঘোষ বংশে তার জন্ম। নবাবের গোমস্তা হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয়। পরে আলিবর্দির সুনজরে পড়ে মুর্শিদাবাদের সেরেস্তাদারি পেয়েছিলেন। ১৭৫৬ সালে জুন মাসে কলকাতা দখল করে নবাব কলকাতা শহরের নতুন নামকরণ করেন আলি নগর। আর মানিকচাঁদকে করেন কলকাতার গভর্নর। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মানিকচাঁদ ইংরেজদের সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন।

জগৎশেঠ : জগৎশেঠ জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন এবং তাঁর পেশা ছিল ব্যবসা। বহুকাল ধরে হিন্দু সমাজভুক্ত হয়ে এই সমাজেরই অংশ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তার প্রকৃত নাম ফতেহ চাঁদ। জগৎশেঠ তার উপাধি। এর অর্থ হলো জগতের টাকা আমদানিকারী বা বিপুল অর্থের অধিকারী কিংবা অর্থ লগ্নির ব্যবসায়ী। নবাব সরফরাজ খাঁকে হটিয়ে আলিবর্দিকে সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল। সুতরাং তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে করেছিলেন যে, নবাব আলিবর্দির মৃত্যুর পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাদের বশীভূত থাকবেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা দিবেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা সততা ও নিষ্ঠায় ভিন্ন প্রকৃতির এক যুবক। তিনি কিছুতেই এদের অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। বরং জগৎশেঠকে তার ষড়যন্ত্রের জন্য বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত করেছেন। জগৎশেঠও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার পতনে নিষ্ঠুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

আমিনা বেগম : নবাব আলিবর্দির কনিষ্ঠ কন্যা আমিনা বেগম। আলিবর্দির বড় ভাই হাজি আহমদের পুত্র জয়েন উদ্দিনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর তিন সন্তান। এরা হলেন মির্জা মুহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা, একরামউদ্দৌলা ও মির্জা হামদি। স্বামী জয়েনউদ্দিন ও পুত্র সিরাজউদ্দৌলার জীবনের চরম দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তাঁর জীবনও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছিল। স্বামী জয়েনউদ্দিন প্রথমে উড়িষ্যার ও পরে বিহারের সুবেদার ছিলেন। ১৭৪৮ সালে আফগান অধিপতি আহমদ শাহ দুররানি পাঞ্জাব আক্রমণ করলে নবাব আলিবর্দির আফগান সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং পাটনা অধিকার করেন। বিদ্রোহীরা নবাবের বড় ভাই হাজি আহম্মদ ও জামাতা জয়েনউদ্দিনকে হত্যা করেন। অতি অল্প বয়সে বিধবা আমিনা বেগম পুত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলার মাতা হিসেবেও শান্তি লাভ করতে পারেননি। দেশি-বিদেশি বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে নবাব পরাজিত ও নিহত হলে এবং একটি হাতির পৃষ্ঠে তাঁর মরদেহ নিয়ে এলে মা আমিনা বেগম দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আর্তনাদ করতে করতে ছেলেকে শেষবারের মতো দেখতে ছুটে আসেন। এ সময় মিরজাফরের রক্ষীরা তাঁর উপর চড়াও হয় এবং তাঁকে নির্যাতন করে আন্দর মহলে পাঠিয়ে দেয়। আমিনার এক পুত্র একরামউদ্দৌলা পূর্বেই বসন্ত রোগে মারা যান। পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা মিরজাফর ও অন্যান্য অমাত্যের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত ও নিহত হন। কনিষ্ঠ পুত্র মির্জা হামদিকেও মিরনের আদেশে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় আর আমিনা বেগমকে হাত-পা বেঁধে নদীতে ফেলে দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

মিরন : বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের তিন পুত্র। তারা হলেন : জ্যেষ্ঠ মিরন, মেজো নাজমুদ্দৌলা এবং কনিষ্ঠ সাইফুদ্দৌলা। মিরন পিতার মতই দুশ্চরিত্র, ব্যাভিচারী, নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রকারী। মিরজাফরের সঙ্গে অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক রাজ-অমাত্যদের যোগাযোগের কাজ করতেন মিরন। তারই ষড়যন্ত্রে এবং ব্যবস্থায় মোহাম্মদি বেগ হতভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন।

মিরমর্দান : মিরমর্দান নবাব সিরাজউদ্দৌলার অত্যন্ত বিশ্বাসী সেনাপতি ছিলেন। পলাশির যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই অকুতোভয় বীর যোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে ইংরেজ শিবিরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় তার উরুতে গোলার আঘাত লাগে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করেছেন।

মোহনলাল : মোহনলাল কাশ্মিরি সিরাজউদ্দৌলার অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। শওকত জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলা মোহনলালকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। একসময় তিনি নবাবের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। পলাশির যুদ্ধে মিরমর্দান গোলার আঘাতে মৃত্যুবরণ করলে মোহনলাল ফরাসি যোদ্ধা সাঁফ্রেকে সঙ্গে নিয়ে বীরদর্পে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু মিরজাফর ও রায়দুর্লভের পরামর্শে সিরাজ মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। মোহনলাল পুত্রসহ ইংরেজদের হাতে বন্দি হন এবং ক্লাইভের নির্দেশে গুলি করে তাঁকে হত্যা করা হয়।

মোহাম্মদি বেগ : মোহাম্মদি বেগ একজন নীচাশয় কৃতঘ্ন ব্যক্তি ও খুনি। পলাশির যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর সিরাজ স্ত্রী-কন্যাসহ পাটনার উদ্দেশে যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন মিরজাফরের ভাই মিরদাউদ সপরিবারে নবাবকে বন্দি করে রাজধানীতে নিয়ে আসে। গণবিক্ষোভের আশঙ্কায় ক্লাইভ দ্রুত সিরাজকে হত্যা করতে চান। তখন মিরনের আহ্বানে মোহাম্মদি বেগ সিরাজকে হত্যা করতে রাজি হয়। অথচ সিরাজের পিতা মির্জা জয়নুদ্দিন অনাথ বালক মোহাম্মদি বেগকে আদর-যত্নে মানুষ করেছিলেন। অথচ সেই মোহাম্মদি বেগ অর্থের লোভে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়ে ও ছুরিকাঘাতে হত্যা করে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে। ২রা জুলাই, ১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা শহিদ হন।

রাজবল্লভ : রাজা রাজবল্লভ বিক্রমপুরের বাঙালি বৈদ্য সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, বিশ্বাসঘাতক অমাত্যদের তিনি একজন। রাজবল্লভ ঢাকায় নৌবাহিনীর কেরানির কাজ করতেন। পরে ঢাকার গভর্নর ঘসেটি বেগমের স্বামী নোয়াজিশ খাঁর পেশকারের দায়িত্ব পালন করেন। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘসেটি বেগমের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে এবং তিনি নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

লুৎফুন্নেসা : নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নেসা। তিনি মির্জা ইরাজ খানের কন্যা। ১৭৪৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে মহা ধুমধামে লুৎফুন্নেসার বিয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু তার জীবন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। প্রাসাদ রাজনীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না থাকলেও তাঁকে বিসর্জন দিতে হয়েছে সব কিছু। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ে তিনি স্বামীর হাত ধরে অজানা গন্তব্যে পাড়ি জমিয়েছিলেন।

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক সম্পর্কিত তথ্যাবলি

➤ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে অঙ্ক রয়েছে– **৪টি**।
➤ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মোট দৃশ্যসংখ্যা– **১২টি**।
➤ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সিরাজউদ্দৌলা স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন– **৮টি দৃশ্যে**।
➤ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্যসংখ্যা যথাক্রমে– **৩, ৩, ৪ ও ২টি**।
➤ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সর্বনিম্ন দুটি দৃশ্য রয়েছে– **চতুর্থ অঙ্কে**।
➤ রস বিচারে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি– **ট্র্যাজেডিধর্মী (শেক্সপিয়রীয় ট্র্যাজেডি)**।
➤ 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে– **প্রায় চল্লিশটি**।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।
- ভিক্টরি অর ডেথ, ভিক্টরি অর ডেথ।
- বিপদ আসন্ন দেখে কাপুরুষের মতো হাল ছেড়ে দিও না।
- যুদ্ধ করো, প্রাণপণে যুদ্ধ করো। ভিক্টরি অর ডেথ।
- ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করছি কোম্পানির টাকার জন্যে। তা বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়।
- যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?
- সৈন্য তো দূরের কথা এক ছটাক বারুদ পাঠিয়েও কেউ আমাদের সাহায্য করল না।
- ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।
- কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছে।
- এ পর্যন্ত তোমরা যে আচরণ করে এসেছ তাতে তোমাদের ওপর সত্যিকার জুলুম করতে পারলে আমি খুশি হতুম।
- বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার স্পর্ধা ইংরেজ পেলো কোথা থেকে আমি তার কৈফিয়ত চাই।
- বাংলাদেশে বাণিজ্য করবার অনুমতি দিল্লির বাদশাহ আমাদের দিয়েছেন।
- ফরাসিরা ডাকাত আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?
- ঘুষের অঙ্ক বড় বেশি মোটা হবার ফলেই নবাবের ধমকানি সত্ত্বেও কৃষ্ণবল্লভকে ত্যাগ করতে পারেননি মি. ড্রেক।
- তবু যদি মেয়েদের নৌকোয় করে কলকাতা থেকে না পালাতেন তা হলেও না হয় এই দম্ভ সহ্য করা যেত।
- অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটার অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে।
- প্রাণ বাঁচাবে কী করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন সব।
- আমি চিরকালই ইংরেজের বন্ধু। মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব আমি বজায় রাখিব।
- সুদূর লাহোর হইতে আমি বাংলাদেশে আসিয়াছি অর্থ উপার্জনের জন্য, যেমন আসিয়াছেন কোম্পানির লোকেরা।
- আমি দুধের হাড়ির কাছে যেতে না যেতেই কালি মেখে গুলবাঘা বনে যাই।
- রাজা রাজবল্লভের স্বার্থ যেমন নির্বিঘ্ন হবে আমাদের তেমন আশা নেই। কাজেই আমাদের পক্ষে নগদ কারবারই ভালো।
- দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়। আমি দওলতের পূজারী।
- গুরুতর কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে এমন আশঙ্কা আমার ছিল না।
- আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। বিচারক আপনারা।
- বাংলার প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারিনি বলে আমি তাদের কাছে অপরাধী।
- আমার বউকে ওরা খুন করে ফেলেছে হুজুর।
- ট্যাক্স দিয়ে বাণিজ্য কর বলে আমার নিরীহ প্রজার ওপরে অত্যাচার করবার অধিকার তোমরা পাওনি।
- আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাধের বিচারপ্রার্থী।
- বাংলার নবাবকে ভয় দেখাচ্ছেন সিপাহসালার?
- অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য ছলনা এবং শাঠ্যের ওপর আমাদের মৌলিক সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।
- বোঝা যতই দুর্বহ হোক একাই তা বইবার চেষ্টা করব।
- দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।
- গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমার জীবন নবাবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।
- ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্যে আমি নবাবের অনুগামী।
- রামজিকি কসম, ম্যায় কোরবান হুঁ নওয়াবকে লিয়ে।
- আমি নিস্তব্ধ হয়েছি অগ্নিগিরির মতো প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পরবার জন্যে তৈরি হচ্ছি।
- বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষার আর অধিকারের লাভা টগবগ করে ফুটে উঠছে ঘৃণা আর বিদ্বেষের অসহ্য উত্তাপে।
- শেষ পর্যন্ত দশ লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে তবে তার মুক্তি।
- আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি।
- মানিকচাঁদের মুক্তিমূল্য পঞ্চাশ কোটি টাকার কম হবে না।
- আমার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করলেও এক কোটি টাকা হবে না।
- একটু নুন জোগাড় হলেই কাঁচা খাব বলে মুলোটা হাতে নিয়েই ঘুরছিলাম।
- রাত-বেরাতে চলাফেরা করি ভূত পেত্নীর সঙ্গেও যোগ রাখতে হয় হুজুর।
- উদ্ধত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই শুধু ভেবেছি, একটা দিন, মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।
- চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র। এর ভেতর কর্তব্য স্থির করাই দায় হয়ে উঠেছে।
- সবাই উচ্চভিলাষী। সবাই সুযোগ খুঁজছে।
- তোমাকে ধরে বস্তাবন্দি হুলো-বেড়ালের মতো পানাপুকুরে দুইচারটে চুবুনি দিতে বাদশাহের ফরমান জোগাড় করতে হবে নাকি?
- যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, যার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না।
- উমিচাঁদ এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক।
- নকল দলিলে লেখা থাকবে যে নবাব হেরে গেলে কোম্পানি উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেবে।
- ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন।
- যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে কোম্পানি পাবেন এক কোটি টাকা, কলকাতার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন সত্তর লক্ষ টাকা, ক্লাইভ সাহেব পাবেন দশ লক্ষ টাকা।
- নবাবের তহবিল দুবার করে লুট করলেও তিন কোটি টাকা পাওয়া যাবে কিনা ভাবছি।
- আমরা শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য করবার প্রিভিলেজটুকু সিকিউরড করে নিচ্ছি।
- শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
- নানা প্রকারের দুশ্চিন্তায় আপনার শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়ছে।
- আমি জানতাম কাউয়ার্ডদের ওপর কোনো কাজের জন্যেই ভরসা করা যায় না।
- অদৃষ্টের পরিহাস-তাই ভুল করেছিলাম।
- আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।
- প্রয়োজন মতো যে কোন জায়গায় যাবার অনুমতি আমার আছে।
- আমার গুপ্তচর ভুল সংবাদ দেয় না।
- সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।
- ইউ আর স্যাক্রিফাইসিং দ্যা নবাব অ্যান্ড নট দ্যা কান্ট্রি, দেশের জন্যে দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন।
- অদৃষ্টের পরিহাস-তাই ভুল করেছিলাম।
- তোমার মুখে বড় বড় বুলি শুনলে গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়।
- বাংলার ভাগ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার সমস্ত খবরই আপনি রাখেন।
- অন্তত আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই।
- রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোলাযোগের সময়ে কোনো ক্ষমতাভিলাষী, স্বার্থপরায়ণ নারীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর।
- শুধু অপমান নয় আমাকে ধ্বংস করবার আয়োজনে সবাই কী রকম মেতে উঠেছে।
- শুধু ঘুম নেই শেয়াল আর সিরাজউদ্দৌলার চোখে।
- আমার একমাত্র ভরসা আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু।
- পাবলিকের মনে টেরর জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার গ্রানাইট ফাউন্ডেশন।
- আমি আশা করি কেউ তার জন্যে সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের বিপদ টেনে আনবেন না।
- পলাতক সিরাজউদ্দৌলা মিরকাশেমের সৈন্যদের হাতে ভগবানগোলায় বন্দি হয়েছে।
- আমি তাকে ইনাম দিচ্ছি বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি চব্বিশ পরগণার স্থায়ী মালিকানা।
- পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশিতে। কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়।
- কোথা থেকে আলো আসছে। বুঝি প্রভাত হয়ে এল।

গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্র : 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান কোনটি?– **ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ**।

প্র : কলকাতার নাম আলিনগর ঘোষণা করেন কে?– **সিরাজউদ্দৌলা**।

প্র : 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে প্রথম কোন চরিত্রের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়?– **ক্লেটন**।

প্র : কাকে আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়?– **রাজা মানিকচাঁদকে**।

প্র : 'প্রাণপণে যুদ্ধ করো, সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক' এ কথাটি কার?– **ক্যাপ্টেন ক্লেটনের**।

প্র : নবাবের রাজধানী ছিল কোথায়?– **মুর্শিদাবাদে**।

প্র : মোহাম্মদি বেগ কত টাকার বিনিময়ে সিরাজকে হত্যা করতে রাজি হয়েছিল?– **দশ হাজার**

প্র : 'স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি' বলতে বোঝা হয়েছে– **সাহসিকতা**।

প্র : 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সময়কাল কোনটি?– **১৭৫৬ সাল ১৯ জু**

প্র : 'ডাচ' শব্দটি দ্বারা কোন জাতিকে নির্দেশ করা হয়?– **ওলন্দাজ বা হল্যান্ডের অধিবাসীদের**

প্র : 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে 'কোম্পানি' শব্দটি দ্বারা কোন কোম্পানিকে নির্দেশ কর **ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানিকে**।

প্র : 'যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।' এই সংলাপটি কার?– **ক্লেটনের**

প্র : নবাবের পদাতিক বাহিনী কোথাকার রাস্তা দিয়ে চলে এসেছে?– **দমদমের সরু রাস্তা দিয়ে**

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com
• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্র : নবাবের গোলন্দাজ বাহিনী কোন খাল পেরিয়ে ইংরেজ দুর্গের দিকে এগিয়ে আসে?– **শিয়ালদহের মারাঠা খাল।**

প্র : 'কাপুরুষ বেইমান, জ্বলন্ত আগুনের মুখে বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যায়।' কাদের উদ্দেশ করে ক্লেটন এই উক্তিটি করেন?– **মিনচিন, ফ্রাঙ্কল্যান্ড, ম্যানিংহাম।**

প্র : ইংল্যান্ডের বীর সন্তান বলে কে নিজেকে পরিচয় দেয়?– **ক্লেটন।**

প্র : উইলিয়াম ওয়াটস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোন এলাকার কুঠির পরিচালক ছিল?– **কাশিমবাজার।**

প্র : পেশায় চিকিৎসক হলওয়েল কোন কল্পিত ঘটনা প্রচার করে?– **অন্ধকূপ হত্যা।**

প্র : 'আপনি নবাবের সেনাধ্যক্ষ রাজা মানিকচাঁদের কাছে একখানা পত্র লিখে পাঠান।' সংলাপটি কাকে উদ্দেশ করে কে করেছে?– **উমিচাঁদকে হলওয়েল।**

প্র : হলওয়েলের উপাধি সার্জন হলে রোজার ড্রেক ও ক্লেটনের উপাধি যথাক্রমে কী কী?– **গভর্নর ও ক্যাপ্টেন।**

প্র : 'আপনিই এখন কমান্ডার-ইন-চিফ।' উমিচাঁদ কাকে উদ্দেশ করে এই সংলাপটি করেছেন?– **হলওয়েল।**

প্র : 'কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছেন।' হলওয়েলকে উদ্দেশ করে উক্ত সংলাপটি কে করেছেন?– **নবাব সিরাজউদ্দৌলা।**

প্র : 'নবাবসৈন্য কলকাতা আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে রোজার ড্রেক প্রাণভয়ে কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে।' সংলাপটি কার?– **সিরাজউদ্দৌলার।**

প্র : ইংরেজরা আত্মরক্ষার নামে কোথায় গোপনে অস্ত্র আমদানি করছিল?– **কাশিমবাজারে।**

প্র : 'নবাব আলিবর্দি আমাদের বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছেন।' সিরাজকে উদ্দেশ করে কে এই সংলাপটি করেন?– **হলওয়েল।**

প্র : 'ফরাসিরা ডাকাত! আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, কেমন?' হলওয়েলকে উদ্দেশ্য করে কে এই সংলাপটি করেন?– **নবাব সিরাজ।**

প্র : 'নাসারার দুর্গ এই ফোর্ট উইলিয়ামের ভেতরে একটি মসজিদ তৈরি হবে।' কাকে এই আয়োজন করতে বলা হয়?– **মিরমর্দানকে।**

প্র : ক্লেটন, জর্জ, হলওয়েল এরা সম্মিলিতভাবে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় কোথায়?– **ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে।**

প্র : মিরজাফরের প্রকৃত নাম কী?– **মিরজাফর আলি খান।**

প্র : মিরজাফর ভারতবর্ষে আসেন কোথা থেকে?– **পারস্য থেকে।**

প্র : 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতে কোন সময়ের উল্লেখ আছে?– **১৭৫৬ সাল, ৩ জুলাই।**

প্র : 'কলকাতা থেকে নবাবের তাড়া খেয়ে ইংরেজরা আস্তানা গেড়েছে কোথায়?– **ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজে।**

প্র : 'এত অল্পে অধৈর্য হলে চলবে কেন?' সংলাপটি কিলপ্যাট্রিক কাকে উদ্দেশ করে বলেন?– **হ্যারি।**

প্র : জগৎশেঠ কে ছিলেন?– **নবাবের সেনাপতি মানিকচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র।**

প্র : ফতেহ চাঁদকে 'জগৎশেঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয় কত সালে?- **১৭২৩ সালে।**

প্র : ভাগীরথী নদীতে ইংরেজদের ভাসমান জাহাজে কোন কোন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়?– **ম্যালেরিয়া ও আমাশয়।**

প্র : ভাগীরথী নদীতে অবস্থানরত ইংরেজদের জাহাজ থেকে কলকাতার দূরত্ব কত ছিল?– **চল্লিশ মাইলের ভেতরে।**

প্র : নারান সিং কী ছদ্মনামে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের খবর নবাবকে জানাতেন– **রাইসুল জুহালা।**

প্র : বিশ্বাসঘাতক ও অর্থলোলুপ মন্ত্রী রাজবল্লভ কোথাকার অধিবাসী ছিলেন?– **ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী।**

প্র : মিরন কোন অপরাধে রায়দুর্লভকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন?– **অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে।**

প্র : 'সিপাহসালার' বলতে কাকে বোঝায়?– **সেনাপতিকে।**

প্র : কে নিজেকে দওলতের পূজারি বলে পরিচয় দেন?– **উমিচাঁদ।**

প্র : কাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলা মোহনলালের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠানোর ব্যবস্থা করেন?– **শওকতজঙ্গকে।**

প্র : 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সময়কাল ও স্থান কোনটি?– **১৭৫৭ সালের ১০ মার্চ, নবাবের দরবার।**

প্র : স্থানীয় লোকজনের তৈরি লবণ ইংরেজরা তিন-চার আনা মণ দরে কিনে কত টাকা মণ দিয়ে বিক্রি করে?– **দুই-আড়াই টাকা।**

প্র : 'ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্য আমি নবাবের অনুগত...' একথা কে বলেন?– **রায়দুর্লভ।**

প্র : ইংরেজরা কাকে ঘুষ দিয়ে চন্দননগর ধ্বংস করে?– **বেইমান নন্দকুমারকে।**

প্র : 'আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি।' সংলাপটি কে করেছিলেন?– **মিরজাফর**

প্র : 'একটু নুন জোগাড় হলেই কাঁচা খাব বলে মুলোটা হাতে নিয়ে ঘুরছিলাম।' কে ... উক্তিটি করেন?– **রাইসুল জুহালা।**

প্র : মিরন কার পুত্র?– **মিরজাফরের।**

প্র : রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন কত ... বয়সে?– **১৭ বছর।**

প্র : 'চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র' - সংলাপটি রায়দুর্লভ কাকে উদ্দেশ ... বলেন?– **মিরনকে।**

প্র : 'খাজাঞ্চি বলতে কোন ব্যক্তিকে বোঝায়?'– **কোষাধ্যক্ষকে।**

প্র : রমণীর ছদ্মবেশে মিরনের বাসগৃহে প্রবেশ করেন কারা?– **ওয়াটস ও ক্লাইভ।**

প্র : 'আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়' সংলাপটি রাজবল্লভের উদ্দেশে কে করেছেন?– **ক্যাপ্টেন ক্লেটন।**

প্র : ওয়াটসনের পদমর্যাদা কী ছিল?– **ইংরেজ নৌবাহিনী প্রধান।**

প্র : 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য কোথায় সংঘটিত হয়েছে?– **লুৎফুন্নিসার কক্ষে।**

প্র : 'সিরাউদ্দৌলা' নাটকে বর্তমানে বাংলাদেশের কোন স্থানের নাম বেশিবার উল্লেখ করা হয়েছে?– **মতিঝিল।**

প্র : আলিবর্দি খাঁর কনিষ্ঠ কন্যা আমিনার স্বামীর নাম কী?– **জয়েন উদ্দিন।**

প্র : 'তুমি কম সাপিনী নও' ঘসেটি বেগমের এ সংলাপ কাকে উদ্দেশ করে?– **আমিনা বেগমকে**

প্র : 'সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও। এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।' ঘসেটি বেগমের এই বিষ মাখানো উক্তি কাকে উদ্দেশ করে?– **লুৎফুন্নিসাকে**

প্র : 'রৌশনি' শব্দের অর্থ কী?– **আলোকসজ্জা।**

প্র : সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে অংশগ্রহণকারী অন্যতম বিশ্বস্ত ফরাসি সেনাপতি ছিলেন কে?– **সাঁফ্রে**

প্র : মিরজাফরের বিশ্বস্ত গুপ্তচর উমর বেগ জমাদারকে খুন করা হয়েছিল কার হুকুমে?– **মোহনলালের।**

প্র : নবাবের পক্ষে পশ্চিম দিকে গঙ্গার ধারে উঁচু স্থানে অবস্থান কার ছিল?– **বর্দি আলি খাঁর।**

প্র : পলাশি যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে শলাপরামর্শের জন্য সিরাজের শিবিরে কে কে উপস্থিত ছিলেন?– **মোহনলাল, মিরমর্দান।**

প্র : টুলের উপর দাঁড়িয়ে দূরবিন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখার চেষ্টা করেন কে?– **নবাব নিজেই।**

প্র : নারান সিংকে গুলি করে হত্যা করে কে?– **ক্লাইভ।**

প্র : নাটোরের মহারানি ভবানীর স্বামীর নাম কী?– **রাজা রামকান্ত রায়।**

প্র : নাটোরের মহারানি ভবানী যে কারণে স্বনামধন্যা হয়ে আছেন?– **দীনদুঃখীর দুর্দশা মোচন ও সমাজকল্যাণের জন্য।**

প্র : 'আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বিহার থেকে রামনারায়ণ, পাটনা থেকে ফরাসি বীর মসিয়ে ল।' এ সংলাপটি কার?– **নবাবের।**

প্র : কোথায় যেতে পারলে আবার প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে বলে নবাব প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন?– **পাটনায়।**

প্র : শিখ ধর্মের অনুসারী ছিলেন কোন ব্যক্তি?– **উমিচাঁদ।**

প্র : 'long live Nabab jafar Ali khan' সংলাপটি কার?– **ক্লাইভের।**

প্র : যুদ্ধে নবাব হেরে গেলে উমিচাঁদকে ক্লাইভ কত টাকা দেওয়ার কথা ছিল?– **২০ লক্ষ টাকা।**

প্র : মিরজাফরকে সহায়তার বিনিময়ে ক্লাইভ কত টাকা আয়ের জমিদারি লাভ করে?– **বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা।**

প্র : মিরন নবাবকে হত্যা করার জন্য কাকে নিয়োগ করে?– **মোহাম্মদি বেগকে।**

প্র : মিরজাফর আলি খান সিরাজের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন বলে নবাবকে জানায় কে?– **মিরন**

প্র : সিরাজের পিতা-মাতা শৈশবে পুত্রস্নেহে লালন-পালন করেছিলেন কাকে?– **মোহাম্মদি বেগকে।**

প্র : মোহাম্মদি বেগ লাঠি ফেলে খাপ থেকে ছোরা খুলে সিরাজের শরীরের কোথায় আঘাত করল?– **পিঠে।**

প্র : ঘসেটি বেগম সিরাজের– **খালা।**

প্র : মিরজাফর কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়– **কুষ্ঠরোগ।**

প্র : প্রথম সার্থক বাংলা নাটক কোনটি?– **শর্মিষ্ঠা।**

প্র : 'সাদা নিশান' কিসের প্রতীক?– **সন্ধির।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আজ আমার ভরসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তি নয় ...' – সিরাজউদ্দৌলা তাহলে পলাশিতে কীসের ওপর ভরসা করতে চেয়েছিলেন? [খ ১৭-১৮]
ক. সাঁফ্রের সৈন্যদলের সাহসিকতার ওপর
খ. মোহনলাল-মিরমর্দানের বিচক্ষণতার ওপর
গ. মিরজাফর-রায়দুর্লভের স্বদেশপ্রেমের ওপর
ঘ. ক্লাইভের সৈন্যদলের দুর্বলতার ওপর

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০২. 'আচ্ছা, আমি রাজা মানিকচাঁদের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনি দুর্গ প্রাকারে সাদা নিশান উড়িয়ে দিন।' কার সংলাপ? [C, ১৭-১৮]
ক. উমিচাঁদ খ. সিরাজ গ. হলওয়েল ঘ. মিরমর্দন

০৩. 'চিঠিপত্র যত কম দেওয়া যায় ততই ভালো, কে জানে কোথায় সিরাজের গুপ্তচর ওৎপেতে বসে আছে।' কার সংলাপ? [C, ১৭-১৮]
ক. জগৎশেঠ খ. রাইস গ. মিরজাফর ঘ. রায় দুর্লভ

০৪. 'শওকত জঙ্গ আপনাদেরই ছেলে। সে নবাবি পেলে প্রকারান্তরে আপনারাই তো দেশের মালিক হয়ে বসবেন।' সংলাপটি কার? [C, ১৭-১৮]
ক. জগৎশেঠ খ. মিরজাফর গ. ঘসেটি বেগম ঘ. রায় দুর্লভ

০৫. 'তোমার নিজের হাতেই সিরাজউদ্দৌলাকে মারতে হবে ইন ইউর ওন ইন্টারেস্ট' কার উক্তি? [C, ১৭-১৮]
ক. মিরন খ. ড্রেক গ. রাইস ঘ. ক্লাইভ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. সিকান্দার আবু জাফরের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটির প্রথম দৃশ্যের স্থান কোথায়? [A১৭-১৮]
ক. কাশিমপুর কুঠি খ. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ
গ. চন্দনগর কুঠি ঘ. রানি ভবানীর প্রাসাদ

০৭. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটির রচয়িতা কে? [C ১৭-১৮]
ক. সিকান্দার আবু জাফর খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. উৎপল দত্ত ঘ. সাঈদ আহমদ

০৮. 'স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সঙ্কল্প টলাতে পারেনি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [D১৭-১৮]
ক. সাহসিকতা খ. ভীরুতা গ. পলায়নপরতা ঘ. নির্দয়তা

০৯. সিকান্দার আবু জাফরের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচরের নাম কী? [A ১৭-১৮]
ক. নায়ান সিং খ. নারান সিং গ. নয়ন সিং ঘ. নকুল সিং

১০. সিকান্দার আবু জাফর মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন পত্রিকা সম্পাদনা করতেন? [B১৭-১৮]
ক. দৈনিক নবযুগ খ. সাপ্তাহিক অভিযান
গ. দৈনিক বাংলা ঘ. ইত্তেফাক

১১. 'দেয়াল? কোথায় দেয়াল জাঁহাপনা?' সংলাপটি কে বলেছে? [B ১৬-১৭]
ক. লুৎফা খ. সিরাজ গ. মোহনলাল ঘ. আমিনা বেগম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১২. 'বোঝা যত দুর্বহই হোক, একাই তা বইবার চেষ্টা করব'– উক্তিটি কার? [B১৭-১৮]
ক. মিরজাফর খ. সিরাজউদ্দৌলা
গ. জগৎশেঠ ঘ. লুৎফুন্নিসা

১৩. সিরাজউদ্দৌলার পিতার নাম– [B১৭-১৮]
ক. সুজাউদ্দৌলা খ. মঈনুদ্দীন গ. আসাফদ্দৌলা ঘ. জয়েন উদ্দিন

১৪. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকটি প্রকাশিত হয় কত সালে? [AP১৭-১৮; রাবি B ১৭-১৮]
ক. ১৯৬৫ খ. ১৯৫২ গ. ১৯৬৬ ঘ. ১৯৫১

১৫. সততার চেয়ে অর্থকে অধিকতর মূল্যবান মনে করে কোন চরিত্র? [D3 ১৬-১৭]
ক. ঘসেটি বেগম খ. লুৎফুন্নেসা গ. ক্লেটন ঘ. উমিচাঁদ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১৬. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নবাব সিরাজের হত্যাকারী কে? [A ১৭-১৮]
ক. মোহাম্মদী বেগ খ. মিরজাফর গ. মিরন ঘ. ক্লাইভ

১৭. 'ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়' এটি কার সংলাপ? [A ১৭-১৮]
ক. মোহনলালের খ. মিরমর্দানের গ. সিরাজউদ্দৌলার ঘ. ক্লাইভের

১৮. রসের দিক থেকে 'সিরাজউদ্দৌলা' কোন শ্রেণির নাটক? [A ১৭-১৮]
ক. বীর রসাত্মক খ. হাস্য রসাত্মক গ. ব্যঙ্গ রসাত্মক ঘ. করুণ রসাত্মক

১৯. পলাশির যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের নেতৃত্ব দেয় কে? [A ১৭-১৮]
ক. কর্নেল ক্লাইভ খ. হলওয়েল গ. মিরজাফর ঘ. ওয়াটস

২০. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের কোন অঙ্কে দৃশ্যসংখ্যা সবচেয়ে বেশি? [C ১৭-১৮]
ক. তৃতীয় খ. দ্বিতীয় গ. চতুর্থ ঘ. প্রথম

২১. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের শেষ দৃশ্যের স্থানিক পটভূমি কোথায়? [A ১৭-১৮]
ক. জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা খ. নবাবের দরবার
গ. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ঘ. পলাশীর প্রান্তর

২২. ১৭৪০-১৭৫৬ পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন কে? [C ১৬-১৭]
ক. সিরাজউদ্দৌলা খ. আলিবর্দি খাঁ গ. মীর জাফর ঘ. মীর কাশেম

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

২৩. 'সিরাজের পতন কে না চায়' সংলাপটি কার? [B ১৭-১৮]
ক. রায়দুর্লভ খ. মীরজাফর গ. উমিচাঁদ ঘ. ঘসেটি বেগম

২৪. মিরজাফরের গুপ্তচর কে? [B ১৭-১৮]
ক. কমর বেগ খ. উমর বেগ গ. মানিকচাঁদ ঘ. রাইসুল জুহালা

২৫. রাইসুল জুহালা কে? [B ১৭-১৮]
ক. মিরমর্দান খ. মোহনলাল গ. নারান সিং ঘ. মিরন

২৬. সিকান্দার আবু জাফর রচিত উপন্যাস কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক. মাটি আর অশ্রু খ. পদ্মা মেঘনা যমুনা
গ. দেয়াল ঘ. কাঁদো নদী কাঁদো

২৭. 'কেউ এক চুল নড়লে প্রাণ যাবে' উক্তিটি কার? [C ১৭-১৮; রাবি B ১৬-১৭]
ক. রাজবল্লভের খ. মানিকচাঁদের গ. রায়দুর্লভের ঘ. উমিচাঁদের

২৮. 'বাংলার প্রজা সাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারিনি' -নবাব এর দ্বারা কি বুঝিয়েছেন? [H ১৬-১৭]
ক. সাহসী খ. সন্ত্রাসী গ. অপরাধী ঘ. সুবিবেচক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

২৯. সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? [AL ১৭-১৮; বেরোবি A ১৭-১৮]
ক. দৈনিক বাংলা খ. সমকাল গ. শিখা ঘ. সওগাত

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

৩০. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কোন দুর্গের বর্ণনা আছে? [C ১৬-১৭]
ক. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ খ. টিপু সুলতানের দুর্গ
গ. তিতুমিরের দুর্গ ঘ. পড়-মান্দারণ দুর্গ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৩১. 'সিরাজউদ্দৌলা'- নাটকের কোন অঙ্কের কোন দৃশ্যে সিরাজকে একজন হৃদয়বান, মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে? [G ১৭-১৮]
ক. দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে খ. দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে
গ. তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ঘ. তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে

৩২. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম সংলাপটি কার? [D ১৬-১৭]
ক. নবাব সিরাজউদ্দৌলার খ. মীর জাফরের
গ. রাইসুল জুহালার ঘ. ক্লেটনের

ঢাবি অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

৩৩. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে যে পাখির ডাক অশুভ বলে বিবেচিত–
ক. কাক খ. কোকিল গ. ফিঙ্গে ঘ. পেঁচা

৩৪. 'সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?' উক্তিটি কার?
ক. রাজবল্লভ খ. জগৎশেঠ গ. উমিচাঁদ ঘ. মীরজাফর

০১.গ	০২.ক	০৩.গ	০৪.গ	০৫.ঘ	০৬.খ	০৭.ক	০৮.ক	০৯.খ
১০.খ	১১.ক	১২.খ	১৩.ঘ	১৪.ক	১৫.ঘ	১৬.ক	১৭.গ	১৮.ঘ
১৯.ক	২০.ক	২১.ক	২২.খ	২৩.ঘ	২৪.ক	২৫.গ	২৬.ক	২৭.খ
২৮.ঘ	২৯.খ	৩০.ক	৩১.ক	৩২.ঘ	৩৩.ঘ	৩৪.ঘ		

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ (MCQ) প্রশ্নাবলি

০১. ইংরেজদের বাণিজ্য অধিকার প্রত্যাহারের কারণ কী ছিল?
ক. রাজস্ব প্রদানে অনীহা খ. কূটকৌশল
গ. বিদ্রোহী মনোভাব ঘ. ধৃষ্টতা

০২. 'ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটার অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে' -মার্টিন কথাটি কেন বলেছে?
ক. হলওয়েল ঘুষ খাওয়ার কথা অস্বীকার করলে
খ. উমিচাঁদ ঘুষ খাওয়ায় কথা অস্বীকার করলে
গ. জগৎশেঠ ঘুষ খাওয়ার কথা অস্বীকার করলে
ঘ. গভর্নর ড্রেক ঘুষ খাওয়ার কথা অস্বীকার করলে

০৩. সিরাজউদ্দৌলার বিরোধী পক্ষ শওকত জঙ্গকে নবাব করতে চেয়েছিলেন কেন?
ক. অত্যাচারী শাসনের অবসান হবে খ. বাণিজ্য দ্বার উন্মুক্ত হবে
গ. আপন আপন উদ্দেশ্য হাসিল হবে ঘ. জনমনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে

০৪. প্রৌঢ়া ঘসেটি বেগম কেমন সাজে সজ্জিত ছিলেন?
ক. জৌলুসহীন নিরাভরণ সাজে খ. রাজমাতার সাজে
গ. জাঁকজমকপূর্ণ জলসার সাজে ঘ. নিরালংকার সাজে

০৫. দুর্বলতা, অকর্মণ্যতা ও নারীমগ্ন থাকার কারণে কাকে প্রাণ দিতে হয়েছে?
ক. মুর্শিদকুলি খাঁকে খ. সরফরাজ খাঁকে
গ. আলিবর্দি খাঁকে ঘ. হোসেন কুলি খাঁকে

০৬. 'আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিমের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠেছে।' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজা দৃঢ় প্রতিবাদী হবে
খ. সিপাহসালারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজা কঠোর হবে
গ. নবাবের অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করবে
ঘ. সকল গোপন ষড়যন্ত্র প্রজারা কঠোর হস্তে দমন করবে

০৭. উমিচাঁদজিকে দেওয়ার জন্য মিরজাফর গুপ্তচর রাইসকে কী দিয়েছিলেন?
ক. হীরার আংটি খ. সোনার মোহর গ. সাংকেতিক মোহর ঘ. রূপার মুদ্রা

০৮. 'আজ নবাবকে ভোগাচ্ছেন কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কী বিশ্বাস করা যায়?' সংলাপটি কার?
ক. উমিচাঁদের খ. ক্লাইভের গ. রায়দুর্লভের ঘ. ওয়াট্‌সের

০৯. সন্ধি অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবে। কিন্তু রাজ্য চালাবে কে?
ক. পর্তুগিজ খ. ইংরেজরা গ. কোম্পানি ঘ. মিরজাফর

১০. 'কিন্তু দেশের শাসনক্ষমতায়, আপনারা হাত দেবেন এ তো ভালো কথা নয়' কে, কাকে বলেছেন?
ক. মিরজাফর, ক্লাইভকে খ. সিরাজউদ্দৌলা, ক্লাইভকে
গ. জগৎশেঠ, ক্লাইভকে ঘ. রায়দুর্লভ, ক্লাইভকে

১১. 'সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?' এখানে মিরজাফর চরিত্রের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?
ক. বাংলা বিক্রি করতে মনের কষ্ট হওয়া খ. নবাব হওয়ার বাসনা পূর্ণতার দিকে যাওয়া
গ. সাময়িক দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতা ঘ. আনন্দিত মনে উচ্ছ্বাস

১২. দলিলে সই করার সময় সংগীতের সুর কিরূপ ছিল?
ক. প্রাণোচ্ছল খ. করুণ গ. মধুর ঘ. বেদনার

১৩. 'শুধু শওকত জঙ্গ কেন, আমার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যও ওঁর দান কম নয়।' এখানে কার দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?
ক. মিরজাফরের খ. মিরনের গ. ঘসেটি বেগমের ঘ. উমিচাঁদের

১৪. 'নিশ্চিত সাধারণ গৃহস্থের ছোট্ট সাজানো সংসার আমরা পেতাম' -এ স্বপ্ন কার?
ক. লুৎফুন্নিসার খ. সিরাজউদ্দৌলার গ. আমিনার ঘ. ঘসেটি বেগমের

১৫. নবাব পক্ষের সব সিপাই লড়বে কিনা, সিরাজের এ দ্বিধান্বিত আশঙ্কার কারণ কী?
ক. সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে খ. ইংরেজরা যুদ্ধ নাও করতে পারে
গ. ইংরেজরা আগাম আক্রমণ করতে পারে ঘ. নবাব সৈন্য পরাজিত হতে পারে

১৬. পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার একমাত্র ভরসা কী ছিল?
ক. সেনাবাহিনীর শক্তিতে খ. সেনাবাহিনীর দেশপ্রীতি জেগে ওঠার সম্ভাবনাটুকু
গ. ইংরেজদের পরাজয় ঘ. রাজধানীর কঠোর নিরাপত্তা

১৭. গোলার আঘাতে কোম্পানির ফৌজ পিছু হটতে শুরু করলে কে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দেন?
ক. মোহনলাল খ. সিরাজউদ্দৌলা গ. উমিচাঁদ ঘ. মিরজাফর

১৮. যুদ্ধের প্রথম মহড়ায় কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল?
ক. গঙ্গার তীরে খ. শিবিরে গ. লক্ষবাগে ঘ. ভাগীরথীর তীরে

১৯. বারুদ অকেজো হয়ে পড়েছিল কেন?
ক. বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল খ. নকল ছিল
গ. জোয়ারে ডুবে গিয়েছিল ঘ. শত্রুপক্ষ নষ্ট করে দিয়েছিল

২০. কে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাননি?
ক. মিরমর্দান খ. মোহনলাল গ. মিরজাফর ঘ. সাঁফ্রে

২১. উপযুক্ত মর্যাদায় কার লাশ দাফন করতে হবে?
ক. মিরজাফরের খ. মিরমর্দানের গ. মোহনলালের ঘ. মিরনের

২২. 'বাংলার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে তো আমি' -উক্তিটি কে করেছেন?
ক. মোহনলাল খ. সিরাজউদ্দৌলা গ. মিরজাফর ঘ. মিরমর্দান

২৩. 'পেছনে থেকে আক্রমণ করার সুযোগ দিলে মৃত্যুর হাত থেকে পালানো যায় না' উক্তিটি কার?
ক. সিরাজউদ্দৌলার খ. মোহনলালের গ. মিরজাফরের ঘ. লর্ড ক্লাইভের

২৪. কখন এদেশের স্বাধীনতা চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে বলে সিরাজউদ্দৌলা উপলব্ধি করেন?
ক. পলাশির প্রান্তরে পরাজিত হলে খ. সেনাপতি নিহত হলে
গ. ক্লাইভের হাতে রাজধানীর পতন হলে ঘ. মিরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করলে

২৫. সিরাজউদ্দৌলা নাটকে কোন মহারানির উল্লেখ রয়েছে?
ক. রাজশাহীর খ. খুলনার গ. ঢাকার ঘ. নাটোরের

২৬. 'ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়' উক্তিটি কার?
ক. সিরাউদ্দৌলার খ. মিরমর্দানের গ. মোহনলালের ঘ. লর্ড ক্লাইভের

২৭. 'দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তূপে চাপা না পড়ে' এখানে সিরাজউদ্দৌলা কাকে দেশপ্রেমিক বলেছেন?
ক. পলাশির যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের খ. মুর্শিদাবাদের জনসাধারণকে
গ. আপামর জনসাধারণকে ঘ. পলাশির যুদ্ধে নিহত সেনাপতিদের

২৮. 'অন্ধকার ফাঁকা ঘরে বসে থেকে লাভ নেই নবাব!' -সংলাপটি কার?
ক. ঘসেটি বেগমের খ. জনৈক প্রহরীর গ. লুৎফুন্নেসার ঘ. মোহনলালের

২৯. 'ইনি কি নবাব না ফকির?' কে, কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে?
ক. ক্লাইভ, মিরনকে খ. ক্লাইভ, মিরজাফরকে
গ. ওয়াটস, মিরনকে ঘ. ওয়াটস, মিরজাফরকে

৩০. 'সে মসনদে বসতে হলে আপনার হাত ধরেই বসবো, তা না হলে নয়' -কে, কাকে এ কথা বলেছে?
ক. মিরজাফর, ড্রেককে খ. মিরজাফর, ক্লাইভকে
গ. মিরজাফর, ওয়াটসকে ঘ. মিরজাফর, হলওয়েলকে

৩১. 'সিরাজউদ্দৌলা এখন কয়েদি ওয়ার ক্রিমিনাল।' উক্তিটি কার?
ক. মিরনের খ. ওয়াটসের গ. মিরজাফরের ঘ. লর্ড ক্লাইভের

৩২. কার সংলাপের মাধ্যমে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে?
ক. ক্লাইভের খ. সিরাজের গ. মোহাম্মদি বেগের ঘ. মিরনের

৩৩. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে কীভাবে?
ক. যন্ত্রণার মাধ্যমে খ. সহানুভূতির মাধ্যমে
গ. মিলনের মাধ্যমে ঘ. বিরহের মাধ্যমে

৩৪. 'কাপুরুষ বাঙালির কাছে যুদ্ধ বন্ধ হবে না।'– কার উক্তি?
ক. হলওয়েল খ. ক্রেটন গ. ওয়াটস ঘ. ড্রেক

৩৫. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান–
ক. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ খ. ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ
গ. সংস্কৃত কলেজ ঘ. হিন্দু কলেজ

৩৬. 'সব ব্যাপারে সবার মাথা গলানো সাজে না।' কাকে লক্ষ্য করে উক্তিটি করেছেন?
ক. ক্রেটন খ. মার্টিন গ. ওয়াটস ঘ. কিলপ্যাট্রিক

৩৭. 'আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।' ক্লাইভের এ মন্তব্যের কারণ কী?
ক. চক্রান্ত সফল হওয়ায় খ. মিরজাফর স্বাক্ষর করায়
গ. সন্তোষ চেপে রাখতে না পেরে ঘ. অসন্তুষ্ট হয়ে

৩৮. রজার ড্রেক কে?
ক. গভর্নর খ. ক্যাপ্টেন গ. সেনাপতি ঘ. কলকাতায়

৩৯. মির কাশেমের পত্রানুযায়ী সিরাজ তাঁর সৈন্যদের হাতে কোথায় বন্দি হন?
ক. পাটনায় খ. পলাশিতে গ. ভগবানগোলায় ঘ. কলকাতায়

৪০. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে কয়টি দৃশ্য আছে?
ক. দুইটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. একটি

৪১. 'A perfect scoundrel is this Omichand' সংলাপটি কে করেছিল?
ক. ওয়াটস খ. ড্রেক গ. হলওয়েল ঘ. জর্জ

৪২. 'দওলত আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়।' উক্তিটি কার?
ক. মিরজাফর খ. শওকত জঙ্গ গ. ঘসেটি বেগম ঘ. উমিচাঁদ

০১.ঘ	০২.ঘ	০৩.গ	০৪.গ	০৫.ঘ	০৬.ক	০৭.গ	০৮.খ	০৯.গ	১০.গ	১১.গ
১২.খ	১৩.গ	১৪.খ	১৫.ক	১৬.খ	১৭.ঘ	১৮.গ	১৯.ক	২০.খ	২১.খ	২২.[illegible]
২৩.ক	২৪.গ	২৫.ঘ	২৬.ক	২৭.ঘ	২৮.গ	২৯.খ	৩০.খ	৩১.ঘ	৩২.গ	৩৩.[illegible]
৩৪.খ	৩৫.খ	৩৬.খ	৩৭.ক	৩৮.ক	৩৯.গ	৪০.খ	৪১.খ	৪২.ঘ		

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৪৩. তামা-তুলসী-গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করেন কে?
ক. উমিচাঁদ খ. মানিকচাঁদ গ. রায়দুর্লভ ঘ. রাজবল্লভ

৪৪. কার অনুমতি পেয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে-
ক. বাবর খ. আকবর গ. হুমায়ূন ঘ. জাহাঙ্গীরের

৪৫. কোথায় নবাবের বিরুদ্ধে গোপন সভা বসে?
ক. জগৎশেঠের বাড়িতে খ. ঘসেটি বেগমের বাড়িতে
গ. মিরজাফরের বাড়িতে ঘ. মিরনের বাড়িতে

৪৬. বাংলা সাহিত্যে কোন নাটক– নাট্যাঙ্গনে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটায়?
ক. ভদ্রার্জুন খ. কুলীনকুল সর্বস্ব গ. শর্মিষ্ঠা ঘ. রাজা

৪৭. 'এবার আমি আঘাত হানবই।' উক্তিটিতে মিরজাফরের যে মনোভাবের কথা প্রকাশ পেয়েছে-
ক. নিষ্ঠুরতার খ. সাহসিকতার গ. উদ্যমতার ঘ. বীর্যবানের

৪৮. 'ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।' উক্তিটি কার?
ক. রায়দুর্লভের খ. জগৎশেঠের গ. মিরজাফরের ঘ. উমিচাঁদের

৪৯. নবাবের মুখের শেষ বাক্যটি কী?
ক. বাংলার মানুষ তোমাদের ক্ষমা করবে না খ. এটা তোমরা অনেক বড় ভুল করলে
গ. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ঘ. লুৎফুন্নেসা তুমি ভালো থেকো

৫০. কাকে আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়?
ক. মিরমর্দানকে খ. রাজা মানিকচাঁদকে গ. উমিচাঁদকে ঘ. রাজবল্লভকে

৫১. মোহাম্মদি বেগ সিরাজউদ্দৌলাকে প্রথমে কী দিয়ে আঘাত করে?
ক. বল্লম খ. ছোরা গ. তলোয়ার ঘ. লাঠি

৫২. 'ওর কাছে সবকিছুই যেন জুয়াখেলা' পঠিত নাটকে 'ওর' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক. ক্লাইভকে খ. মিরজাফরকে গ. রাজবল্লভকে ঘ. জগৎশেঠকে

৫৩. সিরাজউদ্দৌলা ওয়াটসকে দরবার থেকে বের করে দিয়েছিলেন কেন?
ক. গুপ্তচরকে সহযোগিতা করায় খ. নবাবের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায়
গ. গুপ্তচর হিসেবে কাজ করায় ঘ. আলিনগরের সন্ধি অমান্য করায়

৫৪. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে মোট কয়টি অঙ্ক ?
ক. দুইটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৫৫. পলাশি যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য কী ?
ক. শঠতা করে নবাব সৈন্যকে বিপথে চালিত করা হয়েছে
খ. মিরজাফর প্রাণপণ সৈন্য বাহিনী পরিচালনা করেছে
গ. পলাশিতে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়
ঘ. ইংরেজরা অতর্কিত আক্রমণ করে জয়ী হয়েছে

৫৬. 'Standing like pillars' বলা হয়েছে কাদের ?
ক. মিরমর্দান, মোহনলাল, সাঁফ্রেকে খ. শওকতজঙ্গ, রাজবল্লভকে
গ. মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভকে ঘ. মিরন, শওকতজঙ্গ, নওয়াজিস খানকে

৫৭. কোন নামটি কর্মদোষে ধিক্কৃত হয়েছে?
ক. মিরমর্দান খ. আলিবর্দি খাঁ গ. মিরজাফর ঘ. ক্লাইভ

৫৮. কলকাতা নাম আলিনগর ঘোষণা করেন কে?
ক. রায়দুর্লভ খ. মিরমর্দান গ. মানিকচাঁদ ঘ. সিরাজউদ্দৌলা

৫৯. নবাব সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করলে ইংরেজদের অবস্থা কেমন হয়েছিল ?
ক. উৎসাহব্যঞ্জক খ. শোচনীয় গ. সাহসী ঘ. ভয়ঙ্কর

৬০. 'আমি চিরকালই ইংরেজের বন্ধু। মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব আমি বজায় রাখিব।' কে বলেছেন?
ক. হলওয়েল খ. ওয়াটস গ. ড্রেক ঘ. উমিচাঁদ

৬১. 'বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি'- কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক. রাজবল্লভ খ. জগৎশেঠ গ. রায়দুর্লভ ঘ. নৌবে সিং

৬২. ক্লাইভের মতে বিশ্বাসঘাতক হলো-
ক. সিরাজউদ্দৌলা খ. মিরজাফর গ. উমিচাঁদ ঘ. রাজবল্লভ

৬৩. 'এখন তুমি কিছুদিন তীর্থকর-ঈশ্বরকে ডাক।' উক্তিটি কার?
ক. ক্লেটন খ. ক্লাইভ গ. হলওয়েল ঘ. রোজার ড্রেক

৬৪. ঘসেটি বেগমের প্রাসাদের নাম কী ছিল?
ক. হীরাঝিল খ. মতিঝিল গ. ঘসেটি মহল ঘ. হাতিঝিল

৬৫. ডাচরা ভরতবর্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে আসেন-
ক. তেরো শতকে খ. চৌদ্দ শতকে গ. পনেরো শতকে ঘ. ষোল শতকে

৬৬. 'যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবে' কে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?
ক. হলওয়েল খ. ক্লেটন গ. ওয়ার্টস ঘ. জর্জ

৬৭. অর্থের লোভে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে কে?
ক. মোহাম্মদি বেগ খ. মিরন গ. মির জাফর ঘ. মানিক চাঁদ

৬৮. 'নবাব আলিবর্দি আমাদের বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছেন।' সিরাজকে উদ্দেশ্য করে কে এই উক্তিটি করেছেন?
ক. হলওয়েল খ. মিনচিন গ. ক্লেটন ঘ. ক্লাইভ

৬৯. 'এবার আমি আঘাত হানবোই' উক্তিটি কার?
ক. মিরনের খ. মোহনলালের গ. মিরজাফরের ঘ. সিরাজউদ্দৌলার

৭০. নবাবের রাজধানী ছিল কোথায়?
ক. কলকাতায় খ. ঢাকায় গ. মুর্শিদাবাদে ঘ. লাহোরে

৭১. রাইসুল জুহালাকে বুটের লাথি মারে কে?
ক. মিরজাফর খ. ক্লাইভ গ. প্রহরী ঘ. জর্জ

৭২. নবাবকে প্রথম কোথায় আঘাত করা হয়?
ক. পিঠে খ. বুকে গ. মাথায় ঘ. চোখে

৭৩. ওয়ালি খান ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করেছে কেন?
ক. নিজে নবাব হওয়ার জন্য খ. ইংরেজদের মর্যাদা রক্ষার জন্য
গ. বীরত্ব প্রমাণের জন্য ঘ. অর্থের লোভে

৭৪. 'দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।' কে বলেছে?
ক. রায়দুর্লভ খ. মোহনলাল গ. মানিকচাঁদ ঘ. মিরজাফর

৭৫. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নবাবের পক্ষে কয়টি কামান ছিল?
ক. ৫০টি খ. ৬০টি গ. ৭০টি ঘ. ৮০টি

৭৬. মিরজাফর মসনদের জন্য কার কাছে ঋণী?
ক. মোহনলাল খ. হলওয়েল গ. উমিচাঁদ ঘ. লর্ড ক্লাইভ

৭৭. সিরাজউদ্দৌলা কার পরামর্শে কোম্পানিকে লবণের ইজারাদারি দিয়েছে?
ক. লর্ড ক্লাইব খ. মিরজাফর গ. ঘসেটি বেগম ঘ. মানিকচাঁদ

৭৮. শওকতজঙ্গের মায়ের নাম কী?
ক. ঘসেটি বেগম খ. মায়মুনা বেগম গ. আমিনা বেগম ঘ. শাহ বেগম

৭৯. সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের আক্রোশের কারণ কী ছিল?
ক. পারিবারিক খ. রাজনৈতিক গ. সম্পত্তিগত ঘ. রাজমাতা হওয়া

৮০. হলওয়েল পেশায় ছিলেন?
ক. উকিল খ. ডাক্তার গ. সেনাপতি ঘ. ব্যবসায়ী

৮১. সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর কে?
ক. কমর বেগ খ. উমর বেগ গ. মানিকচাঁদ ঘ. রাইসুল জুহালা

৮২. সিরাজউদ্দৌলা নাটকে চরিত্র সংখ্যা কয়টি?
ক. প্রায় ত্রিশটি খ. প্রায় চল্লিশটি গ. প্রায় পঞ্চাশটি ঘ. প্রায় ষাটটি

৮৩. এডমিরাল ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে কে?
ক. ওয়াটাস খ. ক্লাইভ গ. লুসিংটন ঘ. ক্লেটন

৮৪. বিদ্রোহী শওকতজঙ্গকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সিরাজউদ্দৌলা কাকে পাঠান?
ক. মিরজাফরকে খ. রাজবল্লভকে গ. মিরমর্দানকে ঘ. মোহনলালকে

৮৫. 'এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত, নিশ্চিত সাধারণ গৃহস্থের ছোট্ট সাজানো সংসার আমরা পেতাম।' এ কথার মাঝে কী ফুটে উঠেছে?
ক. প্রশান্তির প্রত্যাশা খ. বিদ্রোহের বহ্নিজ্বালা
গ. রাজনৈতিক উত্থানের অহমিকা ঘ. যুদ্ধ জয়ের আকাঙ্ক্ষা

৮৬. ট্র্যাজেডি নাটক কোন রসে আচ্ছাদিত থাকে?
ক. করুণ খ. বীর গ. মধুর রস ঘ. শৃঙ্গার রস

৮৭. ক্লাইভের দলিল ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথায় মিরজাফর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে যে কারণে-
ক. আত্মস্বার্থ ভূলুণ্ঠিত হওয়ার শঙ্কায় খ. দেশের কল্যাণের কথা ভেবে
গ. নবাবের কল্যাণের কথা ভেবে ঘ. বাজারের গুজব ছড়িয়ে পড়েছে বলে

৮৮. প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান কোনটি?
ক. ফোর্ট উইলিয়ামের দুর্গ খ. ভাগীরথী নদীর তীর
গ. ঘসেটি বেগমের বাড়ি ঘ. নবাবের দরবার

৮৯. 'কী ব্যাপার খালাআম্মা, বড়ো ভারী জলসা বসিয়েছেন'– বলে কে জলসায় প্রবেশ করল?
ক. মিরজাফর আলি খান খ. নবাব সিরাজউদ্দৌলা
গ. রাজা রাম ঘ. কৃষ্ণবল্লভ

৯০. শিখ ধর্মে বিশ্বাসী উমিচাঁদ কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন?
ক. লাহোর খ. পাটনা গ. বাংলাদেশ ঘ. মুর্শিদাবাদ

৯১. মোহাম্মদি বেগ যখন কয়েদখানায় প্রবেশ করে তখন তার ডান হাতে কী ছিল?
ক. দীর্ঘ মোটা লাঠি খ. সরু দীর্ঘ লাঠি গ. পিস্তল ঘ. নাতিদীর্ঘ মোটা লাঠি

৯২. নবাবকে হত্যার বিনিময়ে অগ্রিম ৫ হাজারসহ মোট কত টাকা প্রাপ্তির শর্তে মোহাম্মদি বেগ রাজি হয়েছিল?
ক. ১০ হাজার টাকা খ. ১৫ হাজার টাকা গ. ৫ হাজার টাকা ঘ. ২০ হাজার টাকা

৪৩.ঘ	৪৪.ঘ	৪৫.গ	৪৬.গ	৪৭.ক	৪৮.ঘ	৪৯.গ	৫০.খ	৫১.ঘ	৫২.ক
৫৩.গ	৫৪.গ	৫৫.গ	৫৬.গ	৫৭.গ	৫৮.ঘ	৫৯.খ	৬০.ঘ	৬১.ঘ	৬২.খ
৬৩.খ	৬৪.খ	৬৫.ঘ	৬৬.খ	৬৭.ক	৬৮.ক	৬৯.গ	৭০.গ	৭১.খ	৭২.গ
৭৩.ঘ	৭৪.ঘ	৭৫.ক	৭৬.ঘ	৭৭.খ	৭৮.খ	৭৯.খ	৮০.খ	৮১.ঘ	৮২.খ
৮৩.গ	৮৪.ঘ	৮৫.ক	৮৬.ক	৮৭.ক	৮৮.খ	৮৯.খ	৯০.ক	৯১.ঘ	৯২.ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৯৩. 'ক্লাইভের গাধা' ও 'চিরকালের বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে পরিচিত কে?
ক. উমিচাঁদ খ. মিরন গ. মিরজাফর ঘ. রায়দুর্লভ

৯৪. 'প্রাণপণে যুদ্ধ করো সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক' এ বাক্যে 'প্রাণপণে' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. জান দিয়ে খ. মনে মনে গ. ইচ্ছানুযায়ী ঘ. মোটামুটি

৯৫. 'নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই' ক্লাইভের এই উক্তিটির মূল কারণ হলো-
ক. নবাব দুর্বল শাসক খ. নিকটস্থরা প্রতারক
গ. প্রজারা নবাববিরোধী ঘ. অস্ত্রশস্ত্রে অপরিপূর্ণ

৯৬. ২৪ পরগনার বার্ষিক আয় কত?
ক. চার লক্ষ খ. ছয় লক্ষ গ. আট লক্ষ ঘ. দশ লক্ষ

৯৭. 'জগৎশেঠ' উপাধি কে পান ?
ক. মহতাবচাঁদ খ. মানিকচাঁদ গ. ফতেহ চাঁদ ঘ. উমিচাঁদ

৯৮. নবাবকে কার কোনো ভয় নেই?
ক. ক্লাইভের খ. উমিচাঁদের গ. ওয়াটসের ঘ. মিরজাফরের

৯৯. দলিল সই করতে গিয়ে কার বুকের ভিতর হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল?
ক. মিরজাফর খ. মিরন গ. ঘসেটি বেগম ঘ. উমিচাঁদ

১০০. নবাব সেনাপতি মোহনলাল মিরনের বৈঠকে আসার কারণ-
ক. ইংরেজদের সাথে দেখা করতে খ. ইংরেজ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে
গ. মিরনের সাথে দেখা করতে ঘ. মিরনের বৈঠক তদারকি করতে

১০১. পঠিত নাটকে 'জানানা সওয়ারি' হলো-
ক. গুপ্তচর খ. নাচওয়ালি গ. মিরনের আত্মীয়া ঘ. ছদ্মবেশী ইংরেজ প্রতিনিধি

১০২. উমিচাঁদ সিরাজের পতন চায় কেন?
ক. শত্রুতার জন্য খ. স্বার্থের জন্য গ. উপার্জনের ঘ. উপঢৌকন লাভের জন্য

১০৩. মিরজাফরের বাড়িতে মন্ত্রণাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল-
ক. ১৭৫৬ সালের ৩ জুলাই খ. ১৭৫৬ সালের ১০ অক্টোবর
গ. ১৭৫৭ সালের ১৯ মে ঘ. ১৭৫৭ সালের ২০ জুন

১০৪. কলকাতার ইংরেজদের ব্যবসা করার অনুমতি লাভের জন্য উমিচাঁদ মানিকচাঁদকে কত টাকা নজরানা দিয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছে?
ক. পাঁচ হাজার খ. দশ হাজার গ. বারো হাজার ঘ. পনেরো হাজার

১০৫. কার চক্রান্তে সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করা হয়?
ক. মিরনের খ. মিরজাফরের গ. উমিচাঁদের ঘ. মোহাম্মদি বেগের

১০৬. আলো দেখে বন্দি সিরাজ কী করেন?
ক. আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন খ. বাঁচার আশা ফিরে পান
গ. মুক্তির পথ খুঁজে পান ঘ. চমকে ওঠেন

১০৭. ইংরেজরা কত সালে সুতানটি গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রাম ক্রয় করে?
ক. ১৬৯৫ খ. ১৬৯৮ গ. ১৭৫৭ ঘ. ১৭৯৮

১০৮. 'কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছ।' এখানে ঘুষখোর ডাক্তার কে?
ক. জর্জ খ. ক্লেটন গ. হলওয়েল ঘ. ওয়াটস

১০৯. সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করা হয় ১৭৫৭ সালের কোন তারিখে?
ক. ২৫ জুন খ. ২৭ জুন গ. ২ জুলাই ঘ. ৫ জুলাই

১১০. নবাবের নির্দেশে কোন কুঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে?
ক. হুগলি খ. মুর্শিদাবাদ গ. কাশিমবাজার ঘ. কাশিমপুর

১১১. 'আমি গভর্নর ড্রেকের ধ্বংস দেখতে চাই'- কে, কাকে বলেছে?
ক. উমিচাঁদ, হলওয়েলকে খ. উমিচাঁদ, ক্লেটনকে
গ. মানিকচাঁদ, ক্লেটনকে ঘ. মানিকচাঁদ, হলওয়েলকে

১১২. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নবাবের উক্তিতে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো-
ক. কামান খ. কলম গ. দেশপ্রেম ঘ. বারুদ

১১৩. কে উমিচাঁদকে ঠকাবার ব্যবস্থা করেছে?
ক. ক্লাইভ খ. ক্লেটন গ. ড্রেক ঘ. হলওয়েল

১১৪. 'আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নাও শয়তান' সংলাপটি কার?
ক. নবাব সিরাজের খ. মিরজাফরের গ. ক্লাইভের ঘ. মিরনের

১১৫. নবাবের আদেশ অমান্য করে ইংরেজরা কাকে আশ্রয় দিয়েছিল?
ক. ওয়ালি খান খ. কৃষ্ণবল্লভ গ. রাজবল্লভ ঘ. উমিচাঁদ

১১৬. আমি নানা রকমের জন্তু জানোয়ারের আদবকায়দা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল। 'ওয়াকিফহাল' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
ক. অভিজ্ঞ খ. অনভিজ্ঞ গ. অল্প পরিসরে ঘ. অধিক পরিসরে

১১৭. আল্লাহর কালাম ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করার মূল কারণ কী?
ক. ধর্মকে সাক্ষী রাখা খ. ধর্মের নামে শুরু করা
গ. নবাবের আজ্ঞাবহ হওয়া ঘ. নবাবকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা

১১৮. কার লাঠির আঘাতে নবাব সিরাজের মৃত্যু ঘটে?
ক. মিরনের খ. নকিবের গ. জনতার ঘ. মোহাম্মদি বেগের

১১৯. 'আমার শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই' উক্তিটি কার?
ক. মোহনলালের খ. সিরাজের গ. মিরমর্দানের ঘ. সাঁফ্রের

১২০. যে কারণে ঘসেটি বেগম সিরাজের পতন চেয়েছে-
ক. রাজমাতা হওয়ার মানসে খ. সিরাজের প্রতি পূর্বশত্রুতার কারণে
গ. সিরাজ অত্যাচারী শাসক বলে ঘ. সিরাজ তার ভাগ্নে বলে

১২১. কে প্রাণ ভয়ে কুকুরের মতো পালিয়েছে?
ক. ওয়াটসন খ. ওয়াটস গ. রজার ড্রেক ঘ. ক্লাইভ

১২২. মিরমর্দান কে?
ক. নবাবের সেনাপতি খ. ফরাসি সেনাপতি গ. ইংরেজ ঘ. ইংরেজদের দ্বাররক্ষী

১২৩. চন্দননগর কাদের অধিকৃত ছিল?
ক. ফরাসিদের খ. ডাচদের গ. ইংরেজদের ঘ. ওলন্দাজদের

১২৪. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে নবাব সৈন্যের হাতে কে বন্দি হয়েছিল?
ক. ক্লেটন এবং হলওয়েল খ. ড্রেক এবং ক্লাইভ
গ. ওয়াটস এবং ক্লেটন ঘ. কিলপ্যাট্রিক এবং মার্টিন

১২৫. 'মহাকবি আলাওল' সিকানদার আবু জাফরের কোন ধরনের রচনা?
ক. নাটক খ. উপন্যাস গ. কবিতা ঘ. প্রবন্ধ

১২৬. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের স্থান-
ক. ঘসেটি বেগমের বাড়ি খ. নবাবের দরবার
গ. মিরজাফরের আবাস ঘ. মিরনের আবাস

১২৭. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে 'তাম্রকুট' অর্থ কী?
ক. তামাক খ. বিড়ি গ. জর্দা ঘ. সিগারেট

১২৮. রাইসুল জুহালা কোথায় ছদ্মবেশে এসে নৃত্য পরিবেশন করেন?
ক. নবাবের প্রসাদে খ. ঘসেটি বেগমের বাড়িতে
গ. মিরজাফরের বাড়িতে ঘ. ইংরেজদের ডেরায়

১২৯. 'আমার নালিশ আজ আমার বিরুদ্ধে'- এটি কার সংলাপ?
ক. ঘসেটি বেগমের খ. রাজবল্লভের গ. সিরাজউদ্দৌলার ঘ. মিরজাফরের

১৩০. 'সিরাজ বাংলার নবাব- আমি তার প্রজা'–উক্তিকারী ?
ক. মিরজাফর খ. ঘসেটি বেগম গ. রায়দুর্লভ ঘ. রাজবল্লভ

১৩১. কোন অঙ্কের কোন দৃশ্যে সিরাজউদ্দৌলা নিহত হন?
ক. তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে খ. তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে
গ. চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ঘ. চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে

১৩২. 'Victory or death'-সংলাপটি কে বলেন?
ক. হলওয়েল খ. ক্লেটন গ. ওয়ালী খান ঘ. জর্জ

১৩৩. ইংরেজরা নবাবের ধর্মাবাণী সত্ত্বেও রাজা কৃষ্ণবল্লভকে ত্যাগ করেনি কেন?
ক. ঘুষের টাকার অঙ্ক বৃদ্ধির কারণে খ. কৃষ্ণবল্লভ ইংরেজদের আত্মীয় ব[illegible]
গ. নবাবের আদেশ অমান্য করবে বলে ঘ. রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করার ইচ্ছা [illegible]

১৩৪. আলিবর্দি খাঁর প্রকৃত নাম কী?
ক. মির্জা আলি আকবর খান খ. মুহাম্মদ আলি আকবর
গ. মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দি খাঁ ঘ. আলিবর্দি

১৩৫. মোহাম্মদি বেগের বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল কে?
ক. মিরজাফর খ. মিরন গ. ঘসেটি বেগম ঘ. আমিনা বেগম

১৩৬. কোনো একটি পথেই নবাব ও তাঁর সভাসদরা একত্র হতে পারে?
ক. শত্রুকে ধ্বংস করার খ. দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণে
গ. দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ঘ. দেশ থেকে ইংরেজকে বিতাড়িত করা

১৩৭. নবাবের মির মুন্সি আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানির কাছে। এই নকল চিঠি পাঠানোর বুদ্ধিটা কার?
ক. জগৎশেঠ খ. মিরন গ. রায়দুর্লভ ঘ. রাজবল্লভ

১৩৮. 'মতিঝিলের জলসা আমি চিরকালের মতো ভেঙে দিলাম' কার সংলাপ?
ক. সিরাজউদ্দৌলার খ. ঘসেটি বেগমের গ. শওকতজঙ্গের ঘ. মিরজাফরের

১৩৯. ১৯৫৬ সালের কত তারিখে কলকাতার পরিবর্তিত নামকরণ করা হয় আলিনগর?
ক. ২৯ জুন খ. ১৯ জুন গ. ২৯ জুলাই ঘ. ১৯ জুলাই

১৪০. ইউরোপীয়রা ভারতে এসেছিল কেন?
ক. শাসন করতে খ. বাণিজ্য করতে গ. রাজনীতি করতে ঘ. বসবাস করতে

১৪১. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে লোভের অন্ত নেই কার?
ক. মানিক চাঁদের খ. রাজবল্লভের গ. রায়দুর্লভের ঘ. উমিচাঁদের

১৪২. পলাশির যুদ্ধে নবাব পক্ষের সৈন্যসংখ্যা কত ছিল?
ক. দশ হাজার খ. চল্লিশ হাজার গ. পঞ্চাশ হাজার ঘ. ত্রিশ হাজার

১৪৩. সিরাজ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে কী তৈরি করার নির্দেশ দেন?
ক. মন্দির খ. মসজিদ গ. মিনার ঘ. দরগা

৯৩.গ	৯৪.ক	৯৫.খ	৯৬.ক	৯৭.গ	৯৮.ক	৯৯.ক	১০০.ঘ	১০১.[illegible]
১০২.খ	১০৩.গ	১০৪.গ	১০৫.ক	১০৬.ঘ	১০৭.খ	১০৮.গ	১০৯.গ	১১০.[illegible]
১১১.ক	১১২.গ	১১৩.ক	১১৪.ঘ	১১৫.খ	১১৬.ক	১১৭.ঘ	১১৮.ঘ	১১৯.[illegible]
১২০.খ	১২১.গ	১২২.ক	১২৩.ক	১২৪.গ	১২৫.ক	১২৬.খ	১২৭.ক	১২৮.[illegible]
১২৯.গ	১৩০.খ	১৩১.ঘ	১৩২.খ	১৩৩.ক	১৩৪.গ	১৩৫.খ	১৩৬.খ	১৩৭.[illegible]
১৩৮.ক	১৩৯.খ	১৪০.খ	১৪১.ঘ	১৪২.গ	১৪৩.খ			

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

SELF TEST

০১. 'তোমরা আছ বলেই বেঁচে থাকতে ভালো লাগে।' কাদের উদ্দেশ্য করে মিরন এই উক্তিটি করেছে?
ক. ইংরেজদের খ. মা-খালাদের গ. অমাত্যবর্গদের ঘ. নাচনেওয়ালিদের

০২. ক্লাইভ সিরাজকে দ্রুত হত্যা করতে চেয়েছিল কেন?
ক. ক্ষমতা দখলের আশায় খ. নবাবের শক্তি সঞ্চয়ের আশঙ্কায়
গ. গণবিক্ষোভের আশঙ্কায় ঘ. মিরজাফরের বেইমানির আশঙ্কায়

০৩. আগ্নেয়গিরির মতো প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়ার জন্য কে তৈরি হচ্ছেন?
ক. মিরজাফর খ. সিরাজউদ্দৌলা গ. ক্লাইভ ঘ. মিরমর্দান

০৪. কে নবাবের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন সেনাপতি ছিলেন?
ক. মোহনলাল খ. মিরজাফর গ. মিরমর্দান ঘ. মানিকচাঁদ

০৫. 'আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নাও শয়তান।' এখানে কাকে 'শয়তান' বলা হয়েছে?
ক. রাইসুল জুহালাকে খ. সিরাজউদ্দৌলাকে
গ. মিরমর্দানকে ঘ. মোহাম্মদী বেগকে

০৬. 'আরে বাপরে, একেবারে কালকেউটে।' মিরজাফর কাকে কালকেউটে বলেছেন?
ক. ক্লাইভকে খ. মোহনলালকে গ. সিরাজউদ্দৌলাকে ঘ. উমিচাঁদকে

০৭. 'বিপদ আসন্ন দেখে কাপুরুষের মতো হাল ছেড়ে দিয়ো না।' উক্তিটি কার?
ক. ক্যাপ্টেন ক্লেটনের খ. রজার ড্রেকের
গ. মোহনলালের ঘ. সিরাজউদ্দৌলার

০৮. 'ভগবানের দিব্যি কর্নেল সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া।' কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে জগৎশেঠ এই উক্তিটি করেছেন?
ক. আলিনগরের সন্ধির প্রেক্ষিতে
খ. কাশিমবাজারের কুঠি দখলের প্রেক্ষিতে
গ. কলকাতায় পরাজিত হয়েও দম্ভ করার প্রেক্ষিতে
ঘ. চন্দননগরে ফরাসিদের দুর্গ দখলের প্রেক্ষিতে

০৯. 'বুকের ভেতর হঠাৎ কেঁপে উঠল।' মিরজাফরের বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল কেন?
ক. হার্ট এ্যাটাক হওয়ায় খ. পরাজিত হওয়ার বেদনায়
গ. ক্ষণিকের জন্য দেশপ্রেম জাগ্রত হওয়ায় ঘ. নবাব ষড়যন্ত্রের কথা জেনে যাওয়ায়

১০. 'ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব।' এখানে 'ঘরের লোক' বলতে নবাব কাদেরকে বুঝিয়েছেন?
ক. ঘসেটি বেগমকে খ. অমাত্যবর্গকে
গ. আত্মীয়-স্বজনকে ঘ. লুৎফুন্নিসাকে

১১. 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই' গানটির রচয়িতা কে?
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ. কাজী মোতাদের হোসেন
গ. সিকানদার আবু জাফর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

১২. 'গুপ্তচরের কাজ করেছি দেশের স্বাধীনতার খাতিরে। সে কি বেইমানির চেয়ে খারাপ?' কাকে কটাক্ষ করে নারান সিং একথা বলেছিল?
ক. ক্লাইভকে খ. ক্লেটনকে গ. মিরজাফরকে ঘ. মিরনকে

১৩. 'পাবলিকের মনে টেরর জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার গ্রানাইট ফাউন্ডেশন।' ক্লাইভ কাকে উপদেশ দিতে গিয়ে এই উক্তিটি করেছিলেন?
ক. সিরাজউদ্দৌলাকে খ. রজার ড্রেককে
গ. ক্যাপ্টেন ক্লেটনকে ঘ. মিরজাফরকে

১৪. সিকান্দার আবু জাফর নাট্যচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ কত সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান?
ক. ১৯৬৬ সালে খ. ১৮৬৬ সালে গ. ১৯২৬ সালে ঘ. ১৯৬২ সালে

১৫. 'সিরাউদ্দৌলা' নাটকে স্বয়ং সিরাজ উপস্থিত কয়টি দৃশ্যে?
ক. আটটি দৃশ্যে খ. চারটি দৃশ্যে গ. এগারোটি দৃশ্যে ঘ. পাঁচটি দৃশ্যে

১৬. জগৎশেঠ অর্থ কী?
ক. জগতের অধীশ্বর খ. জগতের টাকা আমানতকারী
গ. আমানতকারী ঘ. হিন্দু জমিদার

১৭. 'এই জাহাজটাই এখন আমাদের কলকাতার দুর্গ।' উক্তিটি কার?
ক. গভর্নর ড্রেকের খ. সার্জন হলওয়েল
গ. রোজার ড্রেকের ঘ. ইংরেজ মহিলার

১৮. সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করার জন্য মোহাম্মদি বেগকে কত টাকা অগ্রিম দিতে হয়?
ক. দুই হাজার খ. পাঁচ হাজার গ. দশ হাজার ঘ. পনেরো হাজার

১৯. 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা' 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে উক্তিটি কার?
ক. রোজার ড্রেকের খ. ইংরেজ মহিলার
গ. ক্যাপ্টেন ক্লেটনের ঘ. ওয়াটসনের

২০. কে ইংরেজদের বাংলাদেশে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছেন?
ক. দিল্লির বাদশাহ খ. উমিচাঁদ
গ. ঘসেটি বেগম ঘ. মিরজাফর আলী খাঁ

২১. কিলপ্যাট্রিক মাদ্রাজ থেকে কতজন সৈন্য নিয়ে হাজির হয়েছিলেন?
ক. মাত্র দুইশ খ. মাত্র আড়াইশ
গ. মাত্র তিনশ ঘ. মাত্র সড়ে তিনশ

২২. মিরজাফরের গুপ্তচর কে?
ক. করম বেগ খ. উমর বেগ গ. মানিকচাঁদ ঘ. রাইসুল জুহালা

২৩. নবাব সিরাজউদ্দৌলা কেন ওয়াটসকে দরবারে আশ্রয় দিয়েছিলেন?
ক. মুর্শিদাবাদের সন্ধির শর্ত অনুসারে খ. যবদ্বীপের সন্ধির শর্ত অনুসারে
গ. চন্দননগরের সন্ধির শর্ত অনুসারে ঘ. আলিনগরের সন্ধির শর্ত অনুসারে

২৪. রবার্ট ক্লাইভের মতে এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক কে?
ক. উমিচাঁদ খ. জগৎশেঠ গ. মিরজাফর ঘ. ঘসেটি বেগম

২৫. উমিচাঁদের সাথে বেশধারী অতিথি কে ?
ক. রাইসুল জুহালা খ. ক্ষণিকচাঁদ
গ. মিরন ঘ. মিরমর্দান

২৬. মার্টিন ও কিলপ্যাট্রিক কোম্পানির কত টাকা বেতনের কর্মচারী?
ক. ৫০ খ. ৬০ গ. ৭০ ঘ. ৮০

২৭. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে নতুন নবাব কে?
ক. নবাব সিরাজউদ্দৌলা খ. মিরজাফর
গ. লুৎফা খাঁ ঘ. ক্লাইভ

২৮. আপনাদের পরামর্শেই আমি কোম্পানিকে লবণের ইজারাদারি দিয়েছি-কাদের পরামর্শে নবাব ইজারাদারি দিয়েছিল?
ক. ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি খ. নবাবের সেনাবাহিনীর
গ. নবাবের পারিষদবর্গের ঘ. নবাবের গুপ্তচরদের

২৯. কার হঠকারিতার জন্য ইংরেজদের এই দুর্ভোগ?
ক. ড্রেক খ. ক্লেটন গ. হলওয়েল ঘ. জর্জ

৩০. 'ড্রামা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
ক. লাতিন খ. ফারসি গ. গ্রিক ঘ. তুর্কি

৩১. করুণ রস পরিবেশিত হয় কোন নাটকে ?
ক. কমেডি খ. ট্র্যাজেডি গ. প্রহসন ঘ. মেলোড্রামা

৩২. নাটককে কিসের দর্পণ বলা হয় ?
ক. সমাজের খ. জীবনের গ. মানুষের ঘ. সাহিত্যের

৩৩. উমিচাঁদ পাগল হলেন কেন?
ক. টাকার শোকে খ. প্রতিহিংসায়
গ. রোগে পড়ে ঘ. কুকুরের কামড়ে

৩৪. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে বন্দি করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়-
ক. হলওয়েল, ওয়াটস, ড্রেককে খ. হলওয়েল, ওয়াটস, কলেটকে
গ. হলওয়েল, ওয়াটস, কিলপ্যাট্রিককে ঘ. হলওয়েল, ওয়াটস, ক্লেটনকে

৩৫. ঘসেটি বেগমকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যান কে?
ক. মোহনলাল খ. মিরমর্দান গ. রায়দুর্লভ ঘ. উমিচাঁদ

OMR

৩৫. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ
২৭. ক খ গ ঘ	২৬. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ
২৩. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২১. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
১৯. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ
১৫. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ
০৭. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০১. ক খ গ ঘ	

Correct Answer

৩৫.ক	৩৪.খ	৩৩.ক	৩২.খ	৩১.খ	৩০.গ	২৯.ক	২৮.গ	২৭.খ
২৬.গ	২৫.ক	২৪.ক	২৩.ঘ	২২.খ	২১.খ	২০.ক	১৯.গ	১৮.খ
১৭.ক	১৬.খ	১৫.ক	১৪.ক	১৩.ঘ	১২.গ	১১.গ	১০.খ	০৯.গ
০৮.গ	০৭.ক	০৬.ঘ	০৫.খ	০৪.গ	০৩.ক	০২.গ	০১.ঘ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পথচলা শুরু হয় চর্যাপদের কাল থেকে। বাংলা সাহিত্যের সুবিশাল অধ্যায়কে সময়ের মাপকাঠিতে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে ঐতিহাসিকগণ সমগ্র সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা : ১. প্রাচীনযুগ (৬৫০-১২০০); ২. মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০); ৩. আধুনিক যুগ (১৮০১- বর্তমান)।

প্রাচীন যুগ

- প্রাচীনযুগের সময়কাল– **৬৫০-১২০০ খ্রি. পর্যন্ত।**
- প্রাচীনযুগের সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো– **ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবন প্রধান, ধর্ম গৌণ।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন/আদি যুগের নিদর্শন কোনটি?– **দোহাকোষ।**
- 'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?– **সহজিয়া বৌদ্ধ।**
- 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' এর অর্থ কী?– **কোনোটি আচরণীয়, আর কোনোটি নয়।**
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথি সাহিত্য সংগ্রহের জন্য গিয়েছেন– **তিব্বত, নেপাল।**
- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'চর্যাপদ' কে সম্পাদনা করেন?– **শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।**
- বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ 'চর্যাপদ' এর রচনাকাল– **সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক।**
- কোন রাজবংশের আমলে 'চর্যাপদ' রচনা শুরু হয়?– **পাল।**
- 'সন্ধ্যাভাষা' কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত?– **চর্যাপদ।**
- 'চর্যাপদ' কোন ছন্দে লেখা?– **মাত্রাবৃত্ত।**
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের ভাষা– **বঙ্গ-কামরূপী।**
- কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন?– **ভুসুকুপা।**
- শবর পা কে ছিলেন?– **চর্যাকর।**
- কোন পণ্ডিত 'চর্যাপদে'র পদগুলো টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন?– **মুনিদত্ত।**
- 'চর্যাপদে' কোন পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে?– **২৩ নং পদ।**
- বাংলা ভাষার/সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন– **চর্যাপদ।**
- 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হয়– **১৯০৭ সালে নেপালের রাজ দরবারের পুঁথিশালা থেকে।**
- চর্যাপদের আবিষ্কারক– **মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।**
- 'চর্যাপদ' প্রথম প্রকাশিত হয়– **১৯১৬ সালে।**
- প্রথম প্রকাশের সময় চর্যাপদের নাম ছিল–**'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা।'**
- চর্যাপদের রচয়িতারা ছিল– **বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।**
- চর্যাপদে বর্ণিত আছে– **বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা।**
- চর্যাপদের রচয়িতার সংখ্যা– **২৪ জন (মতান্তরে ২৩ জন)।**
- চর্যাপদে মোট পদ রয়েছে– **৫১ টি।**
- এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত পদ সংখ্যা– **সাড়ে ৪৬ টি।**
- চর্যাপদের পুঁথি নেপালে যাবার কারণ– **তুর্কি আক্রমণকারীদের ভয়ে পণ্ডিতগণ তাঁদের পুঁথি নিয়ে নেপালে পালিয়ে গিয়ে শরণার্থী হওয়া।**
- চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন– **কাহ্নপা (১৩ টি)।**
- চর্যাপদের সবচেয়ে প্রাচীন কবি/বাংলা সাহিত্যের আদি কবি– **লুইপা; (পদ-২ টি)**
- চর্যাপদের ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী– **সন্ধ্যা ভাষা/ আলো আঁধারি ভাষা নামে অভিহিত করেছেন।**
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ হচ্ছে– **কাব্য।**
- লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি হচ্ছে– **ছড়া।**
- প্রাচীনকালে বাংলা কাব্য ও সাহিত্য বেশি বেশি চর্চা হয়– **পাল ও সেন রাজাদের আমলে।**
- বাংলা সাহিত্যের সূচনা হয়– **বৌদ্ধদের হাতে।**
- চর্যাপদের অপর নাম– **চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি।**
- 'চর্যাপদ' কিসের সংকলন?– **কবিতা/গানের সংকলন।**
- চর্যাপদের ভাষা যে বাংলা তা প্রমাণ করেন– **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।**
- 'চর্যাপদ' রচিত হয়– **পাল শাসনামলে।**
- চর্যাপদে প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়– **মোট ছয়টি।**
- চর্যাপদে একজন কবিকে মহিলা কবি হিসাবে অনুমান করা হয় তার নাম– **কুক্কুরীপা।**
- চর্যাপদে যে কবির রচিত পদটি পাওয়া যায়নি– **তন্ত্রীপা।**
- 'চর্যাপদ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রথম পদটি লুইপার রচিত, তা হলো– **'কাআ তরু বর পাঞ্চ বি ডাল/চঞ্চল চীএ পইঠো কাল' অর্থাৎ দেহ তরুর মতো। পাঁচটি তার ডাল, চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করেছে।**
- 'চর্যাপদ' বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন হলেও হিন্দি, মৈথিলি, অসমীয়া ও উড়িষ্যা অঞ্চলের মানুষেরা চর্যাপদকে তাদের ভাষার আদি নিদর্শন বলে দাবি করেন।
- চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন– **ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী।**
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজ দরবারের পুঁথিশালা থেকে 'চর্যাপদ' ছাড়া আরো তিনটি আবিষ্কার করেন। সেগুলো হচ্ছে– **সরহপাদের দোহা, কৃষ্ণপাদের দোহা এবং ডাকার্ণব**

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য? [জ ১১-১২]
ক. সনাতন হিন্দু খ. জৈন ধর্ম গ. সহজিয়া বৌদ্ধ ঘ. হরিজন

০২. 'চর্যাপদ' কাদের সাধন-সংগীত? [C, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. বৌদ্ধ সহজিয়া খ. বৌদ্ধ হীনযান গ. বৌদ্ধ মহাযান ঘ. খ ও গ উভয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন– [A ১৭-১৮]
ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খ. চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়
গ. ডাকার্ণব ঘ. খনার বচন

০৪. 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হয় কত সালে? [A ১৭-১৮; চবি. A_2, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. ১৮০৭ খ. ১৯০৭ গ. ২০০৭ ঘ. ১৭০৭

০৫. নিচের কোন জন চর্যাপদের কবি? [০৫-০৬]
ক. শীলভদ্র খ. কাহ্নপা গ. মুকুন্দরাম ঘ. চণ্ডীদাস

০৬. কোনজন 'চর্যাপদ'-এর কবি? [A, Odd, সেট B : ১৪-১৫]
ক. লুইপা খ. বিদ্যাপতি গ. নিত্যানন্দ ঘ. রামদাস

০৭. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন কোনটি? [A ১৬-১৭, I ১৬-১৭]
ক. বৈষ্ণব পদাবলি খ. মঙ্গলকাব্য
গ. চর্যাপদ ঘ. মিথ সাহিত্য

০৮. চর্যাপদে সর্বমোট কতটি পদ ছিল? [F ১৬-১৭]
ক. ৫১টি খ. ৫২টি গ. ৫৩টি ঘ. ৫৫টি

০৯. 'চর্যাপদ' বাংলা ভাষায় রচিত এটি প্রথম প্রমাণ করেন- [I ১৬-১৭]
ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ. সুকুমার সেন
গ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

১০. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' সর্বপ্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়? [B ১৭-১৮]
ক. এশিয়াটিক সোসাইটি খ. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
গ. শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ঘ. স্কুলবুক সোসাইটি প্রেস

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

১১. চর্যাপদের পদগুলো টীকার মাধ্যমে প্রথম ব্যাখ্যা করেন কে? [AL ১৭-১৮]
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. সুকুমার সেন ঘ. মুনিদত্ত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১২. 'চর্যাপদ' কিসের সংকলন? [H ১৭-১৮]
ক. গানের খ. কবিতার গ. গল্পের ঘ. প্রবন্ধ

১৩. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা- [খ ০৭-০৮]
ক. নাটক খ. কাব্য গ. প্রহসন ঘ. উপন্যাস

১৪. চর্যাপদের কোন রচয়িতা বাঙালি ছিলেন? [B-১৫-১৬; রাবি F ১৬-১৭]
ক. কাহ্নপা খ. ভুসুকুপা গ. শবরপা ঘ. ডোম্বীপা

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৫. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' খুঁজে পেয়েছিলেন কে? [C ১৭-১৮; চবি ১২-১৩]
ক. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ. সুকুমার সেন ঘ. দীনেশচন্দ্র সেন

০১.গ	০২.ক	০৩.খ	০৪.খ	০৫.খ	০৬.ক	০৭.গ	০৮.[illegible]
০৯.ঘ	১০.খ	১১.ঘ	১২.ক	১৩.খ	১৪.খ	১৫.খ	

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

মধ্যযুগ

বাংলা ভাষার মধ্যযুগ–১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।
বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সবটুকুই মুসলিম শাসনের অন্তর্গত। তাই এসময়টুকু তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. তুর্কি যুগ (১২০০-১৩৫০) ২. সুলতানী যুগ (১৩৫০-১৫৭৫) ৩. মুঘল যুগ (১৫৭১-১৭৫৭)।
মধ্যযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো– ধর্ম মুখ্য, যার প্রেক্ষিতে মানুষ ক্রমেই গৌণ হয়ে পড়ে।
ইরানের কবি হাফিজের সঙ্গে পত্রালাপ হয়েছিল বাংলার কোন সুলতানের?– গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ।
ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে রাজভাষা ছিল– ফারসি।
বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত শাসক?– আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।
মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন– পাঠান ও সুলতানগণ।
কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কোন নৃপতি?– গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ।
ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরি' এর রচয়িতা কে– আবুল ফজল।
কোন কবি গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের রাজকর্মচারী ছিলেন?– শাহ মুহম্মদ সগীর।
বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ– ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত।
মধ্যযুগের কবি আলাওল মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্য অবলম্বনে রচনা করেন– 'পদ্মাবতী' কাব্য।
'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের রচয়িতা– শাহ মুহম্মদ সগীর।
'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের কাহিনি নিয়ে রচিত ইংরেজি ঔপন্যাসিক টমাস মানের উপন্যাসের নাম– 'Zosef and his brother's'.
মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি– শাহ মুহম্মদ সগীর।

অন্ধকার যুগ

১২০১ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত এ দেড়শ বছর বাংলা সাহিত্যে কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন না পাওয়ার কারণে ঐতিহাসিকগণ এ সময়কে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বা 'তমসার যুগ' নামে অভিহিত করেন। তুর্কি আক্রমণের ফলে এ সময় দেশে একটা অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিল-এ ধরনের একটি অনুমান থেকে অন্ধকার যুগের অবতারণা করা হলেও আহমদ শরীফ সহ অনেক গবেষক অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।
'হিন্দু সমালোচকদের চাপিয়ে দেওয়া দোষ এই অন্ধকার যুগ' মন্তব্যটি– অন্ধকার যুগ সম্পর্কে আহমদ শরীফের।
অন্ধকার যুগে আবিষ্কৃত দুটি সাহিত্যকর্মের নাম– 'শূন্যপুরাণ' এবং 'সেক শুভোদয়া'।
বৌদ্ধধর্মীয় তত্ত্বগ্রন্থ 'শূন্যপুরাণের' রচয়িতা– রামাই পণ্ডিত।
পীর মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক কাব্য 'সেক শুভোদয়ার' রচয়িতা– হলায়ুধ মিশ্র।
'শূন্যপুরাণ' এবং 'ডাক ও খনার বচন' গ্রন্থ দু'টির রচয়িতা কে?– রামাই পণ্ডিত।
সৈয়দ আলী আহসান কোন সময়কে 'প্রায় শূন্যতার যুগ' বলে উল্লেখ করেছেন?– ১২০১-১৩৫০ খ্রি.।
কোন শাসকদের সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়– তুর্কি।
'শূন্যপুরাণ' কতটি অধ্যায়ে বিভক্ত– ২৫টি।
'শূন্যপুরাণ' প্রকাশিত হয়– বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।
গদ্য পদ্য মিশ্রিত সংস্কৃত কাব্যকে– চম্পুকাব্য বলা হয়।
'শূন্যপুরাণ' ও 'সেক শুভোদয়া'– চম্পুকাব্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

মধ্যযুগের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলো 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এটি বাংলা ভাষার কোনো লেখকের একক গ্রন্থ। ১৯০৯ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থের গোয়াল ঘরের টিনের চালার নিচ থেকে অযত্নে রক্ষিত কাব্যটি উদ্ধার করেন। সম্পাদনার পর তিনি ১৯১৬ সালে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশ করেন। রচনাকালের দিক থেকে এটি বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় গ্রন্থ।
গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত– ধামালি।
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা– বড়ু চণ্ডীদাস।
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বড়ায়ি কী ধরনের চরিত্র?– রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী।
মধ্যযুগের প্রথম কাব্য কোনটি?– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটি?– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি আবিষ্কৃত হয় কোথায়?– গোয়ালঘরে।
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যগ্রন্থ কে আবিষ্কার করেন?– বসন্তরঞ্জন রায়।
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খণ্ড সংখ্যা– ১৩টি।
মধ্যযুগের প্রথম কবি হচ্ছে– বড়ু চণ্ডীদাস।
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রকৃত নাম– শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি দেন– বসন্তরঞ্জন রায়।
বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি– বিদ্বদ্বল্লভ।
বাংলা সাহিত্যে একাধিক পদকর্তা নিজেকে চণ্ডীদাস পরিচয় দেওয়ায় যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তা– চণ্ডীদাস সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।
তিনজন স্বীকৃত চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়– যথা: বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস।
মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান বিষয় হচ্ছে– ধর্মকেন্দ্রিকতা।
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি প্রকাশিত হয়– বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচনাকাল– চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী (১৩৪০-১৪৪০)।
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রধান তিনটি চরিত্র হচ্ছে– রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই।

বৈষ্ণব পদাবলি

পদ বা পদাবলি বলতে কী বুঝায়?– বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টিকে।
বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা/পদাবলির প্রথম কবি– বিদ্যাপতি।
বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?– চণ্ডীদাস।
'বিদ্যাপতি' কোন রাজসভার কবি ছিলেন?– মিথিলা।
'ব্রজবুলি' বলতে কী বোঝায়?– এক রকম কৃত্রিম কবিভাষা।
বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম কি?– ব্রজবুলি।
'ব্রজবুলি'র প্রবর্তক/স্রষ্টা কে– বিদ্যাপতি।
'গীতগোবিন্দ' কোন ভাষায় রচিত?– ব্রজবুলি।
'মৈথিলি কোকিল' খ্যাত কে– বিদ্যাপতি।
কোন কবির উপাধি 'কবিকণ্ঠহার'?– বিদ্যাপতি।
বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙালি কবি কে?– বিদ্যাপতি।
'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/ শূন্য মন্দির মোর।' কে লিখেছেন– বিদ্যাপতি।
'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই' কে বলেছেন?– চণ্ডীদাস।
বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?– চণ্ডীদাস।
'সই কেমনে ধরিব হিয়া/আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া।' কার রচনা– চণ্ডীদাস।
বৈষ্ণব পদকর্তা 'চণ্ডীদাস' কত জন?– ৩ জন।
'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' পদটি কোন বৈষ্ণব কবির রচনা?– চণ্ডীদাস।
'রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর' কার রচনা?– জ্ঞানদাস।
'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল' পদটির রচয়িতা কে?– জ্ঞানদাস।
কাকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয়?– গোবিন্দদাস।
শাক্ত হলো হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী শক্তির (কালী, দুর্গা, পার্বতী, উমা)– উপাসক।
শক্তির দেবতাকে কেন্দ্র করে (১৮ শতকে) যে গান রচনা করা হয়, তাকে বলে– শাক্ত পদাবলি।
শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত– রামপ্রসাদ সেন।

মঙ্গলকাব্য

যে কাব্য শ্রবণ করলে সর্বাধিক অকল্যাণ দূর হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মঙ্গল লাভ হয় তাকে বলে– মঙ্গলকাব্য।
মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য বিষয় হচ্ছে– দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা।
মঙ্গলকাব্যে কোন দুই দেবতার প্রাধান্য বেশি?– মনসা ও চণ্ডী।
মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লিখিত কারণ– স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ।
মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র মারা যান– ১৭৬০ সালে।
মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
কবি ভারতচন্দ্রকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দিয়েছিলেন– রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।
মনসামঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি– বিজয়গুপ্ত।
'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান/শ্রেষ্ঠ কবি– মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের আদি কবি– ময়ূরভট্ট।
'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা– রূপরাম চক্রবর্তী।
'ধর্মমঙ্গল' কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি– ঘনরাম চক্রবর্তী।
মঙ্গলকাব্যের প্রধান তিনটি শাখা হচ্ছে– মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং অন্নদামঙ্গল।
'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি হচ্ছেন– কবি কানাহরি দত্ত।

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- চাঁদ সওদাগর, বেহুলা ও লখিন্দরের সর্প দংশনের কাহিনি নিয়ে রচিত কাব্য- **'মনসামঙ্গল' কাব্য।**
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের অপর নাম- **পদ্মপুরাণ।**
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলো হচ্ছে- **চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর।**
- 'মনসা বিজয়' কাব্যের রচয়িতা- **বিপ্রদাস পিপিলাই।**
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আদি কবি- **চতুর্দশ শতকের কবি মানিক দত্ত।**
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্র- **কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি, ভাড়ুদত্ত, মুরারি শীল।**
- 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রধান কবি- **ভারতচন্দ্র রায়গুণাকার।**
- 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলো হচ্ছে- **মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যা, সুন্দর, মালিনী।**
- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' উক্তিটি- **ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের।**
- ভুরসুট পরগনার পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন- **ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।**
- 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা- **ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।**
- বাইশজন কবি রচিত মনাসমঙ্গলের বিভিন্ন অংশের সংকলনকে বলে- **বাইশা।**
- প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লৌকিক কাহিনি বর্ণনায় নায়ক-নায়িকার বারো মাসের সুখ-দুঃখের বিবরণের রীতিকে বলে- **বারোমাসী বা বারমাস্যা।**
- বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ 'ক' থেকে 'হ' পর্যন্ত ৩৪ বর্ণের প্রত্যেকটি প্রথম ব্যবহার করে বিপন্ন নায়ক-নায়িকা ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে যে দেব-বন্দনামূলক স্তব রচিত হয়, তাকে বলে- **চৌতিশা।**

শ্রীচৈতন্যদেব ও সাহিত্য

- বাংলা সাহিত্যে একটি পঙ্‌ক্তিও না লিখে শ্রী চৈতন্যদেবের নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে (১৫০০-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)- **চৈতন্য যুগ।**
- চৈতন্যদেব ছিলেন- **বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক।**
- শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক প্রথম কাহিনিকাব্য রচনা করেন- **বৃন্দাবন দাস।**
- চৈতন্যজীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি- **কৃষ্ণদাস কবিরাজ।**
- 'চৈতন্যমঙ্গল' এর রচয়িতা- **লোচনদাস।**
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারকের প্রভাব অপরিসীম- **চৈতন্যদেব।**
- 'নবীবংশ' পুস্তকটি রচনা করেছেন- **সৈয়দ সুলতান।**
- প্রথম বাংলা জীবনীকাব্য রচিত হয়- **ষোড়শ শতকে।**
- প্রথম জীবনীকাব্য রচনা করা হয়- **শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে।**
- চৈতন্যদেবের জীবনী সাহিত্যকে অভিহিত করা হয়- **'কড়চা' নামে।**
- 'কড়চা' শব্দের অর্থ- **দিনলিপি বা ডায়েরি।**
- বাংলায় চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থের নাম- **বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য-ভাগবত'।**

আরাকান রাজসভা ও সাহিত্য

- মায়ানমারের উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত- **আরাকান।**
- আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজসভার কবি ছিলেন- **আলাওল।**
- 'সেকান্দরনামা' কাব্যের রচয়িতা- **আলাওল।**
- আরাকানে কখন সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল?- **সপ্তদশ শতক।**
- আলাওলের 'তোহফা' কোন ধরনের কাব্য?- **নীতিকাব্য।**
- কবি আলাওলের জন্মস্থান- **চট্টগ্রামের জোবরা।**
- লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা- **দৌলত কাজী।**
- আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি- **দৌলত কাজী।**
- 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যটির রচয়িতা- **দৌলত কাজী।**
- মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি- **মধ্যযুগের।**
- 'নসীরানামা' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা- **কবি মরদন।**
- 'দুল্লা মজলিস' কাব্যের রচয়িতা- **আবদুল করীম খোন্দকার।**

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

- আরবি, ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত অনুবাদমূলক প্রণয় কাব্যই হলো- **রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।**
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার সূত্রপাত হয়- **পনের শতকে।**
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের ধারার প্রথম কবি- **শাহ মুহম্মদ সগীর।**
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের ধারার প্রথম কাব্য- **ইউসুফ জোলেখা।**
- রোমান্টিক প্রণয় কাব্য ধারার দেশজ উপাদান নিয়ে কোরেশী মাগন ঠাকুর রচনা করেন- **চন্দ্রাবতী।**
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি- **শাহ মুহম্মদ সগীর (কাব্য ইউসুফ-জোলেখা)।**
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যধারার কবি দৌলত উজির বাহরাম খান এর কাব্য- **লায়লী মজনু।**
- রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের কবি সাবিরিদ খানের অন্যতম কাব্য- **বিদ্যা... হানিফা-কয়রাপরী।**
- 'সয়ফুল মুলুক- বদিউজ্জামাল' বাংলা রোমান্টিক কাব্য ধারার অন্যতম বিশিষ্ট কবি- **আলাওল।**
- নওয়াজিস খানের অন্যতম রোমান্টিক প্রণয় কাব্য- **গুলে বকাওলী।**

লোকসাহিত্য

- জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাথাকাহিনি, গান, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদিকে বলে- **লোকসাহিত্য।**
- ইংরেজি Ballad এর বাংলা পরিভাষা হচ্ছে- **গীতিকা।**
- 'দোভাষী পুঁথি' বলতে কি বুঝায়- **কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে ভাষায় রচিত পুঁথি।**
- কলকাতার বটতলা নামক স্থানে অতি সস্তা কাগজ ও মুদ্রণে যে বই ছাপা (দোভাষী বাংলায় রচিত পুঁথিসাহিত্য) যা নিম্নরুচির বলে বিবেচিত হতো, সেগুলো বলা হতো- **বটতলার পুঁথি।**
- পশুপাখির কাহিনি অবলম্বনে রচিত লোকসাহিত্যকে বলে- **উপকথা।**
- 'ফোকলোর' কথাটির উদ্ভাবক হচ্ছেন- **উইলিয়াম থমস।**
- 'ঠাকুমার ঝুলি' এর রচয়িতা- **দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।**
- বাংলা লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি- **প্রবচন, ছড়া ও ধাঁধা।**
- 'লোকসাহিত্য' সংগ্রহে অবদান রেখেছেন- **দীনেশচন্দ্র সেন।**
- হারামণি কি? এর সংকলক কে? - **প্রাচীন লোকগীতি, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন।**
- 'মর্সিয়া' শব্দের উৎস ভাষা- **আরবি।**
- 'মর্সিয়া' শব্দের অর্থ- **শোক বা আহাজারি।**
- 'মর্সিয়া' সাহিত্যের আদিকবি- **শেখ ফয়জুল্লাহ (গ্রন্থ: জয়নালের চৌতিশা)।**
- 'জঙ্গনামা' কাব্যের বিষয়- **যুদ্ধ-বিগ্রহ।**
- 'খনার বচন' কী সংক্রান্ত?- **কৃষি।**
- খনার খ্যাতির অন্যতম কারণ- **বচন।**
- লোকসাহিত্যের সংকলন গ্রন্থ 'হারামণি'র সংকলক- **মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন।**
- মধ্যযুগের কোন সাহিত্য কৃষিকাজের জন্য উপযোগী- **ডাক ও খনার বচন।**
- 'ঠাকুরমার ঝুলি' কী জাতীয় রচনার সংকলন?- **রূপকথা।**
- ব্যক্তি বা সমাজ জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নির্যাস একটি বাক্যে প্রকাশিত হয় তার নামই- **প্রবাদ।**
- 'যদি থাকে বন্ধুর মন, গাঙ পারাইতে কতক্ষণ'? এটি কোন প্রকারের লোকসাহিত্য- **প্রবাদ**
- এন্টনি ফিরিঙ্গি কী জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতা?- **কবিগান।**
- কবি গানের প্রথম কবি- **গোঁজলা পুট (গুঁই)।**
- কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটে কখন- **আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে।**
- কবিগানের রচয়িতাদের বলা হতো- **কবিওয়ালা।**
- পুঁথি সাহিত্যের রচয়িতাদের বলা হতো- **শায়ের।**
- কবি গান রচয়িতা এবং গায়ক হিসেবে এরা উভয়েই পরিচিত- **এন্টনি ফিরিঙ্গি ও রামপ্রসাদ রায়।**
- পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি- **ফকির গরীবুল্লাহ।**
- 'সোনাভান' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা- **ফকির গরীবুল্লাহ।**
- 'টপ্পা' হলো- **এক ধরনের গান।**
- বাংলা টপ্পাগানের জনক- **নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত।**
- 'নানান দেশের নানান ভাষা/বিনে স্বদেশী ভাষা/পুরে কি আশা?' গানটির রচয়িতা- **রামনিধি গুপ্ত।**
- বাউল গানের বিশেষত্ব হলো এক ধরনের- **আধ্যাত্মবিষয়ক গান।**
- বাউল গানের গীতিকার, সুরকার ও গায়ক হিসেবে খ্যাত লালনকে বলা হয়- **বাউল সম্রাট**
- সর্বপ্রথম লালনের ২৯৮টি গান সংগ্রহ এবং ২০টি গান কে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন- **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**

মৈমনসিংহ গীতিকা

- 'জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতী' কোন উপাখ্যানের অন্তর্গত- **মৈমনসিংহ গীতিকার।**
- 'দেওয়ানা মদিনা' কোন কাব্যের অন্তর্গত?- **মৈমনসিংহ গীতিকা।**
- 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র লোকপালাসমূহের সংগ্রাহক- **চন্দ্রকুমার দে।**
- 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন- **ফকির গরীবুল্লাহ।**
- বাংলাদেশের গীতিকা সাহিত্যকে ভাগ করা হয়েছে- তিন ভাগে। যথা- **নাথগীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের নিম্নাঞ্চলের গীতিকাব্যগুলোকে বলে- **মৈমনসিংহ গীতিকা**।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গুলো সংগ্রহ করেন- **চন্দ্রকুমার দে**।
- চন্দ্রকুমার দে'র সংগৃহীত পালাগুলোকে ড. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদনা করে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে প্রথম প্রকাশ করেন- **১৯২৩ সালে**।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বিশ্বের- **২৩ টি ভাষায় অনূদিত হয়**।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' মুদ্রিত পালার সংখ্যা- **১০ টি**। পালাগুলো হচ্ছে মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ানা মদিনা, রূপবতী, বিদ্যাসুন্দর, কাজলরেখা, দেওয়ান ভাবনা, কঙ্ক ও লীলা।
- 'মহুয়া' গীতিকার রচয়িতা- **মনসুর বয়াতি**।

এক নজরে মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম

রচনা	লেখক
লায়লী মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান
গুলে বকাওলী	ইজ্জতুল্লা
সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী	দৌলত কাজী
চন্দ্রবতী	কোরেশী মাগন ঠাকুর
পদ্মাবতী	আলাওল
নবীবংশ	সৈয়দ সুলতান
মৈমনসিংহ গীতিকা	শুকুর মামুদ
গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস	সম্পাদক ড. দীনেশচন্দ্র সেন, সংগ্রাহক- চন্দ্রকুমার দে
জঙ্গনামা বা মক্তুল হোসেন	দৌলত উজির বাহরাম খান
আমীর হামজা, সোনাভান	শাহ্ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ্
শ্রীকৃষ্ণবিজয়	মালাধর বসু

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাঘের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে গাওয়া হয়- [জবি. B ১৭-১৮]
ক. বাউল গান খ. গাজীর গান গ. ঘাটুগান ঘ. জারিগান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০২. আলাওলের 'পদ্মাবতী' পুঁথি সম্পাদনা করেছেন- [জাবি জ ১১-১২]
ক. ড. আহমদ শরীফ খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ. আব্দুল করিম ঘ. হুমায়ুন আজাদ

০৩. 'মদিনার গৌরব' কী ধরনের সাহিত্য কর্ম? [জাবি জ ১১-১২]
ক. নাটক খ. কাব্য গ. উপন্যাস ঘ. গল্প

০৪. ব্রজবুলি কী? [জাবি. জ ১১-১২]
ক. হিন্দি ভাষা খ. উর্দু ভাষা গ. বজ্রের ভাষা ঘ. মিথিলা ও বাংলার মিশ্র ভাষা

০৫. নব্যবৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কে? [জাবি. C, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. শ্রীচৈতন্যদেব খ. অদ্বৈত ঠাকুর গ. বিদ্যাপতি ঘ. চণ্ডীদাস

০৬. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবির আবির্ভাব ঘটে কোন যুগে? [জাবি. জ ১১-১২]
ক. প্রাচীন যুগের শুরুতে খ. প্রাচীন যুগের শেষ দিকে
গ. মধ্যযুগে ঘ. আধুনিক যুগে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৭. সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [F ১৭-১৮]
ক. চর্যাপদ খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ. পদ্মাবতী ঘ. ইউসুফ-জোলেখা

০৮. বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ কোনটি? [F ১৭-১৮; ইবি H ১৭-১৮; খুবি A & HS ১১-১২]
ক. ৬৫০-১২০০ খ. ৮৫০-১৩০০ গ. ১২০১-১৩৫০ ঘ. ১৩৫০-১৮০০

০৯. 'চারণ কবি' কে? [রাবি ০৯-১০]
ক. জসীমউদ্দীন খ. মুকুন্দ দাস গ. মোজাম্মেল হক ঘ. প্রমিত সারোয়ার

১০. 'হারামণি' কার লেখা? [রাবি ০৯-১০]
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মুনীর চৌধুরী
গ. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ঘ. আবুল ফজল

১১. 'ভাওয়াইয়া' কোন অঞ্চলের গান? [রাবি ১১-১২]
ক. ময়মনসিংহ খ. খুলনা গ. সিলেট ঘ. রংপুর

১২. নিচের কোন জন মধ্যযুগের কবি নন? [রাবি. B ১৭-১৮]
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. বিহারীলাল চক্রবর্তী
গ. শাহ্ মুহম্মদ সগীর ঘ. আলাওল

১৩. মীননাথ-এর সঙ্গে সম্পর্ক কোন রচনার? [রাবি. B ১৭-১৮]
ক. ধর্মমঙ্গল খ. বৈষ্ণব গীতিকা গ. আরাকান সাহিত্য ঘ. চর্যাপদ

Note: 'মীননাথ' এর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে 'নাথ' সাহিত্যের। নাথ সাহিত্যের আদিনাথ গুরু মীননাথ বা মৎসেন্দ্রনাথ।

১৪. আলাওল কোন যুগের কবি? [রাবি. C ১৭-১৮]
ক. প্রাচীন খ. মধ্য গ. আধুনিক ঘ. উত্তরাধুনিক

১৫. নৌকাবাইচের সঙ্গে যুক্ত লোকসঙ্গীত কোনটি? [রাবি. ১১-১২]
ক. ঝুমুর খ. সারি গ. জারি ঘ. ভাওয়াইয়া

১৬. 'টপ্পা' কী? [রাবি. ১১-১২]
ক. একধরনের গান খ. নাচের মুদ্রা গ. একধরনের বাদ্যযন্ত্র ঘ. বিশেষ ধরনের খেলা

১৭. লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি কী? [রাবি. A4, সেট ৩,১২-১৩]
ক. গান খ. প্রবচন গ. প্রবাদ ঘ. ছড়া

১৮. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কোন যুগের কবি? [রাবি. A ১৬-১৭]
ক. প্রাচীন যুগ খ. মধ্যযুগ গ. আধুনিক যুগ ঘ. উত্তর আধুনিক যুগ

১৯. মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম ধারা- [রাবি. I ১৬-১৭; ০৯-১০]
ক. মনসামঙ্গল খ. চণ্ডীমঙ্গল গ. কাব্যমঙ্গল ঘ. গীতিমাল্য

২০. ১৮০০ সালের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের প্রধান গৌরবময় সাহিত্য কোনটি? [রাবি. ০৬-০৭]
ক. বৈষ্ণব সাহিত্য খ. পদাবলি সাহিত্য গ. চর্যাপদ ঘ. মনসামঙ্গল

২১. লোক সাহিত্য বলতে কী বুঝায়? [রাবি. ০৬-০৭]
ক. গ্রাম বাংলার লোকের মুখে মুখে প্রচলিত গাঁথা কাহিনি, ছড়া, প্রবাদ
খ. গ্রাম বাংলার মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট সাহিত্য
গ. যে সাহিত্যে গ্রামের রূপ ফুটে উঠে
ঘ. গ্রাম বাংলার জন্য রচিত সাহিত্য

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২২. কোনটি আত্মভাবপ্রধান কবিতার পর্যায়ে পড়ে? [চবি ঘ ০৭-০৮]
ক. মহাকাব্য খ. কাব্যনাট্য গ. ব্যঙ্গকবিতা
ঘ. গীতিকবিতা ঙ. প্যারেডি কবিতা

২৩. পশুপাখির কাহিনি অবলম্বনে রচিত লোকসাহিত্যকে বলে- [চবি ঙ ০৯-১০]
ক. রূপকথা খ. ব্রতকথা গ. উপকথা ঘ. পালা ঙ. লোকগাঁথা

২৪. আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যটি কোথায় রচিত হয়? [চবি জ ১১-১২]
ক. ত্রিপুরার রাজসভায় খ. কৃষ্ণনগরের রাজসভায়
গ. গৌরের রাজসভায় ঘ. আরাকানের রাজসভায়
ঙ. দিনাজপুরের মহারাজার সভায়

২৫. রবীন্দ্রনাথ 'ভোরের পাখি' হিসেবে কাকে অভিহিত করেছিলেন? [চবি B। ১২-১৩]
ক. মুকুন্দরাম খ. ভারতচন্দ্র গ. ঈশ্বর গুপ্ত ঘ. বিহারীলাল ঙ. বিদ্যাসাগর

২৬. 'মলুয়া' লোক-গীতিকাটি কোন অঞ্চলের? [চবি. ঘ ০৬-০৭]
ক. রংপুর খ. যশোর গ. কুমিল্লা ঘ. ময়মনসিংহ ঙ. চট্টগ্রাম

২৭. 'মহুয়া' পালাটির রচয়িতা- [চবি. ঙ ০৮-০৯]
ক. দ্বিজ কানাই খ. মনসুর বয়াতি গ. নয়নচাঁদ ঘোষ
ঘ. দীনেশচন্দ্র সেন ঙ. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

২৮. বাংলা টপ্পা সংগীতের প্রবর্তক - [চবি. ঙ ১১-১২]
ক. মানিক দত্ত খ. রামনিধি গুপ্ত গ. ভারতচন্দ্র রায়
ঘ. রামপ্রসাদ সেন ঙ. অমিয় চক্রবর্তী

২৯. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক কাহিনি কোনটি? [চবি. ঘ-১৩-১৪]
ক. পদ্মাবতী খ. দেওয়ানা মদিনা গ. অন্নদামঙ্গল কাব্য ঘ. ব্রজাঙ্গনা কাব্য

৩০. 'খনার বচন' প্রধানত কী সংক্রান্ত? [চবি. B ১৩-১৪]
ক. ব্যবসা খ. শিল্প গ. কৃষি ঘ. রাজনীতি

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩১. লোকের মুখে প্রচলিত হয়ে যে গান সর্বসাধারণের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, তাকে কোন ধরনের গান বলে? [AP ১৭-১৮]
ক. কবিগান খ. লোকগান গ. ধ্রুপদী সঙ্গীত ঘ. ভাটিয়ালি গান

০১.খ	০২.ক	০৩.খ	০৪.ঘ	০৫.ক	০৬.গ	০৭.খ	০৮.গ	০৯.খ	১০.গ	১১.ঘ
১২.খ	১৩.	১৪.খ	১৫.খ	১৬.ক	১৭.ঘ	১৮.খ	১৯.ক	২০.ক	২১.ক	২২.ঘ
২৩.গ	২৪.ঘ	২৫.ঘ	২৬.ঘ	২৭.ক	২৮.খ	২৯.ক	৩০.গ	৩১.খ		

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOL
Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৩২. **'লেটো' কী?** [AP ১৭-১৮]
ক. নজরুলসঙ্গীত খ. রবীন্দ্রসঙ্গীত গ. সারিগান ঘ. লোকগান

৩৩. **মরমী কবি কে?** [AP ১৭-১৮]
ক. লালন ফকির খ. হাসন রাজা গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. শাহ আব্দুল করিম

৩৪. **বাংলা ভাষা সাহিত্যের বিকাশে যে রাজসভার বিশেষ অবদান রয়েছে?** [D ১৭-১৮]
ক. মোগল খ. ত্রিপুরা গ. আসাম ঘ. আরাকান

৩৫. **'পদুমাবৎ' কাব্যের ভাষা কী?** [ঘ ১৬-১৭]
ক. হিন্দি খ. ফারসি গ. সংস্কৃত ঘ. বাংলা

৩৬. **মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী?** [AP ১৭-১৮]
ক. বিজয় গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. কানা হরিদত্ত

৩৭. **'মৈমনসিংহ গীতিকার' সংগ্রাহক কে?** [AP ১৭-১৮, ঘ ১৬-১৭; বঙ্গবন্ধু বিওপ্রবি D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. দীনেশচন্দ্র সেন খ. চন্দ্রকুমার দে গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৩৮. **'মৈমনসিংহ গীতিকার' সম্পাদক কে?** [ঘ ১৭-১৮; কুবি B ১৬-১৭]
ক. ড. হরিপদ পাল খ. চন্দ্রকুমার দে
গ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঘ. ড. দীনেশচন্দ্র সেন

৩৯. **পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি কে?** [E -১৩-১৪]
ক. রামরাম বসু খ. সৈয়দ হামজা গ. ফকির গরীবুল্লাহ ঘ. কীর্তিবাস

৪০. **কবি গানের প্রথম কবি কে?** [E -১৩-১৪]
ক. গোঁজলা গুঁই খ. হরু ঠাকুর গ. ভবানী ঘোষ ঘ. নিতাই বৈরাগী

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৪১. **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কার প্রভাব অপরিসীম?** [B -১৩-১৪]
ক. কৃত্তিবাস খ. চৈতন্যদেব গ. শ্রীকৃষ্ণ ঘ. রবীন্দ্রনাথ

৪২. **বাংলা সাহিত্যের 'চৈতন্য যুগ' কোনটি?** [C -১৩-১৪]
ক. ১১০০-১২০০খ্রি. খ. ১২০১-১৫০০খ্রি. গ. ১৫০১-১৬০০খ্রি. ঘ. ১৬০১-১৭০০খ্রি.

৪৩. **মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?** [C ১৬-১৭]
ক. হরিদত্ত খ. ভারতচন্দ্র গ. মুকুন্দরাম ঘ. চণ্ডীদাস

৪৪. **বড়ু চণ্ডীদাসের প্রকৃত নাম-** [B ১৬-১৭]
ক. ডুমুক খ. ডোম্বী গ. অনন্ত ঘ. প্রচণ্ডী

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৪৫. **শেখ সাদী কোন শতকের মুসলিম কবি?** [H ১৭-১৮]
ক. পনেরো শতক খ. সতেরো শতক গ. আঠারো শতক ঘ. উনিশ শতক

৪৬. **পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক-** [B -১৩-১৪]
ক. ভারতচন্দ্র রায় খ. দৌলত কাজী গ. সৈয়দ হামজা ঘ. আব্দুল হকিম

৪৭. **বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করতেন?** [B-১৫-১৬]
ক. বাংলা খ. সংস্কৃত গ. মৈথিলি ঘ. পালি

৪৮. **বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ পদ কোন ভাষায় রচিত?** [B-১৫-১৬]
ক. মৈথিলি খ. বাংলা গ. প্রাকৃত ঘ. ব্রজবুলি

৪৯. **প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি কে?** [C ১৬-১৭; পাবিপ্রবি C ১৫-১৬]
ক. শাহ মুহম্মদ সগীর খ. আলাওল গ. কায়কোবাদ ঘ. আব্দুল হাকিম

৫০. **মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্য নিদর্শন কোনটি?** [C ১৬-১৭]
ক. চর্যাপদ খ. পদাবলি গ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ. চণ্ডীমঙ্গল

৫১. **'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে নিচের কোন কবিতাটি নেওয়া হয়েছে?** [H ১৬-১৭]
ক. লোক-লোকান্তর খ. ঐকতান গ. কালকেতুর ভোজন ঘ. সেই অস্ত্র

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৫২. **মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?** [F, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. অন্নদা-মঙ্গল গ. রামায়ণ ঘ. মেঘদূত

৫৩. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা কে?** [G ১৬-১৭]
ক. চণ্ডীদাস খ. বড়ু চণ্ডীদাস গ. দ্বিজ চণ্ডীদাস ঘ. দীন চণ্ডীদাস

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৫৪. **গীতিকাকে ইংরেজিতে কী বলা হয়?** [A-১৫-১৬]
ক. ব্যালাড খ. ফোকলোর গ. নভেল ঘ. ড্রামা

৩২.গ	৩৩.খ	৩৪.ঘ	৩৫.ক	৩৬.খ	৩৭.খ	৩৮.ঘ	৩৯.গ
৪০.ক	৪১.খ	৪২.গ	৪৩.খ	৪৪.গ	৪৫.গ	৪৬.গ	৪৭.গ
৪৮.ঘ	৪৯.ক	৫০.গ	৫১.গ	৫২.খ	৫৩.খ	৫৪.ক	

অনুবাদ সাহিত্য

- বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা হয়- মধ্যযুগে।
- নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহ'র আমলে মহাভারত অনুবাদ করেন- কবীন্দ্র পরমেশ্বর।
- রামায়ণের প্রথম নারী অনুবাদক- চন্দ্রাবতী।
- বাংলা ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করেন- কৃত্তিবাস ওঝা।
- মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক- কবীন্দ্র পরমেশ্বর (পরাগলী মহাভারত)।
- মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক- কাশীরাম দাশ।
- 'ভাগবত' এর প্রথম বাংলা অনুবাদক- মালাধর বসু ('শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে)

গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদসাহিত্য ও অনুবাদক

অনূদিত গ্রন্থ	অনুবাদকের নাম	মূলগ্রন্থ	মূল রচয়িতা
মহাভারত	কাশীরাম দাস	মহাভারত	ব্যাসদেব
রামায়ণ	কৃত্তিবাস	রামায়ণ	বাল্মীকি
লায়লী মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	লায়লা ওয়া মজনুন	নিজামী
ইউসুফ-জুলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ	ইউসুফ ওয়া জুলেখা	নিজামী
পদ্মাবতী	আলাওল	পদুমাবত	মালিক মুহম্মদ জা

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. **'গীতগোবিন্দ' কে লিখেছেন?** [খ ০৯-১০]
ক. কালিদাস খ. জয়দেব গ. কাশীরাম দাস ঘ. ভারতচন্দ্র

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০২. **'রামায়ণ' কোন কবির রচনা?** [C, ১৭-১৮]
ক. কালিদাস খ. চণ্ডীদাস গ. বেদব্যাস ঘ. বাল্মীকি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. **আলাউদ্দিন হুসেন শাহ বাংলা সাহিত্যে কী কারণে খ্যাতিমান?** [A ১৭-১৮]
ক. বাংলা ভাষা স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য খ. অনুবাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য
গ. শাসনকর্তা হিসেবে ঘ. সালতানাৎ প্রতিষ্ঠার জন্য

০৪. **মহাভারতের মূলে রয়েছে-** [A -১৩-১৪]
ক. রাম-সীতার কাহিনি খ. কুরু-পাণ্ডবের কাহিনি
গ. বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনি ঘ. রাধাকৃষ্ণের কাহিনি

০৫. **মহাভারতে ভীষ্মদেবের অন্য নাম কী?** [B, Even, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. পার্থ খ. কর্ণ গ. দেবব্রত ঘ. ধৃতরাষ্ট্র

০৬. **মুনীর চৌধুরী রচিত 'মুখরা রমণী বশীকরণ' একটি-** [A ১৭-১৮, D ১৬-১৭]
ক. উপন্যাস খ. প্রবন্ধ গ. অনুবাদ নাটক ঘ. গল্প

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৭. **সংস্কৃত উপনিষদের প্রথম ফারসি অনুবাদক কে?** [B১, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. হাফিজ খ. আওরঙ্গজেব গ. সৈয়দ সুলতান ঘ. দারাশিকো

০৮. **পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য বাংলায় অনূদিত হয়, এটির নাম কি?** [চবি. E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. রামায়ণ খ. মহাভারত গ. ইলিয়াড ঘ. গিলগামেশ

জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৯. **মহাভারতে সংঘটিত যুদ্ধ কী নামে পরিচিত?** [AP ১৭-১৮]
ক. রণক্ষেত্র খ. কুরুক্ষেত্র গ. কুবের ক্ষেত্র ঘ. পাণ্ডুক্ষেত্র

১০. **'পরাগলী মহাভারত' খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী?** [E -১৩-১৪]
ক. সঞ্জয় খ. কবীন্দ্র পরমেশ্বর
গ. শ্রীকর নন্দী ঘ. কাশীরাম দাস

১১. **সংস্কৃত রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করেন কে?** [ঘ ১৬-১৭]
ক. নলিনীকান্ত ভট্টশালী খ. কাশীরাম দাস
গ. মালাধর বসু ঘ. কৃত্তিবাস ওঝা

০১.খ	০২.ঘ	০৩.খ	০৪.খ	০৫.গ	০৬.গ	০৭.ঘ	০৮.ক	০৯.খ	১০.খ	[illegible]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

১২. বাংলায় মহাভারতের প্রধান কবি কে? [B ১৬-১৭]
ক. শ্রীকর নন্দী খ. কাশীরাম দাস গ. কবীন্দ্র পরমেশ্বর ঘ. ভবানী দাস

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৩. কে মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন? [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. কৃত্তিবাস খ. চণ্ডীদাস গ. কাশীরাম ঘ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. কোন সাহিত্যে 'মহাভারত' মহাকাব্যের রচয়িতা কে? [C-১৫-১৬]
ক. বেদব্যাস খ. বাল্মীকি গ. কায়কোবাদ ঘ. নবীন চন্দ্র সেন

১২.খ	১৩.গ	১৪.ক

আধুনিক যুগ

- আধুনিকতার লক্ষণ– স্বদেশ প্রেম ও মানবতাবোধ।
- বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ– কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ।
- কোন সাহিত্যাদর্শের মর্মে নৈরাশ্যবাদ আছে?– উত্তরাধুনিকতাবাদ।
- বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'- এর রচয়িতা– দোম আন্তোনিও।
- শ্রীরামপুরের মিশনারিরা স্মরণীয় যে জন্য– প্রথম বাংলা মুদ্রণ।
- উপমহাদেশের প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়– ১৪৯৮ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়– রংপুরে।
- বাংলা মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হয়– ১৮০০ সালে।
- বাংলা অক্ষরের প্রথম নক্শা তৈরি করেন– চার্লস উইলকিন্স।
- বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক– চার্লস উইলকিন্স।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন– উইলিয়াম কেরি।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়– ১৮০১ সালে।
- বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকাশে কোন প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ অবদান রয়েছে?– ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কত সালের কোন তারিখে স্থাপিত হয়– ৪ মে ১৮০০ সাল।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা– লর্ড ওয়েলেসলি।
- বাঙালির লেখা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ কোনটি?– রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র।
- 'ইতিহাসমালা'-র লেখক– উইলিয়াম কেরি।
- ১৮১০ সালে দরিদ্র খ্রিস্টান সন্তানদের জন্য কলকাতায় কে বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন– উইলিয়াম কেরি।
- 'লিপিমালা' রচনা করেছেন– রামরাম বসু।
- 'কেরী সাহেবের মুনশি' বলা হয়– রামরাম বসুকে।
- 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্ররূপে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়– জ্ঞানান্বেষণ।
- 'ইয়ংবেঙ্গল' কী?– ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক।
- 'ইয়ংবেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন– ডিরোজিও।
- 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থটির রচয়িতা– কাজী আবদুল ওদুদ।
- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর প্রতিষ্ঠা কোন খ্রিস্টাব্দে?– ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে।
- 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' এ উক্তিটি কোন পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকত?– শিখা।
- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ'- এর প্রধান লেখক ছিলেন– কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন প্রমুখ।
- 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর মুখপাত্র ছিল– শিখা।
- 'বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৫২ সালে।
- 'বাংলাপিডিয়া' হচ্ছে– জাতীয় জ্ঞানকোষ।
- 'বাংলাপিডিয়া'র প্রধান সম্পাদক কে?– সিরাজুল ইসলাম।
- কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে 'বাংলাপিডিয়া' প্রকাশিত হয়েছিল?– বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।
- বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় কখন– ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫।
- বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম কী ছিল– বর্ধমান হাউস।
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নে কোন প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছে?– বাংলা একাডেমি।
- কোন বিষয়ের উপর বাংলা একাডেমি প্রতি বছর পুরস্কার প্রদান করে থাকে?– সাহিত্য।
- 'বাংলা একাডেমি' পুরস্কার কবে থেকে প্রবর্তিত হয়– ১৯৬০ সালে।
- 'একুশে গ্রন্থমেলা'র আয়োজক সংস্থার নাম– বাংলা একাডেমি।
- বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব হয়– উনিশ শতকে/আধুনিক যুগে।
- কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৮০০ সালে। এ কলেজ বাংলা গদ্য বিকাশে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরির 'কথোপকথন' গ্রন্থটি শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়– ১৮০১ সালে।
- পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যরীতি ব্যবহার করেন– রাজা রামমোহন রায়।
- বাংলা গদ্যে প্রথম যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন– ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- বাংলা গদ্যের পথিকৃৎ বলা হয়– উইলিয়াম কেরিকে।
- বাংলা চলিত রীতির প্রবর্তক– প্রমথ চৌধুরী।
- বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক– মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ বলা হয়– প্যারীচাঁদ মিত্রকে।
- বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবক্তা কবি হলেন– মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাংলা গদ্য ছন্দের প্রবর্তক– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ধারা– গীতিকবিতা।
- বাংলা সাহিত্যে একমাত্র সার্থক মহাকাব্য– মেঘনাদবধ কাব্য।
- 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের রচয়িতা– মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক– কৃষ্ণকুমারী।
- 'কৃষ্ণকুমারী'র রচয়িতা– মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর কোন উপন্যাসে সর্বপ্রথম চলিত রীতির প্রবর্তন করেন?– 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৭)।
- 'ঠগচাচা' চরিত্রটি পাওয়া যায়– 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে।
- 'ভ্রান্তিবিলাস' (অনুবাদ গ্রন্থ) রচনা করেন– ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে কত সাল থেকে? [ঢাবি. গ ০৬-০৭]
ক. ১৮০১ খ. ১৯০১ গ. ২০০১ ঘ. ১৮৫৭ ঙ. ১৯৫১

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০২. 'বাংলাপিডিয়া' এর প্রকাশক কোন প্রতিষ্ঠান? [জাবি C ১৭-১৮]
ক. প্রগতি প্রকাশনী খ. মুক্তধারা
গ. এশিয়াটিক সোসাইটি ঘ. বাংলা একাডেমি

০৩. শিল্পসম্মত গদ্যরীতির জনক কে? [জাবি E ১৭-১৮]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

০৪. 'ইয়ং বেঙ্গল' কী? [জাবি I ১৭-১৮]
ক. মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী তরুণগোষ্ঠী খ. ফেসবুক যুবসমাজ
গ. বিশেষ গেরিলাগোষ্ঠী ঘ. একটি সফটওয়্যার

০৫. নিচের কোনটি বাংলা সাহিত্যের সাথে জড়িত? [জাবি জ ১১-১২]
ক. ইয়ং বেঙ্গল খ. মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি
গ. ক ও খ দুটিই ঘ. ক ও খ এর কোনোটিই নয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত কেন বিখ্যাত? [রাবি. A ১৭-১৮]
ক. যুগসন্ধির কবি হিসেবে খ. পদ্যকার হিসেবে
গ. নবজাগরণের লেখক হিসেবে ঘ. বিদ্রোহী চেতনার জনক হিসেবে

০৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক কে? [রাবি. F, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. মমিনুর রসুল ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

০৮. কেরি সাহেবের মুন্সি কে ছিলেন? [রাবি. খ ১১-১২]
ক. রামরাম বসু খ. প্রমথনাথ বিশী
গ. কমলকুমার মজুমদার ঘ. রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী

০১.ক	০২.গ	০৩.ক	০৪.ক	০৫.গ	০৬.ক	০৭.ক	০৮.ক

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৯. বাংলা মুদ্রণযন্ত্র প্রথম কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? [চবি B। ১২-১৩]
ক. চন্দননগরে খ. ঢাকায় গ. কলকাতায় ঘ. হুগলিতে ঙ. বর্ধমানে

১০. বাংলা মুদ্রণের সূচনা-স্থল কোনটি? [চবি E -১৩-১৪]
ক. ছোটনাগপুর খ. সুতানটি গ. রংপুর ঘ. মুর্শিদাবাদ ঙ. হুগলি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

১১. বাংলা গদ্যরূপ কখন বিকাশ লাভ করে? [A&HS : ১১-১২]
ক. প্রাচীন যুগ খ. মধ্যযুগ
গ. ইংরেজ আগমনের পরে ঘ. স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

১২. মুসলিম মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা : [ক ১৬-১৭]
ক. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন খ. নওয়াব ফয়জুন্নেসা
গ. সুফিয়া কামাল ঘ. নূরজাহান

১৩. সাহিত্যে বাংলা গদ্য এর ব্যবহার শুরু হয়? [E -১৩-১৪]
ক. চতুর্দশ শতাব্দী খ. ষোড়শ শতকে গ. বিশ শতকে ঘ. উনিশ শতকে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন কে? [B-১৫-১৬]
ক. উইলিয়াম কেরি খ. রাজা রামমোহন রায় গ. লর্ড ওয়েলেসলি ঘ. মৃত্যুঞ্জয়

১৫. আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম কবি- [B -১৩-১৪]
ক. নজরুল ইসলাম খ. ফররুখ আহমদ গ. কায়কোবাদ ঘ. সৈয়দ সুলতান

১৬. বাংলা গদ্যের লেখা শুরু হয় কত সালে? [B -১৩-১৪]
ক. ১২০৪ খ. ১৭৫৭ গ. ১৮০১ ঘ. ১৯০১

০৯.ঘ	১০.ঙ	১১.গ	১২.গ	১৩.ঘ	১৪.গ	১৫.গ	১৬.গ

বাংলা সাহিত্যের শাখা

কাব্য

কবি	কাব্যগ্রন্থ
অমিয় চক্রবর্তী	মাটির দেয়াল, অনিঃশেষ, হারানো অর্কিড।
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	সদ্ভাবশতক, মোহভোগ।
মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা	পশারিণী, মন ও মৃত্তিকা, অরণ্যের সুর।
বিহারীলাল চক্রবর্তী	সারদামঙ্গল, সাধের আসন, বঙ্গসুন্দরী।
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	তন্বী, অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী, সংবর্ত।
দাউদ হায়দার	জন্মই আমার আজন্ম পাপ, নারকীয় ভুবনের কবিতা, আমি ভালো আছি তুমি?
বিষ্ণু দে	সন্দ্বীপের চর, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, চোরাবালি, সাত ভাই চম্পা, উর্বশী ও আর্টেমিস।
সমর সেন	কয়েকটি কবিতা, খোলা চিঠি, তিন পুরুষ।
আহসান হাবীব	রাত্রিশেষ, সারা দুপুর, আশায় বসতি, ছায়া হরিণ।
মদনমোহন তর্কালঙ্কার	রসতরঙ্গিণী, বাসবদত্তা।
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	অনল প্রবাহ, স্পেনবিজয় কাব্য।
নওয়াব ফয়জুন্নেসা	রূপজালাল।
গোলাম মোস্তফা	রক্তরাগ, বুলবুলিস্তান, বনি আদম, গীতি সঞ্চয়ন।
জসীমউদ্দীন	নকশীকাঁথার মাঠ, রাখালী।
জীবনানন্দ দাশ	বনলতা সেন, রূপসী বাংলা, ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি।
ফররুখ আহমদ	সাত সাগরের মাঝি, মুহূর্তের কবিতা, সিরাজাম মুনীরা।
বন্দে আলী মিয়া	অনুরাগ, ময়নামতির চর।

কবি	কাব্যগ্রন্থ
বুদ্ধদেব বসু	বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, দময়ন্তী, মর্মবাণী।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	তিলোত্তমাসম্ভব, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা।
মোজাম্মেল হক	প্রেমহার, কুসুমাঞ্জলি, জাতীয় ফোয়ারা।
রজনীকান্ত সেন	বাণী, কল্যাণী, অভয়া, আনন্দময়ী।
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্মদেবী, শূরসুন্দরী।
শহীদ কাদরী	তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা, উত্তরাধিকার, কোনো ক্রন্দন নেই, আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও।
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	বেণু ও বীণা, বেলা শেষের গান, কুহু ও কেকা।
সুকান্ত ভট্টাচার্য	ছাড়পত্র, পূর্বাভাস, হরতাল, ঘুম নেই।

বিখ্যাত বাংলা মহাকাব্য

রচয়িতা	গ্রন্থ
কায়কোবাদ	মহাশ্মশান : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনি গ্রন্থের উপজীব্য।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	মেঘনাদবধ কাব্য : বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সার্থক মহাকাব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত একটি বীররসের কাব্য। কাহিনির উৎস রামায়ণ।
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্পেনবিজয় কাব্য : স্পেনের সম্রাট রডারিকের সঙ্গে মুসলমান বীর তারেকের সংগ্রাম কাহিনি।
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বৃত্রসংহার কাব্য
নবীনচন্দ্র সেন	• রৈবতক • কুরুক্ষেত্র • প্রভাস এ তিনটি মহাকাব্যকে একত্রে 'ত্রয়ীমহাকাব্য বলে'।
যোগীন্দ্রনাথ বসু	• পৃথ্বীরাজ • শিবাজী
আনন্দচন্দ্র মিত্র	হেলেনা কাব্য

বিখ্যাত মহাকাব্য

রচয়িতা	গ্রন্থ
বাল্মীকি	রামায়ণ
ব্যাসদেব	মহাভারত
হোমার (গ্রিক কবি)	ইলিয়াড, ওডিসি
ভার্জিল	ইনিড
মিলটন	প্যারাডাইস লস্ট
ফেরদৌসী (ইরান)	শাহনামা : ফারসি ভাষায় রচিত। 'শাহনামা' বাংলা অনুবাদ করেন মোজাম্মেল হক, মনিরুদ্দীন ইউসুফ।

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন কবিতাটি জসীমউদ্‌দীনের লেখা? [ঘ ১৭-১৮]
ক. আসাদের শার্ট খ. হুলিয়া গ. কবর ঘ. নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০২. মহাকবি নন- [খ-১৩-১৪]
ক. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. নবীনচন্দ্র সেন ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কি? [D ১৬-১৭]
ক. ভ্রমণকাহিনি খ. উপন্যাস গ. কাব্যগ্রন্থ ঘ. নাটক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৪. 'হুলিয়া' কবিতাটি কে লিখেছেন? [B, Even. সেট ৪ : ১৪-১৫]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. শামসুর রাহমান
গ. সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঘ. নির্মলেন্দু গুণ

০১.গ	০২.খ	০৩.গ	০৪.ঘ

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৫. কোনটি কবি জসীমউদ্দীনের কাব্যগ্রন্থ? [A-১৫-১৬]
ক. একমুঠো খ. ধানখেত গ. সাঁঝের মায়া ঘ. সাত সাগরের মাঝি

০৬. 'উত্তরাধিকার' কাব্যের কবি কে? [A ১৬-১৭]
ক. শামসুর রাহমান খ. হাসান হাফিজুর রহমান
গ. আল মাহমুদ ঘ. শহীদ কাদরী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৭. কায়কোবাদ রচিত মহাকাব্য কোনটি? [ঙ ০৩-০৪]
ক. মহাভারত খ. ইলিয়াড গ. সোনার তরী ঘ. মহাশ্মশান

০৮. কোন কাব্যের সুর প্রকৃতি ও নারী প্রেম? [ঙ ০৯-১০]
ক. খণ্ডকাব্য খ. গীতিকাব্য গ. মহাকাব্য ঘ. প্রণয়কাব্য ঙ. মঙ্গলকাব্য

০৯. সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [E ১২-১৩]
ক. পরানের গহীন ভিতরে খ. খণ্ডিত গৌরব গ. মানচিত্র
ঘ. ক্রন্দসী ও আত্মজা ঙ. শোকার্ত তরবারী

১০. 'কবর' কবিতাটি কোন ধরনের রচনা? [D ১২-১৩]
ক. চতুর্দশী কবিতা খ. শোককবিতা গ. রাখালী কবিতা ঘ. রূপক কবিতা

১১. কোন্ দুটি রচনা একই শ্রেণির? [D ১২-১৩]
ক. নীল-দর্পণ ও বিষাদ-সিন্ধু খ. লালসালু ও বলাকা
গ. গীতাঞ্জলি ও অগ্নি-বীণা ঘ. ডাকঘর ও শ্রীকান্ত

১২. 'বখতিয়ারের ঘোড়া' কাব্যগ্রন্থের লেখক কে? [E ১২-১৩]
ক. জিয়া হায়দার খ. আল মাহমুদ গ. সিকদার আমিনুল হক
ঘ. ওমর আলী ঙ. কামিনী রায়

১৩. 'কবর' কবিতায় দাদুর শ্বশুরবাড়ি কোন গাঁয়ে? [I -১৩-১৪]
ক. কদমতলী খ. বাদামতলী গ. উজানতলী ঘ. পলাশতলী ঙ. কলাতলী

১৪. 'চাষাভূষার কাব্য' কার লেখা? [B_1, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. মনসুর বয়াতী
গ. গোলাম কুদ্দুস ঘ. নির্মলেন্দু গুণ

১৫. শহীদ কাদরীর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [A ১৬-১৭]
ক. সঞ্চিতা খ. সোনালী কাবিন গ. ধূসর পাণ্ডুলিপি
ঘ. ময়নামতির চর ঙ. তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা

১৬. বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক মহাকাব্য কে রচনা করেন? [ঘ ১১-১২]
ক. নবীনচন্দ্র সেন খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. কায়কোবাদ ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৭. মহাকাব্য ন্যূনতম কয় সর্গে হয়? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. ছয় খ. আট গ. নয় ঘ. এগারো ঙ. ষোল

১৮. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদক কে? [ঘ ১৩-১৪]
ক. E.M.Milford খ. W.B. Yeats গ. Wordsworth ঘ. John Milton

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯. 'প্রতনু প্রত্যাশা' কী ধরনের রচনা? [H ১৭-১৮]
ক. নাটক খ. উপন্যাস গ. প্রবন্ধ ঘ. কাব্যগ্রন্থ

২০. সতত স্বাগত- [B -১৩-১৪]
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. অনুবাদগ্রন্থ গ. গল্পগ্রন্থ ঘ. প্রবন্ধগ্রন্থ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২১. 'সত্যপীরের পাঁচালী' কোন ধরনের রচনা? [E ১৭-১৮]
ক. কাব্য খ. উপন্যাস গ. নাটক ঘ. গল্প

০৫.খ	০৬.ঘ	০৭.ঘ	০৮.খ	০৯.ক	১০.খ	১১.গ	১২.খ	১৩.গ
১৪.ঘ	১৫.ঙ	১৬.ঘ	১৭.খ	১৮.ক	১৯.ঘ	২০.ক	২১.ক	

নাটক

নাট্যকার	নাটক
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	শর্মিষ্ঠা (১৮৫৮), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১), মায়াকানন (১৮৭৪)।
মীর মশাররফ হোসেন (প্রথম মুসলমান নাট্যকার)	বসন্তকুমারী (১৮৭৩), জমীদার দর্পণ (১৮৭৩), বেহুলা গীতাভিনয় ও টালা অভিনয়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	তাসের দেশ, রক্তকরবী, ডাকঘর, প্রায়শ্চিত্ত, অচলায়তন, মায়ার খেলা, রাজা, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, কালের যাত্রা, বিসর্জন, রাজা ও রানী।
কাজী নজরুল ইসলাম	আলেয়া, মধুমালা, ঝিলিমিলি।
জসীমউদ্দীন	পদ্মাপাড়, বেদের মেয়ে, মধুমালা, পল্লীবধূ।
ফররুখ আহমদ	নৌফেল ও হাতেম।
সিকান্দার আবু জাফর	শকুন্তলা উপাখ্যান, সিরাজউদ্দৌলা, মহাকবি আলাওল।
শওকত ওসমান	আমলার মামলা, তস্কর লস্কর, কাঁকরমনি, বাগদাদের কবি, এতিমখানা।
ড. নীলিমা ইব্রাহিম	দুয়ে দুয়ে চার, নব মেঘদূত, মনোনীত, যে অরণ্যে আলো নেই, রৌদ্রোজ্জ্বল বিকেল, রমনা পার্কে, শাহী এলাকার পথে পথে।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	সুড়ঙ্গ, বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ, উজানে মৃত্যু।
সৈয়দ আলী আহসান	কোরবানী, জোহরা ও মোশতারী, জুলায়খা।
মামুনুর রশীদ	ওরা কদম আলী, ইবলিশ, গিনিপিগ, লেবেদেফ, সমতট, পাথর, এখানে নোঙর।
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর, চিঠি, কবর, দণ্ডকারণ্য, পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য।
হুমায়ূন আহমেদ	এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি, অয়োময়, নক্ষত্রের রাত, কোথাও কেউ নেই।
মমতাজউদ্দিন আহমদ	স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা, বিবাহ, কি চাহ শঙ্খচিল, চয়ন, তোমার ভালবাসা, এই সেই কণ্ঠস্বর, প্রেম বিবাহ সুটকেস, রঙ্গপঞ্চদশ, ক্ষতবিক্ষত, রাজা অনুস্বারের পালা।
আবু জাফর শামসুদ্দীন	শনিগ্রহ ও পৃথিবী।
সেলিম আল দীন	শকুন্তলা, বাসন, মুনতাসীর ফ্যান্টাসী, চরকাকড়ার ডকুমেন্টারি, কীত্তনখোলা, হাতহদাই, আয়না, ভাঙনের শব্দ শুনি, লালমাটি কালো ধুঁয়া, চাকা, কেরামত মঙ্গল, যৈবতী কন্যার মন, বনপাংশুল, স্বর্ণবোয়াল, হরগজ।

প্রথম প্রকাশিত নাটক

নাট্যকার	নাটক	প্রকাশকাল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাল্মীকি প্রতিভা	১৮৮১
কাজী নজরুল ইসলাম	আলেয়া	১৯৩১
আবুল ফজল	আলোকলতা	১৯৩৪
আবদুল হক	অদ্বিতীয়া	১৯৫৬
আলাউদ্দিন আল আজাদ	মরক্কোর জাদুকর	১৯৫৮
আ.খ.ম বজলুর রশীদ	ঝড়ের পাখি	১৯৫৯
আবদুল্লাহ আল মামুন	সুবচন নির্বাসনে	১৯৭৪

প্রহসন

রচয়িতা	গ্রন্থ
রামনারায়ণ তর্করত্ন	যেমন কর্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট, চক্ষুদান।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৫৯), বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৫৯)।
দীনবন্ধু মিত্র	সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো।
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	সপ্তমীতে বিসর্জন, বেল্লিক বাজার, বড় দিনের বকশিস, সভ্যতার পাণ্ডা।
মীর মশাররফ হোসেন	এর উপায় কি, ভাই ভাই এইতো চাই, ফাস কাগজ, একি।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	কিঞ্চিৎ জলযোগ, এমন কর্ম আর করব না, হিতে বিপরীত, হঠাৎ নবাব, দায়ে পড়ে দারগ্রহ।
অমৃতলাল বসু	বিবাহ বিভ্রাট, চোরের উপর বাটপাড়ি, ডিসমিস, কৃপণের ধন।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	বিরহ, কল্কি অবতার, প্রায়শ্চিত্ত, পুনর্জন্ম।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা, শেষ রক্ষা, হাস্য কৌতুক।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. গ্রিক ট্রাজেডির মর্মবাণী– [খ ১৭-১৮]
ক. অবিবেচনাপ্রসূত ত্রুটি
খ. অমোঘ বিধি
গ. অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু
ঘ. অন্তহীন পাপবোধ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০২. নাট্যকার সেলিম আল দীন ঢাকার কোন নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? [C_1 ১৭-১৮]
ক. নাট্যকেন্দ্র
খ. ঢাকা থিয়েটার
গ. থিয়েটার তোপখানা
ঘ. থিয়েটার

০৩. কালিদাসের একটি নাটক– [C_1 ১৭-১৮]
ক. মালতিমাধব
খ. মালবিকাগ্নিমিত্র
গ. মধুমালতি
ঘ. মৃচ্ছকটিক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৪. 'নাসির উদ্দীন ইউসুফ' একজন– [১১-১২]
ক. নাট্যনির্দেশক
খ. অভিনেতা
গ. কবি
ঘ. অর্থনীতিবিদ

০৫. 'বিবি কুলসুম'- কার রচনা? [A-৪, সেট ৩,১২-১৩]
ক. মোজাম্মেল হক
খ. কাজী ইমদাদুল হক
গ. মীর মশাররফ হোসেন
ঘ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী

০৬. বাংলাদেশের নাটকে 'বর্ণনাত্মক রীতি'র সার্থক প্রয়োগ ঘটান– [খ ১১-১২]
ক. আব্দুল্লাহ আল মামুন
খ. মামুনুর রশীদ
গ. নাসির উদ্দিন ইউসুফ
ঘ. সেলিম আল দীন

০৭. বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্রাজেডি নাটক : [E, Even, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. কুলীনকুলসর্বস্ব
খ. ভদ্রার্জুন
গ. নীলদর্পণ
ঘ. কৃষ্ণকুমারী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৮. কোনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ লিখিত নাটকের নাম? [B_1, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. অবিশ্বাস্য
খ. আদিগন্ত
গ. পুরুষমেধ
ঘ. বহিপীর

০৯. বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক সামাজিক নাটক - [L 11-12]
ক. কৃষ্ণকুমারী
খ. নীল-দর্পণ
গ. প্রফুল্ল
ঘ. কুলীনকুল সর্বস্ব
ঙ. বিসর্জন

১০. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কোন ধরনের রচনা? [E -১৩-১৪, I ১৩-১৪]
ক. গল্প
খ. কবিতা
গ. উপন্যাস
ঘ. রম্য রচনা
ঙ. কাব্যনাটক

১১. আবদুল্লাহ আল মামুনের নাটক কোনটি? [E -১৩-১৪]
ক. এলেবেলে
খ. নেমেসিস
গ. কোকিলারা
ঘ. মধুমালা
ঙ. বিসর্জন

১২. কোনটি সেলিম আল দীনের নাটক নয়? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. গণনায়ক
খ. কিত্তনখোলা
গ. সংবাদ কার্টুন
ঘ. হাত হদাই
ঙ. বনপাংশুল

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' কী ধরনের রচনা? [B ১৬-১৭]
ক. গল্প
খ. কবিতা
গ. নাটক
ঘ. রম্যরচনা

১৪. নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর পেশা কী ছিল? [E ১৬-১৭]
ক. অভিনয় করা
খ. অধ্যাপনা
গ. ওকালতি
ঘ. সাংবাদিকতা
ঙ. ডাক্তারি

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৫. প্রহসন কোন ধরনের নাটক? [AP১৭-১৮]
ক. ট্রাজেডি
খ. কমেডি
গ. মেলো-ড্রামা
ঘ. কাব্যনাটক

১৬. কোনটি লোকনাটকের উদাহরণ? [AP১৭-১৮]
ক. বিষাদ সিন্ধু
খ. নীলদর্পণ
গ. সাজাহান
ঘ. আলকাপ

১৭. 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের রচয়িতা কে? [AP১৭-১৮]
ক. শুদ্রক
খ. কালিদাস
গ. ভরত
ঘ. মন্মথ রায়

১৮. 'নাট্যাচার্য' কার উপাধি? [AP১৭-১৮; রাবি E ১৩-১৪]
ক. উৎপল দত্ত
খ. সেলিম আল দীন
গ. সৈয়দ শামসুল হক
ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক কোনটি? [AP১৭-১৮]
ক. ভদ্রার্জুন
খ. নীল দর্পণ
গ. শর্মিষ্ঠা
ঘ. কবর

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

২০. সংলাপ কী? [A ১৬-১৭]
ক. বর্ণনা উপস্থাপন
খ. পাত্র-পাত্রীর ভাব বিনিময়
গ. বক্তৃতা করা
ঘ. কথা বলা

২১. 'নেমেসিস' কোন ধরনের রচনা? [B ১৭-১৮; বশেমুরবিপ্রবি F ১৪-১৫; জাককানইবি E ১৩-১৪; বশেমুরবিপ্রবি F ১৪-১৫; জাককানইবি E -১৩-১৪]
ক. নাটক
খ. উপন্যাস
গ. গল্প
ঘ. কবিতা

২২. 'ওরা কদম আলী' নাটকটি কে লিখেছেন? [B -১৩-১৪]
ক. মুনীর চৌধুরী
খ. আব্দুল্লাহ আল মামুন
গ. মামুনুর রশীদ
ঘ. রশীদ হায়দার

২৩. দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন কোনটি? [B -১৩-১৪]
ক. বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ
খ. বিয়ে পাগলা বুড়ো
গ. কিঞ্চিত জলযোগ
ঘ. কল্কি অবতার

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' কী জাতীয় রচনা? [A ১৬-১৭]
ক. নাটক
খ. ছোটগল্প
গ. কাব্য
ঘ. উপন্যাস

২৫. 'নরকে লাল গোলাপ' এর রচয়িতা কে? [B ১৬-১৭]
ক. তারাশঙ্কর
খ. সেলিম আল দীন
গ. আলাউদ্দিন আল আজাদ
ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

২৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটক কোনটি? [H ১৭-১৮]
ক. ভদ্রার্জুন
খ. কৃষ্ণকুমারী
গ. নীলদর্পণ
ঘ. নেমেসিস

২৭. 'এর উপায় কি', 'ভাই ভাই এইতো চাই' প্রহসনটির রচয়িতা- [খ ০৯-১০]
ক. কায়কোবাদ
খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ঘ. মীর মশাররফ হোসেন

২৮. 'যৈবতী কন্যার মন' নাটকের রচয়িতা কে? [খ ০৯-১০]
ক. আব্দুলাহ আল মামুন
খ. সেলিম আল দীন
গ. মামুনুর রশীদ
ঘ. আসকার ইবনে শাইখ

২৯. 'হাত হদাই' নাটকটির রচয়িতা কে? [C ১৬-১৭]
ক. সৈয়দ শামসুল হক
খ. আবদুল্লাহ আল মামুন
গ. মামুনুর রহমান
ঘ. সেলিম আল দীন

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

৩০. নিচের কোনটি নাট্যগ্রন্থ? [C -১৩-১৪]
ক. রাজসিংহ
খ. চার অধ্যায়
গ. দেনাপাওনা
ঘ. শর্মিষ্ঠা

হাজী মুহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৩১. বাংলায় প্রথম মৌলিক নাটক রচনা করেন? [C ১৫-১৬]
ক. তারাচরণ শিকদার
খ. হরচন্দ্র ঘোষ
গ. নন্দকুমার ঘোষ
ঘ. রামনারায়ণ তর্করত্ন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৩২. 'ফাস কাগজ' কী? [E ১৬-১৭]
ক. উপন্যাস
খ. নাটক
গ. কবিতা
ঘ. গদ্য

৩৩. 'সুবচন নির্বাসনে' নাটকটির রচয়িতা কে? [D ১৭-১৮; চবি ও ০৬-০৭]
ক. আব্দুল্লাহ আল মামুন
খ. সেলিম আল দীন
গ. মামুনুর রশীদ
ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

৩৪. ট্রাজেডি, কমেডি ও ফার্সের মূল পার্থক্য- [E -১৩-১৪]
ক. জীবানুভূতির গভীরতায়
খ. দৃষ্টিভঙ্গির সূক্ষ্মতায়
গ. ভাষার প্রকারভেদে
ঘ. কাহিনির সরলতা ও জটিলতায়

০১.খ	০২.খ	০৩.খ	০৪.ক	০৫.গ	০৬.ঘ	০৭.ঘ	০৮.ঘ
১০.ঙ	১১.গ	১২.ক	১৩.গ	১৪.খ	১৫.খ	১৬.ঘ	১৭.ক
১৯.ক	২০.খ	২১.ক	২২.গ	২৩.খ	২৪.ক	২৫.গ	২৬.ক
২৮.খ	২৯.ঘ	৩০.ঘ	৩১.ক	৩২.খ	৩৩.ক	৩৪.ক	

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

উপন্যাস

ঔপন্যাসিক	উপন্যাস
কালীপ্রসন্ন ঘোষ	প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	**ত্রয়ী উপন্যাসঃ** গণদেবতা, ধাত্রীদেবতা, পঞ্চগ্রাম।
	একটি কালো মেয়ের কথাঃ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক।
	হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, কবি, অরণ্যবহ্নি।
কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম প্যাঁচার নকশা
কাজী নজরুল ইসলাম	মৃত্যুক্ষুধা, বাঁধনহারা, কুহেলিকা।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	বেনের মেয়ে
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	পথের পাঁচালী, আরণ্যক, অপরাজিত, অশনি সংকেত, অভিযাত্রিক।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	জননী, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা।
কাজী ইমদাদুল হক	আব্দুল্লাহ
মোজাম্মেল হক	জোহরা
নজিবর রহমান	আনোয়ারা
প্রমথনাথ বিশি	কেরী সাহেবের মুন্সি
নওয়াব ফয়জুন্নেসা	রূপজালাল
অদ্বৈত মল্লবর্মণ	তিতাস একটি নদীর নাম
আবু জাফর শামসুদ্দিন	পদ্মা মেঘনা যুমনা
হুমায়ুন কবির	নদী ও নারী
আবদুর রাজ্জাক	কন্যা কুমারী
আবুল হাসেম	ঘর মন জানালা
আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস	কত ছবি কত গান
রশীদ করিম	উত্তম পুরুষ, আমার যত গ্লানি, পদতলে রক্ত, প্রসন্ন পাষাণ।
শওকত আলী	ওয়ারিশ, প্রদোষে প্রাকৃতজন, কুলায় কালস্রোত।
রাহাত রাজা	লোকে সিন্ধু
সত্যেন সেন	পাপের সন্তান, অভিশপ্ত নগরী, বিদ্রোহী কৈবর্ত।
আবু জয়েনউদ্দিন	অনেক সূর্যের আশা, বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ, আদিগন্ত।
হাসান আজিজুল হক	আগুনপাখি, সাবিত্রী উপাখ্যান।
হুমায়ুন আজাদ	পাক সার জমিন সাদ বাদ, ছাপান্ন হাজার বর্গ মাইল।
হুমায়ূন আহমেদ	নন্দিত নরকে, আগুনের পরশমণি, জোছনা ও জননীর গল্প।
আল মাহমুদ	উপমহাদেশ
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	**আত্মপ্রকাশ (১৯৬৬):** লেখকের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস।
	পূর্ব-পশ্চিমঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।
হরিশংকর জলদাস	দহনকাল
আনোয়ার পাশা	রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩)।
জহির রায়হান	হাজার বছর ধরে, আরেক ফাল্গুন, বরফ গলা নদী।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বৈকুণ্ঠের উইল, পল্লীসমাজ, দেবদাস, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত, দেনাপাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন।
শওকত ওসমান	জননী, ক্রীতদাসের হাসি, জাহান্নম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য।
শহীদুল্লা কায়সার	সারেং বৌ, সংশপ্তক।
শামসুর রাহমান	অক্টোপাস, অদ্ভুত আঁধার এক।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো।
সেলিনা হোসেন	হাঙর নদী গ্রেনেড, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি, ভূমি ও কুসুম।
সৈয়দ শামসুল হক	এক মহিলার ছবি, সীমানা ছাড়িয়ে, খেলারাম খেলে যা, নীল দংশন।

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র'– কী? [ঢ ১৪-১৫]
ক. উপন্যাস খ. চিত্রকর্ম গ. চলচ্চিত্র ঘ. নাটক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০২. কোন উপন্যাসগুচ্ছ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের? [C ১৭-১৮]
ক. শুভদা, শেষের পরিচয়, পথের দাবী
খ. দত্তা, দেনাপাওনা, বামুনের মেয়ে
গ. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, যতিভঙ্গ, মেজদিদি
ঘ. আরোগ্যনিকেতন, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কবি

০৩. 'প্রথম আলো' উপন্যাসটি কার লেখা? [B,B6 সেট I : ১৪-১৫]
ক. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খ. সমরেশ মজুমদার
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. মতিউর রহমান

০৪. 'খোয়াবনামা' কোন ধরনের গ্রন্থ? [C, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. স্বপ্নের ব্যাখ্যা খ. গল্পগ্রন্থ গ. ধর্মগ্রন্থ ঘ. উপন্যাস

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৫. 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' কে লিখেছেন- [B, Even, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. নাসরীন জাহান খ. সেলিনা হোসেন গ. নূরজাহান বেগম ঘ. পূরবী বসু

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. কোনটি শরৎচন্দ্রের রচনা? [B ১৭-১৮]
ক. কৃষ্ণকান্তের উইল খ. বৈকুণ্ঠের উইল গ. তিথিডোর ঘ. নন্দিত নরকে

০৭. 'সংশপ্তক' উপন্যাস কে লিখেছেন? [ঙ ০২-০৩]
ক. মুনীর চৌধুরী খ. শহীদুল্লা কায়সার গ. জহির রায়হান ঘ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

০৮. 'চিহ্ন' উপন্যাসের লেখক- [ঙ ০৬-০৭]
ক. প্রেমেন্দ্র মিত্র খ. শওকত ওসমান
গ. জহির রায়হান ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঙ. অমিয় দেব

০৯. 'মধু সাধু খাঁ' উপন্যাসের রচয়িতা কে? [E -১৩-১৪]
ক. অমিয়ভূষণ মজুমদার খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ. সতীনাথ ভাদুড়ী
ঘ. কানাই কুণ্ডু ঙ. মহাশ্বেতা দেবী

১০. 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? [E ১৬-১৭]
ক. শামসুদ্দীন আবুল কালাম খ. আবু জাফর শামসুদ্দীন
গ. আবু ইসহাক ঘ. রাবেয়া খাতুন
ঙ. সরদার জয়েনউদ্দিন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১১. উপন্যাস ও কবিতার মূল পার্থক্য- [D ১৬-১৭]
ক. কাহিনিতে খ. চরিত্র চিত্রণে গ. ভাষা রীতিতে ঘ. দৃশ্যপট

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১২. 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [খ ০৭-০৮]
ক. রাম রাম বসু খ. ভূদেব মুখোপাধ্যায় গ. দীনবন্ধু মিত্র ঘ. কালীপ্রসন্ন সিংহ

০১.ক	০২.ঘ	০৩.ক	০৪.ঘ	০৫.খ	০৬.খ
০৭.খ	০৮.ঘ	০৯.গ	১০.খ	১১.গ	১২.ঘ

ছোটগল্প

গল্পকার	ছোটগল্প/গল্পগ্রন্থ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	দেনা-পাওনা (প্রথম সার্থক ছোটগল্প), তিনসঙ্গী, ভিখারিনী, ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, মুকুট, একরাত্রি, মহামায়া, সমাপ্তি, মাল্যদান, মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, প্রায়শ্চিত্ত, মানভঞ্জন, দুরাশা, অধ্যাপক, নষ্টনীড়, স্ত্রীর পত্র, রবিবার, শেষ কথা, ল্যাবরেটরি, ব্যবধান, মেঘ ও রৌদ্র, দিদি, কর্মফল, হৈমন্তী, ছুটি, পোস্টমাস্টার, কাবুলীওয়ালা, সুভা, অতিথি, আপদ, গুপ্তধন, জীবিত ও মৃত, নিশীথে, মণিহারা, ক্ষুধিত পাষাণ, গল্পগুচ্ছ, গল্পসল্প প্রভৃতি।
কাজী নজরুল ইসলাম	ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, জিনের বাদশা।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মন্দির, বিলাসী, অভাগীর স্বর্গ, মহেশ, মামলার ফল ইত্যাদি।
প্রমথ চৌধুরী	চার ইয়ারী কথা, আহুতি, নীললোহিত ইত্যাদি।
বেগম রোকেয়া	ভ্রাতা ও ভগ্নী, প্রেম রহস্য, তিন কুঁড়ে, বিয়ে পাগলা বুড়ো।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	অতসী মামী, প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটা কাহিনী, আজ কাল পরশুর গল্প, বৌ, মাসিপিসি, সরীসৃপ।
সৈয়দ মুজতবা আলী	পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী, চাচা কাহিনী।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKO

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

গল্পকার	ছোটগল্প/গল্পগ্রন্থ
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	রানুর প্রথম ভাগ, রানুর দ্বিতীয় ভাগ, রানুর তৃতীয় ভাগ, রানুর কথামালা, বরযাত্রী, নাটক নয় নভেল, কন্যাসুশ্রী স্বাস্থ্যবতী।
আবুল ফজল	মাটির পৃথিবী, মৃতের আত্মহত্যা, শ্রেষ্ঠগল্প।
আবু জাফর শামসুদ্দীন	জীবন, শেষ রাত্রির তারা, একজোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য, শ্রেষ্ঠগল্প।
শওকত ওসমান	জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প, সাবেক কাহিনী, পিঁজরাপোল, ওয়েটেন সাহেবের বাংলা, ডিগবাজী, প্রস্তর ফলক, উপলক্ষ, নেত্রপথ।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	নয়নচারা, দুই তীর, গল্প-সমগ্র।
শামসুদ্দীন আবুল কালাম	পথ জানা নেই, দুই হৃদয়ের তীর, অনেক দিনের আশা, শাহের বানু।
আলাউদ্দীন আল আজাদ	জেগে আছি, ধানকন্যা, মৃগনাভি, অন্ধকার সিঁড়ি, উজান তরঙ্গ, যখন সৈকত, আমার রক্ত স্বপ্ন আমার।
জহির রায়হান	সূর্যগ্রহণ, জহির রায়হান গল্প সমগ্র।
সৈয়দ শামসুল হক	তাস, শীতবিকেল, রক্ত গোলাপ, আনন্দের মৃত্যু।
হাসান হাফিজুর রহমান	আরো দুটি মৃত্যু।
আল মাহমুদ	পানকৌড়ির রক্ত, সৌরভের কাছে পরাজিত, গন্ধবণিক, ময়ূরীর মুখ
হাসান আজিজুল হক	সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্য, আত্মজা ও একটি করবী গাছ, জীবন ঘষে আগুন, নামহীন গোত্রহীন।
সেলিনা হোসেন	উৎস থেকে নিরন্তর, খোলা করতাল।
হুমায়ূন আহমেদ	আনন্দ বেদনার কাব্য, নিশিকাব্য।
সুফিয়া কামাল	কেয়ার কাঁটা
ইমদাদুল হক মিলন	ফুলের বাগানে সাপ, প্রেমের গল্প, ভালোবাসার গল্প।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	অন্যঘরে অন্যস্বর, খোঁয়ারি, দুধে-ভাতে উৎপাত, দোজখের ওম
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	রসকলি, বেদেনী, ডাকহরকরা, মালাকার, জলসাঘর।

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কুসংস্কার-বিরোধী একটি গল্পের নাম - [চ ১৬-১৭]
ক. হৈমন্তী খ. বিলাসী গ. একটি তুলসী গাছের কাহিনী ঘ. অর্ধাঙ্গী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০২. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো বেশির ভাগ কোথায় রচিত? [A ১৬-১৭]
ক. উত্তরবঙ্গ খ. দক্ষিণবঙ্গ গ. পূর্ববঙ্গ ঘ. পশ্চিমবঙ্গ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. হাসান আজিজুল হক রচিত 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' কোন ধরনের রচনা? [ঙ ০৭-০৮]
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. উপন্যাস গ. ছোটগল্প ঘ. ভ্রমণকাহিনি ঙ. নাটক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০৪. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'শিউলীমালা' কোন শ্রেণির রচনা? [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. উপন্যাস খ. ছোটগল্প গ. নাটক ঘ. কাব্যগ্রন্থ

০১.খ	০২.গ	০৩.গ	০৪.খ

প্রবন্ধ

প্রাবন্ধিক	প্রবন্ধগ্রন্থ
নীহাররঞ্জন রায়	বাঙ্গালীর ইতিহাস: গ্রন্থটিতে প্রথম প্রাচীন বাংলার জনপদ ও অর্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়।
বুদ্ধদেব বসু	হঠাৎ আলোর ঝলকানি, কালের পুতুল।
মুনীর চৌধুরী	মীর মানস, বাংলা গদ্যরীতি।
ড. সুকুমার সেন	বাংলা সাহিত্যের কথা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	বাংলা সাহিত্যের কথা (১৯৫৩)।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পঞ্চভূত, সাহিত্যের স্বরূপ, সভ্যতার সংকট, কালান্তর।
গোপাল হালদার	বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা।
ড. ওয়াকিল আহমেদ	বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত।
কাজী নজরুল ইসলাম	রাজবন্দীর জবানবন্দী, যুগ-বাণী, রুদ্র-মঙ্গল।
জীবনানন্দ দাশ	কবিতার কথা।
রামগতি ন্যায়রত্ন	বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যে বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭২ খ্রি.): বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রাচীনতম গ্রন্থ।
ড. দীনেশচন্দ্র সেন	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬): বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বিবিধ প্রবন্ধ, সাম্য, কমলাকান্তের দপ্তর, ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন।
আহমদ ছফা	বাঙালি মুসলমানের মন, বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস, জাগ্রত বাংলাদেশ।
কালীপ্রসন্ন ঘোষ	প্রভাত-চিন্তা, নিভৃত-চিন্তা, নিশীথ-চিন্তা।
আকবর হোসেন	দু'দিনের খেলাঘর, আলোছায়া, মোহমুক্তি, অবাঞ্ছিত, নতুন পৃথিবী।
আরজ আলী মাতুব্বর	সত্যের সন্ধান, সৃষ্টি রহস্য, স্মরণিকা, অনুমান, মুক্তমন, ম্যাকগ্রেসান চুলা।
ডা. লুৎফর রহমান	মহৎ জীবন, মানবজীবন, উন্নত জীবন।
হুমায়ুন আজাদ	নারী, আমার অবিশ্বাস, দ্বিতীয় লিঙ্গ, আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম।
মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন	বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ইরানের কবি।
ড. আনিসুজ্জামান	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, স্বরূপের সন্ধানে।
মুহম্মদ আবদুল হাই	ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনি তত্ত্ব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য।
ড. মুহম্মদ এনামুল হক	মনীষা মঞ্জুষা, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য।
আবুদল করিম সাহিত্যবিশারদ	পদ্মাবতী: আলাওলের 'পদ্মাবতী' পুঁথির সম্পাদনা। সত্যনারায়ণের পুঁথি, গোরক্ষ বিজয়।
ড. আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন	রহস্যের শেষ নেই, আবিষ্কারের নেশায়, সাগরের রহস্যপুরী, এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে।
মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ	পারস্য প্রতিভা, বিদায় হজ্জ, মানুষের ধর্ম।
আবদুস সাত্তার	অরণ্য জনপদে, অরণ্য সংস্কৃতি।
আহমদ শরীফ	বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা।
প্রমথ চৌধুরী	বীরবলের হালখাতা, তেল নুন লকড়ি, রায়তের কথা, নানা কথা।
গোপাল হালদার	সংস্কৃতির রূপান্তর, বাঙলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি।
গুলবদন বেগম	হুমায়ুন নামা।
নীরদচন্দ্র চৌধুরী	আত্মঘাতী বাঙালী।
ড. মুহম্মদ ইউনূস	দারিদ্র্যহীন বিশ্বের অভিমুখে: আত্মজীবনীমূলক।
জগদীশচন্দ্র বসু	অব্যক্ত, Physiology of photosynthesis।

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সনেট পঞ্চাশৎ' কার রচনা? [খ-১৫-১৬]
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. আবদুল কাদির ঘ. প্রমথ চৌধুরী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০২. জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ-গ্রন্থ কোনটি? [জবি খ-১৫-১৬]
ক. কবিতার কথা খ. ধূসর পাণ্ডুলিপি গ. অগ্নিসাক্ষী ঘ. অনেক সূর্যের আশা

০৩. গদ্যশৈলী ছাড়াও প্রমথ চৌধুরী বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন- [জবি খ-১৫-১৬]
ক. মহাকাব্যে খ. সনেটকার হিসেবে গ. গানে ঘ. চিত্রাঙ্কণে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৪. প্রবন্ধের বাহন কী? [রাবি. E, Even. সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. কাহিনি খ. সংলাপ গ. বিষয়বস্তু ঘ. চরিত্র

০৫. 'বিচিত চিন্তা' কার লেখা? [রাবি B, Even. সেট ৪ : ১৪-১৫]
ক. হুমায়ুন আজাদ খ. আহমদ শরীফ গ. এনামুল হক ঘ. আবুল ফজল

০১.ঘ	০২.ক	০৩.খ	০৪.গ	০৫.খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. ড. আনিসুজ্জামানের লেখা গ্রন্থ কোনটি? [চবি E -১৩-১৪]
ক. গণদেবতা খ. ফেরারী গ. কি পাই নি
ঘ. বিহঙ্গ পুরাণ ঙ. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য

০৭. 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' গ্রন্থটি কার? [E, ২ : ১৪-১৫]
ক. আনিসুজ্জামান খ. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী গ. আবদুল গাফফার চৌধুরী
ঘ. বদরুদ্দীন উমর ঙ. বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর

০৮. 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' গ্রন্থের লেখক কে? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. আহমদ কবির খ. আহমদ শরীফ গ. হাসান হাফিজুর রহমান
ঘ. আহমদ ছফা ঙ. আবুল হাসান

০৯. নিচের কোনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা খ. বাংলার কাব্য
গ. বাঙ্গালির হাসির গল্প ঘ. রানুর প্রথমভাগ ঙ. সেই সময়

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১০. সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনটি? [E ১৭-১৮]
ক. পঞ্চতন্ত্র খ. কালান্তর গ. প্রবন্ধ সংগ্রহ ঘ. শাশ্বত বঙ্গ

০৬.ঙ	০৭.ঘ	০৮.ঘ	০৯.খ	১০.ক

রম্যরচনা

রচয়িতা	রম্যরচনা
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	নববাবুবিলাস, নববিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয় ।
সৈয়দ মুজতবা আলী	পঞ্চতন্ত্র, চাচা কাহিনী, টুনিমেম, ময়ূরকণ্ঠী ।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কমলাকান্তের দপ্তর, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, লোক রহস্য ।
আবুল মনসুর আহমদ	আয়না, আসমানী পর্দা, ফুড কনফারেন্স, গালিভারের সফরনামা
নূরুল মোমেন	বহুরূপা, নরসুন্দর, হিংটিং ছট ।
মুহম্মদ আবদুল হাই	তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা ।

ভ্রমণকাহিনি

রচয়িতা	ভ্রমণকাহিনি
জসীমউদ্দীন	চলে মুসাফির, যে দেশে মানুষ বড়, হলদে পরীর দেশ ।
মুহম্মদ আবদুল হাই	বিলাতে সাড়ে সাতশ' দিন
শহীদুল্লা কায়সার	পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ
ইব্রাহীম খাঁ	ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র
অন্নদাশঙ্কর রায়	পথে প্রবাসে
ড. মুহম্মদ এনামুল হক	বুলগেরিয়া ভ্রমণ
সৈয়দ মুজতবা আলী	দেশে-বিদেশে (কাবুল শহরের কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে) ।
জহুরুল হক	সাত-সাঁতার (আমেরিকা ভ্রমণকাহিনি) ।
আ.খ.ম. বজলুর রশীদ	দ্বিতীয় পৃথিবীতে
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	তুরস্ক ভ্রমণ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাশিয়ার চিঠি, পারস্যে, জাপান যাত্রী ।
বেগম সুফিয়া কামাল	সোভিয়েতের দিনগুলি
রাহুল সাংকৃত্যায়ন	ভোলগা থেকে গঙ্গা
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পালামৌ ।

রচনা/গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়

রচনা/গ্রন্থের নাম	প্রকৃতি/ধরন	রচয়িতা	রচনার/ গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়
আমার সোনার বাংলা	কবিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাংলার প্রকৃতির কথা
ঘরে বাইরে	উপন্যাস	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি
গোরা	উপন্যাস	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপট
মৃত্যু-ক্ষুধা	উপন্যাস	কাজী নজরুল ইসলাম	নদীয়ার চাঁদ সড়কের জনজীবন
সূর্য-দীঘল বাড়ী	উপন্যাস	আবু ইসহাক	পল্লি বাংলার জীবন
হাজার বছর ধরে	উপন্যাস	জহির রায়হান	পল্লি বাংলার বাস্তব জীবন
নীল-দর্পণ	নাটক	দীনবন্ধু মিত্র	নীল চাষিদের জীবন
কাঁদো নদী কাঁদো	উপন্যাস	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	নদীর সাথে জীবনের তুলনা
পদ্মানদীর মাঝি	উপন্যাস	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ- দুঃখ
পথের পাঁচালী	উপন্যাস	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রকৃতি ও মানুষ
লালসালু	উপন্যাস	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	গ্রাম বাংলার সমাজের অশিক্ষা-কুশিক্ষা
সাত সাগরের মাঝি	কাব্য	ফররুখ আহমদ	ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য
চিলেকোঠার সেপাই	উপন্যাস	আখতারুজ্জমান ইলিয়াস	১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান
কবর	নাটক	মুনীর চৌধুরী	১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
রক্তাক্ত প্রান্তর	নাটক	মুনীর চৌধুরী	১৭৬১ সালের পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ
মহাশ্মশান	মহাকাব্য	কায়কোবাদ	১৭৬১ সালের পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ
পদ্মাবতী	প্রণয়োপাখ্যান	আলাওল	চিতোরের রানির কাহিনি
মেঘনাদবধ কাব্য	মহাকাব্য	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	রামায়ণ কাহিনি
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	কাব্য	রচয়িতা : বড়ু চণ্ডীদাস (আবিষ্কারক) বসন্তরঞ্জন রায়	রাধা–কৃষ্ণের প্রেমলীলা
রূপসী বাংলা	কাব্য	জীবনানন্দ দাশ	স্বদেশ প্রীতি ও নিসর্গময়তা

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় কি? [A -১৩-১৪]
ক. ৭ মার্চের ঘটনা খ. '৭১ এর বিজয়ের ঘটনা
গ. ২৫ মার্চ থেকে দু'দিনের ঘটনা ঘ. ৩ মার্চের পরের ঘটনা

০২. 'পথের দাবী'র মূল বক্তব্য কী? [B, Even, সেট ৪ : ১৪-১৫]
ক. বিপ্লবীর আদর্শ খ. দেশমুক্তি
গ. জাতিমুক্তি ঘ. উন্মুক্ত জীবন

০৩. বাংলাদেশের রণসংগীত কাজী নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত? [A ১৬-১৭]
ক. ভাঙার গান খ. সন্ধ্যা
গ. বিষের বাঁশি ঘ. অগ্নিবীণা

০৪. 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' -এর প্রধান উপজীব্য কী? [B ১৬-১৭]
ক. ইতিহাস খ. মুক্তিযুদ্ধ গ. বৃটিশবিরোধী আন্দোলন ঘ. সাঁওতাল বিদ্রোহ

০৫. 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র প্রধান বিষয় কী? [B ১৬-১৭]
ক. প্রেম খ. দেশপ্রেম
গ. গ্রামীণ কুসংস্কার ঘ. বিশ্বযুদ্ধ

০৬. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাট্যের বিষয় কী? [B ১৬-১৭]
ক. ভাষা আন্দোলন খ. মুক্তিযুদ্ধ
গ. স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলন ঘ. রাজশাহী ছাত্র-আন্দোলন

০৭. 'পরিশীলিত বাগবৈদগ্ধময় রম্যরচনায় সিদ্ধহস্ত কে? [আইন ১২-১৩]
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. সুকুমার রায়
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. সৈয়দ মুজতবা আলী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৮. কোন উপন্যাসটিতে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্র রয়েছে? [D ১৭-১৮]
ক. জননী খ. সারেং বৌ
গ. কাঁদো নদী কাঁদো ঘ. জোছনা ও জননীর গল্প

০৯. 'কবর' কবিতাটি কোন ধরনের রচনা? [D ১২-১৩]
ক. চতুর্দশপদী কবিতা খ. শোককবিতা
গ. রাখালী কবিতা ঘ. রূপক কবিতা

১০. 'দেশে বিদেশে' বইটিতে কোন শহরের কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে? [A, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. কাবুল খ. রিয়াদ গ. লাহোর ঘ. কলকাতা ঙ. তেহরান

১১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসটি কোন বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত? [E-১৫-১৬]
ক. নীল বিদ্রোহ খ. সাঁওতাল বিদ্রোহ গ. চাকমা বিদ্রোহ
ঘ. কৃষক বিদ্রোহ ঙ. ফকির বিদ্রোহ

০১.গ	০২.ক	০৩.খ	০৪.ক	০৫.গ	০৬.খ	০৭.ঘ	০৮.খ	০৯.খ	১০.ক	১১.খ

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

১২. 'কবর' নাটকটি কোন পটভূমিতে রচিত? [B ১৭-১৮]
ক. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ খ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
গ. আটান্নর সামরিক শাসন ঘ. বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন

১৩. আবু ইসহাকের 'বনমানুষ' গল্পটি কোন পটভূমিতে লিখিত হয়েছে? [L ১৬-১৭]
ক. তেভাগা আন্দোলন খ. ভাষা আন্দোলন গ. মুক্তিযুদ্ধ ঘ. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের পটভূমি- [খ ০৫-০৬]
ক. ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন খ. ১৯৭৪-এর দেশ বিভাগ
গ. ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ঘ. ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ

১৫. কাজী ইমদাদুল হক-এর 'আব্দুল্লাহ' উপন্যাসের উপজীব্য- [B -১৩-১৪]
ক. চাষি জীবনের করুণ চিত্র খ. কৃষক সমাজের সংগ্রামশীল জীবন
গ. তৎকালীন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র ঘ. মুসলিম জমিদার শ্রেণির জীবন কাহিনি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

১৬. 'রাশিয়ার চিঠি' রবীন্দ্রনাথের কোন ধরনের রচনা? [B ১২-১৩]
ক. আত্মজীবনী খ. ভ্রমণকাহিনি গ. কাব্যগ্রন্থ ঘ. উপন্যাস

১২.ঘ	১৩.ক	১৪.গ	১৫.গ	১৬.খ

বাংলা ভাষায়/সাহিত্যে প্রথম

প্রথম	সৃষ্টি	রচয়িতা/সম্পাদক	সাল
বাংলা ভাষার প্রথম প্রণয়োপাখ্যান	ইউসুফ জুলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর	১৪-১৫ শতাব্দীর মধ্যকাল
বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ	Vocabulario em idioma bengalla e portuguez	ম্যানুয়েল দ্যা আস্সুম্পসাঁও	১৭৩৪
বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ	কথোপকথন	উইলিয়াম কেরি	১৮০১
রোমান লিপিতে প্রথম বাংলা বই	কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ	ম্যানুয়েল দ্যা আস্সুম্পসাঁও	-
বাংলা ভাষার প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ	বেদান্ত	রাজা রামমোহন রায়	১৮১৫
বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকী	দিগদর্শন	জনক্লার্ক মার্শম্যান, শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ	১৮১৮
মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা	সমাচার সভারাজেন্দ্র	শেখ আলীমুল্লাহ	১৮৩০
বাংলা ভাষার প্রথম নাটক	ভদ্রার্জুন	তারাচরণ শিকদার	১৮৫২
বাংলা ভাষার প্রথম সামাজিক নাটক	কুলীনকুলসর্বস্ব	রামনারায়ণ তর্করত্ন	১৮৫৪
বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস	আলালের ঘরের দুলাল	প্যারীচাঁদ মিত্র	১৮৫৭
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম কাব্য	পদ্মিনী উপাখ্যান	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৫৮
বাংলা ভাষার প্রথম প্রহসন	একেই কি বলে সভ্যতা?	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৮৬১
ঢাকার প্রথম বাংলা ছাপাখানা	বাংলা প্রেস (আজিমপুরে)	সুন্দর মিত্র	১৮৬০
ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ	নীল-দর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র	১৮৬০
বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহাকাব্য	মেঘনাদবধ কাব্য	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৮৬১
বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক	কৃষ্ণকুমারী	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৮৬১
বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস	কপালকুণ্ডলা	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৬৬
প্রথম মহিলা লেখকের উপন্যাস	মেবার রাজ	স্বর্ণকুমারী দেবী	১৮৭৭
কুরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক	অনুবাদ	ভাই গিরিশচন্দ্র সেন	

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলায় প্রথম কুরআন শরীফ অনুবাদ করেন কে? [১১-১২]
ক. আকরম খাঁ খ. গিরীশ ঘোষ গ. গিরিশচন্দ্র সেন ঘ. ইউসুফ আলী

০২. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস- [A -১৩-১৪]
ক. হুতোম প্যাঁচার নকশা খ. করুণা ও ফুলমণির বিবরণ
গ. আলালের ঘরের দুলাল ঘ. কোনোটিই নয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস- [ক ০৯-১০]
ক. আলালের ঘরের দুলাল খ. ফুলমণি ও করুণার বিবরণ
গ. হুতোম প্যাঁচার নকশা ঘ. কৃষ্ণকান্তের উইল ঙ. শ্রীকান্ত

০৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক কে? [ক-১৩-১৪; খুবি. SSS : ১১-১২; নোবিপ্রবি D ১৫-১৬]
ক. বেগম রোকেয়া খ. মহাশ্বেতা দেবী গ. স্বর্ণকুমারী দেবী
ঘ. রিজিয়া রহমান ঙ. নাসরিন জাহান

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০৫. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি হলেন- [B -১৩-১৪]
ক. বেগম রোকেয়া খ. সুফিয়া কামাল গ. বাণী বসু ঘ. চন্দ্রাবতী

০১.গ	০২.ঘ	০৩.ক	০৪.গ	০৫.ঘ

সাহিত্যিকদের প্রথম গ্রন্থ

কবি / লেখকের নাম	প্রকৃতি/ ধরন	গ্রন্থের নাম	প্রকাশ কাল
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	উপন্যাস (ইংরেজি)	Rajmohon's wife	১৮৬৪
	উপন্যাস (বাংলা)	দুর্গেশনন্দিনী	১৮৬৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কবিতা	হিন্দুমেলার উপহার	
	কাব্য	বনফুল	১৮৮০
	উপন্যাস	বউ ঠাকুরাণীর হাট	১৮৮৩
	ছোটগল্প	ভিখারিনী	১২৮৪
	নাটক	বাল্মীকি প্রতিভা	১৮৮১
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	গল্প	মন্দির	
বেগম রোকেয়া	প্রবন্ধগ্রন্থ	মতিচূর	১৯২২
কাজী নজরুল ইসলাম	উপন্যাস	বাঁধনহারা	১৯২৭
	কবিতা	মুক্তি	১৩২৬
	কাব্য	অগ্নি-বীণা	১৯২২
	নাটক	আলেয়া	১৩৩১
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	গল্প	নয়নচারা	১৯৫১
জহির রায়হান	গল্প	সূর্যগ্রহণ	১৩৬২
হুমায়ূন আহমেদ	উপন্যাস	নন্দিত নরকে	১৯৭২
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	ইংরেজি রচনা	Captive ladie	১৮৪৯
	কাব্য	তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	১৮৬০
	মহাকাব্য	মেঘনাদবধ কাব্য	১৮৬১
	নাটক	শর্মিষ্ঠা	১৮৫৯
জসীমউদ্‌দীন	কাব্যগ্রন্থ	রাখালী	১৯২৭
বেগম সুফিয়া কামাল	গল্প	কেয়ার কাঁটা	১৯৩৭

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কবি / লেখকের নাম	প্রকৃতি/ ধরন	গ্রন্থের নাম	প্রকাশ কাল
ফররুখ আহমদ	কাব্যগ্রন্থ	সাত সাগরের মাঝি	১৯৪৪
সুকান্ত ভট্টাচার্য	কবিতা / কাব্য	ছাড়পত্র	১৩৫৪
শামসুর রাহমান	কাব্যগ্রন্থ	প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে	১৯৬০
মুনীর চৌধুরী	নাটক	রক্তাক্ত প্রান্তর	১৯৬২
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	উপন্যাস	পদ্মানদীর মাঝি	১৯৩৬
প্যারীচাঁদ মিত্র	উপন্যাস	আলালের ঘরের দুলাল	১৮৫৭
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	অনুবাদ গ্রন্থ	বেতাল পঞ্চবিংশতি	১৮৪৭
রাজা রামমোহন রায়	প্রবন্ধ	বেদান্ত গ্রন্থ	১৮১৫
আবু ইসহাক	উপন্যাস	সূর্য-দীঘল বাড়ী	১৯৫৫
আহসান হাবীব	কাব্যগ্রন্থ	রাত্রিশেষ	১৯৪৭
গোলাম মোস্তফা	উপন্যাস	রূপের নেশা	১৯২০
কায়কোবাদ	কাব্যগ্রন্থ	বিরহ বিলাপ	১৮৭০
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন	কাব্য	অনল প্রবাহ	১৯০০
সিরাজী	উপন্যাস	তারাবাঈ	১৯১৮
মোহাম্মদ নজিবর রহমান	উপন্যাস	আনোয়ারা	১৯১৪
মীর মশাররফ হোসেন	উপন্যাস	রত্নবতী	১৮৬৯
দীনবন্ধু মিত্র	নাটক	নীল-দর্পণ	১৮৬০
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	কাব্যগ্রন্থ	প্রবোধ প্রভাকর	১৮৫৮
রামনারায়ণ তর্করত্ন	নাটক	কুলীনকুলসর্বস্ব	১৮৫৪
শহীদুল্লা কায়সার	উপন্যাস	সারেং বৌ	১৯৬২
শ. কত ওসমান	উপন্যাস	বনি আদম	১৯৪৬
কাজী মোতাহার হোসেন	গবেষণাগ্রন্থ	সঞ্চয়ন	১৯৩৭
নূরুল মোমেন	নাটক	নেমেসিস	১৯৪৮
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	ভাষাগ্রন্থ	ভাষা ও সাহিত্য	১৯৩১
মুহম্মদ আবদুল হাই	প্রবন্ধগ্রন্থ	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	১৯৫৪
মোতাহের হোসেন চৌধুরী	প্রবন্ধ	সংস্কৃতি কথা	১৯৫৮
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	উপন্যাস	পথের পাঁচালী	১৯২৯
জীবনানন্দ দাশ	কাব্যগ্রন্থ	ঝরাপালক	১৯২৭

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত লেখা কোনটি? [F, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. রাজবন্দীর জবানবন্দী খ. ব্যথার দান গ. বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী ঘ. অগ্নি-বীণা

০২. কায়কোবাদের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [G-১৫-১৬]
ক. বিরহ বিলাপ খ. ছাড়পত্র গ. রাত্রিশেষ ঘ. রাখালী

০১.গ	০২.ক

প্রায় একই নামের গ্রন্থ ও রচয়িতা

গ্রন্থ / রচনা	ধরন	কবি / লেখক
সন্ধ্যা	কাব্য সংকলন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সন্ধ্যা	কাব্য সংকলন	কাজী নজরুল ইসলাম
সেনাপাওনা	ছোটগল্প	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সেনাপাওনা	উপন্যাস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শেষ লেখা	কাব্যগ্রন্থ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শেষের কবিতা	উপন্যাস	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শেষ প্রশ্ন, শেষের পরিচয়	উপন্যাস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শেষ বিকেলের মেয়ে	উপন্যাস	জহির রায়হান
বসন্ত	নাটক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বসন্তকুমারী	নাটক	মীর মশাররফ হোসেন
রক্তকরবী	নাটক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রক্তাক্ত প্রান্তর	নাটক	মুনীর চৌধুরী

গ্রন্থ / রচনা	ধরন	কবি / লেখক
রক্তরাগ	কাব্যগ্রন্থ	গোলাম মোস্তাফা
পদ্মরাগ	উপন্যাস	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
পদ্মগোখরো	গল্প	কাজী নজরুল ইসলাম
রাজবন্দীর জবানবন্দী	প্রবন্ধগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম
রাজবন্দীর রোজনামচা	স্মৃতিকথা	শহীদুল্লা কায়সার
মরুভাস্কর	কাব্যগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম
মরুভাস্কর	জীবনীগ্রন্থ	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
জমীদার-দর্পণ	নাটক	মীর মশাররফ হোসেন
নীল-দর্পণ	নাটক	দীনবন্ধু মিত্র
নীল দংশন	উপন্যাস	সৈয়দ শামসুল হক
নীললোহিত	গল্প	প্রমথ চৌধুরী
অভিযাত্রিক	উপন্যাস	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিযাত্রিক	কাব্য	বেগম সুফিয়া কামাল
একাত্তরের ডায়েরী	স্মৃতিকথা	বেগম সুফিয়া কামাল
একাত্তরের দিনগুলি	স্মৃতিকথা	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের কথামালা		বেগম সুফিয়া কামাল
একাত্তরের বর্ণমালা	প্রবন্ধগ্রন্থ	এম. আর. আখতার মুকুল
একাত্তরের নিশান	প্রবন্ধগ্রন্থ	রাবেয়া খাতুন
একাত্তরের বিজয়গাথা		মেজর রফিকুল ইসলাম
একাত্তরের রণাঙ্গন		শামসুল হুদা চৌধুরী
একাত্তরের যীশু	উপন্যাস	শাহরিয়ার কবির
কবর	কবিতা	জসীমউদ্‌দীন
কবর	নাটক	মুনীর চৌধুরী
কৃষ্ণকুমারী	নাটক	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
কৃষ্ণকান্তের উইল	উপন্যাস	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কৃষ্ণপক্ষ	গল্পগ্রন্থ	আব্দুল গাফফার চৌধুরী
পদ্মাবতী	কাব্যগ্রন্থ	আলাওল
পদ্মাবতী	নাটক	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
পথের দাবী	উপন্যাস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পথের পাঁচালী	উপন্যাস	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পদ্মানদীর মাঝি	উপন্যাস	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
পদ্মা মেঘনা যমুনা	উপন্যাস	আবুজাফর শামসুদ্দীন
পঞ্চতন্ত্র	গল্পগ্রন্থ	সৈয়দ মুজতবা আলী
পঞ্চনারী	কাব্যগ্রন্থ	জসীমউদ্‌দীন
জঙ্গনামা	কাব্যগ্রন্থ	দৌলত উজির বাহরাম খাঁ
খোয়াবনামা	উপন্যাস	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
নূরনামা	কাব্যগ্রন্থ	আব্দুল হাকিম
সিকান্দারনামা	কাব্যগ্রন্থ	আলাওল
সফরনামা	প্রবন্ধগ্রন্থ	আবুল ফজল
অন্নদামঙ্গল	কাব্যগ্রন্থ	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
চণ্ডীমঙ্গল	কাব্য	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
মনসামঙ্গল	কাব্য	কানাহরি দত্ত
চৈতন্যমঙ্গল	জীবনীকাব্য	জয়ানন্দ
কৃষ্ণমঙ্গল	কাব্য	শঙ্কর চক্রবর্তী
কালিকামঙ্গল	কাব্য	রাম প্রসাদ সেন
ঋতুমঙ্গল	কাব্য	কালিদাস
ধর্মমঙ্গল	সাহিত্যকর্ম	ঘনরাম চক্রবর্তী
সারদামঙ্গল	কাব্যগ্রন্থ	বিহারীলাল চক্রবর্তী
জননী	উপন্যাস	শওকত ওসমান
জননী	উপন্যাস	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
মুহূর্তের কবিতা	কাব্যগ্রন্থ	ফররুখ আহমদ
কামাল পাশা	কবিতা	কাজী নজরুল ইসলাম
আনোয়ার পাশা	কবিতা	কাজী নজরুল ইসলাম
অরণ্য গোধূলি	কাব্যগ্রন্থ	বন্দে আলী মিয়া
অরণ্যে নীলিমা	উপন্যাস	আহসান হাবীব
অরণ্য বহ্নি	উপন্যাস	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

গ্রন্থ / রচনা	ধরন	কবি / লেখক
আরণ্যক	উপন্যাস	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতিগুচ্ছ	কাব্যগ্রন্থ	সুকান্ত ভট্টাচার্য
গীতবিতান, গীতালী, গীতাঞ্জলি	কাব্যগ্রন্থ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গল্পগুচ্ছ	গল্পগ্রন্থ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গল্পসল্প	গল্পগ্রন্থ	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
মৃত্যু-ক্ষুধা	উপন্যাস	কাজী নজরুল ইসলাম
জীবনক্ষুধা	উপন্যাস	আবুল মনসুর আহমদ
ছায়ানট	কাব্যগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম
ছায়াময়ী	রূপক কাব্য	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
চন্দ্রনাথ	উপন্যাস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান	উপন্যাস	আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
বন্দীর বন্দনা	কাব্যগ্রন্থ	বুদ্ধদেব বসু
বন্দীর বাঁশি	কাব্যগ্রন্থ	বেনজির আহমেদ
বন্দী শিবির থেকে	কাব্যগ্রন্থ	শামসুর রাহমান
মরুসূর্য	কাব্যগ্রন্থ	আ.খ.ম. বজলুর রশীদ
মরুচন্দ্রিকা	কাব্যগ্রন্থ	কাজী কাদের নেওয়াজ
মরুদুলাল	গদ্যগ্রন্থ	গোলাম মোস্তফা
মরুমায়া, মরুশিখা	প্রবন্ধ	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
মরুভাস্কর	কাব্যগ্রন্থ	কবি নজরুল ইসলাম
মহাভারত	মহাকাব্য	ব্যাসদেব (অনুবাদক-কবীন্দ্র পরমেশ্বর)
মহাশ্মশান	মহাকাব্য	কায়কোবাদ
মহাপতঙ্গ	গল্পগ্রন্থ	আবু ইসহাক
মানচিত্র	কাব্যগ্রন্থ	আলাউদ্দিন আল আজাদ
মানচিত্র	নাটক	আনিস চৌধুরী
গোরক্ষ বিজয়, গাজী বিজয়	কাব্যগ্রন্থ	শেখ ফয়জুল্লাহ
গৌরাঙ্গ বিজয়	গ্রন্থ	চূড়ামণিদাস
ধর্ম বিজয়	নাটক	রামনারায়ণ তর্করত্ন
রসুল বিজয়	কাব্যগ্রন্থ	জয়েন উদ্দীন / সৈয়দ সুলতান
স্পেন বিজয়	কাব্যগ্রন্থ	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
সিন্ধু বিজয়	নাটক	আকবর উদ্দীন
শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (গোবিন্দ বিজয়)	কাব্যগ্রন্থ	মালাধর বসু
সাম্য	প্রবন্ধ গ্রন্থ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সাম্যবাদী	পত্রিকা	খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন
সাম্যবাদী	কবিতা	কাজী নজরুল ইসলাম
উচ্চ জীবন, উন্নত জীবন, মহৎ জীবন, মহাজীবন, মানব জীবন	প্রবন্ধ	ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা	প্রবন্ধ	কালীপ্রসন্ন ঘোষ
বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার	প্রবন্ধ	রাজা রামমোহন রায়
সনেট সঞ্চয়ন, সনেট শতক, সনেটমালা	কাব্যগ্রন্থ	সুফী মোতাহার হোসেন
বিচিত্র চিন্তা	প্রবন্ধগ্রন্থ	আহমদ শরীফ
ভাষা ও সাহিত্য	প্রবন্ধগ্রন্থ	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ভাষা ও সাহিত্য	প্রবন্ধগ্রন্থ	মুহম্মদ আবদুল হাই
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	প্রবন্ধগ্রন্থ	ড. দীনেশচন্দ্র সেন
ভাষার ইতিবৃত্ত	প্রবন্ধগ্রন্থ	ড. সুকুমার সেন
বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত	প্রবন্ধগ্রন্থ	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	প্রবন্ধগ্রন্থ	মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান
বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা	প্রবন্ধগ্রন্থ	গোপাল হালদার
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	প্রবন্ধগ্রন্থ	মাহবুবুল আলম
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	প্রবন্ধ (৪ খণ্ড)	ড. কাজী দীন মুহম্মদ
বাংলা সাহিত্যের কথা	প্রবন্ধ (২ খণ্ড)	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
আধুনিক বাংলা সাহিত্য	গবেষণা গ্রন্থ	মোহিতলাল মজুমদার
মুসলিম বাংলা সাহিত্য	প্রবন্ধগ্রন্থ	মুহম্মদ এনামুল হক
বাংলার লোকসাহিত্য	প্রবন্ধ	ড. আনিসুজ্জামান
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য	প্রবন্ধ	ড. আহমদ শরীফ
আত্মঘাতী বাঙালী	প্রবন্ধগ্রন্থ	নীরদচন্দ্র চৌধুরী

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

গ্রন্থ / রচনা	ধরন	কবি / লেখক
ভবিষ্যতের বাঙালী	প্রবন্ধগ্রন্থ	এস ওয়াজেদ আলী
সাবাশ বাঙালী	প্রবন্ধগ্রন্থ	অমৃতলাল বসু
বাঙালীর ইতিহাস	প্রবন্ধগ্রন্থ	ড. নীহাররঞ্জন রায়
মোসলেম বাংলার সামাজিক ইতিহাস	প্রবন্ধগ্রন্থ	মোহাম্মদ আকরম খাঁ
সমাজ ও সাহিত্য	প্রবন্ধগ্রন্থ	কাজী আবদুল ওদুদ
সাহিত্য ও সংস্কৃতি	প্রবন্ধগ্রন্থ	মুহম্মদ আবদুল হাই
সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন	প্রবন্ধগ্রন্থ	আবুল ফজল
সাহিত্য সম্ভার	প্রবন্ধগ্রন্থ	কাজী দীন মুহম্মদ
সংস্কৃতির ভাঙা সেতু	প্রবন্ধগ্রন্থ	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
সংস্কৃতির চড়াই উতরাই	প্রবন্ধগ্রন্থ	শওকত ওসমান
সংস্কৃতির রূপান্তর	প্রবন্ধগ্রন্থ	গোপাল হালদার
সংস্কৃতি কথা	প্রবন্ধগ্রন্থ	মোতাহের হোসেন চৌধুরী
সংস্কৃতির সংকট	প্রবন্ধগ্রন্থ	বদরুদ্দিন উমর
বাঙ্গালীর সংস্কৃতি প্রসঙ্গ	প্রবন্ধগ্রন্থ	গোপাল হালদার
আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ	গবেষণা গ্রন্থ	জগদীশচন্দ্র ঘোষ
আধুনিক ভাষাতত্ত্ব	গবেষণা গ্রন্থ	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ

রচয়িতা	গ্রন্থ
ড. দীনেশচন্দ্র সেন	'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ।
ড. সুকুমার সেন	বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (১৯৩৯) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৪০)
মোহাম্মদ সুফিয়ান	বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস (১৯৫২); মুসলমান রচিত প্রথম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	বাংলা সাহিত্যের কথা
মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১৯৫৬)
ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
ভূদেব চৌধুরী	বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা
গোপাল হালদার	বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা
ড. ওয়াকিল আহমেদ	বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'লাল নীল দীপাবলি' কার রচনা? [I -১৩-১৪]
ক. হুমায়ুন আহমদ খ. শামসুর রাহমান গ. হুমায়ুন আজাদ
ঘ. জসীমউদ্‌দীন ঙ. সুফিয়া কামাল

০২. 'ভাষার ইতিবৃত্ত' বইটি লিখেছেন– [ছ ০৯-১০]
ক. এনামুল হক খ. মুরারী মোহন সেন গ. রামমোহন রায়
ঘ. নরেন বিশ্বাস ঙ. সুকুমার সেন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থকার? [ঘ ১৬-১৭]
ক. দীনেশচন্দ্র সেন খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. সুকুমার সেন

০৪. বাংলা ভাষার বিজ্ঞানমূলক রচনার পথিকৃৎ কে? [ঘ ১৬-১৭]
ক. ভূদেব মুখোপাধ্যায় খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. অক্ষয়কুমার দত্ত ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০৫. 'বাংলা ভাষার পরিচয়' গ্রন্থের লেখক কে? [১১-১২]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ. সুকুমার সেন ঘ. ড. এনামুল হক

০১.গ	০২.ঙ	০৩.ক	০৪.গ	০৫.ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক রচনা

নাম	ভাষা আন্দোলন	রচয়িতা	প্রকাশকাল
কবর	নাটক	মুনীর চৌধুরী	১৯৬৬
আরেক ফাল্গুন	উপন্যাস	জহির রায়হান	১৩৭৫/১৯৬৮
নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি	উপন্যাস	সেলিনা হোসেন	১৯৮৭
আর্তনাদ	উপন্যাস	শওকত ওসমান	১৯৮৫
একুশে ফেব্রুয়ারি	সম্পাদিত গ্রন্থ	হাসান হাফিজুর রহমান	১৯৫৩
একুশের গল্প	গল্প	জহির রায়হান	
দৃষ্টি	গল্প	ড. আনিসুজ্জামান	
আরো একজন	গল্প	সৈয়দ শামসুল হক	
কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	কবিতা	মাহবুব উল আলম চৌধুরী	১৯৫২
স্মৃতিস্তম্ভ	কবিতা	আলাউদ্দিন আল আজাদ	১৯৫২
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা	কবিতা	শামসুর রাহমান	
শহীদ স্মরণে	কবিতা	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	
কোনো এক মাকে	কবিতা	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মাগো ৮ই ফাল্গুনের কথা আমরা ভুলি নাই' এ ফাল্গুন খ্রিস্টাব্দের কত সাল স্মরণ করায়? [C ১৭-১৮]
ক. ১৯৭১ খ. ১৯৬৬ গ. ১৯৬৯ ঘ. ১৯৫২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০২. মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকের বিষয়বস্তু কী? [E ১৭-১৮]
ক. '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান খ. '৪৭ এর দেশ বিভাগ
গ. '৫২ এর ভাষা আন্দোলন ঘ. '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ

০৩. 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর তাৎপর্য- [B, Even, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. বাংলা ভাষার মর্যাদা সমুন্নত করা খ. বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
গ. বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
ঘ. হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে দুর্বল ভাষাকে রক্ষা করা

০৪. কোন সংস্থা ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে? [১১-১২]
ক. UNICEF খ. UNESCO গ. ILO ঘ. UNIFEM

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৫. একুশের প্রথম সংকলনের সম্পাদক কে? [B -১৩-১৪]
ক. হাসান আজিজুল হক খ. আবুল হাসান
গ. হাসান হাফিজুর রহমান ঘ. হাফিজুর রহমান

০৬. একুশের প্রথম কবিতা কে লিখেছেন? [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. আবদুল গাফফার চৌধুরী খ. সিকান্দার আবু জাফর
গ. শামসুর রাহমান ঘ. মাহবুবুল আলম চৌধুরী

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০৭. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [E ১৭-১৮; চবি খ ১১-১২; পাবিপ্রবি C-১৫-১৬; নোবিপ্রবি B ১৭-১৮]
ক. হাজার বছর ধরে খ. দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
গ. আরেক ফাল্গুন ঘ. রাইফেল রোটি আওরাত

০১.ঘ	০২.গ	০৩.ক	০৪.খ	০৫.গ	০৬.ক	০৭.গ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য

নাম	গ্রন্থ	রচয়িতা	প্রকাশকাল
নরকে লাল গোলাপ	নাটক	আলাউদ্দিন আল আজাদ	১৯৭২
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	নাটক	সৈয়দ শামসুল হক	১৯৭৬
কী চাহ শঙ্খচিল, বর্ণচোরা, বকুলপুরের স্বাধীনতা	নাটক	মমতাজউদ্দীন আহমদ	
নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন	উপন্যাস	সৈয়দ শামসুল হক	
রাইফেল রোটি আওরাত	উপন্যাস	আনোয়ার পাশা	১৯৭৩
জাহান্নাম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য	উপন্যাস	শওকত ওসমান	১৯৭১,১৯৭৩, ১৯৭৩
আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া, জোছনা ও জননীর গল্প	উপন্যাস	হুমায়ূন আহমেদ	
বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ	উপন্যাস	সরদার জয়েনউদ্দিন	১৯৭৫
হাঙর নদী গ্রেনেড, যুদ্ধ	উপন্যাস	সেলিনা হোসেন	১৯৭৬
ফেরারী সূর্য	উপন্যাস	রাবেয়া খাতুন	১৯৭৪
উপমহাদেশ	উপন্যাস	আল মাহমুদ	১৯৯৩
দেয়াল	উপন্যাস	আবু জাফর শামসুদ্দীন	১৯৮৫
খাঁচায়	উপন্যাস	রশীদ হায়দার	১৯৭৫
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	প্রবন্ধ	ড. নীলিমা ইব্রাহিম	১৯৯৬
একাত্তরের ঢাকা	প্রবন্ধ	সেলিনা হোসেন	১৯৯০
A search for Identity	প্রবন্ধ	মেজর আব্দুল জলিল	
The liberation of Bangladesh	প্রবন্ধ	মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং	
আমি বিজয় দেখেছি	স্মৃতিকথা	এম আর আখতার মুকুল	১৯৮৪
একাত্তরের দিনগুলি	স্মৃতিকথা	জাহানারা ইমাম	১৯৮৬
একাত্তরের ডায়েরি	স্মৃতিকথা	সুফিয়া কামাল	১৯৮৯
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস	সম্পাদিত গ্রন্থ	হাসান হাফিজুর রহমান	
বাংলাদেশ কথা কয়	সম্পাদিত গ্রন্থ	আবদুল গাফফার চৌধুরী	১৯৭১
জন্ম যদি তব বঙ্গে	গল্প	শওকত ওসমান	১৯৭৫
Stop Genocide	প্রামাণ্য চিত্র	জহির রায়হান	১৯৭১
ওরা এগারজন	চলচ্চিত্র	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৭২
একাত্তরের যীশু	চলচ্চিত্র	নাসির উদ্দিন ইউসুফ	
আবার তোরা মানুষ হ	চলচ্চিত্র	খান আতাউর রহমান	
যাত্রা	উপন্যাস	শওকত আলী	১৯৭২
কালো ঘোড়া	উপন্যাস	ইমদাদুল হক মিলন	
আমার বন্ধু রাশেদ	উপন্যাস	মুহম্মদ জাফর ইকবাল	১৯৯৪
জীবন আমার বোন	উপন্যাস	মাহমুদুল হক	১৯৭২
একটি কালো মেয়ের কথা	উপন্যাস	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৭১
মুক্তিযুদ্ধের গল্প	গল্প সংকলন	রাবেয়া খাতুন	
নামহীন গোত্রহীন	গল্প	হাসান আজিজুল হক	
September on Jessore Road	কবিতা	অ্যালেন গিনসবার্গ	
স্বাধীনতা তুমি	কবিতা	শামসুর রাহমান	
স্বাধীনতা শব্দটি কীভাবে আমাদের হল	কবিতা	নির্মলেন্দু গুণ	
একাত্তরের বিজয় গাঁথা, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে	প্রবন্ধ	মেজর রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম)	
একাত্তরের নিশান	প্রবন্ধ	রাবেয়া খাতুন	
ফেরারী ডায়েরি	স্মৃতিকথা	আলাউদ্দিন আল আজাদ	
একাত্তরের চিঠি	পত্রসংকলন (মুক্তিযোদ্ধাদের)	প্রথম আলো ও গ্রামীণফোনের উদ্যোগে সংগৃহীত	
আমার কিছু কথা	সম্পাদিত গ্রন্থ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'একাত্তরের ঢাকা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [চ ১৭-১৮]
ক. সেলিনা হোসেন খ. এম আর আখতার মুকুল
গ. নাসিরউদ্দিন ইউসুফ ঘ. এ আর মল্লিক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০২. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস? [E ১৭-১৮]
ক. চিলেকোঠার সেপাই খ. জোছনা ও জননীর গল্প
গ. একাত্তরের দিনগুলি ঘ. সেই সময়

০১.ক	০২.খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. 'একাত্তরের চিঠি' কোন জাতীয় রচনা? [জ ১১-১২; নোবিপ্রবি A ১৫-১৬]
ক. মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ খ. মুক্তিযুদ্ধের পত্র সংকলন
গ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস ঘ. মুক্তিযুদ্ধের ডায়েরী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৪. 'হাঙর নদী গ্রেনেড' কোন প্রেক্ষাপটে রচিত? [C ১৭-১৮; চবি B, ১৪-১৫; খুবি-কলা ও মানবিক ১২-১৩]
ক. ভারত বিভক্তি খ. সিপাহী বিদ্রোহ গ. ভাষা আন্দোলন ঘ. মুক্তিযুদ্ধ

০৫. 'একাত্তরের দিনগুলি'- কার রচনা? [১১-১২, SSS : ১১-১২]
ক. অরুন্ধতী রায় খ. মনিকা আলী গ. জাহানারা ইমাম ঘ. রিজিয়া রহমান

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. মুক্তিযুদ্ধের কাহিনিনির্ভর প্রথম উপন্যাস কোনটি? [D ১৭-১৮; D ১৪-১৫]
ক. ১৯৭১ খ. নিষিদ্ধ লোবান গ. যাত্রা ঘ. রাইফেল রোটি আওরাত

০৭. কোন উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক? [খ ১১-১২]
ক. চিলেকোঠার সেপাই খ. জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা
গ. খেলারাম খেলে যা ঘ. নন্দিত নরকে ঙ. প্রদোষে প্রাকৃতজন

০৮. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [ঙ ১১-১২]
ক. শঙ্খনীল কারাগার খ. জাহান্নম হইতে বিদায়
গ. আর্তনাদ ঘ. দুর্দিনের যাত্রী ঙ. রক্তাক্ত অধ্যায়

০৯. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস নয়? [E ১২-১৩]
ক. নীল দংশন খ. জোছনা ও জননীর গল্প গ. নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি
ঘ. যাত্রা ঙ. জাহান্নম হইতে বিদায়

১০. কোন কবি মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন? [E -১৩-১৪]
ক. আবদুল গনি হাজারী খ. রফিক আজাদ গ. গোলাম মোস্তফা
ঘ. শামসুর রাহমান ঙ. হুমায়ুন আজাদ

১১. 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? [A₁, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. সেলিনা হোসেন খ. রশীদ করিম গ. জহির রায়হান
ঘ. আহমদ ছফা ঙ. আবদুল হাই

১২. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপন্যাস নয় কোনটি? [D-১৫-১৬]
ক. দুই তীর খ. নিষিদ্ধ লোবান
গ. জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ঘ. হাঙর নদী গ্রেনেড

১৩. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা নয় কোনটি? [B ১৬-১৭]
ক. নিষিদ্ধ লোবান খ. একাত্তরের দিনগুলি গ. হাঙর নদী গ্রেনেড ঘ. রক্তাক্ত প্রান্তর

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস নয়? [B ১৭-১৮]
ক. নিষিদ্ধ লোবান খ. রাইফেল রোটি আওরাত
গ. আরেক ফাল্গুন ঘ. হাঙর নদী গ্রেনেড

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর ভিত্তি করে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র কোনটি? [AP ১৭-১৮]
ক. লাঠিয়াল খ. আন্ডার দ্য রেড লাইট
গ. স্টপ জেনোসাইড ঘ. আবার তোরা মানুষ হ

১৬. সুফিয়া কামালের স্মৃতিকথা : [ক ১৬-১৭; চবি ০৯-১০]
ক. একাত্তরের দিনগুলি খ. একাত্তরের ডায়েরি
গ. একাত্তরের কথামালা ঘ. একাত্তরের স্মৃতি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১৭. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস? [A ১৭-১৮]
ক. চিলেকোঠার সেপাই খ. আগুনের পরশমণি
গ. একাত্তরের দিনগুলি ঘ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৮. 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দলিলপত্র' কার সম্পাদিত গ্রন্থ? [G ১৭-১৮]
ক. হাসান হাফিজুর রহমান খ. শামসুর রাহমান
গ. আবু জাফর শামসুদ্দিন ঘ. জহির রায়হান

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯. 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস : তথ্য ও দলিল' কে সম্পাদনা করেন? [C -১৩-১৪]
ক. ড. আনিসুজ্জামান খ. ড. আনোয়ার হোসেন
গ. হাসান হাফিজুর রহমান ঘ. ড. মুনতাসীর মামুন

০৩.খ	০৪.ঘ	০৫.গ	০৬.ঘ	০৭.ঘ	০৮.খ	০৯.গ	১০.খ	১১.[illegible]
১২.গ	১৩.ঘ	১৪.গ	১৫.গ	১৬.খ	১৭.খ	১৮.ক	১৯.গ	

সাহিত্যে জনক

বিষয়	জনক
বাংলা গদ্যের জনক	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বাংলা চলিত রীতির জনক	প্রমথ চৌধুরী
ছোটগল্পের জনক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গদ্য ছন্দের জনক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলা উপন্যাসের জনক	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আধুনিক বাংলা কবিতার জনক	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
আধুনিক বাংলা সনেট	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
প্রহসনের জনক	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ছন্দের জনক (জাদুকর)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক গীতিকবিতার জনক	বিহারীলাল চক্রবর্তী
বাংলা 'টপ্পা' গানের জনক	রামনিধিগুপ্ত বা নিধুবাবু

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. শিল্পসম্মত গদ্যরীতির জনক কে? [E ১৭-১৮]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

০২. বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে? [A ১৬-১৭]
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. প্রমথ চৌধুরী গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. রবীন্দ্রনা...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. আধুনিক বাংলা কবিতার জনক কে? [ক ০২-০৩]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. শামসুর রাহমান
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৪. বাংলা সাহিত্যে গদ্যের জনক কাকে বলা হয়? [ঙ ১৬-১৭; মাভাবিপ্রবি D-১৩-১৪]
ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ. ভারতচন্দ্র গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. সুকান্ত ভট্টা...

০১.ক	০২.খ	০৩.গ	০৪.গ

কবি সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

ছদ্মনাম	নাম
টিমোথি পেনপোয়েম, এ নেটিভ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
অনিলা দেবী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ভানুসিংহ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
টেকচাঁদ ঠাকুর	প্যারীচাঁদ মিত্র
হুতোম পেঁচা	কালীপ্রসন্ন সিংহ
বনফুল	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
মৌমাছি	বিমল ঘোষ
গাজী মিয়া	মীর মশাররফ হোসেন
কায়কোবাদ	কাজেম আল কোরায়েশী
শওকত ওসমান	শেখ আজিজুর রহমান
জরাসন্ধ	চারুচন্দ্র চক্রবর্তী

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

ছদ্মনাম	নাম
বাণভট্ট	নীহাররঞ্জন গুপ্ত
নীললোহিত/সনাতন পাঠক	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
নীহারিকা দেবী	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
সত্যসুন্দর দাস	মোহিতলাল মজুমদার
কালকূট	সমরেশ বসু
পরশুরাম	রাজশেখর বসু
বীরবল	প্রমথ চৌধুরী
বড়ু চণ্ডীদাস	অনন্ত বড়ু
সুনন্দ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
দৃষ্টিহীন	মধুসূদন মজুমদার
অবধূত	কালিকানন্দ
হায়াৎ মামুদ	ড. মনিরুজ্জামান
যাযাবর	বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
কমলাকান্ত	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দাদাভাই	রোকনুজ্জামান খান
ধূমকেতু	কাজী নজরুল ইসলাম
অশোক সৈয়দ	আবদুল মান্নান সৈয়দ
বনফুল	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ভানুসিংহ' যে নামটিকে প্রতিনিধিত্ব করে– [A ১৪-১৫; পাবিপ্রবি C ১৪-১৫]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. প্রমথ চৌধুরী গ. ইন্দ্রনীল গুপ্ত ঘ. সমর সেন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০২. রামমোহন রায়ের ছদ্মনাম কী ছিল? [জ ১১-১২]
ক. ভানুসিংহ খ. শিবপ্রসাদ রায় গ. রাজা ঘ. অমিয় ধারা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. 'নীল-লোহিত' কার ছদ্মনাম? [B ১৭-১৮; চবি E ১২-১৩, ঘ ১৩-১৪]
ক. কবি শামসুর রাহমান খ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
গ. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঘ. মোহাম্মদ নাসিম রেজা

৪. 'পরশুরাম' কোন লেখকের ছদ্মনাম? [C ১৭-১৮]
ক. কালীপ্রসন্ন সিংহ খ. রাজনারায়ণ বসু গ. রাজশেখর বসু ঘ. শামসুর রাহমান

'দৃষ্টিহীন' কার ছদ্মনাম? [F ১৭-১৮]
ক. বিহারীলাল চক্রবর্তী খ. প্যারীচাঁদ মিত্র
গ. মধুসূদন দত্ত ঘ. মধুসূদন মজুমদার

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের ছদ্মনাম কী? [খ ১১-১২]
ক. বনফুল খ. গোরাচাঁদ গ. দৃষ্টিহীন ঘ. যাযাবর

'বনফুল' কোন লেখকের ছদ্মনাম? [F ১৬-১৭; শাবিপ্রবি A ১৫-১৬; পাবিপ্রবি C ১৩-১৪]
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. শওকত ওসমান
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

'বীরবল' কার ছদ্মনাম? [B ১৭-১৮; জবি ক ১৩-১৪; নোবিপ্রবি গ ০৯-১০; রাবি B ১৪-১৫]
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. সৈয়দ মুজতবা আলী
গ. সমরেশ বসু ঘ. রাজশেখর বসু

'অনিলা দেবী' ছদ্মনাম ধারণ করেন কে? [B ১৭-১৮; জবি ঘ ১৪-১৫]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. শরৎচন্দ্র গ. বেগম রোকেয়া ঘ. বুদ্ধদেব

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃদত্ত নাম কী? [G_1 -১৩-১৪; B1 সেট-৩ ১৪-১৫]
ক. প্রবোধ চন্দ্র খ. প্রবোধকুমার গ. প্রমোদ কুমার
ঘ. মানিক কুমার ঙ. মানিক

কোনটি লেখকের ছদ্মনাম নয়? [H ১৬-১৭]
ক. শওকত ওসমান খ. পরশুরাম গ. বনফুল
ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম ঙ. যাযাবর

১২. শেখ আজিজুর রহমান কোন ছদ্মনামে লিখতেন? [A ১৬-১৭; বেরোবি B ১৬-১৭]
ক. বনফুল খ. শওকত ওসমান গ. ভানুসিংহ
ঘ. হায়াৎ মামুদ ঙ. ময়ূখ চৌধুরী

১৩. 'টিমোথি পেনপোয়েম' কার ছদ্মনাম? [F ১৬-১৭]
ক. বিষ্ণু দে খ. বুদ্ধদেব বসু গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঙ. শামসুর রাহমান

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. বড়ু চণ্ডীদাসের প্রকৃত নাম- [B ১৬-১৭]
ক. ডুমুক খ. ডোম্বী গ. অনন্ত ঘ. প্রচণ্ডী

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১৫. 'অগ্নিসারথি' কার ছদ্মনাম? [C ১৬-১৭]
ক. গোবিন্দ দাস খ. প্রমিত সারোয়ার গ. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঘ. নুরুন্নেসা খাতুন

১৬. 'কালকূট' কার ছদ্মনাম? [B ১৭-১৮, গ ১৬-১৭, শাপলা ১১-১২]
ক. বিহারীলাল চক্রবর্তী খ. সমরেশ বসু
গ. প্রেমাঙ্কুর অতর্থী ঘ. সত্যেন বসু

১৭. 'সুনন্দ' কার ছদ্মনাম? [B ১৭-১৮, B ১৫-১৬]
ক. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খ. মোজাম্মেল হক
গ. রাজশেখর বসু ঘ. বিমল ঘোষ

১৮. 'জরাসন্ধ' কার ছদ্মনাম? [গ ০৯-১০]
ক. চারুচন্দ্র চক্রবর্তী খ. কালীপ্রসন্ন সিংহ গ. সমরেশ বসু ঘ. রাজশেখর বসু

১৯. 'বাণভট্ট' কার ছদ্মনাম? [গ ০৯-১০]
ক. শেখ আজিজুর রহমান খ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
গ. অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ঘ. নীহাররঞ্জন গুপ্ত

২০. 'মীর মশাররফ হোসেনের' ছদ্মনাম কোনটি? [গ ১১-১২]
ক. কায়কোবাদ খ. যাযাবর গ. গাজী মিঁয়া ঘ. দৌলত উজির

২১. 'গোবিন্দ দাসের' ছদ্মনাম কোনটি? [১১-১২]
ক. রায়গুণাকর খ. স্বভাব কবি গ. কবি কাঞ্চন ঘ. বীরবল

২২. 'যাযাবর' কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম- [B ১৬-১৭]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. বিনয় মুখোপাধ্যায় ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৩. কালীপ্রসন্ন সিংহের ছদ্মনাম কোনটি? [B ১৬-১৭; গ ০৯-১০]
ক. হুতোম পেঁচা খ. ভানুসিংহ ঠাকুর গ. যাযাবর ঘ. অবধূত

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

২৪. জহির রায়হানের আসল নাম কী ছিল? [B-১৫-১৬]
ক. জহির রায়হান খ. মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ গ. জহিরুল্লাহ ঘ. মুহম্মদ জহির

২৫. প্যারীচাঁদ মিত্রের ছদ্মনাম কী? [B ১৬-১৭; রাবি B ১৪-১৫]
ক. টেকচাঁদ ঠাকুর খ. নগেন ঠাকুর গ. কালীপ্রসন্ন সিংহ ঘ. ভানুসিংহ ঠাকুর

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৬. 'নীহারিকা দেবী'–কার ছদ্মনাম? [G-১৫-১৬]
ক. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত খ. নীহার রঞ্জন গুপ্ত
গ. কালীপ্রসন্ন সিংহ ঘ. প্রমথ চৌধুরী

০১.ক	০২.খ	০৩.খ	০৪.গ	০৫.ঘ	০৬.খ	০৭.ঘ	০৮.ক	০৯.খ
১০.খ	১১.ঘ	১২.খ	১৩.ঘ	১৪.গ	১৫.খ	১৬.খ	১৭.ক	১৮.ক
১৯.ঘ	২০.গ	২১.খ	২২.গ	২৩.ক	২৪.খ	২৫.ক	২৬.ক	

সাহিত্যিকদের উপাধি ও মূলনাম

উপাধি	মূলনাম
পল্লিকবি	জসীমউদ্‌দীন
পল্লিনিষ্ঠ কবি	কুমুদরঞ্জন মল্লিক
শ্রীকর নন্দী	কবীন্দ্র পরমেশ্বর
পদাতিকের কবি	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্য সরস্বতী / বিদ্যাবিনোদিনী	নুরুন্নেসা খাতুন

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

উপাধি	মূলনাম
মিথিলার কবি	বিদ্যাপতি
মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত	বেগম রোকেয়া
তর্করত্ন	রামনারায়ণ
সাহিত্য বিশারদ	আব্দুল করিম
নাগরিক কবি	সমর সেন
সাহিত্যরত্ন	নজিবর রহমান
কবিশ্বর/মহাকবি	আলাওল
স্বপ্নাতুর কবি	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
ভোরের পাখি	বিহারীলাল চক্রবর্তী
ছন্দের যাদুকর	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
অপরাজেয় কথাশিল্পী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ভাষা বিজ্ঞানী	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
চারণ কবি	মুকুন্দরাম দাস
কিশোর কবি	সুকান্ত ভট্টাচার্য
ছান্দসিক কবি	আব্দুল কাদির
শান্তিপুরের কবি	মোজাম্মেল হক
মার্কসবাদী কবি	বিষ্ণু দে
ক্লাসিক কবি	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
বিশ্বকবি/নাইট	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কবিকঙ্কণ	মুকুন্দরাম
বিদ্রোহী কবি	কাজী নজরুল ইসলাম
গদ্যের জনক/বিদ্যাসাগর	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
দৌলত উজির	বাহরাম খান
সাহিত্যসম্রাট	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রূপসী বাংলার কবি, তিমির হননের কবি	জীবনানন্দ দাশ
যুগসন্ধিক্ষণের কবি	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গুণরাজ খান	মালাধর বসু
কাব্যসুধাকর	গোলাম মোস্তফা
মুসলিম রেনেসাঁর কবি	ফররুখ আহমদ
রায়গুণাকর	ভারতচন্দ্র
বাংলার মিল্টন	হেমচন্দ্র
জননী সাহসিকা	সুফিয়া কামাল
শহিদ জননী	জাহানারা ইমাম

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'রায়গুণাকর' কার উপাধি? [B ১৭-১৮]
ক. বিহারীলাল চক্রবর্তী খ. বিদ্যাপতি
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

০২. 'তর্করত্ন' কার উপাধি? [০৫-০৬]
ক. আলাওল খ. হেমচন্দ্র গ. রামনারায়ণ ঘ. বিষ্ণু দে

০৩. 'বাংলার মিল্টন' কাকে বলা হয়? [০৬-০৭]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. মাইকেল মধুসূদ দত্ত
গ. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. শামসুর রাহমান

০৪. 'চারণ কবি' কে? [০৯-১০]
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. মুকুন্দ দাস গ. মোজাম্মেল হক ঘ. প্রমিত সারোয়ার

০৫. কাকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়? [A, Odd, সেট B : ১৪-১৫]
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস গ. মুকুন্দরাম ঘ. রূপরাম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. কোন সাহিত্যিক 'পল্লিকবি' হিসেবে পরিচিত? [B ১৭-১৮]
ক. আবুল হোসেন খ. মহীউদ্দিন গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. বন্দে আলী মিয়া

০৭. ভাষা বিজ্ঞানী কার উপাধি? [অ ০৬-০৭]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. লালন ফকির ঘ. শামসুর রাহমান ঙ. আব্দুল আলিম

০৮. বিদ্যাসাগরের পারিবারিক পদবি কী? [খ ০৯-১০]
ক. বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মুখোপাধ্যায় গ. গঙ্গোপাধ্যায় ঘ. ভট্টাচার্য ঙ. মজুমদার

০৯. রবীন্দ্রনাথ 'ভোরের পাখি' হিসেবে কাকে অভিহিত করেছিলেন? [B] ১২-১৩]
ক. মুকুন্দরাম খ. ভারতচন্দ্র গ. ঈশ্বর গুপ্ত ঘ. বিহারীলাল ঙ. বিদ্যাসাগর

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১০. 'সাহিত্য বিশারদ' কার উপাধি? [C -১৩-১৪]
ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ. দীনেশচন্দ্র সেন গ. সুকুমার সেন ঘ. আবদুল করিম

১১. বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যাঙ্গনে সব্যসাচী লেখক কাকে বলা হয়? [C Unit : ১৬-১৭]
ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. আলাউদ্দিন আল আজাদ
গ. আল মাহমুদ ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

০১.গ	০২.গ	০৩.গ	০৪.খ	০৫.গ	০৬.গ	০৭.খ	০৮.ক	০৯.ঘ	১০.ঘ	১১.ঘ

বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি/উদ্ধৃতি ও রচয়িতা

পঙ্‌ক্তি/উক্তি	রচয়িতা
'ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।'	প্রমথ চৌধুরী
'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?'	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
'কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর? মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসুর।'	শেখ ফজলুল করিম
'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'-	সুকান্ত ভট্টাচার্য
'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব' কোন আন্দোলনের মূলকথা?	বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন (শিখা পত্রিকা)
'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা'	নজরুল ইসলাম বাবু
'কাঁটাকুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা/দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা'	কাজী নজরুল ইসলাম
'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/ কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।'	কুসুমকুমারী দাশ
'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ/ক্ষণ হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ'	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত'	প্রমথ চৌধুরী
'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'	আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'	চণ্ডীদাস
'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ'	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।'	বিদ্যাপতি
'মোদের গরব, মোদের আশা/আ-মরি বাংলা ভাষা'	অতুল প্রসাদ সেন
'প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়ে ঘরে'	শেখ ফজলুল করিম
'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।'	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
'জাতির পতাকা আজ খাঁমচে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন'-	রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
'কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা।	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (২১-এ ... ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ...)
'সই কেমনে ধরিব হিয়া/আমারি বঁধুয়া আন বাড়ি যায়/আমারি আঙ্গিনা দিয়া।'	চণ্ডীদাস
'গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়- হে বন্ধু বিদায়'	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।'	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু/অনলে পুড়িয়া গেল।'	জ্ঞানদাস
'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।'	গগন হরকরা
'কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।'	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? দাসত্ব শৃঙ্খল বল/কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়।'	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
'পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।'	মদনমোহন তর্কালঙ্কার
'বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই, কুড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই।'	রজনীকান্ত সেন, (স্বাধীনতার সুখ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

পঙ্‌ক্তি/উক্তি	রচয়িতা
'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা?'	দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ধনধান্য পুষ্পে ভরা)
'মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন, হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।'	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (জীবন সঙ্গীত)
'যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।'	আবদুল হাকিম (বঙ্গবাণী)
'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আত্মত্রাণ)
'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।'	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সবুজের অভিযান)
'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে/মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কড়ি ও কোমল)
'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবার সমান রাঙা।'	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (মানুষ জাতি)
'কুকুরের কাজ কুকুর করেছে কামড় দিয়েছে পায়/তা বলে কুকুরে কামড়ান কি মানুষের শোভা পায়'	শেখ ফজলল করিম (উত্তম ও অধম)
'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'	কামিনী রায় (পরার্থে)
'সব পাখি ঘরে আসে সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন; থাকে শুধু অন্ধকার, মখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'	জীবনানন্দ দাশ (রূপসী বাংলা)
'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ দেখিতে চাই না আর।'	জীবনানন্দ দাশ (রূপসী বাংলা)
'গাহি সাম্যের গান মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।'	কাজী নজরুল ইসলাম (মানুষ)
'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।'	কাজী নজরুল ইসলাম (নারী)
'যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে তার মুখে খবর পেলুম : সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক'	সুকান্ত ভট্টাচার্য (ছাড়পত্র)
'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান। তুমি মোরে দিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান।'	কাজী নজরুল ইসলাম (দারিদ্র্য)
'কাণ্ডারী ও তরীর পাকা মাঝি মাল্লা দাঁড়ি মুখে সারি গান লা শরীক আল্লাহ।'	কাজী নজরুল ইসলাম (খেয়া পারের তরণী)
'নম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য'	কাজী নজরুল ইসলাম (বিদ্রোহী)
'যে মোরে করিল পথের বিবাগী, পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি।'	জসীমউদ্‌দীন (প্রতিদান)
'এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'	সুকান্ত ভট্টাচার্য (ছাড়পত্র)
'বঁচতে হলে লাঙ্গল ধর রে আবার এসে গাঁয়।'	শেখ ফজলল করিম (গাঁয়ের ডাক)
'শোন মা আমিনা, রেখে দেরে কাজ, ত্বরা করে মাঠে চল, এল মেঘনার জোয়ারের বেলা, এখনি নামিবে ঢল।'	হুমায়ুন কবির (মেঘনার ঢল)
'জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে।'	সুফিয়া কামাল (জন্মেছি এই দেশে)
'কবিতায় আর কি লিখব? যখন বুকের রক্তে লিখেছি একটি নাম বাংলাদেশ।'	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (শহীদ স্মরণে)
'আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে।'	আল মাহমুদ (নোলক)
'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'	স্বামী বিবেকানন্দ
'ভাত দে হারামজাদা, তা না হলে মানচিত্র খাব।'	রফিক আজাদ

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।' কার বক্তব্য? [চ ১৭-১৮; জবি. ঘ-১৫-১৬; জাককানইবি ১৬-১৭]
ক. ড. আহমদ শরীফ খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. ড. হুমায়ুন আজাদ ঘ. মুহম্মদ আবদুল হাই

০২. 'কী করিছ বনে কুঞ্জভবনে?'– চরণটির লেখক– [ঘ-১৩-১৪]
ক. রোকেয়া খ. রবীন্দ্রনাথ গ. নজরুল ঘ. জসীমউদ্‌দীন

০৩. 'আপনারে বড় বলে, বড় সেই নয়/লোকে যারে বড় বলে, বড় সেই হয়।' কবিতার কবি কে? [চ ১৬-১৭]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বিদ্যাপতি গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. হরিশ্চন্দ্র মিত্র

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০৪. 'পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না, পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও' উক্তিটি কার? [ক-১৩-১৪]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. মীর মশাররফ গ. রবীন্দ্রনাথ ঘ. কায়কোবাদ

০৫. 'যেমনি ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মতোই উধাও হয়ে যায়।' কোন রচনায় এই ঝড়ের প্রসঙ্গ আছে? [খ ১৬-১৭]
ক. অপরিচিতা খ. একটি তুলসী গাছের কাহিনী
গ. আমার পথ ঘ. বায়ান্নর দিনগুলো

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. 'দুগ্ধস্রোতরূপী তুমি জন্ম-ভূমি স্তনে।' কার উক্তি? [গ,সেট৭ : ১১-১২]
ক. হেমচন্দ্র খ. নবীনচন্দ্র গ. বিহারীলাল ঘ. মধুসূদন দত্ত

০৭. 'পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন?' উক্তিটি কোন গল্পের/কবিতার? [B ১৭-১৮]
ক. নবান্ন খ. ভ্রান্তিবিলাস গ. আত্মচরিত ঘ. কাসেমের যুদ্ধযাত্রা

০৮. 'ঠাকুর আমার মাথার দিব্যি রইলো, এসব তুমি আর কখনও করোনা।' উক্তিটি কোন গল্পের/কবিতার? [B ১৭-১৮]
ক. বিলাসী খ. ভ্রান্তিবিলাস গ. আত্মচরিত ঘ. নবান্ন

০৯. 'বুঝিলাম, আজ উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে, বনলতার নিকট পরাজিত হইল' উক্তিটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? [E ১৭-১৮]
ক. শকুন্তলা খ. হৈমন্তী গ. বিলাসী ঘ. সৌদামিনী মালো

১০. 'স্বাধীনতা তুমি অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ——— শূন্যস্থানে কী বসবে? [C সেট- ০৩, ১২-১৩]
ক. আলো খ. ঝিলিক গ. চাওয়া ঘ. মণি

১১. 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।' কার উক্তি? [গ ১১-১২]
ক. কামিনী রায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

১২. "একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্ব জ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসাড়তা সম্বন্ধে নিজের চিন্তা করিতে লাগিল।"এ অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন সাহিত্যকর্ম থেকে নেওয়া হয়েছে? [জার্নালিজম, সেট- ০৩, ১২-১৩]
ক. নৌকাডুবি খ. ডাকঘর গ. ছুটি ঘ. শিশু ভোলানাথ

১৩. 'আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ'- চরণটি কার রচনা? [C, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ঘ. আবু হেনা মোস্তফা কামাল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' কার লেখা? [B, Even, সেট ৪ : ১৪-১৫; খুবি ১৬-১৭]
ক. মধুসূদন দত্ত খ. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫. 'যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরী, যমুনা বহমান/ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।' এই লাইন দুটির রচয়িতা কে? [C ১৭-১৮; চবি ১৫-১৬]
ক. শামসুর রাহমান খ. আবুল ফজল গ. অন্নদাশঙ্কর রায় ঘ. রণেশ দাশগুপ্ত

১৬. 'যে জন বঙ্গেতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী' কার লেখা? [রাবি. B ১৭-১৮]
ক. আবদুল হাকিম খ. শাহ মুহম্মদ সগীর গ. এন্টনি ফিরিঙ্গি ঘ. আবদুল হামিদ

১৭. 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।' এ উক্তিটি কার? [রাবি. ।১৭-১৮; ০৯-১০, ১১-১২]
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. মীর মশাররফ হোসেন

১৮. 'সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন/হউক দূর অকল্যাণ, সকল অশোভন' কার লেখা? [০৫-০৬]
ক. অতুল প্রসাদ সেন খ. চণ্ডীদাস
গ. শেখ ফজলুল করিম ঘ. সরদার ফজলুল করিম

০১.খ	০২.খ	০৩.ঘ	০৪.ক	০৫.খ	০৬.ঘ	০৭.গ	০৮.ক	০৯.ক
১০.খ	১১.খ	১২.গ	১৩.ক	১৪.ঘ	১৫.গ	১৬.ক	১৭.ক	১৮.গ

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৯. 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'-শ্রাবস্তী কী? [০৫-০৬]
ক. একটি বৃক্ষের নাম খ. একটি নগরীর নাম
গ. কবির কন্যার নাম ঘ. বনলতা সেনের বাড়ি

২০. 'ফিরিয়া ফল কী? পৃথিবীতে কে কাহার?' উক্তিটি কোন গল্পের- [খ ১১-১২]
ক. মহেশ খ. পোস্টমাস্টার গ. জলসাঘর ঘ. প্রাগৈতিহাসিক

২১. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় স্বাধীনতাকে কবি শামসুর রাহমান কার হাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন? [১১-১২]
ক. অবোধ শিশুর খ. স্নেহময়ী মায়ের গ. মুক্তিযোদ্ধার ঘ. কৃষকের

২২. 'দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুল মাস্টারেরা একেলে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন'–কথাটি কে কোন রচনায় বলেছেন? [E -১৩-১৪]
ক. রবীন্দ্রনাথ- সাহিত্য গ্রন্থ খ. প্রমথ চৌধুরী- সাহিত্যে খেলা
গ. প্রমথ চৌধুরী- বীরবলের হালখাতা'য় ঘ. দীনেশচন্দ্র সেন- বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে

২৩. "একত্বে বরেণ্য তুমি/শরণ্য এককে/আত্মার আত্মীয়" পঙ্ক্তিটি কোন কবিতার? [E -১৩-১৪]
ক. দারিদ্র্য খ. সাম্যবাদী গ. লাশ ঘ. মানব বন্দনা

২৪. নিম্নে উদ্ধৃত কাব্যপঙ্ক্তিগুলোর কোনটি শুদ্ধ? [E -১৩-১৪]
ক. দাঁড়ি-মুখে সারিগান- লা শরীক আল্লাহ! খ. দাঁড়ি-মুখের সারিগান- লা শরীক আল্লাহ!
গ. দাঁড়িভরা মুখে তাঁর- লা শরীক আল্লাহ! ঘ. দাড়ি মুখে সারিগান- লা শরীক আল্লাহ!

২৫. 'ঈষাণ-বিষাণে ওঙ্কার' কার উচ্চারণ? [B, Even, সেট ৪ : ১৪-১৫]
ক. ঈশ্বরগুপ্ত খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. গোলাম মোস্তফা

২৬. 'জীবন এতো ছোট কেনে' কোন উপন্যাসের উক্তি? [B, Even ১৪-১৫, ক ১৬-১৭]
ক. শেষের কবিতা খ. নন্দিত নরকে গ. কবি ঘ. শ্রীকান্ত

২৭. 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধে বাঙালিদের -- করা হয়েছে : [E, Even, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. ভর্ৎসনা খ. প্রশান্তি গ. হিংসা ঘ. উপহাস

২৮. 'মোদের গরব, মোদের আশা/আ-মরি বাংলা ভাষা' কার লেখা : [E Odd, সেট ১ : ১৪-১৫; চবি ০২-০৩]
ক. চণ্ডীদাস খ. কালিদাস গ. অতুল প্রসাদ সেন ঘ. রজনীকান্ত সেন

২৯. 'বৈরাগ্য সাধনে— সে আমার নয়।' শূন্যস্থান পূরণ কর : [E, Odd, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. আনন্দ খ. মুক্তি গ. শান্তি ঘ. সুখ

৩০. 'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর' কার লেখা [F, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. শেখ ফজলল করিম ঘ. নজরুল ইসলাম

৩১. 'বার্ধক্য তাহাই-যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।' উক্তটি কার? [A-১৫-১৬]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

৩২. 'আসমানের তারা সাক্ষী/সাক্ষী এই জমিনের ফুল' কার পঙ্ক্তি? [B ১৬-১৭]
ক. শামসুর রাহমান খ. নির্মলেন্দু গুণ
গ. আহসান হাবীব ঘ. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

৩৩. 'কাসেমের যুদ্ধযাত্রা' গল্পে 'হে করুণাময় জগদীশ্বর! কাসেমকে রক্ষা করিও' -কে বলেছেন? [E ১৬-১৭]
ক. হাসনেবানু খ. হোসেন গ. সখিনা ঘ. নাজমা

৩৪. 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।' উক্তিটি কার? [E ১৬-১৭; খুবি ১২-১৩]
ক. কালিদাস খ. চণ্ডীদাস গ. গোবিন্দচন্দ্র দাস ঘ. মুকুন্দরাম

৩৫. 'পুষ্প শয্যা ভেদ তুলি বিচিত্র বসন' এর পরের লাইন- [E ১৬-১৭]
ক. কাফুর কস্তুরী চুয়া যাবক সৌরভ খ. দম্পতির চিত্তের চেতন অনুভব
গ. অতিদীর্ঘ সুখ নিশি পলকে পোহাএ ঘ. উরে উরে এক হৈলে শীত নিবারণ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩৬. 'খাচার ভিতর অচিন পাখি' পঙ্ক্তিটির উৎস কী? [C, -১৩-১৪]
ক. রবীন্দ্র সঙ্গীত খ. নজরুল সঙ্গীত গ. লালন গীতি
ঘ. হাসন রাজার গান ঙ. শাহ আব্দুল করিমের গান

৩৭. 'পাছে লোকে কিছু বলে' এ বিখ্যাত লাইনটির স্রষ্টা কে? [D ১৭-১৮]
ক. বিহারীলাল চক্রবর্তী খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. গোবিন্দচন্দ্র দাস ঘ. কামিনী রায়

৩৮. 'রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি'। কার কাব্যপঙ্ক্তি? [খ ০২-০৩]
ক. রবীন্দ্রনাথ খ. অমিয় চক্রবর্তী গ. জীবনানন্দ ঘ. ডি এল রায়

৩৯. 'নানান দেশের নানান ভাষা। বিনে স্বদেশি ভাষা পুরে কি আশা' কে বলেছেন? [ঘ ০২-০৩]
ক. রামপ্রসাদ খ. রামনিধি গুপ্ত গ. সত্যেন দত্ত ঘ. চণ্ডীদাস

৪০. 'কতরূপ স্নেহ করি/দেশের কুকুর ধরি/বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।' চরণটি কোন কবির? [ঙ ০৩-০৪]
ক. ঈশ্বরগুপ্ত খ. বিহারীলাল চক্রবর্তী গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

৪১. 'শেওলা- দিঘির শীতল অতল নীরে/ মায়ের কোলটি পাই যেন ফিরে।' কবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ- [গ ০৩-০৪]
ক. অন্ধবধূ খ. নারী গ. পল্লি জননী ঘ. জন্মভূমি

৪২. 'এ কী অপরূপ রূপে তোমায় হেরিনু পল্লী জননী' চরণটি কোন কবির রচিত? [ঙ ০৪-০৫]
ক. আবদুল হাকিম খ. ডি. এল. রায় গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

৪৩. 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবার সমান রাঙা।' কোন কবির রচনার অংশ? [ঙ ০৭-০৮]
ক. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. লালন শাহ
ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঙ. কাজী নজরুল ইসলাম

৪৪. 'প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,/স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদের কুঁড়ে ঘরে।' চরণ দু'টির রচয়িতা- [ঙ ০৯-১০]
ক. শেখ ফজলল করিম খ. আবু ইসহাক গ. ইব্রাহীম খাঁ
ঘ. সৈয়দ শামসুল হক ঙ. যাযাবর

৪৫. "অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষায়, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করে তোলে যা তা সাহিত্য"- এ বক্তব্য কার? [ঙ ০৯-১০]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মুহম্মদ আবদুল হাই গ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ. রূপরাম চক্রবর্তী ঙ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

৪৬. "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি"- চরণদ্বয়ের লেখক - [ঙ ১১-১২]
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. মদনমোহন তর্কালঙ্কার
গ. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ঘ. বিদ্যাপতি ঙ. যাযাবর

৪৭. 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন' - উক্তিটি কার? [ঙ ১১-১২]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম ঙ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৮. 'কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'- এই অমর পঙ্ক্তিটির রচয়িতা কে? [D-১৫-১৬]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. সুফিয়া কামাল গ. কুসুম কুমারী দাশ ঘ. কামিনী রায়

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

৪৯. 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল'- পঙ্ক্তিটির রচয়িতা কে? [AL ১৭-১৮]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বিহারীলাল চক্রবর্তী
গ. মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঘ. কুসুমকুমারী দাশ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৫০. 'জীবে প্রেম করে যে জন, সে জন সেবিছে ঈশ্বর' কার উক্তি? [B ১৬-১৭]
ক. হরু ঠাকুর খ. বঙ্কিমচন্দ্র গ. বিবেকানন্দ ঘ. শ্রী চৈতন্য

৫১. 'সখি কেমনে ধরিব হিয়া, আমার বধূয়া আনবাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া' কার লেখা [১১-১২]
ক. চিত্তরঞ্জন দাস খ. চণ্ডীদাস গ. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৫২. 'নবীন খজন দেখি বড়হি কৌতুক। উপজিত যামিনী দম্পতি মনে সুখ' কবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ? [B ১৭-১৮]
ক. তাহারেই পড়ে মনে খ. জীবন-বন্দনা গ. ঋতু বর্ণন ঘ. সুখ

৫৩. 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ!'-কথাটি কার? [০৬-০৭]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
গ. মীর মশাররফ হোসেনের ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

৫৪. 'আজো তুমি মাতা, শুচিশুদ্ধ মাতা সাত কোটি সংশপ্তক সন্তানের অকাতর মাতা।'- পঙ্ক্তিটি কোন কবিতার অংশ? [C-১৫-১৬]
ক. শান্তির গান খ. মানব বন্দনা গ. তোমার আপন পতাকা ঘ. সুখ

৫৫. 'মধুর চেয়ে আছে মধুর, সে আমার দেশের মাটি, আমার দেশের পথের ধুলা, সোনার চেয়ে খাঁটি- কবিতার এ অংশ বিশেষের রচয়িতা কে? [খ ০৭-০৮]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. নির্মলেন্দু গুণ

১৯.খ	২০.খ	২১.ঘ	২২.খ	২৩.ঘ	২৪.ক	২৫.খ	২৬.গ	২৭.ঘ	২৮.[illegible]
২৯.খ	৩০.গ	৩১.ঘ	৩২.গ	৩৩.ক	৩৪.খ	৩৫.ঘ	৩৬.গ	৩৭.ঘ	৩৮.[illegible]
৩৯.খ	৪০.ক	৪১.গ	৪২.ঘ	৪৩.ঘ	৪৪.ক	৪৫.ক	৪৬.খ	৪৭.খ	৪৮.[illegible]
৪৯.গ	৫০.গ	৫১.খ	৫২.গ	৫৩.খ	৫৪.গ	৫৫.গ			

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৫৬. 'আসিতেছে শুভদিন'- দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ'- কবিতাংশটি কার লেখা- [গ ০৯-১০]
ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. শামসুর রাহমান

৫৭. 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' । গানটির শিল্পী কে? [গ ০৯-১০]
ক. আব্দুল জব্বার খ. রুনা লায়লা গ. আপেল মাহমুদ ঘ. সৈয়দ আব্দুল হাদী

৫৮. 'যে ডরে, ভীরু, সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে'-উক্তিটি কোন্ কবিতার অংশ? [C -১৩-১৪]
ক. সমুদ্রের প্রতি রাবণ খ. বঙ্গভাষা গ. মানব বন্দনা ঘ. নিবেদন

৫৯. 'শুন, ধর্ম অসার কথা নহে, ফাঁকা আওয়াজ নহে' উদ্ধৃতিটি কোন্ প্রবন্ধের অংশ? [C -১৩-১৪]
ক. মানব মুকুট খ. ধর্মের মহিমা গ. ধর্মের কাহিনী ঘ. মানব জীবন

৬০. 'ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণিবর, উথলিছে নিরন্তর গভীর নির্ঘোষে' । উক্তিটি কোন কবিতার অংশ? [C -১৩-১৪]
ক. খেয়াপারের তরণী খ. সমুদ্রের প্রতি রাবণ গ. বীরাঙ্গনা ঘ. পাঞ্জেরি

৬১. 'অর্থ সঞ্চয়, ক্ষমতা ও দৈহিক সুখভোগ অপেক্ষা ধর্ম অধিকতর কামনার জিনিস' উদ্ধৃতিটি কোন প্রবন্ধের অংশ? [C -১৩-১৪]
ক. ধর্মের মহিমা খ. উন্নত জীবন গ. ধর্মের কাহিনী ঘ. নূরনবী

৬২. 'মহাকাল আমার সর্বস্ব লইয়া যায় বটে, কিন্তু আমাকে ফেলিয়া যায় বিস্মৃতি ও অবহেলার মধ্যে ।' কে লিখেছেন- [H -১৩-১৪]
ক. মাইকেল মধুসুদন দত্ত খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. ফররুখ আহমদ ঘ. জসীমউদ্‌দীন

৬৩. 'জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন'- উক্তিটি কার? [B-১৫-১৬; ১১-১২]
ক. নির্মলেন্দু গুণ খ. শামসুর রাহমান গ. রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. মহাদেব সাহা

৬৪. 'মন উঁচুতেও উঠতে চায়, নিচুতেও নামতে চায় । এটি কার উক্তি? [B-১৫-১৬; বেরোবি B ১৭-১৮]
ক. বঙ্কিমচন্দ্রের খ. প্রমথ চৌধুরীর গ. রবীন্দ্রনাথের ঘ. কাজী নজরুল ইসলামের

৬৫. "সারাজীবন কত গিলবে না আমার সঙ্গে যাবে"? উক্তিটি- [C ১৬-১৭]
ক. সিরাজের খ. মিরাজের গ. জামালের ঘ. জনার্দনের

৬৬. "সর্বদা হু হু করে মন, বিশ্ব যেন মরুর মতন" -কোন কবির লেখা? [C ১৬-১৭]
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. বিহারীলাল গ. বিষ্ণু দে ঘ. চণ্ডীদাস

৬৭. 'যিনি সাধু, কর্মী ও পরিশ্রমী তাঁর উন্নতি যেমন অবশ্যম্ভাবী, অন্যের তেমন নয়' উক্তিটি কার? [C ১৬-১৭]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. মোতাহার হোসেন
গ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী ঘ. ডা. লুৎফর রহমান

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

৬৮. 'জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে' এ আকাঙ্ক্ষা কোন্ কবির? [B ১২-১৩]
ক. সুফিয়া কামাল খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. শামসুর রাহমান ঘ. মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

৬৯. 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ' এ পথিক কে? [C ১২-১৩]
ক. রোহিণী খ. নবকুমার গ. কপালকুণ্ডলা ঘ. ইন্দ্রনাথ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৭০. 'বহুরের কাহিনি আমাদের অনেক আছে'- উক্তিটি কোন গল্পের? [D ১৭-১৮]
ক. বিলাসী খ. হৈমন্তী
গ. একটি তুলসী গাছের কাহিনী ঘ. অর্ধাঙ্গী

৭১. 'মা আমার ছুটি হয়েছে, আমি বাড়ি যাচ্ছি'- কোন গল্পের উদ্ধৃতি? [E -১৩-১৪]
ক. পোস্টমাস্টার খ. শাস্তি গ. ছুটি ঘ. একরাত্রি

৭২. 'আয় চলে আয় রে ধুমকেতু, আঁধারে বাধ অগ্নিসেতু' কার উক্তি? [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী মোতাহার হোসেন

৭৩. 'ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা নিতান্তই সহজ সরল'- রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার অংশ? [F, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. বর্ষা খ. বর্ষাবরণ গ. বর্ষাযাপন ঘ. বর্ষা বিদায়

৭৪. "নানান দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?"- এই কবিতার অংশটুকুর কবি কে? [E -১৩-১৪]
ক. অতুলপ্রসাদ খ. রামনিধি গুপ্ত গ. ভারতচন্দ্র ঘ. ফজলল করিম

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৭৫. 'ইহা সত্যকে সুন্দর করে নাই, মিথ্যাকে সত্যের মুখোশ পরাইয়াছে ।' কার রচনা? [D,সেট-1 : ১৪-১৫]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৭৬. 'কারবালা ভূমিতে রক্তস্রোত বহিতেছে, অথচ স্রোতস্বতী ফোরাত শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিলাম না' । এখানে 'স্রোতস্বতী' শব্দের অর্থ কোনটি? [D ১৬-১৭]
ক. নারী খ. সমুদ্র গ. নদী ঘ. ঝরনা

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৭৭. 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা ।' কবিতাটি লিখেছেন- [ক ০৯-১০]
ক. মহাদেব সাহা খ. রফিক আজাদ গ. নির্মলেন্দু গুণ ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৮. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' পঙ্‌ক্তিটি কার লেখা? [A ১৬-১৭; ইবি ১৩-১৪; জবি খ ১৩-১৪]
ক. ভারতচন্দ্র রায় খ. তারাপদ শিকদার গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
ঘ. মনসুর উদ্দিন ঙ. শ্রীচৈতন্য দেব

৭৯. 'ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি, আমার দেশের মাটি'- পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে? [A ১৬-১৭]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. সৈয়দ শামসুল হক
ঘ. সৈয়দ আলী আহসান ঙ. অতুলপ্রসাদ সেন

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৮০. 'শত্রুর শেষ, আগুনের শেষ আর রোগের শেষ রাখতে নেই' -উক্তিটি কার? [D, সেট I : ১৪-১৫]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কার্ল মার্কস গ. লেনিন
ঘ. হিটলার ঙ. মীর মোশাররফ হোসেন

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৮১. "যিনি গড়তে জানেন, তিনি শিবও গড়তে জানেন, বাঁদরও গড়তে জানেন" - কোন প্রবন্ধের উদ্ধৃতি? [A-১৫-১৬]
ক. হৈমন্তী খ. একুশের গল্প গ. ভাষার কথা ঘ. সাহিত্যে খেলা

৫৬.খ	৫৭.গ	৫৮.ক	৫৯.খ	৬০.খ	৬১.ক	৬২.খ	৬৩.গ	৬৪.খ
৬৫.ঘ	৬৬.খ	৬৭.ঘ	৬৮.ক	৬৯.খ	৭০.ক	৭১.গ	৭২.গ	৭৩.গ
৭৪.খ	৭৫.খ	৭৬.গ	৭৭.ঘ	৭৮.ক	৭৯.খ	৮০.ঙ	৮১.ঘ	

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও প্রধান চরিত্র

লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রধান চরিত্র
বড়ু চণ্ডীদাস	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (কাব্য)	বড়াই, রাধা, কৃষ্ণ
আলাওল	পদ্মাবতী (কাব্য)	পদ্মাবতী, রত্নসেন
দীনবন্ধু মিত্র	নীল-দর্পণ (নাটক)	তোরাপ, নবীনমাধব
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রক্তকরবী (নাটক)	নন্দিনী, রঞ্জন
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর (নাটক)	জোহরা, ইব্রাহিম কার্দি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ডাকঘর (নাটক)	অমল, সুধা, ঠাকুর দা
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	চণ্ডীমঙ্গল (মঙ্গলকাব্য)	ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারী শীল
ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর	অন্নদামঙ্গল (মঙ্গলকাব্য)	ঈশ্বরী পাটনী, হীরামালিনী
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	মেঘনাদবধ কাব্য (মহাকাব্য)	মেঘনাদ, রাবণ. চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা
প্যারীচাঁদ মিত্র	আলালের ঘরের দুলাল (উপন্যাস)	ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম, বাবুরাম বাবু
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	গোরা (উপন্যাস)	গোরা, সুচরিতা, ললিতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শেষের কবিতা (উপন্যাস)	অমিত, লাবণ্য, শোভনলাল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	যোগাযোগ (উপন্যাস)	মধুসূদন, কুমুদিনী, বিপ্রদাস
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঘরে বাইরে (উপন্যাস)	নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চতুরঙ্গ (উপন্যাস)	শচীশ, দামিনী, শ্রী বিলাস
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চোখের বালি (উপন্যাস)	মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	কবি (উপন্যাস)	ঠাকুর ঝি, নিতাই, বসন
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	পদ্মানদীর মাঝি (উপন্যাস)	কুবের, কপিলা, মালা, হোসেন মিয়া
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)	ভ্রমর, রোহিণী, গোবিন্দলাল
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বিষবৃক্ষ (উপন্যাস)	কুন্দনন্দিনী, নগেন্দ্রনাথ, হীরা, সূর্যমুখী
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	চরিত্রহীন (উপন্যাস)	সতীশ, সাবিত্রী
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	গৃহদাহ (উপন্যাস)	মহিম, সুরেশ, অচলা, মৃণাল
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীকান্ত (উপন্যাস)	শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, অভয়া, অন্নদা দিদি, রাজলক্ষ্মী
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পল্লীসমাজ (উপন্যাস)	রমা, রমেশ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রধান চরিত্র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ছুটি (ছোটগল্প)	মাখন, ফটিক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পোস্টমাস্টার (ছোটগল্প)	রতন, পোস্টমাস্টার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শাস্তি (ছোটগল্প)	ছিদাম, দুখীরাম, রাধা, চন্দরা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	একরাত্রি (ছোটগল্প)	সুরবালা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সমাপ্তি (ছোটগল্প)	মৃন্ময়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	হৈমন্তী (ছোটগল্প)	হৈমন্তী, অপু
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	অতিথি (ছোটগল্প)	তারাপদ
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	ফুলের মূল্য (ছোটগল্প)	ম্যাগী
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মহেশ (ছোটগল্প)	গফুর, আমিনা
কাজী নজরুল ইসলাম	মৃত্যুক্ষুধা (উপন্যাস)	মেজ বৌ, প্যাকালে, আনসার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কাবুলিওয়ালা (ছোটগল্প)	রহমত, খুকী
বিজয়গুপ্ত	মনসামঙ্গল (মঙ্গলকাব্য)	চাঁদ সওদাগর, সনকা, বেহুলা, লখিন্দর

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ঠকচাচা' চরিত্রটি কোন উপন্যাসের? [জ ১১-১২; বেরোবি খ ১৬-১৭]
ক. হুতোম প্যাঁচার নকশা খ. আলালের ঘরের দুলাল
গ. বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ ঘ. সধবার একাদশী

০২. 'চাঁদ সওদাগর' বাংলা কোন কাব্য ধারার চরিত্র? [জ ১১-১২]
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. ধর্মমঙ্গল গ. মনসামঙ্গল ঘ. অন্নদামঙ্গল

০৩. শশী ও কুসুম চরিত্র দুটির স্রষ্টা কে? [জ ১১-১২; চবি ১৪-১৫]
ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৪. 'লালসালু' উপন্যাসের চরিত্র কোনটি? [A -১৩-১৪]
ক. হরিপদ খ. সুদীপ্ত শাহিন গ. শওকত ওসমান ঘ. খালেক বেপারী

০৫. 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে প্রধান নারী চরিত্র কোনটি? [B, Even, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. সরলা খ. বিমলা গ. রমলা ঘ. সুবলা

০৬. রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত চরিত্র কোনটি? [F, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. লীলাবতী খ. অভয়া গ. বিনোদিনী ঘ. কৃষ্ণকুমার

০৭. 'কালকেতু' কোন মঙ্গলকাব্যের চরিত্র? [A ১৬-১৭]
ক. মনসামঙ্গল খ. চণ্ডীমঙ্গল গ. ধর্মমঙ্গল ঘ. অন্নদামঙ্গল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৮. 'রোহিণী' কোন্ উপন্যাসের নায়িকা? [ঙ ০৯-১০]
ক. কৃষ্ণকান্তের উইল খ. চোখের বালি গ. গৃহদাহ
ঘ. পথের পাঁচালী ঙ. বিরাজ বৌ

০৯. 'অচলা' বাংলা সাহিত্যের কোন উপন্যাসের নায়িকা? [ঙ ১১-১২]
ক. দত্তা খ. ঘরে বাইরে গ. চোখের বালি ঘ. গৃহদাহ ঙ. শ্রীকান্ত

১০. 'নন্দিনী' কোন নাটকের চরিত্র? [E ১২-১৩]
ক. রক্তকরবী খ. রাজা গ. মুক্তধারা ঘ. বিসর্জন ঙ. অচলায়তন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

১১. 'নতুন দা' কোন উপন্যাসের চরিত্র? [A -১৩-১৪]
ক. শেষের কবিতা খ. চতুষ্কোণ গ. শ্রীকান্ত ঘ. পথের পাঁচালী

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১২. 'যৌবনের গান' এ যার উল্লেখ নাই? [B ১৬-১৭]
ক. মার্কস খ. লক্ষণ সেন গ. লেলিন ঘ. বখতিয়ার খিলজি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৩. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র- [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী খ. মধুসূদন ও কুমুদিনী
গ. গোবিন্দলাল ও রোহিণী ঘ. সুরেশ ও অচলা

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্র কে? [D -১৩-১৪]
ক. অমল খ. ইন্দ্রনাথ গ. অপু ঘ. কেষ্ট

০১.খ	০২.গ	০৩.খ	০৪.ঘ	০৫.খ	০৬.গ	০৭.গ
০৮.ক	০৯.ঘ	১০.ক	১১.গ	১২.ক	১৩.গ	১৪.গ

গানের রচয়িতা ও সুরকার

গান	কথা	সুরকার
আমার সোনার বাংলা ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলার মাটি বাংলার জল ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ও আমার দেশের মাটি ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সার্থক জনম আমার ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দুর্গম গিরি কান্তার মরু ...	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
চল্ চল্ চল্	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
কারার ঐ লৌহ কপাট...	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
মাগো ভাবনা কেন ...	গৌরী প্রসন্ন মজুমদার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
জন্ম আমার ধন্য হল ...	নয়ীম গহর	আজাদ রহমান
নোঙ্গর তোল তোল সময় ...	নয়ীম গহর	সমর দাস
সোনা সোনা সোনা লোকে বলে...	আব্দুল লতিফ	আব্দুল লতিফ
জয় বাংলা বাংলার জয় ...	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি ...	আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী	আব্দুল লতিফ (প্রথম) আলতাফ মাহমুদ (বর্তমান)
ধনধান্য পুষ্পভরা...	দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি.এল. রায়)	
সবক'টা জানালা খুলে দাও...	মরহুম নজরুল ইসলাম বাবু	সাবিনা ইয়াসমিন (শিল্পী)
আমাদের সংগ্রাম চলবেই...	সিকান্দার আবু জাফর	শেখ লুৎফর রহমান
এক নদী রক্ত পেরিয়ে ...	খান আতাউর রহমান	খান আতাউর রহমান
একবার যেতে দে না আমার...	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ
একতারা তুই দেশের কথা....	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	সত্য সাহা
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে...	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে...	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ
সালাম সালাম হাজার সালাম...	ফজলে খোদা	আবদুল জব্বার
এই পদ্মা এই মেঘনা এই যমুনা...	আবু জাফর	আবু জাফর
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে ...	গোবিন্দ হালদার	
ওরা আমার মুখের ভাষা...	আব্দুল লতিফ	আব্দুল লতিফ
আমি বাংলার গান গাই ...	প্রতুল মুখোপাধ্যায়	প্রতুল মুখোপাধ্যায় (শিল্পী)
মোদের গরব, মোদের আশা ...	অতুল প্রসাদ সেন	অতুল প্রসাদ সেন

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'– পরের লাইন কোনটি? [চ ১৪-১৫]
ক. এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
খ. ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ?
গ. তাহা ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
ঘ. তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০২. 'কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো, ...' কার শোভা? [C ১৭-১৮]
ক. সোনার বাংলার খ. পূর্ববাংলার
গ. পশ্চিম বাংলার ঘ. স্বাধীন বাংলার

০৩. 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' গানটির রচয়িতা ও সুরকার যথাক্রমে [F আইন, ১২-১৩]
ক. আব্দুল লতিফ খ. আব্দুল আলীম গ. হাসান আলী ঘ. আব্দুল কাদির

০১.ঘ	০২.ক	০৩.ক

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৪. 'ভায়া লাফ দেয় তিন হাত, হেসে গান গায় দিনরাত।' ছড়াগানটি কার সম্পর্কে লেখা? [ঙ ১১-১২]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. লালন শাহ গ. পাগলা কানাই
ঘ. হাছন রাজা ঙ. জসীমউদ্‌দীন

০৫. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' - চরণের রচয়িতা কে? [ঘ ১১-১২; রাবি ১১-১২]
ক. শামসুর রাহমান খ. আবুল ফজল
গ. আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী ঘ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

০৬. কোন কবি গান রচনা করেছিলেন? [D3 ১৬-১৭]
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. বিষ্ণু দে গ. শহীদ কাদরী ঘ. শামসুর রাহমান

০৭. 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ...' অর্জন কী? [C ১৭-১৮]
ক. স্বাধীনতা খ. গণতন্ত্র গ. সমাজতন্ত্র ঘ. ভাষার অধিকার

জাহাঙ্গীরনগর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০৮. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'-গানটির প্রথম সুরকার কে? [AL১৭-১৮]
ক. আলতাফ মাহমুদ খ. আব্দুল লতিফ
গ. অতুল প্রসাদ ঘ. আবদুল গাফফার চৌধুরী

০৯. 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' গানটির সুরকার ও গীতিকার– [AP ১৭-১৮]
ক. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খ. রজনীকান্ত সেন
গ. অতুল প্রসাদ সেন ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১০. 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা'-পঙক্তিটির লেখক কে? [B -১৩-১৪]
ক. দীনবন্ধু মিত্র খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' কবিতার কতটুকু বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে? [গ ০৯-১০; গ ১৫-১৬]
ক. শেষ দশ চরণ খ. প্রথম দশ চরণ গ. দ্বিতীয় দশ চরণ ঘ. প্রথম বার চরণ

১২. 'আকাশের ঐ মিটিমিটি তাঁরার সাথে কইব কথা'-এ গানটির রচয়িতা কে? [১১-১২]
ক. কবি আজিজুর রহমান খ. গাজী মাজাহারুল ইসলাম
গ. সত্যসাহা ঘ. আবু হেনা মোস্তফা কামাল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৩. 'আমার সোনার বাংলা' কবিতাটিতে কতটি চরণ আছে? [D -১৩-১৪]
ক. ২২টি খ. ২৫টি গ. ১৮টি ঘ. ২০টি

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. 'ভাওয়াইয়া' কোন অঞ্চলের গান- [C-১৩-১৪]
ক. চট্টগ্রাম খ. রংপুর গ. পাবনা ঘ. ময়মনসিংহ

০৪.ক	০৫.গ	০৬.ঘ	০৭.ক	০৮.খ	০৯.ক	১০.খ	১১.খ	১২.ঘ	১৩.খ	১৪.খ

বাউল গান

➤ লালন শাহ
০১. 'কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়, তাইতো জাত ভিন্ন বলায় ...।'
০২. 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, কেমনে আসে যায় ...।'
০৩. 'আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর, এক পড়শি বসত করে ...।'
০৪. 'আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে ...।'
০৫. 'ধন্য ধন্য বলি তারে, বেঁধেছে এমন ঘর শূন্যের ওপর পোস্তা করে ...।'
০৬. 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে ...।'
০৭. 'সময় গেলে সাধন হবে না ...।'
০৮. 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে ...।'
০৯. 'মিলন হবে কত দিনে ...।'
১০. 'জাত গেল, জাত গেল বলে ...।'

➤ শাহ আবদুল করিম
০১. 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম ...।'
০২. 'কেমনে ভুলিব আমি বাঁচি না তারে ছাড়া ...।'
০৩. 'গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে ...।'
০৪. 'বন্ধে মায়া লাগাইছে পিরিতি শিখাইছে ...।'
০৫. 'আসি বলে গেল বন্ধু আইলো না ...।'
০৬. 'বসন্ত বাতাসে সই গো বসন্ত বাতাসে ...।'
০৭. 'আমার বন্ধুয়া বিহনে গো সয়ে না পরানে গো ...।'
০৮. 'আইলা না আইলা নারে বন্ধু ...।'
০৯. 'রঙের দুনিয়া তোরে চায় না ...।'

➤ হাসন রাজা
০১. 'লোকে বলে হে বলে রে ঘর বাড়ী ভালা না আমার ...।'
০২. 'মাটির পিঞ্জরার মাঝে বন্দি হইয়ারে কান্দে হাসন রাজার মন মুনিয়ায়রে ...।'
০৩. 'সোনা বন্ধে আমারে দেওয়ানা বানাইল ...।'
০৪. 'কানাই তুমি খেইর খেরাও কেনে ...।'
০৫. 'আঁখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপরে ...।'

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' পঙক্তিটির উৎস কী? [চবি. C_3 -১৩-১৪]
ক. রবীন্দ্র সঙ্গীত খ. নজরুল সঙ্গীত গ. লালন গীতি
ঘ. হাসন রাজার গান ঙ. শাহ আব্দুল করিমের গান

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০২. 'সময় গেলে সাধন হবে না' গানটির রচয়িতা কে? [ইবি B ১৬-১৭]
ক. পাগলা কানাই খ. হাছন রাজা
গ. শাহ আব্দুল করিম ঘ. লালন শাহ

০৩. 'আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে, সর্বজ্ঞানী সে হয়েছে' গানটির রচয়িতা– [ইবি B ১৬-১৭]
ক. লালন শাহ খ. পাগল কানাই গ. বিজয় সরকার ঘ. বলরাম হাড়ি

০৪. 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি' গানটির রচয়িতা- [ইবি C ১৬-১৭]
ক. হাছন রাজা খ. পাগলা কানাই গ. শাহ আব্দুল করিম ঘ. লালন শাহ

০১.গ	০২.ঘ	০৩.ক	০৪.ঘ

পত্র-পত্রিকা ও সম্পাদকের নাম

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক
বেঙ্গল গেজেট	১৭৮০	জেমস অগাস্টাস হিকি
দিগদর্শন	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
সমাচার দর্পণ	১৮১৮	জশুয়া মার্শম্যান
বাঙ্গালা গেজেট	১৮১৮	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
সংবাদ প্রভাকর	১৮৩১	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
সম্বাদকৌমুদী	১৮২১	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
তত্ত্ববোধিনী	১৮৪৩	অক্ষয়কুমার দত্ত
ব্রাহ্মণ সেবধি	১৮২১	রাজা রামমোহন রায়
বঙ্গদর্শন	১৮৭২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ভারতী	১৮৭৭	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুধাকর	১৮৮৯	শেখ আবদুর রহিম
সাধনা	১৮৯১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নবনূর	১৯০৩	সৈয়দ এমদাদ আলী
সবুজপত্র	১৯১৪	প্রমথ চৌধুরী
সওগাত	১৯১৮	মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
মোসলেম ভারত	১৯২০	মোজাম্মেল হক
ধূমকেতু	১৯২২	কাজী নজরুল ইসলাম
দৈনিক আজাদ	১৯৩৫	মোহাম্মদ আকরম খাঁ
কল্লোল	১৯২৩	দীনেশরঞ্জন দাশ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক
লাঙল	১৯২৫	কাজী নজরুল ইসলাম
সমকাল	১৯৫৪	সিকানদার আবু জাফর
গুলিস্তা	১৮৯৫	এস. ওয়াজেদ আলি
পূর্বাশা	১৯৩২	সঞ্জয় ভট্টাচার্য
আঙুর (কিশোর পত্রিকা)	১৯২০	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
শিখা	১৯২৬	কাজী মোতাহার হোসেন
বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়)		মোহিতলাল মজুমদার
জ্ঞানান্বেষণ	১৮৩১	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
আজিজুন্নেহার	১৮৭৪	মীর মশাররফ হোসেন
সাহিত্য	১৮৯০	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
ইসলাম প্রচার	১৮৯১	মো. রেয়াজ উদ্দিন
মিহির	১৮৯৭	শেখ আবদুর রহিম
হাফেজ	১৮৯৭	শেখ আবদুর রহিম
কোহিনুর	১৮৯৮	মো. রওশন আলী
প্রবাসী	১৯০১	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সাপ্তাহিক মোহাম্মদী	১৯১০	মোহাম্মদ আকরম খাঁ
ভারতবর্ষ	১৯১৩	জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
আল ইসলাম	১৯১৫	মাওলানা আকরম খাঁ
দৈনিক নবযুগ	১৯৪১	কাজী নজরুল ইসলাম
বেগম	১৯৪৭	নূরজাহান বেগম
সংবাদ রত্নাবলী		ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
সংবাদ সাধুরঞ্জন	১৮৪৮	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
সংবাদ রসসাগর	১৮৫০	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
পূর্ণিমা		বিহারীলাল চক্রবর্তী
অবোধ বন্ধু		বিহারীলাল চক্রবর্তী
সৈনিক		শাহেদ আলী
সাম্যবাদী		খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন
বিচিত্রা		ফজল শাহাবুদ্দীন
কবিকণ্ঠ		ফজল শাহাবুদ্দীন
মাসিক ভারতী		স্বর্ণকুমারী দেবী
কবিতা		বুদ্ধদেব বসু
স্বদেশ		সুকুমার রায়
সাহিত্য পত্রিকা		মুহম্মদ আবদুল হাই
সাহিত্যিকী পত্রিকা		বাংলা বিভাগ, রাবি.

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ' কোন সালে প্রকাশিত হয়েছিল? [চ ১৭-১৮]
ক. ১৮৬০ খ. ১৮৬১ গ. ১৮৬২ ঘ. ১৮৬৩

০২. ২০১৪ সালে কোন পত্রিকা-প্রকাশনার শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে? [গ ১৪-১৫]
ক. বঙ্গদর্শন খ. শিখা গ. সবুজপত্র ঘ. সমকাল ঙ. মোহাম্মদী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক– [E ১৭-১৮]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
গ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৪. কোনটি শেখ আবদুর রহিম সম্পাদিত পত্রিকা? [C ১৭-১৮]
ক. মোসলেম ভারত খ. মোসলেম প্রতিভা গ. লহরী ঘ. মিহির

০৫. 'লাঙল' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় কত সালে? [জ ১১-১২]
ক. ১৮৭২ খ. ১৮৪৯ গ. ১৯২৫ ঘ. ১৯১৮

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৬. 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব' কোন পত্রিকার শ্লোগান? [F ১৭-১৮]
ক. ধূমকেতু খ. লাঙল গ. কল্লোল ঘ. শিখা

০৭. কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? [০৯-১০; ক ১৩-১৪]
ক. কল্লোল খ. লাঙল গ. বসুমতী ঘ. সওগাত

০৮. বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রের নাম– [খ ১১-১২]
ক. বাংলা একাডেমি পত্রিকা খ. উত্তর-অন্বেষা গ. উত্তরাধিকার ঘ. সাহিত্যিকী

০৯. 'সবুজপত্র' বিখ্যাত কেন? [খ ১১-১২]
ক. রবীন্দ্র-বিরোধিতার জন্য খ. সাধুরীতির জন্য গ. সম্পাদকের জন্য ঘ. চলিত রীতির জন্য

১০. 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর মুখপত্রের নাম কী ছিল? [E -১৩-১৪]
ক. যুগবাণী খ. সওগাত গ. শিখা ঘ. মোহাম্মদী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১১. সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? [জ ০৯-১০]
ক. মুজাফফর আহমদ খ. মাওলানা আকরম খাঁ গ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ. সৈয়দ মুজতবা আলী ঙ. ড. এনামুল হক

১২. 'কল্লোল' কী? [খ ১১-১২]
ক. গল্প খ. পত্রিকা গ. প্রেম ঘ. ছদ্মনাম ঙ. চলচ্চিত্র

১৩. 'সবুজপত্র' কী? [খ ১১-১২]
ক. উপন্যাস খ. সাহিত্যিক গোষ্ঠী
গ. সাহিত্য পত্রিকা ঘ. পত্রকাব্য ঙ. লেখকের ডায়েরি

১৪. 'নারীশক্তি' নামক পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ——। [ক ১১-১২]
ক. ডা. লুৎফর রহমান খ. রামেন্দু মজুমদার গ. বেগম সুফিয়া কামাল
ঘ. বেগম রোকেয়া ঙ. বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ

১৫. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদ পত্র কোনটি? [A₁, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. বাঙ্গালা গেজেট খ. বঙ্গদর্শন গ. আজাদ
ঘ. সমাচার দর্পণ ঙ. সওগাত

১৬. সিকানদার আবু জাফর সম্পাদিত পত্রিকার নাম কি? [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. সওগাত খ. সমকাল গ. উত্তরণ ঘ. শিখা

১৭. 'অপরাজিত' গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? [B ১৬-১৭]
ক. শিখা খ. প্রগতি গ. সবুজপত্র ঘ. পরিচয়

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

১৮. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? [B ১৭-১৮]
ক. আঙুর খ. সমকাল গ. অরণি ঘ. সাহিত্য

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৯. 'সমাচার দর্পণ' কী? [AP ১৭-১৮]
ক. ম্যাগাজিন খ. নজরুলের পত্র গ. কোনোটিই নয় ঘ. পত্রিকা

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত পত্রিকা : [ক ১৬-১৭]
ক. কালি-কলম খ. কল্লোল গ. ভারতী ঘ. সমকাল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

২১. 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- [C ১৬-১৭]
ক. হাসান হাফিজুর রহমান খ. আব্দুলাহ আবু সায়ীদ
গ. ফজলে লোহানী ঘ. ফজল শাহাবুদ্দীন

২২. 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক কে? [১১-১২; রাবি খ ১১-১২]
ক. মোজাম্মেল হক খ. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. মোহাম্মদ আকরম খাঁ

২৩. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন- [H -১৩-১৪; বশেরমুরাবিপ্রবি D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. ফজলুল হক

২৪. প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র কোনটি? [B-১৫-১৬; রাবি ১৪-১৫]
ক. বেঙ্গল গেজেট খ. দিগদর্শন গ. সমাচার দর্পণ ঘ. বঙ্গদূত

০১.ক	০২.গ	০৩.গ	০৪.ঘ	০৫.গ	০৬.ঘ	০৭.খ	০৮.গ
০৯.ঘ	১০.গ	১১.গ	১২.খ	১৩.গ	১৪.ক	১৫.ক	১৬.খ
১৭.খ	১৮.ক	১৯.ঘ	২০.গ	২১.খ	২২.খ	২৩.ক	২৪.খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

২৫. 'সুধাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন– [B ১৬-১৭]

ক. মো. রিয়াজ উদ্দিন খ. সৈয়দ এমদাদ আলী
গ. মাওলানা আকরম খাঁ ঘ. শেখ আব্দুর রহিম

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৬. 'বিলাসী' গল্পটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়? [D ১৬-১৭]

ক. সবুজপত্র খ. দিক্‌দর্শন
গ. ভারতী ঘ. নিবেদিকা

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৭. 'আমাদের জাতীয় সঙ্গীত' কোন সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ছাপা হয়? [C -১৩-১৪]

ক. ১৯০৫ খ. ১৯৭১
গ. ১৯৫০ ঘ. ১৯৬০

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২৮. 'বঙ্গদর্শন' প্রথম প্রকাশিত হয়- [C ১৬-১৭]

ক. ১৮৭১ খ. ১৮৭২
গ. ১৮৭৩ ঘ. ১৮৭৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ৭টি কলেজ

২৯. 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক কে? [৭ ক ১৭-১৮; জাককানইবি AP ১৭-১৮; ববি গ ১৫-১৬]

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. মীর মশাররফ হোসেন

২৫.ঘ	২৬.গ	২৭.ক	২৮.খ	২৯.গ

বাংলা সাহিত্যের উৎসর্গীকৃত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

রচনা	প্রকৃতি	রচয়িতা	যাকে উৎসর্গ করা হয়েছে
বসন্ত	নাটক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কাজী নজরুল ইসলামকে
তাসের দেশ	নাটক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে
চার অধ্যায়	উপন্যাস	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ব্রিটিশ সরকারের রাজবন্দিদেরকে
সঞ্চিতা	কাব্য সংকলন	কাজী নজরুল ইসলাম	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে
অগ্নিবীণা	কাব্যগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম	সাগ্নিক বীর শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে
রবিহারা	কবিতা	কাজী নজরুল ইসলাম	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর শোকে রচিত
বিষের বাঁশি	কাব্যগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম	নজরুল-প্রমীলার বিবাহের সহায়তাকারী মুসাম্মৎ মাসুদা খাতুনকে
কালের যাত্রা	নাটক	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে
ক্ষণিকা	কাব্যগ্রন্থ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পাতিলকে
বুলবুল	গীত সংকলন	কাজী নজরুল ইসলাম	ডি. এল. রায়ের পুত্র সংগীত শিল্পী দিলীপ কুমার রায়কে
সন্ধ্যা	কাব্য	কাজী নজরুল ইসলাম	মাদারিপুরের শান্তিসেনা ও বীর সেনা নায়কদের
চোখের চাতক	গজল সংকলন	কাজী নজরুল ইসলাম	প্রতিভা বসু রানুকে

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কোন নাটকটি কবি নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন? [গ ০৬-০৭; জবি ক ১২-১৩; চবি ঙ ১০-১১; ক ১২-১৩; খুবি S ১৫-১৬; C -১৩-১৪]

ক. ডাকঘর খ. তাসের দেশ গ. শেষের কবিতা
ঘ. চণ্ডালিকা ঙ. বসন্ত

১.ঙ

বাংলা সাহিত্যে বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ

রচনা/গ্রন্থ	প্রকৃতি/ধরন	রচয়িতা	যে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়
চন্দ্রবিন্দু	সংগীতগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম	ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক
ভাঙার গান, বিষের বাঁশি, প্রলয় শিখা	কাব্যগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম	ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক
আনন্দময়ীর আগমনে, বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ	কবিতা	কাজী নজরুল ইসলাম	ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, এক বছর কারারুদ্ধ হন (১৯২২)
যুগবাণী	প্রবন্ধগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম	ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত
পথের দাবী	উপন্যাস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	তৎকালীন রাজরোষে বাজেয়াপ্ত হয়
লজ্জা, আমার মেয়েবেলা	উপন্যাস	তসলিমা নাসরিন	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত
নারী	প্রবন্ধগ্রন্থ	হুমায়ুন আজাদ	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত
অনল প্রবাহ	কাব্যগ্রন্থ	ইসমাইল হোসেন সিরাজী	ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ও কারারুদ্ধ হন (১৯০০)

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন রচনার জন্য কাজী নজরুল ইসলামকে কারাবরণ করতে হয়- [B, Even, সেট ৩ : ১৪-১৫]

ক. আনন্দময়ীর আগমনে খ. বিদ্রোহী গ. যৌবনের গান ঘ. খেয়াপারের তরণী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০২. কোন কাব্যগ্রন্থের জন্য ইসমাইল হোসেন সিরাজী কারাবরণ করেন? [ঙ ০৬-০৭]

ক. অনল প্রবাহ খ. উচ্ছ্বাস গ. মহাশিক্ষা ঘ. উদ্বোধন ঙ. স্পেন বিজয়

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল? [D-১৫-১৬]

ক. পথের দাবী খ. বড়দিদি গ. শ্রীকান্ত ঘ. দেবদাস

০১.ক	০২.ক	০৩.ক

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)	
কাব্যগ্রন্থ	প্রদীপ (১৮৮৪), কনকাঞ্জলি (১৮৮৫), ভুল (১৮৮৭), শঙ্খ (১৯১০), এষা (১৯১২), চণ্ডীদাস (১৯১৭)।
সম্পাদনা গ্রন্থ	রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতা (১৮৮৭), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর অশ্রুমালা।
বিখ্যাত কবিতা	রজনীর মৃত্যু (প্রথম প্রকাশিত কবিতা), মানব-বন্দনা।
অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১)	
উপন্যাস	তিতাস একটি নদীর নাম: এ উপন্যাস অবলম্বনে ঋত্বিক কুমার ঘটক ১৯৭৩ সালে 'তিতাস একটি নদীর নাম' শিরোনামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। সাদা হাওয়া, রাঙামাটি।
গল্পগ্রন্থ	দল বেঁধে।
গদ্য সংকলন	বারমাসী গান ও অন্যান্য।
অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭)	
কাব্য	খসড়া (১৩৪৫), একমুঠো (১৩৪৬), মাটির দেয়াল (১৩৪৯), অভিজ্ঞান বসন্ত (১৩৫০), দূরবাণী(১৩৫০), পারাপার (১৩৬০), পালাবদল (১৩৬২), ঘরে ফেরার দিন (১৩৬৮), হারানো অর্কিড (১৩৭৩), পুষ্পিতইমেজ (১৩৭৪)।
প্রবন্ধ	চলো যাই (১৩৬৯), সাম্প্রতিক (১৩৭০), পুরবাসী, পথ অন্তহীন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন (১৯৩০-১৯৯৮)	
শিশু ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ	এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে (১৯৫৫), অবাক পৃথিবী (১৯৫৫), আবিষ্কারের নেশায়, রহস্যের শেষ নেই, বিজ্ঞান ও মানুষ, জানা-অজানার দেশে, ফুলের জন্য ভালোবাসা, বিচিত্র বিজ্ঞান, তারার দেশের হাতছানি।
প্রাণলোক বিষয়ক গ্রন্থ	নতুন দিগন্ত (১৯৮৫), বিজ্ঞানের বিস্ময়, বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা, পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে, আজকের বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ, মহাকাশে কী ঘটছে (১৯৯৭)।
শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ	শিক্ষা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৭৫), শিক্ষা ও বিজ্ঞান-নতুন দিগন্ত, আমাদের শিক্ষা কোন পথে।
অনুবাদ গ্রন্থ	আকাশের সঙ্গে মিতালী, মহাবীর পরমাণু, তাপ, আলো, শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন, পরমাণুর রাজ্যে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)	
গল্পগ্রন্থ	অন্যঘরে অন্যস্বর (১৯৭৬), খোঁয়ারি (১৯৮২), দুধভাতে উৎপাত (১৯৮৫) দোজখের ওম (১৯৮৯), জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল।
উপন্যাস	চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭), খোয়াবনামা (১৯৯৬)।

আনোয়ার পাশা (১৯২৮-১৯৭১)	
উপন্যাস	নীড় সন্ধানী (১৯৬৮), নিশুতি রাতের গাথা (১৯৬৮), রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩)।
গল্পগ্রন্থ	নিরুপায় হরিণী (১৯৭০)।
কাব্য	নদী নিঃশেষিত হলে, সমুদ্র শৃঙ্খলতা উজ্জয়িনী ও অন্যান্য কবিতা।
সমালোচনা	সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল (১৯৬৭), রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা (প্রথম খণ্ড ১৯৬৬, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৮)।

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)	
উপন্যাস	সূর্য-দীঘল বাড়ী (১৯৫৫), পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬), জাল (১৯৮৮)।
গল্প	হারেম (১৯৬২), মহাপতঙ্গ (১৯৬৩), গল্পসংগ্রহ।
অভিধান	বাংলা একাডেমি সমকালীন বাংলা অভিধান।

আব্দুল্লাহ আল মামুন (১৯৪৩-২০০৮)	
নাটক	শপথ (১৯৬৪), সুবচন নির্বাসনে (১৯৭৪), এখানে দুঃসময় (১৯৭৫), এবার ধরা দাও (১৯৭৭), শাহজাদীর কালো নেকাব, চারদিকে যুদ্ধ (১৯৮৩), এখনও ক্রীতদাস (১৯৮৪), কোকিলারা (১৯৯০), মেরাজ ফকিরের মা।
উপন্যাস	আহ দেবদাস (১৯৮৯), তাহাদের যৌবন কাল (১৯৯১), এই চুনীলাল (১৯৯৩), গঙ্গাপাগুর বাবা (১৯৯৩), হায় পার্বতী (১৯৯১), খলনায়ক (১৯৯৭)।

আব্দুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)	
কাব্যগ্রন্থ	দিলরুবা (১৯৩৩), উত্তর বসন্ত (১৯৬৭), ।
প্রবন্ধ	বাংলা কাব্যের ইতিহাস : মুসলিম সাধনার ধারা (১৯৪৪), কবি নজরুল (১৯৭০), মাওলানা মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯৭৯), কাজী আব্দুল ওদুদ (১৯৭৬) ড. মুহাম্মদ হক বক্তৃতামালা , ছন্দ-সমীক্ষণ (১৯৭৯), লোকায়ত সাহিত্য (১৯৮৫)।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮)	
অনুবাদ ও গদ্যগ্রন্থ	কচিপাতা (১৯৩২), অনাবাদী জমি (১৯৩৮), ত্রিস্রোতা (১৯৩৯), খরতরঙ্গ, দৃষ্টিকোণ (১৯৬১), ইলিয়ড, পলাশী থেকে পাকিস্তান (১৯৬৮), অতীত দিনের স্মৃতি (১৯৬৮)।
সম্পাদনা কর্ম	সেকাল ও একালের সেরা গল্প (১৯৬৩)।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (১৯৩৪-)	
গল্প	কৃষ্ণপক্ষ, সম্রাটের ছবি, সুন্দর হে সুন্দর।
উপন্যাস	শেষ রাত্রির চাঁদ, নীলযমুনা, নাম না জানা ভোর, নীল যমুনা, চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান।
প্রবন্ধ	ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা, আমরা বাংলাদেশী না বাঙালি।
নাটক	ডকুড্রামা পলাশী থেকে বাংলাদেশ, একজন তাহমিনা ও রক্তাক্ত আগস্ট।
শিশুতোষ	ডানপিটে শওকত, আঁধার কুঠির ছেলেটি, ভয়ঙ্করের হাতছানি।

আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭)	
প্রবন্ধগ্রন্থ	ক্রান্তিকাল, সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, সাহিত্য ও স্বাধীনতা, ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব, চেতনার অ্যালবাম ও বিবিধ প্রসঙ্গ, নিঃসঙ্গচেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)	
উপন্যাস	চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৩৪৭), রাঙ্গা প্রভাত (১৩৬৪)
গল্পগ্রন্থ	মাটির পৃথিবী (১৩৪৭), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৭১), নির্বাচিত গল্প (১৯৭৮), মৃতের আত্মহত্যা (১৯৭৮)।
নাটক	কায়েদে আজম (১৯৪৬), প্রগতি (১৯৪৮), স্বয়ম্বরা (১৯৬৬)।
প্রবন্ধ	বিচিত্র কথা (১৩৪৭), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬১), সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন (১৯৬৫), সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র (১৯৬৮), সমকালীন চিন্তা (১৯৭০), মানবতন্ত্র (১৩৭৯), সাহিত্য ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৭৪), শুভবুদ্ধি (১৯৭৪), একুশ মানে মাথা নত না করা (১৯৭৮), রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (১৯৭৯)।
আত্মকাহিনী ও দিনলিপি	রেখাচিত্র (১৯৬৬), লেখকের রোজনামচা (১৯৬৯), দুর্দিনের দিনলিপি (১৯৭২)।
জীবনী ও স্মৃতিকথা	সাংবাদিক মজিবর রহমান, শেখ মুজিব : তাঁকে যেমন দেখেছি।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)	
উপন্যাস	সত্যমিথ্যা (১৯৫৩), জীবনক্ষুধা (১৯৫৫), আবে হায়াত (১৯৬৮)।
গল্পগ্রন্থ	আয়না (১৯৩৫), ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪), আসমানী পর্দা।
রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ	আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৯), শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭২)।
স্মৃতি কথা	আত্মকথা (১৯৭৮)।
শিশু-সাহিত্য	ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া (১৯৪৯), গালিভারের সফরনামা।

আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১৯-১৯৮৮)	
উপন্যাস	পরিত্যক্ত স্বামী (১৯৪৭), মুক্তি (১৯৪৮), ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩), পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৭৪), সংকর সংকীর্তন (১৯৮০), প্রপঞ্চ (১৯৮০), দেয়াল (১৯৮৫)।
গল্পগ্রন্থ	জীবন (১৯৪৮), শেষ রাত্রির তারা (১৯৬৬), রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা (১৯৭৮), ল্যাংড়ী (১৯৮৪), নির্বাচিত গল্প (১৯৮৮)।
প্রবন্ধ	চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য (১৯৬৪), Sociology of Bangal Politics (১৯৭৩), সোচ্চার উচ্চারণ (১৯৭৭), সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস (১৯৭৯), লোকায়ত সমাজ ও বাঙালি সংস্কৃতি (১৯৮৮), বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-১৯৮৯)	
কাব্য	আপন যৌবন বৈরী (১৯৭৪), যেহেতু জন্মান্ধ (১৯৮৪), আক্রান্ত গজল (১৯৮৮)।
প্রবন্ধ/গবেষণা	শিল্পী রূপান্তর (১৯৭৫), The Bengali press and Literary Writing (১৯৭৭), কথা ও কবিতা (১৯৮১)।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)	
ছোটগল্প	জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১), মৃগনাভি (১৯৫৩), অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৮), উজান তরঙ্গে (১৯৬২), জীবনজমিন।
উপন্যাস	তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০), শীতের শেষরাত বসন্তের প্রথম দিন (১৯৬২), কর্ণফুলী (১৯৬২), ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪), খসড়া কাগজ (১৯৮৬), পাটরাণী (১৯৮৬), স্বাগতম ভালোবাসা (১৯৯০), পুরুদ্রুজ, ক্যাম্পাস, অনূদিত অন্ধকার (১৯৯১), স্বপ্নশিলা।
কাব্যগ্রন্থ	মানচিত্র (১৯৬১), লেলিহান পাণ্ডুলিপি (১৯৭৫), এ্যাসেস এ্যাণ্ড স্পার্কস (১৯৮৪), সাজঘর (১৯৯০), চোখ (১৯৯৬)।
নাটক	মায়াবী প্রহর (১৯৬৩), নিঃশব্দ যাত্রা (১৯৭২), সংবাদ শেষাংশ (১৯৭৫), হিজল কাঠের নৌকা (১৯৭৬)।
প্রবন্ধ	শিল্পীর সাধনা (১৯৫৮), সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু (১৯৭৪)।

আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-)	
প্রবন্ধ-গবেষণা	লোকসাহিত্য (১৯৬৪), কিংবদন্তীর বাংলা (১৯৭৫), শুভ নববর্ষ (১৯৭৭) লোকায়ত বাংলা (১৯৭৮), Folkloric Bangladesh (১৯৭৭) Bengali Folklore (১৯৭৭)।
গল্প	গলির ধারের ছেলেটি, কাগজের নৌকা (১৯৬২), শেষ নালিশ।
কবিতা	সাত ভাই চম্পা (১৯৫৩), বিষকন্যা (১৯৫৫), কুচ বরণে (১৯৭৭), আরশিনগর (১৯৮৪), দাড়াও পথিকবর (১৯৯০)।
শিশুতোষ	সিংহের মামা ভোম্বল দাস (১৯৬৩), আমার দেশের রূপকাহিনী (১৯৬৪), বাংলাদেশের রূপকথা (১৯৯১), অসি বাজে ঝনঝন (১৯৭৯), রূপকথার রাজ্যে (১৯৭৫)।
রম্যরচনা	প্যারিস সুন্দরী (১৯৭৫)।
অনুবাদ	সাগর থেকে আনা (১৯৭৫), চলো যাই বই পড়ি (১৯৫৭)।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

আবু রুশদ (১৯১৯-২০১০)

উপন্যাস	এলোমেলো (১৯৪৬), সামনে নূতন দিন (১৯৫১), নোঙর (১৯৬৩), স্থগিত দ্বীপ (১৯৭৪)।
গল্পগ্রন্থ	রাজধানীতে ঝড়, প্রথম যৌবন (১৯৪৮), ডোবা হলো দীঘি (১৯৬০), শাড়ি বাড়ি গাড়ি (১৯৬১), মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভান্ডার (১৯৮২), বিয়োগ ব্যথা।

আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫)

কাব্যগ্রন্থ	রাজা যায় রাজা আসে (১৯৭২), যে তুমি হরণ করো (১৯৭৪) ও পৃথক পালঙ্ক (১৯৭৫)।
কাব্যনাট্য	ওরা কয়েকজন।
গল্পসংকলন	আবুল হাসান গল্পসংগ্রহ।

আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮)

গ্রন্থ	বাংলার বলশী (১৯২৫), বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা (১৯২৮), মুসলিম কালচার (১৯২৮)।
প্রবন্ধ	কৃষকের আর্তনাদ, কৃষকের দুর্দশা, কৃষি বিপ্লবের সূচনা।

আব্দুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)

উপন্যাস	পরিপ্রেক্ষিতের দাসদাসী, ক্ষুধা প্রেম আগুন, শ্যামলী তোমার সুখ।
গল্প	সত্যের মত বদমাস।
কাব্যগ্রন্থ	পার্ক স্ট্রীটে একরাত্রি।
প্রবন্ধ	শুদ্ধতম কবি।

আসকার ইবনে শাইখ (১৯২৫-২০০৯)

নাটক	বিদ্রোহী পদ্মা, প্রতীক্ষা, লালন ফকির, মেঘলা রাতের তারা, রাজা রাজ্য রাজধানী, শেষ অধ্যায়, দুরন্ত ঢেউ, বিরোধ।

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০০)

উপন্যাস	সূর্য তুমি সাথী, মরণবিলাস, অলাতচক্র, ওঙ্কার, গাভী বিত্তান্ত।
প্রবন্ধ	জাগ্রত বাংলাদেশ, যদ্যপি আমার গুরু (জীবনী), শতবর্ষের ফেরারী, বাঙালি মুসলমানের মন।
ছড়া	দোলো আমার কনকচাঁপা, গো-হাকিম।

ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)

নাটক	কামাল পাশা (১৩৩৪), আনোয়ার পাশা (১৩৩৭), ঋণ পরিশোধ (১৯৫৫), ভিস্তি বাদশা (১৩৫৭), কাফেলা।
উপন্যাস	বৌ বেগম (১৯৫৮)।
গল্পগ্রন্থ	আলু বোখরা (১৯৬০), উস্তাদ, দাদুর আসর, মানুষ।
স্মৃতিকথা	বাতায়ন (১৩৭৪), লিপি সংলাপ।
ভ্রমণ কাহিনি	ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র (১৯৫৪)
শিশুসাহিত্য	ব্যাঘ্রমামা(১৯৫১), শিয়াল পণ্ডিত (১৯৫২), নিজাম ডাকাত (১৯৫০), বেদুঈনদের দেশে (১৯৫৬), ছোটদের মহানবী (১৯৬১), ইতিহাসের আগের মানুষ (১৯৬১), গল্পে ফজলুল হক (১৯৭৭), ছোটদের নজরুল ইত্যাদি।

ইমদাদুল হক মিলন (১৯৫৫-)

উপন্যাস	দুঃখ কষ্ট (১৯৮২), এক দেশ (১৯৮৩), প্রিয় নারী জাতি (১৯৮৪), ভূমিপুত্র (১৯৮৫), কালাকাল (১৯৮৫), পরবাস (১৯৮৭), নায়ক (১৯৮৭), সারাবেলা (১৯৮৮), রূপনগর (১৯৮৮), বনমানুষ (১৯৮৯), সম্পর্ক, মহাযুদ্ধ (১৯৮৯), তুমি কেমন আছো (১৯৮৯), কোন কাননের ফুল, বহুদূরে, পিঞ্জর (১৯৯১), অপহরণ, সুদূরতমা (১৯৯১), মায়াবিনী (১৯৯১), প্রিয়দর্শিনী (১৯৯১)।
গল্প	আহারী (১৯৮৪), তাহারা (১৯৮৬), বারো রকম মানুষ (১৯৮৮)।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)

কাব্য	অনল প্রবাহ (১৯০০), উচ্ছ্বাস (১৯০৭), উদ্বোধন (১৯০৭), নব উদ্দীপনা (১৯০৭), স্পেন বিজয় কাব্য (১৯১৪), সঙ্গীত সঞ্জীবনী (১৯১৬), প্রেমাঞ্জলি (১৯১৬)।
প্রবন্ধ	স্বজাতি প্রেম (১৯০৯), আদব কায়দা শিক্ষা (১৯১৪), স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা (১৯১৬), সুচিন্তা (১৯১৬) মহানগরী কর্ডোভা, তুর্কী নারী জীবন (১৯১৩)।
ভ্রমণকাহিনি	তুরস্ক ভ্রমণ (১৯১০)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)

কাব্যগ্রন্থ	প্রবোধ প্রভাকর, হিত প্রভাকর, মণিকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত সংগ্রহ।
কবিতা	কে?, তপসে মাছ, আনারস, নীলকর, বাঙালী, মেয়ে, স্বদেশ।
নাটক	বোধেন্দু বিকাশ।
পত্রিকা	সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ রত্নাবলী, সংবাদ সাধুরঞ্জন।
বিখ্যাত লাইন	'দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' এ বিখ্যাত লাইনটি 'স্বদেশ' কবিতা থেকে সংগৃহীত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

আত্মজীবনী	বিদ্যাসাগর চরিত (বাংলা গদ্যের প্রথম আত্মচরিত)।
মৌলিক গ্রন্থ	প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৯২), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৭১), বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৫৮৮), ব্রজবিলাস।
রম্যরচনা	অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩)
অনুবাদ গ্রন্থ	বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), ভ্রান্তিবিলাস, সীতার বনবাস, শকুন্তলা।
ব্যাকরণগ্রন্থ	ব্যাকরণ কৌমুদী (৪ ভাগে বিভক্ত)।
পাঠ্যবই	বর্ণপরিচয় (১৮৫৫), বোধোদয় (১৮৫১), কথামালা (১৮৫৬), আখ্যান মঞ্জুরী (১৮৬৩)।

এস ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১)

প্রবন্ধ	জীবনের শিল্প (১৯৪১), প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৯৪৩), ভবিষ্যতের বাঙালী (১৯৪৩), আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা, সভ্যতা ও সাহিত্যে ইসলামের অবদান, মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ, ইকবালের পয়গাম।
গল্পগ্রন্থ	গুলদাস্তা (১৯২৭), মাশুকের দরবার (১৯৩০), দরবেশের দোয়া (১৯৩১), বাদশাহী গল্প (১৯৪৪), ভাঙ্গাবাঁশি, ইরান তুরানের গল্প।
ভ্রমণকাহিনি	মোটর যোগে রাঁচি সফর (১৯৪৯), পশ্চিম ভারত।
উপন্যাস	গ্রানাডার শেষ বীর (১৯৪০): ঐতিহাসিক উপন্যাস।

কবীর চৌধুরী (১৯২৩-২০১২)

সাহিত্যকর্ম	রূপকথার গল্প (১৯৫৯), বন্ট্যাক টিউলিপ (১৯৮৯), কাউন্ট অব মন্টিক্রিসেটো(১৯৮৯)।
প্রবন্ধ	ইউরোপের দশ নাট্যকার (১৯৮৫), শেক্সপীয়ার ও তাঁর মানুষেরা (১৯৮৫), শেক্সপীয়র ও গ্লোব থিয়েটার (১৯৮৭), অভিব্যক্তিবাদী নাটক (১৯৮৭), এ্যাবসার্ড নাটক (১৯৮৫), ফরাসী নাটকের কথা (১৯৯০), ছয় সঙ্গী (১৯৬৪), আধুনিক মার্কিন সাহিত্য (১৯৮০), শেক্সপীয়র থেকে ডিলান টমাস (১৯৮১), আমেরিকার সমাজ ও সাহিত্য (১৯৬৮), সপ্তরথী (১৯৭০), মার্কিন উপন্যাস ও তার ঐতিহ্য (১৯৭০), অবিস্মরণীয় বই (১৯৬০), মানুষের শিল্পকর্ম।
নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তর	আহ্বান (১৯৫৬), শত্রু (১৯৬২), পাঁচটি একাঙ্কিকা (১৯৬৩), অচেনা (১৯৬৯), শহীদের প্রতীক্ষায়, হেক্টর (১৯৬৯), ছায়া বাসনা (১৯৬৬), সেই নিরালা প্রান্তর (১৯৬৬), সম্রাট জোনস, অমা রজনীর পথে, প্রাণের চেয়ে প্রিয়, লিসিসস্ট্রাটা।
কাব্যনুবাদ	ভাৎসারোভের কবিতা (১৯৮০), আধুনিক বুলগেরীয় কবিতা (১৯৮০), রিস্তো বোতেভর কবিতা (১৯৮৮), রিস্তো স্লির্নেনস্কির কবিতা, কাহলিল জিবরানের কবিতা, সচিত্র প্রেমের কবিতা।
অনুবাদ সাহিত্য	শেখভের গল্প (১৯৬৯), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৭০), গ্রেট গ্যাটসবি (১৯৭১), দি গ্রেপস অব র‍্যথ (১৯৮৯), রূপান্তর (১৯৯০), বেউলফ (১৯৮৫), অল দি কিংস মেন (১৯৯২), দি গার্ল উইথ এ পার্ল ইয়ার রিং (২০০৭), গল্প উপন্যাসে প্রতিকৃতি চিত্র (২০০৭)।

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)

কাব্য	আলো ও ছায়া (১৮৮৯), নির্মাল্য (১৮৯০), পৌরণিকী (১৮৯৭), মাল্য ও নির্মাল্য (১৯১৩), দীপ ও ধূপ (১৯২৯), জীবনপথে।
নাট্যকাব্য	অম্বা (১৯১৫)।
সনেট সংগ্রহ	অশোক সঙ্গীত (১৯১৪)।

কালিদাস রায় কবিশেখর (১৮৮৯-১৯৭৫)

কাব্য	কুন্দ (১৯০৮), কিশলয় (১৯১১), পর্ণপুট (১ম ভাগ ১৯১৪), ২য় ভাগ ১৯২১), ব্রজবেণু (১৯১৫), বল্লব (১৯১৫), ঋতুমঙ্গল (১৯১৬), ক্ষুদকুঁড়া (১৯২২), রসকদম্ব (১৯২৩), লালাঞ্জলি (১৯২৪), হৈমন্তী (১৯২৪), চিত্তচিন্তা (১৯২৫), আহরণী (সংকলন ১৯৩২), বৈকালি (১৯৪০), ব্রজবাঁশরী (১৯৪৫), আহরণ (১৯৫০), গাথাঞ্জলি (১৯৫৭), শ্রেষ্ঠ কবিতা, সন্ধ্যামণি, পূর্ণাহুতি।
প্রবন্ধ	প্রাচীন-বঙ্গ সাহিত্য, বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়, শরৎ সাহিত্য, সাহিত্য প্রসঙ্গ (১ম ও ২য় ভাগ)।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১)	
প্রবন্ধ	সঞ্চয়ন (১৯৩৭)
অন্যান্য গ্রন্থ	নজরুল কাব্য পরিচিতি (১৯৫৫), সেই পথ লক্ষ্য করে (১৯৫৮), সিম্পোজিয়াম (১৯৬৫), গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস, আলোক বিজ্ঞান।

কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬)	
উপন্যাস	আবদুল্লাহ (১৯৩৩)।
প্রবন্ধ	প্রবন্ধমালা।
কাব্য	আঁখিজল, লতিকা।
শিশুতোষ গ্রন্থ	নবীকাহিনী।

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)	
উপন্যাস	নদীবক্ষে (১৯১৮)।
গল্পগ্রন্থ	মীর পরিবার (১৯১৮)।
গদ্য রচনা	রবীন্দ্রকাব্য পাঠ (১৩৩৪), হিন্দু মুসলমানের বিরোধ (১৯৩৬), কবিগুরু গ্যেটে, Tagore's Role in the Reconstruction of Indian Thought, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রতিভা।
বক্তৃতা গ্রন্থ	বাঙলার জাগরণ (১৯৫৬), শরৎচন্দ্র ও তারপর (১৯৬১)।
সম্পাদনা	ব্যবহারিক শব্দকোষ।

গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০)	
অনুবাদ	কোরআন শরীফ (১৮৮১-৮৬), তাপসমালা, হাদিস-পূর্ব বিভাগ।
গদ্য রচনা	মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত এসলাম ধর্ম, এমাম হাসান ও হোসাইনের জীবনী, এসলাম তত্ত্ব (১৮৮৭-৮৮), মহাপুরুষ চরিত।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)	
ঐতিহাসিক নাটক	সিরাজউদ্দৌলা (১৩১২), মীর কাসিম (১৩১৩), ছত্রপতি শিবাজী।
পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক	রাবণবধ (১২৮৮), অভিমন্যুবধ (১২৮৮), ধ্রুবচরিত্র, পাণ্ডব গৌরব, জনা (১৮৯৪), রামের বনবাস (১৮৮২), লক্ষ্মণ বর্জন (১৮৮২), সীতাহরণ (১৮৮২), পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১২৮৯)।
সামাজিক ও পারিবারিক নাটক	প্রফুল্ল (১৮৮৯), হারানিধি, বলিদান (১৩১২), মায়াবসান (১৩০৪)।
রোমান্টিক নাটক	মুকুলমুঞ্জরা (১২৯৯), আবু হোসেন (১৩০৩)।
চরিত নাটক	চৈতন্য লীলা (১৮৮৬), বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, শঙ্করাচার্য (১৯১০)।
প্রহসন	সপ্তমীতে বিসর্জন, বেল্লিক বাজার, বড় দিনের বকশিস, সভ্যতার পান্ডা।

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮)	
কাব্য	প্রসূন (১৮৭০), প্রেম ও ফুল (১৮৯৮), কুঙ্কুম (১৮৯২), মগের মুলুক (১৮৯৩), কস্তুরী (১৮৯৫), চন্দন (১৮৯৬), ফুলরেণু (সনেট-১৮৯৬), শোক সান্ত্বনা (১৯০৯), শোকাচ্ছ্বাস।

গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪)	
গদ্য রচনা	ইসলাম ও জেহাদ (১৯৪৭), ইসলাম ও কমিউনিজম (১৯৪৬), আমার চিন্তাধারা (১৯৫২), পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।
কাব্যগ্রন্থ	রক্তরাগ (১৯২৪), খোশরোজ (১৯২৯), কাব্য কাহিনী (১৯৩২), সাহারা (১৯৩৬), হাসনাহেনা (১৯৩৮), বুলবুলিস্তান (১৯৪৯), তারানা-ই-পাকিস্তান (১৯৫৬), বনী আদম, গীতিসঞ্চয়ন।
উপন্যাস	রূপের নেশা, ভাঙাবুক, একমন একপ্রাণ।

গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩)	
উপন্যাস	'একদা' (১৯৩৯), 'অন্যদিন' (১৯৫০) ও 'আর একদিন' (১৯৫০)।
গদ্য রচনা	'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪২), বাঙালি সংস্কৃতির রূপ (১৯৪৭), বাঙালি সংস্কৃতি প্রসঙ্গ (১৯৫৬), বাংলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি (১৯৫৬), বাঙালির আশা বাঙালির ভাষা (১৯৭২), ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা (১৯৬১), বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড ১৯৫৭) ও (২য় খণ্ড ১৯৬৮)।
আত্মজীবনী	'রূপনারায়ণের কূলে' (প্রথম খণ্ড-১৯৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড- ১৯৭৯)

চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯-১৯৪৬)	
সংগৃহীত পালাগান	**ময়মনসিংহ গীতিকা (১৯২৩)** : এ গীতিকার পালাগুলো হলো : মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ানা ভাবনা, দস্যুকেনারাম, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, দেওয়ানা মদিনা, ধোপার পাট। **পূর্ববঙ্গগীতিকা (১৯২৬):** এ গীতিকার অন্তর্ভুক্তবিষয় : মাইষাল বন্ধু, ভেলুয়া, কমলারাণী, দেওয়ান ঈসা খাঁ, ফিরোজ খাঁ দেওয়ানা। আয়না চিঠি, শ্যামরায়, শিলাদেবী, আন্ধা বন্ধু, বগুলার বারমাসী, রতন ঠাকুর, পীর বাতাসী, জিবালনি, সোনারামের জন্ম, ভারাইয়া রাজা।

জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯)	
উপন্যাস	দুঃখিনী, অভাগী, উৎস, বড়বাড়ি, চোখের জল, পরশ পাথর, দানপত্র, চাহার দরবেশ, বিশুদাস ভবিতব্য, ষোলআনি, তিনপুরুষ
গল্প	নৈবেদ্য (১৯০০), কাঙ্গালের ঠাকুর (১৯২০), বড় মানুষ (১৯১৯)।
জীবনীগ্রন্থ	কাঙ্গাল হরিনাথ।
সম্পাদিত গ্রন্থ	হরিনাথ গ্রন্থাবলী, প্রথম নাথের কাব্য গ্রন্থাবলী।
ভ্রমণকাহিনি	প্রবাসচিত্র (১৩০৬), হিমালয় (১৩০৭)।

জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)	
উপন্যাস	বোবা কাহিনী (১৯৬৪)।
কাব্যগ্রন্থ	ভয়াবহ সেই দিনগুলি, রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫), রাখালী (১৯২৭), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩), মাগো জালায়ে রাখিস আলো, সুচয়িনী (১৯৬১), কাফনের মিছিল, মাটির কান্না (১৯৫৮), ডালিম কুমার (১৯৫১), হাসু (১৯৩৮), নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), বালুচর (১৯৩০), ধানখেত (১৯৩৩), সোজন বাদিয়ার ঘাট, জলের লেখা, এক পয়সার বাঁশি (১৩৫৬), রূপবতী, সখিনা।
গাথাকাব্য	নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩)।
শিশুতোষ গ্রন্থ	ডালিম কুমার (১৯৫১), হাসু (১৯৩৮), এক পয়সার বাঁশি।
গানের সংকলন	রঙ্গিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫), গাঙ্গের পাড় (১৯৬৪), জারিগান।
নাটক	গ্রামের মায়া (১৯৫১), পল্লীবধূ (১৯৫৬), মধুমালা (১৯৫১), ওগো পুষ্পধেনু (১৯৫১), পদ্মপাড় (১৯৫০), বেদের মেয়ে।
ভ্রমণকাহিনি	চলে মুসাফির (১৯৫২), হলদে পরীর দেশ (১৯৬৭), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮)। **আত্মজীবনী** : জীবন কথা (১৯৬৪)।
স্মৃতিকথা	যাদের দেখেছি (১৯৫২), ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (১৩৬৮)।
গল্পগ্রন্থ	বাঙালীর হাসির গল্প (১ম খণ্ড -১৯৬০, ও ২য় খণ্ড -১৯৬৪)।

জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)	
উপন্যাস	হাজার বছর ধরে (১৯৬৪), আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯), বরফ গলা নদী (১৯৭৮), শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬০), আর কত দিন (১৯৭০), কয়েকটি মৃত্যু (১৩৮২), তৃষ্ণা (১৩৬২)।
গল্পগ্রন্থ	সূর্যগ্রহণ (১৩৬২), সোনার হরিণ, সময়ের প্রয়োজনে, একটি জিজ্ঞাসা, একুশের গল্প, মহামৃত্যু, কতকগুলো কুকুরের আর্তনাদ।
প্রবন্ধ	পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র।
চলচ্চিত্র	কখনো আসেনি, সোনার কাজল, কাচের দেয়াল, সংগম, জীবন থেকে নেয়া, স্টপ জেনোসাইড, বার্থ অব অ্যা নেশন, ধীরে বহে মেঘনা।

জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪)	
স্মৃতিকথা	একাত্তরের দিনগুলি (১৯৮৬)
অন্যান্য গ্রন্থ	গজ কচ্ছপ (১৯৬৭, সাতটি তারার ঝিকিমিকি, নিঃসঙ্গ পাইন (১৯৮৯), ক্যান্সারের সাথে বসবাস (১৯৯১), প্রবাসের দিনগুলি।

জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৮)	
কাব্যগ্রন্থ	এক তারাতে কান্না (১৩৭০), ফৌটোর ইচ্ছেগুলো, আমার পলাতক ছায়া, দূর থেকে ছায়া, From far away (1979, tr by Lila ray), আকাঙ্খিত অসুন্দর।
নাটক	শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ, প্রজাপতি নির্বন্ধ, এলেবেলে, দ্বাররুদ্ধ, তাইরে নাইরে না, পঙ্কজ বিভাস, সাদা গোলাপে আগুন।
অনূদিত নাটক	অ্যান্টিগোনে, ডক্টর ফস্টাস, দ্বারা রুদ্ধ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)	
ঐতিহাসিক নাটক	পুরুষবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রুমতি, স্বপ্নময়ী।
প্রহসন	কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২), এমন কর্ম আর করব না (১৮৭৭), হিতে বিপরীত (১৮৯৬), হঠাৎ নবাব (১৮৮৪), দায়ে পরে দায়গ্রহ, পূর্ণবসন্ত, অলীকবাবু (১৯০০), মুদ্রারাক্ষস।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)	
গবেষণা গ্রন্থ	সিদ্ধা কাহ্নপার গীত ও দোহা (১৯২৬), বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড, ১৯৫৩; ২য় খণ্ড ১৯৬৫), বৌদ্ধ মর্মবাণীর গান (১৯৬০)।
সংকলন ও সম্পাদনা	আলাওলের পদ্মাবতী (১৯৫০), প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (১৯৫২), আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (দুই খণ্ডে প্রকাশিত)।
প্রবন্ধ গ্রন্থ	ইকবাল (১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (১৯৪৯), বাংলা আদব কি তারিখ (১৯৫৭), Essays on Islam (1945), Traditional Culture on East Pakistan (1963)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

শিশুতোষ গ্রন্থ	শেষ নবীর সন্ধানে, ছোটদের রসুলুল্লাহ, সেকালের রূপকথা।
গল্পগ্রন্থ	রকমারি (১৯৩১), গল্প সঞ্চয়ন (সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে গল্প সংকলন, ১৯৫৩)।
অনুবাদ গ্রন্থ	দীওয়ানে হাফিজ (১৯৩৮), অমিয় বাণী শতক (১৯৪০), রুবাইত-ই-ওমর খৈয়াম (১৯৪২), শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ (১৯৪২), মহানবী (১৯৪৬), বাইয়াতনামা (১৯৪৮), বিদ্যাপতি শতক (১৯৫৪), মহররম শরীফ (১৯৬২), অমর কাব্য (১৯৬৩), Hundred Sayings of the Holy Prophet (1945), Buddhist Mystic Songs (1960)

ড. নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২)

উপন্যাস	কেয়াবন সঞ্চারিণী, বিশ শতকের মেয়ে, পথ-প্রান্তর এক পথ দুই বাঁক।
নাটক	দুয়ে দুয়ে চার (১৯৬৪), সূর্যাস্তের পথে, যে অরণ্যে আলো নেই।
প্রবন্ধ-গ্রন্থ	শরৎ প্রতিভা, বাংলা কবি মধুসূদন, বাঙালি মানস ও বাংলা সাহিত্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য পাঠের ভূমিকা।

ড. আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)

প্রবন্ধ	বিচিত-চিন্তা (১৯৬৮), সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা (১৯৬৯), স্বদেশ অন্বেষা (১৯৭০), জীবনে সমাজে সাহিত্যে (১৯৭০), বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য (১ম খণ্ড ১৯৭৮, ২য় খণ্ড ১৯৮৩), যুগ যন্ত্রণা (১৯৭৪), কালিক ভাবনা (১৯৭৪), প্রত্যয় ও প্রত্যাশা (১৯৭৯), মানবতা ও গণমুক্তি (১৯৯০), বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালিত্ব (১৯৯২), জীবনে ও মননে (১৯৯৩), জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা (১৯৯৭), ইদানীং আমরা, কালের দর্পণে স্বদেশ।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭)

রূপকথার গল্পগ্রন্থ	ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুর দাদার ঝুলি, দাদা মশায়ের থলে, ঠান দিদির থলে, খোকা বাবুর খেলা, আমার বই, কিশোরদের মন, বাংলার সোনার ছেলে, পৃথিবীর রূপকথা, সবুজ লেখা।

দাউদ হায়দার (১৯৫২-)

কাব্যগ্রন্থ	জন্মই আমার আজন্ম পাপ, এই শাওনে পরবাসে, আমি ভাল আছি তুমি, পাথরের পুঁথি, আমি পুড়েছি জ্বালা ও আগুনে।

দিলারা হাসেম (১৯৩৬-)

উপন্যাস	ঘর মন জানালা, (১৯৬৫), একদা এবং অনন্ত (১৯৭৫), স্তব্ধতার কানে কানে (১৯৭৭), আমলকীর মৌ (১৯৭৮), কাকতালীয় (১৯৮৫), শঙ্খ করাত (১৯৯৫), সদর অন্দর (১৯৯৮)।
গল্প	হলদে পাখীর কান্না (১৯৭০), সিন্ধু পারের উপাখ্যান (১৯৮৮), নায়ক (১৯৮৯)
কবিতা	ফেরারী (১৯৭৭)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

ঐতিহাসিক নাটক	প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), নূরজাহান (১৯০৮), মেবার পতন (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সিংহলবিজয় (১৯১৫), তারাবাঈ (১৯৩০)।
পৌরাণিক নাটক	পাষাণী (১৯০০), সীতা (১৯০৮), ভীষ্ম (১৯১৪)।
সামাজিক নাটক	পরপারে (১৯১২), বঙ্গনারী (১৯১৬)।
প্রহসন	কল্কি অবতার (১৮৯৫), সিংহল বিজয় (১৯১৫), বিরহ (১৮৯৭),ত্র্যহস্পর্শ (১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২) পুনর্জন্ম।
ব্যঙ্গ কবিতা	আষাঢ়ে (১৮৯৯), হাসির গান (১৯০০)।
কাব্যনাট্য	পাষাণী (১৯০০)।
কাব্য	আর্যগাঁথা (১ম ভাগ ১৮৮২, ২য় ভাগ ১৮৯৩), মন্দ্র (১৯০২), আলেখ্য (১৯০৭), ত্রিবেণী (১৯১২), তাঁর ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ 'Lyrics of Ind'.

দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)

প্রবন্ধ ও গবেষণা	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬), History of Bengali Language and Literature (1911), পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১৯২৬), বৃহৎবঙ্গ (১৯৩৬), বৃহৎ বঙ্গ (১ম ও ২য় খণ্ড), বাংলার পুরনারী, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান, ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, রামায়ণী কথা।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

নাটক	নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী, লীলাবতী, নীল দর্পণ (১৮৬০)
প্রহসন	সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, জামাই বারিক।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

কাব্য	অবকাশরঞ্জিনী (১৮৭১), পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫), ক্লিওপেট্রা (১৮৭৭), রঙ্গবতী (১৮৮০), ভারত উচ্ছ্বাস।
ত্রয়ী মহাকাব্য	কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), রৈবতক (১৮৮৭), প্রভাস (১৮৯৬-৯৯)।
আত্মজীবনী	আমার জীবন।

নূরুল মোমেন (১৯০৬-১৯৯০)

নাটক	রূপান্তর (১৯৪৭), নেমেসিস (১৯৪৮), যদি এমন হতো (১৯৬০) নয়া খান্দান (১৯৬২), আলোছায়া (১৯৬২), শতকরা আশি (১৯৬৭), আইনের অন্তরালে (১৯৬৭), যেমন ইচ্ছা তেমন (১৯৭০)
রম্যগ্রন্থ	বহুরূপী (১৯৬৫), নরসুন্দর (১৯৬১), হিং টিং ছট।

নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫-)

কাব্যগ্রন্থ	প্রেমাংশুর রক্ত চাই (১৯৭০), না প্রেমিক না বিপ্লবী (১৯৭২), কবিতা, অমিমাংসিত রমণী (১৯৭৩), দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী (১৯৭৪), চৈত্রের ভালোবাসা (১৯৭৫), ও বন্ধু আমার (১৯৭৫), আনন্দ কুসুম (১৯৭৬), বাংলার মাটি বাংলার জল (১৯৭৮), তার আগে চাই সমাজতন্ত্র (১৯৭৯), চাষাভুষার কাব্য (১৯৮১), অচল পদাবলী (১৯৮২), পৃথিবীজোড়া গান (১৯৮২), দূর হ দুঃশাসন (১৯৮৩), শান্তির ডিক্রি (১৯৮৪), ইসক্রা (১৯৮৪), প্রথম দিনের সূর্য (১৯৮৪), নিরঞ্জনের পৃথিবী (১৯৮৬), চিরকালের বাঁশি (১৯৮৬), দুঃখ করো না বাঁচো (১৯৮৭), ধাবমান হরিণের দ্যুতি (১৯৯২), শিয়রে বাংলাদেশ, আমি সময়কে জন্মাতে দেখেছি (২০০০), বাৎস্যায়ন (২০০০) ইত্যাদি।
গল্পগ্রন্থ	আপন দলের মানুষ।
আত্মজীবনী	আমার ছেলেবেলা, আমার কণ্ঠস্বর, আত্মকথা।
অনুবাদ	রক্ত আর ফুলগুলি (১৯৮৩)।
ছড়ার বই	সোনার কুঠার (১৯৮৭)।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

উপন্যাস	আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮), আধ্যাত্মিকা।
গদ্যগ্রন্থ	মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯), বামাতোষিণী (১৮৮১), বামারঞ্জিকা (১৮৬০), গীতাঙ্কুর (১৮৬১), যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫), অভেদী (১৮৭১), ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত (১৮৭৮), এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের পূর্বাবস্থা (১৮৭৮)।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

প্রবন্ধ/ গদ্যগ্রন্থ	হালখাতা (১৯০২, ভারতী পত্রিকায়), তেল-নুন-লকড়ি (১৯০৬), বীরবলের হালখাতা (১৯১৬), নানাকথা (১৯১৯), আমাদের শিক্ষা (১৯২০), রায়তের কথা (১৯২৬), নানাচর্চা (১৯৩২), প্রবন্ধ সংগ্রহ।
গল্পগ্রন্থ	চার-ইয়ারি কথা (১৯১৬), আহুতি (১৯১৯), নীললোহিত (১৯১৪), গল্প সংগ্রহ (১৯৪১)।
বিখ্যাত ছোটগল্প	চার-ইয়ারি কথা, আহুতি, নীললোহিত, ফরমায়েসী গল্প, ফার্স্টক্লাস ভূত, বড় বাবুর বড়দিন, একটি সাদা গোলাপ।
কাব্যগ্রন্থ	সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩), পদচারণ (১৯১৯)।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)

উপন্যাস	নবীন সন্ন্যাসী (১৯১২), রত্নদীপ (১৯১৫), জীবনের মূল্য (১৯১৭), মনের মানুষ (১৯২২), সত্যবালা (১৯২৫), সতীর পতি (১৯২৮), সুখের মিলন (১৯৩৭), গরীব স্বামী (১৯৩৮)।
ছোটগল্প	রসময়ীর রসিকতা, বাস্তুসাপ, বলবান জামাতা, দেবী, আদরিণী, মাস্টারমশাই, ফুলের মূল্য, গহনার বাক্স, নবকথা, জামাতা বাবাজী।
গল্প সংকলন	গল্পাঞ্জলি (১৯১৩), গল্পবীথি (১৯১৬)।
ব্যঙ্গকাব্য	অভিশাপ (১৩৯০)।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)

কাব্য	প্রথমা (১৯৩২), সম্রাট (১৯৪০), ফেরারী ফৌজ (১৯৪৮), সাগর থেকে ফেরা, হরিণ চিতা চিল, কখনো মেঘ, জোনাকীরা।
উপন্যাস	পাঁক (১৯২৬), মিছিল (১৯৩৩), উপনয়ন (১৯৩৪), আগামীকাল (১৯৩৪), প্রতিশোধ, কুয়াশা, প্রতিধ্বনি ফেরে, মনুদ্বাদশ, বাঁকালেখা।
গল্প	পঞ্চশর (১ম/১৯২৯), বেনামী বন্দর (১৯৩০), পুতুল ও প্রতিমা (১৯৩২), মৃত্তিকা, সামনে চড়াই, সপ্তপদী, জল পায়রা (১৯৫৭), প্রেমই ধন্বন্তরী নানা রঙে বোনা (১৯৬০), নির্বাচিত, শ্রেষ্ঠগল্প।

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)

কাব্যগ্রন্থ	সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজাম্ মুনীরা (১৯৫২), নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১), হাতেমতায়ী (১৯৬৬)।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

সনেট সংকলন	মুহূর্তের কবিতা (১৯৬২)।
শিশুতোষ গ্রন্থ	পাখির বাসা (১৯৬৫), নতুন লেখা (১৯৬৯), হরফের ছড়া (১৯৭০), ছড়ার আসর, হে বন্য স্বপ্নেরা, হাবেদা মরুর কাহিনী।

ফয়েজ আহমদ (১৯৩১-২০১২)

প্রবন্ধগ্রন্থ	পিকিং থেকে লেখছি (১৯৬৭), চীনে ক্রান্তিকাল (১৯৮১), মধ্যরাতের অশ্বারোহী (১৯৮২), সত্যবাবু মারা গেছেন ইত্যাদি।
শিশু-কিশোর গ্রন্থ	হাতে খড়ি (১৯৫৪), জোনাকী (১৯৫৬), তা ধিনতা (১৯৬৩), পুতুলী (১৯৬৪), বোকা আইভান (১৯৭৬), বিন্দু (১৯৮৪), তুলির সাথে লড়াই (১৯৮৬), হারিয়ে যাওয়া (১৯৮৮), জুড়ি নেই (১৯৮৮), বাজনা কিসের (১৯৯০), বাছাই করা শতকে (১৯৯০), রুদ্র ঢাকা (১৯৯০), বেছে বেছে নেয়া কবিতার খেয়া (১৯৯১), প্রতিবাদের ছড়া (১৯৯৫), তারাদের সাথে (১৯৯৫), টিউ টিউ (১৯৯৭) ইত্যাদি।

ফজল শাহাবুদ্দীন (১৯৩৬-)

কাব্যগ্রন্থ	তৃষ্ণার অগ্নিতে একা, অকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর, আততায়ী সূর্যাস্ত, অন্তরীক্ষে অরণ্য, সান্নিধ্যের আর্তনাদ, আলোহীন অন্ধকারহীন, সনেটগুচ্ছ, আমার নির্বাচিত কবিতা, দিকচিহ্নহীন, ছিন্নভিন্ন কয়েকজন, জখন জখম নাগমা, Solitude, Towards the Earth, পৃথিবী আমার পৃথিবী, ক্রন্দনধ্বনি, ক্রমাগত হাহাকার।

বদরুদ্দীন উমর (১৯৩১-)

প্রবন্ধগ্রন্থ	সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৬), সংস্কৃতির সংকট (১৯৬৭), সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৮), পূর্ব বাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড), চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক (১৯৭২), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ (১৯৭৩), যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ (১৯৭৪), যুদ্ধ পূর্ব বাঙলাদেশ (১৯৭৬), ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৮০), বাঙলাদেশে মার্কসবাদ (১৯৮১), আমাদের ভাষার লড়াই (১৯৮১), বাঙলাদেশে বুর্জোয়া রাজনীতির চালচিত্র (১৯৮২), শিক্ষা ও শিক্ষা আন্দোলন (২০০১), জনগণের সংগ্রামের পথ (২০০২), বাঙলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র (২০০৩), বাঙলাদেশের অভ্যুদয় (১ম খণ্ড ২০০৬)।
সম্পাদনা	সুকান্ত সমগ্র (১৯৭০), ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিল (১ম খণ্ড ১৯৮৪) এবং (২য় খণ্ড ১৯৮৫), স্ট্যালিন প্রসঙ্গ (১৯৯০), পার্বত্য চট্টগ্রাম : নিপীড়ন ও সংগ্রাম (১৯৯৭), নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে।

বশির আল হেলাল (১৯৩৬-)

উপন্যাস	কালো ইলিশ (১৯৭৯), বশীর আল হেলাল, শিশিরের দেশে অভিযান (১৯৯০), বেলগ্রেডের, তাঁদের সৃষ্টির পথে, ঘৃতাকুমারি (১৯৮৪), শেষ পানপতা (১৯৮৬), নুজাহানাদের মধুমাস (১৯৮৮)।
ইতিহাসগ্রন্থ	ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস (১৯৮৫)।

বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-১৯৭৯)

কাব্য	ময়নামতির চর (১৯৩০), অনুরাগ (১৯৩২), শিশুতোষ গ্রন্থ : চোর জামাই (১৯২৭), মেঘকুমারী (১৯৩২), মৃগপরী (১৯৩৭), বোকা জামাই, কামাল আতাতুর্ক, ডাইনী বউ (১৯৫৯), রূপকথা, কুঁচবরণ কন্যা, ছোটদের নজরুল (১৯৬০), শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা।
উপন্যাস	নীড়ভ্রষ্ট, দিবাস্বপ্ন, জাগ্রত যৌবন, ঘূর্ণি হাওয়া, অরণ্য গোধূলি, ঝড়ের সঙ্কেত।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯)

গল্পগ্রন্থ	বনফুলের গল্প (১৯৩৬), বনফুলের আরো গল্প (১৯৩৮), বাহুল্য (১৯৪৩), বিন্দু বিসর্গ (১৯৪৪), অদৃশ্য লোকে (১৯৪৭), অনুগামিনী (১৯৪৭), বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫৫), তন্বী (১৯৫২), নরমগুরী, উর্মিমালা (১৯৫৫), দূরবীন, সপ্তমী (১৯৬০), বনফুলের গল্প সংগ্রহ (১ম ১৩৬২, ২য় ১৩৬৪), নির্মোক, সে ও আমি।
উপন্যাস	অগ্নি (১৩৩৯), তৃণখণ্ড (১৩৪২), বৈতরণী-তীরে (১৩৪৩), কিছুক্ষণ (১৩৪৪), দ্বৈরথ (১৩৪৪), মৃগয়া (১৩৪৭), জঙ্গম (১৩৫০), মানদণ্ড (১৩৫৫), স্থাবর, পঞ্চপর্ব।
কাব্যগ্রন্থ	বনফুলের গল্প (১৯২৯), ব্যঙ্গ কবিতা (১৯২৯), অঙ্গারপর্ণী (১৩৪০), চতুর্দশী (১৩৪৭), করকমলেষু (১৯৪৯)।
নাটক	শ্রী মধুসূদন (১৩৩৯), বিদ্যাসাগর (১৯৪২), বন্ধন মোচন।

বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)

কাব্যগ্রন্থ	উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩), চোরাবালি (১৯৩৭), সাত ভাই চম্পা (১৯৪৪), তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮), স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৬৩), সেই অন্ধকার চাই (১৩৩৭), ইতিহাসের ট্রাজিক উল্লাসে (১৩৭৭), দিবানিশা (১৯৭৬), চিত্ররূপমত্ত পৃথিবীর (১৯৭৬), উত্তরে থাকো মৌন (১৯৭৭), আমার হৃদয়ে বাঁচো (১৯৮২)।
প্রবন্ধ	সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (১৯৫২), এলোমেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য (১৯৫৮), রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতা সমস্যা (১৯৬৬), মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা (১৯৬৭) প্রভৃতি।
অনুবাদ	এলিয়টের কবিতা (১৯৫০)।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)

গীতিকাব্য	সারদামঙ্গল (১৮৭৯), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮), নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০), সাধের আসন (১৮৮৬), প্রেম প্রবাহিনী (১৮৭০), সঙ্গীত শতক (১৮৬২), বন্ধু বিয়োগ (১৮৭০)।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

উপন্যাস	পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিতা (১৯৩১), আরণ্যক (১৯৩৮), দেবযান, দৃষ্টি প্রদীপ (১৯৩৫), ইছামতি, অশনি সংকেত।
ছোটগল্প	মেঘ মাল্লার, মৌরীফুল, যাত্রীবদল, বেনাগির ফুলবাড়ি, বিধু মাস্টার, অসাধারণ।
আত্মজীবনী	তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৮৭)

উপন্যাস	নীলাঙ্গুরীয় (১৯৪২)।
অন্যান্য গ্রন্থ	বরযাত্রী, রানু সিরিজের গল্প গুলি, দুয়ার হতে অদূরে, কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি, একই পথের দুই প্রান্তে, অযাত্রার জয়যাত্রা, পনুর চিঠি, কৈলাশের পাটরানী, দুষ্টুলক্ষিদের গল্প, জীবন তীর্থ (আত্মজীবনী)।

বিমল মিত্র (১৯১২-১৯৯১)

উপন্যাস	একক দশক শতক, সাহেব বিবি গোলাম, কড়ি দিয়ে কিনলাম, বেগম মেরী বিশ্বাস, চলো কলকাতা, পতি পরম গুরু, এই নরদেহ, এরই নাম সংসার, মালা দেওয়া নেওয়া, তোমরা দুজনে মিলে, গুলমোহর, যা দেবী, আসামী হাজির, স্ত্রী।
গল্পগ্রন্থ	দিনের পর দিন, শ্রেষ্ঠ গল্প।

বেনজির আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩)

কাব্যগ্রন্থ	বন্দীর বাঁশি ও বৈশাখী (১৩৬৯)।
প্রবন্ধ/গদ্যগ্রন্থ	আশ্চার্যে আর আশ্চর্য (১৯৫৭), কমলমণি, ইসলাম ও কম্যুনিজম, কোরানের গল্প।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

কাব্য	মর্মবাণী (১৯২৫), বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), পৃথিবীর পথে (১৯৩৩), কঙ্কাবতী (১৯৩৭), দময়ন্তী (১৯৪৩), দ্রৌপদ্রীর শাড়ি (১৯৪৮), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৩), যে আধার আলোর অধিক, মরচে পড়া পেরেকের গান (১৯৬৬), একদিন : চিরদিন, স্বাগতবিদায়।
উপন্যাস	সাড়া (১৯৩০), সানন্দা (১৯৩৩), লাল মেঘ (১৯৩৪), পরিক্রমা (১৯৩৮), কালো হাওয়া (১৯৪২), অকর্মণ্য, রডোড্রেন গুচ্ছ, যেদিন ফুটল কমল, তিথিডোর (১৯৪৯), নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১), মৌলিনাথ (১৯৫২), পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭), শেষ পাণ্ডুলিপি, বাসর ঘর, গোলাপ কেন কাল, বিপন্ন বিস্ময়, রাত ভর বৃষ্টি।
প্রবন্ধ	হঠাৎ আলোর ঝলকানি (১৯৩৫), কালের পুতুল (১৯৪৬), সাহিত্য চর্চা (১৩৬১), রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য (১৯৫৫), স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭), সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩), প্রেমপত্র।
নাটক	মায়া-মালঞ্চ (১৯৪৪) তপস্বী ও তরঙ্গিণী (১৯৬৬), কলকাতার ইলেক্ট্রা ও সত্যাসন্ধ (১৯৬৬)।
স্মৃতিকথা	আমার ছেলেবেলা (১৯৭৩), আমার যৌবন (১৯৭৬)।
অনুবাদ	কালিদাসের মেঘদূত (১৯৫৭), বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা (১৯৬০), হেন্ডালিনের কবিতা (১৯৬৭), রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা।
ছোটগল্প	অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প, এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে, অসামান্য মেয়ে, ঘরেতে ভ্রমর এলো ইত্যাদি।

বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)

কবিতা	সাঁঝের মায়া (১৯৩৮), মায়া কাজল (১৯৫১), মন ও জীবন (১৯৫৭), উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪), দীওয়ান (১৯৬৬), প্রশস্তি ও প্রার্থনা (১৯৬৮), অভিযাত্রিক (১৯৬৯), মৃত্তিকার ঘ্রাণ (১৯৭০), মোর যাদুদের সমাধি পরে (১৯৭২)।
গল্প	কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭)।
শিশুতোষ	ইতল-বিতল (১৯৬৫), নওল কিশোরের দরবারে (১৯৮২)।
ডায়েরী	একাত্তরের ডায়েরী (১৯৮৯)।

মমতাজ উদ্দিন আহমদ (১৯৩৫-বর্তমান)

নাটক	স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা, বিবাহ, কি চাহ শঙ্খচিল, এই সেই কণ্ঠস্বর, প্রেম বিবাহ সুটকেস, রাজা অনুস্বারের পালা, ক্ষত বিক্ষত, সাত ঘাটের কানাকড়ি, ফলাফল, নিম্নচাপ, আমাদের শহর, বকুলপুরের স্বাধীনতা, পুত্র আমার পুত্র, হরিণ চিতা চিল, রাক্ষুসী।

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মহাদেব সাহা (১৯৪৪-)	
কাব্যগ্রন্থ	এই গৃহ এই সন্ন্যাস (১৯৭২), মানব এসেছি কাছে (১৯৭৩), চাই বিষ অমরতা (১৯৭৫), তোমার পায়ের শব্দ (১৯৮২), ধুলোমাটির মানুষ (১৯৮২), ফুল কই, শুধু অস্ত্রের উল্লাস (১৯৮৪), অস্তমিত কালের গৌরব (১৯৯২), গোলাপের বিরুদ্ধে হুলিয়া (১৯৯৫), এসো তুমি পুরাণের পাখি (১৯৯৫), বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ (১৯৯৫), ভুলি নাই তোমাকে রুমাল (১৯৯৬), কেউ ভালবাসে না (১৯৯৭), স্বপ্নে আঁকি সুন্দরের মুখ (১৯৯৮), বহুদিন ভালোবাসাহীন (১৯৯৮), কে তুমি বিষণ্ন ফুল (১৯৯৯), অপরূপ অশ্রুজল (১৯৯৯), সোনালী ডানার মেঘ (২০০১), পৃথিবী তোমাকে আমি ভালোবাসি (২০০২), দুঃসময়ের সঙ্গে হেঁটে যাই (২০০৩), কালো মেঘের ওপারে পূর্ণিমা।
প্রবন্ধ	আনন্দের মৃত্যু নেই (১৯৮৪), মহাদেব সাহার কলাম (১৯৯২), কবিতার দেশ ও অন্যান্য ভাবনা, মহাদেব সাহার নির্বাচিত কলাম।
শিশু-কিশোর গ্রন্থ	টাপুর টুপুর মেঘের দুপুর (১৯৯৫), ছবি আঁকা পাখির পাখা (১৯৯৭), আকাশে ওড়া মাটির ঘোড়া (২০০০), সরষে ফুলের নদী (২০০৫), আকাশে সোনার থালা, মহাদেব সাহার কিশোর কবিতা।
মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী (১৮৫৭-১৯৫১)	
কাব্যগ্রন্থ	বিরহবিলাপ (১৮৭০), অশ্রুমালা (গীতিকাব্য, ১৮৫৯), কুসুমকানন, শিবমন্দির, অমিয়ধারা, মহরম শরীফ, শ্মশানভস্ম (১৯৩৮)।
মহাকাব্য	মহাশ্মশান (১৯০৪): পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ও মারাঠা শক্তির পতনের কাহিনি নিয়ে রচিত।
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮)	
কাব্যগ্রন্থ	দুর্লভ দিন (১৯৬১), প্রতনু প্রত্যাশা, ভালোবাসার হাতে, ইচ্ছেমতী, ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার, সঙ্গী বিহঙ্গী, ধীর প্রবাহে, কোলাহলের পর।
প্রবন্ধ গবেষণা	আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা কবিতার ছন্দ।
সংগ্রহ সম্পাদনা	যশোরের লোককাহিনী, প্যারীচাঁদ রচনাবলী, মধুসূদন কাব্য গ্রন্থাবলী, নজরুল সমীক্ষণ, ঢাকার লোককাহিনী।
গানের সংকলন	অনির্বাণ (১৯৬৭), নির্বাচিত গান (১৯৮৪)
মাহমুদুল হক (১৯৪০-২০০৮)	
উপন্যাস	খেলাঘর, জীবন আমার বোন, অনুর পাঠশালা, অশরীরী, মাটির জাহাজ।
গল্পগ্রন্থ	প্রতিদিন একটি রুমাল।
মাহবুব-উল-আলম (১৮৯৮-১৯৮১)	
উপন্যাস	মিনিয়েচার
ছোটগল্প	মফিজন (১৯৪৬)
গল্প সংকলন	তাজিয়া (১৯৪৬), পঞ্চ অন্ন (১৯৫৩)
ব্যঙ্গ রচনা	গোঁফ-সন্দেশ (১৯৫৩)।
ইতিহাসমূলক	বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত (চার খণ্ড)
পত্রিকা	জামানা (২৮ অক্টোবর, ১৯৫৪)
স্মৃতিকথা	মোমেনের জবানবন্দী (১৯৪৬), পল্টন জীবনের স্মৃতি (১৯৪০)।
মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)	
নাটক	বসন্তকুমারী (১৮৭৩), জমীদার দর্পণ (১৮৭৩), বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৮৯), টালা অভিনয়।
প্রহসন	এর উপায় কি?, ভাই ভাই এইতো চাই, ফাঁস কাগজ।
প্রবন্ধ	গোজীবন (১৮৮৯), আমার জীবনী (১৯০৮-১০), আমার জীবনীর জীবনী বা বিবি কুলসুম, খোতবা।
কাব্য	গোরাই ব্রীজ অথবা গৌরী সেতু, সংগীত লহরী, পঞ্চনারী পদ্য, প্রেম পারিজাত, মোসলেম বীরত্ব, মদীনার গৌরব, বাজিমাত।
উপন্যাস	রত্নবতী (১৮৬৯), বিষাদ সিন্ধু (১৮৮৫-৯১), উদাসীন পথিকের মনের কথা, গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯৯), রিজিয়া খাতুন (১৯০৪), বাঁধাখাতা, নিয়তি কী অবনতি, এসলামের জয়, তাহমিনা।
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)	
কাব্য	কুসুমাঞ্জলি (১২৮৮), অপূর্বদর্শন (১২৯২), প্রেমহার (১৩০৫), হযরত মুহম্মদ (১৩১০), জাতীয় ফোয়ারা, ইসলাম সঙ্গীত।
উপন্যাস	জোহরা (১৯১৭), দারফর্খা গাজী (১৯১৯), রঙ্গিলাবাঈ।
ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬)	
প্রবন্ধ	উচ্চ জীবন (১৯১৯), মহৎ জীবন (১৯২৬), উন্নত জীবন (১৯২৭), মানব জীবন (১৯২৭), সত্য জীবন, ধর্ম জীবন, যুবক জীবন।

উপন্যাস	রায়হান, পথহারা, প্রীতিহার, বাসর উপহার, সরলা।
শিশু সাহিত্য	রাণী হেলেন (১৯৩৪), ছেলেদের মহৎ কথা, ছেলেদের কারবালা।
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪)	
অনুবাদ গ্রন্থ	স্মার্ণা-নন্দিনী (ডটার অব স্মার্ণার অনুবাদ)।
প্রবন্ধ গ্রন্থ/ জীবনী	মহামানুষ মোহসীন (১৯৪০), মরুভাস্কর (ছোটদের উপযোগী হযরত মোহম্মদ (স) এর জীবনী, ১৯৪১)। হযরত মোহাম্মদ (ছোটদের উপযোগী হযরত মোহাম্মদ (স) এর জীবনী, ১৯৪৮), সৈয়দ আহম্মদ, নওয়াব আবদুল লতিফ, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯৪৯), সিন্দাবাদ হিন্দবাদ, মণিচয়নিকা (১৯৫১)।
মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৬০-১৯২৩)	
উপন্যাস	আনোয়ারা (১৯১৪), চাঁদতারা বা হাসান গঙ্গাবাহমণি, পরিণাম (১৯১৮), গরীবের মেয়ে (১৯২৩), দুনিয়া আর চাইনা, মেহেরউন্নিসা, প্রেমের সমাধি।
গল্পগ্রন্থ	বিলাতী বর্জন রহস্য (১৯০৪), সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯০৪)।
মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)	
প্রবন্ধ	সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৫৪), বিলাতে সাড়ে সাতশ' দিন (১৯৫৮), তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা (১৯৫৯), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৬০) A phonetic and phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali (১৯৬০), ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৬৪), বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে, প্রকাশকাল ১৯৬৮)।
মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২)	
গবেষণাগ্রন্থ	আবাহন (গীতি সংকলন, ১৯২০-২১), ঝর্ণাধারা (কবিতা সংকলন, ১৯২৮), চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য-ভেদ (১৯৩৫), আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের সঙ্গে একযোগে রচনা, ১৯৩৫), বঙ্গে সুফীপ্রভাব (১৯৩৫), বাঙলা ভাষার সংস্কার (১৯৪৪), মনীষা মঞ্জুষা, বুলগেরিয়া ভ্রমণ (১৯৭৮), আদ্যপরিচয়, শেখ জাহিদ (সম্পাদনা ১৯৮০)।
মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)	
নাটক	রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২), চিঠি (১৯৬৬), কবর (১৯৬৬), দণ্ডকারণ্য (১৯৬৬), পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য (১৯৬৯)।
অনুবাদ নাটক	কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৬৭), রূপার কৌটা (১৯৬৯), মুখরা রমণী বশীকরণ (১৯৭০)।
প্রবন্ধ গ্রন্থ	ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায় (১৯৬৩), মীর মানস (১৯৬৫), তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯), বাংলা গদ্যরীতি (১৯৭০)।
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)	
কাব্যগ্রন্থ	মরীচিকা (১৯২৩), মরুশিখা (১৯২৭), মরুমায়া, সায়ম, ত্রিযামা, নিশান্তিকা (১৯৫৭), কাব্যপরিমিতি (১৯৩৯, রূপতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ)।
অনুবাদ গ্রন্থ	হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো, কুমারসম্ভব।
রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১)	
কাব্যগ্রন্থ	উপদ্রুত উপকূল (১৯৭৯), ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম (১৯৮২), মানুষের মানচিত্র (১৯৮৪), দিয়েছিলে সকল আকাশ (১৯৮৮), মৌলিক মুখোশ।
কাব্যনাট্য	বিষ বিরিক্ষের বীজ।
রশীদ করীম (১৯২৫-২০১১)	
উপন্যাস	উত্তম পুরুষ, আমার যত গ্লানি, প্রসন্ন পাষাণ, সোনার পাথর বাটি, প্রেম একটি লাল গোলাপ, বড়ই নিঃসঙ্গ।
প্রবন্ধ	মনের গহনে তোমার মুরতিখানি।
শওকত আলী (১৯৩৬-)	
উপন্যাস	যাত্রা, অপেক্ষা, ওয়ারিশ, উত্তরের খেপ, পিঙ্গল আকাশ, প্রদোষে প্রাকৃতজন, দলিল, হিসাবনিকাশ, পূর্বরাত্রি পূর্বদিন, কুলায় কালস্রোত, দক্ষিণায়নের দিন।
গল্প	উন্মুল বাসনা, লেলিহান স্বাদ, দিনগুবরান, শুন' হে লখিন্দর।
শাহ আবদুল করিম (১৯১৬-২০০৯)	
প্রকাশিত গ্রন্থাবলি	আফতাব সংগীত (১৯৪৮), কলনীর ঢেউ, ধলমেলা, ভাটির চিঠি, কালনীর কূলে, শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র (২০০৯)।
শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)	
প্রবন্ধ	সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই (১৯৮৫), মুসলিম মানসের রূপান্তর (১৯৮৬), ভাব ভাষা ভাবনা (১৯৭৪), হপ্তম পঞ্চম (১৯৫৭), নষ্টতান অষ্টভান (১৯৮৬), এবং তিন মির্জা (১৯৮৬)।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

উপন্যাস	বনি আদম (১৯৪৩), জননী (১৯৬৮), ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), চৌরসন্ধি (১৯৬৮). সমাগম (১৯৬৭), জাহান্নম হইতে বিদায় (১৯৭১), দুই সৈনিক (১৯৮৩), রাজসাক্ষী (১৯৮৫), জলাংগী (১৯৮৬), প্রস্তর ফলক (১৯৬৪), উপলক্ষ, উভশৃঙ্গ।
নাটক	আমলার মামলা (১৯৪৯), তস্কর ও লস্কর (১৯৫৩), পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা (১৯৯০)।
গল্পগ্রন্থ	জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প (১৯৫২), মনির ও তাহার কুকুর (১৯৮৬), ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৯০)।
শিশুতোষ	ওটেন সাহেবের বাংলা (১৯৪৪), তারা দুই জন (১৯৪৪), ক্ষুদে সোশালিস্ট (১৯৭৩)।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)	
গল্প	মন্দির, বিলাসী, মেজদিদি, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি।
উপন্যাস	বড়দিদি, শ্রীকান্ত, পথের দাবী (১৯২৬), দেবদাস (১৯১৭), দেনা-পাওনা (১৯২৩), পল্লী সমাজ, বৈকুণ্ঠের উইল, শেষ প্রশ্ন, গৃহদাহ, চরিত্রহীন, বিপ্রদাস ইত্যাদি।
নাটক	বিজয়া, রমা, ষোড়শী।
প্রবন্ধ	নারীর মূল্য, স্বদেশ ও সাহিত্য, তরুণের বিদ্রোহ।

শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)	
উপন্যাস	সারেং বৌ (১৯৬২) ও সংশপ্তক (১৯৬৫)
স্মৃতিকথা	রাজবন্দীর রোজনামচা (১৯৬২)।
ভ্রমণকাহিনি	পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬)।

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩)	
কাব্য	মৃদঙ্গ, কল্পলেখা, রূপচ্ছন্দা।
নাটক	আনার কলি, সরফরাজ খাঁ।
উপন্যাস	খেয়াতরী, মরুর কুসুম, হিরণলেখা, পথের দেখা।

শেখ ফজলল করিম (১৮৮২-১৯৩৬)	
কাব্যগ্রন্থ	সরল পদ্য বিকাশ (১৮৯৩), তৃষ্ণা (১৯০০), পরিত্রাণ কাব্য (১৯০৪), ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি (১৯১১), গাঁথা (১৯১৩)।
উপন্যাস	লায়লী মজনু (১৯০৪)।
গদ্যগ্রন্থ	মানসিংহ (১৯০৩), চিন্তার চাষ (নীতিকথা, ১৯১৬), বিবি রহিমা (জীবনী, ১৯১৮), পথ ও পাথেয়, রাজর্ষি এবরাহীম (জীবনী ১৯২৫), বিবি খাদিজা (জীবনী), বিবি ফাতেমা (জীবনী ১৯২৭)।
শিশুতোষ	হারুন-অর-রশিদের গল্প (১৯১৬) ও সোনার বাতি (১৯১৮)।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)	
গল্পগ্রন্থ	অনেক দিনের আশা, পথ জানা নাই, দুই হৃদয়ের তীর, সাহের বানু দুই ডালিমের কাব্য।
উপন্যাসগ্রন্থ	আলমগড়ের উপকথা, কাশবনের কন্যা, কাঞ্চনমালা, জায়জঙ্গল, কাঞ্চনগ্রাম।

সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১)	
উপন্যাস	ভোরের বিহঙ্গী (১৩৬৬), অভিশপ্ত নগরী (১৩৭৪), পাপের সন্তান (১৩৭৫), সেয়ানা (১৩৭৫), কুমারজীব (১৩৭৬), বিদ্রোহী কৈবর্ত (১৩৭৬), পুরুষ মেধ (১৯৬৯), আল বেরুনী (১৩৭৬), মা (১৩৭৭), একূল ভাঙে ওকূল গড়ে (১৯৭১), অপরাজেয় (১৩৭৭)।
ঐতিহাসিক গ্রন্থ	মহাবিদ্রোহের কাহিনী (১৯৫৮), প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ (১৯৭১), বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম, বিশ্ব-মানবের মহাতীর্থে, অভিযাত্রী (১৩৭৬), ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা (১৯৮৬)।
জীবনী সাহিত্য	মনোরমা মাসীমা (১৯৭০), বিপ্লবী রহমান মাস্টার (১৯৭৩) সীমান্ত সূর্য আবদুল গাফফার খান (১৯৭৬)।
বিবিধ	গ্রাম বাংলার পথে পথে (১৩৭২), আমাদের এই পৃথিবী (১৩৭৪), এটমের কথা (১৩৭৬), জীববিজ্ঞানে কথা (১৩৭৩), ইতিহাস ও বিজ্ঞান।
শিশু সাহিত্য	পাতাবাহার (১৩৭৪), অভিযাত্রী (১৩৭৬)।

সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০)	
নাটক	কালবেলা, মাইলপোস্ট, তৃষ্ণায়, প্রতিদিন একদিন, শেষ নবাব।
প্রবন্ধ-গবেষণা	ফাইভ পেইন্টার অব বাংলাদেশ, কনটেম্পরারি আর্ট, কনটেম্পরারি গ্রাফিক আর্টস অব বাংলাদেশ।

সানাউল হক (১৯২৪-১৯৯৩)	
কাব্যগ্রন্থ	বিচূর্ণ আর্শিতে, উত্তীর্ণ পঞ্চাশে, সম্ভবা অনন্যা, নদী ও মানুষের কবিতা, পদ্মিনী শঙ্খিনী।
রম্যরচনা	বন্দর থেকে বন্দরে।

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫)	
কবিতা	প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), বৈরীবৃষ্টিতে (১৯৬৫), কবিতা, বৃশ্চিক লগ্ন।
নাটক	শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮), সিরাজউদ্দৌলা, মহাকবি আলাওল।
উপন্যাস	মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), নবী কাহিনী (১৯৫১)।
অনুবাদ	রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম (১৯৬৬), সেন্টলুইয়ের সেতু (১৯৬১), বারনাড মালামুডের যাদুর কলস (১৯৫৯), সিংয়ের নাটক।
গান	মালব কৌশিক (১৯৬৯)।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)	
কবিতাগ্রন্থ	তন্বী (১৯৩০), অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৯৩৭), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০), সংবর্ত (১৯৫৬), প্রতিদিন (১৩৬১), দশমী (১৩৬৩)।
গদ্যগ্রন্থ	স্বগত (১৩৩৮), কুলায় ও কালপুরুষ (১৯৫৭)।

সেলিনা হোসেন (১৯৪৭-)	
উপন্যাস	যাপিত জীবন, অপেক্ষা, কাঠকয়লার ছবি, মগ্ন চৈতন্যে শিস, হাঙর নদী গ্রেনেড, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, কাঁটাতারে প্রজাপতি, চাঁদবেনে, জলোচ্ছ্বাস, নীলময়ূরের যৌবন।
গল্পগ্রন্থ	উৎস থেকে নিরন্তর, মতিজানের মেয়েরা, নারীর রূপকথা, একালের পান্তাবুড়ি।
প্রবন্ধ	একাত্তরের ঢাকা, স্বদেশে পরবাসী।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-২৯৮৩)	
কাব্যগ্রন্থ	বিমুখ প্রান্তর (১৯৬৩), আর্ত শব্দাবলি (১৯৬৮), অন্তিম শরের মতো, যখন উদ্যত সঙ্গীন, বজ্রে চেরা আঁধার আমার, শোকার্ত তরবারি, ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী (১৯৮৩)।
প্রবন্ধগ্রন্থ	আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫), সাহিত্য প্রসঙ্গ আলোকিত গহ্বর।
গল্পগ্রন্থ	আরো দু'টি মৃত্যু (১৯৭০)।

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কাঞ্চনমালা' গ্রন্থটি কার রচনা? [বাতিল : গ ১১-১২]
ক. সরদার জয়েনউদ্দিন খ. আবুল ফজল গ. আলাউদ্দিন আল আজাদ
ঘ. আনিস চৌধুরী ঙ. শামসুদ্দীন আবুল কালাম
বি.দ্র : এ নামে দু'জন উপন্যাস লিখেছেন : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শামসুদ্দীন আবুল কালাম

০২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে ডিগ্রি প্রদান করে তার নাম- [ক-১৫-১৬]
ক. সম্মানসূচক পি. এইচ. ডি. খ. সম্মানসূচক ডি. এস. সি.
গ. সম্মানসূচক ডি. লিট. ঘ. ডি. ফিল.

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ কোনটি? [C, ১৭-১৮]
ক. বাইবেল খ. আল-কোরআন গ. ঋগবেদ ঘ. শ্রীমদ্ভগবদ গীতা

০৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনা কোনটি? [C ১৭-১৮]
ক. প্রভাবতী সম্ভাষণ খ. পথের পাঁচালী গ. স্বপ্নপ্রয়াণ ঘ. ফুলবালা

০৫. কোন উপন্যাসগুচ্ছ লোকনাথ ভট্টাচার্যের? [C ১৭-১৮]
ক. তৃতীয় নয়ন, সন্ধ্যার সুর, নির্জন শিখর
খ. ভোর, হাজার চুরাশির মা, দুয়েকটি ঘর দুয়েকটি স্বর
গ. আরণ্যক, বাবুঘাটের কুমারী মাছ, যত দ্বার তত অরণ্য
ঘ. সময় অসময়ের বৃত্তান্ত, থিয়েটার আরম্ভ সাড়ে সাতটায়
Note: উল্লিখিত অপশনের মধ্যে লোকনাথ ভট্টাচার্যের উপন্যাস হলো 'থিয়েটার আরম্ভ সাড়ে সাতটায়'।

০৬. কোন উপন্যাসগুচ্ছ মহাশ্বেতা দেবীর? [C ১৭-১৮]
ক. পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, জননী
খ. চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর, হাজার চুরাশির মা, অরণ্যের অধিকার
গ. আরণ্যক, পথের পাঁচালি, মৃত্যুক্ষুধা
ঘ. সময় অসময়ের বৃত্তান্ত, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, আত্মীয় বৃত্তান্ত

০৭. কোন রচনাগুচ্ছ জসীমউদ্দীনের? [C ১৭-১৮]
ক. রাখালী, নক্শীকাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট খ. তৃষ্ণা, পান্থশালা, মধুস্মৃতি
গ. ডালি, অভয়া, আলেখ্য ঘ. মন্দ্র, আষাঢ়ে, আর্যগাথা

০৮. 'শিকারি যেমন ঝাঁকের পরে তীর মারিয়া পক্ষি ধরে ...' এখানে শিকারি হিসেবে … তুলনা করা হয়েছে? [C ১৭-১৮]
ক. পাকিস্তানিদের খ. ব্রিটিশদের গ. আমেরিকানদের ঘ. ভারতীয়দের

০১.ঙ	০২.গ	০৩.গ	০৪.ক	০৫.	০৬.খ	০৭.ক	০৮.ক

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৯. 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পটির প্রেক্ষাপট– [E ১৭-১৮]
ক. জ্যৈষ্ঠের শেষ খ. ভাদ্রের শেষ গ. আশ্বিনের শেষ ঘ. চৈত্রের শেষ

১০. নিচের কোনটি জহির রায়হানের রচনা নয়? [E ১৭-১৮]
ক. বরফ গলা নদী খ. কাঁদো নদী কাঁদো গ. আরেক ফাল্গুন ঘ. আর কত দিন

১১. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' - তে মোদাব্বের একজন- [E ১৭-১৮]
ক. মৌলভি খ. সুবিধাবাদী গ. কট্টরপন্থী ঘ. বামপন্থী

১২. 'বেদীতে না বসলে আমাদের উপদেশ কেউ মানে না' বাক্যটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? [E ১৭-১৮]
ক. একটি তুলসী গাছের খ. বিলাসী
গ. সৌদামিনী মালো ঘ. সাহিত্যে খেলা

১৩. শওকত ওসমান কোন উপন্যাসের জন্য 'আদমজী' পুরস্কার লাভ করেন? [জ ১১-১২]
ক. বনি আদম খ. চৌরসন্ধি গ. জননী ঘ. ক্রীতদাসের হাসি

১৪. কোনটি ধর্মগ্রন্থ নয়? [গ, সেট ৮ : ১১-১২]
ক. ত্রিপিটক খ. বাইবেল গ. গীতা ঘ. তাকাকত-ই-নাসিরি

১৫. 'দিবারাত্রির কাব্য' কার রচনা? [গ,সেট৭ : ১১-১২]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬. মীর মশাররফ হোসেনের জন্মসন কোনটি? [গ,সেট৬ : ১১-১২]
ক. ১৮৪৭ খ. ১৮৪৮ গ. ১৮৪৯ ঘ. ১৮৫০

১৭. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মসন কোনটি? [গ : ১১-১২]
ক. ১৮৪৮ খ. ১৮৩৮ গ. ১৮৩৬ ঘ. ১৮২০

১৮. 'পঞ্চগ্রাম' কার রচনা? [গ : ১১-১২]
ক. অদ্বৈত মল্লবর্মণ খ. মঞ্জু সরকার
গ. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ঘ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯. নিচের কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থ নয়? [D সেট- ০১, ১২-১৩]
ক. বেতাল পঞ্চবিংশতি খ. সীতার বনবাস গ. ভ্রান্তি বিলাস ঘ. মতিচূর

২০. মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক পাশার জন্ম-মৃত্যু সাল কোনটি? [C, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. ১৮৭০-১৯২৪ খ. ১৮৩৮-১৯৪৫ গ. ১৮৬৭-১৯২৫ ঘ. ১৮৮১-১৯৩৮

২১. *পুথক পালক* গ্রন্থের লেখক কে? [C, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. আবদুল মান্নান সৈয়দ খ. আবুল হোসেন গ. আবুল হাসান ঘ. আবিদ আজাদ

২২. 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের রচয়িতা কে? [F সেট-3 : ১৪-১৫; রাবি ০৫-০৬]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. শওকত ওসমান
গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

২৩. 'ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের রচয়িতা- [গ-১৫-১৬]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. সৈয়দ মুজতবা আলী

২৪. 'চার ইয়ারী কথা' গদ্য গ্রন্থের রচয়িতা- [গ-১৫-১৬]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সৈয়দ মুজতবা আলী
গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. প্রমথ চৌধুরী

২৫. 'হ-য-ব-র-ল' কার লেখা? [D ১৬-১৭]
ক. সুকুমার সেন খ. সত্যজিৎ রায় গ. সুকুমার রায় ঘ. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২৬. কোনটি সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত গল্প নয়? [A ১৭-১৮]
ক. পঞ্চতন্ত্র খ. চরিত্রহীন গ. শবনম ঘ. চাচাকাহিনি

২৭. 'নিষেধের বিড়ম্বনা' কার লেখা? [A ১৭-১৮]
ক. আবুল মনসুর আহমদ খ. আবুল হুসেন
গ. আবুল হোসেন ঘ. আবুল ফজল

২৮. ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত কেন বিখ্যাত? [A ১৭-১৮]
ক. যুগসন্ধির কবি হিসেবে খ. পদ্যকার হিসেবে
গ. নবজাগরণের লেখক হিসেবে ঘ. বিদ্রোহী চেতনার জন্য

২৯. জননী সম্ভাষণে ভূষিত হয়েছেন কে? [B ১৭-১৮]
ক. সুফিয়া কামাল খ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
গ. সেলিনা হোসেন ঘ. জাহানারা ইমাম

৩০. 'বিলাসী' গল্পটি কার জবানিতে রচিত? [D ১৭-১৮]
ক. বিলাসী খ. মৃত্যুঞ্জয় গ. ন্যাড়া ঘ. বৃদ্ধ মালো

৩১. 'যে জন বঙ্গেতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী' কার লেখা? [B ১৭-১৮]
ক. আবদুল হাকিম খ. শাহ মুহাম্মদ সগীর
গ. এন্টনি ফিরিঙ্গি ঘ. আবদুল হামিদ

৩২. 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' কোন ধরনের গ্রন্থ? [K ১৭-১৮]
ক. রাজনৈতিক খ. স্মৃতিচারণমূলক গ. সমাজবিষয়ক ঘ. গবেষণাধর্মী

৩৩. 'পণ্ডিত সাহেব' গল্পের সম্মেলনটি কোথায় হয়েছিল? [K ১৭-১৮]
ক. রাজবাড়ি খ. ঢাকা গ. কলকাতা ঘ. মুন্সিগঞ্জ

৩৪. কোনটি আহসান হাবীবের রচনা নয়? [A ১৭-১৮]
ক. মেঘ বলে চৈত্রে যাবো খ. বিদীর্ণ দর্পণে মুখ
গ. ছায়াহরিণ ঘ. বেলা অবেলা কালবেলা

৩৫. 'আগুইনা চিতা' কী? [E ১৭-১৮]
ক. হিংস্র প্রাণী বিশেষ খ. ভেষজ উদ্ভিদ গ. ক্ষিপ্র যোদ্ধা ঘ. জ্বলন্ত শ্মশান

৩৬. রূপক কবিতার ভাববস্তুর কয়টি দিক থাকে? [A ১৭-১৮]
ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাঁচ

৩৭. 'তালাশ' কার উপন্যাস? [০৫-০৬]
ক. শাহীন আখতার খ. আল মাহমুদ গ. শওকত আলী ঘ. শওকত ওসমান

৩৮. 'মেঘদূত' কার রচনা? [০৫-০৬]
ক. প্রমথনাথ বিশী খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ. কালিদাস রায় ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচনা করেন- [০৯-১০]
ক. বেদান্ত সার খ. গৌড়ীয় ব্যাকরণ গ. সীতার বনবাস ঘ. হুতোম প্যাঁচার নক্সা

৪০. 'আগুন পাখি' কার লেখা? [০৯-১০]
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. হাসান আজিজুল হক গ. শামসুর রাহমান ঘ. শওকত ওসমান

৪১. বন্দে আলী মিয়া কোন জেলার কবি ছিলেন? [খ ১১-১২]
ক. রাজশাহী খ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ গ. কুষ্টিয়া ঘ. পাবনা

৪২. বাংলা নববর্ষ 'পহেলা বৈশাখ' চালু করেছিলেন কে? [১১-১২]
ক. লক্ষণ সেন খ. বিজয় সেন গ. সম্রাট আকবর ঘ. সম্রাট শাহজাহান

৪৩. শহীদ শামসুজ্জোহা ছিলেন একজন– [১১-১২]
ক. সংগীতশিল্পী খ. চিত্রকর গ. নাট্যকার ঘ. শিক্ষক
গ. প্রমথ চৌধুরী- বীরবলের হালখাতা'য় ঘ. দীনেশচন্দ্র সেন- বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে

৪৪. কোন কবি বিদেশি কবিতার প্রথম বাঙালি অনুবাদক? [E -১৩-১৪]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৪৫. 'নক্ষত্রের রূপালী আগুন ভরা রাতে' কার কবিতা [B, Even, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. অমিয় চক্রবর্তী খ. রফিক আজাদ গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. বুদ্ধদেব বসু

৪৬. 'দ্বিজাতিতত্ত্বের সত্য মিথ্যা'র লেখক কে? [B, Even, সেট ৪ : ১৪-১৫]
ক. সনৎ কুমার সাহা খ. জুলফিকার মতিন গ. যতীন সরকার ঘ. অনুপম সেন

৪৭. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা নয়? [E, Even, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. চিত্রাঙ্গদা খ. চক্রবাক গ. ছায়ানট ঘ. শিউলিমালা

৪৮. 'বিশ শতকের মেয়ে' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? [E, Odd, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. নীলিমা ইব্রাহীম খ. আনিস চৌধুরী গ. আনোয়ার পাশা ঘ. শহীদুল্লা কায়সার

৪৯. তাম্বুলখানা গ্রামটি কার জন্য পরিচিত লাভ করেছে? [E-১৫-১৬]
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. লালন শাহ গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. চৈতন্যদেব

৫০. পিতা, পিতামহ ও জননীর বর্ণনা ধরা পড়েছে কোন লেখকের রচনায়? [A ১৬-১৭]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫১. 'ক্ষীরের পুতুল' কার রচনা? [A ১৬-১৭]
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. শওকত ওসমান
গ. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫২. শিক্ষা ও সাহিত্য পরস্পর- [D ১৬-১৭]
ক. পরিপূরক খ. নির্ভরশীল গ. সমান্তরাল ঘ. বিপরীত

৫৩. বাংলা সনের প্রবর্তক কে? [F ১৬-১৭]
ক. টোডরমল খ. আবুল ফজল গ. ফৈজী ঘ. ফতেহুল্লাহ সিরাজী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৫৪. কোন উপন্যাসটিতে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্র রয়েছে? [D ১৭-১৮]
ক. জননী খ. সারেং বৌ গ. কাঁদো নদী কাঁদো ঘ. জোছনা ও জননীর গল্প

৫৫. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কী কারণে বিখ্যাত? [D ১৭-১৮]
ক. শিক্ষা সংস্কার আইন খ. বিধবা বিবাহ আইন
গ. অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ঘ. যৌতুক প্রথা রদ

৫৬. বাংলা সনের প্রবর্তন কে করেন? [ক ০২-০৩]
ক. নবাব সিরাজউদ্দৌলা খ. খলিফা আল মামুন গ. সম্রাট শাহজাহান ঘ. সম্রাট আকবর

০৯.খ	১০.খ	১১.গ	১২.ঘ	১৩.ঘ	১৪.ঘ	১৫.ঘ	১৬.ক	১৭.ঘ	১৮.ঘ
১৯.ঘ	২০.ঘ	২১.গ	২২.ঘ	২৩.খ	২৪.ঘ	২৫.গ	২৬.খ	২৭.খ	২৮.ক
২৯.ঘ	৩০.গ	৩১.ক	৩২.ক	৩৩.ঘ	৩৪.ঘ	৩৫.খ	৩৬.ক	৩৭.ক	৩৮.গ
৩৯.গ	৪০.খ	৪১.ঘ	৪২.গ	৪৩.ঘ	৪৪.গ	৪৫.গ	৪৬.গ	৪৭.ক	৪৮.ক
৪৯.ক	৫০.ঘ	৫১.গ	৫২.ক	৫৩.ক	৫৪.খ	৫৫.খ	৫৬.ঘ		

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS JOYKOLY

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৫৭. বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী কবি [খ ০২-০৩]
ক. যতীন্দ্রনাথ খ. নজরুল গ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঘ. জহির রায়হান

৫৮. গোলাম মোস্তফার লেখা গ্রন্থ কোনটি? [খ ০২-০৩]
ক. বিষাদ-সিন্ধু খ. বিশ্বনবী গ. আবদুল্লাহ ঘ. জোহরা

৫৯. কোনটি সৈয়দ মুজতবা আলীর গ্রন্থ নয়? [খ ০২-০৩]
ক. দেশে বিদেশে খ. চাচা কাহিনী গ. পঞ্চতন্ত্র ঘ. কপালকুণ্ডলা

৬০. বাংলা সন কবে থেকে প্রচলিত? [খ ০৩-০৪]
ক. পাঠান আমলে খ. মোঘল আমলে গ. সুলতানি আমল ঘ. বৃটিশ আমল

৬১. বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা- [ঙ ০৬-০৭]
ক. বেগম রোকেয়া খ. সত্যজিৎ রায় গ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী
ঘ. ইবরাহীম খাঁ ঙ. আলাউদ্দিন আল আজাদ

৬২. 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ'- কার রচনার অংশ? [ঙ ০৯-১০]
ক. ভারতচন্দ্র রায় খ. দাউদ হায়দার গ. তসলিমা নাসরিন
ঘ. রামনিধি গুপ্ত ঙ. রফিক আজাদ

৬৩. 'মাসুদ রানা' সিরিজের লেখক কে? [খ ১১-১২]
ক. কাজী আনোয়ার হোসেন খ. হুমায়ূন আহমেদ গ. সমর সেন
ঘ. প্রমথ চৌধুরী ঙ. ঈশ্বরগুপ্ত

৬৪. আবুল মনসুর আহমদের রচনা কোনটি? [খ ১১-১২]
ক. জনসেবা য়ুনিভার্সিটি খ. গলির ধারের ছেলেটি
গ. মহামায়া ঘ. ঘুষ ঙ. স্ত্রীর পত্র

৬৫. 'মরণ বিলাস' কার রচনা? [ঙ ১১-১২]
ক. আহমদ ছফা খ. মোজাম্মেল হক
গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. হুমায়ুন আজাদ ঙ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী

৬৬. 'গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থের লেখক কে? [BI ১২-১৩]
ক. আনিসুজ্জামান খ. আহমদ শরীফ গ. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
ঘ. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঙ. আহমদ রফিক

৬৭. 'না প্রেমিক না বিপ্লবী' কাব্যগ্রন্থ কার লেখা? [BI ১২-১৩]
ক. নির্মলেন্দু গুণ খ. আল মাহমুদ গ. জিয়া হায়দার
ঘ. শামসুর রাহমান ঙ. হাসান হাফিজুর রহমান

৬৮. 'বিচারক' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? [E ১২-১৩]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. অমলেন্দু দে গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. আকবর হোসেন ঙ. ইমদাদুল হক মিলন

৬৯. 'নারী' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [E ১২-১৩]
ক. বেগম রোকেয়া খ. মীর মশাররফ হোসেন গ. হুমায়ুন আজাদ
ঘ. তসলিমা নাসরিন ঙ. সেলিনা হোসেন

৭০. কোন মহাকাব্য রচয়িতা চট্টগ্রাম অঞ্চলের? [D ১২-১৩]
ক. নবীনচন্দ্র সেন খ. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ. কায়কোবাদ ঘ. এঁদের কেউ নয়

৭১. রাজা রামমোহন রায় কী কারণে বিখ্যাত? [ঘ-১৩-১৪]
ক. বিধবা বিবাহ খ. ব্রাহ্ম ধর্ম
গ. সতীদাহ প্রথা নিবারণ ঘ. অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন

৭২. কোন বিদেশি ব্যক্তি কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করেন? [ঘ-১৩-১৪]
ক. উইলিয়াম রাদিচে খ. ক্লিন্টন বি সিলি গ. সি এফ এ্যান্ড্রুজ ঘ. পিয়ের ফালো

৭৩. ইংরেজি-বাংলা পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে স্মরণীয়- [E -১৩-১৪]
ক. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী খ. প্রমথ চৌধুরী গ. প্যারীচাঁদ মিত্র
ঘ. রাধানাথ শিকদার ঙ. সৈয়দ এয়াকুব আলী

৭৪. 'চর কাঁকড়ার ডকুমেন্টারী' কার রচনা? [E -১৩-১৪]
ক. নুরুল মোমেন খ. সাঈদ আহমেদ গ. কল্যাণ মিত্র
ঘ. সেলিম আল দীন ঙ. মামুনুর রশীদ

৭৫. 'দুর্দিনের দিনলিপি' গ্রন্থের লেখক কে? [E -১৩-১৪]
ক. শহীদুল্লা কায়সার খ. শওকত আলী গ. শওকত ওসমান
ঘ. আবুল ফজল ঙ. শামসুর রাহমান

৭৬. নিচের কোন কাব্যগ্রন্থটি আল মাহমুদ রচিত নয়? [G -১৩-১৪]
ক. কখনো রং কখনো সুর খ. মায়াবী পর্দা দুলে উঠে গ. কালের কলস
ঘ. সোনালী কাবিন ঙ. লোক লোকান্তর

৭৭. 'পদতলে রক্ত' বইটির লেখক কে? [A_{1}, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ. প্রতিভা বসু গ. শঙ্খ ঘোষ
ঘ. রশীদ করিম ঙ. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

৭৮. সংস্কৃত উপনিষদের প্রথম ফারসি অনুবাদক কে? [B_{1}, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. হাফিজ খ. আওরঙ্গজেব গ. সৈয়দ সুলতান ঘ. দারাশিকোহ্

৭৯. কোন গল্পগ্রন্থ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখা? [B_{1}, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. ওম শান্তি খ. অষ্ট প্রহর গ. দোযখের ওম ঘ. মৃত্তের আত্মহত্যা

৮০. রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম কী? [B_{1}, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. রবীন্দ্র ভারতী খ. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
গ. বিশ্বভারতী ঘ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৮১. 'মোমেনের জবানবন্দী' কার লেখা? [B_{1}, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. মাহবুব-উল আলম খ. আবুল মোমেন
গ. নুরুল মোমেন ঘ. মাহবুবুল আলম

৮২. কোনটি কাজী আবদুল ওদুদের রচনা? [B_{1}, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. কর্ণফুলি খ. নদীবক্ষে গ. উপনিবেশ ঘ. চর ভাঙা চর

৮৩. 'পূর্ণিমার চাঁদ' কে ঝলসানো রুটির সঙ্গে তুলনা করেছেন কে? [B_{1}, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. বিজন ভট্টাচার্য
গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. সুভাষ মুখোপাধ্যায়

৮৪. কে কবি নন? [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. কুসুমকুমারী দাশ খ. কামিনী রায় গ. নীলিমা ইব্রাহীম ঘ. তসলিমা নাসরীন

৮৫. 'মগ্ন চৈতন্যে শিস'-উপন্যাসের রচয়িতা কে? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. সেলিনা হোসেন খ. রিজিয়া রহমান গ. রাবেয়া খাতুন
ঘ. ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ ঙ. নাজমা জেসমিন চৌধুরী

৮৬. 'যথাশব্দ' গ্রন্থটি কার লেখা? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. আনিসুজ্জামান খ. সৈয়দ শামসুল হক গ. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
ঘ. হায়াৎ মামুদ ঙ. মুহম্মদ ইদরিস আলী

৮৭. 'রাজা যায় রাজা আসে'-গ্রন্থের রচয়িতা কে? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গ. শক্তি চট্টোপাধ্যায়
ঘ. আবুল হাসান ঙ. আবুল হোসেন

৮৮. অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী? [E-১৫-১৬]
ক. একমুঠো খ. খসড়া গ. পারাপার ঘ. পালাবদল ঙ. মাটির দেয়াল

৮৯. *A Code of Gentoo Laws* নামক হিন্দু-আইন গ্রন্থের রচয়িতা বাংলা-ভাষা সম্পর্কেও গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি কে? [E-১৫-১৬]
ক. উইলিয়ম কেরি খ. জন ক্লার্ক মার্শম্যান
গ. নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ঘ. জন লরেন্স ঙ. এ আপজন

৯০. 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা' কার লেখা? [E-১৫-১৬]
ক. গাজী শামসুর রহমান খ. সরদার ফজলল করিম গ. আসহাবউদ্দিন আহমদ
ঘ. মুহম্মদ আবদুল হাই ঙ. বদরুদ্দীন উমর

৯১. কোনটি জসীমউদ্দীনের রচনা? [E-১৫-১৬]
ক. পদ্মানদীর মাঝি খ. সাত সাগরের মাঝি গ. পদ্মার পলিদ্বীপ
ঘ. রঙ্গিলা নায়ের মাঝি ঙ. কর্ণফুলীর মাঝি

৯২. শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসে ফুটবল মাঠে ফুটবল খেলার প্রসঙ্গ আছে? [H ১৬-১৭]
ক. পথের দাবী খ. পল্লীসমাজ গ. শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব
ঘ. শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব ঙ. চরিত্রহীন

৯৩. কোন সাহিত্যিক নামকরা দাবাড়ু ছিলেন এবং কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে দাবা খেলেছিলেন? [H ১৬-১৭]
ক. শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায় খ. কাজী মোতাহার হোসেন গ. দীলিপকুমার রায়
ঘ. সজনীকান্ত দাশ ঙ. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন

৯৪. 'শবনম' উপন্যাসটি কার লেখা? [A ১৬-১৭]
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. সেলিনা হোসেন গ. আবুল ফজল
ঘ. সৈয়দ মুজতবা আলী ঙ. আনিসুল হক

৯৫. 'বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন' কার লেখা? [A ১৬-১৭]
ক. সৈয়দ আলী আহসান খ. মাহমুদ শাহ কোরেশী গ. মুনীর চৌধুরী
ঘ. আবদুল হাই ঙ. আনোয়ার পাশা

৯৬. কাজী নজরুল ইসলামের কোন্ কবিতাটি চট্টগ্রামে রচিত হয়েছিল? [DI ১৬-১৭]
ক. বিদ্রোহী খ. ধূমকেতু গ. সিন্ধু হিন্দোল ঘ. চিত্রনামা

৯৭. কোন কবি গান রচনা করেননি? [DI ১৬-১৭]
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

৯৮. 'বোধোদয়' কার রচনা? [E ১৬-১৭]
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. মীর মশাররফ হোসেন গ. বদরুদ্দীন উমর
ঘ. ওমর আলী ঙ. বুদ্ধদেব বসু

৫৭.গ	৫৮.খ	৫৯.ঘ	৬০.খ	৬১.গ	৬২.খ	৬৩.ক	৬৪.ক	৬৫.ক
৬৬.গ	৬৭.ক	৬৮.গ	৬৯.গ	৭০.ক	৭১.গ	৭২.খ	৭৩.ক	৭৪.ঘ
৭৫.ঘ	৭৬.ক	৭৭.ঘ	৭৮.ঘ	৭৯.গ	৮০.ক	৮১.ক	৮২.খ	৮৩.গ
৮৪.গ	৮৫.ক	৮৬.গ	৮৭.ঘ	৮৮.খ	৮৯.গ	৯০.ঘ	৯১.ঘ	৯২.গ
৯৩.খ	৯৪.ঘ	৯৫.ঘ	৯৬.গ	৯৭.ক	৯৮.ক			

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

৯৯. কোনটি উপন্যাস নয়? [AL১৭-১৮]
ক. শেষের কবিতা খ. কুলায় কালপুরুষ গ. দিবারাত্রির কাব্য ঘ. চতুরঙ্গ

১০০. অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতায় কোন ইংরেজ কবির বিশেষ প্রভাব আছে? [AL১৭-১৮]
ক. ব্রাউনিং খ. রবার্ট ফ্রস্ট গ. কিট্স ঘ. কোলরিজ

১০১. মীর মশাররফ হোসেনের 'বসন্তকুমারী' কী জাতীয় রচনা? [ঘ ১৭-১৮]
ক. গদ্যগ্রন্থ খ. উপন্যাস গ. নাটক ঘ. কাব্যগ্রন্থ

১০২. 'প্রণমহি বঙ্গমাতা' গ্রন্থের লেখক কে? [জাককানইবি D১৭-১৮]
ক. যতীন সরকার খ. শামসুজ্জামান খান
গ. সাইমন জাকারিয়া ঘ. আবুল আহসান চৌধুরী

১০৩. 'গৌরীপুর জংশন' উপন্যাসটি কার লেখা? [জাককানইবি A -১৩-১৪]
ক. শামসুদ্দিন আবুল কালাম খ. হুমায়ূন আহমেদ গ. রাহাত খান ঘ.সেলিনা হোসেন

১০৪. 'কামাল পাশা' ও 'আনোয়ার পাশা' গ্রন্থ দুইটির রচয়িতা কে? [E -১৩-১৪]
ক. আবুল ফজল খ. ইব্রাহীম খাঁ গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. এয়াকুব আলী

১০৫. 'জীবন ক্ষুধা' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [E -১৩-১৪]
ক. আবুল মনসুর আহমেদ খ. রশিদ করিম গ. রবীন্দ্রনাথ ঘ. বেলাল আহমেদ

১০৬. বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি কে? [ক-১৫-১৬]
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. জীবনানন্দ দাশ

১০৭. জহির রায়হানের প্রকৃত নাম কী? [ক-১৫-১৬]
ক. মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ খ. মোহাম্মদ জহির আহম্মেদ
গ. জহিরুল ইসলাম ঘ. জহির উদ্দিন

১০৮. কাজী নজরুল ইসলামের স্ত্রীর নাম হচ্ছে : [ক ১৬-১৭]
ক. আশালতা সেনগুপ্ত খ. দুলি গ. প্রমীলা ঘ. সবগুলো

১০৯. নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয় : [ক ১৬-১৭]
ক. কলকাতা টাউন হলে খ. কলকাতা অ্যালবার্ট হলে
গ. ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ঘ. গড়ের মাঠে

১১০. কাজী নজরুল ইসলাম নামাঙ্কিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাকাল : [ক ১৬-১৭]
ক. ২০০৫ খ. ২০০৬ গ. ২০০৭ ঘ. ২০০৮

১১১. 'বাদশাহ নামদার' কার রচনা? [ঘ ১৬-১৭]
ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. মঈনুল আহসান সাবের ঘ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

১১২. ছড়ায় কয়টি অংশ থাকে? [ঘ ১৬-১৭]
ক. তিনটি খ. চারটি গ. পাঁচটি ঘ. ছয়টি

১১৩. 'সাবিত্রী উপাখ্যান' কোন শ্রেণির রচনা? [ঘ ১৬-১৭]
ক. উপন্যাস খ. কাব্য গ. গল্প ঘ. আখ্যান

১১৪. 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' বইয়ের রচয়িতা কে? [ঘ ১৬-১৭]
ক. আজহার উদ্দীন খান খ. আতাউর রহমান গ. আবদুল কাদির ঘ. মুজাফ্ফর আহমেদ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১১৫. বাংলাদেশের জনমানসে নন্দিত মাতৃমূর্তিতে ভাস্কর- [B -১৩-১৪]
ক. জাহানারা ইমাম খ. সুফিয়া কামাল গ. বেগম রোকেয়া ঘ. ইলা মিত্র

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১১৬. 'শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল ।
গ্রাসগুলি তোলে যেন তে আটিয়া তাল ॥' কবিতাংশটির রচয়িতা কে? [C ১৭-১৮]
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. আল মাহমুদ ঘ. আবু হেনা মোস্তফা কামাল

১১৭. 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের পটভূমি- [খ ০৫-০৬]
ক. ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন খ. ১৯৭৪-এর দেশ ভিগ
গ. ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ঘ. ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ

১১৮. 'সমুদ্রেই যাবো' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা- [খ ০৯-১০]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
গ. সৈয়দ আলী আহসান ঘ. সেলিম আল দীন

১১৯. '১৯৭১ বন্ধুর মুখে শত্রুর ছড়া' বইটি কে লিখেছেন? [শাপলা ১১-১২]
ক. আখতারুজ্জামান মুকুল খ. বদরউদ্দীন ওমর
গ. সেলিনা হোসেন ঘ. হাসান ফেরদৌস

১২০. ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তন করেন- [B -১৩-১৪]
ক. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. রাজা রামমোহন রায়
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. কেশবচন্দ্র সেন

১২১. 'মিথ্যাবাদী রাখাল' এর কবি- [B -১৩-১৪]
ক. আল মাহমুদ খ. আল মুজাহিদী গ. শহীদ কাদরী ঘ. সুকান্ত

১২২. 'সবুজের অভিযান' কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত- [B -১৩-১৪]
ক. বলাকা খ. সোনার তরী গ. গীতাঞ্জলি ঘ. ক্ষণিকা

১২৩. 'ফিলিপস' সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন- [C -১৩-১৪]
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. শওকত ওসমান গ. বেগম রোকেয়া ঘ. কামিনী রায়

১২৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মৃত্যুবরণ করেন- [C -১৩-১৪]
ক. ৪৫ বছর বয়সে খ. ৬৪ বছর বয়সে গ. ৮০ বছর বয়সে ঘ. ৪০ বছর বয়সে

১২৫. 'এষা' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা? [C -১৩-১৪]
ক. অক্ষয়কুমার বড়াল খ. কায়কোবাদ গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. জীবনানন্দ দাশ

১২৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন- [C -১৩-১৪]
ক. কলকাতার নিমতা গ্রামে খ. হুগলীর চারুতা গ্রামে
গ. বর্ধমানের রসুলপুর গ্রামে ঘ. মুর্শিদাবাদের রতনপুর গ্রামে

১২৭. 'ভুল' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা? [C -১৩-১৪]
ক. কায়কোবাদ খ. অক্ষয়কুমার বড়াল গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. জীবনানন্দ দাশ

১২৮. 'মাদারডাঙ্গার কথা' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? [B-১৫-১৬]
ক. শওকত ওসমান খ. রশীদ করীম গ. আবু রুশদ ঘ. শওকত আলী

১২৯. 'ডানা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [C-১৫-১৬]
ক. প্রথম চৌধুরী খ. বনফুল গ. আবুল ফজল ঘ. শওকত আলী

১৩০. 'সূর্যোদয়' বইটি কার লেখা? [C ১৬-১৭]
ক. কবীর চৌধুরী খ. মেজর রফিকুল ইসলাম
গ. সিরাজুল ইসলাম ঘ. মেজর আব্দুল জলিল

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

১৩১. নিচের কোনটি কবিতার বই? [A -১৩-১৪]
ক. অভিজ্ঞান শকুন্তলম খ. শকুন্ত-উপাখ্যান গ. অভিজ্ঞানবসন্ত ঘ. শেষের কবিতা

১৩২. 'শেষ রাত্রির তারা' কে লিখেছেন? [খ-১৫-১৬]
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. কাজী নজরুল ইসলাম গ. আবু জাফর শামসুদ্দিন ঘ. জহির রায়হান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৩৩. 'পিঙ্গল আকাশ' উপন্যাসের রচয়িতা কে? [D ১৭-১৮]
ক. আবুল ফজল খ. জহির রায়হান গ. সেলিনা হোসেন ঘ. শওকত আলী

১৩৪. নিচের কোনটি কাব্যনাট্য নয়? [D ১৭-১৮]
ক. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় খ. তপস্বী ও তরঙ্গিণী গ. বিসর্জন ঘ. চাকা

১৩৫. 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীকে কয়টি নামে ডাকা হয়? [G ১৭-১৮]
ক. ৩টি খ. ৪টি গ. ৫টি ঘ. ৬টি

১৩৬. সাহিত্যিক সুকুমার বড়ুয়া সাহিত্যের কোন অঙ্গনের জন্য বিখ্যাত? [D ১৭-১৮]
ক. উপন্যাস খ. নাটক গ. প্রবন্ধ ঘ. ছড়া

১৩৭. 'বোধোদয়' গ্রন্থটির কোন শ্রেণির রচনা? [E, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক. শিশুশিক্ষা খ. গল্প গ. ছোটগল্প ঘ. নাটক

১৩৮. কোনটি আবুল ফজলের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ? [G ১৬-১৭]
ক. রেখাচিত্র খ. চৌচির গ. রাঙা প্রভাত ঘ. মাটির পৃথিবী

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৩৯. 'কত নদী সরোবর বা বাংলা ভাষার জীবনী' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [D ১৬-১৭]
ক. হুমায়ুন কবির খ. হুমায়ুন আহমেদ গ. হুমায়ূন মালিক ঘ. হুমায়ুন আজাদ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৪০. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [খ ০৭-০৮]
ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৪১. সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনটি? [E ১৭-১৮]
ক. পঞ্চতন্ত্র খ. কালান্তর গ. প্রবন্ধ সংগ্রহ ঘ. শাশ্বত বঙ্গ

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

১৪২. 'নদী ও নারী' কার রচনা? [C-১৫-১৬]
ক. আবুল ফজল খ. শামসুদ্দীন আবুল কালাম গ. হুমায়ুন কবির ঘ. কাজী আব্দুল ওদুদ

১৪৩. 'বকুলপুরের স্বাধীনতা' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থটি কার লেখা? [C ১৬-১৭]
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. মমতাজ উদ্দিন গ. শতকত ওসমান ঘ. সেলিনা হোসেন

১৪৪. 'বিষাদ-সিন্ধু'র ইংরেজি অনুবাদক কে? [১৬-১৭]
ক. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় খ. ফখরুল ইসলাম
গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. আল-মাহমুদ

৯৯.খ	১০০.ক	১০১.গ	১০২.গ	১০৩.খ	১০৪.খ	১০৫.ক	১০৬.ক
১০৭.ক	১০৮.ঘ	১০৯.খ	১১০.খ	১১১.ক	১১২.ক	১১৩.ক	১১৪.খ
১১৫.ক	১১৬.ক	১১৭.গ	১১৮.গ	১১৯.ঘ	১২০.খ	১২১.ক	১২২.ক
১২৩.খ	১২৪.ঘ	১২৫.ক	১২৬.ক	১২৭.খ	১২৮.ঘ	১২৯.খ	১৩০.ঘ
১৩১.গ	১৩২.গ	১৩৩.ঘ	১৩৪.ঘ	১৩৫.গ	১৩৬.ঘ	১৩৭.ক	১৩৮.ক
১৩৯.ঘ	১৪০.গ	১৪১.ক	১৪২.গ	১৪৩.খ	১৪৪.খ		

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com

Download More Book From www.admissionwar.com

• JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS •

বিবিধ

বিদেশি সাহিত্যিক ও সাহিত্যকর্ম

সাহিত্যিক	গ্রন্থ	ধরন
অ্যালিঘেরি দান্তে	ডিভাইন কমেডি	মহাকাব্য
উইলিয়াম শেক্সপীয়র	হ্যামলেট (১৬০২), ম্যাকবেথ, জুলিয়াস সীজার, ওথেলো, রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, কিং লিয়ার, দ্যা টেম্পেস্ট, দি কমেডি অফ এররস্।	নাটক
জন মিল্টন	প্যারাইডস লস্ট, প্যারাডাইস রিগেইন।	মহাকাব্য
উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ	লিরিক্যাল ব্যালাড্স্ (কোলরিজ সহযোগে), দি ইসকারসন।	কাব্য
জন কীট্স	ইসাবেলা, লুমিয়া অ্যান্ড আদারস পয়েমস্।	কাব্য
জর্জ বার্নার্ড শ	সিজার (Caeser) অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা, আর্মস এন্ড দ্যা ম্যান, ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান।	নাটক
স্যামুয়েল বেকেট	ওয়েটিং ফর গডো	নাটক
লিও টলস্তয়	ওয়ার অ্যান্ড পিস, আনা ক্যারেনিনা, মাস্টার অ্যান্ড ম্যান।	উপন্যাস
ই.এম.ফস্টার	এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া (১৯২৪), এ রুম উইথ এ ভিউ, দ্যা লংগেস্ট জার্নি।	উপন্যাস
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে	এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস, দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সী, দ্যা সান অলসো রাইজেস।	উপন্যাস
দস্তয়ভস্কি	ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট।	উপন্যাস
বারাক ওবামা	ওডাসিটি অফ হোপ, ড্রিমস ফ্রম মাই ফাদার, চেইঞ্জ উই ক্যান বিলিভ ইন।	আত্মজীবনী
বিল ক্লিনটন	মাই লাইফ	আত্মজীবনী
নেলসন ম্যান্ডেলা	লং ওয়াক টু ফ্রিডম।	আত্মজীবনী
বেনজীর ভুট্টো	ডটার অব দ্যা ইস্ট	আত্মজীবনী
ফেরদৌসী	শাহনামা	মহাকাব্য
হোমার	ইলিয়ড, ওডেসি।	মহাকাব্য
ওভিদ	মেটামরফোসিস	মহাকাব্য
আলবেয়ার ক্যামু	আউট সাইডার, দ্যা স্ট্রেনজার ক্যালিগুলা, ফেইট।	উপন্যাস
ফ্রানস্ কাফকা	মেটামরফেসিস, দ্যা ট্রায়াল, দ্যা ক্যাসল, দ্যা জাজমেন্ট	উপন্যাস

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'Reflection on the Revolution in France' গ্রন্থের লেখকের নাম- [খ-১৫-১৬]
ক. রিচার্ড বার্ক খ. ভলতেয়ার গ. এডমন্ড বার্ক ঘ. পার্ল এস বার্ক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০২. কোনটি তলস্তয়ের রচনা নয়? [C, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. আনা কারেনিনা খ. রেজারেকশন
গ. ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট ঘ. ওয়ার এন্ড পিস

০৩. কোনটি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের রচনা? [গ, সেট ৮ : ১১-১২]
ক. পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট খ. বিইং অ্যান্ড নাথিংনেস
গ. দ্য ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য সি ঘ. দ্য ব্ল্যাক বয়

০৪. কোনটি সফোক্লিসের রচনা? [গ,সেট৭ : ১১-১২]
ক. দ্য ফ্রগস খ. মিডিয়া গ. প্রমিথিউস বাউন্ড ঘ. কিং ইডিপাস

০৫. 'দান্তের' রচনা কোনটি? [গ,সেট৬ : ১১-১২]
ক. ডিভাইন কমেডি খ. মেটামরফোসিস গ. ডক্টর জিভাগো ঘ. আর্স পোয়েটিকা

০৬. কোনটি গ্যায়টের রচনা? [গ,সেট৬ : ১১-১২]
ক. ফাউস্ট খ. অ্যান্তেগোনে গ. আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান ঘ. ফাদার সিয়েগি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৭. 'ইডিপাস' কী? [১১-১২]
ক. নাট্যকারের নাম খ. নাটকের নাম গ. কবির নাম ঘ. কাব্যের নাম

০৮. Shakespeare ছিলেন একজন- [১১-১২]
ক. ঔপন্যাসিক খ. জীবনী লেখক গ. নাট্যকার ঘ. ইতিহাসবিদ

০৯. 'War and Peace' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [১১-১২]
ক. Wordsworth খ. Shakespeare গ. L. Tolstoy ঘ. Swift

১০. 'ডলস হাউস' কার লেখা? [E, Even, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. শেক্সপিয়র খ. মলিয়ের গ. ইবসেন ঘ. বার্নার্ড শ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১১. 'শাহনামা' কোন কবির রচনা? [খ ০৩-০৪]
ক. ফেরদৌসী খ. হাফেজ গ. জামী ঘ. ওমর খৈয়াম

১২. বাংলায় অনূদিত 'দ্য ট্রায়াল' উপন্যাসটির মূল রচয়িতা কে? [E-১৫-১৬]
ক. ভার্জিনিয়া উল্ফ্ খ. জেম্স জয়স গ. ফ্রাঞ্জ কাফ্কা
ঘ. সল বেলো ঙ. রসুল গামজাতোভ্

১৩. কে পারস্যের কবি নয়? [B ১৬-১৭]
ক. ওমর খৈয়াম খ. শেখ সাদী
গ. আবুল কাসেম ফেরদৌসী ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. কোনটি শেক্সপীয়র রচিত ট্রাজেডি? [AP ১৭-১৮]
ক. টাইটানিক খ. এভাটার গ. দ্যা রোড ঘ. হ্যামলেট

১৫. 'জোকাস্ট্রা' কোন নাটকের চরিত্র? [AP ১৭-১৮]
ক. ইডিপাস খ. ফ্রগস গ. ওথেলো ঘ. মিডিয়া

০১.গ	০২.গ	০৩.গ	০৪.ঘ	০৫.ক	০৬.ক	০৭.খ	০৮.[illegible]
০৯.গ	১০.গ	১১.ক	১২.গ	১৩.ঘ	১৪.ঘ	১৫.ক	

বিখ্যাত চলচ্চিত্র ও পরিচালক

পরিচালক	চলচ্চিত্র
বাবুল চৌধুরী	ইনোসেন্ট মিলিয়ন্স (প্রামাণ্য)
আলমগীর কবির	লিবারেশন ফাইটার্স (প্রামাণ্য)
জহির রায়হান	স্টপ জেনোসাইড (প্রামাণ্য), সঙ্গম
এস সুকুদেব	নাইন মানথ্ টু ফ্রিডম (প্রামাণ্য)
তারেক মাসুদ	মাটির ময়না, মুক্তির গান, রানওয়ে
মোরশেদুল ইসলাম	আগামী, দীপু নাম্বার টু
চাষী নজরুল ইসলাম	হাঙ্গর নদী গ্রেনেড, সংগ্রাম, ওরা এগারোজন, ধ্রুবতারা
আলমগীর কবির	ধীরে বহে মেঘনা, রূপালি সৈকত
তানভীর মোকাম্মেল	জীবন ঢুলী, চিত্রা নদীর পাড়ে
জহির রায়হান	জীবন থেকে নেয়া, Let there be light

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'স্টপ জেনোসাইড' প্রামাণ্য চলচ্চিত্রটি কে নির্মাণ করেছেন? [চ ১৭-১৮; ১৪-১৫]
ক. আলমগীর কবির খ. জহির রায়হান গ. তারেক মাসুদ ঘ. গৌতম ঘোষ

০২. 'শাখা প্রশাখা' চলচ্চিত্রের নির্মাতা : [গ ০৪-০৫]
ক. মৃণাল সেন খ. সত্যজিৎ রায় গ. হুমায়ূন আহমেদ
ঘ. চাষী নজরুল ইসলাম ঙ. জহির রায়হান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০৩. বাংলাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র- [C, ১৭-১৮]
ক. সালামত খ. মনের মানুষ গ. মুখ ও মুখোশ ঘ. বেহুলা

০৪. 'মনের মানুষ' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে? [C, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক. ঋতুপর্ণ ঘোষ খ. গৌতম ঘোষ গ. তারেক মাসুদ ঘ. তানভীর মোকাম্মেল

রাজাশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০৫. 'মাটির ময়না' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে? [১১-১২]
ক. আমজাদ হোসেন খ. হুমায়ূন আহমেদ গ. তারেক মাসুদ ঘ. তানভীর মোকাম্মেল

০৬. 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রের নির্মাতা কে? [১১-১২]
ক. ঋত্বিক ঘটক খ. তারেক মাসুদ গ. সত্যজিৎ রায় ঘ. কোনোটিই [illegible]

০৭. অস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র 'স্লামডগ মিলিওনিয়র'-এর পরিচালক কে? [১১-১২]
ক. জেমস ক্যামেরন খ. ড্যানি বোয়েল গ. রোমান পোলানস্কি ঘ. আমির খান

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৮. নিচের কোন উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত হয়নি? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক. পোকামাকড়ের ঘরবসতি খ. পথের পাঁচালী গ. লালসালু
ঘ. পদ্মানদীর মাঝি ঙ. সে রাতে পূর্ণিমা ছিল

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০৯. 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে? [AP ১৭-১৮]
ক. জহির রায়হান খ. খান আতাউর রহমান
গ. হারুনুর রশিদ ঘ. আলমগীর কবির

১০. চলচ্চিত্রকর নন কে? [A -১৩-১৪]
ক. হীরালাল খ. আলমগীর কবীর গ. জহির রায়হান ঘ. সরদার জয়েনউদ্দীন

০১.খ	০২.খ	০৩.গ	০৪.খ	০৫.গ	০৬.গ	০৭.খ	০৮.ঙ	০৯.ক	১০.[illegible]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Download More Book From www.admissionwar.com